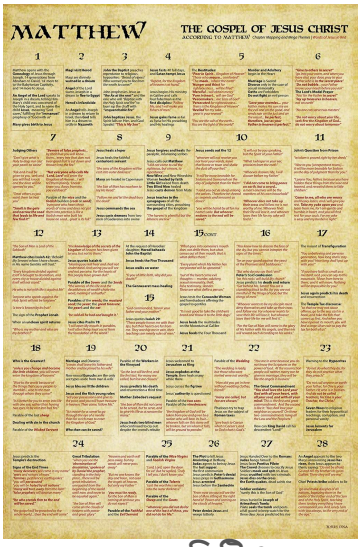
চিরন্তন সুসমাচার প্রচার

হারিয়ে যাওয়াদের কাছে যিশুর সুসমাচার প্রচার

eternalevangelism.com ৬ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে মুদ্রিত।

মথি লিখিত সুসমাচারের শ্লোকভিত্তিক অডিও অধ্যয়ন

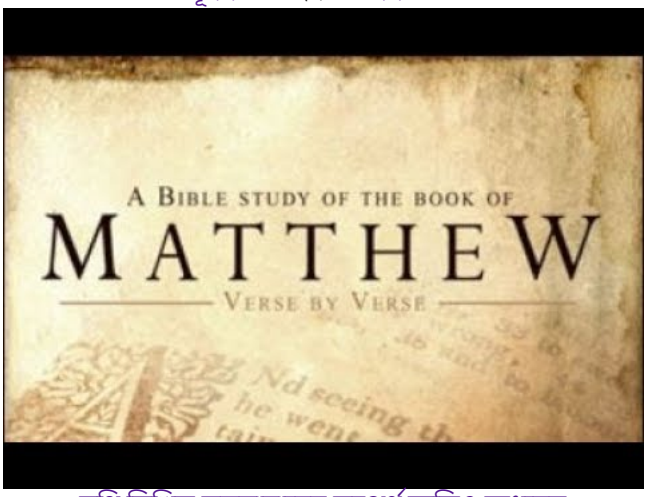
২৩শে ডিসেম্বর, ২০১৭
বিভাগ: বাইবেল অধ্যয়ন, মথি, শিক্ষা



নিচে আপনি মথি লিখিত সুসমাচারের প্রতিটি পদের একটি অডিও পাঠ পাবেন।
নিচের ভিডিওতে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

গবেষণাটির সম্পূর্ণ পাঠ্য নিচে দেওয়া হলো অথবা পিডিএফ-এর জন্য এখানে ক্লিক করুন।

পূর্ববর্তী ১ এর ১ পরবর্তী



- মথি লিখিত সুসমাচারের সম্পূর্ণ অডিও অধ্যয়ন

পূর্ববর্তী ১ এর ১ পরবর্তী

- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – ভূমিকা – সপ্তাহ ১ .mp3
- মথি লিখিত সুসমাচারের ১ ও ২ অধ্যায় অধ্যয়ন – সপ্তাহ ২ .mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ৩ ও ৪ (পদ ১১ পর্যন্ত) – সপ্তাহ ৩ .mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ৪-১২ থেকে ৫-১৬ – সপ্তাহ ৪ .mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ৫-১৭ থেকে ৬-১৮ – সপ্তাহ ৫ .mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ৬-১৯ থেকে অধ্যায় ৭ পর্যন্ত – সপ্তাহ ৬.mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ৮ – সপ্তাহ ৭.mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ৯-১০, ১-৪, সপ্তাহ ৮.mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ১০-৫ থেকে ১১-১৯, সপ্তাহ ৯.mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ১১-১৬ – ১২-২১, সপ্তাহ ১০.mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ১২-২২ – ১২-৫০ (শেষ) সপ্তাহ ১১.mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ১৩-১-১৩-২৩, সপ্তাহ ১২.mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ১৩-২৪ – ১৩-৫৮ (শেষ) সপ্তাহ ১৩.mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ১৪ থেকে ১৫-২০, সপ্তাহ ১৪.mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ১৫-২১ থেকে ১৬, সপ্তাহ ১৫.mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ১৭ – সপ্তাহ ১৬.mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ১৮ – সপ্তাহ ১৭.mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ১৯-২০, সপ্তাহ ১৮.mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ২১, সপ্তাহ ১৯.mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ২২, সপ্তাহ ২০.mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ২৩, সপ্তাহ ২১.mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ২৪, সপ্তাহ ২২.mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ২৫, সপ্তাহ ২৩.mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ২৬, সপ্তাহ ২৪.mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ২৭, সপ্তাহ ২৫.mp3
- মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়ন – অধ্যায় ২৮, সপ্তাহ ২৬.mp3

মথি লিখিত সুসমাচারের পাঠ-অধ্যয়ন – ভূমিকা – সপ্তাহ ১

আচ্ছা, ভাই ও বোনেরা, মথি লিখিত সুসমাচারের অধ্যয়নে আপনাদের স্বাগতম।

আজ রাতে আমরা শুধু একটি ভূমিকা দিয়ে শুরু করব, কারণ প্রথমত, বইটির প্রতিটি শ্লোকের গভীরে যাওয়ার জন্য আমাকে আরও ভালোভাবে প্রস্তুত হতে হবে, কিন্তু আমি সত্যিই এর জন্য অধীর আগ্রহে ত

এই গবেষণা।

আমার মনে হয় এটা খুবই ভালো হয়েছে যে আমরা আমাদের শেষ পাঠ হিসেবে 'এজলেস কনফ্লিক্ট' বইটি পড়তে পেরেছি। কারণ, আমি জানি ঐ বইয়ের অনেক বিষয় সম্পর্কে তোমাদের বেশিরভাগেরই ত কিন্তু বইটি পড়ার পর বিষয়গুলো আরও ভালোভাবে বোঝা গেছে।

এবং অনুতাপ, বাধ্যতা ও পবিত্রতার প্রয়োজনীয়তা এবং খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করলেন।

পরিত্রাণের উদ্দেশ্য হলো আমাদেরকে সেই বিষয়গুলোর কাছে নিয়ে আসা, সেগুলো না পাওয়ার কোনো ছাড়পত্র দেওয়া নয়। আমরা বাইবেল জুড়ে এর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দেখতে পেরেছি। আমার মনে হয়, মথি একটি ভালো ভিত্তি তৈরি হয়ে যায়, তাই সেই বিষয়গুলো বারবার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন হবে না। পাঠ্যাংশে যখন স্বাভাবিকভাবে সেগুলো আসবে, তখন আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব, কিন্তু প্রতি পারাটা সত্যিই খুব ভালো।

প্রভু ঠিক যেভাবে আমাদের কাছে তাঁর পরিত্রাণ প্রকাশ করেছেন এবং ঠিক যে ক্রমে তিনি আমাদের যা বলতে চেয়েছিলেন, তা-ই বলেছেন। তাই আজ রাতে আমরা ইফ্রাইম মথি অধ্যায়টি নিয়ে আলোচ অধ্যায় থেকে শুরু করতে চাই। আচ্ছা, তাহলে সেখানে পৌঁছানোর জন্য কি আমাকে কারও জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে? আচ্ছা, আমার মনে হয় আপনারা সবাই জানেন যে চারটি সুসমাচারেই...

যিশুর মৃত্যু, পুনরুত্থান এবং স্বর্গে আরোহণের পরে লেখা হয়েছিল। সঠিক সময়কাল

এই বিষয়গুলো নিয়ে আমার অবশ্যই আরও কিছুটা গবেষণা করার প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমার মনে হয় সাধারণত এটাই ভাবা হয় যে মথি, মার্ক এবং লূক যোহনের চেয়ে অনেক আগে রচিত হয়েছিলেন। সুসমাচারই খ্রিষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের দিকে ফিরে তাকিয়ে লেখা হয়েছে। সুতরাং

মূল কথা হলো, সুসমাচার লেখকরা পুরাতন নিয়মের সেই বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছিলেন যা খ্রীষ্টের দিকে নির্দেশ করত। আমরা এখানে মথি ২৪ অধ্যায়ের শেষে দেখি, স্বয়ং খ্রীষ্টই শিষ্যদের কাছে তা ব্যাখ্যা বলেছিলেন, "আর তিনি তাদের বললেন,

এই সেই বাক্য যা আমি তোমাদের সঙ্গে থাকাকালীন তোমাদের বলেছিলাম, যে মোশির বিধানে, ভাববাদীদের গ্রন্থে এবং শাস্ত্রে যা কিছু লেখা ছিল, সে সমস্ত অবশ্যই পূর্ণ হবে।

আমার বিষয়ে গীতসংহিতা, তারপর উভয় উপলব্ধির জন্য উন্মুক্ত, যেন তারা শাস্ত্র বুঝতে পারে।" এখন, আমাদের কাছে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়নি, কিন্তু তিনি যা করেছিলেন, তা তিনি এই অধ্যায়ের শু পদে ফিরে পড়লে দেখি, তিনি ক্লিওপাস এবং অন্য একজন—এই দুই ব্যক্তির সাথে কথা বলছেন।

ইম্মাউসের পথে এক ব্যক্তি, এবং মোশি ও সমস্ত নবীদের থেকে শুরু করে, তিনি ব্যাখ্যা করলেন

তাদের এবং সমস্ত শাস্ত্রে তাঁর নিজের বিষয়ে সমস্ত বিষয় রয়েছে। আর তাই প্রেরিতগণ এবং আদি খ্রিস্টানরা পুনরুত্থিত খ্রিস্টের কাছ থেকে এই উপলব্ধি পেয়েছিলেন যে কীভাবে বিভিন্ন চিত্রগুলি

এবং পুরাতন নিয়মে তাঁর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ। আর এখন মথি, মার্ক, লুক এবং যোহন।

তাঁরা সেই ধারণা মাথায় রেখেই তাঁদের সুসমাচারগুলো লিখেছিলেন। আর খ্রিস্টের জন্মের সময় যদি আমরা ইহুদি হতাম, তাহলে ঠিক কে, ঠিক কী—এসব নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক বিভ্রান্তি তৈরি হতো।

মসিহের ভূমিকা কী হতে যাচ্ছিল, তিনি কী করতে যাচ্ছিলেন, পৃথিবীতে তিনি কীভাবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছিলেন। আমরা এখানে লূক ২৪ অধ্যায়ে, এই অধ্যায়ের শুরুতে দেখি, খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর,

১৩ পদে বলা হয়েছে, "আর দেখ, সেই দিনই তাঁদের মধ্যে দুজন ইম্মাউস নামক এক গ্রামে গেলেন, যা যিরূশালেম থেকে প্রায় তিন বর্গ চার রেখা দূরে ছিল।" আমার মনে হয়, সেটা প্রায় আট মাইল।

আর তারা দুদিন আগে খ্রীষ্টের ক্রুশে মৃত্যুবরণের ঘোষণার পর ঘটে যাওয়া সমস্ত বিষয় নিয়ে একসঙ্গে কথা বলছিল। আর এমন হল যে, যখন তারা একসঙ্গে আলাপ ও যুক্তি করছিল, তখন স্বয়ং যীশু ত প্রয়োজন অনুভব করলেন, কিন্তু তাদের চোখ ছিল...

তারা মনে করত যে, তারা যেন তাঁকে জানতে না পারে। আর তিনি তাদের বললেন, "কী ধরনের যোগাযোগের পদ্ধতি?"

"আমাদের দৃষ্টিতে তোমরা যখন চলাফেরা করো, তখন কি তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এই রকম?" তখন তাদের মধ্যে ক্লিয়োপাস নামে একজন তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, "আপনি কি যিরূশালেমে কে দিনগুলিতে সেখানে যা যা ঘটেছে, তা জানেন না?" তিনি তাদের বললেন, "কী কী ঘটনা?" তখন তারা তাঁকে নাসরতীয় যীশুর বিষয়ে বললেন, যিনি ঈশ্বর ও সমস্ত লোকের সামনে সত্যিই এক পরাক্রমশালী কীভাবে প্রধান যাজকেরা...

এবং আমাদের শাসকেরা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য সোপর্দ করেছে ও ক্রুশবিদ্ধ করেছে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস রেখেছিলাম।

যে তিনিই ইসরায়েলকে উদ্ধার করার কথা ছিল। আর এই সবকিছুর পাশাপাশি, আজ তৃতীয় দিন।

এইসব ঘটনা ঘটার পর থেকে দিন কেটে গেছে। হ্যাঁ, আমাদের কোম্পানির এক মহিলা আমাদেরকে অবাক করে দিয়েছেন, যা...

তারা খুব ভোরেই সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। এবং যখন তারা তাঁর দেহ দেখতে পেলেন, তখন তারা এসে বলতে লাগলেন যে, তারাও স্বর্গদূতদের এক দর্শন পেয়েছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে তিনি জীবি কয়েকজন...

যারা আমাদের সঙ্গে ছিল, তারা সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে দেখল, ঠিক যেমন সেই মহিলাটি বলেছিল, "তাঁর সঙ্গে তারা একটি কৃতকর্ম দেখেছিল।" তখন তিনি তাদের বললেন, "হে মূর্খ ও হৃদয়ের ভাবুকেরা, বিশ্বাস কর

ভাববাদীরা যা কিছু বলেছেন, সবই। রাতে খ্রীষ্ট, যিনি এই সমস্ত দুঃখভোগ করেছেন এবং তাঁর মহিমায় প্রবেশ করবেন।" যীশু তাদের তিরস্কার করলেন, কারণ যদি তারা শাস্ত্রের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ দিত, ত এখন ২৭ পদে, তিনি তাদের কাছে তা ব্যাখ্যা করছেন, যেমনটা আমরা দেখেছিলাম। তারপর মোশি এবং সমস্ত ভাববাদীদের থেকে শুরু করে,

তিনি তাদের কাছে এবং সমস্ত শাস্ত্রে নিজের বিষয়ে সমস্ত বিষয় ব্যাখ্যা করলেন। সুতরাং আমরা যা দেখি,

আমরা এখানে ২১ পদে দেখতে পাই যে ক্লিওপাস বলছেন, "আমরা বিশ্বাস করেছিলাম যে তিনিই ইস্রায়েলকে উদ্ধার করবেন। আর এই সবকিছুর উপরে, এই ঘটনাগুলো ঘটার পর আজ তৃতীয় দিন।" ক্লিওপা দুঃখিত ছিলেন, তার কারণ ছিল খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়া। এবং তারা ভেবেছিল যে ইস্রায়েলের মুক্তির আশা শেষ হয়ে গেছে।

সেই কারণে চলে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা এখন জানি যে, ঠিক সেই উপায়েই তিনি মুক্তি দিয়েছিলেন।

ইসরায়েল, ঠিক সেই উপায়েই যার দ্বারা তিনি আমাদের জন্য পরিত্রাণ প্রদান করেছিলেন। আর এই লোকেরা ছিলেন যিশুর।

শিষ্যরা যারা তাঁর পরিচর্যায় তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তাঁকে অনুসরণ করেছিল এবং বিশ্বস্ত ছিল যতক্ষণ না পর্যন্ত

সেই পর্যায়ে। সুতরাং আমরা দেখতে পাই, কীভাবে একজন ধার্মিক ও আজ্ঞাবহ হৃদয়ের মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল।

মসিহের ভূমিকা ঠিক কী হতে চলেছে, তা যিশু পুরোপুরি বুঝতে পারেননি এবং

সেই বিষয়ে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছিল। আর যিশু তাদের তিরস্কার করেছিলেন, কারণ তাদের মূল্য পরিশোধ করা উচিত ছিল।

শাস্ত্রের প্রতি আরও সতর্ক মনোযোগ। এবং আমরা জানি যে যীশুকে দণ্ডিত করা হয়েছিল কারণ ইস্রায়েলের নেতারা এবং সাধারণভাবে ইস্রায়েল তাদের নিজেদের শাস্ত্রের প্রতি মনোযোগ দেয়নি। পৌল বলতে

মূলত প্রেরিত ১৩ অধ্যায়ে এবং সেখানে তিনি যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাতেই এই বিষয়টি বলা আছে। কিন্তু এমনকি ধার্মিক ও বিশ্বস্ত শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই, অন্তত তাদের অনেকেই, তা বুঝতে পারে
মসিহকে প্রথমে দুঃখভোগ করতে হবে এবং তারপরে তাঁর মহিমায় প্রবেশ করতে হবে। আর তাই এটি একটি বড় সমস্যা ছিল।

আদি খ্রিস্টানদের মধ্যে বিষয়টি ছিল এই যে, খ্রিস্টের পুনরুত্থানের পর, তারা পুরাতন নিয়মে খ্রিস্টের চিত্র ও দৃষ্টান্তগুলো বুঝতে পেরেছিলেন। এবং যখন তারা প্রচার করছিলেন

তারা পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রের মাধ্যমে সুসমাচার প্রচার করতেন। আমরা তা রোমীয়দের পত্রে দেখতে পাই।

অধ্যায় ১৬। পৌল রোমীয়দের প্রতি লেখা পত্রের ২৫ পদের একেবারে শেষে বলেন, "এখন তাঁরই মহিমা হোক যিনি প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা রাখেন।"

আমার সুসমাচার এবং যিশু খ্রিস্টের প্রচার অনুসারে, সেই রহস্যের প্রকাশ অনুযায়ী তোমরা, যা জগৎ সৃষ্টির শুরু থেকে গোপন রাখা হয়েছিল।" আর সেটাই, আমরা করতে পারতাম।

সে বিষয়ে একটি গবেষণা। খ্রীষ্টে এক দেহ হিসেবে অ-ইহুদিদের ক্ষেত্রেও এটা সত্য। "কিন্তু এখন তা তৈরি করা হয়েছে

চিরন্তন আজ্ঞা অনুসারে নবীগণের ধর্মগ্রন্থ দ্বারা প্রকাশিত

ঈশ্বর সকল জাতির কাছে বিশ্বাসের বাধ্যতার জন্য নিজেকে প্রকাশ করেছেন।" তাই ধর্মগ্রন্থ, আদি খ্রিস্টানরা,

নতুন নিয়ম না থাকলেও শুধুমাত্র পুরাতন নিয়মের শাস্ত্র থেকে সুসমাচার প্রচার করা যেত।

সুতরাং, যেমন আমরা এখানে রোমীয় ১৬:২৬ পদে দেখতে পাই। এবং স্পষ্টতই আমরা প্রচার করতে পারি, আমরা এখন সুসমাচার প্রচার করতে পারি।

পুরাতন ও নতুন নিয়ম উভয় থেকেই, কারণ আমাদের কাছে একটি সম্পূর্ণ বাইবেল আছে। কিন্তু এমনকি বাইবেলও

নতুন নিয়ম লেখার সময় তাদের যা ছিল, তা ঘটছিল। তারা পারতো

প্রচার, আমরা এখন দেখব যে পৌল এখানে প্রেরিত ১৭ অধ্যায়ে প্রচার করছিলেন। প্রেরিত ১৭ অধ্যায় ২ পদ। আচ্ছা,

১ নং পদ থেকে শুরু, "আর তারা যখন আম্ফিফিলাস, এপিলোনা ও এপিলোনিয়ার মধ্যে দিয়ে পার হয়ে আসলেন, তখন তারা এসে পৌঁছলেন...

থেসালোনিকী, যেখানে ইহুদিদের উপাসনালয় ছিল। খ্রিস্টধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

পুরাতন নিয়মের ধর্মগ্রন্থ অনুসারে। এবং যদিও ইস্রায়েলের লোকেরা প্রায়শই ভুল করত

চিহ্নটা এবং তাদের পাওয়া আহ্বান পূরণ করতে না পারা সত্ত্বেও, তখনও সবচেয়ে কাছেরটা ছিল, তখনও ছিল

নতুন নিয়মের মণ্ডলীর ভিত্তি হিসেবে কাজ করার জন্য অনেক কিছু আছে। আর সেই কারণেই যখন

প্রেরিতগণ রোমান বিশ্বে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, তাঁদের যাত্রা শুরু হয়েছিল ইহুদিদের উপাসনালয়গুলোতে।

এমনকি ঈশ্বর অ-ইহুদিদের খৎনা ছাড়াই মণ্ডলীতে গ্রহণ করতে শুরু করার পরেও।

কর্নিলিয়াস এবং প্রেরিত ১৫ অধ্যায়ের পরিষদের পরেও আমরা দেখতে পাই যে প্রেরিতরা শুরু করেছিলেন

ইহুদিদের উপাসনালয়। তাই ২ পদ, "আর পৌল তিন বিশ্রামবারে তাদের কাছে গেলেন,

তিনি শাস্ত্রের উদ্‌ধৃতি দিয়ে তাদের সাথে যুক্তি দিলেন, এই বলে যে খ্রীষ্টকে অবশ্যই কষ্টভোগ করতে হয়েছিল।

এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হবেন।" তাই যেহেতু ইহুদিরা একজন পার্থিব মসিহের প্রত্যাশা করছিল যিনি আসবেন

তাদেরকে রোমানদের হাত থেকে উদ্ধার করতে, এবং তারা বেশিরভাগই এটা দেখেনি যে তাকে প্রথমে কষ্ট ভোগ করতে হবে,

এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হবেন, এবং তাঁর মহিমায় প্রবেশ করবেন, এবং তাঁর প্রজাদের উদ্ধার করতে আসবেন।

জাগতিকভাবে, অর্থাৎ পার্থিব উপায়ে, তা তাঁর দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত ঘটার ছিল না। যেহেতু তা সাধারণত

একটি পরিচিত বিষয় হলো, দেখুন, পৌল যখন সুসমাচার প্রচার করছিলেন, তখন তিনি এই শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে খ্রীষ্টের অবশ্যই প্রয়োজন হবে।

এবং দুঃখভোগ করেছিলেন, এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এই যীশুই, যাঁর বিষয়ে আমি তোমাদের কাছে প্রচার করি।

তিনিই ছিলেন খ্রীষ্ট, এবং আমরা পুরাতন নিয়মের কিছু শাস্ত্রাংশ খতিয়ে দেখব, যা দেখায় যে যদি দেখা যায়

যে খ্রীষ্টকে দুঃখভোগ করতে হয়েছিল এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হতে হয়েছিল, এমনকি যদি আপনি বিস্তারিত বিবরণ নাও জানতেন।

মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই, শুধুমাত্র পুরাতন নিয়মেই মসিহ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে,

যে খুব বেশি লোক প্রার্থীও ছিলেন না, এবং আমরা সে বিষয়ে পরে আলোচনা করব। কিন্তু আপাতত,

কোনো মন্তব্য ও প্রশ্ন আছে কি? উইলিয়াম ড্যানিয়েল হিলটন? জিমি?

লাইনে কি এখনো কেউ আছেন? এখনো আছেন ভাই? হ্যাঁ, আমরা আছি ভাই। আচ্ছা। কেউ কি শুনতে পাচ্ছেন? না, আপনারা খুব ভালো করছেন।

দুঃখিত ভাই। আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি ভাই। আসলে, আমার ইয়ারফোনটা ঠিকমতো কাজ করছে না, কিন্তু আমরা আপনার কথা বেশ ভালোভাবেই শুনতে পাচ্ছি।

ওহ, বেশ, বেশ। আচ্ছা, তাহলে এখন আমি পুরাতন নিয়মের দিকে ফিরে তাকাতে চাই এবং আমরা এইমাত্র যা পড়লাম, তার কিছু উদাহরণ দেখাতে চাই—যে খ্রীষ্টকে তাঁর মহিমায় প্রবেশ করার জন্য অবশ্যই

কারণ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে চলেছে, যেহেতু আমরা মথি লিখিত সুসমাচার পর্যালোচনা করব, আমরা দেখতে পাব যে চারটি সুসমাচারই নিঃসন্দেহে সত্য। এবং প্রায়শই সেগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন বিষ সুসমাচারগুলোতে অনেক গল্পের মধ্যে মিল রয়েছে, কিন্তু কিছু সুসমাচার ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের জন্য লেখা হয়েছে, এবং কিছু সুসমাচারে অন্যগুলোর চেয়ে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের ওপর বেশি জোর দেওয়া হ কীভাবে সেগুলোকে উদ্ধৃত করেছেন।

এবং অন্যান্য সুসমাচার লেখকদের চেয়ে পুরাতন নিয়মই এক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। কারণ মথির প্রধান পাঠক ছিল ইহুদিরা, যাদের কাছে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, খ্রিষ্টই হলেন পুরাতন নিয়মের প্রতি রাজা।

তিনিই সেই ব্যক্তি যার জন্য ঈশ্বর হাজার হাজার বছর ধরে একটি জাতি হিসেবে তাদের প্রস্তুত করে আসছেন। এবং পরিশেষে, যিশু যখন বলেছিলেন পরিত্রাণ ইহুদিদের থেকে আসে, তখন তিনি বোঝাতে ঈশ্বর ইসরায়েলকে একটি জাতি হিসেবে নিজের করে নিলেন এবং তাদের তৈরি করলেন...

এবং তিনি তাদেরকে তাঁর থেকে পৃথক করলেন, এবং তাদের মাধ্যমে কাজ করলেন, এবং তাদের দিলেন... তাদেরকে দিলেন তাঁর জীবন, আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য খ্রীষ্টে তিনি অবশেষে যা কর দিলেন। এবং তিনি আমাদের অনেক শিক্ষা দিলেন। তিনি তাদেরও অনেক শিক্ষা দিলেন যা খ্রীষ্টের খাতিরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল।

এবং আমাদের মুক্তিদাতা হিসেবে খ্রীষ্টের ভূমিকা, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যেকার একমাত্র ব্যবধান, এবং ঈশ্বরের সাথে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপনের অর্থ কী। ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞায় চেয়েছিলেন ইস্রায়েলকে নিজের জন তাদের হৃদয়ে গেঁথে দিতে, এবং ইস্রায়েলের সাফল্য ও ব্যর্থতাকে গ্রহণ করতে।

এবং সেগুলোকে শাস্ত্রের অংশ হিসেবে... আমাদের জন্য একটি শিক্ষা হিসেবে গড়ে তুলুন, যেমনটা আমরা ১ করিন্থীয় ১০ অধ্যায়ে পড়েছি। এই বিষয়গুলো আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত ছিল—ইস্রায়েল যেভাবে ব্য তাঁর চুক্তি পালন করেছিল, ঈশ্বর তাদের প্রতি যেভাবে বিশ্বস্ত ছিলেন। এই সবই ছিল সেই শিক্ষা যা ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে গেঁথে দিয়েছিলেন।

এবং যেকোনো ইহুদি যে... যেকোনো ইসরায়েলি... আর প্রসঙ্গত, ইসরায়েলকে এমনভাবে বিচার করা হয়েছিল এবং ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল যে, ইসরায়েল ও রোমান যুগে কেবল যিহূদা জাতি, বিন্যামী অংশ, যাজকীয় গোত্র এবং আরও হাতেগোনা কয়েকজনই টিকে ছিল।

আর এই কারণেই ইসরায়েলি এবং ইহুদি শব্দ দুটি এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, কারণ স্পষ্টতই ইহুদি বলতে যিহূদা গোত্রের একজন বংশধরকে বোঝানো হচ্ছিল। সুতরাং ইসরায়েল জানত যে একজন মসিহ বলেছি, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বুঝতে পারেনি... তিনি কী করতে চলেছেন সে সম্পর্কে তাদের একটি ভুল ধারণা ছিল।

কিন্তু আপনারা যদি গীতসংহিতা ২-এ যেতে চান, যা আমরা ইসরায়েলি সংঘাতের সময় পেতাম... দুঃখিত, পাতাটা দ্রুত উল্টে যেতে যেতে আমার নিজেরই আঙুল তেলতেলে হয়ে গেছে। আচ্ছা, গীতসংহিতা ২

কেন বিধর্মীরা ক্রোধে উন্মত্ত হয় এবং লোকেরা বৃথা কল্পনা করে? পৃথিবীর রাজারা নিজেদের প্রস্তুত করে এবং শাসকেরা প্রভুর বিরুদ্ধে একত্রে পরামর্শ করে, আর অতিথিকে অভিষিক্ত করা হয়।

আমার বিশ্বাস, এই 'অভিষিক্ত' শব্দটি হিব্রুতে 'মসিহ'। এটি অবশ্যই তারই সমতুল্য। কিন্তু প্রভুর অভিষিক্তের জন্য হিব্রু শব্দটি হলো 'মসিহ'। সুতরাং এখানেও সেই হিব্রু শব্দটিই ব্যবহৃত হবে।

আর খ্রিষ্ট হবে তারই গ্রিক সংস্করণ। সুতরাং মসিহ, প্রভুর অভিষিক্ত খ্রিষ্ট—এই সবকিছুর অর্থ একই। পদ ৩, "পৃথিবীর রাজারা প্রস্তুত হয় এবং শাসকেরা প্রভুর ও তাঁর অভিষিক্তের বিরুদ্ধে একত্রে পরামশ তাদের বজ্রের বন্ধন ভেঙে ফেলি এবং তাদের রজ্জু আমাদের থেকে দূরে নিক্ষেপ করি।'"

যিনি স্বর্গে উপবিষ্ট, তিনি হাসবেন; প্রভু নিজ রাজ্যে তাদের বিচার করবেন। অতঃপর তিনি তাঁর ক্রোধে তাদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির বাক্যে তাদের পীড়িত করবেন।

তবুও আমি আমার রাজাকে আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতের উপরে স্থাপন করেছি।

পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতর যখন প্রচার করছিলেন, তখন তিনি যিরূশালেমের জনতাকে খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য তিরস্কার করে বলছিলেন যে, খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং ঈশ্বর সেই যীশুকেই, যাঁকে ত ও খ্রীষ্ট উভয়ই করেছেন।

এবং এতে বলা হয়েছে কীভাবে তারা হৃদয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। তারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে, তারাই তাদের মসিহকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল এবং যিশু পুনরুত্থিত হয়েছেন, ত তাদের প্রতিক্রিয়ার কারণে তারা ছিল বিধর্মী।

তারা আইন অমান্যকারী ছিল। আর পিতর যখন তাদের বললেন যে, তারা খ্রীষ্টকে ধরেছিল এবং দুষ্ট হাতে তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করেছিল, তখন সেই শব্দটির অনুবাদ "অ-ইহুদি"ও করা যেত। তখন তি প্রতি বিদ্রোহী ছিলেন।

আর এটাই তাদের মনে সেই দৃঢ় বিশ্বাস এনে দিয়েছিল, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে, তারা তাদের মসিহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, যিনি তাদের মন্দ কাজের জন্য তাদের তিরস্কার করেছিলেন।

আর খ্রীষ্টের পুনরুত্থান প্রমাণ করেছিল যে তিনি পুত্ররূপী মসিহও ছিলেন। এবং তারা পাপের মধ্যে ছিল, তাই তাদের অনুতাপ করতে ও যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে বলা হয়েছিল, যেন তোমরা পাপ

দুঃখিত, আমি ওটা উদ্ধৃত করছি, রেজেক্স ২.৩৮।

তোমরা প্রত্যেকে অনুতাপ করো এবং পাপমোচনের জন্য যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করো, তাহলে তোমরা পবিত্র আত্মার দান লাভ করবে। কারণ এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের জন্য, তোমাদের সন্তানদের ত —যাদেরকে আমাদের প্রভু ঈশ্বর আহ্বান করবেন।

এবং আরও অনেক কথার মাধ্যমে তিনি প্রাপ্ত ফলাফল পরীক্ষা করেন, যে কথাগুলো তোমাদেরকে এই অপ্রস্তুত প্রজন্ম থেকে রক্ষা করবে।

যেহেতু আমি প্রথম অর্ধেকটা করে ফেলেছি, তাই গীতসংহিতা ২ শেষ করব। এটি সেইসব ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি, যেটিকে ইহুদিরা নিশ্চিতভাবে মসিহের সাথে সম্পর্কিত করত।

পদ ৭, "প্রভু আমার প্রতি যে বিধান স্থির করেছেন, আমি তা ঘোষণা করব: তুমি আমার পুত্র, আজ আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি; তোমার কাছে প্রার্থনা করো, আর আমি জাতিগণকে তোমার উত্তরাধিকার তোমার অধিকাররূপে দান করব।"

সুতরাং এখানে গীতসংহিতা ২-এও আমরা দেখতে পাই যে, মসিহ হবেন ঈশ্বরের পুত্র। আমরা দেখতে পাই যে তিনি পুনরুত্থিত হবেন, অর্থাৎ 'আমিই তোমাকে জন্ম দিয়েছি'—এই অবস্থা। এর অর্থ কী, তা আম

আর আমি মনে করি, একজন আধ্যাত্মিক ইহুদি যিনি সত্যিই খুব মনোযোগ দিয়েছিলেন, তিনি দেখতে পেতেন যে মসিহকে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে এবং তিনি আবার পুনরুত্থিত হবেন।

কিন্তু সেখানে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা ছিল না। তাই বেশিরভাগ ধার্মিক ইহুদিরাও তা বুঝতে পারেননি। কিন্তু আপনারা ৮ নং পদে দেখতে পাবেন, মসিহের রাজ্যে অ-ইহুদিদের অন্তর্ভুক্তি কীভাবে ঘট সুসমাচারের একেবারে শেষে দেখতে পাব।

আর তারপর ৯ পদে, "মথির সুসমাচারের শেষ পদগুলিতে খ্রীষ্ট তাদের বলেন যে, স্বর্গ ও পৃথিবীতে সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমরা যাও এবং সমস্ত জাতিকে শিক্ষা দাও, পিতা, পুত্র বাপ্তিস্ম দাও এবং আমি তোমাদের যা কিছু আজ্ঞা দিয়েছি, সে সমস্ত পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও।"

সুতরাং আমরা ৮ পদে অ-ইহুদিদের মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করতে দেখি এবং তারপর ৯ পদে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন দেখতে পাই, "তুমি তাদেরকে লৌহদণ্ড দিয়ে চূর্ণ করবে। তুমি তাদেরকে মৃত্যুক্ষের অতএব, হে রাজরাজগণ, এখন তোমরা জ্ঞানী হও; হে পৃথিবীর বিচারকগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।"

ভয়ে প্রভুর সেবা করো এবং কম্পিত হৃদয়ে আনন্দ করো।

আর পুত্রকে চুম্বন কর, পাছে তোমরা ক্রুদ্ধ হও, এবং তাঁর ক্রোধ সামান্য প্রজ্বলিত হলেই পথভ্রষ্ট হয়ে বিনষ্ট হও; ধন্য তারা সকলে, যারা তাঁর উপর আস্থা রাখে।" আর তাই, এজিস সংঘাত বিষয়ক আলোচন
এখানেও খ্রীষ্টের উপর আস্থা রাখার অর্থ হলো তাঁর রাজত্বকে স্বাগত জানানো এবং তাঁর রাজত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করা।

এর অর্থ শুধু ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া নয়। তাঁর প্রভুত্ব, মানবজাতির উপর তাঁর সর্বোচ্চ শাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

সুতরাং, এখানেও একটি যুক্তি আছে, কারণ এটি এমন একটি ধর্মগ্রন্থ যা ইহুদিরা মসিহকে নির্দেশ করে বলে বুঝত। কিন্তু যদি আমরা বলি যে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কষ্টভোগের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারো
শাসকের সাথে কীভাবে সামঞ্জস্য বিধান করব, যিনি সমস্ত জাতিকে লৌহদণ্ড দিয়ে চূর্ণ করবেন, লৌহদণ্ড দিয়ে তাদের ভেঙে ফেলবেন এবং মঠাধ্যক্ষের পাত্রের মতো টুকরো টুকরো করে ফেলবেন?

খ্রীষ্টে এবং তাঁর পার্থিব পরিচর্যায় আমরা যে দুঃখভোগী সেবকদের দেখি, তার সাথে আমরা কীভাবে এর সামঞ্জস্য বিধান করব? আমরা এখন তা দেখতে পাই, কিন্তু তখন তা এত সহজ ছিল না।

সুতরাং এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মথি তাঁর সুসমাচার লেখার সময় সেটাই তুলে ধরবেন, যেভাবে প্রেরিতেরা প্রচার করতেন। তাঁরা ঠিক এটাই দেখাচ্ছিলেন।

সুতরাং আপনি যদি গীতসংহিতা ১১০-এ যান, যেটি আমরা এজিস সংঘাত অধ্যয়নে আলোচনা করেছিলাম।

তাই এটি আকর্ষণীয়, কারণ আমরা এখানে ত্রিত্বের একটি আভাসও দেখতে পাই। এই গীতে আমরা ইস্রায়েলের রাজা এবং ইস্রায়েলের মহাযাজককে এক ব্যক্তিতে একত্রিত হতে দেখি।

কিন্তু ৭ নং পদে একটি আকর্ষণীয় বিষয় আছে যা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। গীতসংহিতা ১১০ অধ্যায়ের ১ নং পদ, "সদাপ্রভু আমার প্রভুকে বললেন, তুমি আমার ডান পাশে বসো, যতক্ষণ না
পদতলে রাখি।"

প্রভু সিয়োন থেকে তোমার শক্তির অধিকার প্রেরণ করবেন। তোমার শত্রুদের মাঝে তুমি রাজত্ব করো। তোমার পরাক্রমের দিনে তোমার প্রজারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবে এবং প্রভাতের গর্ভ থেকে পবিত্র
তোমার কাছে তোমার যৌবনের শিশির রয়েছে।

প্রভু শপথ করেছেন এবং তা থেকে সরে আসবেন না। তুমি মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে চিরকালের জন্য যাজক। প্রভু তাঁর ক্রোধের দিনে তোমার ডান পাশে থেকে রাজাদের আঘাত করবেন।

গীতসংহিতা ২-এ আমরা ঠিক এ বিষয়েই পড়ি। "তিনি জাতিগণের মধ্যে বিচার করবেন। তিনি স্থানসমূহ মৃতদেহে পূর্ণ করবেন। তিনি বহু দেশের মস্তকসমূহকে বিদ্ধ করবেন।"

৬ নং পদে এসে আমরা ৫ ও ৬ নং পদে চলে আসি, যেখানে তাঁর দ্বিতীয় আগমন দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে আমরা ৪ নং পদে এবং ১ থেকে ৪ নং পদে দেখি যে, তিনি তাঁর শত্রুদের মাঝখান থেকে এ
যাদের উপর তিনি রাজত্ব করছেন এবং কীভাবে তিনিই মানুষ ও ঈশ্বরের মাঝে একমাত্র প্রতিবন্ধক।

আমরা যে যাজকের মহাযাজককে আদেশ দিয়েছি, তা লেবির যাজকত্ব বা ইরানীয় যাজকত্ব নয়।

এরপর আমরা ৫ ও ৬ পদে তাঁর দ্বিতীয় আগমন দেখতে পাই। কিন্তু তারপর ৭ পদে বলা হয়েছে, "তিনি ঝর্ণার জল ও জাগরণ থেকে পান করবেন। অতএব তিনি মস্তক উত্তোলন করবেন।"

সুতরাং এটি সেই ধরনের একটি বিষয়, যেখানে সরাসরি বলা না হলেও এমন একটা ধারণা দেওয়া হয় যে, মেলকিসেদেকের রীতি অনুসারে যিনি চিরকালের জন্য যাজক, যিনি সকল জাতির শাসক, তাঁকে মহি
নিজেকে নত করবেন, প্রথমে কষ্টভোগ করবেন।

সে জাগরণের ও জাগরণের ঝর্ণাধারা থেকে পান করবে। অতএব সে মস্তক উত্তোলন করবে।

যে ইহুদি গভীরভাবে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করত, তার কাছে এই কথাগুলো ভাবাতে বাধ্য ছিল যে, এর অর্থ কী? আর এটা আসলেই, স্পষ্টতই আমরা এখন জানি যে এটা সেই একই সত্য যা আমরা ফিলিপীয় ২ অধ্যা
করেছিলেন, আমি বিষয়টা ঠিকভাবে বোঝার জন্য ওখানেই যাচ্ছি।

ফিলিপীয় ২ অধ্যায় ৫ থেকে ১১ পদ, "তোমাদের মন যেন খ্রীষ্ট যীশুর মনরূপ এক নতুন মন হয়; যিনি ঈশ্বরের রূপে বিদ্যমান থেকেও, ঈশ্বরের সমান হওয়াকে অন্যায় মনে করেননি, কিন্তু নিজেকে নত ক
এবং মানুষের সাদৃশ্যে জন্মালেন; মানুষরূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি নিজেকে নত করলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত, অর্থাৎ ক্রুশের মৃত্যু পর্যন্ত, আজ্ঞাবহ হলেন।"

এইজন্য ঈশ্বরও তাঁকে অত্যন্ত উন্নত করেছেন এবং এমন একটি নাম দিয়েছেন যা সমস্ত নামের ঊর্ধ্বে, যেন যীশুর নামে স্বর্গে, পৃথিবীতে ও পাতালের সমস্ত কিছুর হাঁটু নত হয় এবং প্রত্যেক জিহ্বা তাঁর প্রভু যী
মহিমা স্বীকার করে।

সুতরাং আমরা ফিলিপীয় ২ অধ্যায়ে এবং গীতসংহিতা ১১০ পদের ৭ পদে এই সত্যটি দেখতে পাই। কিন্তু অন্য একটি শাস্ত্রে, এবং এটি এমন একটি শাস্ত্র যা ইহুদিরা এখন প্রায়শই তাদের উপাসনালয়ে পাঠ কর

যে ধর্মগ্রন্থটিকে সুবিধাজনকভাবে উপেক্ষা করা হয়। এটি এমন একটি ধর্মগ্রন্থ, যা সম্পর্কে ইহুদি নেতারা বিশ্বাস করতেন যে এটি ইসরায়েলকে নির্দেশ করছে, এবং এখন অনেক ইহুদি এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ক

কিন্তু মসিহের আগে এমন কিছু লোক ছিল যারা বুঝতে পারেনি যে এটি মসিহকেই নির্দেশ করছিল।

কিন্তু আমরা কীভাবে যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের এই দুঃখভোগী দাসের বিষয়টিকে, গীতসংহিতা ২ এবং তারপর গীতসংহিতা ১১০-এ যা পড়লাম তার সাথে মেলাব? গীতসংহিতা ১১০-এর ৭ নং পদে, যেমনটা উ
ইঙ্গিত রয়েছে।

কিন্তু এই ধারণা যে খ্রীষ্টকে অবশ্যই দুঃখভোগ করতে হবে এবং তারপরে তিনি তাঁর মহিমায় প্রবেশ করবেন, যিশাইয় ৫৩ অধ্যায় সম্ভবত সবচেয়ে স্পষ্ট শাস্ত্রীয় বাণী।

আর আমাদের কাছে যদি শুধু যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ও থাকতো, তাহলেও আমরা সুসমাচার প্রচার করতে পারতাম। অন্যান্য শাস্ত্র সম্পর্কে আমরা যা জানি, তা থেকে বলা যায়, যদি লোকদের সরাসরি পড়ে ে
একমাত্র যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ই থাকতো, তবে সুসমাচার প্রচারের জন্য সেটাই যথেষ্ট হতো।

তাই আমি ১ পদ থেকে শুরু করছি। এই মুহূর্তে কারো কি কিছু বলার বা কোনো প্রশ্ন করার আছে? আচ্ছা, তাহলে আমি বলতে থাকি। যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়, ১ পদ।

আমি ৫২ অধ্যায়ের শেষের দিকে ১৩ পদ থেকে এটি শুরু করব। দেখ, আমার দাস বিচক্ষণতার সাথে কাজ করবে, সে উন্নত ও প্রশংসিত হবে এবং অত্যন্ত উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হবে।

অনেকে তোমাকে দেখে বিস্মিত হয়েছিল, কারণ তার মুখমণ্ডল অন্য যেকোনো মানুষের চেয়ে এবং তার আকৃতি মানব সন্তানদের চেয়েও বেশি বিকৃত ছিল।

এইভাবে তিনি বহু জাতির উপর বর্ষণ করবেন, রাজা তাঁর প্রতি তাদের মুখ বন্ধ করে দেবেন; কেননা যা তাদের বলা হয়নি, তা তারা দেখবে এবং যা তারা শোনেনি, তা তারা বিবেচনা করবে।

এটি সেইসব অনুচ্ছেদ বা ধর্মগ্রন্থের সেইসব অংশের মধ্যে একটি, যেখানে খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের পর প্রেরিতরা তাঁদের কাছে ধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্যা করছিলেন; এটি সম্ভবত সেই অংশগুলোর মধ্যে একটি যা তাঁর
পারেন।

ওহ, আমরা তো দেখিনি যে তার মুখমণ্ডল অন্য যেকোনো মানুষের চেয়ে বেশি বিকৃত হবে, এবং তার আকৃতি মানব সন্তানদের চেয়েও বেশি বিকৃত হবে, আর তারপর তিনি মহিমান্বিত ও প্রশংসিত হবেন এ
হবেন।

আমার মনে হয়, আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো বিষয়টি খেয়াল করতাম না, যদিও তা এত স্পষ্টভাবে সেখানে রয়েছে, কারণ এখন পেছনে ফিরে তাকালে আমরা তা জানতে পারি। আর একারণেই আমরা দে
সেই শিষ্যদের প্রতি ধৈর্যশীল ছিলেন, যারা তাদের অসতর্কতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও তাঁর বাধ্য ছিলেন।

এবং তাঁকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, তখন তারা কীভাবে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল।

সুতরাং যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের ১ পদ অনুসারে, "কে আমাদের সংবাদে বিশ্বাস করেছে, এবং কার কাছে প্রভুর বাহু প্রকাশিত হয়েছে? কারণ তিনি তাঁর সামনে কোমল সমভূমির ন্যায় এবং শুষ্ক ভূমি থেকে উঠবেন।"

তাঁর কোনো রূপ বা অলীকতা নেই, এবং যখন আমরা তাঁকে দেখব, তখন তাঁর এমন কোনো সৌন্দর্য থাকবে না যা দেখে আমরা তাঁকে কামনা করব। তিনি এক দুঃখী ও শোকসন্তপ্ত মানুষকে অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম।

তিনি ঘৃণিত ছিলেন, এবং আমরা তাঁকে সমাদর করিনি। নিশ্চয়ই তিনি আমাদের দুঃখভার বহন করেছেন এবং আমাদের শোকভার গ্রহণ করেছেন। তবুও আমরা তাঁকে সমাদর করেছি এবং ঈশ্বরের দ্বারা হয়েছি।

কিন্তু তিনি আমাদের অপরাধের জন্য আহত হয়েছিলেন; আমাদের অধর্মের জন্য তিনি ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন। আমাদের শান্তির শাস্তি তাঁর উপর বর্তেছিল, এবং তাঁর সৈন্যদলের সঙ্গে আমরা আরোগ্য লাভ ক

আমরা সকলে মেষের ন্যায় বিপথে গিয়েছি; আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পথে ফিরেছি। আর সদাপ্রভু আমাদের সকলের অধর্ম তাঁর উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

তিনি নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়েছিলেন। তবুও তিনি মুখ খোলেননি। তিনি তাঁর মেষশাবককে বধের জন্য এনেছেন এবং শ্রোতাদের সামনে মেষের মতো নীরব থাকেন।

সুতরাং তিনি মুখ খুললেন না। তাঁকে কারাগার ও বিচার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল। আর কে তাঁর বংশের কথা ঘোষণা করবে? কারণ তাঁকে জীবিতদের দেশ থেকে উচ্ছিন্ন করা হয়েছিল।

এখানে স্পষ্টতই এই দুঃখভোগী মানুষটির নিহত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। "আমার প্রজাদের অপরাধের জন্য তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।" সুতরাং, বিষয়টি লক্ষ্য করুন। ৮ নং পদের শেষ লাইনটিতে।

"আমার প্রজাদের অপরাধের জন্য তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।" কারণ ইহুদি রাব্বিরা এখন বলবেন যে, যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ে ইসরায়েলকে একটি জাতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, কোনো মসিহ-সদৃশ ব্যক্তি

তারা হলোকস্টের মতো কোনো ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে বলতে পারে যে, যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ে বর্ণিত দুঃখভোগ বলতে একটি জাতির সম্মিলিত দুঃখভোগের কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু ৮ নং পদ এই অনুচ্ছেদের প্রধান প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যাটিকে নাকচ করে দেয়, কারণ সেখানে বলা হয়েছে, "আমার প্রজাদের অপরাধের জন্যই তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

এবং এটা পড়ে লোকেরা স্পষ্টতই বুঝেছিল যে, ওটা ইসরায়েলকে নির্দেশ করছিল।

আর তিনি দুষ্ট ও ধনীদের সঙ্গেই নিজের কবর ও মৃত্যু রচনা করলেন, কেননা তিনি কোনো হিংসা করেননি এবং তাঁর মুখে কোনো ছলনাও ছিল না।

তবুও আমরা দেখি, নিষ্পাপ দাসটি পাপীদের অপরাধের জন্য কষ্টভোগ করছেন।

সুতরাং ১০ পদ, "তবুও সদাপ্রভু তাঁকে চূর্ণ করতে সন্তুষ্ট হলেন; তিনি তাঁকে শোকে নিমজ্জিত করেছেন। যখন তুমি তাঁর প্রাণকে পাপের জন্য উৎসর্গ করবে।"

তাই অন্যান্য সংস্করণগুলোও এই বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যা একে ততটা চিত্তাকর্ষক বা সরাসরি করে তোলে না।

কিন্তু কিং জেমস বাইবেলে এটা খুবই স্পষ্ট, "যখন তুমি তাঁর আত্মাকে পাপের জন্য উৎসর্গ করবে, তখন তিনি তাঁর বংশধরদের দেখবেন, তিনি প্রভুর সন্তুষ্টিতে তাঁর দিনগুলি দীর্ঘ করবেন এবং তাঁর হাতে সমৃদ্ধি

সুতরাং, যেমন আমরা আগে দেখেছিলাম যে তিনি জীবিতদের দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, তেমনই এখন আমরা তাঁকে জীবিত দেখছি, এবং দেখছি যে তাঁর বংশধরেরা প্রভুর সন্তুষ্টিতে তাঁর দিন দীর্ঘায়িত ক করছে।

সুতরাং এটি একজন মানুষের মৃত্যু ও পুনরুত্থান, জাতি হিসেবে ইসরায়েলের নয়, বরং পুরাতন নিয়মে বর্ণিত মসিহের।

আর তাই ১১ পদে বলা হয়েছে, "তিনি তাঁর আত্মার যন্ত্রণা দেখবেন এবং সন্তুষ্ট হবেন। তাঁর জ্ঞানের দ্বারা আমার ধার্মিক দাস অনেককে ধার্মিক বলে প্রমাণ করবেন, কারণ তিনি তাদের পাপভার বহন করবেন।"

অতএব আমি তাকে মহান ব্যক্তিদের সঙ্গে একটি অংশ দেব এবং সে পবিত্র স্থানের সঙ্গে লুণ্ঠিত দ্রব্য ভাগ করে নেবে, কারণ সে মৃত্যুর জন্য নিজের প্রাণ ঢেলে দিয়েছে, এবং তাকে অপরাধীদের মধ্যে গণ্য ক বহন করেছে এবং অপরাধীদের জন্য মধ্যস্থতা করেছে।"

সুতরাং, আমরা আগামী সপ্তাহে মথি লিখিত সুসমাচারে বংশতালিকা দেখব। ইহুদিরা অত্যন্ত কঠোরভাবে বংশতালিকা মেনে চলত এবং এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল মসিহকে চিনতে পারা।

কারণ আমরা সম্ভবত এই সপ্তাহে বিষয়টি দেখব না, কিন্তু প্রভু চাইলে আগামী সপ্তাহে দেখব যে, তারা মসিহকে দায়ূদের বংশধর হিসেবে বুঝেছিল, যিনি দায়ূদের সিংহাসনে রাজত্ব করবেন।

আর তাই, বিশেষ করে দায়ূদের বংশধরদের মধ্যে, অর্থাৎ রাজবংশের মধ্যে, তারা তা রক্ষা করতে খুব সতর্ক ছিলেন, এমনকি যখন ইস্রায়েল তার জাতীয় সার্বভৌমত্ব হারিয়েছিল এবং বাবিলের বন্দিদশায় য রাজা ছিল না।

তারা আর কখনো তাদের সার্বভৌমত্ব ফিরে পায়নি এবং তখন থেকে তাদের কোনো রাজাও ছিল না। বলা যেতে পারে, একদিক দিয়ে তাদের সার্বভৌমত্ব এখন আছে, কিন্তু দাউদের সিংহাসন পুনরুদ্ধার হয়নি।

সুতরাং, পুরাতন নিয়ম থেকে এগুলো হলো কয়েকটি উদাহরণ, যা থেকে বোঝা যায় কীভাবে একজন মসিহ আসবেন এবং কীভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করে পুনরুত্থিত হবেন।

উৎসর্গের অংশ হিসাবে, স্বেচ্ছায়, একজন ত্রাণকর্তা ও মুক্তিদাতা হিসাবে, এবং আরও, তিনি হবেন এমন একজন যিনি স্বভাবতই একজন রাজা।

আর এখানে একটি মজার বিষয় আছে। আপনি যদি আবার মথি ২১ অধ্যায়ে যান, যা যিশুর সময়ের ধার্মিক ও অধার্মিক উভয় প্রকার ইহুদিদের কথাই দেখাচ্ছে,

তারা যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের দুঃখভোগী দাসের সাথে গীতসংহিতা ২-এর সার্বভৌম শাসকের মিল খুঁজে পায়নি।

আর এটাই আরেকটি কারণ, যার জন্য যিশুর সময়ের পূর্ববর্তী রাব্বিদের মধ্যে এই জল্পনা ছিল যে একাধিক মসিহ থাকতে পারেন।

ইহুদিদের কাছে এটিকে অদ্ভুত বলে মনে করার মতো কিছু ছিল না, কারণ কেউ কেউ সত্যিই দেখতে পেত যে মসিহকে কষ্ট ভোগ করতে হবে, মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং তিনি পুনরুত্থিত হবেন।

এবং কেউ কেউ তাঁর দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কিত অনুচ্ছেদগুলো দেখে তা মেলাতে পারছিলেন না। তাঁরা, অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রে, এটা বিবেচনা করেননি যে মসিহের দুটি পৃথক আগমন হতে পারে।

আর এভাবেই ঈশ্বর ইহুদিদেরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

আর আমরা তো জানিই যে, যারা সত্যিই সতর্ক ছিলেন, তারা হয়তো তা দেখতে পেতেন।

কিন্তু এটাই একটা কারণ যার জন্য বিষয়টা বোঝা সত্যিই কঠিন ছিল, কারণ আপনি আপনার মসিহ সম্পর্কে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন কথা পড়েন, এবং মনে হয়, আমরা এই সবকিছুকে একসাথে কীভাবে মেলাব?

আর কতজনই বা ভেবেছিল যে তাঁর দুটি পৃথক আগমন ঘটবে? একটি মানুষ হিসেবে, একটি দুঃখভোগী ভৃত্য হিসেবে, এবং দ্বিতীয়টি এক মহিমান্বিত রাজা হিসেবে যিনি তাঁর শত্রুদের চূর্ণ করবেন।

আমি ভাবছি, কতজন আসলে বিষয়টি বিবেচনা করেছিল।

সুতরাং মথি ২১ অধ্যায়, ১ পদ, "আর যখন তাঁরা যিরূশালেমের নিকটবর্তী হলেন এবং বৈৎফাগে ও জলপাই পর্বতের কাছে পৌঁছলেন, তখন যীশু দুজন শিষ্যকে পাঠালেন।"

সুতরাং এটা স্পষ্টতই তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগের সপ্তাহ, তিনি তাদের বললেন, "তোমরা তোমাদের সামনের গ্রামে যাও, আর সেখানেই তোমরা একটি গাধা ও তার সঙ্গে একটি বাচ্চা দেখতে পাবে।"

তাদেরকে মুক্ত করে আমার কাছে নিয়ে এসো। আর যদি কেউ তোমাদেরকে বলে, "ঈশ্বর তোমাদেরকে বলছেন," তোমরা বলবে, "প্রভুর এদের প্রয়োজন আছে," আর তখনই তিনি তাদেরকে পাঠিয়ে দেবেন।

এই সমস্ত কিছু করা হয়েছিল যেন ভাববাদীদের বলা কথা পূর্ণ হয়, যা ছিল এই: "সিয়োনের কন্যাকে বলো, দেখ, তোমার রাজা নম্রভাবে তোমার কাছে আসছেন, এবং তিনি একটি গাধা ও তার বাচ্চার পিঠে চড়ে

আর শিষ্যরা গিয়ে যীশুর আজ্ঞা অনুসারে কাজ করল; তারা ডাকির গাধা ও তার বাচ্চাটি কিনল এবং সেগুলোর উপর তাদের কয়লা রাখল, আর সেগুলোকে তার উপর বসিয়ে দিল এবং তাকেও তার উপর বা

আর বহু বহু লোক পথে নিজেদের বস্ত্র বিছিয়ে দিল। অন্যেরা গাছ থেকে ডালপালা কেটে পথে ঝুলিয়ে দিল।

আর যে জনতা খ্রীষ্টের আগে আগে ও পিছে পিছে যাচ্ছিল, তারা বলছিল, "হে দায়ূদের সন্তান, হোশান্না।"

ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আগমন করেন। ঊর্ধ্বে হোশান্না।

সুতরাং তারা মূলত যীশুকে মসিহ, দাউদের পুত্র হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছেন।

আর তারা বলছে, ধন্য তিনি যিনি প্রভুর নামে আসছেন। ঊর্ধ্বে হোশান্না।

আমার বিশ্বাস, হোসানা মানে হলো এখনই রক্ষা করা।

তারা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, হয়তো সকলেই আশা করছে যে তিনি একটি সেনাবাহিনী নিয়ে এসে তাদেরকে রোমানদের হাত থেকে উদ্ধার করবেন।

কারণ তাদের মানসিকতা পার্থিব বিষয় নিয়ে, অথবা অন্তত পক্ষে তারা ভুল বোঝে, এবং তারা তাদের জাতিকে রোমানদের হাত থেকে মুক্তি পেতে দেখতে চায়।

এবং তা স্বভাবতই সঠিক। আমরা সবাই চাই আমেরিকা একটি জাতি হিসেবে উন্নতি করুক এবং দমনমূলক নেতৃত্ব ও দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাক।

কিন্তু স্পষ্টতই, যদি সেই আকাঙ্ক্ষার কারণে আমরা অধার্মিক লোকদের এমন পর্যায়ে অনুসরণ করি যে তাদের অধার্মিকতাকে সমর্থন করি, অথবা খ্রিষ্টান হিসেবে আমাদের আহ্বান ও সুসমাচার প্রচার থে
পাপ হবে।

তাই যখন তারা বলে, 'ধন্য তিনি যিনি প্রভুর নামে আগমন করেন। ঊর্ধ্বে হোশান্না।' তখন তারা গীতসংহিতা ১১৮ থেকে উদ্‌ধৃতি দেয়।

সুতরাং আপনি যখন এখানে গীতসংহিতা ১১৮-তে যাবেন, তখন সত্যিই আকর্ষণীয় কিছু দেখতে পাবেন।

আচ্ছা, তাহলে তারা ২৫ ও ২৬ নম্বর পদ থেকে উদ্‌ধৃতি দিচ্ছে। তারা তাদের উদ্‌ধৃতিতে সেটির উল্লেখ করছে।

হে প্রভু, এখনই রক্ষা করো, আমি তোমার কাছে মিনতি করি। এবং আমি বিশ্বাস করি, হিব্রু ভাষায় 'এখনই রক্ষা করো' কথাটির অর্থ 'হোসান্না'। হে প্রভু, এখনই রক্ষা করো, আমি তোমার কাছে মিনতি করি। হে

ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আগমন করেন। আমরা প্রভুর গৃহ থেকে তোমাকে আশীর্বাদ করেছি।

সুতরাং, তারা ওখান থেকেই উদ্‌ধৃতি দিচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্য করুন যে, তারা ওই পদগুলো জানত, কিন্তু এর আগের পদগুলোও লক্ষ্য করুন।

২১ নং পদ থেকে শুরু।

আমি তোমার প্রশংসা করব, কারণ তুমি আমাকে ফিরিয়ে এনেছ এবং তুমিই আমার পরিত্রাণ হয়েছ। যে ঝড়কে নির্মাতারা প্রত্যাখ্যান করে, তা-ই কোণের প্রধান অংশ হয়ে ওঠে। আর আমরা জানি যে, যিশু এ
জন্যই ব্যবহার করতে যাচ্ছিলেন।

আমরা জানি পিতর এটি ব্যবহার করতে যাচ্ছিলেন। এ তো প্রভুরই কাজ, আমাদের চোখে তা বিস্ময়কর। এই সেই দিন যা প্রভু তৈরি করেছেন।

আমরা এতে আনন্দিত ও উল্লসিত হব। হে প্রভু, আমি তোমার কাছে মিনতি করি, এখন রক্ষা করো। হে প্রভু, আমি তোমার কাছে মিনতি করি, এখন সমৃদ্ধি পাঠাও।

ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আগমন করেন। আমরা প্রভুর গৃহ থেকে তোমাকে আশীর্বাদ করেছি।

সুতরাং, ২৫ ও ২৬ পদে একটি প্রত্যাখ্যানের কথা বলা হয়েছে।

গীতসংহিতা ১১৮-এর এই শেষাংশে স্পষ্টতই মসিহের কথা বলা হয়েছে। ইহুদিরা তা বুঝত, কিন্তু তারা তা মানেনি।

কিন্তু ২২ নং পদের প্রেক্ষাপটে, নির্মাতারা যা কিছু প্রত্যাখ্যান করেছিল, তা-ই কোণের প্রধান অংশে পরিণত হয়েছে। সেখানে একটি মৃত্যু এবং একটি পুনরুত্থান ছিল।

একটি প্রত্যাখ্যান ছিল এবং তারপর ঈশ্বর তার সাক্ষী হলেন। আর তারপর, বুঝতেই পারছেন, আমরা বিভিন্ন পদে আসি।

২৪ পদটি স্পষ্টতই ঈশ্বরের অনুগ্রহে পুনরুত্থানের দিনের কথা বলছে, যখন ঈশ্বর তাঁকে পুনরুত্থিত করবেন, মণ্ডলীর প্রধান করবেন।

কিন্তু তারপর স্পষ্টতই ২৫ ও ২৬ পদ। হ্যাঁ, সেগুলো এখন আত্মিকভাবে পূর্ণ হচ্ছে, কিন্তু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত সেগুলো আক্ষরিকভাবে পূর্ণ হবে না।

কিন্তু যিশুর সময়ের লোকেরা ২৫ ও ২৬ পদকে তাঁদের সময়ের মসিহের ক্ষেত্রে আক্ষরিকভাবে প্রযোজ্য বলে মনে করত।

এবং তারা এর আগের পদগুলো বিবেচনা করেনি। আর এটা সত্যিই খুব কঠিন হতো, কারণ দুটি আগমনের কথা তারা ভাবেনি।

তো, আমি এখানে তাড়াতাড়ি শেষ করার আগে, এমন একটি বিষয় দেখাতে চাই যা সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আর এটাই কিছু লোক বলবে, বিশেষ করে যদি আপনি কোনো ইহুদির সাথে কথা বলেন, কিন্তু এমনকি মুসলিম এবং সাধারণভাবে সংশয়বাদী লোকেরাও বলবে যে, মসিহ কোটি কোটি মানুষও হতে পারতেন
শুধু ইসরায়েলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে।

ওরা বলবে, 'আরে, ইহুদিদের তো কোটি কোটি সংখ্যা ছিল।' আর, জানেনই তো, মসিহ কে হবেন, তা আমরা জানবই বা কী করে?

আমরা কীভাবে তা নির্ধারণ করতে পারি? কারণ, জানেনই তো, প্রায়শই এটা আন্তরিকতাহীনভাবে বলা হয়।

কিন্তু কেউ যদি আন্তরিকভাবে এখানে তাদের দৃষ্টান্ত আরও ভালোভাবে জানতে চায়, তবে তাদেরকে ধর্মগ্রন্থ বা অন্য কিছু থেকে তা দেখানো ভালো। আর তা হলো, মসিহ বা খ্রিষ্ট আসলে খুব সীমিত সং পারেন, যারা ধর্মগ্রন্থ জানে।

দেখো, অধ্যবসায়ী, ধর্মগ্রন্থগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখো এবং দেখতে পাবে যে তুমি সেগুলো পঞ্চম অধ্যায়ের মতো করে লিখেছো কি না।

সুতরাং, আমরা আগে যা কিছু পড়েছি, তা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, কীভাবে নিস্তারপর্বের দেশে, পুরাতন নিয়মের বলিদান প্রথায় এবং সমাগম তাঁবুতে মসিহের দুঃখভোগের প্রয়োজনীয়তাও দেখা গিয়ে এমন ছিল যে, এর চারপাশে একটি প্রাচীর ছিল এবং কেবল একটিই দরজা ছিল।

আর সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সাথে সাথেই সর্বপ্রথম যে বিষয়টি চোখে পড়ে তা হলো পাপের বিচার, হোমবলির জন্য পিতলের বেদি, এবং রক্তপাতের প্রয়োজনীয়তা।

এই সবকিছুই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর একমাত্র পথ হিসেবে যিশুর এবং পাপ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হিসেবে তাঁর প্রবাহিত রক্তের প্রতিচ্ছবি।

পুরাতন নিয়মে এই সবকিছুই চিত্রিত হয়েছে, যেখানে ইস্রায়েলীয়রা নিস্তারপর্ব পালন করত এবং ধর্মগ্রন্থে তাদের দরজায় নিস্তারপর্বের রক্ত লাগানোর ও খামিরবিহীন রুটি এবং তিক্ত শাক দিয়ে নিস্তারপর্বের কথা বলা হয়েছে।

এবং এটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি, যদিও আমি এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেব না, কারণ ইসরায়েলিদের জন্য শুধু তাদের দরজার চৌকাঠে রক্ত থাকাই যথেষ্ট ছিল না

তাদেরকে ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হতো, তাদেরকে খামিরবিহীন রুটি ও তিক্ত শাক দিয়ে নিস্তারপর্বের ভোজ খেতে হতো; যা স্পষ্টভাবে দেখায় যে, খ্রীষ্টকে গ্রহণ করতে হলে আমাদের তাঁকে অনুসরণ এবং আমাদের অন্তর থেকে পাপ দূর করতে হবে।

খামিরবিহীন রুটি ও তিক্ত শাকের মাধ্যমে প্রকাশিত তাঁর দুঃখভোগে আমাদের অংশীদার হতে হবে, এই সত্য যে তাদের কোমর বেঁধে ও পরিবেষ্টন করে তা গ্রহণ করতে হতো; সুতরাং এটি কেবল একটি প্রাসঙ্গি

সুতরাং, এই বিষয়গুলো এবং মসিহ সম্পর্কে আমরা আগে যা কিছু দেখেছি, তা বিবেচনা করলে, আপনি যদি মীখা অধ্যায় ৫ পদ ২-এ যান, দেখবেন মীখা ওবদিয় এবং নহিমের মাঝে অবস্থান করছেন।

মীখা ৫:২, "বেলেহমকে ভয় না করে, যদিও তুমি যিহূদার সহস্র সহস্র সহস্র নগরের মধ্যে ক্ষুদ্র, তথাপি তোমার মধ্য থেকে আমার কাছে তিনি আসবেন, যিনি ইস্রায়েলের শাসক হবেন; যাঁর আগমন ঘোষিত হ থেকে ঘোষিত হয়েছে।"

সুতরাং আমরা এখানে একটি দৃঢ়তা দেখতে পাই যে, মসিহ স্বয়ং ঈশ্বর হবেন এবং তিনি বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন।

এবং আমরা ২ শমূয়েল ৭ অধ্যায় থেকে জানি, যা আমরা আগামী সপ্তাহে দেখব, যে মসিহ দায়ূদের বংশের হওয়ার জন্যই উপযুক্ত ছিলেন।

সুতরাং এখানে আমরা কেবল এইটুকুই পাই যে, খ্রিষ্টকে বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করতেই হতো। তাঁকে দাউদের বংশধর হতেই হতো।

আর এই কারণেই, প্রভু চাইলে আগামী সপ্তাহে মথি ১ অধ্যায়ে আমরা যে বংশতালিকা পড়ব, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—এটি প্রমাণ করে যে যিশু খ্রিষ্ট দায়ূদের বংশধর।

আর তিনিই কি সেই ব্যক্তি যিনি দায়ূদের সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারী হতেন এবং সেই সময়ে হতেন, যদি ইস্রায়েলের সার্বভৌমত্ব ও ইস্রায়েলের রাজ্য অক্ষুণ্ণ থাকত?

সুতরাং মসিহকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে, বৈৎলেহেমে যিহূদা বংশে জন্মগ্রহণকারী একজন হতে হবে এবং দায়ূদের বংশধর হতে হবে।

এবং আমি আপনাকে এখানে 'গাই চ্যাপ্টার ২'-এ আরও কিছু দেখাব, যা বিষয়টিকে আরও সংকুচিত করে দেয়।

আচ্ছা, তাহলে আমরা জানি যে প্রথম মন্দিরটি নির্মিত হওয়ার পর, সেটি ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা ধ্বংস হয়েছিল এবং ইসরায়েলকে ৭০ বছরের জন্য ব্যাবিলনে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

এরপর তাঁরা একটি মন্দির নির্মাণ করতে ফিরে এলেন এবং সেই কাজ হতে অনেক দেরি হচ্ছিল। আর হগ্গয় ও সখরিয় ছিলেন এমন দুজন ভাববাদী, যাঁরা লোকদেরকে মন্দির নির্মাণের জন্য সচেষ্ট হতে আহ্বান

এটা সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের শেষের দিকের ঘটনা। আমি সঠিক তারিখটা পাইনি। কিন্তু তারা তাদেরকে একটি মন্দির নির্মাণের জন্য ডাকছে।

এবং এই মন্দিরটি ৮০৭০ সালে রোমানদের দ্বারা ধ্বংস হয়েছিল। সুতরাং, এই মন্দিরটি মাত্র আনুমানিক ৫০০ বছর টিকে ছিল।

আর আমরা হগ্গয় ২ এবং মালাখি ৩-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখতে পাই। মসিহ এই দ্বিতীয় মন্দিরে আসবেন।

সুতরাং পুরাতন নিয়মের শেষ থেকে দ্বিতীয় পুস্তক, হগ্গয় পুস্তকের ২ অধ্যায়ের ১ পদে আছে, "সপ্তম মাসের একুশ তারিখে, হগ্গয় ভাববাদীর মাধ্যমে প্রভুর বাক্য এই বলে আসলেন, 'এখন পাতালের পুত্র, যোষেফের পুত্র যিহোশূয় ও অবশিষ্ট লোকদেরকে বলো, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে অবশিষ্ট আছে, যে এই গৃহকে তার প্রথম গৌরবে দেখেছিল?'"

তুমি প্রথম মন্দিরটি দেখেছিলে। আর এখন তুমি এটিকে কীভাবে দেখো? এর তুলনায় তোমার চোখে এটি কি তুচ্ছ নয়?

এজরার পুস্তকে, প্রথম মন্দিরটি দেখেছিল এমন কিছু প্রাচীন লোক দ্বিতীয় মন্দিরটি নির্মিত হতে দেখে কাঁদতে শুরু করে, কারণ এটি প্রথম মন্দিরের তুলনায় অনেক ছোট ও কুৎসিত ছিল।

সুতরাং, এখানকার ৩ নং পদে সেই বিষয়টির কথাই বলা হচ্ছে। তাই ৪ নং পদে বলা হয়েছে, "তবুও বলবান হও, হে সদাপ্রভু বলেন; বলবান হও, হে যোষেফের পুত্র মহাযাজক যিহোশূয়; বলবান হও, হে সদাপ্রভু বলেন; এবং কাজ করো, কারণ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।"

মিশর থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমি তোমাদের সঙ্গে যে বাক্য করেছিলাম, সেই অনুসারে আমার আত্মা তোমাদের মধ্যে থাকে; তোমরা ভয় পেয়ো না। কারণ বাহিনীগণের প্রভু এই কথা বলেন, আর অ পৃথিবী, সমুদ্র ও স্থলভাগকে কাঁপিয়ে দেব এবং সমস্ত জাতিকে কাঁপিয়ে দেব।

আর সকল জাতির আকাঙ্ক্ষিত বস্তু আসবে, এবং আমি এই গৃহকে মহিমায় পূর্ণ করব, বাহিনীগণের প্রভু বলেন।

রূপা আমার, সোনাও আমার, বাহিনীগণের প্রভু বলেন। এই পরবর্তী গৃহের মহিমা পূর্ববর্তী গৃহের মহিমা অপেক্ষা অধিক হবে, বাহিনীগণের প্রভু বলেন।

আর এই স্থানেই আমি তোমাকে শান্তি দেব, হে বাহিনীগণের প্রভু।

সুতরাং দ্বিতীয় মন্দিরের বাহ্যিক জাঁকজমক রাজা সলোমনের নির্মিত প্রথম মন্দিরের ধারেকাছেও আসতে পারেনি।

সুতরাং তিনি বলছেন যে, সকল জাতির যে আকাঙ্ক্ষা—যা আমার মনে হয় যিশুর সময়ের একজন ইহুদিও বুঝতে পারতেন—পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে মসিহের প্রতিই ইঙ্গিত করছিল।

এবং ঈশ্বর বললেন, তিনি এই গৃহকে মহিমায় পূর্ণ করবেন।

আমার বিশ্বাস, এটা বেশ স্পষ্ট যে এর মাধ্যমে বলা হচ্ছে মসিহ মন্দিরে আসবেন।

আর আমরা যোহন ১:১৪ পদে পড়ি যে, "সেই বাক্যই দেহ ধারণ করে আমাদের মধ্যে বাস করতে লাগলেন, এবং আমরা তাঁর মহিমা দেখলাম; পিতার একমাত্র জাতের মহিমা, অনুগ্রহ ও ফলে পরিপূর্ণ।"

তিনিই শান্তির রাজকুমার।

সুতরাং ঈশ্বর যখন এই স্থানে বলেন, "আমি শান্তি দান করি, বাহিনীগণের প্রভু বলেন," তখন যিরূশালেমের জন্য যিশুর সেই ক্রন্দনের কথা স্মরণ করুন, যা তিনি বলছিলেন, "যদি আজও তোমার জানা থা
শান্তির জন্য, সেগুলো এখন তোমার দৃষ্টি থেকে গুপ্ত রয়েছে; কারণ অধিকাংশের হৃদয় ছিল উদাসীন, আর তিনি যেদিন তাদের কাছে এসেছিলেন, সেই দিনটি তারা জানত না।"

কিন্তু যদি কেউ এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে যে এটি মসিহের কথাই বলছে, আমরা মালাখি ৩ অধ্যায়ে দেখতে পাই যে মসিহ মন্দিরে আসবেন বলে ঠিক করেছিলেন।

এবং আমরা ২ নম্বর লোকটির কাছ থেকে জানতে পারি যে এটি দ্বিতীয় মন্দিরকে নির্দেশ করছে।

এবং পুরাতন নিয়মের শেষ পুস্তক মালাখি ৩ অধ্যায়ের ১ পদে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বিষয়েও কথা বলা হয়েছে, "দেখ, আমি আমার দূতকে পাঠাব, এবং তিনি আমার সামনে পথ প্রস্তুত করবেন।"

আর তোমরা যাঁকে দেখছ, সেই প্রভু হঠাৎ তাঁর মন্দিরে আসবেন; তিনিই সেই চুক্তির দূত, যাঁকে তোমরা ভালোবাসো। দেখ, তিনি আসবেন—বাহিনীগণের প্রভু বলেন।

এবং আমি মনে করি, এই পদগুলো আমরা 'চিরন্তন সংঘাত' গ্রন্থে পাব, কারণ এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা যদি পড়তে থাকি, তবে যেন মসিহের উদ্দেশ্য এবং তাঁর প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারি।

কিন্তু তাঁর আগমনের দিন কে সহ্য করতে পারবে? আর যখন তিনি আবির্ভূত হবেন, তখন কে দাঁড়াতে পারবে? কেননা তিনি শোধক অগ্নির ন্যায় এবং নির্মল সাবানের ন্যায়।

সুতরাং তাঁর কাজ হলো নিজের জন্য এক বিশেষ জাতিকে শুদ্ধ করা, যেমন তীত ২:১৪ পদে বলা হয়েছে, "আর তিনি রৌপ্যের শোধক ও শুদ্ধকারীরূপে বসবেন।"

আর তিনি লেবি বংশের লোকদেরকে সোনা ও রুপার মতো শুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ করবেন, যেন তারা ধার্মিকতার সাথে প্রভুর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে পারে।

তখন যিহূদা ও যিরূশালেমের নৈবেদ্য সদাপ্রভুর কাছে প্রীতিকর হবে, যেমন প্রাচীনকালে ও তার পরবর্তী বছরগুলিতে হত।

সুতরাং, দ্বিতীয় মন্দিরে মসিহের আগমন, যিনি বেথলেহেমে দায়ূদের চরণতলে জন্মগ্রহণ করবেন, তিনি কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজন নন, শত কোটি মানুষের মধ্যে একজন নন, এমনকি লক্ষ লক্ষ মানু

এর ফলে সম্ভাব্য মসিহের সংখ্যাটা সত্যিই খুব, খুব অল্প হয়ে যায়।

আমার মনে হয়, আপনি বলতে পারেন যে শুধুমাত্র বংশপরিচয়ের ভিত্তিতেই, মানে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই, জোসেফ যোগ্য হতে পারতেন।

কিন্তু এমনকি খ্রিষ্টের পরিচর্যা, তাঁর মৃত্যু এবং তাঁর পুনরুত্থানকেও যদি হিসাব থেকে বাদ দিয়ে শুধু জন্মের উপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়,

এমন পুরুষ খুব, খুব কমই ছিলেন যাদের ক্ষেত্রে সামান্যতম সম্ভাবনাও ছিল।

আর তখনই যীশু লোকদের বললেন, "হে ভণ্ডেরা, তোমরা আকাশ ও পৃথিবীর অবস্থা বুঝতে পারো, কিন্তু এই সময়কে বুঝতে পারো না কেন?"

আর আমরা দানিয়েলের ৭০ সপ্তাহের দিকে তাকাতে পারি এবং এমনকি সেই সময়টিও দেখাতে পারি... চলুন তাই করা যাক। আমাদের কয়েক মিনিটের মধ্যেই এখানে শেষ করতে হবে, কিন্তু চলুন দানিয়েল

এমনকি এটাও অনুমান করা যেত যে, মসিহ প্রায় সেই সময়েই আসবেন, যে সময়ে তিনি পুরাতন নিয়মে এসেছিলেন। দানিয়েল অধ্যায় ৯। দানিয়েল ৯ পদ ২৪।

দানিয়েল তাঁর লোকদের কী হতে চলেছে তা জানতে চাইছিলেন এবং তিনি আকুলভাবে প্রার্থনা করছিলেন যেন ঈশ্বর তাঁর লোকদের উদ্ধার করেন।

আর আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এই অধ্যায়ের শুরুতে তিনি কীভাবে প্রার্থনা করছেন, অনুতাপ করছেন, এবং ঈশ্বর তাঁকে ফেরেশতা গ্যাব্রিয়েলের কাছে পাঠান।

সুতরাং, সময়ের স্বল্পতার কারণে, আমি শুধু ২৪ পদ থেকে বলছি: তোমার প্রজাদের উপর এবং তোমার পবিত্র নগরী যিরূশালেমের উপর ৭০ সপ্তাহ নির্ধারিত হয়েছে, যেন তুমি অধর্মের পরিসমাপ্তি ঘটাও এবং

এবং অধর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে, এবং অনন্তকালীন ধার্মিকতা আনতে, এবং দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণী মোহর করে রাখতে, এবং পরম পবিত্রকে অভিষেক করতে।

এখন, "অতএব জানো ও বোঝো যে, যিরূশালেমকে পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণের জন্য আজ্ঞাগুলো জারি হওয়ার সময় থেকে মসিহের আগমন পর্যন্ত সাত সপ্তাহ সময় লাগবে।" রাজপুত্রের মসিহের আগমন
সপ্তাহ সময় লাগবে।

সুতরাং, যারা এটি পড়েছিলেন তারা সবাই বুঝেছিলেন যে এক সপ্তাহ বলতে সাত বছর বোঝানো হচ্ছে।

সংকটকালেও প্রাচীরে সেই তিনজনকে পুনরায় নির্মাণ করা হবে। এবং বাষট্টি সপ্তাহ পরে, সুতরাং বাষট্টি সপ্তাহের আগে প্রথম সাত সপ্তাহ আসে।

সুতরাং, এটা স্পষ্টতই সেই সময়ের কথা বলছে, যখন দানিয়েল এই প্রার্থনা করেছিলেন তখন থেকে জেরুজালেম পুনর্নির্মিত হওয়া পর্যন্ত, সাত সপ্তাহ বা ৪৯ বছর সময় লাগবে।

তো, আমরা খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের শেষের দিকের কথা বলছি, যেমনটা আমরা এইমাত্র পড়লাম। তাহলে, সেখান থেকে ৬২ সপ্তাহ পর, ৬২ এর সাথে সাত যোগ করলে হয় ৬৯।

সুতরাং, শুধুমাত্র এই পদটি থেকেই আমরা মূলত শিখতে পারি যে, জেরুজালেম পুনর্নির্মিত হওয়ার সময় থেকে ৬২ সপ্তাহ লাগবে, ৬২ কে সাত দিয়ে গুণ করলে হয়, দেখা যাক, তা প্রায় ৪০০ থেকে আনুমানি

দানিয়েলের এই প্রার্থনা করার সময় থেকে জেরুজালেম পুনর্নির্মিত হওয়ার সময় পর্যন্ত ৪৯ বছর কেটে গিয়েছিল। সুতরাং, এটি কেবল এটাই প্রমাণ করে যে, দানিয়েল যখন এটি লিখেছিলেন, তখন থেকে মসি
বছরের কিছু কম সময় বাকি ছিল।

সুতরাং, এমনকি একজন আধ্যাত্মিক ইহুদিও বুঝতে পারতেন যে তিনি ঠিক যে সময়ে এসেছিলেন, সেই সময়েই আসবেন।

সুতরাং, বলা হয়েছে যে, সংকটকালেও প্রাচীরের মধ্যে সেই তিনজনকে পুনরায় নির্মাণ করা হবে। এবং বাষট্টি সপ্তাহ পরে, যিরূশালেম নগর নির্মাণের পর মসিহকে ছেদন করা হবে, কিন্তু তা নিজের জন্য নয়।

এবং লোকেরা ও রাজসভাপতিরা এসে নগর ও পবিত্র স্থান ধ্বংস করবে। আর তার পরিসমাপ্তি ঘটবে পদভারে, এবং যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ধ্বংসলীলা নির্ধারিত। আর তিনি এক সপ্তাহের জন্য অনেকের সঙ্গে সেই

সুতরাং, দানিয়েলের শেষ সপ্তাহের সময়কাল এমন একটি বিষয় যা নিয়ে অবিরাম আলোচনা করা যেতে পারে।

কিন্তু মসিহকে এবং সর্বপ্রথম যা আসছে তাকে চেনার ক্ষেত্রে, এটা একেবারেই স্পষ্ট যে দানিয়েলের এই লেখাটির সময় থেকে প্রায় ৬৯ সপ্তাহ বা ৬৯ গুণ ৭, অর্থাৎ ৪৮৩ বছর সময় লাগবে।

আর তিনি এটা লিখেছিলেন একজন বৃদ্ধ হিসেবে, তাই এটা সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে, ৪০০-কিছু খ্রিস্টপূর্বাব্দে লেখা। তাই, আমি দুঃখিত যে, শেষ পর্যন্ত আমার মন্তব্য দেওয়ার চাপ আমি

সুতরাং ২৭ পদে বলা হয়েছে, "আর তিনি এক সপ্তাহের জন্য অনেকের সঙ্গে সেই নিয়ম দৃঢ় করবেন। এবং সপ্তাহের মধ্যভাগে তিনি বলিদান ও নৈবেদ্য বন্ধ করে দেবেন।"

এবং ঘৃণ্য কর্মের ব্যাপকতাকে তিনি শেষকাল পর্যন্ত জনশূন্য করে রাখবেন। আর সেই বিধান সেই জনশূন্য স্থানের উপর বর্ষিত হবে।"

সুতরাং, এটি জেরুজালেমের ধ্বংসকে নির্দেশ করছে, নাকি ৮৭ বছর পরের খ্রিষ্টারিকে, তা স্পষ্ট নয়।

কিন্তু মূল কথা হলো, দানিয়েল যখন ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সেই কথা লিখেছিলেন, তখন থেকে মসিহের আবির্ভাব পর্যন্ত ৬৯ গুণ ৭, অর্থাৎ ৪৮৩ বছর সময় লাগার কথা ছিল।

সুতরাং, এর সাথে এই বিষয়টিও যুক্ত যে, তিনি হবেন মসিহের বংশধর, যিনি হবেন দাউদের বংশধর, বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করবেন এবং দ্বিতীয় মন্দিরে আসবেন, দানিয়েলের সেই ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার প্রায় ৪৷

শুধু এই একটি কারণেই সম্ভবত যিশুই মসিহ হওয়ার একমাত্র বাস্তবসম্মত প্রার্থী।

হয়তো আপনি তার পরে জন্ম নেওয়া ভাইদের কথা বলতে পারেন।

আর এর সাথে তো তাঁর করা অলৌকিক কাজগুলো এবং পাপের জন্য তাঁর মৃত্যুবরণ ও তাঁর পুনরুত্থানের মাধ্যমে ঈশ্বরের তার সাক্ষ্য দেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করা হয়নি।

যেটা একই ছিল আরেকটি বিষয়, এবং আমি নিশ্চিত যে এর সাথে আরও অনেক কারণ জড়িত ছিল।

সুতরাং, এই হলো সেই সুসমাচার লেখকদের প্রেক্ষাপট, যাঁরা দেখাচ্ছিলেন যে, যিশু হলেন পুরাতন নিয়মে উল্লেখিত সেই প্রতিজ্ঞাত রাজা ও মুক্তিদাতা।

এবং আমরা রোমীয় ১৫ অধ্যায়ে তাঁর উদ্দেশ্য দেখতে পাই, তাই আমি এই বলে শেষ করব।

রোমীয় ১৫:৮ পদে পৌল বলেন, "এখন আমি বলছি যে, যিশু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের সত্যের জন্য ত্বক্‌দিতদের একজন পরিচারক ছিলেন, যেন তিনি পূর্বপুরুষদের কাছে করা প্রতিজ্ঞাগুলো নিশ্চিত করতে পারেন।"

আর আমরা আগামী সপ্তাহে আব্রাহাম ও দাউদের বিষয়ে আলোচনা করার সময় এই বিষয়গুলো আরও বিশদভাবে দেখব, "আর যেন অ-ইহুদিরা তাঁর করুণার জন্য ঈশ্বরের মহিমা করে, যেমন লেখা আছে, মধ্যে তোমার কাছে স্বীকারোক্তি করব এবং তোমার নামের প্রশংসা গান করব।'"

আর হে অ-ইহুদিগণ, তোমরা আবার তাঁর লোকদের সঙ্গে আনন্দ কর, এবং হে সকল অ-ইহুদিগণ, আবার প্রভুর প্রশংসা কর, আর হে সকল লোক, তাঁর স্তুতি কর।

এবং আবার যিশাইয় বলেন, 'যদি যিশয়ের বংশধর থাকেন, এবং তিনি অ-ইহুদিদের উপর রাজত্ব করতে উঠবেন, তবে অ-ইহুদিরা তাঁর উপরই আস্থা রাখবে।'

তাই, এই মথি বিষয়ক পাঠের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

আমার মনে হয়, ইনশাআল্লাহ, এটা করতে গিয়ে আমি অনেক কিছু শিখব।

এবং আমি মনে করি যে, পরিত্রাণের সুসমাচারে ঈশ্বরের সামগ্রিক সত্য এবং যিনিই পরিত্রাণস্বরূপ, এই সবকিছু এই অধ্যয়নের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে তাঁকে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে বলে আমি

সুতরাং, আমি এখানেই শেষ করব।

ভাই অ্যারন, ওটা চমৎকার ছিল। বন্ধুরা, এখানে হঠাৎ করে কথা বলার জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু আমি পুরোটাই শুনতে পেরেছি।

ওটা সত্যিই খুব ভালোভাবে সাজানো ছিল, ভাই।

আর ঠিক যেমনটা আপনি আপনার বইতে করেছেন, আমরা সেই চিরন্তন দ্বন্দ্বটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আপনি এই গবেষণাটি চালিয়ে যাবেন জেনে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই উৎসাহিত।

আমার মতে, নতুন নিয়মের মধ্যে মথি লিখিত সুসমাচারই সবচেয়ে শক্তিশালী, সুসমাচার প্রচারমূলক এবং পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। আমাদের সকলকেই শিষ্য হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। এটাই আমাদের করণীয়। ৎ লোকেদের শিষ্য বানানো।

আমাদের এখানে অনলাইনে বা ফোনের মাধ্যমে বাইবেল পাঠের আয়োজন করার কথা, অথবা মিশনারিদের সমর্থন করার এবং শিষ্য তৈরির কাজে তাদের উৎসাহিত করে যাওয়ার কথা।

আর সমগ্র সুসমাচারই এই বিষয়কে কেন্দ্র করে।

তাই আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ আপনার প্রজ্ঞা আমি এইমাত্র আলোচনা করা প্রতিটি স্তরেই ঠিক এই কাজটি করতে সাহায্য করছে।

শুধু এখানে উপস্থিত আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নয়, বরং যে মিশনারিরা সরাসরি এটি শুনছেন, তাদের জন্যও।

ইহুদি দলটি অবশ্যই সেখানে আছে, তবে পুরো কেনিয়া জুড়ে এবং ভারতেও। আর এটি ধারাবাহিকভাবে হাজার হাজার শিষ্যকে আধ্যাত্মিকভাবে গড়ে তুলতে সত্যিই সাহায্য করছে।

তাই আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি। তবে আমার আবার বেশ কাশি শুরু হয়েছে। তাঁরা আমার চিকিৎসা করবেন।

তাই আমি এখন তোমাদের যেতে দিচ্ছি। তোমরা আমার এই অলৌকিক আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করতে থাকো।

দুদিন আগে তারা বলেছিল যে আমার লিভারটা প্রায় অচল হয়ে গেছে এবং এর অবস্থা খুবই খারাপ। আমার তীব্র লিভার ফেইলিওর হয়েছিল, অবস্থাটা খুব গুরুতর ছিল। তবে এখন অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।

তাই আমি শুধু আশা করছি যে এই চক্রটা যেন চলতে না থাকে এবং গত এক মাস ধরে তা শেষও হয়নি।

কিন্তু তারা আমার হেপাটাইটিস এ শনাক্ত করেছেন। তাই আপনাদের প্রার্থনা এবং পাওয়া অকৃত্রিম সমর্থনের জন্য আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

এটা সত্যিই বিনম্রতার বিষয়। আমার মনে হয় ড্যানিয়েল হাগ বলেছিলেন যে তিনি অনুষ্ঠানে ছিলেন। ড্যানিয়েল, যদি আপনি গিয়ে থাকেন, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

আপনার কণ্ঠস্বর শুনে খুব ভালো লাগলো। আর উইলিয়াম ও স্টেফানি, আজ আমার সাথে দেখা করতে আসার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ।

আর যারা এখানে আছেন এবং যারা শুনবেন, আমি আপনাদের সবার জন্য প্রার্থনা করছি।

এবং আমি তোমাদের সবাইকে ভালোবাসি। আমি এখানেই শেষ করছি। কিন্তু অন্য কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে আপনাদের কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি মিউট করে রাখছি। এবং আবারও ধন্যবাদ

আর যারা এই কলে আছেন, আজ রাতে আপনাদের কোনো প্রশ্ন করার বা কোনো মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই।

তবে এই গবেষণাটি যতই এগোবে, আশা করা যায় আজকের রাতটা আগামী সপ্তাহগুলো থেকে আলাদা হবে।

কারণ আমি আশা করি আমরা মথি লিখিত সুসমাচার এক এক করে আলোচনা করতে পারব। আর আমি কিছু গবেষণা করে কিছু কথা বলব।

তবে আমি আশা করি, আমরা যখন এগিয়ে যাব, আপনারা মন্তব্য করবেন এবং অংশগ্রহণ করবেন।

এবং আমি আশা করছি আগামী সপ্তাহে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়টি করব। তাই আপনারা যদি আগে থেকেই সেগুলো পড়ে নিতে চান এবং নিজেদের মতামত তৈরি করে রাখতে চান, তাহলে ভালো।

দারুণ। ধন্যবাদ, ভাই। আর আমি নিশ্চিত নই যে আমরা সেখানে ভাই উইলিয়ামকে হারিয়েছি কি না।

কিন্তু আজ রাতে বিদায় নেওয়ার সময়, তোমরা একে অপরের জন্য প্রার্থনা করো, একে অপরকে প্রস্তুত রাখো। এবং আমরা বিদেশে থাকা আমাদের মিশনারিদের জন্য প্রার্থনা চালিয়ে যাব।

ভাই মোজেস আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাই তাঁর জন্য আরও একটি বিশেষ প্রার্থনার অনুরোধ।

কেনিয়া ছাড়ার পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তার ম্যালেরিয়া ও ব্রুসেলা ম্যালেরিয়া হয়েছে।

তাই আমাদের মিশন লিডার সেখানে সত্যিই আক্রমণের শিকার হচ্ছেন, সবাই তাঁর জন্য প্রার্থনা করুন। ঈশ্বর অবশ্যই নির্দিষ্ট কিছু আত্মার জন্য করা ধার্মিক প্রার্থনা শোনেন।

এবং তিনি সেই ক্রুশে আমাদের সমস্ত অসুস্থতা বহন করেছিলেন। তাই ভাই হিল, ড্যানিয়েল এবং শোয়ান, আমরা আজ রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় বা আজকের দিনে এই কথাটি মনে রাখি।

এবং বাংলাদেশে যারা আছেন। শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।

আগামী সপ্তাহে আমরা এখানে প্রিয় ভাই অ্যারন ক্যারির সাথে আমাদের অধ্যয়নের জন্য মথি লিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করব।

এবং আমি আপনাদের সকলের দিনটি চমৎকার কাটুক এই কামনা করি। ধন্যবাদ।

মথি লিখিত সুসমাচারের ১ ও ২ অধ্যায় নিয়ে অধ্যয়ন – সপ্তাহ ২

শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। আমাদের মঙ্গলবার রাতের চাকরি বিষয়ক আলোচনা সভায় আমি আপনাদের স্বাগত জানাতে চাই। আমার উচিত...

আফ্রিকা ও এশিয়ায় আমাদের অনেক মিশনারির জন্য বুধবার সকাল। তাই আমি শুধু বলতে চাই...

আপনাদের স্বাগত জানাই। আমি ভাই অ্যারন কেরিকে স্বাগত জানাতে চাই। তিনি সত্যিই একজন অভিষিক্ত শিক্ষক। আপনারা জানেন, আমরা সারা বিশ্বে আমাদের মিশন পরিচালনা করার সময়, ঈশ্বরে শিক্ষক বেছে নেওয়ার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকি। এমন মানুষ খুব কমই আছেন যারা পারেন...

ঈশ্বরের বাক্য সঠিকভাবে শিক্ষা দিন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, তাদের অনেকেই আপোস করে। কিন্তু আমাদের অ্যারনের সাথে দেখা হয়েছিল,

এবং তিনি শুধু তাঁর শিক্ষার মাধ্যমেই নয়, সুসমাচারের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ কাজ করেছেন।

মৌখিকভাবে, তবে তিনি কয়েকটি বইও লিখেছেন। আর আমি সাধারণত কখনোই না, কারণ আমি ধর্মত্যাগী দলে ছিলাম।

দীর্ঘদিন ধরে গির্জায় কাজ করলেও, আমি সাধারণত কখনো বইয়ের সুপারিশ করি না। কিন্তু আমরা সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহব্যাপী একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি।

তার 'দ্য এজলেস কনফ্লিক্ট' নামক একটি বইয়ের অধ্যয়ন। এটি একটি অসাধারণ বই ছিল। যদি কেউ

আপনার যদি ঐ বইটি প্রয়োজন হয়, তাহলে আমাকে ইমেল করতে পারেন। আমার কাছে এখানে কয়েকটি কপি আছে, jmiller@globalmissionforchildren.org ।

তো গত সপ্তাহে আমরা মথি-র পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আর এই সপ্তাহে আমরা অধ্যয়ন করব

প্রথম অধ্যায়ে। এবং আমরা সপ্তাহ পর সপ্তাহ এগোতে থাকব, আর অ্যারন বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করবে।

আমাদেরকে, পদে পদে, শব্দে শব্দে। তাই, ভাই অ্যারন, এখানে আমাদেরকে আপনার সময় দেওয়ার জন্য আমি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। এবং আপনি শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই মানুষকে আধ্যাত্মি সারা বিশ্বের একাধিক মণ্ডলী এবং বহু মানুষকেও স্পর্শ করছেন। এর সাথে, আমি আনন্দিত যে...

উল্লেখ্য যে, আমরা এই মুহূর্তে বিদেশে সাতটি নতুন গির্জা ও ফেলোশিপ স্থাপন করার প্রক্রিয়ায় আছি।

শুধু কেনিয়াতেই। আর আমাদের দুটি অফিস ছিল যাদেরকে আমরা বাংলাদেশ থেকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলাম।

যাঁরা অ্যাংলিকান চার্চ এবং ব্যাপটিস্ট চার্চ থেকে এসেছেন। আমরা তাঁদের সঙ্গে মাস ধরে কাজ করছি, এবং অবশেষে তাঁরা অনুতপ্ত হয়েছেন যে এই প্রকৃত সুসমাচার দেখাটা সত্যিই এক চমৎকার ব্যাপার আপনার একটি বড় ভূমিকা রয়েছে।

এবং আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, এবং অনুগ্রহ করে আমাদের কিছু জ্ঞানগর্ভ কথা বলুন। ধন্যবাদ। আমেন। ধন্যবাদ, অ্যারন।

ভাই জিমিন, এখানে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ। এখানে আসতে পারাটা আমার জন্য সম্মানের। আপনারা যদি আমার কথা শুনতে না পান, তাহলে অবশ্যই নির্দ্বিধায় আমাকে থামিয়ে জানাতে পারেন, কা শান্ত থাকে এবং আমি নিশ্চিত থাকি না যে সবাই আমার কথা শুনতে পাচ্ছে কি না। তাই আমার কথা শুনতে না পেলে নির্দ্বিধায় আমাকে জানাতে পারেন। ধন্যবাদ।

ভাই অ্যারন এবং জিমি, আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই। আমি চাক এল. বেল। এখানে আসতে আমার কয়েক মিনিট দেরি হয়ে গেল।

দয়া করে, ব্রাদার চাক।

তোমাকে পেয়ে খুব ভালো লাগছে, ভাই। তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েও ভালো লাগছে।

ঠিক আছে। আর আমি ব্রাদার চাকের সাথে একমত। তাই আমরা আজ রাতে মথি ১ এবং ২ অধ্যায় শেষ করতে ইচ্ছুক। আমাকে মথি ১:১ অধ্যায়ের উপর কিছুটা সময় ব্যয় করতে হবে, এবং আমার মনে হয় তখন আপনারা দেখতে পাবেন কেন তা এত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এরপর থেকে আলোচনা সহজ হয়ে যাবে। প্রথম অধ্যায়ের শেষে, আমি চাইব দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাওয়ার আগে লোকেরা যেন অতিরিক্ত মন্ত পারেন। কিন্তু আমরা মূল পাঠ্য এবং পাঠ্যটিতে যা বলা হয়েছে, তা থেকে খুব বেশি বিচ্যুত হতে চাই না।

তাই এই বিষয়টি মাথায় রাখবেন। গত সপ্তাহের একটি বিষয় আমার একটু স্পষ্ট করারও প্রয়োজন ছিল। আমরা দানিয়েলের পুস্তক এবং দানিয়েলের ৭০ সপ্তাহ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম। আর কান বলছি, আমি জানতে পেরেছি যে, সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি ভাববাদী দানিয়েলকে আনুমানিক ৫৩৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর শুরু হয়েছিল তাঁর অগ্রযাত্রার সময়, অর্থাৎ আজ্ঞার সময়।

জেরুজালেমকে পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণ করতে, যেমনটা আপনারা দানিয়েল ৯:২৪-২৭ পদে দেখতে পান। সুতরাং, সেই সময় থেকে ৬৯ সপ্তাহ পর খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। এবং স্পষ্টতই, সেই প্রেক্ষ ৭ বছর বোঝে। সুতরাং ৬৯ গুণ ৭, ৪৮৩ বছর। তাই জেরুজালেমকে পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণের আদেশ পারস্যের রাজা দিয়েছিলেন।

খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগ। আর আনুমানিক, আমি দুটি তারিখ দেখেছি, ৪৪৫ খ্রিস্টপূর্ব বা ৪৫৭ খ্রিস্টপূর্ব।

আছে

সেখানে কিছুটা মতবিরোধ আছে। তাই নির্দিষ্টভাবে সময়টা ঠিক করা কঠিন।

সঠিক বছর নয়, তবে আনুমানিক ৪৮৩ বছর পর, বা ৪৫ বা ৪৫৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দকেই একজন অধ্যয়নশীল পণ্ডিত বলে মনে করেন।

পুরাতন নিয়মের, এমনকি যিশু যে মসিহের আগমন দেখতে পাওয়ারও আগে।

আর তারা কি সবকিছু বুঝতে পেরেছিল? না, কারণ আমরা গত সপ্তাহে দেখেছি কীভাবে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ...

প্রথম আগমনে মসিহ যে দুঃখভোগী দাস হবেন, এবং দ্বিতীয় আগমনে যে রাজত্বকারী রাজা হবেন, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে। এবং পুরাতন নিয়ম, যখন খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো দেয়, তখন প্রা
কিভাবে, জানেন, একটি

খ্রিস্টের আগমনের পূর্বে যে সৎ ইহুদি বাইবেল অধ্যয়ন করতেন, তিনি এই বিভিন্ন দিকগুলো দেখতে পেতেন।

তার মিশন কী হবে, সে সম্পর্কে। কিন্তু দুটি আগমন দেখতে পেলে, এমনকি সেটাও হতো।

সবচেয়ে সৎ ও ধর্মপ্রাণ ইহুদিকেও বিপদে ফেলতে পারত। আর এটা নিউ টেস্টামেন্টের একটি মাত্র ধর্মগ্রন্থ।

এখানে যে বিষয়ে কথা বলা হচ্ছে তা হলো ১ পিতর ১, ১ পিতর অধ্যায় ১ পদ ১০ থেকে ১২, "যার মধ্যে

নবীগণ পরিত্রাণ বিষয়ে অধ্যবসায়ের সাথে অনুসন্ধান ও অন্বেষণ করেছেন, যাঁরা সেই অনুগ্রহের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যা

তারা তোমাদের কাছে আসবে, জলের অনুসন্ধান করে দেখবে যে, তাদের মধ্যে থাকা খ্রীষ্টের আত্মা কোন সময়ের ইঙ্গিত দিয়েছিল, যখন তা খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও তার পরবর্তী মহিমার বিষয়ে পূর্বেই সাক্ষ্য দিয়েছি
হয়েছিল যে, তারা নিজেদের জন্য নয়, বরং আমাদের জন্যই সেই বিষয়গুলো পরিচালনা করেছিল, যা এখন সুসমাচার উপলব্ধিকারীদের দ্বারা তোমাদের কাছে জানানো হচ্ছে।

তোমরা স্বর্গ থেকে প্রেরিত পবিত্র আত্মার সঙ্গে, সেইসব বিষয় যা স্বর্গদূতেরা জানতে চায়।

সুতরাং, এই কথা বলে আমরা মথি ১ অধ্যায় থেকে আমাদের পাঠ শুরু করব। আমরা সেখানেই যাচ্ছি। মথির সুসমাচার অনুসারে, মথি ১:১ পদে লেখা আছে, "যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলীর পুস্তক, যিনি দায়ূদের পু
পদটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। মথি এটা দেখানোর জন্য লিখছেন যে, যীশু হলেন যিহূদীদের রাজা, যিনি ছিলেন...

পুরাতন নিয়মে মসিহের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। একজন রাজা, এবং এই মসিহ হবেন দায়ূদের পুত্র। আর তাই তিনি আব্রাহামের পুত্রেরও আগে দায়ূদের নাম উল্লেখ করেছেন। সুতরাং আপনি যা
তাহলে দেখবেন ঈশ্বর দায়ূদকে তাঁর রাজ্য চিরস্থায়ী হওয়ার বিষয়ে একটি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

আর এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞা। আমি নিজেও এইমাত্র সেদিকেই তাকাচ্ছি। আমার দুটো বাইবেল থাকা উচিত ছিল, একটা মথি অধ্যায়ের জন্য রাখতে পারতাম আর অন্যটা থেকে প্রয়োজনে ত
আগামী সপ্তাহগুলোতে আমি এটা করব এবং তখন সবকিছু আরেকটু সহজ হবে। তো, ২ শমূয়েলে ঈশ্বর দায়ূদকে বলেন...

৭, ১২, "আর যখন তোমার দিন পূর্ণ হবে এবং তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা যাবে, তখন আমি তোমার পরে তোমার চরণ স্থাপন করব, যা তোমার অণ্ডকোষ থেকে উৎপন্ন হবে, এবং আমি তাঁর প্রতিষ্ঠ

রাজ্য। সে আমার নামের জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করবে, এবং আমি তার রাজ্যের সিংহাসন চিরকালের জন্য স্থাপন করব। আমি তার পিতা হব, এবং সে আমার পুত্র হবে। যদি সে অধর্ম করে, আমি...

মানুষের দণ্ড দ্বারা ও মানুষের প্রহার দ্বারা তাকে শাসন করো। কিন্তু আমার করুণা তার থেকে দূরে যাবে না, যেমন আমি শৌলের থেকে তা সরিয়ে নিয়েছিলাম, যাকে আমি তোমার সামনে থেকে বিতাড়িত করে

তোমার বংশ ও তোমার রাজ্য তোমার সামনে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

চিরকালের জন্য এই সমস্ত বাক্য এবং এই সমস্ত দর্শন অনুসারে।" নাথান দাউদের বিষয়ে এভাবেই বলেছিলেন। সুতরাং, এক অর্থে আমরা জানি যে শলোমন ছিলেন দাউদের সেই পুত্র যিনি নির্মাণ করেছিলেন।

প্রথম মন্দির হলো একটি আক্ষরিক ভৌত কাঠামো, যাকে পুরাতন নিয়মে মন্দির বলা হয়েছে।

এবং স্পষ্টতই সলোমন অধর্ম করেছিলেন এবং ঈশ্বর তাঁকে শাস্তি দিয়েছিলেন। আর সলোমন, আমরা...

এমনকি তিনি অনুতপ্ত হয়েছিলেন কিনা, তাও নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তাঁর জীবনের শেষভাগে আমাদের কাছে উপদেশক পুস্তকটি আছে, যা সম্ভবত একজন অনুতপ্ত বৃদ্ধের কথা হতে পারে? এটি এমন
কথাও হতে পারে, যিনি তাঁর নেওয়া ভুল পথের কথা বলছিলেন, যার শুরুটাও কঠিন ছিল। আমি কোনোভাবেই নিশ্চিতভাবে জানি না। কিন্তু আমি জানতে চাই না।

ওইসব নিয়ে মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি। মূল কথা হলো, এই ভবিষ্যদ্বাণী এক অর্থে পুরাতন নিয়ম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কিন্তু বৃহত্তর অর্থে তা দাউদের সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্র, অর্থাৎ... পর্যন্ত বিস্তৃত।

মসিহ, যাঁর সিংহাসন চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। এবং এটি একাধিক বিষয় দ্বারা প্রমাণিত।

পুরাতন নিয়মের ধর্মগ্রন্থে এমন কিছু বিষয় দেখানো হয়েছে, কিন্তু আমি শুধু এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে যাচ্ছি।

সময়ের খাতিরে এখানে উল্লেখ করছি। যিরমিয় ২৩ অধ্যায়, ৫ ও ৬ পদ। "দেখ, সেই দিন আসছে," সদাপ্রভু বলেন, "আমি যিরমিয় ২৩:৫ পড়ছি, "যখন আমি দায়ূদের জন্য এক ধার্মিক শাখা উৎপন্ন করব,"

এবং এক রাজা রাজত্ব করবেন ও সমৃদ্ধি লাভ করবেন।" সুতরাং এটি শলোমনের অনেক পরের ঘটনা। "এবং তিনি পৃথিবীতে বিচার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। তাঁর রাজত্বকালে যিহূদা পরিত্রাণ পাবে এবং

নিরাপদে বাস করো। আর এই তাঁর নাম, যা দ্বারা তিনি পরিচিত হবেন, প্রভু আমাদের ধার্মিকতা।" সুতরাং স্পষ্টতই খ্রীষ্ট তাঁর দ্বিতীয় মন্তব্যটি সম্পর্কে বলেছেন, কিন্তু এটাও স্পষ্ট যে দায়ূদের পুত্র হিসেবে এক
সিংহাসন হবে

চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এ বিষয়ে আরও জানতে, যারা গত পর্বে ভূমিকাটি শোনেননি।

এই সপ্তাহে, এটা অবশ্যই আপনার নিজের সময়ে করা ভালো হবে। তো অন্যটি হলো যিহিষ্কেল অধ্যায় ৩৪। এবং আরও অনেক আছে, কিন্তু সময়ের অভাবে আমি শুধু এটাই বলতে চাই। তো ঈশ্বর হলেন...

এখানে নতুন চুক্তির কথা বলা হচ্ছে, এবং যিহিষ্কেল ৩৪:২৩, "আর আমি একজন মেষপালক নিযুক্ত করব...

"আমি, সদাপ্রভু, তাদের প্রতিপালন করব, এবং তিনিই তাদের প্রতিপালন করবেন, আমার দাস দায়ূদ। তিনিই তাদের প্রতিপালন করবেন, এবং তিনিই তাদের মেষপালক হবেন।" সুতরাং স্পষ্টতই, এটি দ
অনেক পরের ঘটনা। কিন্তু তিনি বলছেন যে, তিনি তাদের উপর একজন মেষপালক নিযুক্ত করতে যাচ্ছেন, এবং তিনিই তাদের প্রতিপালন করবেন, আমার দাস দায়ূদ। তিনিই তাদের প্রতিপালন করবেন,
হবেন। "এবং আমি, সদাপ্রভু, তাদের প্রতিপালন করব।"

ঈশ্বর, এবং আমার দাস দায়ূদ, তাদের মধ্যে একজন রাজপুত্র।" হয় প্রভু, নয়তো অন্য কেউ এই কথা বলেছেন। আর স্পষ্টতই আমরা খ্রীষ্টকে চিনি, যখন তিনি নিজেকে উত্তম মেষপালক বলে উল্লেখ করেছি
মধ্যে একটি যা আমরা এখানে যোহন ১০ অধ্যায়ের সাথে উল্লেখ করতে পারি। সুতরাং লূকের সুসমাচারে, এটি ভালো।

সুসমাচারগুলোকে মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন, কারণ সেগুলো একে অপরের পরিপূরক এবং একটির সাথে আরেকটি যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ চিত্রটি ফুটিয়ে তোলে। লূকের ১ অধ্যায়ের ৩০ পদে, যখন স্বর্গদূত গাব্রিয়ে
হয়েছিল, তখন তিনি তাঁকে ঘোষণা করে বলছিলেন যে, তিনি খ্রীষ্টের পার্থিব মা হতে চলেছেন। এবং ৩০ পদে তিনি বলেন, "ভয় পেয়ো না, মরিয়ম, কারণ তুমি ঈশ্বরের প্রিয়পাত্রী বলে গণ্য হয়েছ। আর দেখ,
করবে এবং প্রসব করবে।"

এক পুত্র হবে, এবং তাঁর নাম যিশু রাখা হবে। তিনি মহান হবেন, এবং তাঁকে সর্ব্বোচ্চের পুত্র বলা হবে। আর প্রভু ঈশ্বর তাঁকে তাঁর পিতা দাউদের সিংহাসন দেবেন। তিনি যাকোবের বংশের উপর চিরকাল রা কোনো শেষ থাকবে না।" সুতরাং

আমরা জানি যে মসিহ হবেন দাউদের পুত্র, এবং মরিয়মকে তাঁর প্রথম আগমনের কথা বলার সময়, তাঁর দ্বিতীয় আগমনের মহিমার কথাও প্রতি বছর বলা হয়।

এবং তিনিই হবেন সেই ব্যক্তি যিনি রাজা, দায়ূদের পুত্রকে জন্ম দেবেন। আর তাই মথির বংশাবলীতে, এখানে মথি ১ অধ্যায়ে, তিনি যিহূদী বংশতালিকার ভূমিকাগুলো তুলে ধরেছেন এটা দেখানোর জন্য যে, যি কারণে নয় যে তিনি ঈশ্বর, বরং ঈশ্বরের প্রজ্ঞা অনুসারে এবং যে সময়ে তিনি সেই পরিবারে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই সময়ে তিনি তাঁকে দায়ূদের দৈহিক বংশধর হিসেবে স্থাপন করেন, যিনি ঈশ্বরের প্রজ্ঞ আমরা আরও জানতে পারব

অধ্যায় ২-এ সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং, দাউদের পুত্র ধারণাটি বোঝার জন্য। দাউদ ছিলেন

একজন মেষপালক, যাঁকে ঈশ্বর তাঁর নম্রতায় মেষদের পরিচর্যা করার জন্য রাজত্ব করতে প্রস্তুত করেছিলেন। এবং

আমি একটু আগে অ্যাডাম কারের ভাষ্য পড়ার সময় দেখলাম, তিনি বলেছেন যে এমনকি প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যেও,

রাজা এবং মেষপালক শব্দ দুটি একই ছিল। এবং শাসন করা ও প্রতিপালন করাও একই শব্দ ছিল, কারণ একজন ভালো রাজার ক্ষেত্রে এটা বোঝা যায় যে তিনি রক্ষা করবেন।

এবং তাঁর বিশ্বস্ত প্রজাদের রক্ষা ও যত্ন নেবেন। আর তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবে তাঁর শত্রুদের দমন ও চূর্ণ করবেন। তাই আমরা যখন এই সুসমাচার পড়তে থাকি এবং দেখি লোকেরা চিৎকার করে বলছে, "যী করুণা করুন," তখন তা তাঁর মঙ্গলভাব ও শক্তির স্বীকৃতি। আর তাই এটি গুরুত্বপূর্ণ। এবং আমরা কেবল নীচের অংশটি দেখব।

বংশধারা। এটা বোঝা গিয়েছিল যে, কেবল ইহুদিদের মধ্যেই, কেবল দায়ূদের দৈহিক বংশধরই মসিহ হতে পারেন। তারা বুঝত যে মসিহ হবেন ঈশ্বর।

কিন্তু তারা বুঝতে পেরেছিল যে তিনি একজন মানুষ হিসেবে এবং দাউদের পুত্র হিসেবে আবির্ভূত হবেন। আর তাই এটাই।

ম্যাথিউ এখানে যা দেখাতে চলেছেন। কিন্তু তিনি আব্রাহামের পুত্রের কথাও উল্লেখ করেন কারণ ঈশ্বর

আব্রাহামকে গ্রহণ করা হলো। ঈশ্বরের কাজের নিরিখে আব্রাহামই ছিলেন মূলত ইহুদি জাতির সূচনা।

সরাসরি জাতির সঙ্গে ঈশ্বর আব্রাহামের সঙ্গে কাজ করছিলেন। তাই তিনি বলেন দায়ূদের পুত্র,

আব্রাহামের পুত্র, কারণ ঈশ্বর আদিপুস্তক ১২ অধ্যায়ে আব্রাহামকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমি কেবল

সময়ের এই পরিত্যাগ বিষয়ে দুটি শাস্ত্রপদ দেখব। আদিপুস্তক ১২:১, "এখন

প্রভু অব্রামের কাছে নিযুক্ত করেছিলেন। ঈশ্বর অল্প সময়ের মধ্যেই নাম পরিবর্তন করে আব্রাহাম রাখার আগে তাঁর নাম ছিল অব্রাম।

এর পরে। আমি বিশ্বাস করি আব্রাম মানে পিতা এবং আব্রাহাম মানে বহু লোকের পিতা। "সদাপ্রভু আব্রামকে এই আদেশ দিয়েছিলেন, 'তুমি তোমার দেশ, তোমার রাজ্য ও তোমার পিতার বাড়ি ছেড়ে এমন চাই এবং আমি তোমাকে এক মহান জাতিতে পরিণত করব।'"

এবং আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব ও তোমার নাম মহিমান্বিত করব এবং তুমি আশীর্বাদের উৎস হবে এবং যারা তোমাকে আশীর্বাদ করবে আমি তাদের আশীর্বাদ করব এবং যারা তোমাকে অভিশাপ দে এবং তোমার মাধ্যমেই সকল পরিবারবর্গ...

পৃথিবী আশীর্বাদপ্রাপ্ত হোক।" তাই আপনি যদি গালাতীয় ৩ অধ্যায়ে যান, সেখানে প্রেরিত পৌলকে ব্যাখ্যা করতে দেখবেন।

এই বিষয়ে, পৌল গালাতীয় ৩:৮ পদে বলতে চলেছেন। দেখার জন্য শাস্ত্রপদ।

যেন ঈশ্বর বিশ্বাসের দ্বারা জাতিগণকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন, এই বলে যে, "সকল জাতি আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে।" সুতরাং, যারা বিশ্বাসী, তারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত।

আব্রাহামের জন্য বিশ্বাস সহকারে। তাই আমরা ১৩ পদে যাই। সেখানে লেখা আছে, "খ্রীষ্ট আমাদের জন্য অভিশপ্ত হয়ে, ব্যবস্থার অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন। কারণ লেখা আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিই

যা গাছে ঝোলানো আছে, যেন যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে অব্রাহামের আশীর্বাদ অ-ইহুদিদের উপর আসে, আর আমরা যেন বিশ্বাসের দ্বারা আত্মার প্রতিজ্ঞা লাভ করতে পারি। হে ভ্রাতৃগণ, আমি মানুষের রীতি কেবল মানুষেরই একটি চুক্তি, তবুও এই বিষয়ে কাউকে দৃঢ়প্রত্যয় দিও না।

এবং এর সাথে যা কিছু যুক্ত করা হয়। এখন আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে, যাঁর জন্য প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, তিনি

তিনি বীজসমূহে অনেকের মতো নয়, বরং একজনের মতো বলেন, এবং তোমার সেই বীজের প্রতি, যিনি হলেন খ্রীষ্ট।

সুতরাং পরিশেষে ঈশ্বর আব্রাহামকে বলছেন যে, তিনি তাকে বহু জাতির পিতা, বহু মানুষের পিতা করবেন। তিনি আদিপুস্তক জুড়ে আব্রাহাম, ইসহাক এবং যাকোবকে এই প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করবেন। আব্রাহামের স্বাভাবিক বংশধরদের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি করবেন এবং তাঁর বংশের মাধ্যমে মসিহকে আনবেন, যার দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে, তাদের থাকবে...

ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়ার এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা নতুন জন্ম লাভ করার একটি সুযোগ। আর আব্রাহামের এক আত্মিক বংশধরও থাকবে, যেমনটা আমরা গালাতীয় ৩ অধ্যায়ে দেখি। আপনি যদি ২৬ বলছেন, "কারণ খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা তোমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান।"

যীশু। কারণ তোমাদের মধ্যে যতজন খ্রীষ্টে বাপ্তাইজিত হয়েছ, তোমরা খ্রীষ্টকেই পরিধান করেছ। আর কোনো কিছু নেই।

ইহুদি বা গ্রিক নয়। ঈশ্বর বা স্বাধীন বলে কিছু নেই। পুরুষ বা নারী বলে কিছু নেই। কারণ তোমরা সকলে খ্রীষ্ট যীশুতে এক। আর যদি তোমরা খ্রীষ্ট হও, তবে তোমরা আব্রাহামের বংশধর। খ্রীষ্টই হলেন...

চূড়ান্ত বংশধর, কিন্তু আব্রাহামের বিশ্বাসের অনুসারীরা খ্রীষ্টের এবং আব্রাহামের লোক হিসেবে গণ্য হন।

আত্মিক বীজ, যেহেতু বাইবেলে তাঁর বিষয়ে অন্যদের জন্য বিশ্বাসের উদাহরণ হিসেবে এবং আমাদের মতো একই রকম অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের জন্য বিশ্বাসের আদর্শ হিসেবে কথা বলা হয়েছে। আর যদি তে

তোমরা আব্রাহামের বংশধর, এবং প্রতিজ্ঞা অনুসারেই তা হয়েছে।" সুতরাং ঈশ্বরের প্রেরণের প্রতিজ্ঞা

সমগ্র বিশ্বের জন্য পরিত্রাণ, যিহূদীদের মধ্যে এই ধারণা ছিল যে এই পরিত্রাণ দায়ূদের পুত্র অব্রাহামের বংশধরের মাধ্যমেই আসবে। সুতরাং, মথি এভাবেই এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করা শুরু করেন। তাহলে মথির এগোলে, আমি ১ নং পদ থেকেই শুরু করব। "পুস্তক

যিশু খ্রীষ্টের বংশ, যিনি দায়ূদের পুত্র এবং অব্রাহামের পুত্র। অব্রাহাম ইসহাককে জন্ম দিলেন।

এবং ইসহাক যাকোবকে জন্ম দিলেন, এবং যাকোব যিহূদা ও তার ভাইদের জন্ম দিলেন। এবং যিহূদা ফরৌণকে জন্ম দিলেন।

এবং তামারের গর্ভে, এবং ভয় থেকে এসরাম জন্মালেন, এবং এসরাম থেকে এইরাম, এবং এইরাম থেকে আমিনিদিব, এবং আমিনিদিব থেকে মাসান, এবং মাসান থেকে সেলমন, এবং সেলমন থেকে রাহাে থেকে রূতের গর্ভে ওবেদ, এবং ওবেদ থেকে যিশয়, এবং যিশয় থেকে রাজা দায়ূদ, এবং রাজা দায়ূদ থেকে উরিয়ার স্ত্রীর গর্ভে শলোমন, এবং শলোমন থেকে রাবোর জন্মালেন।

এবং রাবোর, এবং বেগা আবিয়াকে জন্ম দিলেন, এবং আবিয়া ঈশাকে জন্ম দিলেন, এরা দায়ূদীয় বংশের রাজা ছিলেন, এরা সেই রাজা যাদের বিষয়ে আমরা রাজাবলির পুস্তকে পড়ি, এবং ঈশা যিহূশাফটে যোরামকে জন্ম দিলেন, এবং যোরাম ওসিয়াসকে জন্ম দিলেন, এবং ওসিয়াস যোতামকে জন্ম দিলেন, এবং যোতাম অহিয়াসকে জন্ম দিলেন, এবং অহিয়াস হিজিকেয়াকে জন্ম দিলেন।

কিং জেমস বাইবেলে হিব্রু রাজাদের গ্রিক নামগুলো রয়েছে, তাই হিজিকেয়ার নামে এই পার্থক্য দেখা যায়, এবং হিজিকেয়া তো হিজিকেয়াই, এবং হিজিকেয়ার গর্ভে মনাসসার জন্ম হয়, এবং হিজিকেয়ার মনাসসার গর্ভে অম্মোনের জন্ম হয়, এবং অম্মোনের গর্ভে যোশিয়ের জন্ম হয়, এবং যোশিয়ের গর্ভে যেকনি ও তার ভাইদের জন্ম হয় প্রায় সেই সময়ে, যখন তাদের বাবিলের নির্বাসনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

তাদেরকে বাবিলের নৈবেদ্যে নিয়ে আসার পর, যিকনিয় সলোথিয়েলের পুত্র হলেন, এবং সলোথিয়েল সেরুব্বাবেলের পুত্র হলেন, এবং সেরুব্বাবেল আবিউদকে জন্ম দিলেন, এবং আবিউদ এলিয়াকীমকে অশোরকে জন্ম দিলেন, এবং অশোর সাদাককে জন্ম দিলেন, এবং সাদাক আখেয়মকে জন্ম দিলেন, এবং আখেয়ম এলিয়ুদকে জন্ম দিলেন, এবং এলিয়ুদ ইলীয়েষরকে জন্ম দিলেন, এবং ইলীয়েষর মেথো যাকোবকে জন্ম দিলেন, এবং যাকোব যোষেফকে জন্ম দিলেন,

মরিয়মের স্বামী, যাঁর গর্ভে যিশুর জন্ম হয়েছিল, যাঁকে খ্রিষ্ট বলা হতো। সুতরাং, যোষেফ হলেন যিশুর আইনসম্মত দৈহিক পিতা, কিন্তু মথি খুব সতর্কতার সাথে বলেছেন যে, যোষেফ নিজে খ্রিষ্টকে জন্ম দেননি দিয়েছিলেন, যিনি ছিলেন মরিয়মের স্বামী এবং যাঁর গর্ভে যিশুর জন্ম হয়েছিল, যাঁকে খ্রিষ্ট বলা হতো।

খ্রিষ্ট মানে, দেখুন, আমরা হিব্রু শব্দ মসিহ-এর গ্রিক প্রতিশব্দ, অর্থাৎ প্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তি, নিয়ে আলোচনা করেছি। ঈশ্বর যীশুকে পবিত্র আত্মা ও শক্তিতে অভিষিক্ত করেছিলেন, যেমনটা আমরা ধর্মশাস্ত্রে থেকে প্রাপ্ত সেই অভিষেক তাঁর আজ্ঞাবহদের উপর বর্ষণ করেন।

আর সেই কারণেই আমরা প্রেরিত ৫:৩২ পদে পড়ি যে, ঈশ্বর এমন একজনকে উত্থাপন করেছিলেন, যেমনটা প্রেরিত ৫:৩১ ও ৩২ পদে আছে, আমি শুধু সেখানকার শাস্ত্রপদটি পড়ি।

"হেমেথ আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বরের কাছে মহিমান্বিত হলেন এবং তিনি যীশুকে পুনরুত্থিত করলেন, যাঁকে তিনি হত্যা করে গাছে ঝুলিয়েছিলেন।" আমি প্রেরিত ৫:৩০-৩২ পদে এটি পড়ছি।

হেমেৎ তাঁর ডান হাত দিয়ে রাজপুত্র ও ত্রাণকর্তারূপে মহিমান্বিত হলেন, ইস্রায়েলের পার্থক্য ও পাপের ক্ষমার জন্য, এবং আমরা এই সকল বিষয়ের সাক্ষী। আর তেমনিভাবে, ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞাবহদের পবিত্র

সুতরাং যারা অভিষিক্ত ব্যক্তির আজ্ঞা পালন করে, অর্থাৎ প্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তিকে, তারাও সেই একই অভিষেক লাভ করে। আর পঞ্চাশত্তমীর দিনে ঠিক এটাই ঘটেছিল, যখন পিতর যিশু খ্রিষ্টের নামে বা ক্ষমা লাভের জন্য প্রচার করেছিলেন।

আর তোমরা পবিত্র আত্মার দান লাভ করবে, তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের প্রতি এবং আমাদের বাক্যে বলা সকলের প্রতি করা প্রতিজ্ঞাগুলোর জন্য; যতজনকে আমাদের প্রভু ঈশ্বর আহ্বান করবেন।

সুতরাং ১৭ পদে বলা হয়েছে, "অতএব, অব্রাহাম থেকে দায়ূদ পর্যন্ত সমস্ত পুরুষানুক্রম চৌদ্দ পুরুষ, এবং দায়ূদ থেকে বাবিলের নির্বাসন পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ, এবং বাবিলের নির্বাসন থেকে খ্রীষ্ট পর্যন্ত চৌদ্দ পুরু

মথি নিশ্চিতভাবে রাজাদের মধ্য থেকে এবং সম্ভবত তার পরেও, বাবিলের নির্বাসনের সময় থেকে খ্রীষ্ট পর্যন্ত কিছু নাম বাদ দিয়েছেন। মনে হয় তিনি ইস্রায়েলের ইতিহাসের এই তিনটি সময়কাল—কুলপতিদে পরবর্তী সময় এবং চৌদ্দ জনের তিনটি দলকে—একত্রিত করার একটি সমাপ্তি টানতে চেয়েছেন।

তিনি কেন এমনটা করেন, তা আমরা ঠিক জানি না, কিন্তু সাত গুণ ছয়, অর্থাৎ বিয়াল্লিশ প্রজন্ম—এর মধ্যে সম্ভবত একটি চিত্র রয়েছে যে কীভাবে খ্রিষ্ট মানুষের মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং সেই খ্রিষ্ট, যদি তিনি যেতে পারে যে সেখানে ছয়জনের সাতটি গোষ্ঠী রয়েছে এবং খ্রিষ্ট হলেন সপ্তমটির সূচনা।

সপ্তম লাইনের শুরুতে মানুষের অপূর্ণতার একটি ছবি এবং দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, মানুষের ত্রাণকর্তা হিসেবে খ্রিষ্টের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

আমরা ঠিক এই ধরনের জল্পনা-কল্পনা সম্পর্কে জানি না, এবং সম্ভবত কোনো এক কারণে ম্যাথিউ এই বংশতালিকাটিকে চৌদ্দ জনের তিনটি দলে ভাগ করা সমীচীন মনে করেন।

এখানে অষ্টম পদে বলা হয়েছে যে, যিহোষফৎ দ্রোমকে জন্ম দিয়েছিলেন এবং দ্রোম উষিয়কে জন্ম দিয়েছিলেন, যিনি ছিলেন উষিয়। সেখানে নিশ্চিতভাবেই তিনজন রাজা অবশিষ্ট ছিলেন।

আহাবের পরিবারের সাথে আন্তঃবিবাহের ফলে জন্ম নেওয়া তিন পুত্র।

সুতরাং, মূল কথা হলো, ইহুদি বংশতালিকার নথিপত্রে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে মধ্যবর্তী ব্যক্তিরা কারা ছিলেন।

সুতরাং, যখন তিনি একথা বলেন, এবং এখানে বাদ পড়া অন্য যেকোনো নামের ক্ষেত্রেও এটা সত্য, যখন তিনি বলেন যে দ্রোম উষিয়কে জন্ম দিয়েছেন, যদি মাঝের তিনটি নাম সম্পর্কে বিষয়টি সর্বজনবিদিত যার জন্য আমাকে রাজাবলির বইয়ে ফিরে গিয়ে দেখতে হবে,

এবং আমি বিশ্বাস করি যে, উযিয়া ও যোশ ছিল সেই নামগুলোর মধ্যে দুটি।

মাঝের নামগুলো তো বটেই, বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং, এখানে নিশ্চিতভাবেই কোনো ভুল নেই, এবং ম্যাথিউও কিছু নাম বাদ দিয়ে কোনো ভুল করছেন না।

এই বংশতালিকা সম্পর্কে আরও একটি, বা বলা ভালো দুটি বিষয় লক্ষণীয়। তার মধ্যে একটি হলো, এখানে এমন চারজন মহিলার উল্লেখ আছে, যাঁদের নাম ঈশ্বরের পুত্রের বংশতালিকায় দেখে আমরা অবাক

আর পঞ্চম পদে ইনিই হলেন বেশ্যা রাহাব, পঞ্চম পদে সেই তিতির বালক রূথ, এবং তৃতীয় পদে থাকা তামার, তিনিই প্রথম জন, আর ষষ্ঠ পদে থাকা উরিয়ার স্ত্রী।

ইনিই বাথশেবা। সুতরাং, যারা পুরাতন নিয়ম জানেন, তারা জানেন যে যিহূদা তামারের গর্ভে ফেরাউনের জন্ম দিয়েছিলেন এবং তামার ছিলেন যিহূদার পুত্রবধূ।

আদিপুস্তক ৩৮ অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছিল। সুতরাং, তিনি যা করেছিলেন তার জন্য তিনি একজন কলঙ্কিনী নারী ছিলেন।

পঞ্চম পদে সেলমার কথা বলা হয়েছে এবং সেলমা রাহাবের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। রাহাব একজন বেশ্যা ছিলেন যিনি ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন।

আমরা যিহোশুয়ার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে পড়ি। যখন তিনি সেই সুগন্ধি দ্রব্য গ্রহণ করলেন যা ইস্রায়েলীয়রা দেশটা গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য পাঠিয়েছিল, এবং তিনি স্পষ্টতই সত্য ঈশ্বরের উপাসক হয়ে রক্ষা করল,

এবং তাঁর ঈশ্বরীয় বিবাহ হয়েছিল ও তিনি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন, এবং পরে সেই পুত্রসন্তানই রূতের গর্ভে ওবেদকে জন্ম দেয়।

আর আমরা রূতের পুস্তক থেকে জানি যে, রূত ছিলেন একজন মোয়াবী নারী। এবং তিনি নিজেও একজন সতীসতী মহিলা ছিলেন।

তার বিরুদ্ধে আমাদের কাছে কিছুই নেই। কিন্তু মোয়াবীয়েরা এমন এক জাতি ছিল যারা কলঙ্কিত হয়েছিল, কারণ, আপনি যদি আদিপুস্তক ১৯ অধ্যায় পড়েন,

লোটের নিজের দুই কন্যার সঙ্গে তাঁর ব্যভিচারী সম্পর্কের ফলস্বরূপ মোয়াবীয় ও অম্মোনীয়দের উদ্ভব হয়েছিল।

আর তারপর ষষ্ঠ পদে, দায়ূদের মহান পিতা, কীভাবে দায়ূদের বাথশেবার সঙ্গে ব্যভিচারের মাধ্যমে শলোমনের জন্ম হয়েছিল।

সুতরাং, এখানে ঈশ্বরের পুত্রের বংশাবলীতে এমন চারজন নারী ছিলেন, যাদের জন্য ইহুদিরা এক অর্থে সঙ্গত কারণেই লজ্জিত হতে পারত।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে এটি যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়েরই একটি চিত্র, যা আমরা গত সপ্তাহে দেখেছিলাম, যে খ্রীষ্টকে অপরাধীদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছিল।

আমাদের পরিত্রাণ ক্রয় করার জন্য তিনি যথাসম্ভব নিজেকে পাপী মানুষের সাথে একাত্ম করেছিলেন। নিজে পাপ না করেও, তিনি আমাদের পাপের সাথে যথাসম্ভব একাত্ম হয়েছিলেন। আর তাই, আমার ম
চিত্র ফুটে ওঠে।

এবং এমন একটি চিত্রও রয়েছে যে, এই চারজন মহিলার মধ্যে অন্তত তিনজন অ-ইহুদি ছিলেন। এবং এটিও একটি পূর্বাভাস যে, ঈশ্বর অ-ইহুদিদের জন্য তাঁর পরিত্রাণ সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করবেন।

এমনকি এই ইহুদি বংশতালিকার মধ্যেও অ-ইহুদিরা মিশ্রিত রয়েছে, যা তাদের জন্য আসতে চলা সুযোগেরই পূর্বাভাস দিচ্ছে।

কারণ প্রেরিত ১০ অধ্যায়ে কর্নিলিয়াসের আগে অ-ইহুদিদের সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য ত্বকচ্ছেদ করতে এবং যিহূদী ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে হয়েছিল।

কিন্তু ঈশ্বর সেই শর্তটি শিথিল করে তাদেরকে সৃষ্টি করলেন, এবং অ-ইহুদিরা খ্রীষ্টের মণ্ডলীর প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছে।

সুতরাং বংশতালিকা থেকে এটি একটি লক্ষণীয় বিষয়। এরপর ১৮ পদে বলা হয়েছে।

যিশু খ্রীষ্টের জন্ম এইরূপ ছিল, যখন তাঁর মা মরিয়ম যোসেফের সঙ্গে বাগদত্তা থাকাকালীন এবং তাঁদের মিলনের পূর্বে, তিনি পবিত্র আত্মার সন্তানরূপে আবির্ভূত হলেন।

সুতরাং, আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে ব্যাপারটা তার জন্য কতটা ভীতিকর ছিল।

এখন আমরা লূকের প্রথম অধ্যায় থেকে জানি যে, স্বর্গদূত গাব্রিয়েল তার কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন ভবিষ্যতে কী ঘটতে চলেছে।

কিন্তু এটা তার জন্য খুবই অস্বস্তিকর ছিল।

আর বিশেষ করে যোসেফের জন্য, যিনি ছিলেন তার বাগদত্তা স্বামী, ১৯ পদ, এবং তার স্বামী যোসেফ একজন ধার্মিক ব্যক্তি হওয়ায়,

এবং তাকে জনসমক্ষে দৃষ্টান্ত হিসেবে দাঁড় করাতে না চেয়ে, গোপনে বা নীরবে সরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল।

সুতরাং স্পষ্টতই, পুরাতন নিয়মে ব্যভিচারীদের পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার জন্য ঈশ্বরের যে বিধান ছিল, তার কারণ ছিল তাদেরকে জনসমক্ষে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা।

আর এ থেকে আমরা শিখলাম যে, একজন দয়ালু স্বামী বা স্ত্রীর পক্ষে তার ব্যভিচারী স্বামীকে গোপনে ত্যাগ করার সুযোগ থাকতে পারত, যদি অপরাধটি বা ব্যভিচারী ব্যক্তিটি জনসমক্ষে ব্যাপকভাবে পরিচিত

আর স্পষ্টতই, যদি মরিয়মের এই সন্তানটি সত্যিই পবিত্র আত্মার দ্বারা না হতো, তবে তা ব্যভিচার বলে গণ্য হতো।

ইহুদিদের মধ্যে সত্যবাদী হওয়া একটি আইনসম্মত চুক্তি ছিল, অথবা তারা এই বাগদানকে একটি আইনসম্মত বিবাহের মতোই গণ্য করত।

তাই যদিও বিয়ের আগে তাদের একত্রিত হওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু বাগদান সম্পন্ন হওয়ার সময়ই তারা কার্যত বিবাহিত ছিলেন।

সুতরাং যোসেফ খুবই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ছিলেন।

আমি বিশ্বাস করি যে, এখানে একটি শিক্ষা রয়েছে যে, খ্রিষ্টের সেবা করতে গিয়ে আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি এবং অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, এমনকি যখন আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব এমন স

সুতরাং ২০ পদে বলা হয়েছে, "কিন্তু তিনি যখন এই সকল বিষয় নিয়ে ভাবছিলেন, তখন দেখ, প্রভুর দূত তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, 'যোষেফ, দায়ূদের পুত্র, তোমার স্ত্রীকে গ্রহণ করতে ও বিবাহ করতে ভ
এসেছে তা পবিত্র আত্মার দ্বারা হয়েছে।'"

আর তিনি এক পুত্র প্রসব করবেন এবং তুমি তাঁর নাম যিশু রাখবে, কারণ তিনি তাঁর প্রজাদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।"

আমি এখানে মথি ১:২১ অধ্যায়ের উপর অ্যাডাম ক্লার্কের একটি কবিতা পাঠ করতে যাচ্ছি। "যীশু, যিনি যিহোশূয়েরই সমতুল্য, হিব্রু ভাষায় ইয়াহশুয়া থেকে ইয়াহোশুয়া, তিনি রক্ষা করেছেন, উদ্ধার করেছে
যাত্রাপুস্তক ৩৯ এবং গণনাপুস্তক ১৩, ১৬ দেখুন।"

তিনি তাঁর প্রজাদের তাদের পাপ থেকে রক্ষা করবেন। জগতে এটাই হবে তাঁর প্রধান কাজ; সেই মহান পাত্র, যার উপর তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ও তা ধ্বংস করতে এসেছেন। পাপের সমস্ত শক্তি, দে
করা খ্রীষ্ট যীশুর প্রত্যেক বিশ্বাসীর বিশেষ অধিকার।

সুসমাচারে এর চেয়ে কম কিছুর কথা বলা হয়নি, এবং সুসমাচার হয়ে ওঠার ক্ষেত্রেও এর চেয়ে কম কিছু থাকবে না।

সুসমাচার ব্যবস্থার পূর্ণতা এই নয় যে, তা পাপকে প্রশ্রয় দেয়, বরং এই যে, তা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে; এই নয় যে, তা পাপকে সহ্য করে, বরং এই যে, তা পাপকে ধ্বংস করে।

মথি ১:১ পদে তাঁকে যিশু খ্রিষ্ট বলা হয়েছে, যে বিষয়ে ডক্টর লয়েড যথাযথভাবে মন্তব্য করেছেন যে, নূতন নিয়মে খ্রিষ্ট নামের সাথে প্রায়শই যুক্ত যিশু নামটি কেবল তাই নয়।

খ্রীষ্টকে ত্রাণকর্তা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে, কিন্তু যীশুকে মসিহ হিসেবে প্রকৃত খ্রীষ্ট রূপেও চিহ্নিত করা যেতে পারে।

যিহুদিদের অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। এই পর্যবেক্ষণটি নূতন নিয়মের অসংখ্য স্থানে অত্যন্ত উপযোগী হবে। তিনি এখানে কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে, খ্রীষ্টে বিশ্বাস করতে হলে আমাদের তাঁর উদ্দেশ্যের সাথে একমত হতে হবে। আমরা আমোস অধ্যায় ৩ পদ ৩-এ পড়ি যে, "একমত না হলে দুজন কি একসঙ্গে চলতে পারে?" স্পষ্টতই না

আমরা রোমীয় ৬:১ ও ২ পদে পড়ি, "তাহলে আমরা কি বলি, অনুগ্রহ যেন বৃদ্ধি পায়, সেইজন্য কি আমরা পাপ করতে থাকব?" এমনটা যেন না হয়।

আমরা যারা পাপের কাছে মৃত, তারা সেখানে আর কীভাবে জীবনযাপন করব? পৌল রোমের খ্রিষ্টানদের কাছে এই কথা লিখেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, যীশুতে সত্যিকারের বিশ্বাস করতে হলে, আ
পাপের কাছে মৃত বলে গণ্য করতে হবে।

আমরা আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি না, কিন্তু আমাদের অবশ্যই তাঁর সাথে ও পাপের প্রতি তাঁর মৃত্যুর সাথে এবং ঈশ্বরের প্রতি তাঁর জীবনের সাথে একাত্ম হতে হবে।

আমাদের অনুতাপে আসতে হবে, যাতে আমরা তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে চলতে পারি, যা হলো আমাদেরকে আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করা।

স্পষ্টতই, আমাদের যুগভিত্তিক সংঘাত অধ্যয়নের মূল বিষয়বস্তু এটাই ছিল, এবং আমাদের পাঠ্যগুলিতে যখন এটি স্বাভাবিকভাবে উঠে আসবে, তখন আমরা এ বিষয়ে আরও আলোচনা করব।

আগামী সপ্তাহে যখন আমরা মথি ৩ অধ্যায়ে যোহন বাপ্তাইজকের প্রচার দেখব, তখন এটি অবশ্যই সেই কাজটি করবে।

২২ পদের পর, "আর এই সমস্ত কিছু করা হয়েছিল যেন ভাববাদীর মাধ্যমে প্রভুর বলা কথা পূর্ণ হয়, এই বলে যে..."

এখানে ম্যাথিউ ক্রমাগত পুরাতন নিয়মের উদ্ধৃতি দেবেন এটা প্রমাণ করার জন্য যে, যিশু খ্রিস্টই হলেন সেই কাহিনীর পরিপূর্ণতা...

তিনিই মসিহ, পুরাতন নিয়মে বর্ণিত পরিত্রাণ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

...আর এই সমস্ত কিছু করা হয়েছিল যেন ভাববাদীর মাধ্যমে প্রভুর বলা কথা পূর্ণ হয়, যা তিনি বলেছিলেন, 'দেখ, এক কুমারী গর্ভবতী হবে এবং পুত্রকে প্রসব করবে, আর লোকেরা তাঁর নাম ইম্মানুয়েল রা
সঙ্গে আছেন।'

এটি যিশাইয় অধ্যায় ৭-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী। আমরা এখন এটি নিয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য খুবই উত্তেজিত থাকতাম, কিন্তু আমি বলব যে কিছু লোক বলে এখানে 'কুমারী' বলতে কেবল যুবতীকে বোঝ

কিন্তু আপনি যদি যিশাইয় অধ্যায় ৭, ১৩ এবং ১৪-এর মূল প্রেক্ষাপটে যান, সেখানে যদি কেবল একজন যুবতী নারীর গর্ভবতী হওয়ার ঘটনাই থাকত, তবে তা কোনো চিহ্ন হতো না। এর মধ্যে অলৌকিক কিছুই

কিছুই থাকবে না। সেখানে কোনো চিহ্ন থাকবে না।

শব্দটির অর্থ যুবতী হতে পারে কি না, তা অপ্রাসঙ্গিক; কারণ এর অর্থ শুধু কুমারী না হয়ে যুবতী হলেও, এটি যে একটি চিহ্ন এবং এ নিয়ে কথা বলা হয়, সেই বিষয়টিই যথেষ্ট।

বিস্ময়কর ও অলৌকিক কিছু হিসেবে যা প্রমাণ করবে যে, সে শুধু একজন যুবতী হলেই চলবে না, বরং যুবতী হিসেবে তাকে কুমারী হতে হবে।

আর সেই মূল চিহ্নের প্রেক্ষাপট ছিল এই যে, ঈশ্বর যিহূদিয়া, অর্থাৎ ইস্রায়েল জাতি ও ইহুদিদের রক্ষা করতে যাচ্ছিলেন, যেন তারা খ্রীষ্টকে জন্ম দিতে পারে।

এবং আমরা এখানে যেমনটা পড়ছি, এবং স্পষ্টতই প্রায় ৪০ বছর পরে ১৮৭০ সালে, মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ইহুদিরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।

আর গত সপ্তাহে আমরা যা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, তা হলো, দ্বিতীয় মন্দিরের সময়েই মসিহের আগমন করা আবশ্যক ছিল, যেমনটা আমরা হগ্গয় ২ অধ্যায় এবং মেলাখি ৩ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণীতে পড়ে

সুতরাং, তারা তাঁর নাম রাখবে, আমি ২৩ পদের দ্বিতীয়ার্ধে পড়ছি, এবং তারা তাঁর নাম ইম্মানুয়েল রাখবে, যার অর্থ 'ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন'।

আমরা কলসীয় ১:২৭ পদে পড়ি যে, তোমাদের মধ্যে খ্রীষ্টই মহিমার আশা, এবং আমরা যোহনের সুসমাচারের শুরুতে পড়ি যে খ্রীষ্ট আছেন, সুতরাং নতুন নিয়মে আক্ষরিক অর্থেই খ্রীষ্ট, আমরা তাঁর আত্মার
এবং খ্রীষ্ট পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের মধ্যে বাস করতে পারেন।

এবং তাঁর প্রজাদের অন্তরে এবং আক্ষরিক অর্থেই আমাদের সঙ্গে থাকুন। আর আমরা যোহন ১ অধ্যায়ে তাঁর দেবত্ব বিষয়ে পড়ি।

মথি যীশুকে যিহুদিদের রাজা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা পুরাতন নিয়মের ধর্মগ্রন্থের একটি পরিপূর্ণতা; অপরদিকে যোহন উভয়েই একই বিষয় নিয়ে কথা বলছেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্ব আরোপ করে।

যোহন এমনকি সেই অনন্তকালে ফিরে যাচ্ছেন, যা সময়েরও আগে, এবং তাঁর সুসমাচার শুরু করার জন্য, পদ ১৪।

আর সেই বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, এবং সেই বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন। তিনি আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। সমস্ত কিছু তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, এবং তাঁকে ছাড়া কোনো কিছুই সৃষ্ট হয়নি।

আর তাঁর মধ্যে জীবন ছিল, এবং সেই জীবনই ছিল মানুষের আলো।" ১৪ পদে আমরা পড়ি, সেই বাক্য দেহ ধারণ করে আমাদের মধ্যে বাস করলেন।

সুতরাং, যেমন মথি ১:২৩ পদে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর আক্ষরিকভাবে দেহ ধারণ করে আমাদের মধ্যে বাস করেছিলেন, তেমনই ১ তীমথিয় ৩:১৬ পদেও বলা হয়েছে, "আর আমরা তাঁর মহিমা দেখলাম,
অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ।"

সুতরাং মথি লিখিত সুসমাচারের ২৪ পদে বলা হয়েছে, "তখন যোষেফ ঘুম থেকে উঠে তাঁর স্ত্রীর প্রতি স্বর্গদূতের মতোই আচরণ করলেন।"

এই হলেন যোসেফ, যিনি একজন সত্যিকারের মানুষ ছিলেন, যেমনটা আমরা ১৯ পদে পড়ি। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি ছিলেন একজন ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি, যাঁর বিশ্বাস ছিল আব্রাহামের মতো। তিনি আমাকে আব্রাহামের কথা অনেক মনে করিয়ে দেন—ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে ইসহাককে শিক্ষা দেওয়া, ভেতরে যাওয়া এ
প্রভু তাঁকে থামিয়ে দেওয়ার আগে ইসহাককে প্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে নিয়ে যাওয়া।

এবং আরও অনেকবার যখন আব্রাহাম ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করতে গিয়ে কঠিন কিছু করেছিলেন, আমরা এখানে যোসেফকে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করতে দেখি, যা তাঁর জন্য অত্যন্ত কঠিন হতে যাচ্ছিল
দেখব এটি তাঁর জন্য কতটা কঠিন ছিল।

সুতরাং, "তখন যোসেফ ঘুম থেকে উঠে প্রভুর দূত তাঁর অন্তরে যেমন করেছিলেন, ঠিক তেমনই করলেন; তিনি তাঁর স্ত্রীকে কাছে নিলেন এবং তাঁর প্রথমজাত পুত্র প্রসব না করা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে সহবাস করা
যিশু।"

তাহলে এটা কি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, যিশুকে জন্ম দেওয়ার আগ পর্যন্ত মরিয়ম কুমারী ছিলেন?

রোমান ক্যাথলিকরা বিশ্বাস করত যে মেরি চিরকুমারী ছিলেন। আমরা পরবর্তীকালে সুসমাচারগুলোতে যিশুর ভাই ও বোনদের সম্পর্কে পড়ি।

আর লোকেরা বলতে লাগল, "তাঁর ভাই যাকোব ও যিহূদা এবং তাঁর বোনেরা কি আমাদের সঙ্গে নেই?"

রোমান ক্যাথলিক পণ্ডিতরা বলবেন যে, সেখানে এমন কোনো শব্দ ছিল না, যা দিয়ে তারা একজন প্রকৃত আত্মীয়কে বোঝাতে পারতেন, যেমনটা তারা বলবেন।

তাই বলা হয় যে তার ভাইবোনেরা তার চাচাতো ভাইবোন হতে পারে। শুধু ওই লেখাটির ভিত্তিতেই এটা সম্ভব।

তারা হয়তো ঠিক, আমার মনে হয় এ ব্যাপারে তারা ঠিকই বলছে। কিন্তু আসল সত্যটা হলো, ধর্মগ্রন্থ শিক্ষা দেয় না যে মরিয়ম চিরকুমারী ছিলেন।

খ্রিস্টকে জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে শাস্ত্রের বিধান পূর্ণ করার জন্য তাকে কুমারী থাকতে হতো। কিন্তু এরপর তার কুমারী থাকার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

এবং গীতসংহিতা ৬৯-এ খ্রীষ্ট সম্বন্ধে করা এই ভবিষ্যদ্বাণী থেকে আমার সন্দেহ হয় যে, তিনি কুমারী ছিলেন না। আমরা জানি যে গীতসংহিতা ৬৯-এর ১০ নং স্তবকটি যোহন অধ্যায় ২-এ যীশু সম্বন্ধে উদ্ধৃত হ

কারণ তোমার স্বাস্থ্যের জন্য ব্যাকুলতা আমাকে তৃপ্ত করেছে, এবং যারা বাতাসকে তিরস্কার করে, তাদের তিরস্কার আমার উপর এসে পড়েছে।

এর আগের পদটি দেখুন, গীতসংহিতা ৬৯:৮, "আমি আমার ভাইদের কাছে পরদেশী এবং আমার মায়ের সন্তানদের কাছে বিদেশী হয়েছি।"

সুতরাং, যেহেতু ৯ নং পদটি সুস্পষ্টভাবে খ্রিষ্টের প্রতি ইঙ্গিত করে, তাই ৮ নং পদটিও কেন তা হবে না, সে বিষয়ে আমি কোনো ধারণা পাই না।

আর তা সত্যিই, এবং স্পষ্টতই এটি ক্রুশের উপর খ্রিস্টের, তাঁর উৎসর্গের একটি চিত্র, এবং এটি তাঁকে তাঁর ভাইদের কাছে একজন অপরিচিত এবং তাঁর মায়ের সন্তানদের কাছে একজন পরদেশী হিসেবে দে

আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বর এটা সেখানে এই ইঙ্গিত দেওয়ার জন্যই রেখেছেন যে, মরিয়ম চিরকাল কুমারী ছিলেন না।

সুতরাং আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে এগিয়ে যাব, কিন্তু আমি এটিকে আরও বিস্তৃত করতে চাই। আমার ধারণার চেয়ে কিছুটা দেরি হচ্ছে, কিন্তু আমাদের হাতে এখনও প্রায় ৩৫ মিনিট সময় আছে।

তাই আমি দ্বিতীয় অধ্যায়টি করতে চাই, কিন্তু তার আগে প্রথম অধ্যায় নিয়ে কারও কোনো সংক্ষিপ্ত মন্তব্য বা প্রশ্ন থাকলে তা জানানোর জন্য আমি সুযোগটি উন্মুক্ত করে দিতে চাই।

হ্যাঁ ভাই, আমার মনে হয় আমাদের হাতে অনেক সময় আছে, যদি দ্বিতীয় অধ্যায়টা করতে অর্ধেক সময়ও লাগে।

তাই হয়তো আমরা পরে প্রশ্নোত্তর পর্ব করব যদি সময় থাকে, আর তা না হলে, কারণ আমি জানি আপনাকে অবশ্যই ৪০ মিনিটের কম সময়ে শেষ করতে হবে।

তাহলে আমরা বরং দ্বিতীয় অধ্যায়ে চলে যাই এবং আমি পরে থেকে ওই ফোনটা থেকে সবাইকে আমার ইমেইলটা দিয়ে দেব।

শুনে ভালো লাগলো।

আমি কি এখনও এখান থেকে বেছে নিতে পারি, জিম? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ।

আচ্ছা, তাহলে দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করা যাক।

গুদিয়ার বৈৎলেহেমে রাজা হেরোদের রাজত্বকালে যীশুর জন্ম হলে, দেখ, যিরূশালেমের পূর্ব দিক থেকে কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তি এসে বলতে লাগলেন, 'যিহূদীদের রাজা হিসেবে যিনি জন্মেছেন, তিনি কোথায়?'

কারণ আমরা পূর্বদিকে একটি তারা দেখেছি এবং তাঁর উপাসনা করতে এসেছি।"

কিছু ভাষ্যকার মনে করেন যে, আদিপুস্তক ২৫ অধ্যায়ে আমরা পড়ি কীভাবে আব্রাহাম উপপত্নীদের গর্ভে সন্তান লাভ করেছিলেন এবং তাদেরকে পূর্বদিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আর আমরা ইয়োবের পুস্তকে স্পষ্টভাবে পড়ি যে, ইয়োব ছিলেন প্রাচ্যের মানুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

এবং আমরা দেখতে পাই যে পূর্বে ঈশ্বরের উপাসক ছিলেন, যদিও আমরা এখানে পুরোপুরি নিশ্চিত নই যে সেই স্থানটি ঠিক কী ছিল, তবে তা অবশ্যই ইসরায়েল দেশের পূর্ব দিকে ছিল।

সুতরাং, এরা আব্রাহামের সময় থেকে সেখানে ঈশ্বরের উপাসকদের অবশিষ্টাংশ ছিল কি না, বা এখনও আছে কি না, তা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না।

কিন্তু এটা সম্ভব।

কিন্তু ঈশ্বর কোনোভাবে, কিন্তু কোনোভাবে প্রাচ্যে এমন জ্ঞানী ব্যক্তিরা ছিলেন যারা সম্ভবত জ্যোতির্বিজ্ঞানী বা ঈশ্বরের অন্বেষণকারী কোনো ধরনের ব্যক্তি ছিলেন এবং সম্ভবত মহাবিশ্ব ও নক্ষত্রপুঞ্জের ছাত্র ছি

ঈশ্বর তাদের একটি চিহ্ন দিলেন এবং তারার মাধ্যমে কোনোভাবে তাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হলো যে মসিহের জন্ম হয়েছে, যাঁকে তারা ইহুদিদের রাজা বলে বুঝেছিল।

তাই তারা বলল, "আমরা পূর্বে একটি তারা দেখেছি এবং তাঁর উপাসনা করতে এসেছি।"

সুসমাচার জুড়ে যিশু উপাসনা গ্রহণ করতেন। এবং কখনও কখনও এটা সত্যি যে, প্রায়শই রাজারা, যেমন আমরা পুরাতন নিয়মে দাউদের প্রতি লোকেদের আনুগত্য প্রকাশ করতে দেখি।

এবং এটা সত্যি যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির মানুষেরা তাদের শাসকদের সামনে মাথা নত করত।

কিন্তু যিশুর উপাসনা গ্রহণ করার বিষয়টি হলো এই যে, তিনি কোনো বেসামরিক শাসক ছিলেন না।

সুতরাং যারা ধর্মপ্রচারক এবং মুসলমানদের সাথে কাজ করেন, তাদের জন্য এটি একটি জোরালো প্রমাণ যে যিশু ঈশ্বর ছিলেন, কারণ তিনি যে উপাসনা গ্রহণ করেছিলেন তা স্বভাবতই ধর্মীয় উপাসনা ছিল।

এটা নাগরিক উপাসনা ছিল না।

তো, এই জ্ঞানী ব্যক্তিরা যিরূশালেমে এলেন এবং তাঁরা পূর্বদিকে একটি তারা দেখলেন। এই তারাটি সম্ভবত গণনাপুস্তক ২৪:১৭ অধ্যায়ের একটি উল্লেখ, যা নিয়ে আমি এখন আলোচনা করব না, কিন্তু সেখানে

যারা গল্পটি জানেন না, তাদের জন্য বলছি, এক্ষেত্রে ভণ্ড নবী বালামই ঈশ্বরের কাছ থেকে আসল বার্তা পেয়েছিলেন।

আর সে বলে যে, আমার বরং গণনাপুস্তক ২৪১৭ পড়াই ভালো।

তিনি বলেন, "আমি তাঁকে দেখব, কিন্তু এখন নয়।" কারণ এই বাণী প্রায় ১,০০০ বছর আগে, ১,৫০০ বছর আগে দেওয়া হয়েছিল। "যাকোবের মধ্য থেকে একটি তারা উদিত হবে এবং ইস্রায়েলের মধ্য থে
মোয়াবের কোণায় কোণায় আঘাত হানবে ও শেথের সকল সন্তানকে ধ্বংস করবে।"

আর স্পষ্টতই সেই দ্বিতীয় অংশটি তাঁর দ্বিতীয় আগমন নিয়ে কথা বলছে। কিন্তু তিনি নিশ্চিতভাবেই যাকোবের মধ্য থেকে একটি তারা এবং ইসরায়েলের মধ্য থেকে একটি রাজদণ্ডের উত্থানের কথা বলছেন।

সম্ভবত জ্ঞানী ব্যক্তিদের উল্লেখিত এই তারাটি গণনাপুস্তক ২৪:১৭-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সম্পর্কিত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, তারা কোনোভাবে বুঝতে পারলেন যে একটি তারা আছে এবং ঈশ্বর তাদের জানালেন যে যিরূশালেমে খ্রিষ্টের জন্ম হয়েছে।

তাই ৩ পদে বলা হয়েছে, "রাজা হেরোদ এই সব কথা শুনে সমস্ত যিরূশালেমে তাঁর বিষয়ে উদ্বিগ্ন হলেন।" সম্ভবত হেরোদ খ্রীষ্টকে তাঁর সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখতেন।

আর আমরা জানি যে, যীশু তাঁর প্রথম আগমনে একজন পার্থিব রাজা হতে আসেননি। যোহন ১৮ অধ্যায়ে একান্তে তাঁর এই একই কথোপকথন হয়েছিল, যার উত্তরে যীশু ৩৬ পদে বলেছিলেন, "আমার রাজ্য

আমার রাজ্য ছিল এই জগতের। তখন আমার দাসেরা পালিয়ে গিয়েছিল, যেন আমাকে ইহুদিদের হাতে তুলে দেওয়া না হয়। কিন্তু এখন আমার রাজ্য এখান থেকে নয়।

তখন পীলাত তাঁকে বললেন, "আমি একজন রাজা।" তখন যীশু উত্তর দিলেন, "আপনিই বলছেন যে আমি একজন রাজা। এই উদ্দেশ্যেই আমার জন্ম হয়েছে এবং এই কারণেই আমি জগতে এসেছি, যেন আমি

"যারা সত্যের অনুসারী, তারা প্রত্যেকেই আমার রব শোনে।" এখন আমরা প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫ পদে পড়ি যে, তাঁর দ্বিতীয় আগমনে এই জগতের রাজ্যগুলো আমাদের প্রভু এবং তাঁর খ্রীষ্টের রাজ্য হয়ে উঠবে

সুতরাং, যদিও হেরোদ খ্রীষ্টকে তাঁর সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখে অন্যায় বোধ করেছিলেন, আমার মনে হয় তিনি তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট ছিলেন তাঁর দুষ্ট জীবন এবং সেই অধার্মিকত
তিনি তাঁর রাজ্য লাভ করেছিলেন।

আমরা বলতে পারি, হেরোদ হলেন খ্রিষ্টারি-এর একটি প্রতিচ্ছবি। তাই এটি লক্ষণীয় যে, এই হেরোদ সেই হেরোদ নন, যার কথা পরবর্তীকালে সুসমাচারগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে; কারণ আমরা এই অধ্যায়ে
তার পুত্র হেরোদ আন্তিপাস।

এই রাজাই হেরোদ মহাত্মা নামে পরিচিত। ঈশ্বরের মানদণ্ডে তিনি মহান ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক অত্যন্ত দুষ্ট লোক।

কিন্তু তিনি এবং সমস্ত যিরূশালেম বিচলিত। এবং লূক ২ অধ্যায়ে স্বর্গদূতেরা মেষপালকদের যা বলেছিলেন, তার সাথে এর তুলনা করাটা আকর্ষণীয় যে, যখন খ্রীষ্টের জন্ম হয়েছিল, তখন তারা তাদের... লূক ২।

১০ তারা মেষপালকদের বলল, "ভয় পেয়ো না, কারণ দেখো, আমি তোমাদের জন্য মহা আনন্দের সুসংবাদ নিয়ে এসেছি, যা সকল মানুষের জন্য হবে। কেননা ত্রাণকর্তা দায়ূদের নগরে থাকার জন্যই তোমাদে খ্রীষ্ট।"

সুতরাং আবারও বলছি, যিশু হলেন প্রভু ও ত্রাণকর্তা, যাঁদের আলাদা করা যায় না। "আর তোমাদের জন্য এই চিহ্ন থাকবে, তোমরা শিশুটিকে কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় গোশালায় শুয়ে থাকতে দেখবে।"

আর হঠাৎ সেই স্বর্গদূতের সঙ্গে স্বর্গীয় বাহিনীর এক বিশাল দল আবির্ভূত হলো, যারা ঈশ্বরের প্রশংসা করছিল এবং বলছিল, "সর্বোচ্চ স্থানে ঈশ্বরের মহিমা হোক, এবং পৃথিবীতে মানুষের প্রতি শান্তি ও সদ্ভাব বি

সুতরাং এই লোকেরা, যারা তখন তাদের পাপের দ্বারা এবং সেই স্থিতাবস্থার দ্বারা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যা নিয়ে তারা পরম শান্তি ও আনন্দে সন্তুষ্ট ছিল,

তারা মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনার স্থানে ছিল এবং তারা বিচলিত ছিল।

আর সুসমাচার প্রচার করতে বের হলে আমরা প্রায়শই এটাই পেয়ে থাকি। যদি আমাদের বার্তা সত্য হয়, তবে আমরা মানুষকে এমন শ্রেষ্ঠ সুসংবাদই দিই যা তারা শুনতে চাইতে পারে।

কিন্তু যারা নিজেদের পাপকে ভালোবাসে এবং চারপাশের স্থিতাবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তারা কেউই কখনো একে গ্রহণ করবে না।

আমি যে রাজনৈতিকভাবে কথা বলছি তা নয়, বরং তারা তাদের জীবন যেমন আছে এবং পরিস্থিতি যেমন রয়েছে, তাতেই সন্তুষ্ট।

আর তার মতো কেউই সবকিছু ত্যাগ করতে, নতুন করে রোপণ করতে এবং নিজেদেরকে যিশুর রাজকীয় কর্তৃত্বের অধীন করতে ও নিজেদের পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে ইচ্ছুক হবে না।

একটা ক্লান্তি থাকতে হবে, পাপের ভারে ভারাক্রান্ত হতে হবে এবং পার্থিব জিনিসে ঘেরা জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাতে হবে; এই সবকিছুর প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাতে হবে।

আর তাই, জেরুজালেমের রাজা সাধারণভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই কারণে ছিলেন যে, তারা এই জীবনে নিজেদের প্রাপ্য অংশ বিবেচনা করতেন।

তারা তারই বিরোধিতা করেছিল যা তাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তি ও সান্ত্বনা হওয়ার কথা ছিল, এবং যা জেরুজালেমের মেষপালকদের ও অন্য কয়েকজনের জন্য এক বিরাট শান্তি ও সান্ত্বনা ছিল, যেমনটা অ অধ্যায়গুলোতে পড়ি।

সুতরাং ৪ পদে বলা হয়েছে, "আর তিনি জনগণের সমস্ত প্রধান যাজক ও শাস্ত্রীদের একত্র করে তাদের কাছে জানতে চাইলেন, খ্রীষ্ট কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন।"

তখন তারা তাঁকে বলল, "আর যিহূদিয়ার বৈৎলেহম, কারণ ভাববাদী এইরূপে লিখেছেন, 'হে যিহূদা দেশের বৈৎলেহম, তুমি যিহূদার রাজপুত্রদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম নও।'"

কারণ তোমার মধ্য থেকেই একজন শাসক আসবেন, যিনি আমার প্রজা ইস্রায়েলকে শাসন করবেন।" সুতরাং তারা একটি সঠিক ও তাৎপর্যপূর্ণ উত্তর দিয়েছিল।

ব্যাপারটা এমন নয় যে এই লোকগুলোর কাছে বাইবেল ছিল এবং তা তাদের সঠিক উত্তর দিয়েছিল।

এবং মজার ব্যাপার হলো যে, তারা বেথলেহেমে যাচ্ছিলেন না। তারা পূর্ব দিক থেকে এই জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিয়ে এসেছিলেন।

তারা সেই শৈলীটি নিয়ে কথা বলছে যা তাদের মতে তার জন্মের প্রতীক। তারা সত্যিই খুব বিচলিত।

কিন্তু তারা নিজেরা তাঁকে খুঁজতে বেথলেহেমে যায় না কেন?

কারণ আমরা জানি যে মেষপালকরা, যদি আমরা লূক ২ অধ্যায়ের অংশটি পড়তে থাকতাম,

আমরা জানি যে তারা বলেছিল, চলো আমরা বৈৎলেহেমে যাই এবং সেই বিষয়টি দেখি যা প্রভু আমাদের জানিয়েছেন।

সুতরাং, এখান থেকে আমরা তৎকালীন ইহুদি নেতাদের দুর্নীতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাই।

কিছু লোককে প্রায়শই বাইবেল থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দেওয়ার জন্য এবং 'বাইবেলে এটা বলা আছে, ওটা বলা আছে'—এইসব বলার জন্য ফরীশী বলে ডাকা হয়।

আর আমরা বাইবেল মানতে চাই, কিন্তু শয়তান বহু লোককে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করেছে যে, এটাই হলো ফরীশী হওয়া।

এটাই হলো লিপিকারের কাজ।

বাইবেল যা বলে, তার ওপর জোর দেওয়াটা ভণ্ডামি।

কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, এই লোকগুলোর সমস্যা এটা ছিল না যে তাদের কাছে ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মগ্রন্থ থেকেই তাদের উত্তর পাওয়া যেত।

তাদের কাছে ধর্মগ্রন্থ ছিল। তাদের উত্তরটি সঠিক ছিল। কিন্তু তারা সে অনুযায়ী কাজ করেনি।

আর তাই, এবং এটাই হলো খারাপ অর্থে একজন ফরীশীর শাস্ত্রজ্ঞ হওয়ার অর্থ।

ভণ্ড হওয়ার মানে এটাই।

এবং মথি লিখিত সুসমাচারের পরবর্তী অংশে, মথি ২৩ অধ্যায়ে আমরা দেখি যে, যিশু ঠিক এই কারণেই ফরীশীদের তিরস্কার করছেন।

তখন যিশু জনতাকে ও তাঁর শিষ্যদের বললেন, শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীরা মোশির আসনে বসে আছে।

অতএব, তারা তোমাদের যা কিছু পালন করতে বলে, তা পালন করো। কিন্তু তোমরা তাদের কাজ অনুকরণ করো না, কারণ তারা বলে কিন্তু করে না।

সুতরাং আমরা মথি ২ অধ্যায়ে সেই ছবিটি পেয়েছি।

এবং তারপর যোহন অধ্যায় পাঁচে আমরা আরও একটি অত্যন্ত আক্ষরিক বিষয় পাই।

যোহন অধ্যায় পাঁচ, পদ তেতাল্লিশ-এ এর আরেকটি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

যিশু ইহুদি নেতাদের বললেন, "আমি আমার পিতার নামে আসছি, অথচ তোমরা আমাকে গ্রহণ করছ না। যদি অন্য কেউ নিজের নামে আসে, তবে তিনি তাকে অবশ্যই গ্রহণ করবেন।"

তোমরা কীভাবে বিশ্বাস করতে পারো, যারা পরস্পরকে সম্মান করে, অথচ একমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা সম্মান অন্বেষণ করে না?

ভেবো না যে আমি বাবার কাছে তোমার নামে নালিশ করব।

এমন একজন আছেন যিনি তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তিনি হলেন মুসা, এবং তিনিই মুসা যাকে বিশ্বাস করতেন। কারণ তোমরা যদি মুসাকে বিশ্বাস করতে, তবে আমাকেও বিশ্বাস করতে, কেননা তি

কিন্তু যদি তুমি তার রেটিং বিশ্বাস না করো, তাহলে আমার কথা কীভাবে বিশ্বাস করবে? সে বলেছিল, আমি রাজি।

খ্রিস্ট ও মোশির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। মোশি যা লিখেছিলেন, খ্রিস্ট হলেন তারই পূর্ণতা।

তিনি পঞ্চম অধ্যায়ে বলবেন, এর মানে এই নয় যে আমি ভাববাদীদের বিধান ধ্বংস করতে যাচ্ছি। আমি ধ্বংস করব না, বরং পুরাতন নিয়মকে পূর্ণ করাই সমস্যা নয়।

পুরাতন নিয়ম যেমন ঈশ্বরের বাক্য, তেমনি নতুন নিয়মও। পুরাতন নিয়ম ছাড়া নতুন নিয়মের অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

পুরাতন নিয়ম ছাড়া নতুন নিয়ম হতে পারে না।

পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর যা শুরু করেছিলেন, নতুন নিয়ম হলো তারই পূর্ণতা।

কোনো বিরোধ নেই, কিন্তু এখন অনেকেই এমনভাবে কথা বলেন যেন মোশি এবং পুরাতন নিয়ম কোনোভাবে যিশুর প্রতিপক্ষ।

আর সেটা মোটেও সত্যি নয়।

এই অধ্যায়ের শুরুতে আমার ৩৯ পদ থেকে শুরু করা উচিত ছিল। যিশু বলেছেন, "তোমরা শাস্ত্র অনুসন্ধান করো, তোমরা মনে করো তোমাদের অনন্ত জীবন আছে, আর তারাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়।"

আর পুরাতন নিয়মের সাথে আমিই ছিলাম সেই সময়ে তাদের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ, এবং তোমরা জীবন লাভের জন্য আমার কাছে আসবে না।

আর তাই মথি ২ অধ্যায়ে আমরা আক্ষরিক অর্থেই এমন ইহুদি নেতাদের দেখতে পাই, যারা ধর্মগ্রন্থ জানতেন এবং ধর্মগ্রন্থ থেকেই সঠিক উত্তর পেতেন।

কিন্তু তবুও তারা খ্রীষ্টের কাছে আসবে না, যাতে তারা জীবন পেতে পারে।

যিশু বলেছিলেন, নিনেভের লোকেরা এই প্রজন্মের সঙ্গে আরও দীর্ঘকাল ধরে জেগে উঠবে এবং একে দোষী সাব্যস্ত করবে, কারণ তারা যোনার প্রচার শুনে অনুতপ্ত হয়েছিল।

কিন্তু যোনার চেয়েও মহান একজন এখানে আছেন এবং তিনি বলছেন যে, বিচারের দিনে শেবার রানী এই প্রজন্মের সঙ্গে জেগে উঠবেন এবং একে দোষী সাব্যস্ত করবেন; কারণ তিনি পৃথিবীর দূরতম প্রান্ত
এসেছিলেন এবং দেখো, শলোমনের চেয়েও মহান একজন এখানে আছেন।

তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই জ্ঞানী ব্যক্তিরা পূর্ব দিক থেকে সম্ভবত কয়েক মাসব্যাপী এক যাত্রা করছেন, যেন তাঁরা খ্রিস্টকে দেখতে পান।

আর যিরূশালেমে এই শাস্ত্রবিদরা ছিলেন, যারা সম্ভবত একদিনে বেথলেহেম পাহারা দিতে পারতেন, কিন্তু অন্তত দুই দিনের বেশি নয়।

অথচ তারা আসেনি। এটা আশ্চর্যজনক।

আর আমরা এখন এটা প্রয়োগ করতে পারি যে, এমন মানুষ আছেন এবং অন্যান্য দেশেও এমন মানুষ আছেন যাদের কাছে হয়তো ধর্মগ্রন্থের সামান্য অংশই রয়েছে।

কিন্তু তারা তাদের কাছে থাকা শাস্ত্রের সেই সামান্য অংশকে সযত্নে লালন করে, তা মেনে চলে, ঈশ্বরের সন্ধান করে এবং তাদের কাছে থাকা এই সামান্য সত্যের জন্য কষ্ট ভোগ করে।

তবুও আমাদের কাছে এখানে প্রচুর পরিমাণে পূর্ণাঙ্গ বাইবেল রয়েছে এবং আমাদের কাছে তা প্রত্যাশা করা হয়।

বৃহত্তর আলোর সাথে আমাদের দায়বদ্ধতাও বেড়ে যায় এবং যারা নিজেদের প্রাপ্ত আলোকে কাজে লাগায় না, তারা নিন্দিত হবে এবং বিশেষ করে তাদের কোনো অজুহাত থাকবে না, তা প্রমাণিত হবে সেই
অনেক কম ছিল এবং তারা সেটিকে আরও অনেক বেশি উন্নত করেছে।

সুতরাং সপ্তম পদে, তিনি যখন জ্ঞানী পুরুষদের এবং তাদের এক-চতুর্থাংশকে নিখুঁতভাবে ডেকে পাঠালেন এবং যত্নসহকারে সেই তারাটি কখন দেখা দিয়েছিল তা জানলেন, তখন তিনি তাদের বেথলেহে
যত্নসহকারে শিশুটিকে অনুসন্ধান করো।

আর যখন তুমি তাঁকে খুঁজে পাবে, তখন আমাকে খবর দিও, যেন আমিও এসে তাঁর উপাসনা করতে পারি। সুতরাং, এখানে আমরা খ্রীষ্টের একজন ভণ্ড অন্বেষণকারীকে দেখতে পাচ্ছি।

এখানে জ্ঞানীদের কাছে আমার অধ্যবসায়ী অনুসন্ধানকারীকে সহজ মনে হয়েছিল, কিন্তু সে-ই হলো ভণ্ডামির আসল রূপ—এমন একজন যে নিজেকে উপাসক বলে দাবি করে, উপাসনায় তীব্র আগ্রহী, বি
থাকে।

এবং এটা শুনে অবাক লাগে যে, আরও তথ্য জানার জন্য তিনি তাদের সাথে অন্য কাউকে বেথলেহেমে পাঠাননি, কিন্তু সম্ভবত তিনি তা করেননি কারণ তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, যখন তিনি এই জ্ঞানী ব্য
চান, তখন তিনি সত্যিই জানতে আগ্রহী।

নবম পদ: সুতরাং, রাজার কথা শুনে তারা চলে গেল এবং পূর্বদিকে তারা যে তারাটি দেখেছিল, সেটি তাদের সামনে এসে সেই শিশুটি যেখানে ছিল তার উপরে স্থির হল। তারা তারাটি দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হ

তাই আমি বিশ্বাস করি, এখানে একটি চিত্র রয়েছে যে, মানুষ যদি তাদের প্রাপ্ত আলোর প্রতি সাড়া দেয়, যদি কেউ সাড়া দেয়; এবং আমরা যোহন ১-এ পড়ি যে, যিশুই সেই আলো যিনি জগতে আগত প্রত্যেক

আমরা দশম অধ্যায়ের ১০ম পরিচ্ছেদে কর্নিলিয়াসের বিষয়ে পড়ি, কীভাবে তিনি তাঁর প্রাপ্ত জ্ঞান অনুসারে ঈশ্বরের সন্ধান করছিলেন এবং ঈশ্বর তাঁকে আরও আলো দিয়েছিলেন এবং এই জ্ঞানী ব্যক্তিরা ছিলে

মানুষেরা তাদের কাছে থাকা আলো অনুসরণ করছিল এবং সেই তারার মধ্যে তারা আক্ষরিক অর্থেই একটি আলো পেয়েছিল যা তারা অনুসরণ করত। আর যারা সেই আলো অনুসরণ করে, তাদের খ্রীষ্টের কা
তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

তাদের কাছে থাকা আলোর প্রতি বিশ্বস্তভাবে ও সততার সাথে সাড়া দিয়ে এবং যদি তারা সেই সাড়া অব্যাহত রাখে, তবে তারা অবশেষে খ্রীষ্টের কাছে আসবে, যদি তারা অধ্যবসায়ের সাথে অন্বেষণ করতে
বিষয়ে বলা হয়েছে এবং যেমন আমরা দেখি, জ্ঞানী ব্যক্তিদের তাঁর কাছে পরিচালিত করা হয়েছিল।

সুতরাং ১১ পদে বলা হয়েছে, যখন তারা সেই বাড়ির দিকে আসছিল, তখন তারা শিশুটিকে তার মা মরিয়মের সাথে দেখতে পেল এবং নত হয়ে তাকে পূজা করল। তাই এটি সেইসব রোমান ক্যাথলিকদের
মরিয়মের সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। তারা হয়তো বলতে পারে যে তারা তাকে পূজা করে না, কিন্তু তারা তবুও তার সামনে নত হয় এবং তারা তাকে যিশুর সাথে একজন সহ-মুক্তিদাত্রী ও সহ-মধ্যস্থতাকা
এটা ঠিক যে, তারা এটাকে পূজা বলুক বা না বলুক, এটা এখনও প্রতিমাপূজা।

কিন্তু মরিয়ম সেখানেই আছেন, অথচ তারা কেবল যিশুরই উপাসনা করছেন। এবং পরের অধ্যায় একে আমরা দেখি, মরিয়ম জেরুজালেমে বাকি প্রেরিত ও শিষ্যদের সাথে প্রার্থনা করছেন এবং তিনি তা
তারা তাঁর কাছে প্রার্থনা করছেন না।

সুতরাং, মেরি সম্পর্কে রোমান ক্যাথলিকদের দৃষ্টিভঙ্গির এটি একটি চমৎকার পর্যালোচনা এবং যখন তারা তাদের ভান্ডার খুলল, তখন তারা তাঁর অধীনে সোনা, গন্ধরস এবং মীরার উপহার পেশ করল।

কেউ কেউ এই উপহারগুলোকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, এগুলো যা কিছুর প্রতীক, সেই নিরিখে এগুলোর তাৎপর্য রয়েছে। আবার অন্যরা বলেন যে, এগুলোই ছিল তাদের দেওয়ার মতো সেরা জি
কাজে লাগত।

এবং যেহেতু মরিয়ম, যোসেফ ও যিশু মিশরে যাত্রা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তাই এই উপহারগুলো সম্ভবত তাদের মিশর যাত্রার সময় এবং মিশরে থাকাকালীন সময়ে তাদের ভরণপোষণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে

সুতরাং, এই বিষয়গুলো অবশ্যই সত্য। কিন্তু আমি এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছি না যে এই উপহারগুলোর কোনো আধ্যাত্মিক তাৎপর্য থাকতে পারে।

তাই, সেগুলো কী হতে পারে বলে অনুমান করা হয়, আমি সংক্ষেপে তা-ই বলব এবং সবাই যেন এই বিষয়ে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেন ও বিবেচনা করেন যে, এই উপহারের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য কতটা গভীর।

স্বর্ণটি খ্রিষ্টের রাজা হওয়ার প্রতীক হতে পারে, যিনি এই মহাবিশ্বের সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী এবং আমাদের সমস্ত ঐশ্বর্য, উপাসনা, আনুগত্য, ত্যাগ ও সেবার যোগ্য।

আর লোবান, আমার বিশ্বাস, তা মূলত সেই পবিত্র অভিষেক তেলেরই অনুরূপ যা পুরাতন নিয়মের উপাসনা-তাঁবুতে ব্যবহৃত হত।

ঈশ্বর বলেছিলেন যে, যে কেউ মানুষের শরীরে লাগানোর জন্য এর মতো কোনো কিছু তৈরি করবে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। এটি ছিল একটি বিশেষ জিনিস। এটি ছিল এক বিশেষ তেল, যা ঈশ্বর ইস্রায়েলী অন্য কোথাও ব্যবহারের অনুমতি দেননি।

সুতরাং, এটি খ্রিষ্ট যে ঈশ্বর, তার আরও একটি প্রমাণ হতে পারে। অবশ্যই, মথি লিখিত সুসমাচার এবং বাইবেলের বাকি অংশে আমাদের কাছে এর চেয়েও অনেক ভালো প্রমাণ রয়েছে।

কিন্তু অবশ্যই ধূপ ও প্রশংসার ধারণাটি রয়েছে এবং খ্রীষ্ট হলেন সেই মহান মহাযাজক, যিনি তাঁর মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে আগতদের জন্য মধ্যস্থতা করার জন্য জীবিত ছিলেন এবং অধিকন্তু, তিনি এমন এক প ঢালা হতো।

সুতরাং, এটি সম্ভবত যিশুর দুঃখভোগের একটি পূর্বাভাস এবং কীভাবে তিনি আমাদের জন্য দুঃখভোগ করতে ও মৃত্যুবরণ করতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এবং এবং আমরা নিশ্চিতভাবে তা অভিষিক্ত করতে ব্যবহৃত হয়েছিলাম। তাই এটি আমাকে হিব্রু ২ অধ্যায়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল।

ধর্মগ্রন্থকে অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক রূপ দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকা ভালো, যদিও তা খতিয়ে দেখা উচিত।

কিন্তু আপনি যদি এই উপহারগুলোর স্বাভাবিক তাৎপর্যের বাইরে অন্য কিছু দেখতে না-ও চান, তবুও ইব্রীয়দের প্রতি লেখা পত্রটি পড়া মূল্যবান—খ্রীষ্ট ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিতে, প্রভুর সাক্ষ্য বহন করতে জন্মগ্রহণ

ঈশ্বর সত্যের সাক্ষ্য দেবেন, যেমনটা আমরা যোহনের সুসমাচারে পড়ি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, সত্যের সেই সাক্ষ্য দেওয়াই ছিল চূড়ান্ত লক্ষ্য।

পুরাতন নিয়মে যেমন লেখা আছে, শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টকে অবশ্যই কষ্টভোগ করতে হতো।

আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার এটাই একমাত্র উপায় ছিল এবং তিনি মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা ও পাপের প্রতি তাঁর ঘৃণার সত্যতার সাক্ষ্য দিতে যাচ্ছিলেন।

এবং পাপের সার ও আদি রূপ, তার চূড়ান্ত স্বরূপে।

এবং আমাদেরকে আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করার তাঁর উদ্দেশ্য, অন্তত পৃথিবীতে তাঁর সেই উদ্দেশ্য, সম্পন্ন করতে তাঁকে মরতেই হতো।

সুতরাং ইব্রীয় ২ অধ্যায়ের ২:৫ পদে আমরা পড়ি, স্বর্গদূতদের সুরক্ষার জন্য, পরকালকে বশীভূত না করার মধ্যে নয়।

আমরা এক নির্দিষ্ট স্থানে একজনের সাক্ষ্য শুনিয়েছি, যিনি বলেছেন, মানুষ কী যে তুমি তার প্রতি মনোযোগী হও, অথবা মনুষ্যপুত্রই বা কী যে তুমি আমাদের দর্শন দাও, কারণ তুমি আমাদেরকে স্বর্গদূতদের চে

কীভাবে তিনি আমাদের গৌরব ও সম্মানে ভূষিত করেন এবং তিনি তাঁকে সেই সমস্ত হাতের কাজের উপর স্থাপন করেন যা তাঁর পায়ের নিচে সবকিছুকে বশীভূত করে রেখেছে, কারণ তিনিই সবকিছুকে তাঁর ও

যা তাঁর অধীনে রাখা হয়নি, তা তিনি রেখে যাননি।

কিন্তু এখনও আমরা সব কিছু তাঁর অধীনে আসতে দেখি না।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, দ্বিতীয় আগমনে সার্বিকভাবে একটি রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু আমরা কী দেখি?

আমরা কী দেখেছি?

নবম পদ। কিন্তু আমরা যীশুকে দেখি, যিনি মৃত্যুযন্ত্রণার জন্য স্বর্গদূতদের চেয়ে সামান্য নিম্ন পদস্থ হয়েছিলেন, তাঁকে মহিমা ও সম্মানের মুকুট পরানো হয়েছে, যেন তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রত্যেক মানুষের জ

শুরু থেকেই তার স্ত্রীর চূড়ান্ত পরিণতি এটাই হওয়ার কথা ছিল, কারণ তিনিই হয়ে উঠেছিলেন যাঁর জন্য এবং যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু হয়, এবং বহু পুত্রকে গৌরবের দিকে নিয়ে আসা, যেন তাদের পরিত্রাণের ও পূর্ণতা দান করেন।

তো, এরপর বলতে গেলে, প্রথমে আমাকে আমার জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে।

সুতরাং, যোসেফ ও মরিয়ম স্বপ্নে দেখলেন যে, ঈশ্বরের এক হওয়ার কারণে তাদের আর এখানে ফিরে আসা উচিত নয়।

তারা অন্য পথে নিজেদের দেশে ফিরে গেল। ওহ, আমি দুঃখিত।

ওরা যোসেফ ও মেরি নন। ওরা হলেন জ্ঞানী ব্যক্তিরা।

তাই তারা হয়তো এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা ফিরে এসে তাকে তাদের দেখা ছোট শিশুটিকে খুঁজে পাওয়ার কথা জানাবে।

কিন্তু যখন স্বয়ং ঈশ্বর কোনো প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর নিজের কথার বিরুদ্ধে যান, অথবা স্বয়ং ঈশ্বর যদি কোনোভাবে আমাদের সে কথা জানান, আমার মতে আমাদের সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত

কিন্তু ঈশ্বর স্বপ্নে তাদের সত্যিই সতর্ক করেছিলেন যে তারা যেন এখানে ফিরে না আসে।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, ঈশ্বর তাদের সতর্ক করার পরেও এবং এটা জানার পরেও যে, তাদের সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে গেলে তা মন্দ উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে, তারা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল।

তারা তা ছিল না; ঈশ্বর তাদের দিয়ে তা করাননি।

সুতরাং ১৩ পদ, আর তারা চলে যাওয়ার পর, দেখ, প্যারিসের প্রভু দূত যোসেফকে স্বপ্নে বললেন, "ওঠো, শিশুটিকে ও তাঁর মাকে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যাও এবং আমি এখানকার জন্য আদেশ না আনা পর্যন্ত

আমরা দেখব ছোট শিশুটি তাকে ধ্বংস করতে পারে কিনা।

এটা আশ্চর্যজনক যে, যিহূদিয়া দেশে থাকাকালীন ঈশ্বর কি তাদের অদৃশ্য করে দিতে পারতেন না? যা ঘটতে যাচ্ছিল, তা থেকে তিনি কি তাদের রক্ষা করতে পারতেন না?

কিন্তু ঈশ্বর সাধারণত সেভাবে কাজ করেন না এবং তিনি তাদেরকে আসন্ন দুর্দশা ও বিপদ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় দিয়েছিলেন।

এবং তাদের কাছ থেকে সেটাই আশা করা হয়েছিল, এটা বলার পরিবর্তে যে, 'আমরা শুধু ঈশ্বরের ওপর ভরসা করি যে তিনি এই শিশুটিকে রক্ষা করবেন, এই শিশুটিই খ্রিষ্ট এবং ঈশ্বরই তাকে রক্ষা করবেন'—

এবং আমরা দশম শাস্ত্রের সাতাশ অধ্যায়ে দেখতে পাই, কীভাবে ঈশ্বর পৌলকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদের জীবন রক্ষা করবেন।

জাহাজটি যাতে ডুবে না যায়, তা নিশ্চিত করার জন্য পৌল তখনও অধ্যবসায়ী ছিলেন এবং প্রাকৃতিক উপায়, নিজের বুদ্ধি ও প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাতে বিশ্বস্ত ছিলেন।

আপনি এক্স-এর সাতাশ নম্বর অধ্যায়েই এ ব্যাপারে পড়ে নিতে পারেন। সুতরাং, এখানে প্রচুর ভ্রান্ত বিশ্বাস রয়েছে।

এই ধারণাটা যে, ঈশ্বর বলেছেন তিনি আমাকে রক্ষা করবেন, তাই আমার ওষুধ খাওয়ার বা পালিয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, যদিও খ্রিষ্ট বলেছেন যে, যখন এক শহরে তোমাদের ওপর অত্যাচার করা যাও।

সুতরাং চৌদ্দ পদে বলা হয়েছে, তিনি উঠে রাতে শিশুটিকে ও তার মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশরে চলে গেলেন এবং হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই থাকলেন, যেন ভাববাদীর মাধ্যমে প্রভুর বলা এই কথাটি পূর্ণ পুত্রকে ডেকেছি।"

এটি হোশেয় পুস্তক থেকে নেওয়া একটি উদ্‌ধৃতি। ঈশ্বর খ্রীষ্টকে মিশরে পাঠানোর অনুমতি দিয়েছিলেন, যেন তিনি তাঁর নিজের লোকদের ও তাদের দুঃখকষ্টের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে পারেন, কারণ আবদ্ধ ছিল।

সুতরাং হোশেয়ের সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি স্পষ্টতই ভবিষ্যতে পুত্র খ্রীষ্টের বিষয়ে বলছিল এবং এটি স্পষ্টতই অতীতে ইস্রায়েলের বিষয়েও বলছিল এবং সেখানে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।

কিছু ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বৈত অর্থ থাকে এবং যখন কোনো অসঙ্গতি থাকে না, তখন এটা বলতে কোনো দোষ নেই যে এর এই অর্থ হতে পারে আবার ওই অর্থও হতে পারে।

সুতরাং ষোল পদে, হেরোদ যখন দেখলেন যে জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁকে উপহাস করছে, তখন তিনি বুঝলেন যে তিনি কী ভীষণ ভণ্ড! কারণ তিনি যা করতে বলেছিলেন, তার মাধ্যমে তিনিই জ্ঞানী ব্যক্তিদের উপহা জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁর আত্মকেন্দ্রিকতা ও অহংকারের জন্য, তাঁর চরম আত্মকেন্দ্রিকতা ও অহংকারের জন্য তাঁকে উপহাস করছিল।

তখন হেরোদ যখন দেখলেন যে জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁকে উপহাস করেছে, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং লোক পাঠিয়ে বেথলেহেম ও তার আশেপাশের সমস্ত অঞ্চলের দুই বছর বা তার কম বয়সী সকল শিং অনুসারে, যা তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছ থেকে যত্নসহকারে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলেন।

সুতরাং এটি নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ও ভয়াবহ দৃশ্য ছিল।

এটি আমাদের আরও প্রমাণ দেয় যে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে তারাটি দেখেছিলেন এবং যিহূদিয়া দেশে তাদের যাত্রা—এই ঘটনাটি ঘটতে অনেক সময় লাগত।

এটা এমন কিছু ছিল না যা হুট করে ঘটে গিয়েছিল।

মনে হয়, ঈশ্বর মরিয়ম ও যোসেফকে দিয়ে যিশুর ত্বকচ্ছেদ করিয়ে মন্দিরে প্রভুর কাছে তাঁকে উৎসর্গ করিয়েছিলেন এবং তারপর তাঁরা নাসরতে ফিরে গিয়েছিলেন, আর তাঁরা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বেথলেহে

বিভিন্ন ভাষ্যকার এই বিষয়টি মেলাতে সমস্যায় পড়েন।

কিন্তু সম্ভবত তাঁরা পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে বেথলেহেমে ফিরে গিয়েছিলেন এবং ঈশ্বর সেই সময়ে জ্ঞানী পুরুষদের সেখানে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা তাঁর জন্মস্থান দেখতে পান এবং সেই স্থানে তাঁকে দে

আর তাছাড়া এখান থেকে তারা মিশরেরও বেশি কাছাকাছি ছিল।

সুতরাং ভাববাদী যিরমিয়ের বলা কথা পূর্ণ হলো, যিনি রামায় বলেছিলেন, "সেখানে এক রব শোনা গেল—বিলাপ, ক্রন্দন ও মহাশোক, আমাদের সন্তানদের জন্য জাতিগত ক্রন্দন, এবং তারা সান্ত্বনা পাবে না, ক

এই ভবিষ্যদ্বাণীটি আক্ষরিক অর্থেই ইস্রায়েলীয় সন্তানদের বিষয়ে বলা হয়েছিল, যখন বাবিলীয়রা দেশটি আক্রমণ করে ইস্রায়েলীয়দের হত্যা করছিল এবং তাদের বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছিল।

রাহেল একজন বিশ্বস্ত মায়ের প্রতিচ্ছবি, কারণ তিনি যাকোবের সেই স্ত্রী ছিলেন যিনি তাঁকে বলেছিলেন, "আমাকে সন্তান দাও, নইলে আমি মরে যাব।"

তাই স্নেহময়ী, বিশ্বস্ত, আবেগপ্রবণ মায়েদের এই শব্দটির মাধ্যমে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়, আমাদের সন্তানদের জন্য জাতিগতভাবে কাঁদছি এবং সান্ত্বনা পাব না কারণ তারা নেই।

কিন্তু হেরোদের মৃত্যুর পর, দেখ, ১৯ পদ, তখন মিশরে যোষেফকে স্বপ্নে প্রভুর ক্রোধ দেখা দিল।

"হে ঈশ্বর, ওঠো এবং সেই শিশুটিকে ও তার মাকে, যারা ইস্রায়েল দেশে গমন করেছে, নিয়ে এসো। কারণ যারা শিশুটির প্রাণনাশ করতে চেয়েছিল, তারা মারা গেছে।" সুতরাং প্রভু আবারও প্রাকৃতিক উপায় অ

যদিও মনে হয় যে, যিশুকে মিশরে পালিয়ে না গিয়েও তিনি তাকে ইসরায়েলে রক্ষা করতে পারতেন, তবুও তিনি তাদের মিশরে পাঠিয়েছিলেন যখন বৃদ্ধ হেরোদ তখনও রাজত্ব করছিলেন।

আর যখন তিনি মারা গেলেন এবং তাঁর থেকে আসা বিপদ দূর হয়ে গেল, তখন ঈশ্বর একজন স্বর্গদূতের মাধ্যমে স্বপ্নে যোসেফের কাছে বার্তা পাঠালেন এবং ২০ পদে তাঁকে জানালেন।

সুতরাং ২১ পদে বলা হয়েছে, "তিনি উঠে শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে প্রবেশ করলেন।"

কিন্তু যখন তিনি শুনলেন যে, তাঁর পিতা হেরোদের স্থলে আর্কালেয়াস যিহূদিয়ায় রাজত্ব করছেন, তখন তিনি সেখানে যেতে ভয় পেলেন।

আর্কেলিয়াস একজন অত্যন্ত নৃশংস ব্যক্তি ছিলেন, যিনি তার রাজত্বের পরবর্তী সময়ে ৩,০০০ লোককে হত্যা করেছিলেন। আমার বিশ্বাস, ঘটনাটি জেরুজালেমের তিনটি উৎসবের কোনো এক সময়ে ঘটেছিল

সুতরাং যোসেফ বুঝতে পারলেন যে, স্বপ্নে ঈশ্বরের কাছ থেকে সতর্কবাণী পাওয়া সত্ত্বেও তিনি গালীল অঞ্চলের দিকে চলে গেলেন।

ঈশ্বর তার ব্যবস্থা করলেন। আর তিনি নাসরত নামক এক নগরে এসে বাস করতে লাগলেন, যেন ভাববাদীদের দ্বারা কথিত বাক্যটি পূর্ণ হয়।

লক্ষ্য করুন যে, শুধু একজন নবীর দ্বারা নয়, বরং সকল নবীর দ্বারাই তাঁকে নাসরতীয় বলা হবে।

সুতরাং পুরাতন নিয়মে যিশুকে বা মসিহকে কখনও সরাসরি নাসরতীয় বলা হয়নি।

কিন্তু আমাদের কাছে যা আছে তা হলো যিশাইয় ১১:১, যা সম্পর্কে কিছু লোক বলে যে, এটি যিশুর নাসীর হওয়ার বিষয়ে কথা বলছে, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না।

এবং শিমশনের মতো, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। যিশাইয় ১১:১, "যিশয়ের মূল থেকে একটি দণ্ড বের হবে এবং তার শিকড় থেকে একটি শাখা গজিয়ে উঠবে।"

এখানে শাখার জন্য ব্যবহৃত শব্দটি হলো 'নাসার' বা এই জাতীয় কিছু একটা।

এখানে বলা হচ্ছে, "এবং প্রভুর আত্মা তাঁর উপরে অধিষ্ঠিত হবেন; প্রজ্ঞার আত্মা, বোধশক্তির আত্মা, পরামর্শের আত্মা, আলোর আত্মা এবং প্রভুভয়ের আত্মা।"

এবং তাকে দ্রুত বোধশক্তি ও প্রভুর ভয় দান করবেন।

সুতরাং, যিশাইয় ১১:১ এর সারমর্ম হলো এই যে, ইস্রায়েলের যে রাজা ভবিষ্যতে বিশ্ব শাসন করতে যাবেন, তাঁর উত্থান হবে এক সাধারণ অবস্থা থেকে।

আর এটাই আমরা পরে যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ে দেখতে পাই, যা আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করেছি।

যিশাইয় ৫৩:২ পদে আছে, "কারণ তিনি তাঁর সামনে কোমল চারাগাছের ন্যায় ও শুষ্ক ভূমি থেকে বের করা মূলের ন্যায় বেড়ে উঠবেন। তাঁর কোনো রূপ বা স্থিরতা নেই।"

আর যখন আমরা তাঁকে দেখব, তখন তাঁর এমন কোনো সৌন্দর্য থাকবে না যা দেখে আমরা তাঁকে কামনা করব।

সুতরাং, তাঁকে নাসরতীয় বলার মূল কথা হলো, এটি "শাখা" শব্দটি থেকে এসেছে। এর সম্পর্ক এমন কিছুর সাথে, যাকে মানুষ খুব একটা মূল্য দেয় না; যা দরিদ্র ও ঘৃণিত। আর তাই মথি ২৩ অধ্যায়ের সারম হবে।"

নবীগণ সাধারণভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মসিহ তাঁর মানবীয় সত্তার কারণে দরিদ্র ও ঘৃণিত হবেন।

আর নাসরতের মতো একটি অত্যন্ত দরিদ্র ও ঘৃণিত শহরে গমন করা, সেইভাবে ভাববাদীদের বাণী পূর্ণ করেছিল।

আর আমরা প্রথম অধ্যায়ে নাথানিয়েলের বিষয়ে পড়ি, যখন তাঁকে যিশুর বিষয়ে বলা হয়।

তিনি বলেন, "নাসরত থেকে কি কোনো ভালো কিছু আসতে পারে?" অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে এটিকে একটি নিম্নমানের স্থান হিসেবে গণ্য করা হতো।

যেমন, "না, তোমরা নাসরতের লোক।" আর মথি ২:২৩ পদে ঠিক এটাই পাওয়া যায়। তাই আমি এখানে আরও এক-দুই মিনিট থাকব।

লূকের ২য় অধ্যায়ে, এটি কেবল একটি নতুন সংযোজন। কিছু লোক অনুমান করে যে, যিশু ভারতে যাচ্ছিলেন এবং শৈশবকাল থেকে শুরু করে ৩০ বছর বয়সে তাঁর ধর্মপ্রচার শুরু করার আগ পর্যন্ত তিনি ন জড়িত ছিলেন।

কিন্তু মূল কথা হলো, বাইবেলে আমাদের কাছে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে তিনি সত্যিই কখনো ইসরায়েল দেশ ত্যাগ করতেন।

লূক ২:৫২ পদে লেখা আছে, "যখন তাঁর বয়স বারো বছর ছিল, তখন তিনি তাদের সঙ্গে নেমে নাসরতে আসলেন এবং পিতামাতার মতো তাদের অধীন ছিলেন।"

কিন্তু তাঁর মা এই সমস্ত কথা তাঁর হৃদয়ে রেখে দিলেন। আর যিশু জ্ঞানে, শারীরিক গঠনে এবং ঈশ্বর ও মানুষের অনুগ্রহে বৃদ্ধি পেতে লাগলেন।

এবং তাঁর শৈশব সম্পর্কে আমরা শেষ যা পড়ি তা হলো, তিনি নাসরতে নেমে এসেছিলেন এবং তাদের অধীন ছিলেন।

সম্ভবত যোসেফ মারা গিয়েছিলেন যখন যিশু কিশোর ছিলেন, কারণ পরবর্তীকালে সুসমাচারগুলোতে আমরা লোকেদের কথা বলতে শুনি...

...মা এবং ভাই ও বোন।

না, সেখানে যোসেফের কোনো উল্লেখ নেই। তাই খুব সম্ভবত যোসেফ মারা গিয়েছিলেন এবং যিশুই পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুরুষ সদস্য ছিলেন।

খুব অল্প বয়সেই তাকে তার পরিবারের আর্থিক যোগানের দায়িত্ব নিতে হতো।

আমি ইবি সিম্পসনের এই উক্তিটি দিয়ে শেষ করতে চাই।

সুতরাং আমরা তাঁর জীবনের হয়তো ২০টি বছর নিরাময়ের পরিশ্রমের বোঝায় জর্জরিত থাকার কথা ভাবতে পারি, যতক্ষণ না তিনি আমাদের এই সাধারণ শ্রম ও দুঃখময় জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতার সাথে প

আমরা কিংবদন্তীতে তার শৈশব-সম্পর্কিত অনেক নির্বোধ রোমান্টিক গল্প পুনরায় রচনা করি। কিন্তু সুসমাচারের কাহিনীতে এই ধরনের অসার শৈশবের গল্পের কোনো স্থান নেই।

এটি সাধারণ জীবনের এক সরল, অকৃত্রিম চিত্র।

তাঁর পবিত্র হৃদয়ের গুপ্ত প্রকোষ্ঠে স্বর্গ থেকে উদ্ভাসিত আলো ছাড়া আর কোনো স্বস্তিদায়ক চিত্র ছিল না।

তাহলে আমাদের ত্রাণকর্তার শৈশবের চিত্রটি এইরকমই।" সুতরাং, এর মাধ্যমেই আমরা শেষ করব...

আগামী সপ্তাহে, ইনশাআল্লাহ, আমরা মথি লিখিত সুসমাচারের ৩ ও ৪ অধ্যায় পড়ব। চমৎকার। ধন্যবাদ, ভাই অ্যারন। সবাই থেকে যাও।

আমি এই রেকর্ডিংটি এখানেই শেষ করছি। আজ রাতে অধ্যায় ১ এবং ২ নিয়ে প্রশ্ন নেওয়ার মতো সময় আমাদের থাকবে না।

আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে info@globalmissionsforchildren.org ঠিকানায় পাঠাতে পারেন, যাতে অ্যারন সেগুলোর বিস্তারিত উত্তর দিতে পারেন ।

ইমেল ঠিকানাটি হলো info@globalmissionsfor children.org।

শোনার জন্য আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এরপর আমরা আবার মিলিত হব। ধন্যবাদ, ভাই হারুন। মথি লিখিত সুসমাচার অধ্যয়নের এটি একটি চমৎকার সূচনা ছিল।

সকলের রাতটি মঙ্গলময় হোক।

মথি লিখিত সুসমাচারের ৩ ও ৪ অধ্যায় (১১ পদ পর্যন্ত) - সপ্তাহ ৩

শুভ সন্ধ্যা এবং গ্লোবাল মিশনের মঙ্গলবার রাতের বাইবেল পাঠ অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমরা এখানে আমাদের ধারাবাহিক পাঠ চালিয়ে যেতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। দুই সপ্তাহ আগে আ আলোচনা করছিলাম। ভাই অ্যারন কেরি মথি লিখিত সুসমাচারের ভূমিকা দিয়ে শুরু করেছিলেন এবং তিনি পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রাংশগুলোকে নতুন নিয়মের শাস্ত্রাংশের সাথে মিলিয়ে মথি লিখিত সুসমাচা একটি চমৎকার কাজ করেছেন। তাই গত সপ্তাহে আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করেছি।

আমরা সবাইকে অনুরোধ করছি, কথা বলার সময় ছাড়া অনুগ্রহ করে নিজেদের ফোন সাইলেন্ট করে রাখবেন। আর এরপর আমরা অবশ্যই সম্মিলিত আলোচনা করব। আমরা সরাসরি রেকর্ডিং করছি এবং এই সপ্তাহে আমরা তিন ও চার নম্বর পদ নিয়ে আলোচনা করব।

আর তারপর মথি লিখিত সুসমাচারের বাকি অংশের বেশিরভাগটাই প্রতি সপ্তাহে একটি করে অধ্যায় পড়ার মতো হবে, তবে মাঝে মাঝে আমাদের একটি অধ্যায়কে দুটি ভাগে ভাগ করতে হতে পারে। আ কথোপকথনে ভাই অ্যারন এই কথাই বলেছিলেন। তাই, যেকোনো প্রশ্ন পরের জন্য তোলা থাকল এবং আমি এখন আপনার কাছে বিষয়টি হস্তান্তর করছি, অ্যারন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ ভাই জিমি। আমাদের সাথে যোগ দেওয়া সকল ভাই ও বোনদের আমি শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আমি এখন মথি ৩ অধ্যায় থেকে পড়া শুরু করব। আজ রাতে আমি কেবল চারটা এগারো পর্যন্তই ' আমার মনে হয় তিনটা এক এবং চারটা এগারোর মাঝে আরও অনেক কিছু বলার আছে।

সুতরাং, আমি এখানে পড়া শুরু করার ঠিক আগে, প্রথম পদে যেখানে বলা হবে 'সেই দিনগুলিতে', এটি আমার কাছে আরেকটি জোরালো প্রমাণ, যা দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষাংশের তেইশ নম্বর পদের সাথে যোসেফ, মরিয়ম এবং যিশু নাসরতে এসে বাস করছেন।

এবং তারপর এতে বলা হয়েছে সেই দিনগুলিতে এবং তিন এক শুধু এটা বোঝানোর জন্য যে, এটা আরও একটি বিষয় যা নিয়ে আমরা গত সপ্তাহে কলে কথা বলেছিলাম, কিছু প্রমাণ হলো যে যিশু মূলত তাঁ করেছিলেন।

তাঁর প্রচার শুরু করার সময় পর্যন্ত তারা মিশর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তাই তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পদ থেকে শুরু করে বলা যায়, সেই দিনগুলিতে বাপ্তিস্মদাতা যিহূদিয়ার প্রান্তরে নেমে এসে প্রচার করতে তোমরা অনুতাপ কর, কারণ স্বর্গরাজ্য সন্নিকট।

কারণ ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁর বিষয়ে ভাববাদী যিশাইয় বলেছিলেন, "মরুভূমিতে এক ক্রন্দনকারীর রব; কারণ প্রভু তাঁর পথকে সরল করুন।" এবং সেই যোহনই এখানে প্রদীপের বস্ত্রে সজ্জিত এবং তাঁর কোম রয়েছে, আর তাঁর খাদ্য ছিল পঙ্গপাল ও বুনো মধু।

তখন যিরূশালেম, সমস্ত যিহূদিয়া এবং যর্দানের চারপাশের সমস্ত অঞ্চল থেকে লোকেরা তাঁর কাছে গেল এবং নিজেদের পাপ স্বীকার করে তাঁর ও যর্দানের সঙ্গে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল।

সুতরাং, আমরা লূকের প্রথম অধ্যায় থেকে জানি যে, বাপ্তিস্মদাতা যোহন ছিলেন যিশুর চাচাতো ভাই। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, শৈশবে তারা একে অপরকে চিনতেন না।

মনে হয় যিরূশালেমের সেই ভোজসভায় তাদের একে অপরের সাথে দেখা হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু যোহন যিহূদিয়ায় এবং যীশু নাসরতে বড় হয়েছিলেন।

সম্ভবত তাদের কাছে সেটি ছিল না, যা জেরুজালেম থেকে অনেক দূরে গালীলে অবস্থিত ছিল।

সম্ভবত তারা একই কাফেলায় জেরুজালেমে আসা-যাওয়া করতেন না এবং আমরা চারটি সুসমাচারেই দেখতে পাই যে, ঈশ্বরের আত্মা অবতীর্ণ না হলে যোহন যীশুকে চিহ্নিত করতে পারতেন না।

বলা হয়েছে যে এটা একটা দ্বৈত প্যাটার্ন, যা বেশ আকর্ষণীয়।

সুতরাং তিনি যোহনের প্রচারের সারমর্ম গ্রহণ করলেন এবং দ্বিতীয় পদে তারই সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে: তোমরা অনুতাপ করো, কারণ স্বর্গরাজ্য সন্নিকট।

তিনি মূলত তাদের বলছেন যে, যে রাজ্যের কথা আমরা আগের আলোচনাগুলোতে বলছিলাম, তা সম্ভবত বেশিরভাগ ইহুদি বুঝতে পারেনি, যদিও অনেকেই খ্রিষ্টের প্রত্যাশা করছিল।

সম্ভবত তারা দুটি আগমন দেখতে পায়নি এবং এটাও দেখেনি যে, একটি আত্মিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে ধার্মিকতার জন্য দুঃখভোগ করতে হবে; অর্থাৎ, এটি খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের পূর্বেই ঘটবে এ করবে, জগৎকে সুশৃঙ্খল করবে, ঈশ্বরের শত্রুদের জয় করবে এবং তাঁর লোকেরা তাঁর সাথে শাসন ও রাজত্ব করবে।

তাই যখন লোকেরা শুনত যে স্বর্গরাজ্য সন্নিকট, তখন তারা সম্ভবত শেষেরটির কথাই ভাবত।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে যোহনের কথা কম সত্য হয়ে যায় এবং এটাও সত্য যে, অধিকাংশ ইহুদি যারা বিপথগামী অবস্থায় ছিল, তারা যদি অনুতাপ না করত, তবে তারা তাদের মসিহকে হারাত।

তারা তাঁর স্থাপিত আধ্যাত্মিক রাজ্য থেকে বঞ্চিত হবে, তারা তাঁর নতুন চুক্তি থেকে বঞ্চিত হবে এবং ইসরায়েল জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আমরা এ বিষয়ে আরও আলোচনা করব এবং আমরা জানি যে এটি প্র

এবং আমরা পরবর্তীতে অনুতাপ এবং এর অর্থ কী, সে সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব।

সুতরাং তিন নং পদে ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁর বিষয়ে ভাববাদী যিশাইয় বলেছিলেন, "মরুভূমিতে ক্রন্দনকারীর রব, তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, তাঁর পথ সোজা কর।"

প্রাচীন কালে রাজা-রানিদের ভ্রমণের সময় এটি একটি সাধারণ প্রথা ছিল।

তারা তাদের চাকরদেরকে আগে আগে পাথর কুড়াতে পাঠাতেন, যাতে পথ নিরাপদ ও পরিষ্কার থাকে এবং তারা কোনো বাধা ছাড়াই নিরাপদে যাতায়াত করতে পারেন।

এবং প্রাচীন ইতিহাসেও এমন কিছু উদাহরণ রয়েছে যেখানে এই বিষয়টি চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে বিশাল কর্মীদল এসে বিভিন্ন এলাকা, পাহাড় ও পর্বতে গাছ লাগাতো এবং তার উপর নির্মাণব

এবং মাটিতে ও উপত্যকায় স্থাপন করা হলো, যাতে রাজপরিবারের সদস্যরা সোজা পথে চলতে পারে এবং আমরা দেখছি লূক ৩, কীভাবে আমি এই সপ্তাহে উল্টানোর জন্য একটি দ্বিতীয় বাইবেল পেয়েছি, ত এবং মথি থাকবে।

সুতরাং লূকের ৩ অধ্যায়ের ৩ পদে যোহনের বিষয়ে বলা হয়েছে, তিনি সমস্ত দেশে আনন্দ সম্বন্ধে আসলেন এবং পাপমোচনের জন্য অনুতাপের বাপ্তিস্মের সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন, যেমন ভাববাদ আছে, "মরুভূমিতে এক ক্রন্দনকারীর রব, তোমাদের প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, তাঁর পথ সরল কর।"

এবং আমি এখানে এমন একটি কথা উদ্ধৃত করব যা মথি উদ্ধৃত করেননি: প্রত্যেক উপত্যকা পূর্ণ হবে, প্রত্যেক পর্বত ও পাহাড় নত হবে, বাঁকা পোকা সোজা হবে, বন্ধুর পথ মসৃণ হবে এবং সমস্ত প্রাণী ঈশ্ব

সুতরাং স্পষ্টতই, যিশু খ্রিস্টের উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য অনুতাপ একটি পূর্বশর্ত এবং সেই কারণেই ঈশ্বর বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে পাঠিয়েছিলেন। ক্যালভিনিস্টরা প্রথমে অনুতাপকে এমনভাবে শিক্ষা দেয় মাধ্যমে পবিত্র আত্মার দ্বারা পুনর্জন্ম লাভ করা প্রয়োজন।

এবং তারপর আপনি পড়বেন এবং পুনর্জন্ম লাভের পর উত্তর দেবেন, কিন্তু আমরা পুরাতন নিয়মে স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, যদিও মানুষেরা পারতো না, পবিত্র আত্মার কাছ থেকে তাদের সাহায্য নতুন নি ছিল না।

তারা তাদের আত্মায় ঐশ্বরিক প্রকৃতির অংশ হতে পারেনি।

তারা বাইরে থেকে সাহায্য পেত, কিন্তু পুরাতন নিয়মের মতো পবিত্র আত্মার মাধ্যমে বাইরের সেই সাহায্য তাদের ছিল না, যা আমরা ভেতর থেকে পেতে পারি, আর তা হলো পবিত্র আত্মা। পুনর্জন্ম লাভ নিয়মের সাথে নতুন নিয়মের অন্যতম প্রধান এবং উচ্চতর ব্যবস্থাগুলোর পার্থক্য।

কিন্তু আমরা পুরাতন নিয়মে দেখি যে, লোকেদের অনুতাপ করতে হতো এবং ঈশ্বর প্রত্যাশা করতেন যে, জগতে তাঁর আত্মার প্রভাবে লোকেরা অনুতাপ করবে এবং তারা অনুতাপ করার আগে পুনর একেবারেই পুনর্জন্ম লাভ করতে পারত না।

আর আমরা ইস্রায়েল জাতির ক্ষেত্রে যেমনটা দেখি, ঈশ্বর তাদের অনুতাপের জন্য আহ্বান করেছিলেন এবং পঞ্চাশত্তমীর দিন পর্যন্ত কেউই, এমনকি অনুতপ্তরাও, নতুন জন্ম লাভ করতে সক্ষম হয়নি। আ আত্মিক রাজ্যের প্রকৃত সূচনা, যখন তাঁর মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে তাঁর পবিত্র আত্মা বর্ষিত হবে।

সুতরাং প্রথম পদে সেই একই যোহন এখানে উটের চামড়ার পোশাক পরেছিলেন, তাঁর কোমরে ছিল চীবরের পোশাক পরা এক নারী এবং তাঁর খাদ্য ছিল পঙ্গপাল ও বুনো মধু।

কেউ কেউ হয়তো এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করতে পারেন এবং আমি এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছি না যে এর কোনো আধ্যাত্মিক তাৎপর্য থাকতে পারে।

কিন্তু মূল কথা হলো, যোহন অত্যন্ত সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। তিনি যিরূশালেমের সেই ভ্রষ্ট যাজক ও ভ্রষ্ট ভাববাদীদের মতো ছিলেন না, যারা বিলাসবহুল জীবনযাপন করত, বরং তিনি ছিলেন একজন স

তখন যিরূশালেম, সমস্ত যিহূদিয়া এবং যর্দনের চারপাশের সমস্ত অঞ্চল থেকে লোকেরা তাঁর কাছে গেল এবং নিজেদের পাপ স্বীকার করে তাঁর ও যর্দনের সঙ্গে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল।

সুতরাং, ইনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের আহ্বানে যিরূশালেম থেকে অনেক দূরে, বড় বড় শহরগুলো থেকে বহুদূরে যিহূদিয়ার মরুপ্রান্তরে প্রচার শুরু করেন।

এবং আমরা দেখতে পাই যে, তার বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন ছিল না। ভিড় টানার জন্য কোনো উপায় বের করার দরকার ছিল না। লোকজনকে তার কথা শুনতে আনার জন্য কোনো চক্রান্ত করারও প্রয়োজন ছি

তিনি ছিলেন ঈশ্বরের শক্তিতে উদ্দীপ্ত এক ব্যক্তি। তাঁর বার্তা ছিল মর্মভেদী ও হৃদয়গ্রাহী।

এবং জর্ডান নদীর কাছে থাকা স্বল্পসংখ্যক মানুষ নিশ্চয়ই অন্যদের বলেছিল যে, এই ঘটনাটি পঞ্চাশত্তমীর দিনে যা ঘটেছিল তার সাথে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ, যদিও তা জেরুজালেম শহরের অভ্যন্তরে ছোট প

চারিদিকে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। ইনি একজন নবী এবং তোমাদের সময় থেকেই লোকেরা বেরিয়ে আসছিল, তোমাদের সময়ের বড় বড় শহরগুলোতে এবং সম্ভবত অন্যান্য অঞ্চলেও। যেমন আমরা দে
যিশুকে অনুসরণ করত এবং তারা তাঁর কথা শুনতে আসত।

তাঁর অনুতাপের বাণী শুনুন। শুনুন তিনি কীভাবে ইস্রায়েল জাতিকে তাদের পাপগুলো দেখান, জাতির দুষ্টতার জন্য তিরস্কার করেন, তাদের মসিহের আসন্ন আবির্ভাবের কথা বলেন এবং আপোষহীনভাবে প্র

তবুও তিনি প্রচুর জনসমাগম করছেন। কিন্তু তিনি বিপুল জনসমাগম করতে চাইছিলেন না। তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে এবং তাঁর সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে চাইছিলেন।

সুতরাং এটি সেইসব অন্বেষণকারী-সংবেদনশীল এবং উদ্দেশ্য-চালিত গির্জা আন্দোলনগুলোর প্রতি একটি বড় তিরস্কার, যারা ভিড় টানার প্রচেষ্টায় চিন্তা করে যে, পাপী কী চায় এবং তাকে গির্জায় আনার জ
পারি।

আর এখানে একজন লোক এর ঠিক উল্টোটা প্রচার করছেন। ঈশ্বর পাপীর কাছ থেকে এটাই চান, প্রত্যাশা করেন এবং দাবি করেন, অথচ তা সত্ত্বেও তিনি লোকজনকে আকর্ষণ করছেন।

জন ওয়েসলির একটি উক্তি আছে যে, যদি কোনো মানুষ ঈশ্বরের জন্য জ্বলে ওঠে, তবে লোকেরা শুধু তাকে পুড়তে দেখার জন্যই আসবে।

আর জানেন তো, আমেরিকা হয়তো এখন এতটাই কঠিন আর নিরস যে পশ্চিমা বিশ্বের অনেক জায়গায় এখন এমনটা ঘটবেই না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে দর্শকপূর্ণ ভিড়ের মধ্যে খেলতে হয়নি।

আর তাই ষষ্ঠ পদে বলা হয়েছে, তারা নিজেদের পাপ স্বীকার করে তাঁর ও জর্ডানের সঙ্গে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন।

এই বিষয়ে অ্যাডাম ক্লার্কের একটি উক্তি এখানে তুলে ধরছি: তারা আন্তরিকভাবে স্বীকার করে নিত যে তাদের পাপগুলো তাদের নিজেদেরই ছিল এবং এর মাধ্যমে সমস্ত দোষ নিজেদের উপর নিয়ে নিত
কোনো দোষারোপ করত না।

প্রকৃত অনুতাপের জন্য এটি অপরিহার্য, যতক্ষণ না মানুষ সম্পূর্ণ দোষ নিজের উপর গ্রহণ করে।

পরিত্রাণ লাভের জন্য ঈশ্বরের করুণার উপর নিজের আত্মা সঁপে দেওয়ার মতো চরম প্রয়োজন সে অনুভব করতে পারে না।

এবং আমরা এই অধ্যায়ের বাকি অংশ থেকে এবং প্রগতি ২৮:১৩ ও বাইবেলের আরও অনেক অনুচ্ছেদ থেকে জানি যে, পাপের প্রকৃত স্বীকারোক্তির অর্থ হলো পাপ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। প্রগতি ২৮:
পাপ গোপন করে, সে উন্নতি লাভ করবে না।"

কিন্তু যে তা স্বীকার করে এবং তা ত্যাগ করে, তবে তিনি করুণা লাভ করবেন।

সুতরাং সপ্তম পদ: কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে অনেক ফরীশী ও সদ্দূকী তাঁর বাপ্তিস্মের কাছে আসছেন, তখন তিনি তাদের বললেন, "হে বাম্পের প্রজন্ম, আমরাই তো তোমাদের আসন্ন ক্রোধ থেকে পালিয়ে

তাই তিনি আজকালকার অনেক ধর্মপ্রচারকের মতো নন, আপনি দেখবেন এই বড় বড় ধর্মীয় ব্যক্তিরা আপনার ধর্মোপদেশ শুনতে আসছেন এবং ব্যাপারটা এমন যে, 'ওহ্ বাহ্, দেখুন দেখুন'।

বিলি গ্রাহাম এখানে আছেন। রিক ওয়ারেন এখানে আছেন এবং পোপও এখানে আছেন।

এবং ধর্মীয় জাতি হিসেবে ইসরায়েল জাতির মধ্যে সম্মানের দিক থেকে এই ব্যক্তিরা অনেকটা এমনই ছিলেন।

কিন্তু যোহন কাউকে সম্মান করতেন না, তিনি নিজেকে মহিমান্বিত করতে চাইতেন না, বরং তিনি সত্য বলতেন; ঠিক যেমন যীশু ফরীশীদের শ্বেতকবর বলে ডাকতেন।

সে তাকে অনুতপ্ত হওয়া এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করাকে আবেগ-অনুভূতির মধ্য দিয়ে যাওয়ার একটি ছোটখাটো ব্যাপার হিসেবে তৈরি করেনি।

এটা কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়।

প্রকৃত অনুতাপ বলে কিছু নেই, যদি না তা পাপ থেকে সরে এসে আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের বাধ্য হওয়া এবং তাঁর ন্যায় পালন করা হয়।

আর তাই সেখানে এক গভীর সংযম ছিল; আত্মার পরিত্রাণ লাভের চেয়ে সত্য ও ধার্মিকতার প্রতি অধিকতর মনোযোগ ছিল।

এবং এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ প্রায়শই আত্মাকে জয় করার বিষয়টি এখন এবং ইতিহাস জুড়ে, কিন্তু বিশেষ করে গত কয়েক দশক এবং এমনকি গত কয়েক শতাব্দী ধরে আমেরিকান ধর্মপ্র

এটি আত্মার পরিত্রাণের উপর জোর দেয় এবং এটা অনেকটা ঈশ্বরের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়ার মতো, আর এভাবেই যিশুকে তৈরি করা হয়।

তিনি একটি মাধ্যম তৈরি করেছেন। তিনি এমন একটি উপায় তৈরি করেছেন যার দ্বারা পাপী ব্যক্তি স্বর্গের ধার্মিকতা এবং তার উপর আরোপিত ন্যায়সঙ্গত শর্তাবলীর কাছে আত্মসমর্পণ না করেই তা লাভ করে

ঈশ্বর প্রকৃত অর্থেই মানুষের সাথে পুনর্মিলিত হবেন না এবং মানুষের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না। ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলন নিশ্চিত করার জন্য খ্রীষ্ট সম্ভাব্য সবকিছুই করেছেন।

কিন্তু আমরা এখনও পৌলকে দ্বিতীয় করিন্থীয় ৫ অধ্যায়ে এবং সমগ্র বাইবেল জুড়ে বলতে দেখি, পুনর্মিলিত হওয়ার জন্য সেখানে থেকো।

আমরা প্রার্থনা করি, আপনি ও খ্রীষ্ট বলেছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হোন, কারণ তিনি আমাদের জন্য নিজেকে পাপের বলিস্বরূপ করেছেন, যেন আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ধার্মিকতায় পরিণত হতে পারি।

সুতরাং, ব্যাপারটা হলো এই যে, ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করতে চান।

কিন্তু আমাদের জীবনে সত্যকে সমুন্নত রাখার চেয়ে আমাদের পরিত্রাণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আর ঠিক সেই কারণেই অনুতাপের প্রয়োজনীয়তা সুসমাচার বার্তার একটি অপরিহার্য ভিত্তি হতে হবে।

এবং আমরা যোহন অধ্যায় ১-এ বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বিষয়ে দেখি যে, ঈশ্বর যোহনকে পাঠিয়েছিলেন যেন তাঁর মাধ্যমে সমস্ত মানুষ ঈশ্বরের দিকে ফিরে আসার এবং অনুতাপের জন্য খাদ্য ও মাংস উৎপন্ন ক

যাইহোক, আমাদের কাছে যিশু খ্রিস্ট ও তাঁর পরিত্রাণ আসার পথ প্রস্তুত করার জন্য অন্ততপক্ষে সেই হৃদয় থাকা আবশ্যক। তাই যেমন অষ্টম পদে বলা হয়েছে, বিশেষ করে সকলের কাছে মূল্যবান, কিং সদ্দূকীদের উদ্দেশ্যে, তোমরা অনুতাপের জন্য উপযুক্ত বা অনুতাপের যোগ্য ফল উৎপন্ন কর এবং মনে মনে বলো না যে, আমাদের পিতা আব্রাহাম আছেন।

কারণ আমি তোমাদের পাঠিয়েছি যেন ঈশ্বর আব্রাহামের বংশে সন্তান উৎপন্ন করার জন্য পাথর হতে পারেন।

আর এখন কর্তনকারীরা বৃক্ষের মূল পর্যন্ত অগ্রসর হয়, অতএব প্রত্যেক বৃক্ষই অঙ্কুরিত হবে, যদি না তার উত্তম ফল পেঁচিয়ে ফেলা হয় বা কেটে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়।

সুতরাং আমরা এখানে শিখি যে অনুতাপ কেবল পাপ থেকে ফিরে আসা নয়—যেমনটা নীতিবিরোধীরা প্রচার করতে পছন্দ করে।

এবং তারা বলে যে ওটা একটা কাজ এবং তারা বলে যে বাইবেলে বলা আছে আমরা অনুগ্রহে পরিত্রাণ পাই, কর্মের দ্বারা নয়, কিন্তু সেখানে কোন ধরনের কাজের কথা বলা হচ্ছে তা তারা সঠিকভাবে তুলে ধরে

ঈশ্বরের প্রতি নিখুঁত বাধ্যতার দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি না। নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার মাধ্যমেও আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি না; বাইবেল যখন এক অর্থে কর্মের দ্বারা প মূলত আমাদের নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার বিষয়েই আলোচনা করে।

এটি বাইবেলের সেই কথার নিন্দা করে, যেখানে বলা হয়েছে যে ধার্মিক বলে গণ্য হওয়ার জন্য কর্মই আমাদের বিশ্বাসের প্রমাণ এবং প্রকৃত বিশ্বাসের সঙ্গে অনুতাপ জড়িত।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের জন্য কাজ করার চেয়েও এটি আরও গভীর একটি বিষয়। এটি হলো অন্তর থেকে ঈশ্বরের দিকে ফেরা এবং ঈশ্বরের শাসন ও সত্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা।

বিশ্বাস ব্যবস্থার চেয়েও গভীর, কিন্তু বিশ্বাস অনেক কিছু প্রতিষ্ঠা করে, যেমনটা আমরা রোমীয় ৩:৩১ অধ্যায়ে পড়ি।

আমরা প্রচলিত মানদণ্ড দ্বারা ন্যায্য প্রতিপন্ন হতে পারি না, কারণ আমরা তা থেকে বিচ্যুত হয়েছি এবং আমরা যা, তা থেকে অনেক দূরে; আমরা অসৎ।

কিন্তু বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক বলে গণ্য হওয়ার জন্য, যীশুকে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করার জন্য, ঈশ্বরের মানদণ্ড থেকে বিমুখ হওয়ার মতো আমরা যা কিছু করেছি, সেগুলোর এক আন্ত সংকল্প থাকা আবশ্যক।

সবকিছু ঠিক করার জন্য যা যা করা দরকার, আমাদের সাধ্যমতো সবকিছু করা এবং ঈশ্বরের শিষ্যত্ব ও পুনর্বাসনের কর্মসূচির কাছে নিজেদের সমর্পণ করা, যা আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে সঠিক পথে ফিরিয়ে পুনরুদ্ধার করবে।

আর যদি আমাদের হৃদয় তা না চায়, যদি এর প্রতি কোনো প্রতিরোধ থাকে, তবে তার কোনো ন্যায্যতা নেই। কোনো পরিত্রাণও নেই।

আর আমাদের অষ্টম অধ্যায়ের দ্বন্দ্ব বিষয়ক অধ্যয়নে আমরা এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করেছি যে, ঈশ্বর পুরাতন নিয়ম থেকে নতুন নিয়মে অনুতাপের সংজ্ঞা কখনো পরিবর্তন করেননি।

আর আমাদেরও তা করার কোনো অধিকার নেই। আমরা তাঁর লেখায় পড়ি, যিশু বলেছেন, আমি সেই ভূমি ধ্বংস করতে আসিনি যেখানে ভাববাদীরা ছিলেন, এবং আমরা একইভাবে পড়ছি, ভাববাদী আ করেছিলেন।

অতএব আমি ইস্রায়েলের সমগ্র বংশের বিচার করব, প্রত্যেককে তার নিজ নিজ পথ অনুসারে। প্রভু ঈশ্বর বলুন, অনুতপ্ত হও, তোমার সমস্ত অপরাধ থেকে নিজেকে ফেরাও, যেন যখন ন্যায়বিচার তোমার স্থ অপরাধ, যা দ্বারা তুমি পাপ করেছ, তা তোমার থেকে দূরে নিক্ষেপ করো এবং নিজেকে এক নতুন হৃদয় ও নতুন আত্মা দান করো; কেননা হে ইস্রায়েলের বংশ, তোমরা মরবে?

কারণ তার মৃত্যুতে আমার কোনো আনন্দ নেই; আমি প্রভু ঈশ্বরের কাছে বলি, তোমরা ফিরে এসো এবং জীবন ধারণ করো।

সম্প্রতি আমি কাউকে বলতে শুনলাম যে, আমাদের নিজেদের ব্যাপারে অনুতপ্ত হওয়া উচিত, পাপ করা নয়।

হ্যাঁ, আমাদের পাপের জন্য এমনভাবে অনুতপ্ত হতে হবে যেন আমরা নিজেদেরকে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের আগে নিজেদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে স্থান দেওয়া সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করি।

কিন্তু তা করতে গেলে একে পাপ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। অন্যথায় এটা এক ধরনের ভ্রান্ত ধারণা মাত্র—যে আপনি অন্তরে সঠিক হতে পারেন, কিন্তু আপনার আচরণ পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই বা ঈশ্বর আশা করেন যে আমরা আমাদের আচরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং ধীরে ধীরে তা যথাসম্ভব সঠিক পথে আনার মাধ্যমে আমাদের অনুতাপ প্রদর্শন করব।

লূকের তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা আমাদের আলোচনার যে পর্যায়টি অতিক্রম করেছি, তা থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবে আমরা যতটুকু বুঝতে পারি, লূক মথি লিখিত সুসমাচারের চেয়ে যোহনের প্রচারকার্য সম্পর্কে আর

কিন্তু ১০ পদে, আমরা মথি থেকে যে পদগুলো পড়লাম, লূক সেগুলো উদ্ধৃত করার পর লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, তখন আমরা কী করব।

তাহলে যোহন কী বলেছিলেন? তারা জিজ্ঞাসা করছে, অনুতাপের জন্য উপযুক্ত খাবার কী? আমরা কীভাবে প্রমাণ করব যে আমরা অনুতপ্ত?

আর যোহনের উত্তরে আমরা সেই সময়ে ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে প্রচলিত পাপের ধরণগুলো দেখতে পাই।

সে উত্তর দেয় এবং তাদের অধীনে তা বলে। যার দুটি উক্তি আছে, সে যেন তাকে কিছুই না দেয় এবং যার মাংস ছিল, সেও যেন অনুরূপ করে।

প্রকাশ্যে তাঁকে ধন্যবাদ দাও এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে তাঁর অধীনে বসো। প্রভু, আমরা কী করব? তিনি তাদের বললেন, তোমাদের জন্য যা নির্ধারিত, ঠিক তার চেয়ে বেশি নয়। সৈন্যরাও তাঁর কাছে জানতে তাদের বললেন, কারও প্রতি হিংসা কোরো না, কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ কোরো না এবং নিজেদের পারিশ্রমিকে সন্তুষ্ট থাকো।

তিনি এটা বলছিলেন না যে শান্তি বজায় রাখার জন্য সৈনিক হিসেবে নিজের কর্তব্য পালন করো না, বরং তিনি বলছিলেন কোনো মানুষকে অত্যাচার করো না। রোমান সৈন্যদের একটি সাধারণ অভ্যাস ছিল এবং যারা তাদের চাওয়া ঘুষের টাকা দিত না, তাদের মারধর করা।

আর যদি তাতেও কাজ না হতো, তবে তারা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনত। তাই সৈন্যদের প্রতি যোহনের পরামর্শটি খুবই যথাযথ ছিল; তিনি বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের পারিশ্রমিক নিয়েই সন্তুষ্ট থাবে

মথি ৫:৭ অধ্যায়ে পর্বতের উপর দেওয়া উপদেশে আমরা দেখতে পাব, কীভাবে ঈশ্বরের আইনকে এমনভাবে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছিল যে ইস্রায়েলে সব ধরনের দুষ্ট কাজকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছিল।

শুধু এই কারণে যে লটারির চিঠিটি এটিকে স্পষ্টভাবে নিন্দা করেনি এবং যিশু তাদের বোধশক্তি উন্মোচন করতে যাচ্ছেন।

তিনি পুরাতন নিয়মের নৈতিক বিধানের চেয়ে ভিন্ন কোনো নতুন ধার্মিকতা আনবেন না, বরং তিনি তাদের অসততা ও ভণ্ডামি প্রকাশ করে দেবেন।

যেভাবে তারা এটাকে বিকৃত করেছে, উপেক্ষা করেছে, ন্যায্যতা দিয়েছে এবং নিজেদের পাপকে ন্যায্যতা দিতে একে আবার ঘুরিয়ে দিয়েছে।

সুতরাং আমরা কল্পনা করতে পারি যে, যোহনের প্রচারকার্য পর্বতের উপর দেওয়া যীশুর উপদেশের সাথে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল, ব্যতিক্রম শুধু এই যে...

যিশু আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ হবেন এবং তাঁর শিক্ষাও যোহনের শিক্ষার চেয়ে আরও উন্নত হবে, কিন্তু অবশ্যই...

এটা বলা যুক্তিসঙ্গত যে তারা অবশ্যই একমত হতেন এবং যোহনের প্রচারও একই ধরনের হতো।

আর শুধু প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, আমি এখানে তা উদ্‌ধৃত করব না, কিন্তু যিশু এও বলেছিলেন যে, বিচারের দিনে নীনবের লোকেরা এই প্রজন্মের সঙ্গে পুনরুত্থিত হবে এবং একে দোষী সাব্যস্ত করবে, কার হয়েছিল এবং দেখো, যোনার চেয়েও মহান একজন এখানে আছেন।

আচ্ছা, নিনার কণ্ঠস্বর কীভাবে দেখালো যে যিশু আদিবাসীদের আলো দ্বারা অনুতাপের সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং তারা কীভাবে অনুতাপ করেছিল।

আচ্ছা, আমরা যোনা ৩ অধ্যায়ে দেখি যে, তারা তাদের মন্দ পথ থেকে অনুতপ্ত হয়েছিল এবং তাদের হাতে থাকা হিংসা থেকে ফিরে এসেছিল।

ঈশ্বরের বিচারের আশঙ্কায় জাগ্রত হওয়ার পর, তারা তাদের ভুলগুলো সংশোধন করেছিল যা সংশোধন করা প্রয়োজন বলে তারা জানত, এবং তারা নিজেদের পাপের জন্য শোক করে তা পরিহার করেছিল।

এবং আমরা এও দেখি যে, কিছু লোক বলে যে পেন্টেকস্টের পর অ-ইহুদিদের কাছে অনুতাপের প্রচার করা হয়নি এবং এটা একটা স্রেফ মিথ্যা।

সুসমাচার ইহুদি ও অ-ইহুদি উভয়ের জন্যই একই এবং এর মধ্যে সর্বদা অনুতাপ অন্তর্ভুক্ত থাকে, যার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে পাপ থেকে ঈশ্বরের দিকে ফেরা এবং প্রকৃত উপাসনা করা, তাঁর ইচ্ছার কাছে কাছ থেকে শেখা কীভাবে আরও ভালোভাবে জীবনযাপন করা যায় ও ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা যায়।

আর প্রেরিত ২০ অধ্যায়ের ২১ পদে পৌল তাঁর সুসমাচারের বর্ণনা দিয়েছেন, যেখানে তিনি ইহুদি ও গ্রিক উভয়কেই ঈশ্বরের প্রতি অনুতাপ এবং আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাসের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে

সুতরাং এই প্রেক্ষাপটে ইহুদি ও গ্রীকদের জন্য একই সুসমাচার হলো অ-ইহুদি হওয়া এবং গ্রীকরা যে অ-ইহুদি, তা গ্রীস এবং পৌলের সুসমাচারের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি অনুতাপ এবং আমাদের প্রভু যি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

এবং প্রেরিত ২৬ অধ্যায়ের ১৯ ও ২০ পদে, খ্রীষ্ট পৌলের কাছে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে প্রচারের জন্য নিযুক্ত করার পর, তিনি রাজা আগ্রিপ্পার সামনে সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন, যেখানে রাজা প্রথম আগ্রিপ্পা...

তিনি স্বর্গীয় দর্শনের অবাধ্য ছিলেন না, বরং প্রথমে দামেস্ক ও জেরুজালেমের এবং সমগ্র উপকূলীয় যিহূদিয়ার লোকদের প্রতি এবং পরে অ-ইহুদিদের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন, যেন তারা এই কারণগুলির জন্য অনু এবং অনুতাপের আগে সৎকর্ম করে।

যিহূদীরা মন্দিরে আমাকে ধরে ফেলল এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হল। প্রেরিত ২৬:১৯-২১। আমরা ২ করিন্থীয় ৭ অধ্যায়ে পড়ি।

আমি আপনাদের বলব, সুসমাচার প্রচারের ক্ষেত্রে এটি একটি চমৎকার পদ, যা দিয়ে দেখানো যায় যে, যখন লোকেরা পাপকে ন্যায্যতা দেয়, অথচ তাদের হাতে পাপ থাকে এবং তারা সে বিষয়ে কথা বলে।

তুমি জানো, মুখপত্রগুলো হলো হৃদয়ের প্রাচুর্য; তারা অশুদ্ধ কথা বলছে, তারা নোংরা কথা বলছে।

দ্বিতীয় করিন্থীয় ৯:৭ পদ ৯-১১। এখন আমি এই কারণে আনন্দিত নই যে তোমরা দুঃখিত হয়েছিলে, বরং এই কারণে আনন্দিত যে তোমরা অনুতাপের জন্য দুঃখ পেয়েছ; কেননা তোমরা ঈশ্বরীয়ভাবেই দুঃখিত তোমাদের কোনো ক্ষতি না হয়, বরং ক্ষতি হয়।

ঈশ্বরীয় দুঃখ পরিত্রাণের জন্য অনুতাপের সাথে কাজ করে, অনুশোচনার জন্য নয়, কিন্তু জাগতিক দুঃখ সেই কাজেই লাগে। আমি বিশ্বাস করি, জাগতিক দুঃখ হলো আত্মকরুণা। এর সাথে আত্মকরুণার অ

১১ নং পদ, কারণ দেখ, সেই একই জিনিস যার জন্য তোমরা ঈশ্বরের তরবারির জন্য দুঃখ করেছিলে। তা তোমাদের মধ্যে কী সতর্কতা তৈরি করেছিল। অনুমান কর, কী আত্মশুদ্ধি। হ্যাঁ, কী ক্রোধ। হ্যাঁ, কী ভয়

অনুমান করুন তো, কী সেই বিশাল আকাঙ্ক্ষা। হ্যাঁ, কী সেই উদ্যম। হ্যাঁ, কী সেই প্রতিশোধ। আর তিনি করিন্থীয়দের বলেন, এই বিষয়ে স্বচ্ছ থাকার জন্য তোমরা সর্ববিষয়ে নিজেদেরকে উন্নত করেছ।

তাহলে এবার মথি লিখিত সুসমাচারের পরবর্তী অংশে আসা যাক। ৯ পদে যোহন তাদের বলেন, তোমরা মনে মনে ভেবো না যে, আমাদের পিতার কাছে অব্রাহাম আছেন; কারণ আমি তোমাদের বলছি অব্রাহামের জন্য সন্তান উৎপন্ন করতে পারেন।

সম্প্রতি আমি একটি উক্তি দেখেছি। আমি হয়তো উক্তিটির জনককে হুবহু উদ্‌ধৃতাংশটি বলতে পারব না, কিন্তু এর মূল কথা হলো প্রকৃত সুসমাচার প্রচার।

এর একটি দায়িত্ব হলো মানুষকে তাদের ভ্রান্ত আত্মবিশ্বাস থেকে বিতাড়িত করা, যাতে তাদের সত্যিকারের অনুতাপ করা এবং ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করা ছাড়া আর কোনো আশা না থাকে।

এই যে। এটি ম্যাথিউ পুলের লেখা থেকে নেওয়া। ভণ্ডদের তাদের বৃথা আত্মবিশ্বাস থেকে বিতাড়িত করা ধর্মপ্রচারকদের এক মহান কাজ। ইনি হলেন যোহন। এবং যেমনটা আমি ভেতরে বলেছিলাম, মনোভাব ছিল যে, আব্রাহাম মনে করতেন আমরা ঈশ্বরের মনোনীত জাতি, আমাদের বংশধারার কারণে এবং মন্দিরে বলিদান করার কারণে।

এবং এই সত্য যে, তারাই ছিল সেই জাতি যাকে ঈশ্বর পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতির মধ্যে নিজের জন্য পৃথক করে রেখেছিলেন।

এবং তারা ভাবত যে, যেহেতু তারা জন্মসূত্রে ইহুদি, তাই তারা নিরাপদ। সুতরাং সেই সময়ে ইস্রায়েলে ঈশ্বরের নৈতিক আইনের প্রতি এই লোকদের আসলেই একটি উদাসীন মনোভাব ছিল। হ্যাঁ। লক্ষবার হ্যাঁ।

অনেকে যেমন বলে, রোমীয়দের প্রতি লেখা পত্রের ৯ থেকে ১১ অধ্যায়গুলো শুধু ক্যালভিনিজমের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা নয়, বরং পৌল মূলত যা বলছেন তা হলো, তুমি তা পেয়ে গেছো। তোমাকে তা ঈশ্বরের পথে করতে হবে।

ঈশ্বরের পরিকল্পনা, এবং আপনি অন্য কোনো উপায়ে যতই চেষ্টা করুন না কেন, ঈশ্বর তা গ্রহণ করবেন না। আর ইসরায়েলের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, সে বিষয়ে কথা বলার সময় তিনি বিশেষভাবে তা-ই বলেছিলে

এখন তিনি বিশেষভাবে সুসমাচারের প্রথম আটটি অধ্যায় এবং ৯ থেকে ১১ অধ্যায়ে ইসরায়েল সম্বন্ধে আলোচনা করছেন।

বইটি পড়ার সময় আপনি সেই পরিবর্তনটি দেখতে পাবেন। এবং তিনি রোমীয় ১০ অধ্যায়ের বিভিন্ন পদে এ কথা বলেছেন।

রোমীয় ৯। তাহলে আমরা কী বলব যে, যে অ-ইহুদিরা ধার্মিকতার অনুসরণ করেনি, তারা ধার্মিকদের পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং সেই ধার্মিকতাও দেখতে পাচ্ছে যা এক বিশ্বাস; কারণ যখন সুসমাচার তাদের কাছে

কিন্তু ইস্রায়েল, যারা ধার্মিকতার বিধান অনুসরণ করত, তারা যদি তা লাভ করতে না পারত, তার কারণ এই যে, তারা তা বিশ্বাস দ্বারা নয়, বরং বিধানের কার্য দ্বারা লাভ করেছিল; কেননা তারা সেই বিঘ্নক পাথে আছে: "দেখ, আমি সিয়োনে আপত্তির শৈলের মধ্যে একটি বিঘ্নক পাথর রাখি; আর যে তোমার উপর বিশ্বাস করে, সে লজ্জিত হবে না।"

ভাই, আমার হৃদয় বলে, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, কারণ ইস্রায়েলের পরিত্রাণ লাভের বিষয়টি হলো এই যে, তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া যে, ঈশ্বরের প্রতি তাদের অনুরাগ আছে, কিন্তু তা জ্ঞানানুস ধার্মিকতা সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং নিজেদের ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ঈশ্বরের ধার্মিকতার কাছে নিজেদের সমর্পণ করেনি।

তারা তাদের মসিহের কাছে নিজেদের সমর্পণ করেনি এবং নিজেদেরকে কঠোর করে তুলেছে; তারা আনুষ্ঠানিক বিধির উপর বৃথা আস্থা রেখেছিল এবং তাদের ধারণা ছিল যে মন্দিরে বাটি ও ছাগল বলিদান কর যদিও বাস্তবে ঐসব জিনিস পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারত না।

তারা ছিল সেই প্রায়শ্চিত্তের পূর্বাভাস যা তাদের মসিহ সম্পন্ন করবেন, যাদেরকে তারা প্রত্যাখ্যান করছে এবং সত্যের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে কঠোর করে তুলছে। তারা এই আত্মবিশ্বাস অর্জন করছে যে, যে বংশধর, তাই তারা ঠিক আছে এবং জাই তাদের এই প্রধান আত্মবিশ্বাস থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করছে।

আজকের খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর খ্রিস্টানদের সম্পর্কে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, লোকেরা 'আমি একটি খ্রিস্টান পরিবার থেকে এসেছি, আমি দিনে বহুবার প্রার্থনা করি'—এই ধরনের বৃথা আত্মবিশ্বাস পোষণ পারে যে, 'আমি যীশুতে বিশ্বাস করি' অথবা 'আমি পুনর্জন্ম লাভ করেছি', কিন্তু তারা অনুতাপের জন্য কোনো স্থান তৈরি করছে না।

তারা নিষ্ঠার সাথে ঈশ্বরের শাস্ত্রীয় পরিকল্পনা অনুসরণ করছে না, তারা প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করছে না, বিশ্বাসের সাথে সাড়া দিচ্ছে না, অন্যান্য খ্রীষ্টানদের সাথে সঙ্গ খুঁজছে না এবং জগতের ক সত্যভাবে সুসমাচার প্রচার করতে চেষ্টা করছে না।

যারা জাগতিক কামনার বশবর্তী হয়ে পাপে জীবনযাপন করছে, তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও সত্যিকারের আস্থা নেই, যদি না তারা অধ্যবসায়ের সাথে ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ ও পালন করে এবং তা থেকে পরিত্রা খ্রীষ্টের হাতে সঁপে দেয়।

দেখুন, গত সপ্তাহে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে, যারা তাঁর উদ্দেশ্যের সঙ্গে একমত নয়, তিনি আমাদের পাপ থেকে বের করে আনতে এসেছিলেন। আর যদি আমরা তাঁর উদ্দেশ্যের সঙ্গে একমত না হই সেই একমত হওয়াটা প্রমাণ না করি, তাহলে যীশুর প্রতি আমাদের কোনো আগ্রহ থাকবে বা ঈশ্বর অন্যথায় আমাদের গ্রহণ করবেন—এই ধরনের যেকোনো আত্মবিশ্বাসই বৃথা।

তাই যোহন ১০ পদে বলেন, আর এখন কর্তারা বৃক্ষের মূলে নিয়ে যান, অতএব প্রত্যেক সত্য যা ভালো ফল দেয় না, তা বেদীতে গুটিয়ে প্রবেশ করানো হয়।

তিনি ১০ নং পদে ঠিক ৭ নং পদের মতোই কথা বলছেন, যেখানে লাল থেকে পালিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। এখানে একটি দ্বৈত অর্থ রয়েছে, কারণ ঈশ্বর যাচ্ছিলেন... ঈশ্বর মেলাখির শেষে বলেছিলেন খুবই...

তিনি ইহুদি জাতির ওপর বিচারের হুমকি দিয়েছিলেন, যদি তারা তা না করে।

যদি তারা মূলত যোহন বাপ্তাইজকের কথায় সাড়া না দিত এবং মসিহকে গ্রহণ না করত, কারণ যিশু মথি ১১ অধ্যায়ে বলতেন যে যোহন বাপ্তাইজকই ছিলেন আগত এলিয় এবং লূক ১ অধ্যায়ে আমরা দেখি যে এসেছিলেন; তিনি আক্ষরিক অর্থে এলিয় ছিলেন না, কিন্তু এটি পুরাতন নিয়মের শেষ দুটি পদ।

দেখো, প্রভুর সেই মহাদিন ও ভয়ংকর দিনের আগমনের পূর্বে আমি তোমাদের কাছে এলিয় ভাববাদীকে পাঠাবো এবং তিনি পিতাদের হৃদয় সন্তানদের প্রতি এবং সন্তানদের হৃদয় তাদের পিতাদের প্রতি ফেরা

আমি পশ্চিমে এসে অভিশাপ দিয়ে পৃথিবীকে আঘাত করব। তিনি জন্মদাতা পিতাদের কথা বলছেন না, তিনি তাদের পূর্বপুরুষদের বিশ্বাসের কথা বলছেন—আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের বিশ্বাস, সেই যাদের কেবল দৈহিক নয়, বরং আত্মিক হওয়ার কথা ছিল।

আর তাই ইসরায়েলের উপর একটি বিচার আসতে যাচ্ছিল।

ইসরায়েল যদি তাদের মসিহকে প্রত্যাখ্যান করত, তবে তারা এক অভিশাপের শিকার হতো। আমরা ইতিহাস থেকে জানি যে, যখন রোমানরা ইসরায়েল দখল করে এবং জেরুজালেম ধ্বংস করে, তখন ই কয়েক লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল এবং বাকিদের অধিকাংশই দাস হওয়ার প্রলোভনে পড়েছিল।

অন্যান্য জাতিতেও এই অভিশাপ দ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করা হয়েছিল এবং আমরা জানি যে ঈশ্বর যিশু সতর্ক করেছিলেন যে, যখন তোমরা দেখবে তোমাদের দিন সৈন্যবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে, তখন যেন পাহাড়ে পালিয়ে যায়। এবং আমরা জানি যে, যখন যিরূশালেম রোমান সৈন্যবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছিল, তখন খ্রিষ্টানরা যিশুর সতর্কবাণী মেনে চলেছিল এবং তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল, বিশ্ব দেশে।

এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা হয়তো রোমীয়দের দ্বারা ঈশ্বরের বিচার থেকে পুরোপুরি রক্ষা পায়। তাই সাত ও দশ পদে আসন্ন ক্রোধ এবং বৃক্ষের মূলে তার ফল আরোপিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

এক অর্থে এটি ইসরায়েলের উপর আসন্ন বিচারের পূর্বাভাস দিয়েছিল, কারণ তারা তাদের মসিহকে গ্রহণ করার যোগ্য ছিল না। যদিও হাজার হাজার ইহুদি খ্রিষ্টে বিশ্বাস করেছিল, সেই জাতির লক্ষ লক্ষ মানুষে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

এবং ঈশ্বর তাদেরকে চল্লিশ বছরের বিচারকাল দিয়েছিলেন। আমরা আলোচনা করেছি যে আমরা বাইবেলের গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যাগুলোর বাইরে অন্য কোনো সংখ্যা ব্যবহার করতে চাই না, কিন্তু বাইবেলে ৪ সময় হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, এই পদগুলো যে শেষ পর্যন্ত নরক সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, সেই সত্যকে এটি কোনোভাবেই অস্বীকার করে না; কারণ ঈশ্বর যদি রোমানদের ক্রোধ নরকের উপর বর্ষণ করার ব্যাপারে যথে করতেনও না।

অবাধ্য ইস্রায়েলের উপর অবাধ্যতা, তাহলে আমরা আরও কত বেশি নিশ্চিত হতে পারি যে খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন এবং অবাধ্য মানবজাতিকে নিন্দা করবেন ও তাদের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন।

যারা উত্তম ফল উৎপন্ন করে না এবং সুসমাচারের দেওয়া অনুগ্রহ রক্ষা করে না, তাদের নরকের অনন্ত ব্যর্থতার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে—এ কথা আরও কত বেশি!

আর ঠিক যেমন খ্রীষ্টের প্রথম আগমনের মতো, সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়াটা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের নিশ্চয়তাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। এমনকি আমি বলতে চাই, শুধু ধর্মগ্রন্থই যথেষ্ট, কিন্তু আমরা যে নিখুঁতভাবে পূর্ণ হতে দেখেছি, তাহলে তাঁর দ্বিতীয় আগমন যে আরও কত বেশি নিখুঁতভাবে পূর্ণ হবে!

ঈশ্বর যদি অবাধ্য ইহুদিদের উপর বিচার আনতে এবং তাদেরকে রোমানদের হাতে তুলে দিতে বিশ্বস্ত হয়ে থাকেন, যারা আমার বিশ্বাসে বৃক্ষের মূলে নিঃশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে, তবে তিনি সেই খ্রীষ্টানদের বিশ্বস্ত ও অনুগত হবেন, যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করছিল এবং তাঁর আদেশ মেনে চলছিল।

যারা মসিহের কর্তৃত্বের অধীনে নয় এবং তাঁর প্রায়শ্চিত্তের অংশীদার নয়, তিনি তাদের আরও কত বেশি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন এবং যারা এর অংশীদার, তাদের চূড়ান্ত বিচার থেকে আরও কত বেশি রক্ষা

সুতরাং, যোহনের ১১ পদে বলা হয়েছে, আমি তোমাদের অনুতাপের জন্য জলে বাপ্তাইজ করি বটে, কিন্তু যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার চেয়েও মহান; আমি জুতো বহন করারও যোগ্য নই। তিনি দ্বারা বাপ্তাইজ করবেন। প্রাচীন বিশ্বে জুতো বহন করার প্রথা প্রচলিত ছিল।

এমন একটি কাজ যা দাসদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বলদেরকে দেওয়া হতো। আর তাই, জন মূলত বলছে, আমার পরে যে আসবে সে আমার চেয়ে এতটাই মহান যে, সবচেয়ে উচ্ছৃঙ্খল দাসের মতো করে তার সেব

আর মনে রাখবেন, মথি ১১ অধ্যায়ে যোহন বাপ্তাইজকের বিষয়ে যীশু বলেছিলেন যে, তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে আবির্ভূত সর্বশ্রেষ্ঠ ভাববাদী। সুতরাং যীশু কত মহান? এবং আমরা এই অধ্যায়ের শেষে ত্রিত্বের

এইমাত্র আমার নোটগুলো হাতে পেলাম। তো, স্পষ্টতই, পবিত্র আত্মার প্রেরণ, যেমনটা আমরা আলোচনা করেছিলাম, তা ছিল আধ্যাত্মিক রাজ্যের সূচনা এবং ঐশ্বরিক প্রকৃতিতে অংশীদার হতে পারা, আ তাদের অন্তরের গভীরতম অংশে লিখে দেন যারা...

সুসমাচার হবে আত্মা প্রদত্ত, আমরা গত সপ্তাহে দেখেছি ৫:৩২ পদে বলা হয়েছে, যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে, তাদের আত্মা দেওয়া হয় এবং খ্রীষ্টের আগমন ও নিখুঁত প্রায়শ্চিত্ত, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, এই সত তাঁর মাধ্যমে সরাসরি ঈশ্বরের কাছে আসতে পারি।

এবং তিনি যে আমাদের মধ্যে বাস করতে পারেন এবং এক আত্মার মাধ্যমে ঐশ্বরিক প্রকৃতিতে অংশীদার হয়ে আমাদের অন্তরের সত্তায় পরিবর্তন আনতে পারেন, এগুলোই হলো নতুন চুক্তির মহিমা, পেন্টেকস্টের দিন থেকে ঈশ্বর আর আক্ষরিক শারীরিক মাধ্যমে কাজ করছিলেন না।

তাঁর কাজ সম্পন্ন করার জন্য তিনি ইস্রায়েলের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু তিনি মণ্ডলীর মাধ্যমে কাজ করছিলেন, যা গঠিত হবে বিশ্বস্ত ইহুদিদের নিয়ে, যারা তাদের মসিহকে গ্রহণ করেছে; সাথে থাকবে এবং বিশ্বাসী পরজাতিরা, যাদেরকে ইস্রায়েলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমনটা আমরা পড়ি।

রোমীয় ১১ অধ্যায়ে এই বিষয়ে বলা হয়েছে। সুতরাং, ১২ পদে বলা হয়েছে, "যাঁর শস্যক্ষেত্র তাঁর নিকটবর্তী এবং তিনি তাহা নিজ শস্যক্ষেত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিশুদ্ধ করিবেন ও তাহার গম গোলাঘরে সং তুষকে অসাধ্য অগ্নিতে দগ্ধ করিবেন।"

সুতরাং, আবারও, এটি আরেকটি বিষয় যে এখানে একটি দ্বৈত অর্থ রয়েছে; যেমনটা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি, যা ইসরায়েলের ধ্বংস এবং তা থেকে খ্রিষ্টানদের পরিত্রাণকে নির্দেশ করে, এবং
ধার্মিকদের জন্য ঈশ্বরের অনন্ত রাজ্য এবং দুষ্টদের জন্য নরকের অনন্ত অগ্নিকে বোঝায়।

১৩ পদ, ১২ পদের দিকে লক্ষ্য করুন, "যীশু নিজেই অসাধ্য অগ্নি দ্বারা তুষ পুড়িয়ে ফেলবেন।" এমনটা হবে না, শয়তান কাউকে নরকে নিক্ষেপ করে না। শয়তান নিজেই নরকে জ্বলতে থাকবে।

স্বয়ং যিশুই সেই বিচারক, যিনি অসাধ্য অগ্নি দ্বারা তুষ পুড়িয়ে ফেলবেন। তিনিই সেই ধার্মিক রাজা, যিনি তাঁর বিশ্বস্ত প্রজাদের কাছে প্রেমময় ও মনোরম এবং তাঁর শত্রুদের কাছে ভয়ঙ্কর।

সুতরাং ১৩ পদ, "তখন তিনি যীশুর সঙ্গে গালীল থেকে যোহনের কাছে তাঁর দ্বারা বাপ্তাইজিত হতে আসলেন। কিন্তু যোহন তাঁকে বারণ করে বললেন, 'আমারই তো আপনার দ্বারা বাপ্তাইজিত হয়ে আমার সা
যীশু উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, 'এখন তাই হতে দিন, কারণ এইভাবেই আমাদের মধ্যে সমস্ত ধার্মিকতা পূর্ণ হবে।' তখন তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন।"

গত সপ্তাহে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে, মথি ১ অধ্যায়ে বর্ণিত নারী—সেটি যিশুর বংশতালিকার পাপী নারীই হোক বা পাপী জাতি হিসেবে পরিচিত অ-ইহুদি জাতিগুলোর কোনো নারীই হোক—এ
সমর্থন না করে বা নিজে কোনো পাপ না করেও ধার্মিকভাবে নিজেকে পাপীদের সঙ্গে একাত্ম করেছিলেন।

আর তিনি কীভাবে তা করেছিলেন, এটি তার আরেকটি উদাহরণ। লোকেরা যোহন ও জর্ডানের কাছে বাপ্তিস্ম নিতে আসত, কারণ তারা এমন পাপ স্বীকার ও ত্যাগ করার জন্য বাপ্তিস্ম নিত, যে পাপ থেকে তাদে

এবং ঈশ্বরের মাধ্যমে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার দ্বারা তাদের অনুতাপ প্রকাশ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন যিশু আসছেন এবং তিনি যোহন ও জর্ডানের দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছেন। এবং তিনি তাদের মতো এ
আসছেন তাঁর পরিচর্যা শুরু করতে এবং নাসরতের সূত্রধর যিশুর পরিচয় থেকে বেরিয়ে আসতে।

প্রচারক যিশুর প্রতি। যিশু হলেন সেই পরিব্রাজক প্রচারক যিনি এখন আর তাঁর মায়ের কর্তৃত্বের অধীনে থাকবেন না। তাঁর বাবা সম্ভবত মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর মায়ের কর্তৃত্বের অধীনে থাকবেন না।

সে তার পিতার কর্তৃত্বের অধীনে থাকবে না। সে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে আসবে এবং তার পিতার অধীন থাকবে ও পরিচর্যার জন্য একটি বিশেষ অভিষেক, একটি বিশেষ যোগ্যতা লাভ করবে।

তিনি বাপ্তিস্মের মাধ্যমে এটি শুরু করতে যাচ্ছেন। এবং ঈশ্বর যোহনের কাছে সাক্ষ্য দেবেন যে, যিশুই সেই মসিহ যার বিষয়ে তিনি প্রচার করে আসছিলেন। এবং তাঁর পরিচর্যার একেবারে শুরুতেই, তিনি যে ই
তাঁকে অভিষিক্ত করবেন।

সুতরাং ১৬ পদ, "আর যীশু বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে জল থেকে সোজা উপরে উঠে গেলেন। আর দেখ, তাঁর জন্য স্বর্গ খুলে গেল এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের মতো নেমে এসে তাঁর উপরে অবস্থান ক
থেকে এক বাণী এল, 'ইনি আমার প্রিয় পুত্র, যাঁর উপর আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট।'"

সুতরাং আমরা এখানে ত্রিত্ব দেখতে পাই। আমরা দেখি যিশু জল থেকে উঠে আসছেন, ঈশ্বরের আত্মা কপোতের মতো নেমে এসে তাঁর উপর অবস্থান করছেন। এবং তারপর স্বর্গ থেকে এই বাণী আসে, "ই
আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট।"

এবং বাইবেলে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে ত্রিত্ববাদ শব্দটি উল্লেখ না থাকলেও, আমরা এখানের মতোই বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাই।

এটা লক্ষণীয় যে, ১১ পদে যোহন বলেছিলেন যে, যীশু পবিত্র আত্মা ও অগ্নি দ্বারা বাপ্তিস্ম দেবেন। আর আমরা দেখি যে, পঞ্চাশত্তমীর দিনে যখন পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের উপর নেমে এলেন, তিনি অগ্নির রূপে

কিন্তু পবিত্র আত্মা কবুতরের মতো যিশুর উপর নেমে আসেন। এবং আমি মনে করি, এর কারণটি মালাখি ৩ অধ্যায়ে দেখা যায়, যা খ্রিষ্ট বিষয়ক একটি ভবিষ্যদ্বাণী এবং আমরা আগেও তা আলোচনা করেছি।

কিন্তু আমরা এটি আবার পড়ব, কারণ এটি একই সাথে যোহন বাপ্তিস্মদাতা এবং খ্রীষ্টের বিষয়ে কথা বলছে। মালাখি অধ্যায় ৩ পদ ১, "দেখ, আমি আমার দূতকে পাঠাচ্ছি এবং তিনি আমার সামনে পথ প্রস্তুত ক

আর তোমরা যাঁর অন্বেষণ কর, সেই প্রভু হঠাৎ তাঁর মন্দিরে আসবেন; তিনিই সেই চুক্তির দূত, যাঁকে তোমরা ভালোবাসো। দেখ, তিনি আসবেন, বাহিনীগণের প্রভু।

কিন্তু তাঁর আগমনের দিনে কে টিকে থাকতে পারবে, এবং তাঁর আবির্ভাবে কে দাঁড়াতে পারবে? কেননা তিনি শোধক পাপীর ন্যায় এবং নির্মল সাবানের ন্যায়।

আর তিনি রূপার শোধক ও বিশুদ্ধকারীরূপে বসবেন। তিনি লেবির বংশধরদের শুদ্ধ করবেন এবং সোনা ও রূপার ন্যায় তাদের পরিশুদ্ধ করবেন, যেন তারা ধার্মিকতার সাথে প্রভুর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ ক

আর তখন যিহূদা ও যিরূশালেমের নৈবেদ্য প্রভুর কাছে প্রীতিকর হবে, যেমন প্রাচীনকালে ও পূর্ববর্তী বছরগুলিতে হত।

এবং আগামী সপ্তাহগুলোতে আমরা সেই ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাব, কারণ এ বিষয়ে আরও অনেক কিছু বলা হয়েছে। কিন্তু আপাতত আমরা ৪ নং পদেই থামব।

সুতরাং, পাপ থেকে মুক্তির জন্য আমাদের একটি পুনর্বাসন কর্মসূচিতে প্রবেশ করতে হবে এবং আমাদের চরিত্রে এমন অশুচিতা রয়েছে যে, এমনকি যখন আমরা অনুতপ্ত হয়ে পাপ পরিহার করি,

এর প্রতি আমাদের বিবেচনার ক্ষেত্রে, পাপকে আঁকড়ে ধরে থাকার ক্ষেত্রে, এবং আমাদের হৃদয়ে একে স্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে,

এমনকি অনুতপ্ত হয়ে তা বর্জন করার এবং ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সমর্পণ করার পরেও, আমাদের বাধ্যতা বজায় রেখে এবং বিশ্বাসের পথে চলতে হয়।

আর বিশ্বাসের পথে সেই জীবনযাপন আমাদের মধ্যে পাপের দ্বারা সৃষ্ট অশুচিতা ও ক্ষতিকে প্রকাশ করে দেবে। এবং যখন আমরা বিশ্বাসের পথে চলি এবং খ্রীষ্টকে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ ক

তিনি তাঁর আত্মার দ্বারা আমাদের সেই অশুচিতা থেকে শুচি করেন। আর সেই কারণেই আমরা ১ যোহন ৩ অধ্যায়ের ২ থেকে ৪ পদে পড়ি যে, "এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান, আর আমরা জানি না ভবিষ্যতে ক

কিন্তু আমরা জানি যে, যখন তিনি আবির্ভূত হবেন, তখন আমরা তাঁর মতই হব। কারণ আমরা তাঁকে ঠিক যেমন আছেন, তেমনই দেখব, এবং যার নিজের মধ্যে এই আশা আছে, সে নিজেকে ঠিক তাঁর মতোই

এবং তারপর ৪ পদে এর বিপরীতে বলা হয়েছে, "যে পাপ করেছে, সে বিধানও লঙ্ঘন করে।" কারণ পাপ হলো বিধানের লঙ্ঘন।

তাই আমাদের তা করতেই হয়, কিন্তু ঈশ্বরের বাধ্যতা পালন ও বিশ্বাসের পথে চলার সময়েই পরিস্থিতিগুলো আমাদের আরও গভীর বাধ্যতার প্রয়োজনে নিয়ে আসে, এমন বাধ্যতার প্রয়োজনে যা প্রায়শই আরও

এমন পাপ প্রকাশ পায় যা সম্পর্কে আমরা আগে সচেতন ছিলাম না, কিন্তু আলোর পথে চলার ফলে আমরা তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি। আর যখন আমরা ঈশ্বরের বিধানে নিজেদের সমর্পণ করি এবং
ফিরি, তখন তিনি তাঁর জীবন দিয়ে আমাদের রক্ষা করেন।

এবং তাঁর জীবন ও তাঁর পবিত্র আত্মা একই। আর সেই জীবন যেহেতু আমাদের পরিশুদ্ধ করে, তাই তা ব্যর্থ হতেই হবে।

আর যিশুর ক্ষেত্রে, ঈশ্বরের আত্মা কপোতের মতো তাঁর উপর নেমে এসে তাঁর চারপাশে অবস্থান করতে লাগল, কারণ দূর করার মতো কোনো পাপই তাঁর মধ্যে ছিল না।

ঈশ্বরের আত্মা যীশুর মধ্যে পূর্ণ শান্তি খুঁজে পেতে পারেন। অপরপক্ষে, আমাদের মধ্যে দৈহিক কামনার সাথে এক যুদ্ধ রয়েছে, যেটির উপর বিশ্বাসে চলার পথে আমাদের খ্রীষ্টকে জয়ী হতে দিতে হবে।

আর তারপর যখন তিনি ফিরে আসবেন এবং আমরা সৃষ্ট হয়ে সম্পূর্ণরূপে তাঁর মতো হয়ে যাব, যারা পৃথিবীতে তাঁর মতোই নিজেদেরকেও শুদ্ধ করে আসছে, তখন সেই শুদ্ধিকরণকারী আইনজীবীর আর কো

কিন্তু ক্যাথলিক চার্চ এবং যারা পারগেটোরিতে বিশ্বাস করে, যারা মনে করে যে সেখানে এমন এক আগুন থাকবে যা অপবিত্রতাকে পুড়িয়ে ফেলবে,

যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে এবং পৃথিবীতে শুদ্ধ হতে সচেষ্ট নয়, এটা তাদের শুদ্ধ করবে। এটা স্পষ্টতই এক বৃথা আশা।

তাই আমি সরাসরি চতুর্থ অধ্যায়ে চলে যাব। আমি এক ঘণ্টার বেশি সময় নিতে চাই না। এবং তারপর, আমি ১১ পদ পর্যন্ত, অর্থাৎ মরুপ্রান্তরের প্রলোভন নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

এবং তারপর আশা করি, পরবর্তী ফেলোশিপে কোনো প্রশ্ন থাকলে তার জন্য আমরা সময় পাব।

সুতরাং চতুর্থ অধ্যায়, "তখন যীশুকে আত্মা দ্বারা মরুপ্রান্তরে নিয়ে যাওয়া হলো, যেন তিনি শয়তানের দ্বারা পরীক্ষিত হতে পারেন।" অর্থাৎ, যে আত্মা এইমাত্র তাঁর উপর নেমে এসেছে এই সাক্ষ্য দিতে যে, তিনি এখন তাঁকে দুঃখভোগ ও পরীক্ষার মধ্যে মরুপ্রান্তরে নিয়ে যায়।

এটা আমাদের জন্য একটা শিক্ষা যে, আমাদের মতো যারা পুনর্বাসিত হতে চাই, যাদের সত্যিই প্রমাণ করতে হবে যে আমাদের বিশ্বাস খাঁটি, তাদের সাথে এমনটা আরও কত বেশি ঘটতে পারে।

এমনকি পৃথিবীতে যিশুকেও... আমি পরে ইব্রীয় ৫ অধ্যায়ের "প্রভু যদি চান" পদটি পড়ব, যে তাঁকেও বাধ্যতা শিখতে হয়েছিল... তাঁকে যে বাধ্যতা প্রমাণ করতে হয়নি, কারণ তিনি কখনও অবাধ্য হননি।

এবং তিনি সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একমত ছিলেন। কিন্তু এমনকি তাঁকেও, তাঁর দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে একজন মানুষ হিসেবে বাধ্যতা শিখতে হয়েছিল, যেমনটা আমরা ইব্রীয় ৫ অধ্যায়ে পড়ি।

সুতরাং ২ পদ, "আর তিনি চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত উপবাস করার পর ক্ষুধার্ত হলেন।"

আর যখন প্রলোভনকারী তাঁর কাছে এলো, সে বললো, 'যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এই পাথরগুলোকে রুটি হতে আদেশ দাও।' কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, 'শাস্ত্রীয় বাণী আছে, 'মানুষ কেবল রুটি দ্বা বেরোনো প্রত্যেকটি বাক্য দ্বারা জীবন ধারণ করবে।'"

এটা ভেবে দেখা আকর্ষণীয় যে, ১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায়ে যীশুকে দ্বিতীয় আদম বলা হয়েছে। এবং আমরা জানি যে তিনি পতনের প্রভাবকে উল্টে দিয়েছিলেন। অন্ততপক্ষে, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে, তাদের জন দেন।

তিনি তাদের জন্য জান্নাত পুনরুদ্ধার করেছেন যারা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করবে ও তাঁকে অনুসরণ করবে এবং তিনি তাদেরকে তাঁর প্রায়শ্চিত্তের অংশীদার করেন ও তাদের মধ্য থেকে পাপের অভিশাপ দূ

কিন্তু তা করার জন্য, তাঁকে সেখানে সফল হতে হতো যেখানে আদম ব্যর্থ হয়েছিলেন; যাতে তিনি ঈশ্বরের সেই নিখুঁত মেষশাবক হতে পারেন, যিনি প্রকৃত অর্থেই আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এবং আম

এবং একজন মানুষ হিসেবে তাঁকে জয় করতে হয়েছিল। এবং এটা কৌতূহলোদ্দীপক যে, কীভাবে আদম এমন এক নিখুঁত পরিবেশে ব্যর্থ হয়েছিলেন, যেখানে তাঁর সবকিছু ছিল; আইনত তাঁর চাওয়ার মতো সব

অন্তত তার যা কিছু প্রয়োজন ছিল। তার একজন স্ত্রী ছিল, খাবার ছিল, থাকার জন্য একটি সুন্দর বাগানও ছিল। আর এখন খ্রিষ্ট, যেখানে আদম ব্যর্থ হয়েছিলেন সেখানে জয়লাভ করে পতনের ধারাকে উল্টে করতেই হয়েছিল...

আমার কাছে বিষয়টা অনেকটা এরকম মনে হয় যে, একজন ব্যক্তি একটি পরিষ্কার পরিবেশে নোংরা করে ফেলল, আর পরের জনকে যদি কেউ সেটা পরিষ্কার করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনে...

এবং তাদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে যদি বিশাল এক গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়, তাহলে অনেক কাজ করার প্রয়োজন পড়বে।

আর মনে হচ্ছে, যিশুকে যেন আদমের করা কাজের চেয়েও শত কোটি গুণ বেশি কিছু করতে হয়েছে। আদম ছিলেন একটি বাগানে, আর যিশু আছেন মরুপ্রান্তরে। আদমের খাবার ছিল, যিশুর খাবার নেই।

আদম সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু ৪০ দিন উপবাস করার পর যিশু স্পষ্টতই এক বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থায় ছিলেন। যখন আমরা ক্রুদ্ধ থাকি না, তখন আমাদের কখনোই পাপপূর্ণভাবে ক্রুদ্ধ হওয়

কিন্তু যখন আমরা একাকী থাকি, যখন আমরা ক্লান্ত থাকি, যখন আমাদের পর্যাপ্ত খাবার থাকে না, এমনকি যে জিনিসগুলো আমরা সাধারণত ও আইনত পেতে পারি, সেগুলোও যখন আমাদের ক প্রলোভনগুলো আরও অনেক, অনেক বেশি কঠিন হয়ে ওঠে।

তখন শয়তান খ্রীষ্টের কাছে এসে বলল, "যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এই পাথরগুলোকে রুটি হতে আদেশ দাও।" আর তিনি উত্তরে যেমন লেখা আছে, তেমনই বললেন, "মনখাল কেবল রুটি দ্বারা জীবন মুখ থেকে বেরোনো প্রত্যেকটি বাক্য দ্বারা জীবন ধারণ করত।"

শয়তান মূলত যীশুকে প্ররোচিত করছিল যেন তিনি ঈশ্বরের উপর অবিশ্বাস করেন এবং ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে নিজের কর্তৃত্বকে ব্যবহার করে অবৈধ উপায়ে নিজের খাদ্যের জোগান দেওয়ার চেষ্টা করেন।

মনে হচ্ছে এটা প্রায় এক ধরনের গুপ্ত জাদুবিদ্যার মতো ব্যাপার হতো। আর তাই সে যীশুকে তৈরি করছে, সে চেষ্টা করছে, সে তাকে প্রলুব্ধ করছে যীশুকে তৈরি করতে, সে যীশুকে প্রলুব্ধ করছে তা নিরাপত্তাহীন বোধ করাতে।

এবং সে তাকে প্রলুব্ধ করছে তার পদটি ব্যবহার করতে, আর যদি তাতে কাজ না হয়, তবে তার পদটি ব্যবহার করে কোনো বেআইনি কাজ করতে। আর যিশু তাকে দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের ৪:৪ পদ থেকে এ

মূলত বলতে চাইছি যে, এমন কিছু করার চেষ্টা করার চেয়ে যা আমাকে সাহায্য করবে বলে মনে হয়, বরং ঈশ্বরের নির্দেশনা এবং তাঁর বাক্যের সত্য অনুসারে জীবনযাপন করাই আমার জন্য বেশি নিরাপদ; পবিত্র আত্মার পরিচালনায় জীবনযাপন করাই শ্রেয়।

যা সর্বদা ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ থাকবে। তা করাই অধিক নিরাপদ, যদিও এই মুহূর্তে তা অনিরাপদ বলে মনে হতে পারে।

এখন লক্ষ্য করুন, পরবর্তী প্রলোভনে শয়তান কীভাবে যিশুর বলা কথা ও তাঁর মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে সেটিকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যাবে, যাতে তিনি অন্যভাবে পাপ করেন।

৫ম পদ, "তখন শয়তান তাঁকে ধরে পবিত্র নগরীতে নিয়ে গেল এবং মন্দিরের চূড়ায় তাঁর কাছে গিয়ে বলল, 'যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে নিজেকে নিচে ফেলে দাও; কেননা শাস্ত্রে লেখা আছে, তিনি তোম দেবেন এবং তারা তোমাকে হাতে করে উপরে তুলে নেবে, যেন তুমি কখনও পাথরের উপর পা রাখার সাহস না করো।'"

যীশু তাঁকে বললেন, "আবারও লেখা আছে, 'তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে পরীক্ষা করবে না।'" সুতরাং, পূর্ববর্তী প্রলোভনের সময়ে যীশু ঈশ্বরের পুত্র এবং তাঁর সঙ্গে থাকা ঈশ্বর হিসেবে তাঁর আস্থা জানিয়েছিলেন যে, তিনি ঈশ্বরের ওপর ভরসা করতে পারেন যে তিনি তাঁর প্রয়োজন মেটাবেন।

আর এখন, শয়তান তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য ঈশ্বরের ওপর থাকা সেই আস্থাকে মূর্খতার পর্যায়ে, ঈশ্বরকে প্রলুব্ধ করার পর্যায়ে, এবং ঔদ্ধত্য ও অতি-আত্মবিশ্বাসের পর্যায়ে নিয়ে যেতে চায়।

আর এটা শয়তানের ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একটি। এই প্রলোভনটা সত্যিই খুব অদ্ভুত মনে হয়।

আর আমার মনে হয়, এবং এটা বোঝা কঠিন যে যিশু কেন এমনটা করতে চাইতেন বা এর জন্য প্রলুব্ধ হতেন। আমার মনে আছে, একবার একজনের সাথে কথা বলার সময় তিনি বলেছিলেন, "এটা তো কোনে

আমি বললাম, "আচ্ছা, এতে বলা হয়েছে যে এটি একটি প্রলোভন ছিল, এবং যদি এটি সত্যিই প্রলোভন না হতো, তাহলে বাইবেল এটিকে প্রলোভন বলত না।" এবং আমি বিশ্বাস করি, এর সাথে জেরুজালেমে রয়েছে।

যিশু জানতেন যে এই লোকেরাই তাঁর বিরোধিতা করবে—অর্থাৎ ইহুদিদের সেই ধর্মীয় নেতারা, যাদের সমগ্র জাতির উপর ক্ষমতা ছিল। আর এই ধারণাটি প্রচলিত যে, যদি আপনি তাদের প্রভাবিত করতে প নিজেকে ঈশ্বরের দ্বারা পরিত্রাণপ্রাপ্ত হিসেবে দেখাতে পারেন, তাহলে তারা আপনাকে সম্মান করবে, অথবা অন্তত পক্ষে আপনাকে একা ছেড়ে দেবে।

আর স্পষ্টতই, তারা তা করত না, কারণ আমরা জানি যে যিশু জেরুজালেমের ধার্মিকদের মধ্যে অলৌকিক কাজ করেছিলেন, এবং তারা তা দেখেছিল, তবুও তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল।

কিন্তু, এটিকে একটি মিথ্যা হিসেবে দেখুন, এবং সেই মুহূর্তে এই প্রলোভনটির মধ্যে সম্ভবত এমন কিছু ছিল যা সত্যিই একটি ভালো ধারণা বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আবারও, যিশু আত্মার তরবারি, অর্থাৎ ঈশ্ব করেন।

এবং তিনি তাকে বলেন, "তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরের পরীক্ষা নেবে না।" এটিও দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তক থেকে নেওয়া একটি উদ্ধৃতি। এবং এটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনেকে শিক্ষা দেন যে, যিশু পুরাতন নি আদিপুস্তক থেকে দ্বিতীয় বিবরণ পর্যন্ত বিধানে যা কিছু ছিল, তা সংশোধন করতে এসেছিলেন।

কিন্তু এই অধ্যায়ে আমরা বারবার যীশুকে পাই। আমি বিশ্বাস করি, এই তিনটি ঘটনাই, অর্থাৎ শয়তানকে প্রতিরোধের এই তিনবারই, দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তক থেকে নেওয়া। আমি ১০ নং পদটি সম্পর্কে নিশ্চি অবশ্যই সেখান থেকেই নেওয়া।

এবং আমি মনে করি, আমরা এখান থেকেও একটি শিক্ষা নিতে পারি যে, যখন আমরা গির্জার মধ্যে থাকি, বিশেষ করে গির্জার কোনো সমাবেশে, তখন সেখানে এমন মানুষ থাকেন যাদের আমরা সম্মান প্রলোভন জাগে, ঠিক তেমনই সেখানে এমন সম্মানিত ব্যক্তিরাও থাকেন যাদের সম্পর্কে আমরা জানি যে তারা সম্ভবত আমাদের বিরোধিতা করবেন।

আর আমরা হয়তো ভাবতে পারি যে, ঈশ্বর নিশ্চয়ই কোনো উপায় বের করবেন এটা দেখানোর জন্য যে, আমি তাঁরই, আমি তাঁরই, আর ওরা আমাকে একা ছেড়ে দেবে।

আর এই প্রলোভনটি বোঝা যে আমাদের জন্য কঠিন, আমার মনে হয়, সেটাই নিজের মধ্যে একটি বড় শিক্ষা, কারণ গির্জার মতো সমাবেশগুলো আধ্যাত্মিকভাবে খুবই বিপজ্জনক হতে পারে, যেখানে আমরা পড়তে পারি।

এবং আমরা আমাদের বিশ্বাস ও উদ্যম প্রমাণ করার জন্য এমন কিছু করতে প্রলুব্ধ হতে পারি, যা এমন এক সূক্ষ্ম উপায়ে পাপপূর্ণ হবে যে অন্য কেউ তা বুঝতে পারবে না।

কারণ আপনি যদি এমন পরিবেশে একই চাপ বা পরীক্ষার সম্মুখীন না হতেন, তবে আপনি তা বুঝতে পারতেন না। সুতরাং, গড়পড়তা একজন অবিশ্বাসী যে এটা বোঝে না এবং কেন এটা আমাদের পক্ষেও দেখায় যে এটি সেইসব সূক্ষ্ম প্রলোভন সম্পর্কে একটি শিক্ষা, যা আমাদের অবস্থানে না থাকা অন্যদের পক্ষে বোঝা সত্যিই খুব কঠিন।

আর এটা বিশেষ করে এমন ব্যক্তির জন্য খুব কঠিন, যে আন্তরিকভাবে প্রভুর সেবা করতে চায় না, কিন্তু অমুক-তমুক তাকে নিয়ে কী ভাববে, তা নিয়েও দুশ্চিন্তা করে।

এবং মানুষের সম্মান পাওয়ার বা নির্দিষ্ট কিছু মানুষকে আপনার বিরোধিতা থেকে বিরত রাখার জন্য আপনার মধ্যে সূক্ষ্ম প্রলোভন কাজ করে। আর এই বিষয়টি নিয়েই এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং শেষ অংশে, ৮ থেকে ১১ পদে, শয়তান আবার বলে, "তাদেরকে এক অত্যন্ত উঁচু পর্বতে তোলো এবং তাকে জগতের সমস্ত রাজ্য ও সেগুলোর মহিমা দেখাও।"

আর তিনি তাঁকে বললেন, "এই সমস্ত কিছু আমি তোমাকে দেব, যদি তুমি নত হয়ে আমাকে পূজা করো।" তখন যীশু তাঁকে বললেন, "বৎস, এখান থেকে যাও, কারণ লেখা আছে, 'তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরের উপ সেবা করবে।'"

আর আপাতত আমি এটুকু বলতে পারি যে, এটি দ্বিতীয় বিবরণ ২ অধ্যায় থেকে নেওয়া। যদি এর থেকে ভিন্ন কিছু জানতে পারি, তবে, ঈশ্বর চাইলে, আগামী সপ্তাহে আমি আমার ভুল শুধরে নেব।

তখন শয়তান তাঁর সঙ্গে চলে গেল এবং পুরাতন স্বর্গদূতেরা এসে তাঁর সেবা করলেন।

এটা সত্যিই কৌতূহলোদ্দীপক যে, শয়তান যীশুকে কি সত্যিই কোনো পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিল, নাকি এটি ছিল তার সীমিত কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী ক্ষমতার দ্বারা তাঁর সামনে দেখানো কোনো দর্শন।

এই প্রলোভনটা আমরা সম্ভবত আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি, কারণ তিনি সম্ভবত তাকে দেখিয়েছিলেন যে লোকেরা তার সামনে নত হচ্ছে, হয়তো সুন্দরী নারী, হয়তো বিপুল ধনসম্পদ, বা গভীর সম্মান।

এবং শয়তান তাকে মূলত বলে যে, যদি সে নতজানু হয়ে তাকে পূজা করে, তবে সে এই জিনিসগুলো পেতে পারে।

আমার মনে হয়, এখানে একটি শিক্ষা আছে যে, শয়তান কাউকে যত বড় হুমকি হিসেবে দেখে, তাকে তত বেশি দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কিন্তু আমরা জানি যে শয়তান একজন মিথ্যাবাদী। আমরা জানি যে, এই প্রতিশ্রুতি রাখার ইচ্ছা থাকলেও, সে এর ঘটার নিশ্চয়তা দিতে পারত না।

আমার মনে হয়, তত্ত্বগতভাবে সে সম্ভবত যিশুকে দিয়ে কাজটি করিয়েছিল। আমরা জানি যিশু যথেষ্ট জেতেননি। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে, সে যিশুকে দিয়ে কাজটি করিয়েছিল। শয়তান সম্ভবত এমন ব্যবস্থা ব বিরুদ্ধে একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন এবং অধিকাংশ ইহুদিদের কাঙ্ক্ষিত মসিহের মতো হন।

তিনি যে বেঁচে থাকবেন কিংবা রোমানদের পরাজিত করবেন, তার কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারেননি।

কিন্তু শয়তান মূলত যিশুকেও প্রলুব্ধ করে তা পাওয়ার জন্য, যা তাঁর দেহধারণের পূর্বেই ছিল।

এই জগতের রাজ্যগুলোর পাপপূর্ণ বিষয়সমূহ ও সেগুলোর মহিমায় খ্রীষ্ট কখনও অংশ নেননি এবং কখনও নেবেনও না। ঈশ্বর মিথ্যা বলতে পারেন না। তিনি ধার্মিকতাকে ভালোবাসেন এবং অধার্মিকতাকে ঘৃ

কিন্তু বিশ্ব শাসন করার ক্ষেত্রে, সমস্ত জাতির উপর ক্ষমতা রাখার ক্ষেত্রে এবং মানুষের তাঁর সামনে নত হওয়ার ক্ষেত্রে, ঈশ্বর হিসেবে যিশুর তা আগে থেকেই ছিল।

আর যখন তিনি বিশ্ব শাসন করতে ফিরে আসবেন, তখন এখানকার সমস্ত জাতিও তাঁর সামনে নত হবে এবং তাঁর সেবা করবে।

আমরা গীতসংহিতা ৭২-এ এবং বাইবেলে সহস্রাব্দ বিষয়ক অন্যান্য প্রতিজ্ঞাগুলোতে এ বিষয়ে পড়ি। কিন্তু মূলত, যিশু যদি এটা করতেন, তবে তিনি ক্রুশবিদ্ধ না হয়েই এই জগতের রাজাদের এবং তাদের গৌ

সুতরাং শয়তান একভাবে যীশুকে প্রলুব্ধ করছিল তা পাওয়ার জন্য, যা তাঁর ইতিমধ্যেই ছিল এবং যা তিনি কোনো কষ্ট ভোগ না করেই পেতেন।

আর অক্ষম হওয়ায়, শয়তান সম্ভবত সেই প্রায়শ্চিত্ত বুঝতে পারেনি যা খ্রীষ্ট সম্পন্ন করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের রক্ষা করার জন্য, তাঁকে শেষ পর্যন্ত তাঁর পিতার ইচ্ছা পালন করে যেতে পাপের কাছে নতি স্বীকার করা যাবে না।

আর আমরা জানি যে, যদি তিনি তা না করতেন এবং অবশেষে ক্রুশে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে ও পাপের প্রায়শ্চিত্তে তাঁর আত্মাকে বলিদান করতে আত্মসমর্পণ না করতেন, তবে কারও জন্যই পরিত্রাণ

তাই আমি প্রকাশিত বাক্য ২১ অধ্যায়ে যেতে চাই এবং সত্যিই আকর্ষণীয় একটি বিষয় দেখাতে চাই, যা আমার বিশ্বাস, আদি খ্রিস্টানরা প্রকাশিত বাক্য বইটি শোনার সময় মথি ৪ অধ্যায়ের এই অংশটির কথাই

এই সবকিছু সম্পন্ন হওয়ার পরের কথা এটা, এবং যারা অনন্তকালের জন্য প্রভুর রাজ্যে তাঁর সঙ্গে থাকবে তারা সবাই এখানেই থাকবে এবং যারা নরকে যাবে তারাও এখানেই থাকবে।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য ২১ অধ্যায়ের ৯ পদে বলা হয়েছে, খ্রীষ্ট তাঁর রাজত্বকালে নিজের মহান শক্তি গ্রহণ করেছেন।

আর সাতটি শেষ মহামারীতে পূর্ণ সাতটি পাত্র হাতে থাকা সাতজন স্বর্গদূতের মধ্যে একজন আমার কাছে এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, "এদিকে এসো, আমি তোমাকে বধূ, মেষশাবকের স্ত্রী আমাকে এক মহান ও উঁচু পর্বতে নিয়ে গেলেন। সুতরাং মেষশাবকের স্ত্রী সেখানেই আছেন, যাঁকে তিনি তাঁর মৃত্যুর দ্বারা ক্রয় করেছেন এবং যাঁরা তাঁর শাসনের অধীন হয়েছিলেন ও পৃথিবীতে তা প্রমাণ কা যেমন বলা হয়েছে, সেই অনুসারে তাঁর উৎসর্গীকরণে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

আর যদি তোমরা ঈশ্বরের সন্তান হও এবং খ্রীষ্টের সহযোদ্ধা হও, তবে আমরা তাঁর সঙ্গে দুঃখভোগ করি, যেন আমরাও একসঙ্গে মহিমান্বিত হতে পারি। সুতরাং, সেই মহিমা এখানেই।

আর তিনি এক পয়সার বিনিময়ে আত্মায় আমাকে এক মহান ও উঁচু পর্বতে নিয়ে গেলেন, ঠিক যেমন তিনি মথি ৪ অধ্যায়ে ছিলেন, এবং আমাকে সেই মহান নগরী, পবিত্র যিরূশালেম দেখালেন, যা ঈশ্বর থেবে

তার আলোতে ঈশ্বরের মহিমা থাকায় তা এক অতি মূল্যবান পাথরের মতো, এমনকি স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জ্যাসপার পাথরের মতো ছিল। আর সেই বিশাল ও উঁচু প্রাচীরে বারোটি তোরণ ছিল এবং সেই বারে নাম লেখা ছিল, যা হলো ইস্রায়েলের সন্তানদের বারোটি গোত্রের নাম—পূর্বের তিনটি তোরণে, উত্তরের তিনটি তোরণে, দক্ষিণের তিনটি তোরণে এবং পশ্চিমের তিনটি তোরণে।

এবং বারোটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নগরীর প্রাচীর এবং সেগুলিতে মেষশাবকের বারোজন প্রেরিতের নাম খোদিত। তাই আমাদের রক্ষা করার জন্য শয়তান যিশুকে যে মহিমা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, তি এখন পরিশেষে তাঁর আরও উত্তম মহিমা রয়েছে।

সুতরাং এটি একটি চমৎকার চিত্র এবং যারা তাঁকে সত্যিই বিশ্বাস করে, তাঁর উদ্দেশ্যের সাথে একমত এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর শিষ্য, তারা প্রত্যেকেই এর প্রত্যাশা করতে পারে।

সুতরাং আমরা এখান থেকে শিখি যে, প্রলোভন থেকে কেউই মুক্ত নয় এবং সবচেয়ে ভয়াবহ প্রলোভনও প্রতিহত করা যায়, যতক্ষণ আমরা তা প্রতিরোধ করতে পারি। এমনকি খ্রিষ্টও শয়তানের উপাসনা কর তিনি কখনো তাতে বশীভূত হননি।

সুতরাং, শুধু প্রলোভিত হলেই, এমনকি খুব জঘন্য প্রলোভনের কারণেও, যদি আমরা তা প্রতিহত করি, প্রভুর দিকে ফিরি এবং তাতে বশীভূত না হই, তাহলে তাতে কোনো পাপ নেই।

আমরা এখানে একটি শিক্ষা পাই যে, আত্মার তরবারি—যা ঈশ্বরের বাক্য—কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা আমাদের জানতে হবে এবং সেই কারণেই আমরা বাইবেল জানতে চাই।

আমরা এটি নিয়ে ধ্যান করতে এবং জীবনে তা কীভাবে প্রয়োগ করা যায় তা দেখতে চাই। আমরা দেখতে চাই ধর্মগ্রন্থে শয়তান কীভাবে কাজ করে। আমরা দেখতে চাই ধার্মিকদের কী কী পরীক্ষার সম্মুখীন হ

আমরা ঈশ্বরের বাক্যের সাথে যথাসম্ভব পরিচিত হতে চাই, যেন আমরা প্রতারিত না হই, কারণ আমরা দেখতে পাই শয়তান কী কী ভিন্ন ভিন্ন প্রলোভন ব্যবহার করেছিল এবং সেগুলোর প্রত্যেকটি কেমন ছিল

সে তাকে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস করতে, ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে তার নিজের অবস্থানের প্রতি অবিশ্বাস করতে প্রলুব্ধ করে এবং পরের বার সে তাকে এ বিষয়ে ঔদ্ধত্যপূর্ণ হতে প্রলুব্ধ করে। তার পরের বার করতে এবং সেই দুঃখভোগ এড়াতে প্রলুব্ধ করে, যে দুঃখভোগের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাই তাকে আহ্বান করেছিল।

সুতরাং, এখান থেকে এই শিক্ষাগুলোই পাওয়া যায়। প্রত্যেক প্রলোভন জয় করার জন্য আমাদের জন্য অনুগ্রহ রয়েছে। আমরা ১ করিন্থীয় ১০ অধ্যায়ে এটি পড়ি।

আমরা ১২ পদে পড়ি, "অতএব সে যেন মনে করে যে, যদি সে স্থির থাকে তবে তোমাদের দোষ কম হবে; কোনো প্রলোভনই তোমাদের এমন শিক্ষা দেয় না যা তাঁর সাধারণ আদেশ নয়। কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বস্ত, যি প্রলোভিত হতে দেবেন না। বরং প্রলোভনের সাথে সাথে তিনি পরিত্রাণের পথও করে দেবেন, যেন তোমরা তা সহ্য করতে পারো।"

অতএব, হে আমার নিত্যদিনের প্রিয়জন, আমার আশ্রয় থেকে পালিয়ে যাও, যখন ঈশ্বরের কাছে পরিত্রাণের পথ আছে, তখন আমাদের নিজেদের ওপর ভরসা করা উচিত নয়। আমাদের তাঁর দিকে ফিরতে খুঁজে নিয়ে সেই পথই অবলম্বন করতে হবে।

মানুষ হিসেবে খ্রীষ্টের দুঃখভোগের মাধ্যমে যে বিজয়, যা ক্রুশে চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছিল, তা-ই হলো তাঁকে মান্য করার মাধ্যমে আমাদের বিজয়ের ভিত্তি। আমরা ইব্রীয় পুস্তক ৫ অধ্যায়ের ৭ থেকে ৯ পদে এ

কারণ তাঁর পার্থিব জীবনে, যিনি তাঁকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে সক্ষম, তাঁর উদ্দেশে তিনি আর্তনাদ ও অশ্রুসহকারে প্রার্থনা ও মিনতি নিবেদন করতেন; এবং তাঁর সেই প্রার্থনা গৃহীত হয়েছিল, কারণ পুত্র হ তবুও তিনি যে সকল দুঃখভোগ করেছিলেন, তার দ্বারা বাধ্যতা শিখেছিলেন; এবং সিদ্ধিলাভ করে, ঈশ্বরের দ্বারা আহূত ও বাধ্য সকল ব্যক্তির জন্য অনন্ত পরিত্রাণের প্রণেতা হলেন, এবং আমি মল্কীষেদকের রী

আর এখন এর পরে, আমরা এখানে আরও জানতে পারি যে, ১১ পদে উল্লেখিত খ্রীষ্টের মহাদুঃখভোগ ও মহাবিজয়ের পর, শয়তান তাঁকে ছেড়ে চলে গেল এবং দেখ, স্বর্গদূতেরা এসে তাঁর সেবা করতে লাগল করত।

কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে যে লড়াইয়ের জন্য ডেকেছিলেন, তা লড়ার পর তিনি অবশ্যই প্রয়োজনীয় স্বস্তি পেয়েছিলেন। আর এখন তিনি পরিচর্যার জন্য প্রস্তুত। ঈশ্বরকে যিশুকেও তাঁর প্রকাশ্য পরিচর্যার জন্য প্রস্তুত দিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল।

আর তাই, যেমনটা আমি আগেও বলেছি, ঈশ্বর আমাদের আরও কত বেশি ব্যবহার করবেন। এবং আমরা যখন মথি লিখিত সুসমাচার পড়তে থাকব, তখন আমরা দেখতে পাব যে যিশু তাঁর প্রকাশ্য পরিচর্যা ং

এবং এর সাথে এক বিরাট শক্তি জড়িত থাকবে। সুতরাং এর ভিত্তি হলো, যদি তিনি মরুপ্রান্তরে তাঁর দুঃখভোগের সময়ে এবং তাঁর জীবনের প্রথম ৩০ বছর বিশ্বস্ত না থাকতেন, তবে এর কিছুই সম্ভব হতো না।

আমরা যোহন ২১ অধ্যায়ে পড়ি যে, সুসমাচারগুলোতে যা লেখা আছে, যীশু তার চেয়েও অনেক বেশি কাজ করেছিলেন। এবং যোহন বলেছেন যে, যদি এই সমস্ত বিষয় সকলের জন্য লেখা হতো, তবে আমার তা ধারণ করতে পারত না।

তাই আমরা আগামী সপ্তাহে মথি ৪:১২ থেকে শুরু করব, এবং আমরা আশা করছি যে আমরা হয়তো মথি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব।

৫.২০। তাহলে এই সপ্তাহের জন্য আমাদের কাজ শেষ।

খুব ভালো, অ্যারন। আমি তোমাদের বলতে দিচ্ছি, এই কথাটা খুব তাড়াতাড়ি বলে নিই। ঈশ্বরের মাধ্যমে সবকিছুই সম্ভব। রেকর্ডিং চলাকালীন আমি শুধু রেকর্ডের তিনটি পদ এখানে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম।

এরপর আমরা খুব দ্রুত প্রশ্নোত্তর পর্বে যাব, কারণ হারোণ আরও প্রায় সাত-আট মিনিট আমাদের সাথে থাকবেন। মথি ১৯:২৬, মার্ক ৯:২৩ এবং মার্ক ১০:২৭।

এটা অসম্ভব, ঈশ্বর কী ছিলেন, সবই সম্ভব। আমি শুধু এই কথাটা যোগ করতে চেয়েছিলাম। আমরা যেকোনো প্রশ্নের জন্য সুযোগ দেব। ভাই, আপনার শিক্ষাটা আবারও চমৎকার ছিল।

হাত তোলার দরকার নেই, বন্ধুরা। শুধু কথা বলো। কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য আছে?

আপনি খুব ভালো পড়ান, ভাই। আমার মনে হয়, ভালো কোনো প্রশ্নই করা যায় না।

এটি একটি শক্তিশালী শিক্ষা ছিল। অ্যারন, আপনাকে ধন্যবাদ। আমি ড্যানিয়েল বলছি। ব্যাখ্যাটি আমার ভালো লেগেছে। একটি বিষয় আমার বিশেষভাবে চোখে পড়েছে, যেখানে যিশু 'আত্মা'র মতো শব্দটি প্র

আমার মনে হলো যে তিনি রাজা। দ্বিতীয় বিবরণ এবং সাধারণভাবে পুরাতন নিয়মে রাজাদেরকে যে কথাগুলো বলা হতো, এটি তার মধ্যে অন্যতম ছিল—তা হলো, রাজারা যেন নিজেদের জন্য আইনের এ দিনরাত তা নিয়ে ধ্যান করেন।

যিশু এই কাজটি করতে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন বলে মনে হয়। তাহলে, পাপ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে এবং পরিচর্যার জন্য প্রস্তুত হতে আমরা ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা আরও কত বেশি করে নিজেদের তৈরি ক

ধন্যবাদ, ভাই ড্যানিয়েল।

ভাই অ্যারন, আপনার সময় উৎসর্গ করার জন্য আমিও আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এটি আমার জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছে।

ধন্যবাদ, বোন।

আমেন। আমাদের সাথে এখনও ভাই হেইডেন আছেন। অস্ট্রেলিয়া থেকে কোনো প্রশ্ন আছে, ভাই?

আমি যেভাবে এটা প্রয়োগ করার চেষ্টা করি, তা আমার কাছে সত্যিই আশ্চর্যজনক মনে হয়। যিশু বলেছিলেন, "তোমরা কেবল রুটি দ্বারাই জীবন ধারণ করবে না, বরং ঈশ্বরের মুখ থেকে আসা প্রত্যেকটি ব
সত্যিই অভিভূত করে।

আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন, স্যার? হ্যাঁ। আমি বলতে যাচ্ছিলাম, যিশুর এই কথাটি আমার কাছে আশ্চর্যজনক মনে হয়, "তোমরা কেবল রুটি খেয়েই বাঁচবে না, বরং ঈশ্বরের মুখ থেকে আসা প্র
কথাটি আমাকে সত্যিই অভিভূত করে।

হ্যাঁ, এটা খুবই শক্তিশালী। আর ভাই অ্যারন যেভাবে এটা সাজিয়েছেন, মানে, একসাথে এই বিশেষ সময়টা কাটাতে পারাটা আমাদের জন্য সত্যিই আশীর্বাদের। আমি এটা মন থেকে বিশ্বাস করি। মথি লিখি
এভাবে শেখানো হতে দেখিনি।

ভাই চাক, আপনি কি এখনও আছেন? আমরা সহভাগিতায় যাওয়ার আগে আপনার কি কোনো প্রয়োজন আছে? আপনি কি ভালো আছেন?

ব্রাদার চাকের মাইক্রোফোন মিউট করা আছে নাকি উনি চলে গেছেন? ব্রাদার চাক, উনি চলে গেছেন। আচ্ছা। ধন্যবাদ। আমি দুঃখিত, জিমি।

ঠিক আছে। আপনার কি কোনো প্রশ্ন আছে, নাকি আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি? এগিয়ে যান।

না, ওটা অসাধারণ ছিল। যিশুর পরীক্ষা ও প্রলোভনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় যে বিষয়টি আমার কাছে সবসময় বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, তা হলো, জগতের সমস্ত প্রলোভন ও পাপ এবং দৈহিক
আত্মার দ্বারা আমাদেরও সেই একই শক্তি দেওয়া হয়েছে।

আমার মনে হয় কিছু লোক এই ব্যাপারটা উপলব্ধি করে না। আপনি মানুষকে বলতে শুনবেন, "আমরা আমৃত্যু পাপী থাকব," যা এক ধরনের স্ববিরোধী কথা, কারণ মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত আপনি পাপীই থাক

আমাদেরকে পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করতেই হবে। আমি মনে করি, যিশুও আমাদের মতোই প্রলোভিত হয়ে কষ্ট পেয়েছিলেন; কারণ আমাদের মতোই তিনিও সর্ববিষয়ে প্রলোভিত হয়েছিলেন, অথচ তিনি ছিলে

আমাদের সেখান থেকেই শক্তি ও সামর্থ্য আহরণ করতে হবে, যাতে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, তাঁর আত্মার শক্তিতে আমরাও এই পৃথিবীতে তাঁর মতো করে চলতে পারি। এর সাথে আমি শুধু এটুকুই যে

চমৎকার। বন্ধুরা, আমি যোহন ১৪:১২ পদ দিয়ে শেষ করছি। সেখানে লেখা আছে, "আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, যে আমার উপর বিশ্বাস করে, আমি যে কাজগুলো করি, সেও পাখিদের মতো কাজ করে

তখন তিনি এইগুলি করবেন, কারণ আমি যাই, কারণ আমার পিতা এক মন্দির।" ধন্যবাদ, সবাইকে। আজ রাতে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আমি সত্যিই সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

যারা শুনছেন, সবাই এটা কয়েকবার দেখুন। আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষা সেখানে পোস্ট করব।

আমরা আরও চাই যে আপনি অন্যদেরও এটি শুনতে এবং শিষ্যত্ব গঠনের একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করুন। সেই শিষ্যদের আপনার বাড়িতে নিয়ে আসুন, এটি শুনুন, তাদের একটি কপ
রেকর্ডিং করার আগেও, তাদের সাথে প্রতিটি পদ বারবার পর্যালোচনা করুন।

কারণ তারা যদি মথি লিখিত সুসমাচার পায়, তবে তারা সম্পূর্ণ বাইবেলই পেয়ে যাবে। আমি মনে করি, নতুন বিশ্বাসীদের জন্য শুরু করার এটি একটি চমৎকার জায়গা।

শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আপনাদের দিনটি শুভ হোক।

মথি লিখিত সুসমাচারের ৪-১২ থেকে ৫-১৬ অধ্যায় পর্যন্ত পাঠ-অধ্যয়ন – সপ্তাহ ৪

বিশ্বের যেখানেই থাকুন না কেন, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা বা শুভ সকাল। আমাদের মিশনারিরা আছেন।

আপনারা সাধারণত এখান থেকেই আমাদের সরাসরি শোনেন, তাই মিশনারিগণ, আপনাদের সুপ্রভাত এবং সবাইকে শুভ সন্ধ্যা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এখন ইস্টার্ন টাইম ১০৩০। আমরা আমাদের চমৎকার ধারাবাহিকটি চালিয়ে যাচ্ছি।

মথি লিখিত সুসমাচার পর্যালোচনা এবং গ্লোবাল মিশন ফর চিলড্রেন বাইবেলে আমরা আপনাকে স্বাগত জানাই।

অধ্যয়ন করুন। এই মুহূর্তে ফোনে যারা আছেন, তাদের প্রত্যেককে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমরা আপনাদের জন্য প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করি এবং বিদেশে থাকা আপনাদের প্রার্থনার জন্য, আমাদের মি
আমাদের জন্যও আপনাদের প্রার্থনার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

তাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ব্রাদার অ্যারন কেরি একজন অসাধারণ শিক্ষক এবং আমি একথা বলায় তিনি হয়তো পছন্দ করবেন না, কিন্তু বাইবেল আমাকে সত্য বলতে বলে। তাই তিনি আমার দেখা
এবং তিনি শুধু আমাদেরই সাহায্য করছেন না, বরং চলার পথে আমাদের আধ্যাত্মিকভাবে গড়েও তুলছেন।

বাইবেলের মাধ্যমে তো বটেই, বিদেশের অনেক মানুষও তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে এটি ভাগ করে নিচ্ছেন।

সুতরাং আক্ষরিক অর্থেই শত শত, এমনকি হয়তো হাজার হাজার মানুষ এই শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। তাই ভাই অ্যারন, আপনার জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। তাহলে আর দেরি না করে আ

আজ মথি অধ্যায় ৪ পদ ১২ থেকে শুরু করছি এবং অ্যারন, আমি এখন আপনার কাছে বিষয়টি হস্তান্তর করছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ ভাই। আচ্ছা, আমরা আজ মথি ৫:১৬ পদটি শেষ করতে চেয়েছিলাম। আমি গত সপ্তাহে ৫:২০ পদটির কথা বলেছিলাম, কিন্তু পদটি...

১৬ নম্বর জায়গাটা থামার জন্য ভালো বলে মনে হচ্ছে এবং আশা করি আমরা অহেতুক তাড়াহুড়ো না করে সেখানে পৌঁছাতে পারব।

এখানে পড়া শুরু করার আগে আমি শুধু একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই যে, মথি ৪:৬ অধ্যায়ের একটি আকর্ষণীয় অংশ রয়েছে, যেখানে শয়তান যীশুকে প্রলুব্ধ করে বলেছিল, "যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র
নিজেকে নীচে ফেলে দাও; কারণ ফল প্রকৃতই সত্য, এবং তিনি তোমার বিষয়ে তাঁর দূতদের আদেশ দেবেন; তারা তোমাকে হাতে করে তুলে নেবে, যেন কোনো সময় তোমার পা মাটিতে আঘাত না করে।"

পাথরটি। শয়তান শুধু গীতসংহিতা ৯১ থেকে সেই পদটিই অনুপযুক্তভাবে উদ্ধৃত করছিল না, বরং সে চারটি শব্দও বাদ দিয়েছিল। সে 'তোমার সমস্ত পথে' কথাটি বাদ দিয়েছিল, যা গীতসংহিতা ৯১ পড়লে দে

সেখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিটি দেখুন। আর আপনার মনে আছে আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে, কীভাবে শয়তান প্রথম কাছে এসেছিল

তিনি বললেন, "ঈশ্বর কি তোমাদের নিষেধ করেছেন?" আমি শুধু সেই পদটি এখানে তুলে ধরছি। তিনি উদ্ধৃত করেননি

উভয় ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের বাক্য হবাকে নির্ভুলভাবে বলা হয়েছিল। তিনি প্রথমে আদিপুস্তক ২:১৭ পদে বলেছিলেন, "প্রতিটি গাছের

"বাগানের ফল তুমি স্বাধীনভাবে নিতে পারো, কিন্তু ভালো-মন্দের জ্ঞানবৃক্ষের ফল তুমি খাবে না, যেদিন থেকে তুমি তাতে ভিজবে, নতুবা তুমি নিশ্চিতভাবে মারা যাবে।" আর ৩:১ পদে শয়তান যখন হবার কা
যদি বলে থাকেন যে সে প্রত্যেক গাছের ফল খাবে না।"

বাগান—সে তো এমনটা বলেনি, এবং হবা তা দেখল, আর সেই নারী সর্পকে বলল, আমরা সেই গাছের ফল খেতে পারি, বাগান থেকে, কিন্তু সেই গাছের ফল যা...

বাগানের মাঝখানে আছে। ঈশ্বর বলেছেন, তোমরা তা থেকে খাবে না, স্পর্শও করবে না।

"পাছে তুমি মারা যাও।" হবাও সেখানে বার্তাটি পুরোপুরি বুঝতে পারেননি এবং আমি মনে করি এর কারণ হতে পারে যে ২:১৭-তে মূল আদেশটি কেবল আদমই শুনেছিলেন এবং আদম হয়তো বিশ্বস্ততার এটাও সম্ভব যে সর্পটি ফলটি স্পর্শ করছিল যখন

তিনি ৪ নং পদে বলেছেন, "তোমরা প্রকৃত অর্থে মরবে না," যখন ঈশ্বর বলেছিলেন, তিনি কেবল খেতে নিষেধ করেছিলেন।

এর। তাই সে হয়তো সর্পটিকে ফলটি স্পর্শ করতে দেখে ভেবেছিল যে সে ঠিক আছে, কারণ

এরই একটা অংশ। আর তাই এটা দেখা বেশ মজার যে, শয়তান শুধু বাইবেলের অপব্যবহারই করে না, বরং সে প্রায়শই বাইবেল থেকে উদ্‌ধৃতিও দেয় না। অর্থাৎ, সে বাইবেল থেকে নির্ভুলভাবে উদ্‌ধৃতি দেয় ন

আর তাই, ঈশ্বর ঠিক কী বলেছেন তা সঠিকভাবে জানার জন্য এবং শাস্ত্রের সঠিক শব্দচয়নের প্রতি সতর্ক থাকার জন্য এটি একটি স্মরণিকা মাত্র। কারণ শয়তান কোনো ভ্রান্ত মতবাদের জন্য সুযোগ ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য শাস্ত্রের শব্দে সামান্য কিছু যোগ করবে, কিছু অংশ বাদ দেবে এবং সেগুলোকে বিকৃত করবে। আর আমি গত সপ্তাহের একটি বিষয়ও স্পষ্ট করতে চাই, যেখানে আমি বলেছিলাম যে ই পরিচর্যায় নিযুক্ত হওয়ার আগে এক মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল এবং ঈশ্বর যদি আমাদের পরিচর্যায় নিযুক্ত করেন, তবে আমাদেরও এর থেকে ভিন্ন কিছু প্রত্যাশা করা উচিত নয়।

আর আমি শুধু এটা স্পষ্ট করতে চাই যে, শুধুমাত্র এই ভেবে আমাদের নিজেদেরকে কখনো অকারণে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ফেলা উচিত নয় যে, এর ফলে ঈশ্বর আমাদের ব্যবহার করবেন। আমরা নির্ভর করে এবং যদি আমরা তাঁর আত্মার দ্বারা পরিচালিত হই, তবে আমরা সম্ভবত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই নিজেদেরকে খুঁজে পাব।

আর আমাদের কখনোই এমনটা ভাবা উচিত নয় যে, নিজেদের বোকামির কারণে আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর বিপদ ডেকে এনেছি বলে ঈশ্বরের কোনো ক্ষতি হবে।

আমাদেরকে ব্যবহার করার জন্য। সেটা হবে ঈশ্বরকে প্রলুব্ধ করা, যা শয়তান যীশুকে দিয়ে করানোর চেষ্টা করেছিল যখন সে তাঁকে মন্দিরের চূড়ায় বসিয়েছিল। তাই আমি মথি ৪:১২ থেকে ২৫ অধ্যায় পড়ব

আমি কোনো মন্তব্য ছাড়াই দ্রুত এটা পড়ে নেব, শুধু এই কারণে নয় যে আমরা ধর্মোপদেশে পৌঁছাতে চাই।

পঞ্চম অধ্যায়ে পর্বতের উপরে যাই এবং সেখানে অনেক সময় কাটাই, তবে এর আরেকটি কারণ হলো আমি সত্যিই বিশ্বাস করি

পরবর্তী এই ১৪টি পদ দ্রুত পড়া উচিত, কারণ এটি দেখায় যে যিশু মরুপ্রান্তরে শয়তানকে পরাস্ত করেছেন।

তিনি তাঁর প্রলোভনগুলো জয় করেছেন, তিনি ঈশ্বরকে মুগ্ধ করেছেন, তিনি পরিচর্যার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, এখন

তিনি প্রভুর শক্তিতে আবির্ভূত হন এবং তাঁর এক শক্তিশালী প্রভাব থাকে। তাই মথি

৪, ১২, এখন যখন যীশু বলেন, "হেরিদ ঈশ্বরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল, তিনি গালীল প্রদেশে চলে গেলেন,

এবং নাসরত ত্যাগ করে তিনি সমুদ্রতীরবর্তী কফরনাহুমে এবং সবূলন ও নপ্তলীমের সীমান্তে এসে শিক্ষা দিতে লাগলেন, যেন যীশুর দ্বারা কথিত বাক্য পূর্ণ হয়।

ভাববাদী যিশাইয় বলছেন, "সমুদ্রের পথের ধারে, যর্দনের ওপারে, অ-ইহুদিদের গালীল অঞ্চলে, সবূলনের ও নপ্তলীমের দেশে, যে লোকেরা অন্ধকারে ছিল বলে দাবি করেছিল, তারা মহাজ্যোতি দেখল, এবং বলে দাবি করেছিল, তাদের জন্য আলো উদিত হয়েছে।"

এটা যিশাইয় অধ্যায় ৯ থেকে নেওয়া। সেই সময় থেকে যিশু এই কথা প্রচার করতে শুরু করেন যে, মন পরিবর্তন করো, কারণ স্বর্গরাজ্য সন্নিকট। আমরা জানি যে, মথি ৩:২ পদে যোহন বাপ্তিস্মদাতাও এই ক গত সপ্তাহে মন পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছি। বাইবেলের ঈশ্বরের প্রত্যেক প্রকৃত মানুষ।

অনুতাপের প্রচার করেন। যারা এইমাত্র রেকর্ডিংটি শুনছেন, তাদের জন্য বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হলো।

আমি গত সপ্তাহের ৩:১-৪:১১ পদের বার্তাটি আবার শোনার পরামর্শ দেব। সুতরাং ১৮ পদ, "যীশু গালীল সাগরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দুই ভাইকে দেখতে পেলেন—শিমোন, যাঁকে পিতর বলা হত, এবং জাল ফেলছিলেন। কারণ তাঁরা জেলে ছিলেন, এবং তিনি তাঁদের বললেন, 'আমার অনুসরণ কর, আর আমি তোমাদের মানুষ ধরার জেলে বানাব।' আর তাঁরা তখনই তাঁদের জাল ফেলে দিলেন।"

এবং তাঁর অনুসরণ করলেন। আর তাদের কাছ থেকে এগিয়ে গিয়ে তিনি আরও দুজন ভাইকে দেখতে পেলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন জেবেদির পুত্র যাকোব,

এবং তার ভাই যোহন। আর তাদের পিতা জেব্দী ছিলেন একজন জাহাজচালক, যিনি তাদের জাল মেরামত করছিলেন এবং তাদের ডাকলেন। এটা মজার যে, তিনি তাদের জাল মেরামত করতে ডাকলেন। ত ছিলেন, কিন্তু পিতর ও আন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে, তারা সমুদ্রে জাল ফেলছিলেন।

তাদের পেশা মৎস্য শিকার হোক, বা তাতে কোনো সমস্যা থাকুক, সকলেরই সেই ডাকে সাড়া দেওয়ার কথা ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই তাদের পেশা ছিল মৎস্য শিকার। তাই তিনি তাদের কাছ থেকে এগিয়ে গিয়ে জেবেদির পুত্র যাকোব এবং তার ভাই যোহন। তাদের পিতা জেবেদি একটি নৌকায় বসে জাল মেরামত করছিলেন, আর তিনি তাদের ডাকলেন। তখন তারা তৎক্ষণাৎ নৌকা ও তাদের পিতাকে ছেড়ে তাঁ সমস্ত গালীল জুড়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন।

তাদের উপাসনালয়ে রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করা এবং সব ধরনের অসুস্থতা নিরাময় করা

এবং লোকদের মধ্যে সব ধরনের রোগব্যাধি। আর তাঁর খ্যাতি সমস্ত সিরিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, এবং তারা তাঁর কাছে নানা প্রকার রোগে ও যন্ত্রণায় আক্রান্ত সমস্ত অসুস্থ লোককে, এবং যারা শয়তান দ্বারা আ যাদের পক্ষাঘাত হয়েছিল, তাদের নিয়ে এল। পক্ষাঘাত, এটা এক ধরনের প্যারালাইসিস। আমার মনে হয় সম্ভবত হবে

আধুনিক ইংরেজিতে এর সবচেয়ে কাছাকাছি শব্দ। এবং তিনি তাদের সুস্থ করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, লক্ষ্য করুন, না।

প্রত্যেকটি অসুস্থ ব্যক্তিই ভূতে ধরা ছিল না, বরং অসুস্থতায় ভোগা প্রত্যেক ব্যক্তিই ভূতে ধরা ছিল।

কিছু লোক শেখায় যে মানুষের প্রতিটি অসুস্থতা এবং শারীরিক সমস্যার পেছনে সরাসরি একটি শয়তান রয়েছে। এবং তারপর আমরা পুরোটা জুড়েই তা দেখতে পাব।

সুসমাচার। কখনও কখনও যিশু যখন লোকদের সুস্থ করতেন, তখন তাঁকে ভূতের তাড়ানোর পাশাপাশি একটি শয়তানকেও বের করে দিতে হতো।

সেটা, কিন্তু অন্য সময়ে তিনি তা করেননি। সুতরাং এটা এমন কোনো বিষয় নয় যা সবার জন্য একই রকম। ২৫ নং পদ, এবং গালীল থেকে বহু লোক ও পুঁজিবাদী তাদের অনুসরণ করে। পুঁজিবাদী

জর্ডান নদীর উত্তরের অঞ্চল। মূলত আমরা এখন সম্ভবত একেই বলি

দক্ষিণ-পূর্ব সিরিয়া, এবং জেরুজালেম, এবং যিহূদিয়া, এবং যর্দানের ওপারে। সুতরাং পঞ্চম অধ্যায়, এবং দেখে

জনতার ভিড় থেকে তিনি একটি পর্বতে আরোহণ করলেন এবং সেখানে বসলে তাঁর শিষ্যরা তাঁর অনুগামী হলেন। সুতরাং, এখন আমরা যা পেতে চলেছি তা 'পর্বতের উপর উপদেশ' নামে পরিচিত। এখানে যি জন্য প্রয়োজনীয় চরিত্র সম্পর্কে কথা বলছেন।

তার রাজ্য। এগুলো শুধু শুনতে সুন্দর, উচ্চ ও অপ্রাপ্য কিছু আদর্শ নয়, যা মানুষকে আরও ভালো মানুষ হতে অনুপ্রাণিত করার জন্য বলা হয়। তা হবে

একটি ভুল বোঝাবুঝি। এটি এমন একটি চরিত্র যার জন্য আমাদের অনুতাপ করতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে, এবং এর জন্য আমাদের মহান চিকিৎসক খ্রীষ্টের সন্ধান করতে হবে, এবং সেই ধার্মিকতা য

পরিত্রাণ লাভ করা। এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে যারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হতে চলেছে। 'আশীর্বাদপ্রাপ্ত' এবং 'সুখী' শব্দ দুটি খুব কাছাকাছি। যখন যিশু বলেন, 'ধন্য সেই দীনহীন ও আত্মা',

আমরা এও বলতে পারি যে, দীনহীন ও আত্মারা ধন্য। এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে যারা সুখী, জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং স্বর্গীয় দৃষ্টিকোণ থেকে; যারা বিচার দিবসে সুখী হবে। যারা তাঁর রাজ্যের অধি আসার পর তাঁর রাজ্যে থাকবে, যিশু তাদের কাছ থেকে এই বৈশিষ্ট্যটিই প্রত্যাশা করেন। এখানে আমার আরও কিছু মন্তব্য আছে।

এই জিনিসগুলোর প্রচুর নকল রয়েছে। আমরা যখন এগুলো পড়ি, তখন এগুলো এমন কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় থাকে না, যা অর্জনের জন্য মানুষ কাজ করবে এবং নিজেদেরকে উন্নত করার চেষ্টা করবে।

এটি একটি সম্পূর্ণ প্যাকেজ যা ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্কে থাকা বা ঈশ্বরের দিকে ধাবমান একটি হৃদয়কে বর্ণনা করে।

যাইহোক, ঈশ্বরের কাছে সঠিক। এগুলো ধার্মিকতার বিভিন্ন দিক। লোকেরা চেষ্টা করতে পারে

নির্দিষ্ট কিছু উপায়ে নিজেদের উন্নত করা। মানব চরিত্র, মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি এবং ভক্তি।

মনে হতে পারে যে আমাদের মধ্যে এই জিনিসগুলোর কিছু আছে, কিন্তু ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্ক আছে এমন হৃদয় বলতে কী বোঝায়, তা আমাদের দেখতে হবে। এর মধ্যে একটি পূর্ণতা আছে। আমরা কি দেখতে পাব। সংখ্যা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। বাইবেলে সাত সংখ্যাটি রাখুন। আমি বলছি বাইবেলে। আমরা বাইবেলের বাইরে সাত সংখ্যাটি দেখতে চাই না। সেটা কুসংস্কার হ সংখ্যাটি প্রায়শই পূর্ণতার প্রতীক। আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বরীয় চরিত্রের পূর্ণতা বিষয়ে এমন কিছু আছে যা নিয়ে যিশু কথা বলবেন।

এখানে তিন থেকে নয় পদে। যারা চালিয়ে যেতে চায়, তাদের জন্য এগুলো এমন বিষয় নয়।

কোনো না কোনো পাপে লিপ্ত এবং নিজেদের শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করতে চায়, কিন্তু তবুও দৈহিক বাসনা নিয়েই জীবনযাপন করে, তবুও

ইংরেজদের সংঘাতে ভুল পক্ষে থাকা, নিজেদের বিসর্জন দিয়ে ক্রুশ বহন করতে অস্বীকার করা এবং নিঃশর্তভাবে যীশুকে তাদের রাজা হিসেবে অনুসরণ করা—এই সবকিছু একসাথে পাওয়া সম্ভব নয়।

বিষয়গুলো সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব নয়, যদি না আপনি তা করতে ইচ্ছুক হন। আমরা যখন পর্বতের উপর উপদেশ নিয়ে আলোচনা করব, তখন দেখব যে, কীভাবে আপনি আপনার জীবনে অনুতাপহী কেবল আপনার জীবনে চরিত্রের এই ইতিবাচক দিকগুলো যোগ করার চেষ্টা করে ভাবতে পারেন যে ঈশ্বর তা গ্রহণ করবেন।

তোমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুতাপ করতে হবে এবং খামির দূর করতে হবে এবং পরে ধর্মোপদেশে যীশুর কথাও বলা হয়েছে।

পর্বতের উপর দেখানো হবে কিভাবে শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীরা ঈশ্বরের আইনকে বিকৃত করেছিল, যাতে তারা নিজেদের পাপকে ন্যায্যতা দিতে পারে এবং জনগণকে তাদের পাপে উৎসাহিত করতে পারে। আমি

এখানে এক থেকে বারো পর্যন্ত এবং তারপর আমি ফিরে এসে পদ ধরে ধরে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। সুতরাং পাঁচ-এক, "আর সেই জনতাকে দেখে তিনি এক পর্বতে আরোহণ করলেন এবং

যখন তিনি বসলেন, তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে আসলেন। ঠিক যেমন মোশি পুরাতন নিয়মের বিধান দিয়েছিলেন।

একটি পর্বত থেকে, যিশুও নতুন চুক্তির বিধানের বিষয়ে একইভাবে কাজ করেন। তিনি তৈরি করতে যাচ্ছেন...

পরবর্তীতে এটা স্পষ্ট হয় যে, তিনি বিধান ও ভাববাদিদের ধ্বংস করতে আসেননি, বরং তা পূর্ণ করতে এসেছেন।

তিনি যে ধার্মিকতার প্রচার করছেন তা মোশির বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রভু চাইলে আগামী সপ্তাহে আমরা এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব। "আর তিনি মুখ খুলে তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। ধন্য সেই শোককারীরা, কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে। ধন্য সেই নম্রেরা, কারণ তারা পৃথিবীর অধিকারী হবে। ধন্য সেই

যারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণা জাগিয়ে তোলে, কেননা তারা পরিতৃপ্ত হবে। ধন্য করুণাময়গণ।

কারণ তারা করুণা লাভ করবে। ধন্য নির্মলচিত্তেরা, কারণ তারা ঈশ্বরকে দেখবে। ধন্য শান্তি স্থাপনকারীরা, কারণ তারা ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে। ধন্য তারা, যারা ধার্মিকতার কারণে নির্যাতিত হয়, তোমরা, যখন লোকেরা তোমাদের নিন্দা করবে, তোমাদের নির্যাতন করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে সবরকম মন্দ কথা বলবে।

আমার খাতিরে তোমরা মিথ্যাচার করেছ। আনন্দ করো ও অত্যন্ত উল্লসিত হও, কারণ স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার মহান; কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী ভাববাদীদেরও তারা একইভাবে তাড়না করেছিল।" সুতরাং বলেছিলেন, "আত্মায় দীনহীনরা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।" আমরা দেখব যীশু ১০ নং পদে সেই বাক্যটিই ব্যবহার করেছেন, যখন তিনি বলেন, "যারা তাড়নাপ্রাপ্ত, তারা ধন্য।"

ধার্মিকতার খাতিরে, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। আর এর একটা কারণ আছে।

বিশ্বাস করি তিনি তা করেন। কিন্তু মূলত এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে রাজ্য এমন একটি জিনিস যা এখন কিছুটা অধিকার করতে হবে এবং পরে সম্পূর্ণরূপে। এবং আমরা এই বিষয়ে কথা বলেছি।

পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখা গেছে যে, যারা রাজ্যের অধীন, তারা তাঁর উৎসর্গের মাধ্যমে তাঁকে অনুসরণ করে। এবং তিনি দ্বিতীয়বার ঠিক সেভাবেই ফিরে আসবেন, যেভাবে প্রথমবার এসেছিলেন, কারণ মসিহ প্রং

মানবজাতিকে মুক্তি দিতে এবং আমাদের পাপ থেকে বাঁচাতে একজন দুঃখভোগী ও সেবক হিসেবে সময় কাটান। সুতরাং নিজের কাছে নিজেকে পবিত্র করুন।

এমন এক জাতি, যারা তাঁর দ্বিতীয় আগমনে তাঁর জন্য নির্মল ও পবিত্র হবে। এবং

যারা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুত থাকবে অথবা সেই সময়ে প্রস্তুত থাকবে, তারাই পুনরুত্থিত হবে।

তাঁর দ্বিতীয় আগমনে তারা রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে। তাই যখন তিনি তাদের কথা বলেন

স্বর্গরাজ্য হলো নতুন চুক্তির আশীর্বাদ লাভ করা।

এবং

যারা রাজ্যের মধ্যে আছেন, যাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা আছেন এবং যারা সত্যে তাঁকে অনুসরণ করছেন

এখন তাদের রাজা হিসেবে রাজ্যের এমন এক পূর্ণতা আসবে যে, যখন খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন, তখন তারা তাঁর সাথে মহিমায় আবির্ভূত হবে এবং তাঁর সাথে রাজত্ব করবে। তাই এটা গুরুত্বপূর্ণ যে সেখানে

ঈশ্বরের রাজ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দিকটি অনুধাবন করতে না পারার কারণে অনেক ধর্মতাত্ত্বিক ও মতবাদগত ভুল বোঝাবুঝি ঘটে। কিছু ডিসপেনসেশনালিস্ট শিক্ষা দেয় যে, যিশু ইহুদিদের আক্ষরিক পাি ইহুদিরা তাঁকে তাদের রাজা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা আরও শিক্ষা দেয় যে, রাজ্য সম্পর্কে তাঁর সমস্ত বাণী এবং সুসমাচারগুলো খ্রিস্টের রাজত্ব করতে ফিরে আসার পর সহস্রাব্দীয় রাজ্য পর্যন্ত স্থগি বলে যে, সুসমাচারের বিষয়গুলো খ্রিস্টানদের জন্য নয়। এটা স্রেফ একটি শয়তানি প্রতারণা, যা শুধু এটাই বলছে যে, হ্যাঁ, ঈশ্বর বলেছেন, কিন্তু এখানে এই বিষয়টিও রয়েছে।

সম্পূর্ণ যুগীয় ধর্মতত্ত্ব যা সুসমাচারের সবকিছুকে সেভাবেই ব্যাখ্যা করে।

আরও একটি বিষয় আছে, যা নিয়ে আমরা আগামী সপ্তাহে কথা বলতে ইচ্ছুক।

এ বিষয়ে আরও কিছু কথা। এটা প্রায়শই মেনোনাইট, অ্যামিশ বা এই জাতীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দেখা যায়।

তাদের যা আছে, তাদের বিপরীত কান আছে। তারা বলে, রাজ্য এখন তার পূর্ণতায় এসেছে।

এবং তারা মূলত এই বর্তমান বিশ্বের সরকারগুলোকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল যে

খ্রিস্টের রাজ্যের সঙ্গে সহজাতভাবেই শত্রুতা রয়েছে। এখন আমরা গীতসংহিতা ২ থেকে এবং সাধারণ জ্ঞান থেকে তা জানি।

পার্থিব রাজা ও শাসকেরা প্রায়শই ঈশ্বরবিহীন মানুষ, যারা খ্রিষ্টের রাজ্যের বিরোধিতা করে। কিন্তু তাদের শাসনক্ষমতার পদটি স্বভাবগতভাবে তা নয়।

এবং আমরা রোমীয় ১৩ অধ্যায়ে এ বিষয়ে পড়ি যে, ঈশ্বর শাসনব্যবস্থা পাঠিয়েছেন, তিনি শাসনব্যবস্থা পাঠিয়েছেন কারণ

দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি এবং সৎকর্মের জন্য তাদের প্রশংসা। আর তাই একথা বলা এবং

তাই মেনোনাইটদের মতো অ্যামিশ গোষ্ঠীগুলোও রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের ব্যাপটাইজ করবে না, কারণ...

রাজ্য সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের কারণে তারা বলে যে তারা মূলত সেরকমই।

তারা এই পৃথিবীতে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার মাধ্যমে অন্য এক প্রভুর সেবা করছে এবং তারা সৈন্য, কারারক্ষী, সংশোধন কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তাদের দীক্ষা দিত না, যদি না তারা...

তাদের সরকারি পদ থেকে পদত্যাগ করা। আর আমরা জানি যে এটা একেবারেই বাইবেলসম্মত নয়। আমরা দেখি যে প্রেরিতরা কর্নিলিয়াস নামে একজন সৈনিককে বাপ্তিস্ম দেন, তারা ফিলিপ্পিয়ার কারারক্ষক

মেনোনাইট ও অ্যামিশদের শান্তিবাদ—যা আমরা আগামী সপ্তাহে আবারও দেখব—একটি ভুল।

তাদের শান্তিবাদ এই ধারণা থেকে আসে যে, একজন খ্রিস্টানের জন্য বলপ্রয়োগ কখনোই শোভন নয়।

যেকোনো পরিস্থিতিতে এই ধারণাটি আসে খ্রিষ্টের লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্য সম্পূর্ণরূপে এসে গেছে—এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে, যদিও তা এখনও ঘটেনি। তাই এই বিষয়টি স্পষ্ট করা জরুরি। এবার আসা যাক

৩ নং পদে আমরা যে মূল বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই, তা হলো যিশুর বলা প্রথম কথা—ধন্য।

যারা আত্মায় দীনহীন, তারাই ঈশ্বরের রাজ্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। আমাদের অবশ্যই অনুতাপের দরজা দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে এবং সেখানে কোনো জাগতিক গৌরব থাকতে পারে না।

কোনো আত্মপক্ষ সমর্থন নয়। আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের সামনে ভিক্ষুকের মতো, অনুগ্রহপ্রার্থী এক ভিক্ষুকের মতো, একজন... হিসেবে শূন্য হাতে আসতে হবে।

শত্রু, যিনি এক ধার্মিক রাজার, যিনি তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা স্বীকার করছেন এবং তাঁর অনুগ্রহে থাকার কোনো অধিকারই দাবি করছেন না। আমাদের অবশ্যই তাঁর কাছে অস্ত্র ত্যাগ করে এ
আসতে হবে। আঁকড়ে ধরে রাখার মতো কিছুই থাকতে পারে না, যেমন প্রথম যোহন ২ অধ্যায়ে দৈহিক কামনা, চক্ষুর কামনা এবং জীবনের অহংকারের কথা বলা হয়েছে।

এর প্রেক্ষাপট হলো যোহনের এই কথা যে, জগৎ বা জগতের কোনো বস্তুই নয়; যদি কোনো মানুষ জগৎকে ভালোবাসে, তবে তার মধ্যে পিতার ভালোবাসা নেই। আমাদেরকে আগে আসতে হবে।

ঈশ্বর হলেন করুণা ও অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী ভিক্ষুকের মতো এবং আমি ১ করিন্থীয় ১ অধ্যায় থেকে শুধু একটি অংশ পড়তে চাই, যা আমার বিশ্বাস অনুযায়ী আত্মায় দীন হওয়ার প্রকৃত অর্থ তুলে ধরে।

ভাবুন তো, যিশু কীভাবে বলেছিলেন, "একজন ধনী ব্যক্তির জন্য ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কতই না কঠিন হবে; একজন ধনী ব্যক্তির জন্য ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে একটি উটের পক্ষে সূঁচের ছি
যারা এই শাস্ত্রাংশটি অধ্যয়ন করেন, তারা জানেন যে তিনি বিশ্বাস এবং ধন-সম্পদের কথা বলছেন। আমরা হিতোপদেশ ১৮:১০-এ পড়ি যে, প্রভুর নাম এক আঘাতকারী দুর্গ, ধার্মিকেরা তাতে আশ্রয় নেয়।

নিরাপদ, কিন্তু হিতোপদেশ ১৮:১১-এর পরবর্তী পদে বলা হয়েছে, ধনীর সম্পদই তার দুর্গ এবং একটি উঁচু প্রাচীরের মতো। নিজের অহংকারে ধনী ব্যক্তি বিশ্বাস করতে থাকে যে তার নিজের সম্পদই তাকে
সুরক্ষিত। এখন, এটা সবসময় সত্যি নয় এবং প্রায়শই...

গরীবরা যারা বস্তুগত জিনিসের উপর বিশ্বাস করে, গরীবরা যারা বোকামির উপর ভরসা করে, কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, যারা ধনী তারা তাদের ধন-সম্পদের উপর আস্থা রাখে এবং গর্ববোধ করে।

এবং তাদের ধন-সম্পদের মধ্যে থাকা মিথ্যা নিরাপত্তাবোধ, অপরদিকে দরিদ্র মানুষেরা এই ধরনের প্রবণতার শিকার কম হন।

এটা একটা ফাঁদ, যা তাদের মধ্যেও ঘটতে পারে এবং একই কথা স্বাভাবিকভাবে যারা... তাদের ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে।

স্বাভাবিকভাবেই দেখতে সুন্দর, শক্তিশালী এবং ক্রীড়াবিদসুলভ হওয়া মানেই এই নয় যে ঈশ্বর শুধু তাদের স্বভাবের বিরুদ্ধে নন, বরং নিজেকে সত্যিই বিনয়ী হতে হবে।

ঈশ্বরের সামনে এবং নিজের কোনো কিছুকে আঁকড়ে না ধরে অনুতাপের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসা এবং তাঁর উপস্থিতিতে কোনো মহিমা ছাড়াই রাজার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা একটি কঠি
করিন্থীয় অধ্যায় ১ পদ ২১ থেকে পড়তে চাই, কারণ প্রজ্ঞায় তারা

ঈশ্বরের ইচ্ছায়, জগৎকে প্রজ্ঞা দ্বারা রক্ষা করা উচিত, কিন্তু ঈশ্বর প্রচারের মূর্খতা দ্বারা তা করতে সন্তুষ্ট নন।

যারা বিশ্বাস করে, তাদের জন্য; কারণ ইহুদিরা একটি চিহ্ন চায়; গ্রিকরা প্রজ্ঞার অন্বেষণ করে; কিন্তু আমরা ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের প্রচার করি; যা ইহুদিদের কাছে বিঘ্নের কারণ এবং গ্রিকদের কাছে মূর্খতার কারণ।
নামেই পরিচিত, তাদের কাছে খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের শক্তি ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা; কারণ ঈশ্বরের মূর্খতা মানুষের চেয়ে জ্ঞানী এবং ঈশ্বরের দুর্বলতা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী। কেননা তোমরা তোমাদের আহ্বান দেখ
জাগতিক জ্ঞানে জ্ঞানী লোকের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

অনেক উপায় নেই, আর বেশি নয়, আর বেশি নয়, ডাকা হয়নি, কিন্তু ছেলেরা বোকার মতো কাজগুলোই বেছে নিয়েছে।

পৃথিবীর জ্ঞানী ব্যক্তিদের হতবাক করতে এবং পৃথিবীর দুর্বল জিনিসগুলোকে হিমায়িত করে দিতে

পরাক্রমশালী বিষয়গুলোকে, জগতের এই বিষয়গুলোকে, ঈশ্বরের মনোনীত সুবাসিত বিষয়গুলোকে এবং যা কিছু আছে সেগুলোকে অসার করার জন্য নয়—এই সবকিছুকে হতবুদ্ধি করো; আর এটাই হ
মূল চাবিকাঠি—এমন একজন যার কোনো মাংস বা মহিমা নেই।

তাঁর উপস্থিতিতে কিন্তু তোমরা খ্রীষ্ট যীশুতে তাঁরই, যিনি ঈশ্বরের দ্বারা আমাদের জন্য প্রজ্ঞা, ধার্মিকতা, পবিত্রতা ও মুক্তি হয়েছেন; যেমন লেখা আছে, তিনিই মহিমার; তিনি প্রভুতে মহিমা করুন। তাই স্পষ্টতই
নয়, অনেক জ্ঞানী লোক পরে

মাংস অনেক পরাক্রমশালী নয় অনেক সম্ভ্রান্ত সে স্পষ্টতই স্পষ্টতই যে কেউ দেখতে পারে পারে দেখতে পারে

ঈশ্বরকে ভয় করতে পারে এবং বুঝতে পারে যে তাদের তাঁর সাথে সম্পর্ক ঠিক করতে হবে এবং বুঝতে হবে।

এই পৃথিবীতে তার সাথে সঠিক সম্পর্ক এবং প্রাপ্তি ছাড়া আর কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ, সুরক্ষা এবং ধার্মিকতা লাভ করাই তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এবং স্পষ্টতই, যেমনটা আমি বললাম, যারা নিম্নস্তরের, যারা পরাক্রমশালী, সম্ভ্রান্ত এবং জ্ঞানী নয়, তারাও হতে পারে।

মূর্খতা, তাই এটা এবং এবং এবং না, উম এবং এমনকি সেইসব মিথ্যা নিরাপত্তাবোধ থাকা সত্ত্বেও যা উম, ধনী এবং নির্দিষ্ট কিছু জীবনধারার মানুষেরা পোষণ করে, তবুও সংকীর্ণ পথ থেকে বিচ্যুত হতে পা খ্রীষ্টকে থেকে বিচ্যুত হতে পারে এবং তবুও উম

এখনও রাজ্যে প্রবেশ করতে পারিনি, কিন্তু নিশ্চিতভাবে আমাদের প্রয়োজন... কেউ কখনও ডাক্তারের কাছে এসে বলে না যে সে সুস্থ। যখন আপনি ডাক্তারের কাছে যান, আপনি সেখানে যান কারণ আপনি আমি শুধু চিকিৎসক নই, কিন্তু যারা অসুস্থ তাদের জন্যই এটা প্রযোজ্য।

এবং আমাদের স্বাভাবিকভাবে যে সমস্ত পরীক্ষা ও দুর্বলতা রয়েছে, যা আমাদেরকে সচেতন করে তুলতে পারে।

আমাদের আধ্যাত্মিক ভাঙন এবং তা আমাদেরকে সেই চিরন্তন সত্তার সন্ধান করতে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারে যা

আসল কথা হলো, আমাদের এটা ব্যবহার করা উচিত, তা অল্প হোক বা বেশি, সবাই, প্রত্যেকে।

তাদের কাছে এমন কিছু আছে যেখান থেকে তারা বার্তাটি পেতে পারে এবং সেখানে একটি চিহ্ন আছে যে, লাইনটির একটি অংশ হলো: আমরা হলাম ভাঙা এবং তোমরা হলে...

নিরাময়কারী এবং এটাই সেই উপলব্ধি যে, এর ফলে আমাদের দরিদ্র হওয়া উচিত

প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় তিনের শেষের দৃশ্যগুলো এর বিপরীত।

তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে তারা ধনী এবং তাদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই এবং খ্রীষ্ট

যিশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, "বাস্তবে তোমরা হতভাগ্য, নগ্ন ও অন্ধ। শুধু এই কারণে নয় যে আমরা একসময় ভেঙে পড়েছিলাম এবং অনুগ্রহের প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম, আমাদের দিনের পর দিন ত বলেছিলেন যে, তিনি ঈশ্বর এবং আমরা তাঁর শাখা। আর যেমন একটি শাখা দ্রাক্ষালতায় আশ্রয় নেওয়া ছাড়া নিজে থেকে ফল দিতে পারে না, তেমনি তোমরাও কেবল গ্রহণ করতে পারো না, তোমাদের আশ্রয়

আমার মধ্যে, উম... যেকোনো শাখা যদি মূল লতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তা যতই ফলপ্রসূ হোক না কেন, শুকিয়ে যেতে পারে। এবং যিশু বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আমার মধ্যে থাকে না, তাকে বিতাড়িত করা হ

শাখার মতো বেরিয়ে আসে এবং শুকিয়ে যায়, আর তারা সেগুলোকে আগুনে জড়ো করে পুড়িয়ে ফেলে।

এমনকি যিশুও, একজন মানুষ হিসেবে যাঁর করুণার প্রয়োজনই ছিল না, যিনি পাপের দ্বারা কখনো ভেঙে পড়েননি, তবুও বেঁচে ছিলেন।

পাপ থেকে রক্ষা পেতে এবং যে পরিচর্যার জন্য তাকে আহ্বান করা হয়েছিল তা পূর্ণ করার জন্য অনুগ্রহ লাভ করতে, তিনি প্রতিদিন তার পিতার উপর নির্ভরশীল ছিলেন; তাহলে আরও কত বেশি!

ইব্রীয় ৫:৭ অধ্যায়ে আমরা যীশুর বিষয়ে পড়ি, যিনি তাঁর পার্থিব জীবনে, যিনি তাঁকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে সক্ষম, তাঁর কাছে তীব্র ক্রন্দন ও অশ্রুসহকারে প্রার্থনা ও মিনতি নিবেদন করেছিলেন এবং নিশ্চি যদিও তিনি পুত্র ছিলেন, তবুও তিনি যে দুঃখভোগ করেছিলেন তার দ্বারা বাধ্যতা শিখেছিলেন এবং সিদ্ধ হয়ে, যারা তাঁর বাধ্য, তাদের সকলের জন্য অনন্ত পরিত্রাণের প্রণেতা হলেন। এটি ইব্রীয় ৫:৭ অধ্যায়ের আত্মায় দীন হওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করে থাকেন, তবে আরও কত বেশি করা উচিত?

এবং স্পষ্টতই স্বয়ং যিশুই এই সমস্ত কিছুর পূর্ণতা, কারণ যদিও তিনি পাপহীন ছিলেন, এমনকি সেইসব ক্ষেত্রেও যেখানে আমাদের আত্মায় দীন হতে হতে পারে, তার একটি কারণ হতে পারে যে আমরা পাপ রয়েছে।

এর সাথে যে, শুধুমাত্র মানুষ হিসেবে আমাদের অবস্থানের কারণে এবং ফিলিপীয় ৩ অধ্যায়ের সেই হিংস্র অনুচ্ছেদের কারণে যেখানে বলা হয়েছে যে, খ্রীষ্ট যখন ফিরে আসবেন তখন তিনি পরিবর্তন আনবেন

আমাদের এই নশ্বর দেহ যেন সেই মহিমান্বিত প্রতিমূর্তির আদলে গঠিত হতে পারে; আমাদের এই মানবিক অবস্থা, আমাদের মানবিক দুঃখকষ্ট, এবং এই সত্য যে আমরাও আর সবার মতো জীবনের দুঃখ-ক সত্য যে পাপ থেকে রক্ষা পেতে, এবং যথাযথভাবে তাঁর সেবা করার শক্তির জন্য আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রয়োজন; এবং জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য আমাদের তাঁর উপর নির্ভর করতে হ দৌড় শেষ না করা পর্যন্ত আমরা চূড়ান্তভাবে পরিত্রাণ পাব না।

আরও হাজারো কারণ আছে, যার জন্য আমাদের আত্মায় দীন হওয়া প্রয়োজন বা উচিত। আর এর সাথে আরও একটি বিষয় হলো, আমরা গালাতীয়দের প্রতি লেখা পত্র পড়ছি।

৩ কীভাবে ব্যবস্থা আমাদের খ্রীষ্টের কাছে আনার জন্য আমাদের শিক্ষক ছিল, যেন আমরা বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক বলে গণ্য হতে পারি; এটা সহজেই বোঝা যায় যে, যখন ঈশ্বরের ব্যবস্থা বিশ্বস্ততার সাথে প্রচার

তারা নিজেদের এবং নিজেদের নৈতিকতা ও ধার্মিকতাকে খুব উচ্চ চোখে দেখবে এবং ঈশ্বরের কাছে করুণা চাইবে না, কিংবা আরও সহজে ন্যায়পরায়ণ হবে না।

ধর্মগ্রন্থ, প্রকৃতি এবং আমাদের বিবেকের সাক্ষ্যই বোঝানোর জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত।

আমাদের অনুতাপ করা উচিত, কিন্তু যখন ঈশ্বরের বিধান বিশ্বস্ততার সাথে প্রচার করা হয় না এবং বিশ্বস্ততার সাথে ব্যাখ্যা করা হয় না।

মানুষেরা নিজেদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করে যা তাদের আত্মিকভাবে দীনহীন হতে দেয় না এবং

তাদেরকে স্বর্গরাজ্য থেকে দূরে রাখো... আমরা হোশেয় ৪-৬ অধ্যায়ে পড়ি, আমার মনে হয় আমি হুবহু উদ্‌ধৃত করতে পারব।

কিন্তু আমি চাই, আমি এটা চাই না, আমি ঝুঁকি নিতে চাই না, তাই আমি এখানে ফিরছি (হোশেয় ৪-৬)। আমার লোকেরা জ্ঞানের অভাবে ধ্বংস হয়েছিল, তাই অনেক সময় লোকেরা সেই অভাবের কথা উদ্‌ধৃত

জ্ঞান কিন্তু জ্ঞান কী, জ্ঞানের অভাব কী আছে কারণ তুমি প্রত্যাখ্যাত জ্ঞান

আমিও তোমাকে প্রত্যাখ্যান করব, যেন তুমি আমার যাজক না হও, কারণ তিনি বিশেষভাবে তিরস্কার করছেন।

ইস্রায়েলের যাজকেরা, যাদের কাজ ছিল তাদেরকে আইন শিক্ষা দেওয়া, তাই যেহেতু তুমি ভুলে গেছো

তোমার ঈশ্বরের ব্যবস্থা আমি তোমার সন্তানদেরও ভুলব না। হিতোপদেশ ৪:৯-১৮ পদে আমরা পড়ি যে, যেখানে কোনো দর্শন নেই, সেখানে লোকেরা বিনষ্ট হয়; কিন্তু যে ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ দেয়, সে ধন্য বাক্য বোঝা, ভাববাণীমূলক দর্শনকে বোঝানো হয়েছে এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থা সম্পর্কে যাদের অন্তর্দৃষ্টি নেই, তারা বিপথে যাওয়ার দিকেই ঝুঁকে পড়ে।

তাদের মধ্যে এক মিথ্যা নিরাপত্তাবোধ রয়েছে এবং তার কারণেই তারা বিনষ্ট হতে চলেছে। সুতরাং, মথি ৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ধন্য তারা যারা শোক করে, কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে। এখানে 'সান্ত্বনা' কথাটির ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার আহ্বান। ধার্মিকতার এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক রয়েছে এবং এগুলোর মধ্যে বিকাশের ও পরিপক্কতা অর্জনের সুযোগ আছে। কিন্তু এর সাথে একটি সংগ্রামও জড়িত, যে বিষয়গুলো রয়েছে, যা আমরা জানতে ও বুঝতে পারি। ঈশ্বরের রাজ্যে শিষ্য হওয়ার জন্য এবং প্রকৃত অর্থে পূর্ণ পরিপক্কতা ও পূর্ণ উপলব্ধিতে পৌঁছানোর জন্য আমাদের সেই বিষয়গুলোর জন্য অনুতাপ ক হবে।

রাজার কার্যকলাপ সম্পর্কে জ্ঞান, তাই এই বিষয়গুলোর অনেক কিছুই এমন যা নিয়ে আপনি ধ্যান করতে পারেন এবং যদি আপনি তা করেন, তবে আপনি এই বিষয়গুলোর বিভিন্ন দিক দেখতে পাবেন আলোচনা করতে পারব না, কিন্তু অবশ্যই আমি মনে করি সর্বাগ্রে...

যারা শোক করে, তারা কি দাউদের জন্য শোক করবে, নাকি পাপের জন্য? আমরা অবশেষে যা পড়ি, আমরা প্রকৃত অনুতাপ নিয়ে কথা বলছি, কিন্তু এই অর্থে এটি আবার পড়া ভালো যে...

ঈশ্বরীয় জীবনযাপনের জন্য নিজের পাপের একটি গভীর মূল্যায়ন, বিশেষ করে ২ করিন্থীয় ৭ অধ্যায়ের ১০ ও ১১ পদে।

দুঃখ তার অনুতাপের মাধ্যমে পরিত্রাণের কাজ করে, যার জন্য অনুশোচনা করার কিছু নেই, কিন্তু জাগতিক দুঃখ সেই কাজেই লাগে, কারণ দেখ, সেই একই জিনিস যার জন্য তোমরা দুঃখ করেছিলে—এক আর পচন, হ্যাঁ, কী আত্মশুদ্ধি, হ্যাঁ, কী ক্রোধ, হ্যাঁ, কী?

ভয় হ্যাঁ, কী প্রায়শ্চিত্ত, আকাঙ্ক্ষা হ্যাঁ, কী উদ্যম হ্যাঁ, কী প্রতিশোধ, সব কিছুতেই তুমি অনুমোদন দিয়েছ।

তোমরা নিজেদেরকে এইভাবে স্পষ্ট করে নাও, কারণ এটি অনুতপ্ত করিন্থীয়দের বিষয়ে কথা বলছে।

সেখানে সত্যিকারের অনুশোচনা নেই যদি না থাকে, যদি না থাকে গভীর শোক।

পাপ সম্পর্কে এবং হৃদয়ের সঠিক মূল্যায়ন যা ঈশ্বরকে রুষ্ট করেছে, সত্য লঙ্ঘিত হয়েছে, যা আমার ছিল, তা করার কোনো অধিকার আমার ছিল না, আমার লঙ্ঘন করার কোনো অধিকার ছিল না।

যেমনটা আমি করেছিলাম এবং এর পরিণতি মারাত্মক হয়েছে, যা ঈশ্বরের কাছে আপত্তিকর এবং হয়েছে।

তারা মানুষের জন্য মারাত্মক হয়েছে, উম, যখন সত্যিকারের অনুশোচনা থাকে না, তখন তা থাকেও না।

যখন পাপের জন্য প্রকৃত শোক এবং তার প্রতিশোধ নেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে না, কিন্তু সেখানেও থাকে

এর সাথে আরও একটি দিক রয়েছে, আর তা হলো আমাদের পতনশীল অবস্থার দুর্দশা লাঘব করার জন্য পার্থিব আরাম-আয়েশের প্রতি অবজ্ঞা। অনেক সময়ই মানুষ পাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়।

আর আমরা নিজেরাও জানি যে এটা খুব সহজ। ঈশ্বর আত্মার দ্বারা আপনার উপর কাজ করছেন, তিনি আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করছেন। এটা পাপীর ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি সেই সাধুর ক্ষেত্রেও সত শুরু করেছেন। তিনি আপনাকে কোনো একটি বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করছেন, তিনি আপনার সাথে কথা বলছেন এবং এটা আরামদায়ক নয়, আর আপনি সত্যিই এর মুখোমুখি হতে চান না, তাই আপনি গিয়ে এ

অথবা আপনি যদি সিনেমা দেখতে যান, তাহলে হয়তো ব্যাপারটা ততটা সাধারণ নয়, আর তা আরও খারাপ হয় যদি...

ব্যাপারটা সেরকমই, কিন্তু তুমি হয়তো অনেক লোকের কাছে গিয়ে তোমার মানসিক কষ্ট কমানোর চেষ্টা করছো।

হয়তো গিয়ে খেয়েও ফেলব, সেটা কী তা আসলে কোনো ব্যাপার না, কারণ সেটা নিরীহ কোনো জিনিস হলেও।

যদি তুমি তোমার পাপকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে ও ত্যাগ করার পরিবর্তে, অন্য কোনোভাবে নিজেকে ব্যস্ত রেখে বা কোনো কিছুতে মগ্ন হয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করো এবং

এবং এর জন্য শোক করা, ক্ষতিপূরণ করা এবং ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক ঠিক করার জন্য যা যা করা দরকার তা করা।

এবং যা কিছু এর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা এক মিথ্যা সান্ত্বনা। তাই শোকের সময়ে, 'ধন্য তারা যারা শোক করে'—অন্যান্য সান্ত্বনাকে তুচ্ছ করার একটি প্রবণতা থাকে।

ঈশ্বরের সান্ত্বনার বিকল্প থাকতে পারে, কিন্তু যখন সত্যিকারের অনুতাপ থাকে, তখন সেখানে একটি থাকে।

সেইসব ভণ্ড নবীদের প্রত্যাখ্যান করা, যারা আমাদের পড়া অনুযায়ী কোনো শান্তি না থাকা সত্ত্বেও 'শান্তি, শান্তি' বলে চিৎকার করবে।

যিরমিয় ২৩ অধ্যায়ে এবং যারা আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে, আপনি তো একজন মানুষই, এটা অতটাও খারাপ কিছু নয়।

সবাই এটা করে, আর পাপীদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য মানুষ যত রকমের চেষ্টা করে আর কি।

লোকেরা পাপীদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করার প্রধান কারণ হলো, তারা নিজেরাই নিজেদের সান্ত্বনা দিয়েছে এবং মিথ্যা বলেছে।

তারা নিজেদের পাপের প্রকৃতি সম্পর্কে নিজেরাই সচেতন থাকে এবং প্রায়শই তারা অন্যদের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে চায়।

মানুষ অথবা মানুষের কাছ থেকে পুরস্কার, উম, ধন্য তারা যারা শোক করে, আমি দানিয়েলের মতো মানুষদের কথা ভাবি এবং

পুরাতন নিয়মের এজরা ও নেহেমিয়া, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের পাপের জন্য নয়, বরং পাপের জন্য কেঁদেছিলেন।

তাদের জাতির যারা ঈশ্বরের নামের অবমাননার জন্য ব্যথিত হয়েছিলেন এবং

এই দুর্যোগের পেছনে কারণ আছে এবং এভাবেই যিশু আমাদের জন্য এক দৃষ্টান্ত, এমনকি এই ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন

তিনি ছিলেন দুঃখী ও শোকের সঙ্গে পরিচিত; তিনি দেখেছিলেন পাপ মানুষের কী ক্ষতি করছে এবং তিনি ছিলেন...

কীভাবে তা সর্বোপরি ঈশ্বরের পবিত্রতাকে অপমান করছিল এবং তাদের ক্ষতি করছিল ও জগৎকে কলুষিত করছিল এবং

একটা প্রশ্ন হলো, তুমি কীভাবে এত স্বচ্ছন্দ থাকতে পারো এবং কীভাবে সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে।

এই স্রোত আর জানোই তো, শুধু পার্টি করা আর স্টেডিয়ামে যাওয়া আর...

এবং কেবল এক উদাসীন স্বাচ্ছন্দ্য গ্রহণ করা এবং পার্থিব বস্তুতে আনন্দ পাওয়া যা অন্য লোকেরা

যখন ঈশ্বরের সত্যই হলো তুমি যা, তুমি যা অনুমান করো এবং যা সত্যিই...

আপনার যে বিষয়গুলোর প্রতি শ্রদ্ধা আছে এবং আপনি সত্যিই যেগুলোকে মূল্য দেন, আমরা যিশাইয় অধ্যায় ৬৬-তে পড়ি

ধন্য তারা যারা শোক করে, কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে, সান্ত্বনার একটি দিক যা সাথে থাকে

সেই অনুসারে, যিশাইয় ৬৬:১০: তোমরা যিরূশালেমের সঙ্গে আনন্দ কর এবং তার সঙ্গে উল্লাস কর, তোমরা সকলে যারা তাকে ভালোবাসো। যিরূশালেম স্পষ্টতই সেই শহর, যা ঈশ্বরের বাসস্থানের প্রতীক।

মণ্ডলী এখন স্বর্গীয় যিরূশালেম, পার্থিব যিরূশালেম ঈশ্বরের সাথে শত্রুতা পোষণ করে।

জেরুজালেমের ভেতরে হাতেগোনা কয়েকজন প্রকৃত খ্রিস্টান ছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এবং যখন

খ্রীষ্ট আহ্বান করছেন, যিরূশালেম একটি নগরী হতে চলেছে, তিনি যিরূশালেম থেকে রাজত্ব করবেন এবং যিরূশালেম

আবার ধার্মিকতার নগরী হতে চলেছে এবং বাইবেলের বোঝাপড়া অনুসারে জেরুজালেমকে হতে হবে

ঈশ্বরের বাসস্থানের সাথে সম্পর্কিত, যে স্থানে ঈশ্বর তাঁর নামের সাথে একাত্ম হন এবং যিশাইয়তে বলেন।

৬৬ ১০ তোমরা যিরূশালেমের সঙ্গে আনন্দ করো এবং তার সঙ্গে উল্লাস করো; তোমরা যারা তাকে ভালোবাসো, তার জন্য আনন্দে উল্লাস করো।

তোমরা যারা তার জন্য শোক করো, যেন তোমরা তার নক্ষত্রপুঞ্জের বক্ষ থেকে পান করে পরিতৃপ্ত হতে পারো।

যেন তোমরা তাঁর মহিমার প্রাচুর্য থেকে আহার করতে পারো এবং তাতে আনন্দিত হতে পারো, যখন ঈশ্বর যখন ঈশ্বর

তিনি তাঁর লোকদের সান্ত্বনা দেন এবং যখন ঈশ্বর, বিশেষ করে যখন খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন, কিন্তু যখন পুনরুজ্জীবন ঘটবে

এখন যখন জাগরণ হচ্ছে, তখন তারাই ফিরে আসবে যারা শোক করছিল।

এই ধরনের পুনরুজ্জীবন ও জাগরণ সম্পর্কে এবং কারা বিশেষভাবে আনন্দিত হবেন

উম, তাদের মাঝে, উম, আমি হিব্রু ১১ অধ্যায়ও বিবেচনা করি, কীভাবে মোশি

ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে দুঃখভোগ করতে এবং তারপর কিছু সময়ের জন্য পাপের সুখ উপভোগ করতে বলা হয়েছে।

আর তাই, ঈশ্বরীয় শোকের এটি আরেকটি দিক, রোমীয় ৮:১৭ যা আমি আগেও উদ্ধৃত করেছি।

এই গবেষণাগুলোতে এবং আমি জানি যে আমরা আবার উদ্ধৃত করব যে, যদি শিশুদের কান থাকে এবং যদি শিশুদের

তাহলে কান... উম... ঠিক না, একশ ভাগ ভালো না, তাই না? তাহলে আমাকে ওদিকে ঘুরতে দাও, আর যদি শিশুরা হয়, তবে ঈশ্বরের কান।

এবং খ্রীষ্টের সঙ্গে একমত হই, যদি এমন হয় যে আমরা তাদের সঙ্গে দুঃখভোগ করি, যেন আমরাও হতে পারি, যেন আমরা

একসাথে মহিমান্বিতও হতে পারে, তাই এমন একটি দিক আছে যে যারা শোক করে...

খ্রিস্টের উৎসর্গের অংশ হিসাবে, যখন এখানে এবং বিশেষ করে তাঁর মহিমা কিছুটা প্রকাশিত হয়

তাঁর দ্বিতীয় আগমনে আমি অত্যন্ত আনন্দে উল্লাস করব, পিটার এই ধরনের কিছু একটা বলেছিলেন।

প্রথম পিতরের চার নং পঙক্তিতে, এবার পাঁচ নং পঙক্তিতে আসা যাক, নম্ররা ধন্য, কারণ তাহারা উত্তরাধিকারী হইবে।

অনেক সময় আমরা যখন নম্রতার কথা ভাবি, তখন এমন কাউকে ভাবি যে কিনা একেবারে পদদলিত হওয়ার মতো।

এখন কারা মানুষের দ্বারা পদদলিত হয় এবং কারা খুব নম্র সাজার ভান করে ও অন্যদেরকে তার সুযোগ নিতে দেয়।

এবং নম্রতার অর্থ এই নয় যে এর সাথে কোমলতার একটি দিকও জড়িত থাকে।

নম্রতা এবং কোমলতা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, কিন্তু তা খুঁজে পেতে আমাদের ঈশ্বরের বাণীর দিকেই তাকাতে হবে।

নম্রতার মতো অন্য সবকিছুর সংজ্ঞা জানতে আমাদের ঈশ্বরের বাক্যের দিকেই তাকাতে হবে, জাগতিক বিষয়ের দিকে নয়।

সংজ্ঞা এবং সেইসব সংজ্ঞা যা নিয়ে আমরা বড় হয়েছি এবং কারণ যদি আমরা সেগুলোর দিকে তাকাই তাহলে আমরা যা যা দেখতে পাবো...

আমরা ভুল করব, এবং সেই কারণেই কোর্সটিতে বাইবেল অধ্যয়ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাইবেল অধ্যয়নের লক্ষ লক্ষ কারণের মধ্যে একটি হলো এই যে, আমাদের কাছে রয়েছে, এই বিশ্ব রয়েছে

আমরা আমাদের বেড়ে ওঠার পরিবেশ থেকে বিভিন্ন জিনিসের সংজ্ঞা পেয়েছি, এখন আমরা ঈশ্বরের দেওয়া সংজ্ঞা দেখতে চাই।

আমার মনে হয়, মার্ক বোল্যান্ড 'পাহাড়ের উপর উপদেশ' বিষয়ে তাঁর শিক্ষায় একেবারে সঠিক কথাটিই বলেছেন।

তিনি ঠিকই বলেছিলেন যে, নম্র তারাই যারা ঈশ্বরীয় সীমারেখাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে... উম... আমি মনে করি

আদিপুস্তক ১৩ অধ্যায়ে লোটের সাথে আব্রাহাম কীভাবে জমির জন্য লোটের সাথে বিবাদ করতে অস্বীকার করেছিলেন

এর জন্য নয়, বা লোটকে ভয় পেয়েও নয়, বরং কনানীয়দের মধ্যে ঈশ্বরের সাক্ষ্য রক্ষার জন্য।

এবং আব্রাহাম লোটকে বললেন, তুমি যদি বামে যাও আমি ডানে যাব, তুমি যদি ডানে যাও আমি ডানে যাব।

এরকম কিছু একটা রেখে গেল এবং উম এবং এবং এবং এবং তাই লট চোখ তুলে সদোমকে বেছে নিলেন তার উপর ভিত্তি করে তিনি

দৃষ্টির উপর ভিত্তি করে সদোমে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং আব্রাহাম, আপনি জানেন, তিনি সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন, তিনি আরও বেশি সময় সেখানেই ছিলেন।

কনানের পার্বত্য অঞ্চলে এবং ঈশ্বর তাকে চোখ তুলে তাকাতে বললেন এবং তিনি বললেন

তাকে বলা হয়েছিল যে এর ঠিক পরেই তিনি তাকে সেই সমস্ত জমি দিয়ে দেবেন। সুতরাং লক্ষ্য করুন, এই পৃথিবীতে নম্র ব্যক্তিরা কতখানি ধন্য, যারা ঈশ্বরকে সম্মান করে।

সীমানা তারাই যারা অন্যের জিনিস নিতে অস্বীকার করে অথবা যারা নিজেদের কষ্ট পেতে দেয়।

খ্রীষ্টের সাক্ষ্যের জন্য ছন্দ হল, তারা সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী হবে, এটাই নিখুঁত প্রতিদান। নম্রদের জন্য নিখুঁত প্রতিদান হল যে তারা পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।

নম্রতার আরও কিছু উদাহরণ... আদম ও হাওয়া নম্র ছিলেন না যখন তাঁরা ফলটি গ্রহণ করেছিলেন।

যে বাগানটি তাদের নিতে নিষেধ করা হয়েছিল, নম্ররা ইচ্ছুক, যারা নম্র তারা ইচ্ছুক।

না বলা হলে আমি ঈশ্বরকে বলতে প্রস্তুত যে, যদি আপনি সত্যি না চান আমি সেখানে যাই, যদি আপনি না চান আমি এটা করি, আমি তা করব না। যা আমার ন্যায্য অধিকার নয়, তা আমি নেব না।

একভাবে বলা যায় যে, নম্রতার বিপরীত হলো 'আমার এটা এখনই চাই', কারণ ক্যাটাররা নম্র নয়।

জাগতিক সংজ্ঞা অনুসারে তারা যতই নম্র আচরণ করুক না কেন, যে কেউ কাউকে স্পর্শ করবে

যেমনটা আপনি জানেন, প্রথম করিন্থীয় ৭ম অধ্যায়ে কীভাবে বলা আছে...

পুরুষের জন্য নারীকে স্পর্শ না করাই ভালো, কিন্তু ব্যভিচার পরিহার করা উচিত। প্রত্যেক পুরুষের নিজস্ব জীবন এবং প্রত্যেক নারীর নিজস্ব স্বামী থাকুক।

যারা তাদের জীবনসঙ্গী ছাড়া অন্য কাউকে সেভাবে স্পর্শ করতে ইচ্ছুক নয়, তারা ঈশ্বরীয় সীমা লঙ্ঘন করছে, যা নম্রতার পরিচায়ক নয়।

এবং যারা উম

এবং যারা ঈশ্বরের সীমা লঙ্ঘন করে, তারা তাঁর বিচার ও ক্রোধের অধীন।

এবং এটি আবারও একটি উদাহরণ যে কীভাবে ঈশ্বরের রাজ্যে থাকার একটি নিম্নস্তর রয়েছে; সেই রাজ্যের মধ্যে পরিপক্কতার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে।

আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা আছে, যে কেউ...

যারা অন্ধকারে আছে, তাদের সেই অন্ধকার থেকে অনুতপ্ত হওয়া প্রয়োজন এবং যাতে করে...

খ্রিস্টকে গ্রহণ করা এবং তাঁর আলোর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং এমন একজন ব্যক্তি যিনি...

এটা আমারই আরেকটা দিক; ভাবুন তো, যে ব্যক্তি চটজলদি কথা বলে সে নম্র হবে না, এবং এটা পরিপক্কতা বা বিকাশের একটা স্তর হতে পারে...

একজন শিষ্য হিসেবে বেড়ে ওঠা, বোঝা এবং শৃঙ্খলার মধ্যে থাকা; একজন শিষ্য হলো এমন একজন যে অধীনস্থ।

শৃঙ্খলা এবং স্পষ্টতই এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে; কখন কথা বলা উচিত, কখন উচিত নয়—এই বোধ এবং সেই বিষয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকা এমন একটি বিষয় যা এমনকি ধার্মিক ব্যক্তিদের মধ্যেও থাকতে পারে। এই থাকতে পারে, কারণ এটি এমন একটি বিষয় যা বুঝতে অনেক সময় লাগতে পারে।

কখন কথা বলা উচিত, কী বলতে হবে এবং পরিস্থিতি কীভাবে সামলাতে হবে তা বুঝতে হবে।

কিন্তু যারা শুধু নিজেদের স্বার্থে কাজ করে এবং যারা কোনো কিছুর সন্ধানও করে না।

যারা ঈশ্বরের কাছে নিজেদের স্বরূপ তুলে ধরতে চায় এবং তাঁর বাক্য বোঝার চেষ্টা করে, কিন্তু শৃঙ্খলার অধীনে নেই, তাদের কেবল অনুতাপ করার জন্যই প্রয়োজন।

স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা এবং খ্রীষ্টের প্রতি আগ্রহ থাকা—আমি এটাও দেখি যে নম্রতার সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে না থাকার।

মহৎ মনের অধিকারী হওয়া, উম, আমরা রোমান্স ১২-এ পড়ি যে, সেখানে বলা হয়েছে উচ্চ বিষয় নিয়ে চিন্তা না করে বরং অবজ্ঞা করতে।

নিম্নবিত্তের মানুষ মানে এমন একজন হওয়া যিনি ঘৃণিতদের ইচ্ছুক বন্ধু এবং যিনি

পল দুর্বলদের বলল, আমি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছি যে সপ্তাহের মধ্যে সে অপ্রয়োজনে তা করেনি।

দুর্বলদের সামনে তিনি তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেন এবং যিশু মথি ১১ অধ্যায়ে নিজের সম্বন্ধে বলেন যে

হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত সকল, আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেবো; আমার জোয়াল গ্রহণ করো।

তোমার উপর সেই জোয়ালের সম্পর্ক হলো রাজা হিসেবে তাঁর অধীন থাকা; আমার জোয়াল গ্রহণ করো এবং শেখো।

আমার, কারণ আমি অন্তরে নম্র ও বিনয়ী এবং তোমরা তোমাদের আত্মায় বিশ্রাম পাবে, সে নয়, সে নয়।

তাঁর প্রজাদের উপর অত্যাচারী, তাই এটি আরও একটি উদাহরণ যে কীভাবে যিশু হলেন সেরা উদাহরণের মধ্যে সেরা।

মথি ৫:৬ ধন্য তারা যারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, কারণ তারা

পূর্ণ করা হবে, উম, এমনটা কখনো হয় না, আমাদের যা আছে, আমাদের প্রথম পিরিয়ড ২১১-এ বলা হয়েছে, উম, সেখানে ঘুরতে, যদি রাজ্যগুলোকে মাংস থেকে দেখতে হতো, আমরা আত্মার বিরুদ্ধে যু আছে, সেখানে একটি আছে

সেই ভূমি পুনরুদ্ধার করা যা পাপ আমাদের মধ্যে কলুষিত করেছে এবং আমরা কখনও সন্তুষ্ট হতে পারি না যতক্ষণ না সেই ভূমি খ্রীষ্টের জন্য সম্পূর্ণরূপে অধিকার করা হয়, এটি প্রথম যোহন অধ্যায় দুই-এ ত

আমরা পড়ি যে, যখন তিনি আবির্ভূত হবেন, আমরা তাঁর সদৃশ হব, কারণ আমরা তাঁকে দেখব যেমন

তিনি আছেন এবং প্রত্যেক মানুষ যার নিজের মধ্যে এই আশা আছে, সে যেন তা নিজেকেই পরিশুদ্ধ করে, যেমন তিনি পবিত্র এবং আমরা পারতাম তুমি

আমরা অষ্টম ও দ্বিতীয় পদের জন্য সেটি এবং এই ধরনের আরও অনেক কিছুর উদ্ধৃতি দিতে পারি, কারণ সেগুলো সবই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

উম আছে

এখানে যিশু এই বার্তা দিচ্ছেন যে...

ধার্মিকতার জন্য আমাদের এমন এক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা আছে, যা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকার জন্য রয়েছে।

তাঁর চরিত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া এবং এবং উম এবং দেহের সমস্ত কলুষতা থেকে নিজেদেরকে পবিত্র করা এবং

ঈশ্বরের ভয়ে পবিত্রতা সিদ্ধকারী আত্মা, দ্বিতীয় করিন্থীয় ৭:১ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, আছে

উপলব্ধির আরও উচ্চতর ও গভীরতর স্তর এবং সেই পথে এগিয়ে যাওয়ার আরও একটি উপায় সবসময়ই থাকে।

এবং এবং বৃহত্তর মুক্তি, যেমনটা আমাদের দ্বিতীয় পিতর ৩:১৮ পদে বলা হয়েছে, এর বিপরীতে

দুষ্টদের বছরে বিপথে চালিত হওয়া সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান অনুগ্রহ এবং অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানের মধ্যে

আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিস্টের জাতিসত্তা সম্পর্কিত জ্ঞান... উম... সবসময়ই থাকে... উম

সবসময়ই এমন উপায় থাকে যার মাধ্যমে আমরা আরও ভালোভাবে চলতে শিখতে পারি, তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারি এবং আরও বিশ্বস্ত দূত হতে পারি।

রাজ্যের এবং তাঁর প্রতিচ্ছবি আরও ভালোভাবে প্রতিফলিত করার জন্য... উম, এর সাথে ক্ষুধা ও তৃষ্ণারও সম্পর্ক আছে।

ঈশ্বরের বাক্য বোঝার পর, ইয়োব ২১ অধ্যায়ে ইয়োব বলেছেন যে তিনি ঈশ্বরের বাক্যকে সম্মান করতেন।

তার দৈনন্দিন খাদ্যের চেয়েও বেশি প্রয়োজনীয়, আমরা মথি ৪:০৪ অধ্যায়ে পড়ি যে যিশু বলেছেন মানুষ

আমরা কেবল রুটি দ্বারা নয়, বরং ঈশ্বরের মুখ থেকে বের হওয়া প্রত্যেকটি বাক্য দ্বারা জীবন ধারণ করব (শমূয়েল ১:১৯)।

১৪২ আমরা পড়ি যে ঈশ্বরের ধার্মিকতা এবং তোমার ধার্মিকতা এক চিরস্থায়ী ধার্মিকতা।

এবং তোমার সত্যের বিধানসমূহ এবং এবং এবং যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা বোঝার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকে, তারা এক আনন্দ খুঁজে পেতে পারে। শমূয়েল ১৯ এর একটি নিখুঁত উদাহরণ।

শমূয়েল ১৯:৭ প্রভুর ব্যবস্থা নিখুঁত; আত্মাকে পরিবর্তন করা প্রভুর সাক্ষ্য।

নিশ্চিত, জ্ঞানী হওয়া সহজ, প্রভুর বিধি-বিধান সঠিক, যা হৃদয়কে আনন্দিত করে।

প্রভুর আদেশ পবিত্র এবং চোখ উজ্জ্বলকারী, প্রভুর ভয় নির্মল ও চিরস্থায়ী।

প্রভুর বিচারসমূহ চিরকাল সত্য ও ন্যায়সঙ্গত; সর্বোপরি সেগুলো আরও বেশি কাম্য।

সোনার চেয়েও হ্যাঁ এবং খাঁটি সোনা মৌচাকের মধুর চেয়েও মিষ্টি, অধিকন্তু তাদের দ্বারা যেমন

আমি তাদের সেবা করি ও সতর্ক করি; তাদের সেখানে রাখার মধ্যে মহাপুরস্কার রয়েছে; যে বুঝতে পারে, সে তার কান আমার উপর পরিষ্কার করে।

গোপন দোষ থেকে এই ব্যক্তি কেবল জ্ঞানের জন্য নয়, বরং ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত।

শব্দটি যা বলছে তা বুঝে সন্তুষ্ট থাকা, কিন্তু আসলে

উপলব্ধি লাভ করা এবং তা মেনে চলা এবং ঈশ্বরের অবাধ্য হতে ভয় করা এবং অন্বেষণ করা

এবং আরও গভীর শুদ্ধিকরণের অন্বেষণ, এটাই ধার্মিকতার জন্য প্রকৃত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা।

এবং ঈশ্বরের আইনের সঠিক উপলব্ধি, ইহুদিরা যেভাবে শমূয়েল ১৯ অধ্যায়ের ১৩ পদকে বিকৃত করেছিল সেভাবে নয়।

আমি সেবা করি এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ পাপ থেকেও যেন তারা আমার উপর কর্তৃত্ব করতে না পারে, তাহলেই আমি সৎ থাকব।

এবং আমি গুরুতর অপরাধ থেকে নির্দোষ থাকব, আমার মুখের বাক্য এবং আমার ধ্যান...

আমার হৃদয় যেন তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এবং আমি তোমার দৃষ্টিতে তোমারই শক্তি ও মুক্তিদাতা; আমি ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত।

ধার্মিকতার পাশাপাশি অন্যায়কে ঘৃণা করারও একটি সম্পর্ক আছে... উম, আজ একটু আগেই আমি শুনছিলাম...

এক ব্যক্তির গল্প, যার স্ত্রী ও মেয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

এবং তার গির্জার যাজক আসলে তাদের সমর্থন করছেন এবং এটি সত্যিই একটি গুরুতর বিষয়।

পরিস্থিতি এবং প্রশংসার রাজ্যের প্রজাদের অবশ্যই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা থাকতে হবে যে...

ধার্মিকতা এবং ন্যায়বিচার প্রায়শই স্ক্রিপ্টে একে অপরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

যাদের খ্রীষ্টের মন রয়েছে তাদের মধ্যেকার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা; এই ধরনের পরিস্থিতির প্রতিকার করা হোক।

এবং ঈশ্বরের মহিমা হোক, কিন্তু তার সাথে আমি মনে করি এটা যথাযথ যে মাংসময়তাকে আশীর্বাদ করা হয়েছে, মাংসই হলো সেই মাংস।

এর ঠিক আগেই বলা হয়েছে, কারণ তারা পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে, কারণ তারা অবিচারকে ঘৃণা করে।

অন্যায়ের প্রতিকার করতে গেলে আমাদের নিজেদের সীমার মধ্যেই কাজ করতে হবে।

এবং ঈশ্বর আমাদের যে ক্ষমতাগুলো দেন, অ্যাডাম ক্লার্ক একে সংজ্ঞায়িত করেছেন সকল আশীর্বাদের প্রতি ক্ষুধা হিসেবে।

নতুন চুক্তি এবং মসিহের রাজ্যের সমস্ত অনুগ্রহ সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির দিকে এবং দ্বিতীয় পিতরের তৃতীয় অধ্যায়ে যা খোঁজা নিয়ে কথা বলা হয়েছে, সেটাও আছে।

এক নতুন স্বর্গ ও এক নতুন পৃথিবী এবং পিতর বললেন, আমার প্রিয়তম, কোথায়? যেহেতু তুমি এমন কিছুর সন্ধান করছ।

তোমরা সকল বিষয়ে যত্নবান হও, যেন তাঁর কাছে তোমরা নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ অবস্থায় শান্তিতে প্রাপ্ত হও। উম, তো ফিরে আসি

মথি ৫: ধন্য দয়ালুরা, কারণ তাহারা দয়া লাভ করিবে। উম, স্পষ্টতই ঈশ্বর এটা পরিষ্কারভাবে বলেছেন।

যারা আমাদের সাথে অন্যায় করে, আমরা যদি তাদের ক্ষমা না করি, তবে আমরাও ক্ষমা পাব না। এমনকি যিশু মথি ১৮ অধ্যায়ে এমন এক ব্যক্তির বিষয়ে একটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প বলেছেন, যিনি তাঁর প্রভুর কা

স্বর্গীয় পিতার সমতুল্য, কারণ তিনি তাঁর সহদাসদের ক্ষমা করবেন না যারা অনেক অনেক

তার মনিব তাকে যে ঋণ থেকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক কম ঋণ, যদি এর সাথেও এর কোনো সম্পর্ক থাকে

গরীবের আর্তনাদ উত্তাপ ছড়ানো, ভালো সামারিটানের মতো ভালো মানুষ এবং তারপর লু অধ্যায় ১০, যে ছিল উম

যে একজন সত্যিকারের অভাবী মানুষকে সাহায্য করেছিল, এমন একজন মানুষকে যে লুণ্ঠিত, আহত এবং নগ্ন ছিল।

এবং তার আর্তনাদ শুনতে ও তাকে সাহায্য করতে নিজের সাধ্যমতো সবকিছু করলেন।

উম, সেই পরিস্থিতিতে তার প্রয়োজন মেটাতে, উম, আমার জেমস ১২৭-এর কথা মনে পড়ছে, যেটা আমি জানি জিমির।

অনেকটা গ্লোবাল মিশন ফর চিলড্রেন-এর মূলমন্ত্রের মতো, যা বলে যে ধর্ম বিশুদ্ধ এবং নিষ্কলুষ।

ঈশ্বর ও পিতা পিতৃহীন ও বিধবাদের দুর্দশা ও দুঃখকষ্ট পরিদর্শন করেন এবং নিজেকে রক্ষা করেন।

জগতের কলুষতা থেকে মুক্ত এবং যা ছিল এবং এবং এবং এই সমস্ত কিছুর সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে।

যা করুণা নয় তা হলো মিথ্যা দোষারোপকারী হওয়া, ঈশ্বরের আইনের চেয়ে মানুষের প্রতি বেশি কঠোর হওয়া। আর এটাই সেই কথা যা যিশু বলেছিলেন, "বিচার করো না, তাকেই বিচারিত হতে দাও"। পৃথিবী ভুলভাবে উদ্ধৃত করা হয়, তা হলো—তাঁকে এটাই শেখানো হয়েছিল। যিশু পাপীদের ব্যবহৃত অর্থে এ বিষয়ে কথা বলছেন না; তিনি বলছেন, দেখো যেন তুমি মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আইনের চেয়ে বেশি কঠোর

ঈশ্বরের বিধান এই কারণে যে, তোমরা মানুষের প্রতি যত কঠোর হবে, ঈশ্বরের বিধানও ততটাই কঠোর হবে, তাই ঈশ্বরও তাই করবেন।

একইভাবে তোমার প্রতি কঠোর হওয়া অনুচিত; দয়া ঈশ্বরের দয়া নয়; অপরাধীদের প্রতি দয়া দেখানো।

এবং তাদেরকে শুধু ছেড়ে দেওয়া ও সমাজকে যন্ত্রণা দেওয়া নিরীহ ভুক্তভোগীদের এবং তাদের প্রতি নির্দয়।

সমাজের বাকি অংশের শান্তিবাদ এবং এরকম আরও অনেক কিছু, যেমন সমাজতন্ত্রীরা এবং তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ।

এমন সব এজেন্ডা যা অপরাধীদের ভালো মানুষ এবং শুধুমাত্র আইন প্রয়োগের জন্য পুলিশকে খারাপ মানুষ হিসেবে চিত্রিত করে।

এবং অপরাধীদের দমন করতে ও সমাজকে তাদের দ্বারা বিপন্ন হওয়া থেকে বিরত রাখতে যা যা করা দরকার, তা করেও তারা দয়ালু হচ্ছে না; বরং তারা এক পৈশাচিক উপায়ে দয়ালু হচ্ছে। দয়া হলো সে অনুযায়ী বোঝাতে চেয়েছেন, এবং তারা ঈশ্বরের সংজ্ঞা অনুযায়ী দয়ালু হচ্ছে না। মাইক্রো ৬, ৮-এ আমাদের বলা হয়েছে যে...

প্রভু বৃদ্ধকে কী দেখিয়েছিলেন, কী ভালো এবং প্রভু তার কাছে কী চান।

ন্যায়বিচার করো, করুণা ভালোবাসো এবং তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে নম্রভাবে চলো। আমি মার্ক বোল্যান্ডকে সেই পদটি নিয়ে কথা বলতে শুনেছি।

প্রেমময় করুণা সম্পর্কে, আমাদের তখন ভালোবাসা উচিত যখন মানুষ নিজেকে এমন একটি উপযুক্ত স্থানে রাখে যে

তারা করুণা পায়; ঈশ্বর অনুতপ্ত হওয়া ছাড়া আর কারো প্রতি করুণা করেন না এবং সত্যি বলতে আমার একটি হৃদয় আছে।

যা তারা কেড়ে নিয়েছে তা ফিরিয়ে দিতে এবং যা তারা ভুল করেছে তা লিখতে এবং এবং যখন

কেউ মানুষের প্রতি সদিচ্ছা রেখে প্রকৃত অনুশোচনা প্রদর্শন করে।

এর অর্থ হলো, আমাদের উচিত তাদেরকে এমন একটি স্থানে রাখতে ভালোবাসা, যাতে তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে থাকতে পারে।

দয়া খুঁজে নিন এবং আমি এটাও দেখি যে দয়ার মধ্যে অন্যদেরকে দেওয়ার একটা ব্যাপার আছে।

সন্দেহের অবকাশ রাখা এবং যখন কোনো কিছু স্পষ্ট নয়, তখন আপনি নিশ্চিত হতে পারেন না যে কেউ সঠিক ছিল কি না।

অথবা সঠিক এবং তারা যে ভুল ছিল তা নিশ্চিতভাবে বলার মতো কোনো প্রমাণ নেই।

তাদেরকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখুন, যেমনটা আমরা চাই যে অন্যরা আমাদের সাথে করুক, যদি আপনি জানেন আমরা

তারা একটি পরিস্থিতিতে নির্দোষ ছিল কিন্তু হয়তো এর মধ্যে এমন কিছু ছিল যার কারণে এমনটা হয়েছিল।

এতে সামান্যই সন্দেহ আছে, মথি ৫:৫; ধন্য সেই পবিত্র ও কঠোর পরিশ্রমীরা, কারণ তাহারা ঈশ্বরকে দেখিবে, এটা সুস্পষ্ট।

বিচার দিবস নিয়ে কথা বলা হচ্ছে না, কারণ বিচার দিবসে সবাই ঈশ্বরকে দেখবে।

উম, এখানে ঈশ্বরকে জানা, উম, ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে।

তাঁর অনুগ্রহ অনুভব করা এবং তাঁর সাথে প্রকৃত একাত্মতায় থাকা...

ফরীশীদের কাছে সাহায্য চাওয়ার বিষয়ে শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীরা খুবই মগ্ন ছিল।

বাহ্যিক ধৌতকরণ, বাহ্যিক অনুষ্ঠান এবং বাহ্যিকভাবে মুগ্ধ করার জন্য ধার্মিকতা পালন।

পুরুষদের বিষয়ে, যেমনটা আমরা পরে পর্বতের উপর উপদেশবাণীতে পড়ব এবং যিশু জোর দিচ্ছেন

আমাদের আরও গভীরে যেতে হবে, এর থেকেও গভীরে যেতে হবে এবং এই বিষয়টার মোকাবিলা করতে হবে যে, আমাদের হৃদয়ে যেন কোনো কপটতা না থাকে।

এবং অন্তর থেকে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার চেষ্টা করা এবং আমাদের চিন্তাজগতে পাপের মোকাবেলা করা।

স্বীকার করে তা ত্যাগ করা, দ্বিধাগ্রস্ত না হওয়া, আমাদের উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ থাকা, না... উম... না

এমন ভান করা যে আমরা যা নই, তা-ই হবো; দাঁড়াও, শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীরা প্রায়ই এমনটা করতো যাতে...

গির্জায় নিজেদেরকে এমনভাবে উপস্থাপন না করা, যা আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে নই।

এর সম্পর্ক হলো ঈশ্বর ও মানুষের সামনে সৎ বিবেক বজায় রাখার চেষ্টার সাথে।

দশম অধ্যায়ের ২৪ নং অধ্যায়ে পৌল যা বলেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, "কিন্তু আমি স্বীকার করি যে, তিনি সেই পথের অনুসারী যাকে তারা বলে 'হেয়ার'; তিনি আমার পিতার ঈশ্বরের দ্বারা অত্যন্ত পূজিত এবং করেন যা সমাধিক্ষেত্রে লেখা আছে।"

নবীগণ এবং ঈশ্বরের প্রতি আশা রাখেন, যা নিজেদেরকে উৎসর্গ করে, এবং এও স্বীকার করেন যে ঈশ্বরের পুনরুত্থান ঘটবে।

ন্যায়পরায়ণ ও অন্যায়কারী উভয়ের মৃতদের প্রতি এবং এই বিষয়ে আমি সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখি।

ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি অপরাধমুক্ত বিবেক, যা এতটাই ব্যক্তিগত যে এর সম্পর্ক আন্তরিকতার সাথে।

যতটা সম্ভব সকল মানুষের সাথে শান্তিতে থাকার চেষ্টা করা।

আমাদের মধ্যে যেমন রোমান সোয়েল কথা বলেন, কিন্তু এছাড়াও ঈশ্বরের সামনে একটি নির্মল হৃদয় থাকা, সংক্ষেপে ২৪

উম আমরা সেটা পড়েছি উম

পদ তিন: কে প্রভুকে পর্বতে পাঠাবেন অথবা কে তাঁর পবিত্র স্থানে দাঁড়াবেন

যে ব্যক্তি নির্মল হৃদয়ে হাত পরিষ্কার করেছে এবং নিজের আত্মাকে অনর্থক ও অসার বিষয়ের দিকে চালিত করেনি।

বাইবেলে প্রায়শই মূর্তিপূজার সাথে সম্পর্কিত করা হয় না, কিংবা প্রতারণামূলকভাবে শপথ করা হয় না যে সে আশীর্বাদ পাবে।

প্রভু এবং তাঁর পরিত্রাণের ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা ধার্মিকতা, এটাই তাদের প্রজন্ম যারা অন্বেষণ করে।

ওই মুখটা, ওহ জেক, ওহ ঈশ্বর জেক, তো উম, তো এই এই ব্যাপারটা অনেকটাই সম্পর্কিত উম

কেউ না দেখলেও আমরা

ঈশ্বরকে ভয় করা এবং অনুমতি না দেওয়া, যেমন রোমান স্টু আমাদের প্রশংসা চাওয়ার বিষয়ে কথা বলে, তাই শেষ পর্যন্ত

প্রকৃত ত্বকচ্ছেদ হলো আমাদের প্রশংসা অন্বেষণ করা, যেন আমাদের প্রশংসা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, অন্যের জন্য নয়।

পুরুষদের সাথে আমাদের আচরণে আন্তরিক হওয়া... মথি ৫:৯ ধন্য তারা...

শান্তি স্থাপনকারী, কারণ তারা ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে। এর সম্পর্ক হলো সুসমাচারের প্রতি সত্যিকারের অনুরাগ থাকার সাথে।

একটি খাঁটি হৃদয়, যেন পৃথিবীতে ঈশ্বরের নাম মহিমান্বিত হয় এবং মানুষেরা...

এবং লোকেরা তাঁর সাথে পুনর্মিলিত হবে, যেমন প্রথম তীমথিয় মানুষের পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

ক্রোধ ও সন্দেহ ছাড়া সত্যিকারের কথা হলো খ্রীষ্টের জন্য একজন বিশ্বস্ত সাক্ষী হওয়ার চেষ্টা করা এবং নিজের সাক্ষ্য নিয়ে লজ্জিত না হওয়া, ঈশ্বরের মণ্ডলীতে আমাদের অংশ গ্রহণ করা।

ঈশ্বর আমাদের যে সামর্থ্য দিয়েছেন, সেই অনুসারে সুসমাচার প্রচার করতে যদি এমন কেউ থাকে যে পরোয়া করে না

যারা হারিয়ে গেছে এবং যারা সুসমাচার প্রচার করতে ইচ্ছুক নয়, এমনকি সমর্থন করতেও রাজি নয়।

এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করুন যারা বিশ্বস্ত থাকা সত্ত্বেও শান্তি স্থাপনকারী নন।

দ্বিতীয় করিন্থীয় ৫ অধ্যায়ে যীশু যে বিষয়ে কথা বলেছেন, আমরা ১৯ পদে পড়ি যে, এটা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে যে, ঈশ্বর খ্রীষ্টের মধ্যে থেকে জগৎকে নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করছেন, অন্য কারে

তিনি নিজেকে জগতের কাছে কিন্তু জগৎকে নিজের কাছে, তাদের অপরাধসমূহকে তাদের প্রতি কলঙ্কিত না করে, তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করতে, আমাদের পাপ মোচন করতে এবং অনুতাপ করার সুযোগ দিতে, যাতে আমরা ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হতে পারি।

এবং আমাদের কাছে মিলনের বাণী অর্পণ করেছেন, এখন আমরা হলাম

খ্রীষ্টের দূতগণ ঈশ্বরেরই, আমরা আমাদের পক্ষ থেকে আপনার কাছে মিনতি করি, যেন আপনি খ্রীষ্টে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হন।

কারণ যিনি পাপ জানতেন না, তাঁকে তিনি আমাদের জন্য পাপস্বরূপ করলেন, যেন আমরা ঈশ্বরের ধার্মিকতা হতে পারি।

সুতরাং তাঁর মধ্যে শান্তি স্থাপনকারী হওয়ার সাথে খ্রীষ্টের একজন বিশ্বস্ত দূত হওয়ারও সম্পর্ক রয়েছে, যাঁরা অন্বেষণ করেন

শুধু তাই নয়, যেমনটা আমরা ১৩ থেকে ১৬ পদে আলোচনা করব, মানুষের সামনে তাঁর প্রচার করার জন্য নয়।

কিন্তু মানুষের সামনে তাঁর একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হওয়া এবং

এবং কাউকে অকারণে আঘাত না দেওয়া, যেমন পৌল দ্বিতীয় করিন্থীয় ৮ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

শুধু ঈশ্বরের দৃষ্টিতেই নয়, মানুষের দৃষ্টিতেও সততার সাথে কাজ করাকে অবশ্যই...

জেমস থ্রি যা নিয়ে কথা বলে, তা হলো মনোভাব থাকা, চালচলন থাকা, কথা বলার ধরণ।

এমন একটা উপায় যেটা দিয়ে তেমন স্ট্র্যাফ করা যায় না, যদি কোনো স্ট্র্যাফ থাকতো, যদি মানুষের কাছে কিছু থাকতো।

আমাদের বিরুদ্ধে যে দোষ তাদের উপর বর্তাবে জেমস ৩:১৮ এবং এর ফল বিভিন্ন বাইবেলের মধ্যে পথ খুঁজে বের করা কঠিন উম

আমার সামনে দুটো বাইবেল আছে এবং মাঝে মাঝে বোঝা কঠিন হয়ে যায় যে আমার শুধু চেষ্টা করা উচিত কিনা।

প্রথম পালা অথবা সত্যকে সামলানোর চেষ্টা করা কিন্তু উম জেমস ৩১৭ থেকে ১৮ কিন্তু কিন্তু যে প্রজ্ঞা উপর থেকে আসে

প্রথমত বিশুদ্ধ, অন্য সবকিছুর আগে এটি বিশুদ্ধ এবং তারপর শান্ত, নম্র, সহজে কৌতূহলী, পরিপূর্ণ।

পক্ষপাত ও কপটতা ছাড়া উত্তম ফল এবং নেক আমলের ফল বিসর্জন দেওয়া

যারা শান্তি স্থাপন করে, তাদের মধ্যেই শান্তির বীজ বপন করা হয়। উম, আমার কাছে এখানে আর মাত্র ১০ মিনিটের মতো সময় আছে। আমি দুঃখিত যে...

এটা আমার ভাবনার চেয়ে বেশি সময় নিচ্ছে, আর আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে ধ্যান করার মতো অনেক কিছু আছে।

এখানে এবং আমি চাই, তাই আমি এই সাতটি পদ তাড়াহুড়ো করে শেষ করতে চাই না, কিন্তু আমার সত্যিই একটি

তাদের সম্পর্কে বলার মতো তেমন কিছু নেই, তাই আমার মনে হয় আমরা তাদের সামলে নিতে পারব। সুতরাং, এটি শ্লোকগুলিতে চলতে থাকবে।

১০ থেকে ১২ পর্যন্ত, ধন্য তারা যারা ধার্মিকতার কারণে নির্যাতিত হয়, যেন বলা যায় ঈশ্বরের রাজ্য উৎপন্ন হয়।

স্বর্গ সেই একই জিনিস, সেই একই আশীর্বাদ যার কথা তিনি তিন নং পদে বলেছিলেন। তোমরা ধন্য।

যখন লোকেরা তোমাদের নিন্দা করবে ও তোমাদের উপর অত্যাচার করবে এবং মিথ্যাভাবে বলবে যে সকল মানুষ তোমাদের বিরুদ্ধে মন্দ।

আমার খাতিরে আনন্দ করো এবং স্বর্গে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারের জন্য অত্যন্ত উল্লসিত হও, কারণ তারা এমনভাবে নির্যাতিত হয়েছিল।

তোমাদের পূর্বে যে নবীগণ ছিলেন, আমি বিশ্বাস করি যে এই পদগুলোর মূল বিষয় হলো—আমাদের ঈশ্বরের সামনে সৎকর্ম চালিয়ে যেতে হবে, ঈশ্বরের রাজ্যে এবং স্বর্গরাজ্যের ধার্মিক দিকগুলোতে অবিচল

এমনকি যখন এর কারণে আমাদের মানুষের কাছ থেকে কষ্ট ও নিপীড়ন আসে

রাজ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার ফলস্বরূপ, আপনি বলতে পারেন যে সম্ভবত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি

সম্ভবত এটি সহ্য করার সবচেয়ে কঠিন যন্ত্রণা, কিন্তু এর মধ্যে অবশ্যই এর চেয়ে কম বা অন্য সব যন্ত্রণা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

কষ্টের বিভিন্ন রূপ, যদিও সেগুলো আরও কঠিন, বিশ্বস্ত থাকার ফলস্বরূপই আসে এবং আপনি জানেন...

যেহেতু তুমি পৃথিবীর অন্যান্যদের মতো আনন্দে অংশ নিতে পারছ না...

যা পাপের সাথে এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং এমনকি ঈশ্বরের রাজ্যে পাঁচ বা দশ বছর ধরে অবিচল থাকার পরেও বিশ্বস্ত থাকার মধ্যে এক ধরনের কষ্ট জড়িত থাকে।

এবং রাজার অধীন থাকা ও তাঁর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করার মধ্যেই আমার বিশ্বাস যিশুর মূল বক্তব্য নিহিত ছিল।

মথি ২৪:৯ থেকে ১৩ অধ্যায়ে আমরা যেমন পড়েছি, সেই অনুযায়ী আমাদের শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকতে হবে এবং বিপথে চালিত হওয়া যাবে না।

মানুষের নিপীড়নের দ্বারা অন্যায়ের প্রতি ভালোবাসা, যা আমাদের ভালোবাসাকে শীতল করে তুলছে কারণ

অন্যায় বেড়ে চলেছে, তা দ্বারা বিচ্যুত না হয়ে, ভণ্ড নবীদের দ্বারা প্রতারিত না হয়ে, যারা

যারা মানুষের কানে সুড়সুড়ি দেয় এবং যারা কোনো না কোনোভাবে রাজ্যের ধার্মিকতা থেকে আমাদেরকে বিচ্যুত করতে চায়।

কিন্তু তিনি যা বলছেন তা হলো, তোমরা ধন্য যারা অবিচল থাকো।

রাজ্যের ধার্মিকতায় তোমাদের দুঃখভোগের মধ্য দিয়েও তিনি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে চাইছেন, আমাদের এটা দেখানোর জন্য যে...

এমনকি যখন আমরা ধার্মিকতার কারণে নির্যাতিত হই, এমনকি যখন লোকেরা

ব্যক্তিগতভাবে আমাদের নিন্দা করা হয় এবং ১১ পদে লক্ষ্য করুন যে, নিন্দা করা এক প্রকারের নির্যাতন এবং মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করাও এক প্রকারের নিপীড়ন, এমনকি যখন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থ বলে মনে হয়।

স্বর্গীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রাজা, যেহেতু বিশ্বাসই হলো বস্তুসমূহের সারবস্তু যা প্রমাণ হিসেবে ধারণ করা হয়।

অদৃশ্য বিষয়সমূহ এবং যে ঈশ্বরের কাছে আসে, তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে তিনি আছেন এবং তিনি এক কূপ।

বিশ্বাস ছাড়া তাঁকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব, কারণ যে-ই ঈশ্বরের কাছে আসে, তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে তিনি আছেন।

তিনি তাদের পুরস্কারদাতা যারা একাগ্রচিত্তে তাঁকে অন্বেষণ করে; স্বর্গীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এও বলছেন।

যদিও তুমি মানুষের সামনে দুর্দশাগ্রস্ত এবং তুমি হয়তো দুর্দশাগ্রস্ত বোধ করতে পারো, কারণ বিশ্বাসের চোখে তুমি

এই দৃষ্টিভঙ্গিটি গ্রহণ করা আশীর্বাদপূর্ণ, কারণ বিষয়গুলো আসলেই এমনই। এবং হিতোপদেশ ২৩:১৭-১৮ অধ্যায়ে যেমন বলা হয়েছে, "তোমার হৃদয় যেন পাপী না হয়, কিন্তু সারাদিন ঈশ্বরের বাক্যের ভ একটি শেষ আছে, এবং তোমার প্রত্যাশা..."

বিচ্ছিন্ন হবে না, তাই ১৩ থেকে ১৬ পদ: তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু যদি কামনার লবণ আস্বাদনযোগ্য হয়, কোথায়?

আমরা কি এতে লবণ দেব? এরপর থেকে এটি ফেলে দেওয়া ও মাড়ানো ছাড়া আর কোনো কাজের থাকবে না।

মানুষের পদতলে পাপের প্রতি তিরস্কার রয়েছে এবং তা থামিয়ে দেয় ও গতি কমিয়ে দেয়।

এই জগতের অধর্মের ধারা, এই জগৎকে রক্ষা করার একটি ঈশ্বরীয় সুবাস, একটি ঈশ্বরীয় প্রভাব, যে তিন থেকে বারো পদে যাদের বর্ণনা করা হয়েছে, তোমরা পৃথিবীর লবণ এবং

জগতের ভার বলতে স্পষ্টতই তিন থেকে বারো পদে বর্ণিত ব্যক্তিদের কথা বলা হচ্ছে।

এটাকে শুধু নিয়ে যে কারো উপর প্রয়োগ করা অনুচিত, কিন্তু এগুলো কী?

ঐসব মানুষের মধ্যে এক স্বর্গীয় সুবাস ও প্রভাব রয়েছে যা তারা নিয়ে আসে এবং যদি সেই স্বর্গীয় সুবাস

সেই ঐশ্বরিক প্রভাব থাকে না যদি আমাদের খ্রিস্টধর্ম আমাদেরকে সেদিকে নিয়ে না যায়।

ঈশ্বরের নামের অবমাননা ঘটানো এবং আমার উদ্দেশ্য সাধন করা ছাড়া আর কোনো কাজের নয়।

১৪ পদে, এখানে জগতের ভার, যে নগরী অমঙ্গলের পথে স্থাপিত, তাকে আঘাত করা যায় না, না...

পুরুষেরা একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে তা ঝুড়ির নিচে রাখে, কিন্তু মোমবাতির ফলকের উপর রাখলে তা সবকিছুর ওজন বাড়িয়ে দেয়।

যারা গৃহে আছ, মানুষের সামনে তোমাদের আলো এমনভাবে জ্বলুক যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে মহিমান্বিত করে।

তোমাদের পিতা যিনি স্বর্গে আছেন... উম, এটা আমার কাছে থাকা একটা বিষয়। আমি ১৩ থেকে ১৬ পদে ফিরে এসেছি। প্রকৃত খ্রিষ্টধর্ম জগতের সামনে মূল্য উপস্থাপন করে। এই পদগুলো ১০ থেকে ১২ প দেখায়। যেকোনো স্বঘোষিত খ্রিষ্টধর্ম যা বিরোধিতা বা প্রতিরোধ করে না...

জগতের পচন ও দুর্নীতি সেই উপাদানগুলোকে আক্রমণ করে খাদ্যকে দূষিত করার জন্য যা একেবারেই অকেজো।

যে কোনো ঘোষিত খ্রিস্টধর্ম যা তা করে না, তা কেবল দুষ্ট লোকদেরকে খ্রিস্টের নিন্দা করতে সাহায্য করে।

এবং তাঁর সুসমাচার সাধারণত এমন সমাজগুলিতে দেখা যায় যেখানে জীবন্ত সুসমাচারের সাক্ষীরা মহান ও ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে, বিশেষ করে দ্রুত দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। আমেরিকায় এখন যে দুর্নীতি চলছে তা অ প্রতিফলন।

মণ্ডলী... উম, আমরা ১৪ থেকে ১৬ পদে এটাও শিখি যে, আমরা যদি... মানুষের সামনে খ্রীষ্টের জন্য প্রকৃতভাবে উৎসর্গীকৃত হতে পারি না।

পবিত্র এবং সেই কারণে প্রতিরোধের প্রতি একটি তিরস্কার এবং সেই কারণে দুর্নীতির প্রতি একটি তিরস্কার ও প্রতিরোধ।

জগতের নয়, আর দেরি না করে আমাদের সমস্যার সমাধানও করা যায় না; অর্থাৎ, আমরা সত্যিই পবিত্র হতে পারি না যদি আমাদের খ্রিস্টধর্ম কেবল নিজেদের শুদ্ধ রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কারণ আ এবং তৈরি করার চেষ্টা করি না।

তাকে অন্যদের কাছে পরিচিত করা যাতে তারা পরিত্রাণ পেতে পারে, এটি সন্ন্যাসবাদের প্রতি একটি তিরস্কার, এই ধারণা যে

যে আমাদের সমাজ ছেড়ে পালিয়ে একা একা থাকা উচিত এবং তার মানে এই নয় যে

গ্রামে বাস করার মধ্যে সাদ্দামের মতো জায়গা এড়ানোর মতো কোনো বিচক্ষণতা নেই, কিন্তু

আমরা পুরোপুরিভাবে জগৎ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারি না, যা পৌল মূলত প্রথম করিন্থীয় অধ্যায়ে বলেছেন।

পাঁচ, উম, সুতরাং যারা প্রকাশ্যে খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে বলে দাবি করে, তারা যখন তাদের সেই বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনযাপন করে না।

এর মাধ্যমে এটি সকলের সামনে তাকে অসম্মানিত করে এবং অন্যদের জন্য বিভ্রান্তি ও সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

উম, যিশু পরে বলবেন, মানুষের চোখে পড়ার জন্য যেন আমরা আমাদের ধার্মিকতা প্রকাশ না করি এবং তা

এটা সত্য, কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের সামনে জীবনযাপন করতে হবে এবং ধারাবাহিকভাবে ধার্মিকতা পালন করতে হবে, যাতে আমরা

আচ্ছা, আমরা পুরুষদের প্রভাবিত করতে চাই না, আমরা ধারাবাহিকও থাকতে চাই এবং কখন আমাদের তা করা উচিত নয়।

মানুষের সামনে তার জন্য লজ্জিত হতে হবে এবং এই ধারাবাহিকতায় এটি যা ঘটাতে চলেছে তা হলো

এমন সৎকর্ম করো যা মানুষকে ঈশ্বরের মহিমা করতে, স্বর্গে অবস্থিত আমাদের পিতার মহিমা করতে প্রভাবিত করবে এবং

এবং পরিশেষে তা হলো একটি পবিত্র জাতি গঠনের জন্য উপাসনার এমনই এক নির্মল নিবেদন।

এক বিশেষ জাতির সৎকর্মের নিদর্শন, যারা তীত ২ অধ্যায়ে বর্ণিত অস্বীকার ও ঈশ্বরভক্তির মতো।

পার্থিব কামনা, যেন তারা এই বর্তমান জগতে সংযম, ধার্মিকতা ও ঈশ্বরের পথে জীবনযাপন করতে পারে।

ঈশ্বরের প্রকৃত অনুগ্রহ আমাদেরকে এই দিকেই নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্দিষ্ট এবং এটিই সেই কাঙ্ক্ষিত পরিণাম যা ঈশ্বর এখন এই পৃথিবীতে তাঁর রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে খুঁজছেন।

খ্রীষ্টের লোকদের মধ্যে, অর্থাৎ প্রকৃত মণ্ডলীর মধ্যে, আমরা ফিলিপীয় ২:১২ থেকে ১৬ অধ্যায়ে পড়ি, যেখানে আমার প্রিয়তমদের জন্য

সে সবসময় বাধ্য থেকেছে, শুধু আমার উপস্থিতিতেই নয়, আমার অনুপস্থিতিতেও খুব বেশি নয়। তোমার কাজটা করে নাও।

ভয় ও অনুরূপের সঙ্গে নিজের পরিত্রাণকে স্বীকার করো, কারণ ঈশ্বরই তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা উভয়ই জাগিয়ে তোলার জন্য কাজ করেছেন।

এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে, তোমরা সকল কাজ গুজব ও বিবাদ ছাড়া করো, যেন তোমরা হতে পারো।

ঈশ্বরের সন্তানগণ নির্দোষ ও নিরপরাধ, এক বক্র ও বিপথগামী জগতের মাঝেও তিরস্কারহীন।

হে জাতি, তোমরা জগতে আলোরূপে দীপ্তিমান এবং জীবনের বাণী প্রচার কর, যেন আমি আনন্দ করতে পারি।

খ্রীষ্টের দিনে আমি বৃথা দৌড়াইনি, বৃথা পরিশ্রমও করিনি। ফিলিপীয় ২:১২-১৬

ম্যাথিউয়ের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো নিয়ে আলোচনা করার সময় আপনাদের ধৈর্যের জন্য ধন্যবাদ।

গসপেল, আমার এখানে সব কাজ শেষ, ঠিক আছে? হ্যাঁ ভাই অ্যারন, আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।

আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন ভাই অ্যারন। আমরা এখানে রেকর্ডিংটি বন্ধ করছি। এই সপ্তাহে আমাদের কাছে চারটি প্রশ্ন রয়েছে, কিন্তু প্রশ্নকর্তা হলেন ব্রাদার অ্যারন।

আমার মনে হয় আগামী সপ্তাহে সবার বাচ্চাদের জন্য অবশ্যই এক ব্যাগ দুধের ব্যবস্থা করব। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

মথি লিখিত সুসমাচারের ৫-১৭ থেকে ৬-১৮ অধ্যায় নিয়ে অধ্যয়ন – সপ্তাহ ৫

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত সবাইকে শুভ সন্ধ্যা এবং ব্রাদার ও হিলটনকে সুপ্রভাত।

বাংলাদেশ থেকে ড্যানিয়েল ও শো আছি এবং বিদেশ থেকে যারা আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন, তাদের সবাইকে সুপ্রভাত।

আজ আমাদের সাথে আমাদের অস্ট্রেলিয়ান ভাইটি যোগ দেননি। তিনি আসলে স্কুলে আছেন কীভাবে শিখতে...

যদিও সে নিজেও খুব ভালো কাজ করেছে। সে চাষাবাদ ও এই জাতীয় কাজ করতে যাচ্ছে, তাই আমরা তাকে মিস করব।

আজ রাতে। যাইহোক, আমি সবাইকে স্বাগত জানাতে চাই। আমরা মথি লিখিত সুসমাচার নিয়ে আলোচনা করছি।

আমাদের প্রিয় ভাই অ্যারন কেরি এখানে আছেন, যিনি একজন অসাধারণ বাইবেল শিক্ষক। আমরা বইটি নিয়ে আলোচনা করেছি।

তার লেখা 'দ্য এজলেস কনফ্লিক্ট' নামের বইগুলোর মধ্যে একটি মার্চ মাস থেকে চলছে এবং এখন আমরা তা চালিয়ে যাচ্ছি।

মথি লিখিত সুসমাচারের মাধ্যমে, যা আমার মতে সবচেয়ে সুসমাচার প্রচারমূলক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

নতুন নিয়মের এই সম্পূর্ণ বইটি, যেখান থেকে আমরা অন্যদের শিষ্যত্বে দীক্ষিত করার জন্য এর শিক্ষাকে সত্যিই কাজে লাগাতে পারি।

তাই এটি সবসময় আমাদের ওয়েবসাইট globalvisionmachilv.org-এ তালিকাভুক্ত থাকে। সুতরাং আর দেরি নয় ভাই।

অ্যারন, আমি তোমাকে কথা বলার সুযোগ দিচ্ছি এবং এটি মিউট করে দিচ্ছি, আর আমি সবাইকে এটি মিউট করে দিতে অনুরোধ করছি যদি...

যতক্ষণ না আমরা প্রশ্নটা করছি, আমি কথা বলা বন্ধ করব। ঈশ্বর মঙ্গল করুন। ধন্যবাদ ভাই। গত সপ্তাহের জন্য আমি সবার কাছে ক্ষমা চাইতে চাই। একদিক দিয়ে আমি অতিরিক্ত প্রস্তুতি নিয়েছিলাম এবং ছিলাম, কিন্তু মূল কথা হলো আমি যথেষ্ট প্রস্তুত ছিলাম না, তাই আমি তার জন্য ক্ষমা চাইছি।

সেখানে অবশ্যই কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথা ছিল এবং সে কারণেই আমি জিমিকে রেকর্ডিংটি পোস্ট করতে বারণ করেছিলাম।

কারণ আমি মনে করি যে, ১৭ থেকে ৩৭ পদগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ গত সপ্তাহের চেয়ে ভালো হবে।

যাইহোক, এটা পোস্ট করা হয়েছে ভেবে শেখানোর পর, ইনশাআল্লাহ আমরা সেখান থেকে এগিয়ে যাব। তো গত সপ্তাহে

আমরা যখন ১৭ থেকে ৩৭ পদগুলো পড়ছিলাম, তখন শুধু এটাই পুনর্ব্যক্ত করছিলাম যে যিশু আমার কাছে আসেননি।

আমি গত সপ্তাহে কলে থাকা ব্যক্তিদের জন্য শ্লোকগুলো পড়ব না।

কিন্তু যারা রেকর্ডিংটি শুনছেন তারা তা করতে পারেন। শুধু এই বিষয়টির উপর জোর দেওয়ার জন্য যে, যিশুই এটি করেছেন।

১৭ ও ১৮ পদে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি ভাববাদীদের বিধান ধ্বংস করতে আসেননি, বরং

সেগুলো পূর্ণ করুন। তিনি পুরাতন নিয়মের কোনো কিছুর বিরোধিতা করছেন না বা তার বিপরীতে শিক্ষা দিচ্ছেন না এবং

যিশুর বলা বিভিন্ন কথার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি মনে রাখতে হবে, কারণ অনেকেই এর গভীরে প্রবেশ করে।

এখানে কিন্তু এই কারণে যে তারা এখানে যীশুর কথাগুলো বিবেচনা করে না

পর্বতের উপর উপদেশে তারা মোশির বিধানে কী বলা হয়েছে তা বিবেচনা করে না। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা এমন এক জায়গায় পৌঁছাই যেখানে

যিশু বলেন, এর একটি শর্ত আছে এবং সেটি হলো সেই শপথ।

পুরাতন নিয়মে এর উপর আদেশ দেওয়া হয়েছিল এবং আমরা যখন সেই পদগুলিতে পৌঁছাব, তখন আমরা দেখব যে ইহুদিরা

তারা এমন ফাঁকফোকর তৈরি করেছিল যাতে তারা ঈশ্বরের নাম ব্যবহার না করেই শপথ করতে পারে এবং এর ফলে

তারা তাদের শপথ পূরণ করেছিল এবং যিশু এর জন্য তাদের তিরস্কার করবেন, কিন্তু তবুও একটি গম্ভীর বিষয় রয়েছে।

বিচারকের সামনে বা এই জাতীয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে বাধ্যতামূলক শপথের প্রয়োজন হবে।

যারা আদালতে বা এই জাতীয় কোনো জায়গায় শপথ নিতে অস্বীকার করে, তারা বিবেচনা করছে না যে...

পুরাতন নিয়মে শপথের বিষয়ে আগেই বলা হয়েছিল। তাই ১৮ পদে যিশু বলেছিলেন স্বর্গ পর্যন্ত এবং

পৃথিবীতে এক বিন্দু বা এক কণা পরিমাণও যেন না যায় এবং কোনোভাবেই তা থেকে বাদ পড়বে না, সবকিছু পূর্ণ হবে এবং

আমরা রোমীয় ৮:৩ ও ৪ অধ্যায়ে এবং ইব্রীয় ১০ অধ্যায়ে দেখি যে, নতুন নিয়ম হলো একটি চাবির আত্মা।

নতুন চুক্তির একটি দিক হলো বিশ্বাসীদের হৃদয়ে ঈশ্বরের আত্মার লিখিত হওয়া, যাতে

তারা ঐশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার হবে, ধার্মিকতার একটি গভীরতর দিক আছে যা আমরা

এখন এমন কিছু পাওয়া যায় যা পুরাতন নিয়মের অধীনে পাওয়া যেত না; ঈশ্বরের জ্ঞান রয়েছে।

পাপের জন্য একটি নিখুঁত প্রায়শ্চিত্ত রয়েছে, যার আভাস আনুষ্ঠানিক বিধিতে দেওয়া হয়েছিল এবং

আছে, এবং সেই কারণে আমরা ঐশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার হতে পারি এবং এতে বলা হয়েছে

রোমীয় ৮:৪ এর উদ্দেশ্য হলো যেন মেষশাবকের ধার্মিকতা পূর্ণ হয়

আমরা যারা দৈহিকতার পথে নয়, বরং আত্মার পথে চলি, যখন বলা হয় ধার্মিকতার

যে আইনের নৈতিকতার কথা বলা হয়েছে, তা পুরাতন নিয়মে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল এবং যিশু এখানে আছেন।

সেটা স্পষ্ট করা, সেটার পক্ষে যুক্তি দেওয়া এবং দেখানো যে এটা অনেক কিছু, আর কী হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করা।

আইনটির মূল অর্থ হলো শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীদের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে, এবং তাই ১৯ পদে আমরা

যখন এতে বলা হয়েছে যে, যে কেউ এই আজ্ঞাগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতম একটিও ভঙ্গ করবে এবং

তিনি তাদের শিক্ষা দেবেন এবং তাই স্বর্গরাজ্যে তাকে ক্ষুদ্রতম বলা হবে, আমরা আলোচনা করেছি কীভাবে ক্ষুদ্রতম।

এর অর্থ হলো এমন কাউকে অগ্রাহ্য করা যে জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের কোনো কথা লঙ্ঘন করে এবং

এটাকে গুরুত্বহীন মনে করে গুরুত্বহীনকে গুরুত্বহীন বলে গণ্য করা হবে এবং

ঈশ্বরের রাজ্য থেকে অবহেলিত এবং আমরা প্রকাশিত বাক্য ২২:১৪ পদে দেখি যে, ধন্য তারা যারা তাঁর কাজ করে।

আদেশসমূহ যেন তারা জীবনবৃক্ষের অধিকার পায় এবং তারা ফটকগুলো দিয়ে প্রবেশ করে।

শহরে, উম, তাই ২০ নং পদে যিশু বলেছেন, কারণ আমি তোমাদের কাছে গ্রহণকারীকে পাঠাই, ধার্মিকতা ছাড়িয়ে যাবে।

শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীদের ধার্মিকতায় সে কোনো অবস্থাতেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

আর তাই যিশু বলছেন যে, তিনি তাঁর বাকি ধর্মোপদেশে এই বিষয়ে কথা বলতে থাকবেন...

আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীদের দ্বারা এর অপব্যবহারের মধ্যে বৈসাদৃশ্য তুলে ধরুন।

তারা তাদের পাপকে ন্যায্যতা দিতে এবং ইসরায়েলকে পাপে প্রলুব্ধ করতে ঈশ্বরের আইনের অপব্যবহার করেছিল এবং সেটাই হলো...

পর্বতের উপর দেওয়া উপদেশের বাকি অংশে, ২১ থেকে ২৬ পদে, যিশু কথা বলছেন...

ষষ্ঠ আজ্ঞা 'তুমি হত্যা করবে না'—এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও প্রকৃত মর্ম অনেকখানি তাৎপর্যপূর্ণ।

শুধু কাউকে শারীরিকভাবে হত্যা করার চেয়েও গভীর কিছু নয়, এটা এমন এক বার্তা দেয় যে আমাদের মনে সামান্যতম বিদ্বেষও থাকতে পারে না।

আমাদের হৃদয়ে অথবা অন্য কারো প্রতি কোনো অন্যায় আঘাত করা।

কোনো ব্যক্তি বা এমনকি তাদের বিরুদ্ধে আমাদের হৃদয়ে সামান্যতম বিদ্বেষপূর্ণ চিন্তাও... (২৭ থেকে ৩ পদে)

সপ্তম আজ্ঞাটি কেবল ব্যভিচার না করার চেয়েও অনেক গভীর, যার মধ্যে

মানে, আক্ষরিক অর্থে বলতে গেলে, আইন অনুযায়ী এই কাজের জন্য লোকেদের পাথর ছুঁড়ে মারা হতো।

মোশির যে সেখানে একটি আত্মা আছে, সেখানে একটি অভিপ্রায় আছে, এমন এক পর্যায়ে যেখানে

তিনি ২৮ পদে বলেন, যদি তুমি কোনো নারীর প্রতি সামান্যতম কামনাও পোষণ করো, তবে তুমি তোমার হৃদয়েই তার সাথে ব্যভিচার করে ফেলেছো। কিন্তু এর মধ্যে একটি গভীরতর নীতি রয়েছে এবং অ
দেখতে পাচ্ছি।

ফরীশী... উম, একজন আধুনিক ফরীশী কি যিশুর কথাগুলো নিয়ে বলতে পারে যে, এতে বলা হয়েছে...

যে কেউ কামনা করে, সে যেন কোনো নারীর কামনার দিকে তাকায় যখন সে তার সাথে ব্যভিচার করে ফেলেছে।

এবং তারা বলতে পারতো যে, এতে তো কোনো পুরুষের দিকে কামাসক্ত দৃষ্টিতে তাকানোর ব্যাপারে কিছু বলা নেই।

এটাই একজন ফরীশীর মনোভাব, যে চিঠিটিকে কেবল নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়।

তাদের পাপকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য ধর্মগ্রন্থের চিঠি। ওহ, বাইবেল তো বলে না যে তুমি কোনো ছবির প্রতি কামাসক্ত হতে পারো না।

আপনি চেনেন এমন একজন মহিলার ব্যাপারে বলতে গেলে, স্পষ্টতই এটাও ঠিক ততটাই ভণ্ডামি।

ফরীশীরা, যেমন এখানকার ফরীশীরা, যারা নারীর প্রতি কামাসক্তিকে সমর্থন করেছিল, তাই এটি গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা গভীরতর নীতিগুলো দেখতে পাই এবং এখন অনেক সময় যাকে ফরীশী বলা হয়, সে একজন

যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করতে এবং পবিত্র হতে চেষ্টা করে, অপরপক্ষে ফরীশীরা

যাদের সাথে যিশুর বিবাদ ছিল, তারা ছিল এমন লোক যারা ধার্মিক হওয়ার ভান করত, অথচ তারা জানত...

তারা তা ছিল না, তারা পবিত্র হওয়ার ভান করত এবং তারা ধর্মগ্রন্থের আক্ষরিক অর্থও ব্যবহার করত।

এবং তারা সেখানেই থেমে গেল এবং তারা আদেশগুলোর পেছনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, প্রকৃত নীতি নিয়ে ধ্যান করল না এবং এর মাধ্যমে তারা তাদের পাপকে ন্যায্যতা দিল। এবং তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি
আমরা প্রায়শই আপনার কথা কিছুটা অস্পষ্ট পাচ্ছি, তাই আমি মনে করি আপনি

হয়তো মাঝে মাঝে ওটার ওপর তোমার হাত রাখলে এমনটা হয়, যদি তুমি শুধু তোমার কথাগুলো দেখতে পাও।

হ্যাঁ, ধন্যবাদ ভাই। এখন কি ভালো লাগছে? হ্যাঁ, অনেক ভালো। আচ্ছা, সেটার জন্য দুঃখিত। উম, না।

এর সাথে সম্পর্কহীন একটি বিষয় হলো, ইহুদিদের বিবাহ চুক্তির প্রতি একটি ঢিলেঢালা মনোভাব ছিল এবং তারা

যখন আমরা ৩১ এবং ৩২ নং পদে যাব, তখন তারা মূলত ন্যায্যতা প্রতিপাদন করবে যে

তাদের মনোভাব ছিল এমন যে, যে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করবে, সে যেন তাকে একটি মূল্যায়ন দেয়।

বিবাহবিচ্ছেদ, যেমন ৩১ পদে বলা হয়েছে, তারা ঈশ্বরের বাক্য থেকে বাদ দিয়েছে, কারণ আপনি যদি দ্বিতীয় বিবরণে যান

অধ্যায় ২৪-এ আপনি দেখতে পাবেন যে, ঈশ্বর কেবল যুদ্ধকালীন বিষয় এবং পবিত্রতার ক্ষেত্রেই তালাকের অনুমতি দিয়েছেন।

যেহেতু যিশু ৩২ নং পদে ব্যভিচারকে সমীকৃত করেছেন, এবং সুতরাং মূল কথা হলো যে...

তারা মোশির বিধানে ঈশ্বর কর্তৃক বিবাহবিচ্ছেদের জন্য প্রদত্ত অত্যন্ত সংকীর্ণ অনুমতিটি গ্রহণ করেছিল এবং তারা

এইমাত্র এটা যোগ করলাম যে, যদি আপনি আপনার স্ত্রীকে সরিয়ে দিতে চান, যদি আপনি আরও সুন্দরী কোনো মহিলাকে দেখেন, যদি আপনি

তার প্রতি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, যদি তার আচরণে আপনি বিরক্ত হন, যদি সে আর আগের মতো আকর্ষণীয় না থাকে, তারা

তারা কি ভেবেছিল যে তাকে সরিয়ে দিয়ে অন্য কাউকে বিয়ে দেওয়া যাবে, আর সেটাই ছিল আসল কথা।

আর যিশু ঠিক এটাই বলছিলেন যে, শুধু কাগজপত্র থাকলেই সেটা ব্যভিচার নয়।

এবং শাস্ত্রের পদগুলিতে যিশু যা বলেছেন, তার প্রকৃত প্রেক্ষাপট বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

৩১ এবং ৩২, কারণ কেউ কেউ বিষয়টি এমন চরমে নিয়ে যায় যেখানে তারা কোন প্রেক্ষাপটে জোর করবে তা বিবেচনা করে না।

যারা ধর্মান্তরিত হওয়ার আগে তাদের বর্তমান জীবনসঙ্গীকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য বিবাহবিচ্ছেদ করে পুনরায় বিয়ে করেছিলেন

এবং মূল জীবনসঙ্গীর কাছে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করুন, এমনকি যদি মূল জীবনসঙ্গী আবার বিয়ে করেও থাকেন।

এমনটা ঘটার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তারা চেষ্টা করে, জানেন তো, তারা হয়তো কাউকে অনুমতিও দেবে না।

যদি তাদের স্বামী বা স্ত্রী ধর্মত্যাগের কারণে তাদের ছেড়ে চলে যায়, তাহলে তারা বিবাহবিচ্ছেদ করে আবার বিয়ে করে।

ধর্মত্যাগ ত্যাগ করে এবং বিশ্বাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এবং আমরা অধ্যায় ১৯-এ এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব, যেখানে যীশু কথা বলেন এবং ফরীশীরা এই বিষয়ে যীশুর সাথে আলোচনা কে

কিন্তু অনেক সময় যারা বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহের বিরুদ্ধে মতবাদ শিক্ষা দেন, তারা উদ্ধৃতি দেন

১ করিন্থীয় ৭:৩৯ এর মতো শাস্ত্রপদ যেখানে বলা হয়েছে যে স্ত্রী আইন দ্বারা তার স্বামীর প্রতি দায়বদ্ধ।

যতদিন সে জীবিত থাকে, কিন্তু যদি সে মারা যায়, তবে সে যাকে ইচ্ছা তাকেই বিয়ে করতে পারবে।

প্রভুর নামে তারা এর অর্থ ধরে নেয় যে বিবাহবিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহ কখনোই নয়, কিন্তু এমনকি কিছু গির্জা এমনকি

যদি স্বামী বা স্ত্রী ব্যভিচার করে, তাহলে তারা বাঁচানোর কথা বিবেচনাও করে না।

৩২ পদে উল্লেখিত দৈহিক ব্যভিচারের জন্য, কিন্তু মূল কথা হলো সেই আইনটি যা নিয়ে কথা বলা হয়েছে

১ করিন্থীয় ৩৯ অধ্যায় অনুসারে, যে বিধান নারীকে স্বামীর সঙ্গে এবং স্বামীকে স্ত্রীর সঙ্গে আবদ্ধ করে, তা হলো সেই বিধান।

মোজেস, তাই নিউরোর ব্যতিক্রম বিবেচনা করে একথা বলা হয়েছে।

ঈশ্বর এটা জানেন যে, যখন একজন অবিশ্বস্ত জীবনসঙ্গী থাকে, তখন তাকে ত্যাগ করার একটা সময় আসে।

প্রথম করিন্থীয় ৭ অধ্যায়ের মতো একটা জায়গায় বলা হয়েছে যে, যদি...

যদি কোনো অবিশ্বাসী কোনো বিশ্বাসীকে ছেড়ে যায়, তাহলে এমন ক্ষেত্রে কোনো ভাই বা বোন দাসত্বের অধীনে থাকে না এবং

তারপর অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে, "তুমি কি স্ত্রীর প্রতি আবদ্ধ? উচ্ছৃঙ্খল হতে চেয়ো না। তুমি কি স্ত্রী থেকে বিচ্যুত? স্ত্রী অন্বেষণ করো না। কিন্তু যদি তুমি বিবাহ করো, তবে তা পাপ নয়।" সুতরাং, চলে যায়।

তারা যিশুর কথার প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করেই লোকদের পুরোপুরি দাসত্বে আবদ্ধ করেছিল।

এখানে ফরীশীদের যুগের কথা এবং সেটা ৩৩ থেকে ৩৭ পদে বিবেচনা করতে হবে।

উম, যখন যিশু ৩৪ পদে বলেন একেবারেই শপথ করো না, ঈশ্বর দ্বিতীয় বিবরণ ৬:১৩ পদে বলেছিলেন যে

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভয় করবে এবং এটি সেই একই অনুচ্ছেদ যা যীশু মথি ৪ অধ্যায়ে শয়তানকে উদ্ধৃত করেছিলেন।

তুমি উপাসনা করবে অথবা ভয় করবে, বাক্যটির উভয় অনুবাদই করা যেত, যে কথাগুলো আমি তাকে দিয়েছিলাম।

তুমি সেবা করবে এবং তাঁর নামে শপথ করবে—এই কথাটি যিশু বলেছিলেন।

যেহেতু তিনি মোশির বিধান ধ্বংস করতে আসেননি, তাই তিনি বিষয়টি আগেই বিবেচনা করেই সে কথা বলেছিলেন, উম কিন্তু

আপনি দেখতে পাবেন, পথ দিয়ে যাওয়ার সময়, তাদের মধ্যে একটি প্রথা ছিল।

তৎকালীন ইহুদিদের মধ্যে এই ধারণা ছিল যে, যদি কেউ স্বর্গের নামে শপথ করে, তবে সে তার শপথ পালনে বাধ্য নয়, কারণ তারা বলত

আচ্ছা, আমরা ঈশ্বরের নামে শপথ করছি না, কিন্তু যিশু সেই ধারণাটাকেই নতুন করে চালু করছেন, তিনি শপথ করতে বলেন।

স্বর্গের নামেও শপথ কোরো না, কারণ তা ঈশ্বরের সিংহাসন, আর পৃথিবীর নামেও নয়, কারণ তা এই পাদপীঠ।

তারা ঈশ্বরের নাম নিচ্ছিল, তিনি বলছেন যে এই জিনিসগুলোর নামে শপথ করে তোমরাও ঈশ্বরের নাম নিচ্ছ।

যদিও তুমি বলো তুমি তুমি নও, যদিও তুমি, যদিও তুমি বলো তুমি তোমার...

শপথ, কারণ আপনি ঈশ্বরের নামে শপথ করছেন না, যা মোশির বিধানে অনুমোদিত একমাত্র শপথ।

ঈশ্বরের নামে শপথ করছিল এবং যে কেউ ঈশ্বরের নামে শপথ করেনি এবং যে কেউ

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নামে শপথ করে তা ভঙ্গ করেছে, ঈশ্বরের নাম অপবিত্র করেছে এবং যে কেউ

এবং যে কেউ ঈশ্বরের নামে শপথ করত, তা ছাড়া সেও ঈশ্বরের নামে শপথ করত।

শপথভঙ্গের জন্য দোষী এবং তাই তিনি জেরুজালেমের নামেও কিছু বলেননি, কারণ এটি ছিল মহান রাজার নগরী এবং

লেবীয় পুস্তক ১৯:১২ পদে বলা আছে, তোমরা করবে না... (আমি নিশ্চিত হতে চাই যে আমি ওখান থেকে ঠিকভাবে উদ্‌ধৃত করছি), এটা আগে থেকে মুখস্থ করে নাও, এবং আমার মনে হয় আমি এটা মুখস্থ ব শিক্ষাদানে যাও এবং...

সুতরাং এর চেয়ে ভালো আর হতে পারে না, ওখানে যান... লেবীয় পুস্তক ১৯:১২ এবং তোমরা রাতে আমার নামে শপথ করবে না।

মিথ্যাভাবে তোমার ঈশ্বরের নাম অপবিত্র করবে না। আমিই প্রভু। উম, তো যিশু যা নিয়ে কাজ করছেন...

৩৩ থেকে ৩৭ পদে ইহুদিদের বিভিন্ন ফাঁকফোকরের কথা বলা হয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে তারা তাদের শপথ থেকে মুক্ত থাকতো, এবং তিনি কেবল সেগুলো পর্যালোচনা করে বলছেন যে...

এগুলো তোমার জন্য নয়, তোমাকে বলতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ এবং না না, এবং যা কিছু তার চেয়ে বেশি তা মন্দ থেকে আসে, এবং সেটাই ছিল, আমাদের সৃজনশীল হওয়ার এবং বলার কিছু নেই যে...

কোনো কিছু নিয়ে কথা দিই, কিন্তু পরে এমন অজুহাত খুঁজি যে, 'আসলে আমি ওটা বলতে চাইনি।'

আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিনি, তাই আমি তা পালন করতে বাধ্য নই।

আর ইহুদিদের মধ্যে ঠিক এটাই ঘটছিল এবং যিশু সেটাই পর্যালোচনা করছিলেন।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শপথ গ্রহণ, যেমন যখন আপনি কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

আদালতকক্ষে, যেখানে আপনি যা বলছেন তা সত্য বলে নিশ্চিত করার প্রয়োজন হয়, ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে বলতে হয় যে আমি যা বলছি তা সত্য এবং আমি যদি এটি পালন না করি তবে আমি ন্যায্যভা শপথই যথাযথ, আমাদের সম্পূর্ণ সৎ হতে হবে।

এবং এই ধরনের মামলায় কাউকে শপথ করানোর পরিণতি রয়েছে, যখন মাইকেল

মিসৌরির ব্রাউন নামের যে লোকটি পুলিশকে আক্রমণ করেছিল, তাকে যখন প্রথম অফিসার হত্যা করে, তখন সে আহত হয়।

তাকে আক্রমণ করার পর তার এক বন্ধু সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের বলতে শুরু করল যে উম

সে 'হাত উপরে তোলো, গুলি কোরো না' এই প্রচলিত ধারণাটি নিয়ে কথা বলতে শুরু করল এবং বলল যে সে আসলে

যে অফিসারটি কোনো বিপদে ছিলেন না, কিন্তু তারপরে যখন সেই একই লোকটিকে আটক করা হলো...

আদালতে শপথ নিয়ে তিনি জুরিদের বলেছিলেন যে, তিনি যা দেখেছেন তা তিনি জানেন না, কারণ তিনি জানতেন যে তিনি ছিলেন

সে জানত যে, যদি সে সেখানে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ এবং না না বলতে হয়, যেন ঈশ্বরের সামনে আমরা সর্বদাই...

আমাদের কখনো শপথের অধীনে থাকার প্রয়োজন হওয়া উচিত নয়, কারণ আমাদের সর্বদা সৎ থাকা উচিত।

কিন্তু তা এই সত্যকে অস্বীকার করে না যে, যখন বিবাহের শপথের প্রসঙ্গ আসে, যখন বিষয়টি আদালতের আওতায় আসে।

পুরুষদের আশ্বস্ত করার একটা সময় আছে যে, আমরা যা বলছি তা সত্য এবং হিব্রু ৬:১৬

আজ সাক্ষী আছেন, তাই এখন আমরা মথি ৩:৫:৩৮ পদে এগিয়ে যাচ্ছি, আপনারা মৃত্যুর কথা শুনেছেন এবং বলেছেন

চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত; কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা মন্দের প্রতিরোধ করো না।

কিন্তু যার প্রেমিক ক্রোধ-বিরোধী গালে আঘাত করবে, তার দিকে অন্যটিও ফেরাবে, এখন এটাই এইগুলো।

শান্তিবাদকে সমর্থন করার জন্য ব্যবহৃত শ্লোকসমূহ—এই ধারণা যে খ্রিস্টানদের কখনোই সরকারে কাজ করা উচিত নয়।

অথবা এখন কোনোভাবেই বলপ্রয়োগে জড়িত হওয়া, কিন্তু আসলে সেটা...

আমাদেরকে প্রেক্ষাপট এবং আইনে ইতিমধ্যে কী বলা হয়েছে তা বুঝতে হবে, তাই দ্বিতীয় বিবরণ ১৯ অধ্যায়ে ফিরে যান।

'চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত' ছিল ইসরায়েলের বিচারকদের দেওয়া একটি আদেশ।

ন্যায়বিচার প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের তা পালন করার কথা ছিল, যেমনটা দ্বিতীয় বিবরণ ১৯:১৬-তে বলা আছে।

যদি কোনো মিথ্যা সাক্ষী কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্যায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায়, তাহলে

উভয় ব্যক্তি যাদের মধ্যকার বিবাদ প্রভুর সামনে, যাজকদের সামনে দাঁড়াবে এবং

সেই দিনগুলিতে বিচারকগণ থাকবেন এবং বিচারকগণ যত্নসহকারে অনুসন্ধান করবেন এবং দেখ, যদি

যদি কোনো সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষী হয় এবং তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তবে তোমরা তার প্রতি তাই করবে।

সে তার ভাইয়ের প্রতি যেমন করার কথা ভেবেছিল, তেমনি তুমিও তোমাদের মধ্য থেকে মন্দ দূর করবে।

এবং যারা অবশিষ্ট থাকবে, তারা শুনবে ও ভয় করবে এবং অতঃপর নিজেদের মধ্যে আর কোনো প্রকার মন্দ কাজ করবে না।

তুমি ও আমি করুণা করব না কিন্তু জীবন যাবে কেবল পাঁচটির জন্য, চোখের দাঁতের জন্য, সত্যের জন্য, হাতের জন্য হাত, পায়ের জন্য পা। যিশু কোনোভাবেই তাঁর পূর্বকথিত বিষয়কে অস্বীকার করছেন না ব

পুরাতন নিয়মে যা বলা হয়েছিল, যিশু কি মোশির মাধ্যমে কথা বলছিলেন, নাকি তিনি যার মাধ্যমেই কথা বলছিলেন।

উম, সেই আদেশটি ছিল যে, যদি কোনো মিথ্যা সাক্ষী কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে ওঠে, তবে তা সঠিক।

এবং সেই লোকটির থাকতো, এবং যে লোকটির বিরুদ্ধে সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছিল, তারও থাকতো।

মিথ্যা সাক্ষী ধরা না পড়লে তাকে শাস্তি দেওয়া হতো, এটা ঠিক যখন মিথ্যা সাক্ষী

তাকে একই শাস্তি দিতেই হবে, সমস্যাটা হলো ইহুদিদের মধ্যে এবং

যিশুর সময়ে তারা বিচারকদের জন্য সেই অনুচ্ছেদটি একটি লাইসেন্স হিসাবে গ্রহণ করছিল।

ব্যক্তিগত প্রতিশোধের জন্য, পাল্টা প্রতিশোধের জন্য, ইত্যাদি ইত্যাদি, বরং বিষয়গুলো সামনে আনার পরিবর্তে।

বিচারক যা করেছিলেন, বিচারকের এখতিয়ার ছিল, তারা ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিচ্ছিল।

এবং স্পষ্টতই, মানুষ আমাদের সাথে এমন অনেকভাবে অন্যায় করে, যার বিরুদ্ধে আমরা বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে পারি না।

এবং তারা দ্বিতীয় বিবরণ ১৯ অধ্যায়ের অনুচ্ছেদটিকে একটি লাইসেন্স হিসেবে গ্রহণ করছিল

যখন তারা নিজেদের ভুল মনে করত তখন নিজেদের প্রতিশোধ নিতে এবং স্পষ্টতই স্পষ্টতই ওটাই আপনার পাসওয়ার্ড অথবা আপনি যদি ভুল মেইলবক্স নম্বর দিয়ে থাকেন তবে স্টার চাপুন।

আমি জানি না ওটা কী ছিল ভাই, চালিয়ে যান। দুঃখিত, আপনার সমস্যা হচ্ছে। অনুগ্রহ করে আবার চেষ্টা করুন।

বিদায় সবাই, দয়া করে আমার সাথে থেকো। এগিয়ে যাও ভাই, ঠিক আছে? ধন্যবাদ। তো যদি তোমরা যাও...

রোমীয় ১২ অধ্যায়ের ৩৮ ও ৩৯ পদ নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এটি সত্যিই শুধু

এটা খুবই সুন্দর এবং ঈশ্বরের পথগুলো খুবই নিখুঁত। আর রোমীয় ১২:১৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, মানুষের মন্দের বদলে মন্দ প্রতিদান দাও এবং সকলের দৃষ্টিতে সৎ কাজ প্রদান করো।

যতদূর সম্ভব হোক এবং তোমরা সকল প্রিয় মানুষের সাথে শান্তিতে বাস করো, নিজেদের প্রতিশোধ নিও না।

বরং ক্রোধের অধীনে স্থান দাও, কারণ লেখা আছে, প্রতিশোধ আমার; আমি তা প্রতিস্থাপন করব। অতএব, যদি তোমার শত্রু ক্ষুধার্ত হয়, তাকে খেতে দাও; যদি সে তৃষ্ণার্ত হয়, তাকে পান করতে দাও; কারণ এ

তিনি তাঁর মস্তকে অগ্নিদণ্ড রাখবেন এবং এটি পাপবোধের প্রতি ইঙ্গিত করে, যেন তিনি পরাভূত না হন।

মন্দকে জয় করতে হবে, কিন্তু ভালো ও ন্যায় দিয়ে মন্দকে জয় করতে হবে। এই পরবর্তী অধ্যায়েই আমরা কথা বলব।

শাসন ক্ষমতার বিষয়ে, প্রতিটি আত্মা যেন উচ্চতর ক্ষমতার অধীন থাকে, কারণ এমন কোনো ক্ষমতা নেই যা...

ঈশ্বরের শক্তি আমাদের জন্য নির্ধারিত, অতএব যে কেউ সেই শক্তিকে প্রতিরোধ করে, সে প্রতিরোধ করে।

ঈশ্বরের বিধান এবং যারা এর বিরোধিতা করে, তারা নিজেদের জন্য শাস্তি ডেকে আনবে; কারণ শাসকেরা সৎকর্মের জন্য ভয়ের কারণ নয়, বরং মন্দ ইচ্ছার জন্য। তাদের বলো, শক্তিকে ভয় কর, তাই কর যা

উত্তম এবং তুমি তাঁর প্রশংসা করবে, কেননা তিনি ঈশ্বরের মঙ্গলকারী সেবক। কিন্তু যদি তুমি

মন্দ কাজ করো না, ভীত হও, কারণ তিনি অকারণে তরবারি ধারণ করেন না, কেননা তিনি ঈশ্বরের সেবক।

ক্রোধের প্রতিশোধক, তার উপর ক্রোধ বর্ষণ করতে, মন্দ কাজের জন্য; এমনটাই আমাদের অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

১২১৭-তে নিজেদের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নয়, কিন্তু তারপর ১৩-তে আমাদের বলা হয় যে তার জন্য সরকারি ক্ষমতা রয়েছে।

ঈশ্বরের সেবক, তাঁর উপর ক্রোধ বর্ষণকারী প্রতিশোধক, মন্দ কাজ করার জন্য, এইভাবে ঈশ্বরের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

এখনও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করার এবং বিষয়টি তাদের কাছে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

তাদের উপর এখতিয়ার আছে, আমাদের নির্ধারণ করার অধিকার নেই, আচ্ছা সে আমার সাথে এটা করেছে তাই আমি যাচ্ছি

তাঁর প্রতি এমনটা করা মানে নিজেদেরকে অপরাধীদের পর্যায়ে নামিয়ে আনা, এবং যিশু এখানে ঠিক এই ব্যাপারটি নিয়েই কাজ করছেন; দাউদ ও গোলিয়াথের কথা ভাবুন।

গোলিয়াথ ছিল ঈশ্বরের লোকদের শত্রু এবং দাউদ ঈশ্বরের সেনাবাহিনীর জন্য যুদ্ধ করেছিল, ঈশ্বরের লোক, ঈশ্বরের দেশ।

সে, গোলিয়াথ, যে এক হুমকি হিসেবে দাঁড়িয়েছিল এবং যে আশীর্বাদপ্রাপ্ত ছিল।

ঈশ্বরের আশীর্বাদপ্রাপ্ত এবং প্রকৃত ঈশ্বরকে চ্যালেঞ্জকারী ডেভিড গোলিয়াথকে চ্যালেঞ্জ করে তাকে হত্যা করে সঠিক কাজই করেছিল।

কিন্তু যখন যুদ্ধের জন্য অভিষিক্ত, ইস্রায়েলের রাজা শৌলের কথা এলো, যদিও শৌল খুঁজছিলেন

ডেভিডকে হত্যা করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ডেভিড তাকে হত্যা করার জন্য হাত বাড়াতে সাহস করেনি।

এমনটা একাধিকবার করার জন্য, স্পষ্টতই মন্দকে প্রতিহত করার একটি জায়গা আছে, যা পরিপূর্ণতার কথা বলে, যা কর্তব্য পালনের সাথে সম্পর্কিত, ব্যক্তিগত প্রতিশোধের সাথে নয়। আপনি যদি ডিউটেরো
কয়েক অধ্যায় পরে ফিরে যান...

২৩ পদে বলা হয়েছে, যদি কোনো কুমারী কন্যা স্বামীর সঙ্গে বাগদত্তা হয় এবং একজন পুরুষ তাকে খুঁজে পায়

নগরে প্রবেশ করে তার সঙ্গে শয়ন করবে, তারপর সে তাদের উভয়কে নগরের ফটকের কাছে নিয়ে আসবে এবং তুমি...

পাথর ছুঁড়ে তাদের মারো যাতে তারা মারা যায়, কুমারীটিকে কারণ তুমি শহরে কাঁদো না এবং পুরুষটিকে কারণ

সে তার প্রতিবেশীর স্ত্রীকে অপমান করেছে, তেমনি তুমিও তোমাদের মধ্য থেকে মন্দতা দূর করবে, কিন্তু যদি একজন মানুষ

মাঠে এক বাগদত্তা যুবতীকে খুঁজে পায় এবং লোকটি তাকে ধরে তার সাথে শয়ন করে, তারপর লোকটি শুধু এটুকুই করে।

তার সাথে শয়ন করলে সে মারা যাবে কিন্তু কুমারীর প্রতি তুমি কিছুই করবে না উম কুমারীর মধ্যে নেই

মৃত্যুদণ্ডযোগ্য পাপ, কারণ যেমন কোনো ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বলে, ঠিক তেমনই এই বিষয়টি।

কারণ সে তাকে মাঠে খুঁজে পেল এবং যুবতী ও বাগদত্তা যুবতীটি কেঁদে উঠল, কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না।

তাকে বাঁচান, তাই যদি কোনো নারী সেভাবে বিপদের সম্মুখীন হন এবং একজন পুরুষ তাকে জোর করার চেষ্টা করে

উম, তার কাঁদার কথা এবং এটা বোঝানো হয় যে যে কেউ তার কান্না শুনবে, সে তাকে বাঁচাবে এবং সেক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করাটা কর্তব্যেরই একটি অংশ।

প্রয়োজনে এমন কেউ আছে যে আক্রান্ত হচ্ছে, এমন কেউ আছে।

যেখানে একজন ভুক্তভোগী আছে এবং একজন অপরাধী অপরাধমূলক কাজ করার চেষ্টা করছে এবং এবং এবং আপনি এমন একটি জায়গায় আছেন যেখানে

তুমি যদি এটা না থামাও তাহলে এটা ঘটবেই। সেক্ষেত্রে পুলিশকে ডাকার মতো সময় তোমার থাকবে না। আসলে সেটাই ঠিক হবে। এটা তো স্পষ্ট।

৩৮ ও ৩৯ পদে যিশু যা বলছেন তা কোনোভাবেই সেই সত্যের বিরোধী নয় এবং এখানেই শান্তিবাদ একটি মারাত্মক মতবাদ—এই ধারণা যে খ্রিস্টানদের কখনোই কোনো প্রকার শক্তি ব্যবহার করা উচিত নয়।

তারা ব্যক্তিগত প্রতিশোধ এবং ইউএফসি-র সাথে অহংকারী লড়াইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না।

বলপ্রয়োগ এবং সহিংসতার ব্যবহারের প্রতি একটি শ্বেতাঙ্গ মনোভাব থাকার মধ্যে লড়াই।

তারা ঐসব বিষয় এবং কর্তব্য পালনের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। হিতোপদেশ ২৪ অধ্যায়ের ১১ ও ১২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, মূলত যদি তুমি তাদের উদ্ধার করার জন্য প্রস্তুত হও যারা...

উম, আমার বরং কভারেজ ২৪, ১১ এবং ১২ পড়ে দেখা উচিত।

যদি তুমি মৃত্যুর দিকে ধাবমানদের এবং নিহত হওয়ার জন্য প্রস্তুতদের উদ্ধার করতে বিরত থাকো

যদি তুমি বলো, 'দেখো, আমরা তা জানতাম না', তবে যে হৃদয় দিয়ে চিন্তা করে সে কি তা বিবেচনা করে না, এবং যে...

যিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করেন, তিনি কি তা জানেন না এবং প্রত্যেককে তার কর্ম অনুসারে ফল দেবেন না?

সুতরাং একজন শান্তিবাদী মনোভাবের ব্যক্তি, যে একজন নারীকে নির্যাতিত হতে দেখেও শুধু পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

সেখানে গিয়ে এটা করে এবং মানে কিছুই করে না, উম... সে সেই ধরনের মানুষ যে শুধু...

সে এই ভেবে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে যে সে যিশুর কথা মানছে, কারণ সে মন্দের প্রতিরোধ করছে না এবং সে যেন...

ঐ ধরনের অপরাধীর সাথে জড়িত থাকা এবং এমন একটি ভয়ানক কাজ সংঘটিত হতে বাধা না দেওয়া যখন

সে যখন এটা করতে পারতো, সেটা একটা জঘন্য কাজ, একটা খুবই ভয়ঙ্কর কাজ এবং তাই...

ঈশ্বর তাদের বিচার করবেন যারা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা গ্রহণ করে।

তাদের প্রকৃত এখতিয়ারে, যাদের এটি আছে, যাদের সুযোগ আছে

যারা নির্যাতিত তাদের সাহায্য করা এবং তা না করা—উম, এটা শুধু একটা ভ্রান্ত মতবাদই নয়, যা হতে পারে... হ্যাঁ, এগুলো কিছুটা ভুল। আপনি যদি শান্তিবাদকে তার যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যান, তাহে একটা জঘন্য পাপে পরিণত হতে পারে। তাই এটা না করা একটা গুরুতর বিষয়।

পর্বতের উপর উপদেশ পাঠ করার সময় পুরাতন নিয়মে ইতিমধ্যে যা বলা হয়েছিল তা বিবেচনা করুন।

আমরা এও দেখতে পারি যে, যিশু কীভাবে তাঁর পিতার গৃহ, অর্থাৎ মন্দিরে, মন্দের প্রতিরোধ করেছিলেন; এটি ছিল এমন একটি স্থান।

যেহেতু তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন, তাই তাঁর কর্তৃত্ব ছিল এবং সেই কারণে তিনি সেইসব লোকদের সাথে অত্যন্ত কঠোর আচরণ করতেন যারা

পুরাতন নিয়মে, যখন ঈশ্বর...

যখন ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের লুকিয়ে রেখেছিলেন, তখন তারা কনানীয় ও অমালেকীয়দের হত্যা করেছিল, যা ঘটেনি, যা ঘটেনি।

ইসরায়েলিদের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ, যা ছিল ঈশ্বরের একটি বিচারিক কাজ।

তিনি ইসরায়েলকে প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাই সেটা হত্যাকাণ্ড ছিল না, এবং ন্যায়সঙ্গত বিচারিক কাজ ও ব্যক্তিগত প্রতিশোধের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে।

দেখুন কীভাবে ঈশ্বর এমনকি সোলস কিংকেও সরিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ তিনি ঈশ্বরের নিজের প্রতিশোধ কার্যকর করেননি।

অমালেকীয়দের যখন তাকে আদেশ করা হয়েছিল এবং তাই এগিয়ে গিয়ে ৫৪০ পদে বলা হয়েছে এবং যদি কোনো মানুষ চায়

উপসংহারটি বাতিল করো, ওই কোটটা সরিয়ে নাও, ওকে ওই কোকটাও খেতে দাও। এছাড়াও, এটা এমন এক সময়ের কথা বলছে যেখানে

আমরা সত্যিই কোনো কিছুর জন্য দোষী হতে পারি, হয়তো তুমি... আমি একটা উদাহরণ শুনেছি, হয়তো তুমি...

আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন এবং হয়তো কোনো এক সময় দুর্ঘটনাবশত কারো সাথে আপনার ধাক্কা লাগলো।

হয়তো এটা তোমার পক্ষ থেকে কোনো পাপ ছিল না, কিন্তু তুমি অনিচ্ছাকৃতভাবে কাউকে আঘাত করেছ, এটাই এখানে মূল বিষয়।

মানে, আমরা যদি কারো নামে ছন্দে কথা বলি, তাহলে সেটা ঠিক করার জন্য আমাদের সাধ্যমতো সবকিছু করা উচিত।

ইব্রীয় ১২:১৪ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, সকল মানুষের সঙ্গে শান্তিতে থাকো এবং পবিত্রতা অনুসরণ করো, যা ছাড়া কেউ প্রভুকে দেখতে পাবে না।

এবং আমরা রোমীয় ১২ অধ্যায়ে দেখেছি যে, যতটা সম্ভব, যদি আলো থাকে এবং তুমি বাঁচো

সকলের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে, তাই আমাদের নিশ্চিত করা উচিত যে যদি আমরা... বরং বরং

নিজেদের রক্ষা করা এবং নিশ্চিত করা যে, আমাদের যা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তার চেয়ে এক পয়সাও বেশি যেন দিতে না হয়।

আমাদের নিশ্চিত করা উচিত যে, যদি আমরা সত্যিই কাউকে মূল্যায়ন করি, তবে তিনি একজন ভালো সাক্ষী ছিলেন।

এবং তারা আমাদের দ্বারা মোটেই অপমানিত হননি এবং আমরা যা করেছি...

আমরা বিষয়টি মিটিয়ে ফেলতে পারতাম, যাতে এরপরও যদি তারা অসন্তুষ্ট থাকে, তাহলে আমরা আমাদের সাধ্যমতো সবই করেছি।

সুতরাং ৪১ নং পদে, কার এবং কার রূপা গর্বের সাথে আসবে এক মাইল যেতে, তার সাথে এক বা দুই মাইল পরিষ্কার করে যেতে।

উম, এখানে সেই সময়ের কথা বলা হচ্ছে যখন একজন রোমান সৈন্য ইসরায়েলে কোনো কিছু দখল করত, যেমন...

এক মাইল পর্যন্ত নিজের মালপত্র ও সরঞ্জাম বহন করা, যা রোমান সৈন্যদের জন্য অনুমোদিত ছিল।

রোমান আইন অনুসারে, এখানে মূল বিষয় হলো এই যে, আমাদের যদি এমন কোনো কর্তব্য থাকে যা দেখে আমাদের মনে হতে পারে যে আমাদের সুযোগ নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এটি আসলেই একটি কর্তব্য, তা হবে না, বরং তা প্রমাণ করার জন্য আমাদের আরও বেশি কিছু করা উচিত।

সাহায্য করার এবং এটা দেখানোর জন্য যে, আমাদের হৃদয়ের আন্তরিক উদ্দেশ্য হলো—আমি একটি বাইবেল ভাষ্য দেখেছিলাম, আমার মনে হয় ওটা লিবার্টি বাইবেল কমেন্টারি ছিল।

আলোচনা করা হয়েছিল যে, আপনি যদি একজন ইসরায়েলি হতেন এবং একজন রোমান সৈন্য আপনাকে এক মাইল যেতে বাধ্য করত

সে... উম... যদি তুমি শুধু প্রথম মাইলটা গিয়েই আর বেশি কিছু না করতে, তাহলে এমনটা হতো না এবং তারপর তুমি...

তার সাথে সুসমাচার ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করাটা ভালো সাক্ষ্য হবে না, কিন্তু যদি আপনি দ্বিতীয়টিতে যান

লোকটির সাথে মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন এবং পথিমধ্যে তার সাথে সুসমাচার ভাগ করে নিয়েছেন, যা সত্যিই...

প্রমাণ করবে যে আপনি... এটা দেখাবে যে আত্মস্বার্থপর ও আত্মরক্ষামূলক পথ...

জগৎ তোমার মধ্যে ছিল না, এই অনুচ্ছেদটির অপব্যবহার করা যেতে পারে, ঠিক যেমন লোকেরা ৩৮ ও ৩৯ নং পদের অপব্যবহার করে, তাই...

সব ধরনের বলপ্রয়োগই ভুল, একথা বলার জন্য কেউ ৪১ নং শ্লোকের অপব্যবহার করে সব ধরনের সামরিক পদক্ষেপের কথা বলতে পারে।

সঠিক ছিল, তাই এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের একটি ধারণা তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে কিছু নির্দিষ্ট সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে।

একজন সাধারণ রোমান সৈনিক কেবল শান্তি বজায় রাখছিল, অন্তত সে তাই মনে করত।

যা করার কথা ছিল কিন্তু স্পষ্টতই অন্যান্য সামরিক বাহিনী, অন্যান্য সরকারের জন্য এটা করা ভুল হবে।

অন্তত প্রথম মাইলটুকুও যান, কারণ তারা হয়তো এমন সব মানুষের মৃতদেহ বহন করছে যাদেরকে তারা এইমাত্র অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে।

যেভাবে ৪১ নং পদের অপব্যবহার করা যেতে পারে, ৪২ নং পদ: যে চায় তাকে দাও এবং যে চায় তাকেও দাও।

মোড় ধার করো, তুমি দূরে যেও না, উম, রাস্তার প্রায় প্রত্যেক ভিক্ষুকই তার শ্লোকটি জানে এবং তারা

তারা নিজেরা মান্য করার জন্য এটা জানে না, কিন্তু তারা খ্রিস্টানদের কাছে এটা উদ্ধৃত করতে জানে যারা

গির্জা থেকে বের হওয়ার সময় আমি ভিক্ষুকদের দেখেছি লোকেদের জিজ্ঞাসা করতে, আপনি কি খ্রিস্টান? এবং যদি তারা উত্তর দেয়

হ্যাঁ, তারা তাদের কাছ থেকে দান আদায়ের জন্য এই ধরনের শ্লোক উদ্ধৃত করার চেষ্টা করবে।

তারা এবং আমি আমেরিকায় আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখেছি যে রাস্তার প্রায় প্রত্যেকটি ভিক্ষুক

সে কি মাদকাসক্ত নাকি শুধু একজন মিথ্যাবাদী, নাকি এমন কেউ যে অনেক বেশি কাজ করতে অনিচ্ছুক।

সেই সূত্র ধরেই বলা যায় যে কিছু প্রতারণা চলছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সবাই।

একমাত্রটি হলো কিন্তু আমাদের এখানকার মূলনীতিটি বুঝতে হবে যে গীতসংহিতা ১১২৫-এ যেহেতু

যিশু আইন বা ভাববাদীদের ধ্বংস করতে আসেননি; তিনি গীতসংহিতা ১১২৫-এ আমরা যা দেখি, তার কোনোভাবেই বিরোধিতা করছেন না।

একজন ভালো মানুষ তার কাজকর্ম পরিচালনা করবে অনুগ্রহ ও লন্ডনের সাহায্যে।

বিবেচনার সুযোগ, তাই এখনও বিবেচনার প্রয়োজন আছে, এখনও সেই পরিমাণটি বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে।

জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে এবং বিবেচনা করতে বলা হচ্ছে যে এটি একটি বৈধ প্রয়োজন কিনা, মূল বিষয় হলো যিশু আসলে আত্মরক্ষাকারীদের তিরস্কার করছেন।

হিতোপদেশ ৩:২৭ ও ২৮ পদে বলা হয়েছে, এমন মনোভাব যা প্রকৃত প্রয়োজনে থাকা কাউকে সাহায্য না করার ন্যায্যতা প্রমাণের চেষ্টা করে।

আমাদের বলা হয়েছে, যার প্রাপ্য, তার থেকে ভালো কিছু আটকে রেখো না, যখন তা করার ক্ষমতা তোমার হাতে থাকে।

তোমার প্রতিবেশীকে বলো না, যাও এবং আরও পেতে এসো, আমি দেবো যখন তোমার ধার্মিকতা থাকবে, তাই

স্পষ্টতই, এখানে এমন একজনের কথা বলা হচ্ছে যার সত্যিই সাহায্যের প্রয়োজন এবং যাকে আমরা সাহায্য করতে পারি বলে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে, এবং যখন পরিস্থিতিটা সেরকম হয়, তখন আম

আমাদের নিজেদেরই আমাদের প্রতিবেশীদের ভালোবাসতে হবে, যিশু ৭:১২ অধ্যায়ে দেখবেন যে সমস্ত আইন এবং

নবীগণের কথা সংক্ষেপে বলা যায় যখন আজকের দিনে, অন্তত লেনদেনের ক্ষেত্রে, প্রসঙ্গ আসে।

অন্যান্য মানুষের সাথে, উম... তো আছে...

তাহলে অবশ্যই বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে যে, এমন কোনো পুরুষ আছে কি না যে দেয়

তুমি এমন একজন যে বাস স্টেশনে একটি সিকি চায়, সে মিথ্যাবাদী কিনা তা তদন্ত করে বের করার জন্য।

এটা আপনার টাকা দেওয়ার একটি উপযুক্ত উপায় কিনা তা খুঁজে বের করতে, সম্ভবত এটাই সঠিক উপায়।

এটা একটা বোকামি, কারণ আমার মনে হয় আমরা বেশিরভাগই কল্পনা করতে পারি যে একজন ব্যক্তি কীভাবে বৈধভাবে

বাস স্টেশনে তাদের বসের সাথে দেখা করতে থাকা, অথবা এক ডলার কম থাকা, অথবা আবার নিজের গণ্ডগোল পাকানো ভাই।

দুঃখিত, কিন্তু যখন টাকার পরিমাণ বেশি হয়, তখন... যখন টাকার পরিমাণ বেশি হয়...

টাকার এই বিষয়টি নিয়ে এখনও তদন্ত করা এবং বিবেচনা করা অবশ্যই ঠিক হবে যে আমরা প্রতারিত হচ্ছি কিনা।

ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য এই অর্থ ব্যবহার করার এর চেয়ে ভালো কোনো উপায় নেই কি, তা আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

গীতসংহিতা ১১২:৫ এবং হিতোপদেশ ৩:২৭ ও ২৮-এর মতো অনুচ্ছেদগুলো এখানে রয়েছে। তো, এবার ৩০ ও ৪৩ পদে আসা যাক।

তোমাদের পিতার সন্তানগণ, যিনি স্বর্গে আছেন; কারণ তিনি তাঁর পুত্রকে মন্দ ও মঙ্গলের উপর পুনরুত্থিত করেন।

ভালো, এবং ন্যায়পরায়ণ ও অন্যায়কারী উভয়ের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করো, কারণ যারা তোমাকে ভালোবাসে, তুমি যদি তাদের ভালোবাসো, তবে তার পুরস্কার কী?

তুমি তো জনসাধারণকেও চেনো না, আর যদি সে শুধু তোমার ভাইদেরই হারাত, তাহলে তুমি এর চেয়ে বেশি আর কী করো?

অন্যরা এমনকি জনসাধারণকেও বোঝে না এবং তাই যখন ৪৩ নং পদে বলা হয়, আপনারা শুনেছেন

বলা হয়ে থাকে, তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে এবং শত্রুকে ঘৃণা করবে। ওটা কোনো উক্তি ছিল না।

এটা ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে নেওয়া। ওল্ড টেস্টামেন্টে এমন কী আছে যা... আচ্ছা, সেখানে যাওয়ার আগে আমি লুপ ১০:২৫ থেকে ৩৭-এ থাকা ভালো সামুরাইয়ের দৃষ্টান্তটির কথা উল্লেখ করব।

যিশু সেই আইনজীবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তাঁর কী করা দরকার।

অনন্ত জীবন। যিশু সেই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কীভাবে পড়তে পারো? এবং সে সঠিক উত্তর দিয়েছিল, তুমি ভালোবাসবে।

তোমার সমস্ত হৃদয়, আত্মা, শক্তি, মন ও ভালোবাসা দিয়ে তোমার প্রভু ঈশ্বরকে আরো ভালোবাসো এবং তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসো।

এবং যিশু বললেন, "তুমি সঠিক উত্তর দিয়েছ, এটা করো এবং বেঁচে থাকো।" আমি এখানে নিজের মতো করে বলছি, কিন্তু এটাই তার সারমর্ম। এবং তারপর, যে লোকটি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে ইচ্ছু
কে ছিল?"

প্রতিবেশী এবং ঈশ্বরের বিধান অনুসারে তার কাছে সঠিক উত্তর ছিল, কিন্তু তিনি তার উপর একটি শর্ত আরোপ করেছিলেন।

আমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে ভালোবাসা দরকার, কিন্তু আমার প্রতিবেশী কে? আর যিশু তাঁকে এই দৃষ্টান্তটি দিয়েছিলেন।

ভালো সামুরাইটান এটা দেখানোর জন্য যে, আপনার প্রতিবেশী যেই হোক না কেন, কারোরই কিছু না থাকার কথা নয়।

ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান এবং তিনি তা দেখাতে দিয়েছিলেন, সামুরাইয়ান কর্তৃক ইহুদিকে সাহায্য করার বিষয়ে কথা বলেছিলেন।

ইহুদিদের তিরস্কার করে দেখিয়ে দাও যে, যদি তুমি চাও যে সামুরীয় লোকটি তোমাকে সাহায্য করুক।

যদি তোমাকে মারধর করে, লুট করে মাটিতে ফেলে রাখা হতো, তাহলে তোমারও সামুরিটানকে সাহায্য করা উচিত ছিল।

লেবীয় পুস্তক ১৯১৮-তে বলা হয়েছে, উম...

তুমি তোমার জাতির সন্তানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবে না এবং কোনো বিদ্বেষ পোষণ করবে না।

কিন্তু তুমি তোমার প্রতিবেশীদেরকে এমনভাবে ভালোবাসবে যেন আমিই প্রভু। সুতরাং আসলে এটা একটা ভালো কথা।

৩৮ ও ৩৯ নং আয়াত সম্পর্কিত ভালো অনুচ্ছেদ, কিন্তু আমি ১৫ নং আয়াতটি উল্টে দিতে চেয়েছিলাম, আমি দুঃখিত।

আচ্ছা, এটা এখনও এখানে পড়ার জন্য উপযুক্ত: তুমি কোনো অধর্ম ও বিচার করবে না, তুমি দরিদ্রের প্রতি পক্ষপাত করবে না এবং পরাক্রমশালীর প্রতি সম্মান দেখাবে না, কিন্তু ন্যায়পরায়ণতার সাথে তোমার

এখানে আরও একটি অনুচ্ছেদ আছে... আমি দুঃখিত, আমাকে আমার নোটগুলো আরও ভালোভাবে গুছিয়ে নিতে হবে।

আপনি এইমাত্র কোন অনুচ্ছেদটি পড়লেন? ওহ, আমি লেবীয় পুস্তক পড়েছি, সম্ভবত ১৯১৫, ১৫। আচ্ছা, ওখানে কিছু একটা ছিল।

লেবীয় পুস্তক ৯ থেকে, কিন্তু মূল কথা হলো, পুরাতন নিয়ম এমন শিক্ষা দেয়নি যে আমাদের আছে

কাউকে সাহায্য করার অধিকার, যা দিয়ে আমরা কাকে ভালোবাসব আর কাকে ভালোবাসব না, তা আলাদা করতে পারি।

এখন ভালোবাসতে হলে, সেই ভালোবাসা যেভাবে প্রকাশিত হয় তা নির্ভর করে আমাদের প্রতি সেই ব্যক্তির মনোভাবের উপর।

এটা কি ভিন্ন হতে পারে? অবশ্যই, ভালোবাসার অগ্রাধিকার থাকতে হবে।

আমাদেরকে বলা হয়েছে, অপ্রমাণযোগ্যদের সাথে কোনো সঙ্গ না রাখতে।

অন্ধকারের কাজগুলোকে বরং অনুমোদন করতে বলা হয়েছে, এবং দ্বিতীয় করিন্থীয় ৬ অধ্যায়েও আমাদের একইভাবে বলা হয়েছে।

অবিশ্বাসীদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা, অবিশ্বাসীদের সাথে অসমভাবে যুক্ত না থাকা—এটা একটা সত্যি কথা।

কিন্তু যখন প্রসঙ্গ আসে, ঈশ্বর এমনকি দুষ্ট ও অকৃতজ্ঞ মানুষদের প্রতিও ভালো করার উপায় খুঁজে নেন, যদিও

তারা তাকে ঘৃণা করে এবং সে তাদের প্রতি ভালো করার এমন উপায় খুঁজে বের করে যা তার ন্যায়পরায়ণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তীত অধ্যায় তিন পদ তিন থেকে পাঁচ-এ তাঁর ধার্মিক মানদণ্ড ও তাঁর ধার্মিক নীতিসমূহ।

আমি এখান থেকে আরেকটি বাইবেল নেব, যাতে আমি মথি পাঁচ অধ্যায়ে আমার অবস্থান দেখতে পারি।

তিতাস তিন, পদ তিন থেকে পাঁচ, উম, আমি দুঃখিত, পদ এক থেকে পাঁচ, তাদেরকে বিষয় হিসেবে মনে রেখো।

রাজত্ব ও ক্ষমতার প্রতি অনুগত থাকতে, শাসকদের আজ্ঞা পালন করতে, প্রতিটি সৎকাজের জন্য প্রস্তুত থাকতে, এবং নিন্দা করতে।

কোনো মানুষই ঝগড়াটে হবে না, বরং নম্র হবে এবং সকলের কাছে তার মাংসলতা প্রকাশ করবে, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম

কখনো কখনো নির্বোধ অবাধ্য হয়ে নানা রকম লালসা চরিতার্থ করতে দেখা যায় এমন নিয়োগকর্তারা বিদ্বেষের মধ্যে বাস করে এবং

ঈর্ষা, ঘৃণা এবং পরস্পরকে ঘৃণা করা, কিন্তু তার পরেই মানুষের প্রতি আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের দয়া ও ভালোবাসা।

আমাদের ধার্মিকতার কাজের দ্বারা তিনি আবির্ভূত হননি, বরং তাঁর করুণাতেই তিনি আমাদের রক্ষা করেছেন।

পুনর্জন্মের স্নান এবং পবিত্র আত্মার নবীকরণের দ্বারা, যা তিনি আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করেছেন

আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমে... সুতরাং মূল কথা হলো, যিশু এখানে যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন তা হলো...

আমাদের কাজ হলো সবার মঙ্গল চাওয়া, এমনকি যদি তারা প্রতিদান নাও দেয়।

আমাদের প্রতি এই অনুগ্রহ... উম... আমি এই উক্তিটি আগেও দেখেছি: কখনো ন্যায়বিচার আশা করো না, কিন্তু ন্যায়বিচার দিতে কখনো বিরত থেকো না। যিশু এখানে এই মনোভাবের সম্মুখীন হচ্ছেন যে, 'এ
না যদি আমি... যদি আমি...'

উম, বুঝতেই পারছেন, একটা নর্দমায় পড়ে আছে, তাই আমি তাদের সাহায্য করতে যাচ্ছি না বা বুঝতেই পারছেন, এবং স্পষ্টতই সেটা...

ছোটখাটো বিষয়েও প্রযোজ্য হতে পারে, স্বয়ং পুরাতন নিয়মই শত্রুদের ভালোবাসতে শিখিয়েছে, উম এবং এখানে একটি

আমাদের শত্রুদের ভালোবাসার একটি বাস্তবসম্মত উপায়, যা আমরা রোমীয় ১২ অধ্যায়ে দেখেছি। যদি তোমার শত্রু...

ক্ষুধার্ত হলে তাকে খাওয়াও এবং তৃষ্ণা পেলে তাকে পান করতে দাও; এইরূপ করতে করতে তুমি তার গায়ে তৈলমর্দন করে রাখবে।

তার মাথা এবং তারপর ডুরিয়ান অধ্যায় ২২-এ, উম, যদি কারো কোনো পরামর্শ থাকে কীভাবে সামলাতে হয়।

অধ্যয়নের সময় একাধিক বাইবেল অবশ্যই জিমির কাছ থেকে আমার ইমেলটি নিন এবং আমাকে জানান যাতে আমি ব্যবস্থা করতে পারি।

এই আরও কার্যকর উম ডুরিয়ান ২২ শ্লোক একে তুমি তোমার ভাইদেরকে তার ছাই চাইতে দেখবে না

আরেকটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, তার কুঠারধারীরা তার ডাক্তারকে চায়, কিন্তু এখানে বলা হয়েছে, তুমি করবে

তোমার ভাইয়ের কুঠারধারীদের মেষদের পথভ্রষ্ট হতে দেখবে না এবং তাদের থেকে নিজেকে লুকাবে না, তুমি যে কোনও অবস্থাতেই আনবে

তাদেরকে আবার তোমার ভাইয়ের কাছে পাঠাও এবং যদি তোমার ভাই পৃথিবীর কাছে এক কণাও না হয়, তবে তুমি জানবে আমি নই।

তখন তুমি তা তোমার নিজের ঘরে নিয়ে আসবে এবং তোমার ভাইয়েরা তার খোঁজ না করা পর্যন্ত তা তোমার কাছেই থাকবে।

এবং তুমি তা তাকে আবার ফিরিয়ে দেবে এবং তার গাধার সাথে তুমি যথোপযুক্ত আচরণ করবে এবং তেমনই করবে।

তুমি তার পোশাকের এবং তোমার ভাইদের হারিয়ে যাওয়া ও খুঁজে পাওয়া সমস্ত শেষ জিনিসপত্রের সাথে যা খুশি তাই করো।

তুমিও সেরূপ করবে; তুমি নিজেকে লুকাতে পারবে না; তুমি তোমার ভাইদের তার কাজের জবাব দিতে দেখবে না; পথে পড়ে যাও এবং তাদের থেকে নিজেকে লুকাও; তুমি অবশ্যই তাকে উপরে তুলতে সাহায়

সুতরাং, এই সবই এমন কিছু উপায় যার মাধ্যমে আমাদের অভাবী মানুষদের সাহায্য করা উচিত।

সেই পরিস্থিতিতে তারা আমাদের সাথে যা-ই করুক না কেন, আমাদের তাদের সাহায্য করা উচিত এবং আমরা তা করি না।

কে আমাদের প্রতিবেশী এবং কে আমাদের প্রতিবেশী তা আলাদা করার অধিকার আছে।

সাহায্যের যোগ্য, আর কে-ই বা নয়? তাই যিশু এখানে এই বিষয়টি নিয়েই কাজ করছেন, আর এজন্যই তিনি আমাদের একটি অধ্যায় বলেন।

কিছু শাস্ত্রপদে বলা হয়েছে, অতএব তোমরা সিদ্ধ হও, যেমন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা সিদ্ধ।

আমরা প্রথম বিবরণ ২৯ এবং আদিপুস্তক ১৭-এর উল্লেখ করতে পারি, একটিতে আমি বিস্তারিত যাব না, কিন্তু

স্পষ্টতই এখানে নিখুঁত বলতে পাপের সাথে কোনো আপোস নয়, কোনো অজুহাত নয়...

কোনো অজুহাত ছাড়া আনুগত্য এবং প্রতিবেশীকে মন থেকে নিজের মতো ভালোবাসা... উম... আর এটা বেশ মজার।

যে অনুচ্ছেদটির সাথে এর সবচেয়ে বেশি মিল, তা হলো দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৩, যেখানে বলা হয়েছে যে...

কোনো একটার ব্যাকগ্রাউন্ডে রিভার্ব আছে, তাই একটা বাংলা গান, সবাই দয়া করে মিউট করুন।

ধন্যবাদ, এবং আমার চারপাশে ১৮:১৩ পদে বলা হয়েছে, "তারা যে বাক্য পেয়েছে, তা দিয়ে তুমি নিখুঁত হবে," যা দেখে আমার মনে হলো যিশু এখানে সেটিরই উল্লেখ করছিলেন। তো এখন আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে

এবং আমার মনে হয়, সহভাগিতার সময়ে যাওয়ার আগে আমরা এক থেকে আঠারো পদ বেশ দ্রুত শেষ করতে পারব।

তো, এখানে ষষ্ঠ অধ্যায়ে যিশু ইসরায়েলে প্রচলিত একটি মহামারী নিয়ে কথা বলবেন।

মহামারীর এই সময়টি এখন গির্জায় সাধারণ হয়ে উঠেছে এবং এটি ঈশ্বরের সেবাকে মিশ্রিত করার চেষ্টা করছে।

মানুষের প্রশংসা চাওয়ার সাথে এবং যিশু এটা স্পষ্ট করে দেবেন যে এই দুটি বিষয় হলো

মানুষের গৌরব অন্বেষণ করা এবং আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের উপাসনা ও সেবা করা পরস্পরবিরোধী।

এবং আবারও, আমাদের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা যেন কোনো চরমপন্থায় না যাই।

নিশ্চিত করতে হবে যেন আমরা অন্য দুটি চরমপন্থার দিকে না যাই, যাতে যিশু এখানে যা বলছেন তার অপব্যবহার না করা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম পদে তিনি বলেন, সাবধান হও, যেন তোমরা মানুষের সামনে নিজেদের অস্ত্র প্রদর্শন না করো।

অন্যথায় তোমরা তোমাদের পিতার কাছ থেকে কোনো পুরস্কার পাবে না যা স্বর্গে রয়েছে, আমরা পারতাম যখন তিনি কথা বলেন

অস্ত্রশস্ত্র বলতে তিনি কাজের নিরাপত্তার কথা বলছেন, আমরা এটাও ভাবতে পারি যে তা নেওয়া অনুচিত হবে না।

এই নীতিটি ধর্মপ্রচারে এবং ঈশ্বরের সেবা করার যেকোনো উপায়ে প্রয়োগ করুন।

সুতরাং দ্বিতীয় পদে বলা হয়েছে, যখন তারা অস্ত্র হাতে ইশারা করবে, তখন ভণ্ডদের মতো তূরীধ্বনি করবে না।

উপাসনালয়গুলোতে ও রাস্তায় কাজ করছে যেন তারা দেশের গৌরব লাভ করতে পারে, আমি তোমাদের কাছে সবেমাত্র দাঁড়িয়ে আছি তারা

তাদের পুরস্কার থাকবে, কিন্তু তারা যা করবে তা হলো শুধু হাত মেলানো, ডান হাত দিয়ে নয়, বাম হাত দিয়েও নয়, জানতে দেওয়া।

তারা যা করে তা আরেকটি চরম মন্তব্য যা থেকে এটা বুঝতে হবে যে এখানে একটি শিক্ষা আছে এবং স্পষ্টতই এই শিবিরটি আমাদের ডান হাত এবং এটা, বুঝতেই পারছেন, এটা

এটা যে অসম্ভব তা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু আমাদের চতুর্থ শ্লোকের মূলনীতি থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

তাহলে অস্ত্রশস্ত্র গোপনে থাকতে পারে এবং তোমার পিতা নিজেই তা গোপনে দেখবেন, তিনি প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করবেন।

আর যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন তুমি ভণ্ডদের মতো হবে না, কারণ তারা দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে ভালোবাসে।

সমাজগৃহগুলোতে এবং রাস্তার কোণায় কোণায়, যেন দেখা যায়, আমি তোমাদের কাছে কেবলমাত্র প্রায়শ্চিত্ত করি।

তারা তাদের পুরস্কার পেয়েছে, কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা করবে, তখন তোমার নির্জন কক্ষে প্রবেশ করো এবং যখন তুমি তা বন্ধ করে দেবে

তোমার পিতার কাছে প্রার্থনা করো যিনি গোপনে আছেন এবং তোমার পিতা যিনি গোপনে তা দেখেন, তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।

সুতরাং, এখানকার শিক্ষাটা এই নয় যে প্রকাশ্য প্রার্থনা এড়িয়ে চলতে বলা হচ্ছে; এমন একটা সময় আসে যখন আমাদের অন্য বিশ্বাসীদের সাথে প্রার্থনা করা প্রয়োজন এবং এটাই সঠিক।

ঈশ্বরের লোকেরা একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করে, কিন্তু তিনি বলছেন যে আমাদের ইচ্ছাকৃতভাবে খোঁজা উচিত নয়।

দৃশ্যমান হওয়া এবং দৃশ্যমান হওয়ার চেষ্টা করা, এই সুযোগ-সুবিধার নীতিটি সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত।

আমরা কতটা প্রার্থনা করি বা গোপনে আমরা বিভিন্ন কী কী করতে পারি, সে সম্পর্কে অন্য লোকেদের বলা।

কারণ আমরা চাই, কারণ ঈশ্বরের সেবা করা এবং সত্য ও গৌরব অন্বেষণ করা হলো

পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিষয়, উম... কিন্তু এটাকে নিয়ে বলাটা অবশ্যই সঠিক হবে যে, আচ্ছা, আমি নই।

অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথে প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে, এটিকে গ্রহণ করার সঠিক উপায় হলো একই রকম হওয়া।

নিশ্চিত করুন যেন আপনার ব্যক্তিগত প্রার্থনা জীবন আপনার যেকোনো প্রকাশ্য প্রার্থনা জীবনের সমতুল্য বা তার চেয়েও উন্নত হয়।

ঈশ্বরের লোক হিসেবে আমরা অবশ্যই একসঙ্গে প্রার্থনা করাকে অবহেলা করতে চাই না।

আপনার গির্জার লোকেদের সাথে প্রার্থনা করা বা এই জাতীয় কোনো কিছুকে অবহেলা করতে চাই না।

সুতরাং সপ্তম পদে বলা হচ্ছে, কিন্তু যখন তোমরা প্রার্থনা করো, তখন বৃথা পুনরাবৃত্তি ব্যবহার করো না, কারণ তিনি তাদের জন্য তা করেননি।

তারা মনে করে তাদের কথা শোনা হবে, কারণ তারা অনেক কথা বলে; অতএব তুমি তোমার পিতার মতো হয়ো না।

তুমি তাকে জিজ্ঞাসা করার আগেই তিনি জানেন তুমি কী কী নিরাময় করেছ। উম, ভাবো ভাই আরান, ভাই আরান, তুমি কি পারো?

সবাই কি দয়া করে নিজেদের ফোন মিউট করবেন? আসলে ভাই আরান, আমি আপনাকে আপনার ফোনের সাথে দেখা করতে বলব।

মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য স্যার, মাত্র এক সেকেন্ড আরান।

ঠিক আছে, তুমি ফিরে আসতে পারো, এটা অন্য কেউ। আমি সত্যিই চাই সবাই যেন তাদের সঙ্গীর সাথে দেখা করে।

ফোনটা ধরুন, আমি যার সাথেই কথা বলছি তার কাছে লগ ইন করার চেষ্টা করছি। কিন্তু ঠিক আছে ভাই আরান, আপনি চালিয়ে যেতে পারেন। দুঃখিত।

কোনো সমস্যা নেই, উম, তাই আমার মনে হয় আমরা এখানে বেইল পর্বতের নবীদের সাত ও আট নং পদে আছি।

কারমেল পর্বতে তারা যখন তাদের বলিদানের উপর আগুন বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করছিল।

তারা নিজেদের শরীর কাটতে শুরু করল এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাগলের মতো কাঁদতে লাগল, উম... এক বিধর্মী।

প্রার্থনা করার একটি বিধর্মী পদ্ধতি হলো এই ধারণা করা যে, অনেক কথা বলার মাধ্যমে এবং কাটার মতো কাজ করার মাধ্যমে...

নিজেকে বা কোনোভাবে নিজের ওপর নির্যাতন করা অথবা অন্য কোনো শারীরিক কাজ করা যা আপনি করতে যাচ্ছেন

ঈশ্বরকে চালনা করার ক্ষমতা, যার মাধ্যমে আপনি যা চাইছেন তা করতে তাঁকে বাধ্য করতে পারবেন।

যিশু মানুষের মধ্যে যে মানসিকতা দেখি, তাকে তিরস্কার করছেন।

গেসমানির বাগানে যিশু অন্তত তিনবার একই প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি সেই প্রার্থনাটি করেছিলেন

তার আত্মার শোক থেকে এবং তার হৃদয়ের আন্তরিকতা থেকে উৎসারিত গভীর যন্ত্রণা।

এটা কোনো কুসংস্কার বা সূত্র ছিল না, তাই প্রার্থনায় নিজেদের পুনরাবৃত্তি করা যে সঠিক, তা নয়। কিন্তু এই ধারণাটি, যা আপনি ইসলাম, ক্যাথলিক ধর্ম এবং সম্ভবত এমনকি...

ইভাঞ্জেলিক্যাল সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো না কোনো রূপে এই ধারণাটি প্রচলিত আছে যে, প্রার্থনা করার সময় এই প্রার্থনাটি বলুন।

অনেকবার বলি ২৫, নরক ৫০, আমাদের পিতারা, উম, জানেন তো, ১০০, যা-ই হোক, আপনি প্রার্থনা করেন, অনেক।

দিনে বার এবং তা ঈশ্বরকে আপনার কাছে ঋণী করে তুলবে, এটাই যিশুর ধারণা।

সে এখানে তিরস্কার করছে এবং তার কথাটি প্রার্থনা করার একটি বিধর্মী পদ্ধতি যে

তাঁর শিষ্যরা, যারা তাঁর রাজ্যে আছে, যারা সত্য ঈশ্বরকে অনুসরণ করছে, তারা প্রার্থনা করতে পারে না।

এইভাবে প্রার্থনা করার জন্য, এখন নবম পদে তিনি সেই প্রার্থনাটি নিয়ে আলোচনা করবেন যা সাধারণত প্রভুর প্রার্থনা বা 'আমাদের পিতা' নামে পরিচিত। কিন্তু এটি আমাদের প্রতি যিশুর নির্দেশ, যা আমাদের

এবং এটিও এমন একটি বিষয় যা আপনি নিতে পারেন, উম, আপনি এটিকে নিতে পারেন, এটি কেবল একটি

অর্থহীন পুনরাবৃত্তি, কিন্তু যিশু যেভাবে এই প্রার্থনাটি শিখিয়েছেন সেভাবে করা ঠিক নয়, কিন্তু যে বিষয়টি আমরা

আমাদের যা দেখতে হবে তা হলো প্রার্থনা করার সময় আমাদের যে নীতি ও মনোভাব থাকা উচিত এবং এটাই এখানে আমাদের বিবেচনা করার প্রধান বিষয়, আর আমাদের হৃদয় কেমন হওয়া উচিত সেই নীতি

আমাদের অগ্রাধিকার কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে, ৯০ পদে বলা হয়েছে এইভাবে, অতএব আমাদের পিতা, প্রার্থনা কর।

স্বর্গে যিনি আছেন, আমাদের পিতা, এর অর্থ হলো, আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে তাঁর প্রজাদের একজন হিসেবে আসতে হবে।

তার কর্মসূচির একটি অংশ হলো, আমাদের নিজেদেরকে শুধু ব্যক্তি হিসেবে ভাবা উচিত নয় যারা

আমরা শুধু নিজেদের মতো করে চলছি আর আশা করছি ঈশ্বর আমাদের জীবনকে আশীর্বাদ করবেন, যেন আমাদের জীবনটাই আমাদের।

নিজস্ব এবং এই ধারণাটি হলো যে আমরা ধারণাটি বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি, আমরা প্রার্থনা করি যে... এটা আমার সম্পর্কে

লক্ষ্যগুলো এবং এটা হলো আমি কী চাই ও আমার কী প্রয়োজন এবং এবং যিশু এখানে কীভাবে শুরু করেন সেই সম্পর্কে।

এখানে অগ্রাধিকার হলো সেই মানসিকতাকে তিরস্কার করা। হে আমাদের পিতা, যিনি স্বর্গে আছেন, নরকই হবে তোমার নাম। সুতরাং এটি একটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে ঈশ্বর স্বর্গে আছেন, তিনি সর্বশক্তিমান বি

এবং পাপের সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, তাই এই প্রার্থনা করতে, সত্যিই প্রার্থনা করার চেষ্টা করতে, আমাদের আছে

আমরা অপবিত্র। আমাদের দেহে ও আত্মায় কলুষতা রয়েছে।

এই প্রার্থনাটি করুন যেখানে যখন আমাদের কাছে তা ভণ্ডামিপূর্ণ মনে হবে, এটি একটি অনুস্মারক যে আমাদের প্রয়োজন, আমাদের প্রয়োজন

প্রভুর দৃষ্টিতে পবিত্র হও এবং আমাদের জীবনে যদি পাপ থাকে, তবে প্রথমে তারই সমাধান করতে হবে, কারণ

ঈশ্বর, সিমস ৬৬:১৮ পদে লেখা আছে যে, যদি আমি আমার হৃদয়ে অধর্মকে স্থান দিই, তবে প্রভু আমার কথা শুনবেন না। ধন্যবাদ। পদ ১০: তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতে

তো, মূল ভাবনাটা হলো—ঈশ্বর আমাকে দিয়ে কী করাতে চান, তিনি আমার কাছে কী প্রত্যাশা করেন।

এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে আমি বাইবেলের কাছে আসব এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে নির্দেশনা নেব।

আমি আন্তরিকভাবে তার কাছে শুধু এটুকুই চাইব না যে আমি তার কাছ থেকে কী পেতে পারি, বরং তার যা আছে, আমাকে প্রথমে তার এবং নিজের প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

চাওয়া-পাওয়া তো দূরের কথা, তার কাছে গৌণ হয়ে যায়, তাই ১১ নং পদে বলা হয়েছে, আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য হতে দাও...

একটি শিক্ষা যা নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত, উম... প্রথম সাইমন ৬-এ বলা হয়েছে যে... উম... আমরা কিছুই আনিনি।

এই পৃথিবীতে আমরা কিছুই সাথে করে নিয়ে যেতে পারি না, তাই খাদ্য ও বস্ত্র পেয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সুতরাং, এটা আমাদের প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করা, কিন্তু এটা আরও...

মনে রাখবেন যে আমাদের আবৃত থাকা উচিত নয়, যেমন হিব্রু ১৩ অধ্যায়ের ১১ পদে বলা হয়েছে।

এটাই আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক খাদ্য, পদ ১২: এবং আমাদের ঋণ ক্ষমা করো, আমরা আমাদের ঋণদাতাদের ক্ষমা করি এবং স্পষ্টতই

এখানে ক্ষমা করার ইচ্ছার কথা বলা হচ্ছে এবং আমরা অধ্যায় ১৮-তে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব, কিন্তু

মূল কথা হলো যে, এমনকি ধার্মিক বা যারা বাধ্য, তাদের মধ্যেও অচেতনতা থাকে।

পাপ এমন কিছু উপায় এখনও আছে, যার মাধ্যমে আমরা সাধারণত পাপ করতে পারি না।

আমাদের জীবন কিন্তু এবং এবং এবং যদি আমরা তা করি তবে আমাদের অবশ্যই এর মোকাবেলা করতে হবে কিন্তু এমনকি কিন্তু এটি একটি অনুস্মারক।

যে, আমাদের এখনও খ্রীষ্টের পরিষদের প্রয়োজন, যা আমাদের সেইসব জিনিস থেকে শুদ্ধ করবে যা আমরা সত্যি বলছি

অচেতন পাপ সম্পর্কে সচেতনও নয় এবং আমাদের সেখানে থাকতে হবে, ক্ষমা করার সদিচ্ছা থাকতে হবে।

যারা এগুলো পরিচালনা করে, তারা স্পষ্টতই মনে করে যে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়াটা ভণ্ডামি হবে এবং

আমরা অধ্যায় ১৮-তে এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব। সুতরাং ১৩ নং পদ: আর আমাদেরকে প্রলোভনে পড়তে দিও না, কিন্তু রক্ষা করো।

মন্দ থেকে, কারণ রাজ্য, ক্ষমতা ও মহিমা চিরকাল তোমারই, আমেন। সুতরাং, এটি আমাদের পরিচালিত করে না

প্রলোভনের সম্মুখীন হতে হবে, এটা স্পষ্ট। আমরা তা এড়াতে পারি না। আমার মনে হয়, রোমান ১৩ অধ্যায়ের সাথে এর তুলনা করাটা ভালো হবে।

১৪ কিন্তু ঐ স্থানে প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে স্থাপন করুন এবং দেহের সেই ক্ষতি পূরণের জন্য সেই ব্যবস্থা করুন।

এমন কিছু উপায় আছে যার মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে প্রলোভনের দিকে ঠেলে দিতে পারি এবং আমাদের উচিত...

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের রক্ষা করেন এবং অপ্রয়োজনীয় প্রলোভনে না পড়তে সাহায্য করেন।

আমার বিশ্বাস, যিশু এখানে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন, কিন্তু মন্দ থেকে আমাদের রক্ষা করো। সুতরাং এটি একটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

আমাদের পাপ থেকে রক্ষার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন। নানাভাবে আমাদের তাঁর সুরক্ষা দরকার।

কারণ রাজ্য, ক্ষমতা ও মহিমা চিরকাল তোমারই। সুতরাং এটাই মূল কথা।

এই লাইনটি দিচ্ছে সে দেখাচ্ছে সঠিক ভিত্তি, সঠিক কেন্দ্র, সঠিক

এই দৃষ্টিভঙ্গি যে আমাদের অনুগ্রহ সহকারে থাকা উচিত, তাই ১৪ নং পদে বলা হয়েছে, কারণ যদি তোমরা মানুষের অপরাধ ক্ষমা করো

তোমার স্বর্গীয় পিতাও তোমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু যদি তুমি মানুষের অপরাধ ক্ষমা না করো, তবে তোমার পাপ ক্ষমা করা হবে না।

তোমার পিতাও তোমার অপরাধ ক্ষমা করবেন না এবং আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব।

১৮ কিন্তু মূল কথা হলো, ক্ষমা করার সদিচ্ছা থাকতে হবে, যা আমরা আসলে বলতে পারি না।

আমরা কাউকে ততক্ষণ ক্ষমা করি যতক্ষণ না তারা অনুতপ্ত হয়, কিন্তু সদিচ্ছার মনোভাব থাকা উচিত, যেমন

আলোচনা করা হয়েছিল যে আমাদের তাদের প্রতিও মনোযোগ দেওয়া উচিত যারা ন্যায্যভাবেই...

আমাদের উপর অত্যাচার করা সত্ত্বেও এই আশা থাকা উচিত যে তারা অনুতপ্ত হবে এবং আমাদের তাদের ভালোবাসা উচিত।

যেমন একজন ছয় আট বলে, আমাদের করুণাকে ভালোবাসা উচিত, আমাদের সেই ধারণাটিকে ভালোবাসা উচিত যে তারা

অনুশোচনা করো এবং ধার্মিকভাবে করুণা লাভ করতে পারো, উম, তাই ১৬ নং পদ, অধিকন্তু যখন তোমরা উপবাস করো, তখন সদৃশ হয়ো না...

এক দুঃখজনক প্রতারণার ভণ্ডরা, কারণ তারা কেবল তাদের মুখভঙ্গি এমনভাবে সাজায় যাতে তারা বাঁকে আবির্ভূত হতে পারে।

নিশ্চয়ই আমি দ্রুত তোমার কাছে পাঠাই, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে যাবে, কিন্তু তুমি যখন দ্রুততম হবে, তখন তোমার মাথায় অভিষেক করো এবং

তোমার মুখ ধৌত করো, যেন তুমি মানুষের কাছে উপবাসে অনুতপ্ত না হও, কিন্তু তোমার পিতা তা দেখতে পান।

গোপন এবং তোমার পিতা তা গোপনে দেখবেন, তিনি তোমাকে প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করবেন। উম, তাই আবার আমাদের দেখতে হবে...

এখানের মূলনীতিটি হলো, বিবাহিতদের পক্ষে তাদের জীবনসঙ্গী ছাড়া রোজা রাখা অসম্ভব।

আপনি যে রোজা রাখছেন তা জেনেও, রোজা রাখছেন না এমন ভান করাটা খুবই ভুল হবে।

উপবাস, আর তারপর তো তোমার স্ত্রী তোমার জন্য খাবার তৈরি করতে যায়, আর তুমি হয়তো নাও... আমি শুধু...

বাইরে যাও, তারপর খাবারটা ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে ভেতরে ফিরে এসো, হ্যাঁ।

এবং আমি বলতে চাই যে এই পঙক্তিগুলোতে স্পষ্টতই ছন্দের প্রয়োগ হবে, মূল কথা হলো...

আমাদের মানুষের প্রশংসা খোঁজা উচিত নয়, আমাদের এটাও চাওয়া উচিত নয় যে লোকে আমাদের জন্য দুঃখ পাবে, যদি তুমি জানো।

তুমি উপবাস করছ, এটা একটা শোকের অবস্থা, কিন্তু তা নয়।

স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি লক্ষ্যের পেছনে একটি কারণ থাকা উচিত যে... যিশাইয় ৫৮ অধ্যায়—আমি এখন এটি পড়ব না, কিন্তু এই সঠিক বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত করার জন্য এটি একটি ভালো... এটি একটি চমৎ

উপবাস করার কারণ যিশাইয় অধ্যায় ৫৮, যে ব্যক্তি উপবাস করে তার সঠিক উদ্দেশ্য কী, তা নয়।

এটা কেবল কোনো ধর্মীয় লক্ষ্য অর্জন এবং সেখানে আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভের জন্য নয়।

আপনার এমন কোনো প্রকৃত প্রয়োজন থাকা উচিত, যার জন্য আপনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন।

আপনি যে বোঝার কথা বলছেন তা দূর হয়ে যাবে, আপনি ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে চাইছেন এবং

কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে আনন্দ এবং এমনকি এই পথের প্রয়োজনীয়তা থেকেও দূরে সরিয়ে রাখা কিন্তু এটা

স্পষ্টতই না, এটা স্পষ্টতই নিজের মধ্যেই কোনো চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, উম... ১৭ পদে যখন যিশু কথা বলেন...

বলা হয়েছে, তোমার মাথায় অভিষেক করো এবং তাদের মুখ ধুয়ে দাও। অ্যাডাম ক্লার্কের ভাষ্য থেকে জানা যায়, তিনি কীভাবে...

ইহুদি বয়োজ্যেষ্ঠদের ঐতিহ্য ছিল যে, লোকেদের এমন কিছু করা উচিত নয় যা নিষিদ্ধ ছিল।

উপবাসের দিনগুলিতে তারা মাথায় তেল মাখা এবং মুখ ধোয়ার মাধ্যমে এটি করত এবং এটি ছিল একটি উপায় যার মাধ্যমে তারা

বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রথা ঈশ্বরের আইনের পরিপন্থী ছিল। বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রথা অনুযায়ী, আপনাকে মূলত উপবাসরত অবস্থায় উপস্থিত হতে হতো এবং আপনাকে শোকাহত দেখাতে হতো।

যেখানে যিশু বলেন, না, মানুষের কাছ থেকে কিছু লুকানোর জন্য এমন কিছু করো না যা তুমি স্বাভাবিকভাবেই করতে চাও।

কারণ, ঈশ্বরের কাছ থেকে সম্মান প্রত্যাশা করা, ঈশ্বরের সেবা করা এবং মানুষের কাছ থেকে সম্মান চাওয়া হলো

প্রকৃতপক্ষে এগুলো পরস্পরবিরোধী, এবং রোমীয় ২ অধ্যায়ে এ বিষয়ে অনেক অনুচ্ছেদ রয়েছে; সেখানে বলা হয়েছে, কারণ তিনি হলেন

সে ইহুদি নয় যে অন্তরে এক কিন্তু বাহ্যিকভাবে এক, বরং সে-ই ইহুদি যে অন্তরে এক।

যার ত্বকচ্ছেদ হৃদয়ে ও আত্মায়, যার প্রশংসা মানুষের কাছ থেকে নয় বরং ঈশ্বরের কাছ থেকে।

যোহন ৫:৪৪ অধ্যায়ে যীশু বলেছেন যে, তোমরা কীভাবে বিশ্বাস করতে পারো যে তোমরা পরস্পরকে সম্মান করবে, কিন্তু নিজেরা সম্মানিত হতে চাইবে না?

গালাতীয় ১:১০ পদে পৌল বলেছেন, "আমি কি এখন ঈশ্বর ও মানুষকে রাজি করাব?"

কারণ আমি যদি এখনও মানুষকে খুশি করতে চাই, তাহলে আমি খ্রীষ্টের দাস থাকব না। সুতরাং, যীশু আসছেন না।

এইসব কার্যকলাপের কোনোটিরই বিরুদ্ধে না হলেও তিনি বলছেন যে আমাদের নেওয়া উচিত।

আমাদের হৃদয় বলে যে, যখন আমরা এই কাজগুলো করি, তখন আমরা তা সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই করি।

এবং আমরা যে কোনো সেবাই করি না কেন, তা যেন অপ্রয়োজনে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে না আসি।

এখন দশম অধ্যায়ের ১৪ নং পরিচ্ছেদের শেষে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলী পৌলকে পাঠিয়েছিল।

এবং বার্নাবাস অ-ইহুদিদের কাছে তাদের ধর্মপ্রচারের কাজে গিয়েছিলেন এবং এতে বলা হয়েছে যে, যখন তারা তাদের কাজ থেকে ফিরে এসেছিলেন

তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে তারা সমগ্র মণ্ডলীকে একত্রিত করেছিল এবং তাদের সকলের উপর বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছিল।

ঈশ্বর তাদের নিয়ে যা করেছিলেন, উম, মণ্ডলী তাদের এই মিশনে তাদের জন্য প্রার্থনা করছিল এবং তারাও ছিল

সম্ভবত তাদের আর্থিকভাবেও সহায়তা করছিল, তাই তারা ফিরে এসে তাদের যা বলা হয়েছিল তা সঠিক ছিল।

ঈশ্বর তাদের দিয়ে যা করেছিলেন, কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল পৌল বার্নাবাসের উদ্দেশ্য, যা ছিল সমগ্র মণ্ডলীর উদ্দেশ্য।

মিশন কিন্তু উম তাই এটা এমন না যে এটা কখনো কাউকে কিছু বলার চেষ্টা করছে উম

ঈশ্বর আমাদের নিয়ে যা করেছেন, বিশেষ করে যখন তারা প্রার্থনা করে আসছিলেন

আমরা কোনো না কোনোভাবে সেই মিশনে অংশ নিচ্ছি, কিন্তু মূল কথা হলো আমাদের উচিত...

আমাদের তা অন্বেষণ করা উচিত নয়, বরং এর জন্য আমাদের হৃদয়কে অর্জন করতে হবে, যাতে আমরা মানুষের প্রশংসা না চাই।

আমরা অকারণে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সেবা মানুষের কাছে প্রকাশ করি না এবং স্পষ্টতই যিশুর মতো।

পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, তোমাদের আলো মানুষের সামনে এমনভাবে জ্বলুক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখতে পায়।

এবং স্বর্গে অবস্থিত তোমাদের পিতাকে মহিমান্বিত করো। যদি আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাপনে অবিচল থাকি, তবে আমাদের উচিত নয়...

ঈশ্বরের জন্য জীবনযাপন করলে যে আমাদের সৎকর্মগুলো প্রকাশ্যে আসবে, তাতে আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত নয়।

জনসমক্ষে যদি আপনি এমন কাউকে দেখেন যার সত্যিই সাহায্যের প্রয়োজন এবং আপনাকে তখনই তাকে সাহায্য করতে হবে

তাহলে ওটা করা ঠিক, কিন্তু তা করতে গিয়ে ত্যাগ করা ঠিক নয়।

তোমাকে দেখে পুরুষদের যে কোনো এবং সমস্ত আনন্দ, তাই আমরা শেষ করার আগে আমি এখানে একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই।

ইব্রীয় ১১:৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, বিশ্বাস ছাড়া তাঁকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব, কারণ যে তাঁর কাছে আসে

ঈশ্বরকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে তিনি আছেন এবং যারা অধ্যবসায়ের সাথে তাঁকে অন্বেষণ করে, তিনি তাদের পুরস্কারদাতা।

ঈশ্বরের কাছে পুরস্কার প্রার্থনা করা সঠিক, যা প্রকৃত বিশ্বাসের একটি দিক, কিন্তু সমস্যা হলো যখন

আমাদের সেই অধিকার নেই। প্রথমত, যিশু বলছেন, যেমনটা আমরা আগেও বলেছি, পুরস্কারের সন্ধান করা।

ঈশ্বরের গৌরব অন্বেষণ করা এবং মানুষের গৌরব অন্বেষণ করা পরস্পরবিরোধী, যদি আমরা মানুষের গৌরব অন্বেষণ করি যা

আমরা আমাদের পুরস্কার পেয়ে গেছি এবং এভাবেই তিনি স্পষ্টতই বলতে চাইছেন যে এটা একটা নগণ্য পুরস্কার।

কিন্তু এমন উপায়ও আছে যার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি।

এর উপর শর্ত হলো, যদি আমি এই বিষয়ে তোমার কথা মানি, তবে তোমাকে আমার জন্য এটা করতে হবে। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাস তা করে না। প্রকৃত বিশ্বাস ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখে যে, যদি তুমি তাঁর কথা শে

তার চোখ এবং আপনি এটা মেনে চলতে থাকেন যে, সে তার নিজের সময়ে, তার নিজের উপায়ে আপনাকে পুরস্কৃত করবে।

এবং তা হতেই হবে এবং আমরা তা আগে থেকে দেখতে পারি না, যখন ইউসুফ সেই সমস্ত সময়ের জন্য কারাগারে ছিলেন।

বহু বছর ধরে দাসত্বে থাকার পরও সে জানত না যে ঈশ্বর তাকে পুনরুত্থিত করে শাসক বানাবেন।

মিশরের বিষয়ে তিনি কেবল নিজেকে প্রভুর কাছে সমর্পণ করেছিলেন এবং প্রভুকেই ভার তুলে নিতে ও তাঁর যত্ন নিতে দিয়েছিলেন।

তাকে পুরস্কৃত করা এবং ঈশ্বর বহু বছর পরে এমনভাবে তা করতে বিশ্বস্ত ছিলেন, যা জোসেফের পক্ষে সম্ভব ছিল।

কখনো প্রত্যাশা করিনি এবং আমরা প্রথম পিতরের চতুর্থ অধ্যায়ের ১৭ থেকে ১৯ পদে পড়ি, কারণ সময় এসে গেছে।

আচ্ছা, আমি ১২ নং পদ থেকে শুরু করব, প্রিয়তমগণ, এই বিষয়ে এটিকে অদ্ভুত মনে করো না।

এই সাবলীল পরীক্ষা তোমাকে এমনভাবে যাচাই করবে যেন তোমার সাথে কোনো অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু আনন্দ করো।

যেহেতু তোমরা খ্রীষ্টের উৎসর্গের অংশীদার, যেন তাঁর মহিমা প্রকাশিত হলে তোমরাও হতে পারো।

যদি তোমরা খ্রীষ্টের নামের জন্য নিন্দিত হও, তবুও তোমরা পরম আনন্দে পরিচালিত হও; আত্মার জন্য তোমরা আরও সুখী।

ঈশ্বরের মহিমা তোমাদের উপর বর্তায়; তাদের পক্ষে তিনি নিন্দিত হন, কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি মহিমান্বিত হন। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ যেন খুনি, চোর, দুষ্কৃতকারী, পরচর্চাকারী বা অন্য কোনো কারণে

এগুলো মানুষের বিষয়, কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি কোনো খ্রিষ্টানকে কষ্ট দেয়, তবে সে যেন লজ্জিত না হয়, বরং ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করুক।

এই কারণে তোমার কষ্টভোগ একজন খ্রিষ্টীয় হিসেবে ঈশ্বরের প্রাপ্য পুরস্কার, কিন্তু তোমাকে তা ধরে রাখতে হবে।

নিজেকে তার কাছে সঁপে দেওয়া এবং ভালো কাজ করা, অথচ সেই পুরস্কার কীভাবে ও কখন আসবে তা না জানা।

এবং স্পষ্টতই, চূড়ান্ত পুরস্কার বিচার দিবসেই দেওয়া হবে, তাই ১৭ পদ।

সময় এসে গেছে যে বিচার অবশ্যই ঈশ্বরের গৃহে শুরু হতে হবে এবং যদি তা প্রথমে আমাদের উপর শুরু হয় তাহলে কী হবে?

যারা ঈশ্বরের সুসমাচার পালন করে না, তাদের পরিণাম এমনই হবে এবং যদি ধার্মিকেরা কষ্টে পরিত্রাণ পায়, যেখানে

অধার্মিকেরা কোথায় উপস্থিত হবে, অধার্মিক ও পাপীরা কোথায় উপস্থিত হবে, অতএব যারা কষ্ট ভোগ করে, তারা যেন...

ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে তাদের আত্মার তত্ত্বাবধান তাঁর হাতে সঁপে দেওয়া এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তির মতো সৎকর্ম করা।

নির্মাতা, তাহলে আমি এটা আপনাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। উম, সেটার জন্য দুঃখিত।

বাধা পড়ল, কিন্তু উনি ছিলেন আমাদের প্রিয় ভাই, যিনি আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন। আমি ওনার আনমিউটটা করে দিই, কারণ আমি চাই...

হ্যালো বলুন, তার সাথে আমার খুব কমই কথা বলার সুযোগ হয়, তাই একটু সময় দিন। আমি উইলিয়াম ওয়ারিও, ভাই।

মোয়ালি কেনিয়া, তুমি কি ওখানে আছো? হ্যাঁ ভাই, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আমার অনেক আপনজন আছে, আমার অনেক...

আজ রাতে লাইনে থাকা সকল শ্রোতা, আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। জানেন, আপনাদের মধ্যে একজন... আমি কথা বলব...

এটি আমাদের রেকর্ডিং থেকে নেওয়া। আজ রাতে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা এখন আমাদের মিশনারির সাথে কথা বলব। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন হবে।

মথি লিখিত সুসমাচারের ফাইল-অধ্যয়ন – অধ্যায় ৬-১৯ থেকে অধ্যায় ৭ পর্যন্ত – সপ্তাহ ৬

শুভ সন্ধ্যা সবাইকে এবং গ্লোবাল মিশন বাইবেল স্টাডিতে আপনাদের স্বাগতম। আমরা এখানে মথি লিখিত সুসমাচারের উপর আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা চালিয়ে যেতে পেরে আনন্দিত। বাংলাদেশ থে শীঘ্রই পূর্ণকালীন মিশনারি হতে চলা জাস্টিন ও র‍্যাচেলকে পেয়ে আমরা অত্যন্ত সম্মানিত, যারা ঠিক এক সপ্তাহ পরেই কেনিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন। তারা এই মাসের ১২ তারিখে সেখানে যাচ্ছেন। অ জন্য প্রার্থনা চালিয়ে যান। আমরা জানি যে যখন এরকম বড় আশীর্বাদ আসে, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সবসময় এটা মনে রাখবেন যে, যদি আপনি

একজন সত্যিকারের খ্রিস্টানের জন্য, স্বর্গদূতেরা আপনার বাড়ির চারপাশে এবং আপনার সন্তার চারপাশে শিবির স্থাপন করে। তাই আমরা কখনো কোনো অজুহাত ব্যবহার করি না, আমরা কখনো শয়ত আমরা তা কীভাবে করি? আমরা প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করি। আমরা তাঁর বাক্যের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াই, কারণ শয়তান চুরি করতে, হত্যা করতে এবং ধ্বংস করতে চায়। তাই আমাদের অবশ্যই প্রতি দাঁড়ালেই হবে না, আমাদের শত্রুকে প্রতিরোধ করতে হবে। এভাবেই আমরা তা করি, আমরা ঈশ্বরের বাক্যে প্রবেশ করি, আমরা অবশ্যই তাঁর বাধ্য থাকি, কোনো প্ররোচনা থাকলেই আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন যা নিয়ে আমরা আমাদের গত সভায় বারবার আলোচনা করেছি। আমি শুধু...

আরও একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম। GlobalMissionForChildren.org ওয়েবসাইটে একটি ট্যাব আছে।

যাকে "রিসোর্সেস" বলা হয় এবং সেখানে একটি ড্রপ ডাউনও আছে এবং সেখানে "দ্য" নামে একটি সেকশন আছে।

"চিরন্তন সংঘাত।" এই বইটি লিখেছেন ব্রাদার অ্যারন কেরি, যিনি এখন আমাদের সাথে আছেন।

এবং

তিনি একটি অসাধারণ বই লিখেছেন যা এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনা করে। আর সেই চিরন্তন দ্বন্দ্বটি হলো, আমরা কি প্রভুর জন্য ধার্মিকভাবে জীবনযাপন করি, নাকি করি না? আমাদের কি জীবনযাপন

তাঁর আজ্ঞা অনুসারে আমরা পবিত্র, নাকি নই? আমরা কি সেই জাদুকরী আবরণে ঢাকা, যা বহু মানুষ...

আজকের ধর্মত্যাগী মণ্ডলী বলে যে আমরা যীশুর দ্বারা অলৌকিকভাবে সুরক্ষিত? এটা সত্য নয়। আমাদেরও নিজেদের ভূমিকা পালন করতে হবে। এটি একটি বিনামূল্যের উপহার, কিন্তু এটিকে ধরে রাখা হবে এবং আমাদের সহ্য করতে হবে।

শেষ পর্যন্ত পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। তাই আমি শুধু একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষ্য দিতে চাই। আমি সেই বইটি পাঠিয়েছিলাম

আমার এক প্রিয় বোন মন্টানার বুটে থাকে, সম্ভবত ততদিনই থাকবে। যাইহোক, সে মন্টানায় আছে এবং সে চেয়েছিল আমি যেন আরও তিনটি পাঠাই। সে এটা তার পরিচিত এক আত্মীয়কে দেবে এবং বাড়ি করবে।

তার সন্তানদের জন্য একটি কোর্স। তাই আমি আপনাকে জানাতে চাই যে, আমি খুব ভালো দামে ওই বইগুলোর ২৫টি অর্ডার করেছি। পাইকারি দামে বইগুলো এনে দেওয়ার জন্য ব্রাদার অ্যারনকে ধন্যবাদ।

তাই কলে থাকা কারো কাছে যদি সেই বইটি না থাকে, আমি আপনাকে বলতে পারব না। আমি শুধু এটা দিয়ে দেব।

তোমাকে। কোনো অনুদান বা অন্য কিছুর দরকার নেই, আমি তোমাকে শুধু বইটা দিয়ে দেব। আর আমি তোমাকে বলতে পারব না। জানো, আজ যে আমার বাড়ি দেখতে এসেছিল, তাকেও আমি এটা দিয়ে দি

আমি তাকে বলেছি, যদি সে বাড়ির জন্য আমার চাওয়া টাকা পরিশোধ না করে এবং চুক্তি সম্পন্ন না হয়, তাহলে তাকে...

এটা ফেরত দাও। আমি মজা করছি। কিন্তু তাই বলে বোঝাতে পারব না বইটা কতটা ভালো। আর আমি জীবনে বাইবেল ছাড়া অন্য কোনো বই নিয়ে কথা বলিনি, কিন্তু এটা সত্যিই একটা সোপান।

নতুন খ্রীষ্টানদের জন্য এবং সেইসাথে সেই খ্রীষ্টানদের জন্যও যারা বেশ কিছুদিন ধরে প্রভুর সঙ্গে চলছেন।

আচ্ছা, অ্যারনের কথা আর নয়। আমি এখন তার হাতে দায়িত্ব তুলে দিচ্ছি এবং আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব।

আমাদের এই ধারাবাহিক আলোচনায় বইটি নিয়ে কথা বলার জন্য ধন্যবাদ, ব্রাদার অ্যারন। ধন্যবাদ, ব্রাদার জিমি।

আমি আশা করছি আজ পর্বতের উপর উপদেশবাণীটি শেষ করতে পারব। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই যে আমরা পারব কি না, আমি মধ্যরাতের পর পর্যন্ত যেতে চাই না, কিন্তু দেখা যাক। আমরা ৬১৮-এর শে

তাই আমরা ৬১৯ অধ্যায় দিয়ে শুরু করব। কিন্তু তা করার আগে, আমি শুধু একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, এটা দেখানোর জন্য যে, ঈশ্বর কীভাবে আমাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন যেন আমরা ধ মূলনীতিগুলো বুঝি। আর বাইবেলে কোনো কিছু সরাসরি বলা নেই বলেই যে, বাইবেল তা শিক্ষা দেয় না, এমনটা নয়। আর ফরীশীদের যুগের একটি বড় অংশই ছিল এটি, যা যিশু সংশোধন করছিলেন।

এখানে পর্বতের উপর উপদেশে, কারণ তারা সেই বিদ্বেষ এবং অন্যায় বুঝতে পারছিল না।

অন্য মানুষের প্রতি কামনাবাসনা হত্যা। হত্যার বীজ বপন করাও পাপ, যদিও এতে সরাসরি কারো জীবন কেড়ে নেওয়া হয় না। তারা এটা বুঝতে পারছিল না যে, নিজের জীবনসঙ্গী নন এমন কারো প্রতি তাতে শারীরিক মিলন না-ও ঘটে। একটা বিষয় হলো...

গত সপ্তাহে এখানে আমাকে এই বিষয়টি জানানো হয়েছিল, যদি আপনি ১ তীমথিয় ৬ অধ্যায়ে যান, এবং আমরা

যাইহোক, খুব শীঘ্রই সেখানে ফিরে আসব। ১ তীমথিয় ৬:১ পদে লেখা আছে, "যতজন দাস পুরাতন নিয়মের অধীনে আছে, তারা যেন নিজেদের প্রভুদের সর্বতোভাবে সম্মানের যোগ্য বলে গণ্য করে, যেন ঈশ্বর

তাঁর শিক্ষায় যেন ঈশ্বরনিন্দা করা না হয়; এবং যাদের মনিবরা বিশ্বাসী, তারা যেন তাঁদেরকে তুচ্ছ না করে, কারণ তাঁরা কৃতজ্ঞ এবং তাঁদের সেবা করতে প্রস্তুত, কেননা তাঁরা বিশ্বস্ত।

এবং উপকারের প্রিয় অংশীদারদের এই বিষয়গুলো শিক্ষা দাও ও উৎসাহিত করো। যদি কোনো ব্যক্তি শিক্ষা দেয়

অন্যথায় এবং কিছু বাক্য, এমনকি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের বাক্যও, গ্রহণ না করার কথা বিবেচনা করুন, এবং

ভক্তি অনুসারে যে শিক্ষা, সে তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে, কিছুই না জেনে শুধু মোহগ্রস্ত থাকে।

প্রশ্ন ও কথার সংকট, যা থেকে আসে ঈর্ষা, বিবাদ, প্রতারণা, মন্দ অনুমান ও বিকৃতি।

ভ্রষ্টমনা ও সত্যবর্জিত লোকদের সঙ্গে তর্ক করা, এবং মনে করা যে ঈশ্বরভক্তিই লাভ, এইরূপ থেকে নিজেকে বিরত রাখো।" এখন, যীশু কি সুসমাচারগুলিতে নির্দিষ্টভাবে বলেছিলেন,

"যতজন পুরাতন নিয়মের অধীনে দাস আছে, তারা যেন নিজেদের প্রভুদের সর্বতোভাবে সম্মানের যোগ্য বলে গণ্য করে, যেন তাঁর শিক্ষায় ঈশ্বরের নামের নিন্দা না হয়?" তিনি ঠিক এই শব্দগুলো ব্যবহার ক ৫:৪১ পদে যান, যা আমরা গত সপ্তাহে দেখেছিলাম, সেখানে এই নীতিটিই শেখানো হয়েছে, "আর যে কেউ তোমাকে এক মাইল যেতে বাধ্য করবে, তার সঙ্গে দু'মাইল যাও, তার সঙ্গে যাও।"

তাকেও।" রোমানরা ছিল ইসরায়েলিদের প্রভু, এবং তারাই ছিল সেই ঈশ্বর যিনি বিধান দিয়েছিলেন।

ইসরায়েলের উপর কর্তৃত্ব। এবং যিশু এই শিক্ষাই দিচ্ছিলেন যে, যখন তিনি বলেছিলেন, "যে কেউ তোমাকে এক মাইল যেতে বাধ্য করবে, তুমিও তার সঙ্গে যাও," তখন তিনি এটাই শেখাচ্ছিলেন যে, যখন ইসরায়েলিকে তার বোঝা এক মাইল বহন করতে বাধ্য করে, তখন তার সঙ্গে যাও, যাতে তুমি একজন রোমান সৈন্যের প্রতি তোমার বশ্যতা প্রকাশ করতে পারো।

ঈশ্বরই কর্তৃত্বের বিধান দিয়েছেন, এবং এটা দেখানো যে আপনি সহযোগিতা করছেন ও এমনকি ঈশ্বরের সেবা করছেন, এবং আপনি তাঁর আদেশের সাথে ও ঈশ্বর যাদেরকে আপনার উপর নিযুক্ত করেছেন এই নীতিটি কর্তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এটি এমন যেকোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে যিনি যেকোনো ধরনের কর্তৃত্বের অধীনে আছেন। এবং তিনি ৬.১-এ একটি কারণ দেন যে, তাঁর মতবাদে ঈশ্বরের নাম

ঈশ্বরনিন্দা করা যাবে না। সুতরাং যে ফরীশী, একজন সত্যিকারের ফরীশী, যে অজুহাত দেওয়ার চেষ্টা করছে

আমাদের মধ্যে এমন কেউ, যে সত্যিই পবিত্র হতে এবং ঈশ্বরের সামনে সঠিকভাবে জীবনযাপন করতে সচেষ্ট নয়, সে বলবে, "যিশু তো কখনো শেখাননি যে দাসদের নিজেদের প্রভুদেরকেই সর্বতোভাবে স হবে,"

কারণ তারা শাস্ত্রের সাথে সৎ থাকছে না, এবং যদি তারা সৎ থাকত, তবে তারা এর উপর ধ্যান করত।

৫:৪১ পদে বর্ণিত নীতিটি দেখুন এবং জানুন যে যিশু সত্যিই তা শিক্ষা দিয়েছিলেন। সুতরাং এখন আমরা মথি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি।

অধ্যায় ৬, এবং যিশু এইমাত্র দেখিয়েছেন যে ঈশ্বরের সেবা করা এবং পরশ্রীকাতরতার প্রশংসা অন্বেষণ করা পরস্পর অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

পুরুষেরা ও ঈশ্বরের সেবকেরা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রার্থনা, উপবাস ও দান করত, যা ছিল একটি প্রধান বিষয়।

তিনি ফরীশীদের ও তাদের ভ্রান্তির তিরস্কার করছেন। এবং এখন ১৯-৩৪ পদে, তিনি ঈশ্বরের সেবা করা এবং পার্থিব সম্পদের জন্য জীবনযাপন করার মধ্যে অসামঞ্জস্যতা তুলে ধরবেন।

মানুষ, অর্থ ও সম্পদ— পার্থিব ও স্বর্গীয় বিষয়ের জন্য জীবনযাপন। তিনি দেখাবেন যে এগুলোও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এবং এর সাথে মানুষের জন্য জীবনযাপন করা এবং মানুষের প্রশংসার জন্য জীবনযাপন ক

যে জিনিসগুলোকে মানুষ খুব মূল্যবান মনে করে, যেগুলোকে জগৎ খুব সমাদর করে। তাই তিনি ১৯-৩৪ পদে বলতে থাকবেন, "আমরা পৃথিবীতে তোমাদের জন্য এমন ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেছিলাম, যেখাে যায়।"

যেখানে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং যেখানে চোরেরা সিঁধ কেটে চুরি করে, কিন্তু আমাদের কাছে তোমাদের জন্য ধন-সম্পদ রয়েছে।

স্বর্গে, যেখানে উইপোকা বা মরিচা কিছুই নষ্ট করতে পারে না এবং যেখানে চোরেরা সিঁধ কেটে চুরি করতে পারে না। কারণ যেখানে তোমার ধন, সেখানেই তোমার মনও থাকবে?" অনেকে বলতে চায়

তারা পার্থিব ধন-সম্পদের সন্ধানে থাকতে পারে, কিন্তু তাদের হৃদয় স্বর্গে থাকতে পারে। আর যিশু বলছেন, যেখানে তোমার ধন-সম্পদ, সেখানেই তোমার হৃদয়ও থাকবে? "দেহের আলো হলো চোখ। অতএব, তোমার সমগ্র দেহ আলোয় পূর্ণ হবে। কিন্তু

যদি তোমার চোখ মন্দ হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারে পূর্ণ হবে। অতএব, যদি আলো

সে তো সত্যিই অন্ধকার, সেই অন্ধকার কত গভীর?" আমরা হিতোপদেশ ২০-২২ অধ্যায়ে পড়ি যে, "যে আমাদের ধনী হওয়াকে ঘৃণা করে, যে তাড়াহুড়ো করে, যে ধনী হওয়াকে মূল্য দেয়..."

কুদৃষ্টির শিকার হয়, এবং বিবেচনা করে না যে দারিদ্র্য তার উপর নেমে আসবে।" দৃষ্টির সম্পর্ক রয়েছে আপনি কার প্রতি আপনার স্নেহ প্রদর্শন করেন, আপনার ধনসম্পদ কোথায়, এবং আপনি কাকে সর্ব তার সাথে।

আর তাই যিশু ২২ ও ২৩ পদে বলছেন যে, যদি তোমাদের দৃষ্টি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার দিকে, অর্থাৎ প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতা অন্বেষণ করার দিকে থাকে, তবে ৩৩ পদে বলা হয়েছে যে তোমাদে ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের সেবা এবং এমনকি তোমরা নিজেরাও পবিত্র থাকবে। কিন্তু যদি তোমাদের দৃষ্টি মন্দ হয়, যদি তোমরা পৃথিবীতে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করতে চাও, যদি তোমরা বর্ণহীন হও, যদি তোমরা তবে তোমাদের সমস্ত দেহ অন্ধকারে পূর্ণ হবে।

সুতরাং, যে আলো সচ্চিই অন্ধকার, তবে সেই অন্ধকার কত গভীর? এবং

আমরা ২৪ পদে দেখব এর অর্থ কী, যে ঈশ্বরের সেবা করার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টাগুলোও, যখন তোমরা তোমাদের পার্থিব লাভকে অত্যন্ত আড়ালে রাখো, তখন এমনকি ভালো কাজগুলোও, যে কাজগু অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কলুষিত হয়ে যাবে। আর তখন সেই অন্ধকার কতটা গভীর হবে? আর তাই ২৪ পদে এটাই হবে তাঁর মূল বক্তব্য। না

মানুষ দুই প্রভুর সেবা করতে পারে; সে হয় একজনকে ঘৃণা করবে ও অন্যজনকে ভালোবাসবে, অথবা একজনকে আঁকড়ে ধরে অন্যজনকে তুচ্ছ করবে। সে ঈশ্বর ও মানুষ উভয়ের সেবা করতে পারে না। ত শিক্ষা পাই যে, বাইবেলের অর্থে ভালোবাসার আসল মানে কী। গ্রিক ভাষায় বিভিন্ন ধরনের ভালোবাসা বোঝানোর জন্য বিভিন্ন শব্দ আছে, এবং আমি সেগুলোর গভীরে যাচ্ছি না।

এখন। কিন্তু যখন ঈশ্বরকে ভালোবাসার কথা আসে, যখন সমস্ত হৃদয়, আত্মা, শক্তি, মন দিয়ে ঈশ্বরকে এবং প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে ভালোবাসার কথা আসে, তখন এর সম্পর্ক রয়েছে এক বিশেষ ক

ইচ্ছা। আর এটাই হলো সেই 'আগাপে' শব্দটির অর্থ, যেটিকে লোকেরা ঈশ্বরের ভালোবাসা বলে উল্লেখ করে।

শব্দটির অর্থ অগত্যা ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা নয়। এর সম্পর্ক একটি কাজের সাথে।

ইচ্ছার, ইচ্ছার এক অঙ্গীকার। আমরা যোহন ১২ অধ্যায়ে পড়ি যে, আপোষকামী শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন যীশুকে প্রকাশ্যে স্বীকার করছিলেন না, কারণ তাঁরা ঈশ্বরের প্রশংসার চেয়ে মানুষের প্রশংসা বে শব্দটি হলো আগাপে। তাঁরা ঈশ্বরের প্রশংসার চেয়ে মানুষের প্রশংসাকে বেশি মূল্য দিতেন। ২ পিতর ২ অধ্যায়ে আমাদের বলা হয়েছে যে, বালাম আগাপেকে ভালোবাসতেন।

অধার্মিকতার মজুরি। তিনি স্বীকার করলেন যে অধার্মিকতার মজুরি, তিনি স্বীকার করলেন

সেটাকে তিনি তাঁর ইচ্ছার কাজ হিসেবে, তাঁর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাই বাইবেলের অর্থে ভালোবাসা...

আমাদের অনুভূতির চেয়ে, আমরা যা বেছে নিই ও যেগুলোকে সবচেয়ে বেশি মূল্য দিই, তা দিয়ে আরও বেশি কিছু করা। সুতরাং যদি

আমরা ঈশ্বর, তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতাকে মূল্য দিই, যাতে আমরা পাপ পরিহার করি এবং তাঁর আদেশসমূহ পালন করি।

এবং আমরা প্রথমে তাঁর রাজ্যের অন্বেষণ করি, সেটাই ঈশ্বরের প্রকৃত ভালোবাসা। আর যদি আমাদের তা না থাকে

যদি আমরা সেই ধরনের ভালোবাসা না দিই, তাহলে আমরা আসলে ঈশ্বরকে ভালোবাসি না। আর যীশু এখানে এই পদে ঠিক এটাই বলছেন।

২৪. আপনি লক্ষ্য করেন যে, একজনকে ঘৃণা করা এবং অন্যজনকে ভালোবাসা, অথবা একজনকে আঁকড়ে ধরার সমীকরণটি হলো...

এবং অপরকে ঘৃণা করো। ঘৃণা করাকে অবজ্ঞার সমতুল্য এবং ভালোবাসাকে আঁকড়ে ধরার সমতুল্য ধরা হয়।

তো এই বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই। ১ তীমথিয় ৬ অধ্যায়, আমরা শুরুতে যেখানে শেষ করেছিলাম সেখান থেকেই আবার শুরু করব। ৫ পদের পর পৌল তাদের তিরস্কার করেন যারা খ্রিষ্টধর্মকে দেখে

লাভের একটি উপায়। তিনি তীমথিয়কে তাদের থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে বলেন। তারপর ৬ পদে তিনি বলেন, "কিন্তু সন্তুষ্টিসহ ভক্তিই মহালাভ, কারণ এই জগতে আমরা কিছুই নই এবং

এটা নিশ্চিত যে আমরা কিছুই সম্পন্ন করতে পারি না। আর খাদ্য ও বস্ত্র থাকলে আমরা সন্তুষ্টিতে থাকি। কিন্তু যারা ধনী হতে চায়, তারা প্রলোভন ও ফাঁদে পড়ে। এবং অনেক মূর্খ

এবং ক্ষতিকর কামনাবাসনা যা মানুষকে বিনাশ ও মহাবিনাশে নিমজ্জিত করে, অনন্তকালীন অভিশাপে দণ্ডিত করে,

কারণ অর্থের প্রতি ভালোবাসা সকল মন্দের মূল; কেউ কেউ এর লোভ করে বিশ্বাস থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং বহু দুঃখে নিজেদের বিদ্ধ করেছে। কিন্তু হে মানুষ,

ধার্মিকতা, ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, ধৈর্য ও নম্রতার পরে এই সমস্ত বিষয় ও কলুষতা থেকে পালিয়ে যেও না।

বিশ্বাসের উত্তম সংগ্রামে লিপ্ত হও, অনন্ত জীবনকে অধিকার করো, যার জন্য তুমিও আহূত হয়েছ।

এবং অনেক সাক্ষীর সামনে একটি ভালো পেশার কথা স্বীকার করেছেন।" সুতরাং এখানে প্রশ্ন হলো, অনুসরণ করা হবে কিনা।

ধনসম্পদ, যদি পার্থিব বস্তুর অন্বেষণ ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতাকে প্রথমে অন্বেষণ করার পথে বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে যীশু ৬৩৩ অধ্যায়ে আমাদের জন্য তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। ১ তীর্মা মূলত একই কথা বলা হয়েছে, "ধার্মিকতা, ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, ধৈর্য ও নম্রতার অনুসরণ কর, বিশ্বাসের উত্তম সংগ্রামে লিপ্ত হও, অনন্ত জীবনকে অধিকার কর, যার জন্য তুমি আহূত হয়েছ।" মূল বিষয় অন্বেষণকে এর পথে বাধা হতে দেওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে যদি আমাদের খাদ্য ও বস্ত্র থাকে।

ঈশ্বরের রাজ্যের অন্বেষণ করতে গিয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু না পেলেও সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

এবং ১ তীমথিয় ৬, ১১ ও ১২ অধ্যায়ে তালিকাভুক্ত বিষয়গুলোর মতো, যেখানে বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র দরিদ্র হওয়াটাই অর্থপূর্ণ নয়। আমার একজন বন্ধু ছিল যে এই শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল যে, দ থেকে শ্রেয়। আর আমার এই বন্ধুটি ছিল একজন কম্পিউটার প্রোগ্রামার।

তার একটি ডিগ্রি ছিল। তার একটি খুব ভালো চাকরি ছিল। আর আমি যতদূর জানি, চাকরিটা নিজে থেকে কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি।

সে ঈশ্বরের রাজ্যের সন্ধানে ছিল। এটা সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার কাজ ছিল। তাকে মাঝে মাঝে দেরি করে থাকতে হতো, কিন্তু কোথাও একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা এমন নয় যে... আমার মনে হয় না ে আটকে রেখেছিল। এবং সে নিশ্চিত হলো যে তাকে প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের সন্ধান করতে হবে। কিন্তু এর অর্থ কী, সে সম্পর্কে তার ভুল ধারণা ছিল। তাই সে কম্পিউটার প্রোগ্রামারের চাকরিটা ছেড়ে দিল। এ যার বেতন সম্ভবত আগেরটার ছয় ভাগের এক ভাগ ছিল। এবং এটা

সম্ভবত কাজের সময় ছিল ৮০-৯০ শতাংশ। কাজের সময় কম ছিল, কিন্তু খুব বেশি কম নয়। এতে তার শরীরের ওপর সম্ভবত আরও বেশি চাপ পড়ত। আর ফলস্বরূপ, সেই চাকরিতে তিনি আরও বে পড়তেন। এবং সম্ভবত এটি তাকে ঈশ্বরের রাজ্যের অন্বেষণ থেকে আরও বেশি বিরত রেখেছিল।

আরও বেশি বেতনের চাকরি। এবং অবশেষে তিনি একটি আদমশুমারিতে এসে বললেন, "আমি এটা করে কী করছি? আমি এর চেয়ে অনেক ভালো চাকরি করতে পারি। আমার কাছে আরও বেশি টাকা থ তিনি যখন আরও টাকা পেয়েছিলেন তখন আরও বেশি দান করেছিলেন। আমি আরও ভালো চাকরি পেতে পারি। আমি কম ক্লান্ত হতে পারি। এবং আমি...

"আর বেশি ঘন্টাও ব্যয় করতে যাচ্ছি না।" সুতরাং সমস্যাটা এটা নয় যে... গরিব হওয়াটা নিজে থেকেই ভালো, আর ধনী হওয়াটা স্বভাবগতভাবে খারাপ। সমস্যাটা হলো যখন ধন-সম্পদের পেছনে ছোটা হয়...

ঈশ্বরের রাজ্য অন্বেষণ করা থেকে আমাদের বিরত রাখবে। পরে ১ তীমথিয় ৬ অধ্যায়ের ১৭ পদে, পৌল তীমথিয়কে বলেন, "এই জগতে যারা ধনী, তাদের আদেশ দাও।" সুতরাং ধনী লোক ছিল।

আদি মণ্ডলীর যুগে। কিন্তু দেখুন, তাদের কীভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন তারা অহংকারী না হয়। ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে উচ্চতর শ্রেণীর বলে মনে করা সহজ, কিংবা অনিশ্চি ঈশ্বরের উপর ভরসা করা সহজ, যিনি আমাদের উপভোগ করার জন্য প্রচুর পরিমাণে সবকিছু দান করেন।

আর তারা কীভাবে প্রকাশ করবে যে তারা ভালো কাজ করে, যেন তারা সৎকর্মে সমৃদ্ধ হয়, বিতরণ করতে প্রস্তুত থাকে, জানাতে ইচ্ছুক থাকে, এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের জন্য এক উত্তম ভিত্তি সঞ্চয় লাভ করতে পারে? এ কথাও বলা প্রয়োজন।

সেইসব সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের কথা বলা যায় যারা কাজ করে না। তারা নিজেদের উপার্জনের জন্য কাজ করতে চায় না। বরং তারা চায় যে তাদের উপার্জিত অর্থ অন্যেরা তাদের দিক। আর এটাই
কাজ করছে, তাদের চেয়েও এদের অবস্থা আসলে খারাপ।

এর কারণ হলো, তারা ধন-সম্পদের প্রতি মনস্থির করেছে এবং এর জন্য কাজ করতেও রাজি নয়।

আর তারা ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতার অন্বেষণ করতে পারে না, যখন তাদের মধ্যে এমন অধার্মিকতা রয়েছে।

টাকা-পয়সার প্রতি মনোভাব। এবং এটাও বলা দরকার যে, যারা অলস, জাগতিক এবং অন্যান্য উপায়ে অপব্যয়ী। আমি এমন লোকের কথা শুনেছি যারা বলে, "টাকা-পয়সার কথা পুরোপুরি ভুলে যাও," এবং
করে, কিন্তু তারা এটা করে যাতে তাদের থাকে।

শুধু মজা করার এবং নিজেদের মতো করে বাঁচার জন্য আরও বেশি সময়। তাই এমন যেকোনো কিছু যা আমাদেরকে প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতা অন্বেষণ করা থেকে বিরত রাখে, তা ভুল।

যখন এই অনুচ্ছেদটির কথা আসে। আচ্ছা, তাহলে মথি অধ্যায় ৬-এ এগিয়ে যাই। তো ২৫ পদে যিশু

তিনি বলেন, "অতএব আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের জীবনের জন্য চিন্তা কোরো না, কী খাবে বা কী পান করবে। আর তোমাদের শরীরের জন্য কী পরবে, তা-ও চিন্তা কোরো না; কারণ খাদ্যের চেয়ে জীবন

এবং পোশাকের চেয়ে শরীর বেশি মূল্যবান।" যিশু চরম ভাষা ব্যবহার করেন, যেমন "তোমার জীবনের জন্য চিন্তা কোরো না।"

২৫ পদে। স্পষ্টতই তিনি পর্বতের উপর উপদেশাবলীতে প্রায়শই এমনটা করেন, কিন্তু এটা হতেই হবে

এটা বোঝা দরকার যে, প্রসঙ্গটি দুই প্রভুর সেবা করা নয়, বরং প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের সন্ধান করা। যদি রোমান সৈন্য আপনাকে বাধ্য করে, যদি আপনি একজন ইসরায়েলি হন এবং রোমান সৈন্য আপনাকে

তুমি যদি এক মাইল যেতে চাও, তার সাথেও যাও। আর যদি এর জন্য তোমাকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হতে হয়।

প্রভুর একজন ভালো সাক্ষী হতে হলে, সেই প্রেক্ষাপটে নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করবেন না। যদি কেউ সত্যিই অভাবী হয় এবং আপনিই তাকে সাহায্য করার জন্য সবচেয়ে ভালো অবস্থানে থাকেন, আর আ

তাদের সাহায্য করার জন্য সেই মাসের টাকা জমাতে পারা এবং এই ব্যক্তির উপকার করতে পারা ও একজন বিশ্বস্ত ভাই, প্রভুর একজন বিশ্বস্ত সাক্ষী হতে পারা—এই প্রেক্ষাপটে নিজের জীবন নিয়ে ভাবা
সময়ও আসে যখন আমাদের নিজেদের জীবন নিয়ে ভাবতে হয়।

যদি আমাদের বাড়িতে আগুন লাগে, তবে আমাদের পালাতে হবে এবং দমকল বাহিনীকে ডাকতে হবে। কিন্তু তা আমাদের প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য অন্বেষণ করা থেকে বিরত রাখছে না। তাই ২৬ পদে
জলরাশি, তাহারা বীজ বোনে না, শস্য কাটে না, কিংবা গোলাঘরে জমা করে না। তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদের আহার দেন। তোমরা কি তাহাদের অপেক্ষা অনেক উত্তম নও? তোমাদের মধ্যে
উচ্চতা এক হাত বাড়াতে পারে?" এ এক অতি সামান্য বিষয়। আমরা নিজেদেরকে এক ইঞ্চিও লম্বা করতে পারি না। সুতরাং এটি কেবল এর চেয়ে অনেক কঠিন অন্যান্য বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা করার মূর্খত
হয়েছে, "আর তোমরা বস্ত্রের জন্য কেন চিন্তা কর? শাপলা ফুলের দিকে তাকাও।"

মাঠের ঘাসগুলো কীভাবে বেড়ে ওঠে! তারা পরিশ্রম করে না, সুতোও কাটে না। তবুও আমি তোমাদের বলছি, এমনকি শলোমনও তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে এদের মতো এক নগণ্য ব্যক্তি ছিলেন না। অতএব,
নামে ডাকেন, যা আজ আছে এবং কাল উনুনে নিক্ষেপ করা হবে, তবে তিনি কি আরও বেশি করে বলবেন না, "তোমাদের বিশ্বাস অল্প।" অতএব, এই কথা বলার চিন্তা কোরো না যে,

আমরা কী খাব, বা কী পান করব? কিংবা আমরা কোথায় থাকব? কারণ এরপর

"এই সমস্ত জিনিসই অ-ইহুদিরা খোঁজে।" স্পষ্টতই, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে এই সমস্ত জিনিস অ-ইহুদিরা খোঁজে।

ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতার অন্বেষণ করো, যেমনটা আমরা ৩৩ পদে দেখতে পাব।

সেটা

আসলে যা তাদের তৈরি করে, সেটাই তাদের অ-ইহুদি করে তোলে, সেটাই তাদের বিধর্মী করে তোলে,

আসল ব্যাপারটি হলো এই যে, তারা ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতার চেয়ে পার্থিব জিনিসকে বেশি মূল্য দেয়। ৩২ পদে আরও বলা হয়েছে, "কারণ তোমাদের স্বর্গীয় পিতা জানেন যে তোমাদের এই সমস্ত
তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতার অন্বেষণ কর, তাহলে এই সমস্ত জিনিস তোমাদের দেওয়া হবে।" যদি আপনি ৬ অধ্যায়ের ১০ পদে যীশু আমাদের যে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন, সে
আমাদের স্বর্গীয় পিতা, তা বিবেচনা করার পর...

এবং তাঁর নাম পবিত্র, যেমন ৯ নং পদে বলা হয়েছে, তিনি বলেন, "তোমার রাজ্য আসছে, পৃথিবীতে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।"

যেমনটা স্বর্গে হয়ে থাকে।" নিজেদের প্রয়োজনের আগে প্রার্থনা করার সময় আমাদের যা বিবেচনা করতে হবে তা হলো, ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে কেমন বাধ্যতা প্রত্যাশা করেন, আমরা কীভাবে তাঁর ইচ্ছা
করা উচিত তা বোঝা, সেটিকে আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া, এবং শক্তি ও সামর্থ্যের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা।

এটা করতে। আর আমাদের প্রার্থনা করতে হবে যে, হে প্রভু, আজ আমাদের দৈনন্দিন আহার দাও। এটা একটা বিষয়।

তোমার হৃদয়ে অগ্রাধিকারের বিষয় থাকা, এবং যীশু যখন বলেন, "কিন্তু তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতার অন্বেষণ কর," তখন তিনি এটাই বোঝান, কারণ যদি আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের অন্বেষ
করি

তাহলে আমাদের তাঁর কাছে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা অন্বেষণ করতে হবে, কীভাবে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, কীভাবে তাঁর সন্তুষ্টি রক্ষা করা যায়।

আজ্ঞাগুলো, এবং যিশু প্রতিজ্ঞা করেন যে যাদের এই মনোভাব থাকবে, তাদেরকে বাকি সবকিছুও দেওয়া হবে। এর মানে এই নয় যে তাদের কাজ করার দরকার নেই। এর মানে এই নয় যে তাদের মুদি দোকা
আমরা বলেছি, এটা অগ্রাধিকারের বিষয়।

এবং যিশু যা বলছেন, ঈশ্বর আপনার জীবনে স্থান করে নেবেন যদি আপনি প্রথমে তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতা অন্বেষণ করেন। তাই ৩৪ পদে বলা হয়েছে, "অতএব নৈতিক বিষয়ে চিন্তা কোরো না, কেননা
চিন্তা করবে।" সুতরাং স্পষ্টতই, আবারও, "অতএব নৈতিক বিষয়ে চিন্তা কোরো না" কথাটিকে ঈশ্বরের রাজ্য অন্বেষণের সাথে বৈপরীত্য দেখানো হয়েছে। এটা, আমি দুঃখিত,

তুলনা করা হয়নি, কিন্তু এটি সেই প্রেক্ষাপটেই বলা হয়েছে। আপনি যদি অবসরের জন্য বড় অঙ্কের অর্থ সঞ্চয় করতে চান এবং অবসরের পর আপনার যেন কোনো অসুবিধা না হয়, তা নিশ্চিত করার জন
থাকেন, তবে আপনার সঞ্চিত অর্থ দিয়ে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে এমন কাজ করার ক্ষেত্রে তা বাধা সৃষ্টি করবে।

সেটা তোমার তাঁর রাজ্য অন্বেষণে বাধা দেবে। এই দুটি অনিবার্যভাবে ঘটবে।

ঈশ্বরের সেবা করা, ম্যামনের সেবা করা এবং ম্যামনের পছন্দের জিনিসগুলোর সেবা করার মধ্যে সংঘাতে জড়িয়ে পড়া।

কিনতে পারে। একটি সুন্দর গাড়ি, একটি ভালো অবসর জীবন, একটি বড় বাড়ি এবং একটি আরও ভালো এলাকা। তাই এটা

ঈশ্বরের রাজ্যের অন্বেষণের সেই প্রেক্ষাপটে, এই সবকিছুর আগে সেটিকে মূল্য দেওয়া, এবং তাই

প্রভুকে অন্বেষণ করার ক্ষেত্রে সেইসব বিষয়কে তুচ্ছ করার বিষয়ে যিশু এই উক্তিটি করেন, "অতএব নৈতিক বিষয় নিয়ে চিন্তা কোরো না, কেননা নৈতিক বিষয় তার নিজের বিষয় নিজেই চিন্তা করবে।" এবং
করে বলেন, "কারণ তোমাদের স্বর্গীয় পিতা জানেন যে, সেই অমঙ্গলের দিন পর্যন্ত তোমাদের এই সমস্ত কিছুর প্রয়োজন আছে।" সুতরাং

পরম শিক্ষা হলো, আজই ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা এবং যা তাঁকে সন্তুষ্ট করে তা করা থেকে বিরত থাকবেন না। আগামীকালের দুশ্চিন্তার দ্বারা তা থেকে বিচ্যুত হবেন না। আগামীকালের দুশ্চিন্তাকে আপন
না।

ঈশ্বরের বাধ্য থাকা এবং আজ যা তাঁকে সন্তুষ্ট করে তা করা। আর এখানে আরও একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এটি সেই বিষয়ের সাথেই সম্পর্কিত। যাকোব ১৩ অধ্যায়ে যান। "এখন তোমরা যারা বলো আজ বা কা

তোমরা এমন নগরে প্রবেশ করো এবং তাদের বছরটি চালিয়ে যাও, কেনাবেচা করো এবং লাভ করো। অথচ তোমরা জানো না নৈতিক পরিণতি কী হবে। কারণ তোমাদের জীবন কী? তা তো এক বাষ্পের মতো

কিছু সময়ের জন্য থাকে এবং তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়। কারণ প্রভু যদি চান, তবে তোমাদের এই কথাই বলা উচিত,

আমরা বেঁচে থাকব এবং এটা-সেটা করব। কিন্তু এখন তোমরা নিজেদের পোস্টে আনন্দ করছ; এই ধরনের সমস্ত আনন্দই মন্দ। অতএব, যে ভালো কাজ করতে জানে এবং তা করে না, তার জন্য তা পাপ।

যে ব্যক্তি ভালো কাজ করতে জানে অথচ তা করে না, তার হৃদয় আগামীকাল নিয়ে গর্ব করে এবং আগামীকালের লাভের আশায় মগ্ন থাকে, যা আজকের ভালো কাজ থেকে বিচ্যুত হবে। এবং

যে ব্যক্তি আজ যে ভালো কাজ করতে পারে তা অবহেলা করে, সে অন্ততপক্ষে ১৩ থেকে ১৬ পদের ব্যক্তির মতোই একই অপরাধে দোষী। আর যদি আপনি যাকোবের ৫ অধ্যায়ে পড়া চালিয়ে যান, সেখানে ও

মথি অধ্যায় ৬ সম্পর্কিত অধ্যয়নের অনেক কিছু আছে। কিন্তু আমরা অধ্যায় নিয়ে এগিয়ে যাব।

৭. আমরা সপ্তম অধ্যায় শুরু করার আগে, কলে উপস্থিত কারো কি কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য আছে?

ওইটা জিমি, আমার সংযোগ কি এখনও আছে? আচ্ছা, আমরা অধ্যায় ৭ নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাব। বাইবেলে সবচেয়ে বেশি অপব্যবহৃত পদটি রয়েছে। তাই যিশু বলতে থাকেন, "বিচার করো না, যেন তে
যদি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পদের কথা বলে থাকি, তাহলে আমার মানে হলো সবচেয়ে বেশি অপব্যবহৃত পদগুলো।

বাইবেলে এই পদটি রয়েছে, যা সমস্ত পাপীরা সেইসব খ্রিষ্টানদেরকে উদ্‌ধৃত করতে ভালোবাসে, যারা তাদের তিরস্কার করে এবং বলে যে তাদের অনুতাপ করতে হবে ও প্রভুর সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করে নিতে হবে

তোমরা বিচারিত হবে না, কেননা তোমরা যে বিচারে বিচার করো, সেই বিচারেই তোমাদের বিচার করা হবে এবং সেই মাপকাঠিতেই।

হে বিচারকগণ, তোমাদেরকে আবার মাপে আনা হবে। আর কেন তুমি তোমার ভাইয়ের চোখের মুখের ভঙ্গি দেখছ, কিন্তু নিজের চোখের কড়িকাঠকে গ্রাহ্য কর না? কারণ কীভাবে...

তুমি তোমার ভাইয়ের দিকে তাকাও? আমি তোমার চোখ থেকে ছড়িটা বের করে দিই, আর দেখো, কড়িটা তোমার নিজের চোখেই রয়েছে। হে ভণ্ড, প্রথমে তোমার নিজের চোখ থেকে কড়িটা বের করে দাও,
চোখ থেকে ছড়িটা বের করে দেওয়ার জন্য পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবে।" তাহলে এই অনুচ্ছেদটির আসল অর্থ কী? যিশু স্পষ্টতই আমাদের সঠিক ও সঠিকের মধ্যে পার্থক্য করতে নিষেধ করছেন না, কারণ
বলা হয়েছে নিষ্ফলদের সঙ্গে কোনো সঙ্গ না রাখতে।

অন্ধকারের কাজ, বরং তাদের তিরস্কার করুন। আমরা এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে, ঠিক পরের মুহূর্তে আছি।

এই পদে, আমাদেরকে এই বিচার করার জন্য আহ্বান করা হবে যে, কে কুকুর আর কে শূকর, যেন আমরা পবিত্র জিনিস কাউকে না দিই এবং আমাদের মুক্তা তাদের সামনে না ফেলি। আমরা পরে...

অধ্যায়টিতে ভণ্ড ভাববাদীদের থেকে সতর্ক থাকার জন্য বিচার করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর জন্য বিচারের প্রয়োজন। ১ করিন্থীয় ৫ অধ্যায়ে আমাদের বলা হয়েছে মণ্ডলীর মধ্যে যারা আছে তাদের
হওয়া পাপীদের সাধুদের সঙ্গ থেকে বের করে দিতে। সুতরাং যিশু স্পষ্টতই কোনো...

ওইসব বিষয়গুলোর মধ্যে। তাহলে তিনি কী বিষয়ে কথা বলছেন? আমি বিশ্বাস করি যে, তিনি একটি বিষয় নিয়ে কথা বলছেন, আর তা হলো ভণ্ডামিপূর্ণ বিচার। রোমীয় ২ অধ্যায়ে যান। তিনি সেখানে নিখুঁ
দিচ্ছেন, এবং তিনি বোঝেন যে মানুষের প্রবণতা হলো অন্যদের দিকে তাকানো।

লোকেরা তাঁর নিখুঁত প্রজ্ঞার কথাগুলো প্রয়োগ করে বলে, "হ্যাঁ, এটাই ঠিক।"

এবং অন্যদের দিকে আঙুল তুলতে শুরু করেন। অমুক এভাবে জীবনযাপন করে না, তমুকও এভাবে জীবনযাপন করে না, এবং সেও এভাবে জীবনযাপন করে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এটা কি সঠিক মনোভাব?

তার কথা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে, যদি আমরা নিজেদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার না করি, যদি আমরা একই কাজগুলো করি

যে ভুলগুলো আমরা অন্যের মধ্যে তুলে ধরি, তার মাধ্যমে আমরা কেবল নিজেদের বিচারবুদ্ধিকেই আরও খারাপ করে তুলি। রোমীয় অধ্যায়

২, "অতএব, হে মানুষ, তুমি ক্ষমার অযোগ্য, কারণ তুমি যার প্রেমিক, তুমিই বিচারক। কেননা তুমি যখন অন্যের বিচার করো, তখন নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করো।" এমনটা কেন? "কারণ তুমি যে বিচার
করো।" এই কথাটি ২ নং পদে রাখলে আমাদের বলা হয়, "কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে ঈশ্বরের বিচার..."

যারা এই ধরনের কাজ করে, তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ধার্মিক ক্রোধ সত্যই স্বরূপ। আর হে মানুষ, তুমি কি মনে করো যে, যারা এই ধরনের কাজ করে তাদের বিচার করে এবং নিজেও সেই একই কাজ করে
রক্ষা পাবে।" সুতরাং পৌলও রোমীয় ১ অধ্যায়ে সাধারণভাবে মানবজাতির দুষ্ট অবস্থা এবং যারা সত্যের আলোকে দমন করে তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ধার্মিক ক্রোধের কথা তুলে ধরেছেন।

তিনি তাদের জন্য তা সহজলভ্য করেছেন। সুতরাং যিশু নিশ্চিতভাবেই ভণ্ডামিপূর্ণ বিচারের বিষয়ে কথা বলছেন, নিজেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করার বিষয়ে নয়। এবং এটা স্পষ্টতই সম্ভব, যেমনটা আমাদে

আমাদের নিজেদের চোখ থেকে কড়িকাঠটি বের করে দিলে, তাহলেই আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাব; তোমার ভাইয়ের চোখ থেকে কড়িকাঠটি বের করে দাও। সুতরাং এটা সম্ভব, সৎ থাকা সম্ভব, এবং প্রশ্ন

আমাদের নিজেদের পাপের মোকাবিলা করতে হবে। আর তখন আমরা এমন এক অবস্থানে থাকব, যেখান থেকে আমরা দেখতে পাব যে, আমরা সত্যিই তা করেছি কি না।

সেটা করার পর, আমরা এখন এমন এক অবস্থানে আছি যেখানে আমরা সত্যিই বিচার করতে পারি কখন অন্যকে তিরস্কার করা সমীচীন।

এবং কীভাবে আমরা অন্যকে তিরস্কার করব। আমার বিশ্বাস, যিশুও এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন, এবং এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঈশ্বরের আইনের চেয়েও কঠিন হওয়ার সাথে এর অনেক বেশি সংযোগ রয়েছে। যদি আপনি জেমসের কাছে ফিরে যান

অধ্যায় ৪, আমরা এইমাত্র যে পদগুলো পড়লাম তার ঠিক আগের পদগুলোতে, ১১ ও ১২ পদে, যাকোব বলেন, "বলো

ভাইদের মধ্যে একজন অন্যজনের নিন্দা করে না। যে তার ভাইয়ের নিন্দা করে এবং তার বিচার করে, সে ব্যবস্থার নিন্দা করে এবং ব্যবস্থারই বিচার করে। কিন্তু যদি তুমি ব্যবস্থার বিচার করো, তবে তুমি ব্যবস্থা
বিচারক। একজনই ব্যবস্থা-প্রণেতা আছেন, যিনি রক্ষা করতে ও ধ্বংস করতে সক্ষম। তুমি কে যে অন্যের বিচার করো?" সুতরাং, এখানে বিষয়টি অবশ্যই এমন নয় যে, আমরা ঈশ্বরের ব্যবস্থা অনুসারে
ব্যবস্থার সাথে একমত হতে চাই, এর মাধ্যমে ব্যবস্থা-প্রণেতার সাথে একমত হতে চাই। কিন্তু এক ধরনের বিচার আছে যা একটি মিথ্যা অভিযোগ, যা ঈশ্বরের ব্যবস্থার চেয়ে মানুষের প্রতি বেশি কঠোর, অথ
করতে গিয়ে আমাদের নিজেদের সীমানা অতিক্রম করা, সীমানার বাইরে চলে যাওয়া।

ঈশ্বরের আইন লঙ্ঘন করা এবং অন্যের সমালোচনা করা। কেউ পাপে জীবনযাপন করছে মানেই এই নয় যে সে পাপী।

ঈশ্বরের আইনের চেয়েও তাদের প্রতি আরও কঠোর হওয়ার, এবং তাদের গালিগালাজ করার বা জাগতিক, রাগান্বিতভাবে তাদের ছিঁড়ে ফেলার অধিকার আমাদের দেয়। সুতরাং, যীশু যখন এই বি
নিশ্চিতভাবেই এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা করছেন। প্রকাশিত বাক্য ১২ অধ্যায়ে, আমরা

বলা হয়েছে যে শয়তান হলো ভাইদের অভিযোগকারী। কিছু লোক তাদের পাপকে সমর্থন করার জন্য সেই অনুচ্ছেদটি ব্যবহার করে, কিন্তু এখানে মূল বিষয়টি হলো শয়তান ভাইদের একজন মিথ্যা অভিযো
বাক্য ১২:১৭-তে পড়ি যে, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা ও বিশ্বাস পালন করে, সে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

যীশু খ্রীষ্টের, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে এবং যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য ধারণ করে।

সুতরাং শয়তানকে এমন লোকদের অভিযুক্ত করার প্রয়োজন হয় না যারা প্রকৃতপক্ষে ইতিমধ্যেই দণ্ডিত, যারা ইতিমধ্যেই

যারা ঈশ্বরের দেওয়া আলো লঙ্ঘন করছে, তারা ইতিমধ্যেই সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে।

সে ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে, কারণ তারা সঠিক কাজ করে এবং নিজের বা শয়তানের সেবা করে না। ১ পিতর অধ্যায় ৪-এ এর আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো। ১ পিতর অং
জীবনের অতিবাহিত সময় অ-ইহুদিদের ইচ্ছাকে ক্ষয় করার জন্য স্থান সৃষ্টি করে,

যখন আমরা ব্যভিচারে মত্ত ছিলাম, মদ্যপান, আমোদ-প্রমোদ, ভোজসভা এবং ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত ছিলাম।

মূর্তিপূজা। যেখানে তারা মনে করে যে, তুমি তাদের সাথে একই রকম বাড়াবাড়িতে মেতে ওঠো, এটা অদ্ভুত।

ন্যায্যভাবেই, তোমাদের নিন্দা করে, যিনি বিচারকের কাছে হিসাব দেবেন।

"জীবিত ও মৃত।" এরা সেইসব লোক যারা খ্রীষ্টানদের নিন্দা করে, কারণ তারা তাদের সাথে পাপে লিপ্ত হয়নি। এর সাথে অবশ্যই এই বিষয়টি জড়িত যে, বিচার করো, পাছে তুমিও বিচারিত হও। পরে মথি
আমরা একটি বাস্তব উদাহরণ দেখতে পাই, যেখানে পাপীরা ঈশ্বরের বিধানের চেয়েও তাঁর দাসদের প্রতি বেশি কঠোর। ক্রমানুসারে, তারা আরও কঠোর হচ্ছে।

ঈশ্বরের দাসদের কাছে ঈশ্বরের আইনের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো নিজেদেরকে সঠিক প্রমাণ করা এবং ঈশ্বরের বার্তার প্রতি তাদের অবাধ্যতাকে ন্যায্যতা দেওয়া। মথি ১১ অধ্যায়ের ১৬ পদে তিনি বলে
প্রতি আকৃষ্ট হব? এ তো শিশুদের বসে থাকার মতো।"

বাজারে তারা তাদের সঙ্গীদের ডেকে বলছিল, আমরা তোমাদের কাছে বাঁশি বাজিয়েছি, এবং তোমরা...

নাচিনি; আমরা তোমাদের কাছে শোক করেছি, কিন্তু তোমরা বিলাপ করোনি। কারণ যোহন এসেছিলেন, না...

"সে খায়ও না, পানও করে না; আর তারা বলে, তার মধ্যে শয়তান আছে।" এটা কি একটি সত্য অভিযোগ ছিল? না। এটি একটি মিথ্যা অভিযোগ ছিল, কারণ তারা ঈশ্বরকে গ্রহণ না করার বিষয়টিকে ন্যায্যতা দি

এবং তাঁর বার্তা, এবং তাঁর বার্তার জন্য অনুতপ্ত না হওয়া। আর তারপর তারা যীশুর বিপরীত কথা বলে

১৯ পদ, "মনুষ্যপুত্র খেতে ও পান করতে আসলেন; আর তারা বলল, দেখ, একজন ঈশ্বরভক্ত মানুষ।"

এবং দ্রাক্ষারসের নদী, কর আদায়কারী ও পাপীদের বন্ধু; প্রজ্ঞা তার সন্তানদের দ্বারা প্রমাণিত হয়।" তাই আমি আশা করি যে এটি ১ থেকে ৫ নং পদের, এই বহুল অপব্যবহৃত পদগুলোর আসল অর্থ সম্প
এবার ৬ নং পদে আসা যাক, "পবিত্র বস্তু কুকুরদের দিও না, আর তোমাদের মুক্তা শূকরের সামনে ফেলো না, পাছে তারা সেগুলোকে পায়ের নিচে মাড়িয়ে দেয় এবং ফিরে এসে তোমাদের ছিঁড়ে ফেলে।"
যিশুর মূল বক্তব্য হলো, নিজেদের বিচার করার পরেও, আমাদের নিজেদের চোখ থেকে কড়িটি ফেলে দিতে হবে। নিজেদের চেয়ে অন্যদের প্রতি কঠোর হওয়ার মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। ঈশ্বরের
সমালোচনামূলক মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। এবং আমরা

আমরা সত্যিই এমন এক অবস্থানে আছি যেখান থেকে আমরা ন্যায্যভাবেই অন্যদের অনুতাপে আসতে সাহায্য করতে পারি। তবুও, আমরা কার সাথে কথা বলছি এবং কীভাবে কথা বলছি, সে বিষয়ে আমাদে
রাতে আমি ভাই জিমির সাথে এই বিষয়ে কথা বলছিলাম এবং এর অর্থ কী হতে পারে, তা নিয়ে সত্যিই ভাবছিলাম। আর আমি এতটুকু বলতে পারি। আপনি যদি প্রেরিতদের কার্যবিবরণী ১৮ অধ্যায়ে যান, আমা
আমরা এর একটি উদাহরণ পাই। তিনি করিন্থের সমাজগৃহে সুসমাচার প্রচার করছিলেন এবং যিশুকে খ্রীষ্ট হিসেবে গ্রহণ করার জন্য তাদের রাজি করাতে তিনি সত্যিই খুব তৎপর ছিলেন এবং তাঁর সুসমাচার

করিন্থীয়দের সামনে বহু সপ্তাহ ধরে সম্পূর্ণ সত্য প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু একটা সময়ে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, কিছু লোক নিজেদেরকে আরও বেশি করে কঠিন করে তুলবে। আর একটা সময়ে য
করি, যদি তারা প্রমাণ করে যে তারা শুনছে না, তারা আসলে পরোয়া করে না অথবা তারা সত্যের বিরোধী, তখন আমাদের প্রচার...

এটা কেবল তাদের আরও কঠোর করে তুলছে, আমাদের নিজেদেরকে অকারণে বিপদে ফেলছে এবং যারা সত্যিই শুনতে পারে তাদের থেকে মনোযোগ সরিয়ে দিচ্ছে। তাই প্রেরিত ১৮ অধ্যায় ১ পদে বলা হয়

এথেন্স থেকে যাত্রা করে করিন্থে এসে আকিলা নামে এক ইহুদির দেখা পেলাম,

পন্টিয়াসে জন্মগ্রহণ করেন, সম্প্রতি তার স্ত্রী প্রিসিলার সাথে ইতালি থেকে এসেছেন, কারণ কুন্ত রাশি আদেশ দিয়েছিল

সমস্ত ইহুদি রোম ত্যাগ করে তাদের কাছে এল। আর যেহেতু তিনি সেই একই খ্রীষ্টের ছিলেন, তাই তিনি তাদের সঙ্গে তাঁবুতে বা কথায় বাস করলেন, কারণ পেশায় তারা তাঁবু নির্মাতা ছিল। এবং

তিনি প্রতি বিশ্রামবারে সমাজগৃহে যুক্তি-তর্ক করতেন এবং ইহুদিদের গ্রীসে যেতে প্ররোচিত করতেন। আর যখন

সীলস ও সামাল্‌তিয়াস ম্যাসিডোনিয়া থেকে এসেছিলেন, পৌল পবিত্র আত্মায় তাড়িত হয়ে সাক্ষ্য দিলেন

যিহুদিদের কাছে তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন যে, যিশুই হলেন খ্রিষ্ট। সম্ভবত বিগত সপ্তাহগুলোতে তিনি তাদের কাছে এই সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন।

মসিহের দুঃখভোগ ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। আর এখন ৫ নং পদে তিনি চাপে আছেন।

পবিত্র আত্মার দ্বারা তাদেরকে বলার জন্য যে, নাসরতের যিশুই হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মসিহ সম্বন্ধে পুরাতন নিয়মের ভাববাণীগুলো পূর্ণ করেছেন, যেমনটা আমরা আমাদের মথি অধ্যয়নের শুরুতে ভূমি
"আর যখন তারা বিরোধিতা করল ও ঈশ্বরনিন্দা করল, তখন তিনি কাঁপিয়ে দিলেন..."

তিনি তাঁর পোশাক খুলে তাদের বললেন, "তোমাদের রক্ত তোমাদের নিজেদের মাথার উপর পড়ুক, আমি নির্দোষ।" এখন থেকে

আমি অ-ইহুদিদের কাছে যাব।" এটা করে পৌল কোনো আপোস করছিলেন না। সহজভাবে বলতে গেলে, এখানে তাঁর সাক্ষ্যের জন্য আর কোনো জায়গা ছিল না। এবং আমরা দেখতে চলেছি।

আমরা যখন এগিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন এটি অন্যদের শোনার এবং এমনকি সিনাগগের অন্যান্য লোকদের জন্যও দরজা খুলে দিয়েছিল।

যারা তাঁর কথা শুনতে আসত, তারা প্রভুর কাছে আসত। আর এই কারণে পৌল নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাননি।

যেমনটা আমরা দেখতে চলেছি। সুতরাং ৭ পদে, "আর তিনি সেখান থেকে চলে গিয়ে জাস্টিস নামক এক ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করলেন, যিনি ঈশ্বরের উপাসনা করতেন, যার গৃহ যুক্ত ছিল

উপাসনা গৃহে যাওয়া কঠিন। এবং বড়দিনে সেই প্রধান, যিনি উপাসনা গৃহের উপর প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

তার সমস্ত বাড়ি সহ।" তাই সিনাগগের কিছু লোক শুনতে থাকল।

পৌলের কাছে, যদিও তিনি তখন আর সমাজগৃহে প্রচার করছিলেন না। "এবং করিন্থীয়দের মধ্যে অনেকেই

শুনে তারা বিশ্বাস করল এবং বাপ্তিস্ম নিল। তখন প্রভু রাতে পৌলকে এক দর্শনের মাধ্যমে বললেন, ভয় পেয়ো না, বরং কথা বলো এবং চুপ থেকো না। কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং কেউ তোমাকে ভয়

"আমি তোমাকে আঘাত করার জন্য তোমার উপর হাত তুলেছি, কারণ নগরে আমার অনেক লোক আছে।" আর তিনি সেখানে এক বছর ছয় মাস ধরে তাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিতে থাকলেন। তবুও তিনি সমাজগৃহ ত্যাগ করছেন। তিনি পবিত্র বস্তু দান করতে এবং বর্জন করতে অস্বীকার করছেন।

আমাদের সামনে মুক্তা। এর মানে এই নয় যে তিনি সেখানে নির্যাতিত হননি। আমরা এটি একটি আয়াতে দেখতে পাই।

১২, "আর যখন গালীয়ো আখাইয়ার প্রতিনিধি ছিলেন, তখন যিহূদীরা একযোগে পৌলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল এবং তাঁকে বিচারাসনে নিয়ে এসে বলল, 'এই লোকটি বিধানের বিরুদ্ধে গিয়ে ঈশ্বরের উপাস করেছে।'" লক্ষ্য করুন যে, পৌলের সুসমাচার প্রচার ছিল প্ররোচনামূলক।

মানুষেরা যেন ঈশ্বরের উপাসনা করে। "আর যখন পৌল মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন, তখন গালিয়ো ইহুদিদের বললেন, যদি এটা ছন্দের বা তোমাদের ইহুদিদের পাপের বিষয় হতো, তবে আমি তোমাদের সহ্য কর তোমাদের

'তোমরা আইনের দিকে নজর রাখো, কারণ আমি এসব বিষয়ে বিচারক হব না।' আর তিনি তাদের ঢেকে দিলেন

বিচারাসন।" তাই আমি মনে করি যে এটি এমন একজনের একটি ভালো উদাহরণ যিনি তাদেরকে সেই জিনিসটি দিতে অস্বীকার করেছিলেন যা অত্যন্ত পবিত্র এবং আমাদের সামনে মুক্তা নিক্ষেপ করতেও অ করি যে এই

ফেসবুকের আলোচনা ফোরামগুলোতে একটি বিপদ রয়েছে। কিছু লোক আছে যারা বিতর্ক করতে ভালোবাসে,

যারা খ্রিষ্টানদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তর্ক করতে ভালোবাসে, কিন্তু আসলে বুঝতে আগ্রহী নয়।

তাদের কোনো আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নেই। তারা শুধু খ্রিষ্টানদের তীব্রভাবে আক্রমণ করার ও সমালোচনা করার অজুহাত খোঁজে। আর যখন এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে তারা আসলে শুনছে না, অন্তত নিজেদের পরি এসব থেকে সরে আসাই শ্রেয়।

তাহলে, মথি ৭:৭ পদে বলা হয়েছে, "চাও, তাহলে তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তাহলে তোমরা পাবে; এমন নয় যে তোমাদের জন্য তা খুলে দেওয়া হবে। কারণ যে চায়, সে পায়।"

এবং যে তা অন্বেষণ করে সে তা পায়, এবং যে তা পায় না তার জন্য তা উন্মুক্ত করা হবে। কিসের জন্য?

তোমাদের মধ্যে এমন লোক কি আছে, যার ছেলে রুটি চাইলে সে তাকে পাথর দেবে? অথবা মাছ চাইলে?

সে কি তাকে একটি সাপ দেবে? যদি সে তোমার মধ্যে থাকে, তবে তুমি জানবে কীভাবে উত্তম উপহার দিতে হয়।

তোমাদের সন্তানগণ। তাহলে স্বর্গে অবস্থিত তোমাদের পিতা, যারা তাঁর কাছে চায়, তাদের আরও কত বেশি উত্তম বস্তু দেবেন?" এটি স্পষ্টতই ৬৩৩ নং অনুচ্ছেদে প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের অন্বেষণের প্রেক্ষাপটে

ঈশ্বর এবং তাঁর ধার্মিকতা। যিশু বাইবেলে গীতসংহিতা ৬৬:১৮ পদে একাধিকবার বলেছেন, যদি আমি আমার হৃদয়ে অধর্ম ও আইনহীনতাকে স্থান দিই, তবে প্রভু আমার কথা শুনবেন না।

আমাদেরকে, এবং অধ্যায় ৬-এ প্রভুর প্রার্থনাও তা দেখিয়েছিল, যে প্রার্থনা করার সময় আমাদেরকে সঠিক অগ্রাধিকার নিয়ে, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্য নিয়ে এবং এক অনুতপ্ত, নম্র ও ভগ্ন হৃদয় নিয়ে আমরা সংকীর্ণ পথ ও প্রশস্ত পথের মধ্যকার বৈসাদৃশ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, যা হলো ঈশ্বরের পথে প্রবেশ করার মূল সারমর্ম।

সোজা দরজা দিয়ে সংকীর্ণ পথে চলো। আমাদের এই মনোভাবই রাখতে হবে। এটাই সেই মনোভাব।

যা আমরা ৩ থেকে ৯ পদে দেখেছি, যাকে প্রায়শই ধন্যবাদের বাণী বলা হয়, যেখানে যিশু কথা বলেন

তাঁর রাজ্যের স্বরূপ এবং যারা তাঁর প্রজা হতে চায় তাদের কেমন স্বরূপ থাকা প্রয়োজন, সে বিষয়ে ৫, ৩ থেকে ৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। লূক ১১ অধ্যায়েও একই ধরনের একটি অনুচ্ছেদ আছে যেখানে যিশু ব

তার চেয়েও বেশি, তিনি এমন এক ব্যক্তির কথা বলেন যে তার প্রতিবেশীর কাছে রুটি চাইছে এবং তিনি বলেন, "আর কীভাবে

"যারা প্রার্থনা করে, তোমাদের পিতা তাদের আরও অধিক পরিমাণে পবিত্র আত্মা দান করবেন?" এবং আমি কথাটা নিজের ভাষায় বলছি,

কিন্তু লূক ১১ অধ্যায়েও একই রকম একটি অনুচ্ছেদ আছে, যেখানে তিনি বলেছেন যে, সর্বোপরি যে উত্তম বস্তুর অন্বেষণ করা উচিত তা হলো পবিত্র আত্মা। আমরা প্রেরিত ৫:৩২ পদে পড়ি যে পবিত্র আত্মা ঈ

যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে। সুতরাং পর্বতের উপর প্রদত্ত উপদেশে অনেক কিছুই রয়েছে এবং

সমগ্র ঈশ্বরের বাক্য যখন আমরা পড়ি, তখন তা দুর্বোধ্য বা কঠিন মনে হতে পারে। তাই যিশু এখানে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন যে, যদি আমরা সত্যিই প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করি...

এবং আমরা প্রথমে তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতার অন্বেষণ করছি, তিনি যা বলছেন তা পূর্ণ করার জন্য পবিত্র আত্মার মাধ্যমে অনুগ্রহ রয়েছে, যে এই কাজ আমাদের নিজেদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি এবং

যারা প্রথমে তাঁর রাজ্য ও তাঁর অন্বেষণ করে, জীবনের অন্যান্য জিনিসও তাদের দেওয়া হবে।

ধার্মিকতা। সুতরাং, এটাই হলো এর সারমর্ম, এটাই এখানকার ৭ থেকে ১১ পদের উৎসাহব্যঞ্জক বার্তা।

৭ থেকে ১১ পদে বর্ণিত সেই প্রতিজ্ঞাটিই আমরা গ্রহণ করতে চাই এবং তার অংশ হতে চাই।

দাবি করার সঠিক জায়গা। তাই তিনি এখানে ১২ পদে আরও বলেন, "অতএব, মানুষের প্রতি তোমরা যেমন ব্যবহার চাও, তাদের প্রতি ঠিক তেমনই ব্যবহার করো। কারণ এটাই বিধান ও ভাববাদীদের শিক্ষা।" একটা আছে, আমার মনে হয় একটা যুক্তিও আছে,

যীশুর কাছে আসার জন্য লোকটির অনুতপ্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল এবং যখন লোকটি সত্যিই অনুতপ্ত হলো, তখন তিনি বললেন, "দেখো, আমি আমার সম্পত্তির অর্ধেক দরিদ্রদের দিয়ে দিয়েছি, এমনকি যদি বেশি অহংকার থাকে, তবুও আমি সবকিছু ফিরিয়ে দেব এবং দ্বিগুণ করে দেব।" এখানে একটা ব্যাপার আছে।

এখানে বলা হচ্ছে যে, আমরা যদি চাই ঈশ্বর আমাদের কথা শুনুন এবং আমাদের পক্ষে কাজ করুন, তাহলে আমরা আশ্রয় নিতে পারি না।

অবিচার, বা অকৃপণ মনোভাব, অথবা আমাদের সহমানবকে যে প্রকৃত সাহায্য আমরা করতে পারতাম তা থেকে বিরত থাকা। আর তাই তিনি যা দেন, তাকে প্রায়শই সুবর্ণ নীতি বলা হয়, "অতএব, লোকেরা করুক বলে তোমরা চাও, তাদের প্রতিও ঠিক তেমন ব্যবহার করো। কারণ এটাই বিধান ও ভাববাদীদের শিক্ষা।" এটি বিধান ও ভাববাদীদের শিক্ষাকে প্রতিস্থাপন করে না।

তিনি বলছেন যে, আইন ও নবীগণ সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে এই নীতিটি চলমান।

ঈশ্বরের বাক্যের সবকিছু জুড়ে, যখন আমাদের আচরণ সম্পর্কে ঈশ্বরের আদেশের কথা আসে।

অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। এখন যখন আমরা ২২ নম্বর অধ্যায়ে পৌঁছাব, তখন আমরা দেখতে পাব যে

যিশু বলেছেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ আদেশ হলো তোমার সমস্ত হৃদয়, আত্মা, শক্তি ও মন দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসা। আর এর অনুরূপ দ্বিতীয় আদেশটি হলো তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে ভালোবাসা। সুত

ঈশ্বরকে ভালোবাসাকে আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, কারণ বিধান ও ভাববাদীরা এটাই শিক্ষা দেন। সমগ্র ঈশ্বরের বাক্যই তা শিক্ষা দেয়। কিন্তু আমাদের সর্বস্ব দিয়ে ঈশ্বরবে সবকিছুর ঊর্ধ্বে ঈশ্বরকে মূল্য দেওয়ার সাথে সাথে, আমাদের প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে ভালোবাসা এবং সমস্ত কিছু করার প্রয়োজন রয়েছে।

ঈশ্বরের বিধান অনুসারে আমাদের প্রতিবেশীও যেন আমাদের প্রতি অনুরূপ আচরণ করে এবং

ঈশ্বরের আদেশের প্রেক্ষাপট। যদি কেউ চায় আমরা তাদের সাথে পাপ করি, তবে আমাদের তাতে রাজি হওয়া উচিত নয়।

এর কারণ হলো, স্বর্গের দৃষ্টিকোণ থেকে, সত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, সেটাও কাউকে ঘৃণা করারই শামিল। সেটাও তাদেরকে কলুষিত করারই শামিল, যদিও তারা না-ও জানে বা পরোয়া না করে যে তাদের ক এখানে এটাও শিখি যে, যিশু কেবল সেটাই নিশ্চিত করছেন যা তিনি...

তিনি ৫১৭ এবং ১৮ অধ্যায়ে বলেছিলেন যে, তিনি ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের গ্রন্থ, অর্থাৎ পুরাতন নিয়মকে ধ্বংস করতে আসেননি, বরং তা পূর্ণ করতে এসেছেন। তিনি শাস্ত্রবিদ ও ফুরূশদের অপব্যবহারের ি করছেন এবং রক্ষা করছেন; নতুন কিছু বা তার বিপরীত কিছু শিক্ষা দিচ্ছেন না।

এখন তিনি পর্বতের উপর উপদেশ-এর মাধ্যমে আমাদের তাঁর নিখুঁত দৃষ্টান্ত এবং নিখুঁত অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন।

পুরাতন নিয়মে মোশি ও ভাববাদীদের মাধ্যমে তিনি নিজে যা বলেছিলেন, সেই সব বিষয়ের জন্য।

আর ৭ থেকে ১২ পদ থেকে আমরা আরও একটি বিষয় শিখতে পারি। ঈশ্বর জানেন আমাদের জন্য কী ভালো। আমরা গীতসংহিতা ৮৪-১১-তে দেখি যে, তিনি তাদের কাছ থেকে কোনো ভালো জিনিসই আটকে

সোজা হয়ে চলুন। আমাদের মনে হতে পারে যে আমাদের কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার দৃষ্টিকোণ থেকে তা ভালো নাও হতে পারে।

আমাদের জন্য। ঠিক যেমন শিশুরা তাদের বাবা-মায়ের কাছে ক্যান্ডির জন্য কাঁদে,

কিন্তু বাবা বুঝতে পারেন যে এই মুহূর্তে এটা আমার সন্তানের জন্য ভালো নয়। আরও পুষ্টিকর কিছু গ্রহণ করার পরেই কেবল এটা ভালো হবে, যাতে এটা শুধু তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য বা সবচেয়ে গুরুত্বপূণ রাখার জন্য না থাকে। সুতরাং, এখানে প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের উত্তর সম্পর্কে একটি শিক্ষা রয়েছে। এবং আমি আরও মনে করি যে, সাহচর্যের এই বিষয়টির ক্ষেত্রে, এমন অনেক মানুষ আছেন যারা জানেনই ন হবে। এবং আমরা জানি যে এটাই...

ঈশ্বরের পরিকল্পনার একটি অপরিহার্য অংশ। এবং আমাদের এখানকার প্রতিশ্রুতিগুলো গ্রহণ করা উচিত যে, যদি আমরা চাই

ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা, একটি ঈশ্বরভক্ত মণ্ডলীর অংশ হওয়া এবং নতুন নিয়মের গতিশীলতা অনুভব করা।

মণ্ডলী হিসেবে, এই বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে ঈশ্বরের দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং এই বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী হওয়া উচিত যে, তিনি আমাদের পরিচালনা করবেন এবং প্রজ্ঞা দান করবেন, যেমন যাকোব ১ ত একনিষ্ঠভাবে প্রার্থনা করি।

দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে, বরং তাঁর মহিমার জন্য। এর একটি উল্লেখ যাকোব ১:৫:৩ পদে পাওয়া যাবে। কিন্তু

আমি এখানে ১৩ পদে আলোচনা চালিয়ে যাব। তাই যীশু বলতে থাকেন। ১৩ পদ, "তোমরা সরল দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর। কারণ যে দ্বার প্রশস্ত এবং যে পথ চওড়া, তা বিনাশের দিকে নিয়ে যায়। এবং অনেকে

সেখানে এমন লোক আছে যারা প্রবেশ করে। কারণ দ্বারটি সোজা এবং যে পথ নিয়ে যায় তা সংকীর্ণ।

জীবনের দিকে, যা জীবনের দিকে পরিচালিত করে, এবং অল্প লোকই তা খুঁজে পায়।" এই অর্থে সোজা মানে সংকুচিত। প্রবেশ করা কঠিন। এমনভাবে ভাবুন যেন আপনাকে সত্যিই চেপে ধরা হচ্ছে।

এই গেটটা পার হতে সত্যিই নিচু হতে হচ্ছে এবং সবকিছু ছেড়ে দিতে হচ্ছে। তোমার কাছে নেই, তুমি করেছ।

তোমাকে হাত ও হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসতে হবে, হয়তো পেটের উপর বা মুখের উপর ভর দিয়ে। এবং তোমাকে

খালি হাতে আসতে হবে। তোমাকে এমন এক ছোট শিশুর মতো হতে হবে, যে নিজের চিন্তা ও মতামত একপাশে সরিয়ে রেখে প্রভুর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। কোনো পাপ বা কোনো কিছু আঁকড়ে

অবাধ্যতা, অথবা তোমার কোনো সম্পত্তিকে নিজের বলে গণ্য করা। সরল দ্বার দিয়ে প্রবেশ করা,

এটি নিজেকে সত্যিই নম্র করা, আত্মসমর্পণ করা এবং ঈশ্বরের কাছে আসার কথা বলে।

কোনো জাগতিক অহংকার, নিজের সম্পর্কে কোনো উচ্চ ধারণা, বা দৈহিক সাফল্যের জন্য কোনো গৌরব ছাড়াই নিজেকে শূন্য করে তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়া। নিজের করা কোনো কাজে সন্তুষ্ট না থেবে হাতে তাঁর কাছে আসা।

যেমন যীশু লূক ১৪:২৫ থেকে ৩৩ পদে বলেছেন। এবং আবারও, এটি প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতা অন্বেষণ করার সাথে সম্পর্কিত। এর সম্পর্ক রয়েছে ইব্রীয়দের মতো বর্জন করার সাথে।

১২.১-এ প্রতিটি বোঝা এবং সেই পাপের কথা বলা হয়েছে যা এভাবে খুব সহজেই আমাদের ঘিরে ধরে, যাতে আমরা হয়তো

ধৈর্য সহকারে সেই দৌড়ে অংশ নাও যা আমাদের সামনে রাখা হয়েছে। যিশুর দিকে তাকিয়ে, যিনি আমাদের বিশ্বাসের প্রবর্তক ও সমাপ্তকারী, যিনি তাঁর সামনে রাখা আনন্দের জন্য অপমানকে তুচ্ছ করে ক্র বোঝা এত সহজে আমাদের ঘিরে ধরে, তা ত্যাগ করতে হবে।

আমাদের ক্রুশ তুলে নিতে এবং তিনি যেভাবে আমাদের ডাকেন সেভাবে তাঁকে অনুসরণ করতে। আর তাই এটি একটি সরল পথ...

জীবনের দিকে নিয়ে যায় এমন এক সংকীর্ণ পথ। তাই যিশু ১৫ পদে বলতে থাকেন, "তোমরা সেইসব ভণ্ড ভাববাদীদের থেকে সাবধান থেকো, যারা মেষের বেশে তোমাদের কাছে আসে, কিন্তু অন্তরে তারা ব ফল দেখে চিনবে। লোকে কি কাঁটাঝোপ বা কাঁটাগাছ থেকে ডুমুর সংগ্রহ করে? ঠিক তেমনি, প্রত্যেক ভালো গাছ ভালো ফল দেয়, কিন্তু মন্দ গাছ মন্দ ফল দেয়। একটি ভালো গাছ...

গাছ যেমন মন্দ ফল দিতে পারে না, তেমনি মন্দ গাছও ভালো ফল দিতে পারে না।

"যে গাছ ভালো ফল দেয় না, তা কেটে ফেলে দেওয়া হয় বা আগুনে নিক্ষেপ করা হয়।" যোহন বাপ্তিস্মদাতা মথি ৩:১০ পদে এই কথাই বলেছিলেন, "অতএব তাদের দ্বারা

"ফল দেখে তোমরা তা চিনবে।" সুতরাং, ভণ্ড নবীদের বিষয়ে এখানে কিছু কথা বলা হলো। এটা ভালো...

আমাদের জানার জন্য। যদি কাউকে প্রচার করতে এবং পরিচর্যার কাজে জড়িত হতে উদ্যোগী মনে হয়, তার মানে এই নয় যে...

এর মানে হলো তারা ঈশ্বরের বাধ্য থাকছে, কারণ এর সাথে জড়িত বিশেষ সুযোগ, সম্মান এবং মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু।

প্রচারের ক্ষেত্রে এর অর্থ হতে পারে যে, কেউ ঈশ্বরের সত্য প্রচারের ক্ষেত্রেও নিজের জন্য উদ্যোগী হতে পারে। কোনো প্রচারক বা নেতা এমন কোনো বিলাসিতা বা সুযোগ-সুবিধার অধিকারী নন যা অন্য করুন, "তারা মেষের বেশে তোমাদের কাছে আসে।" তাদের দেখতে ভালো লাগে। তারা হয়তো অনেক সঠিক কথাও বলে। তাদের মতবাদও হয়তো সঠিক, কিন্তু তারা

অবশ্যই দেখতে ভালো লাগবে। আমি মার্ক বোল্যান্ডকে বলতে শুনেছি যে ভেড়ার মধ্যেও নেকড়ে দেখা দিতে পারে।

পোশাক, কিন্তু তুমি কখনো নেকড়ের বেশে ভেড়া পাবে না। শয়তান এক অর্থে বলে,

ঈশ্বর আমাদের প্রতারণা করেন না, শয়তানই করে, এবং এই সত্যটি বিশ্বাসীদের জন্য পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলতে পারে।

বিচক্ষণতায়। তাই তারা মেষের বেশে তোমার কাছে আসে, কিন্তু অন্তরে তারা হিংস্র নেকড়ে।

তারা নিজেদের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে চাইছে। আমরা ফিলিপীয় ৩:১৮ ও ১৯ পদে পড়ি। পৌল উল্লেখ করেন

প্রায় একই রকম একটি সতর্কতা। তিনি ফিলিপীয় ৩:১৭ পদে বলেন, "হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা সকলে একত্রে অনুগামী হও।"

এবং তাদের চিহ্নিত করো যারা আমাদের মতো করে চলে, যেন আমরা তোমাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত। কারণ অনেকেই তাদের সঙ্গে চলে যাদের সাথে

আমি তোমাদের প্রায়ই বলেছি, এখন কাঁদতে কাঁদতে বলছি যে, তারাই খ্রীষ্টের ক্রুশের শত্রু, যাদের পরিণাম ধ্বংস, যাদের ঈশ্বর তাদের উদর, যাদের গৌরব তাদের লজ্জায়।

যাঁর জন্য আমি পার্থিব বিষয়াদি শেষ করি।" আর তারপর তিনি তাঁর ও প্রেরিতদের সম্বন্ধে বলেন, "কারণ আমাদের কথাবার্তা,

আমাদের প্রকৃত জীবন স্বর্গে। সেখান থেকেও আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ত্রাণকর্তার প্রতীক্ষা করি, যিনি আমাদের এই নশ্বর দেহকে পরিবর্তন করে তাঁর মহিমান্বিত দেহের আদলে গড়বেন, সেই বাক্য অনুসা নিজের বশে আনতে পারেন।" তাদের দেখতে ভালো লাগে এবং তারা হয়তো সঠিক কথাই বলছে, কিন্তু তারা যা পেতে পারে তাই খুঁজছে। তাহলে কীভাবে?

তারা কি নিজেদেরকে নেকড়ে হিসেবে প্রকাশ করবে? ১৬ পদে যিশু বলেন, "তোমরা তাদের ফল দেখে চিনবে।" নেকড়ে তার নেকড়ে স্বভাব প্রকাশ করবে যখন সম্মান, সুযোগ,

প্রচারের আলো এবং তার দাবিকৃত আর্থিক ক্ষতিপূরণ হয় তাকে বঞ্চিত করে, অথবা বিপন্ন হয়।

কোনোভাবে যখন সে যা পাওয়ার জন্য মনস্থির করে, সেই পার্থিব বস্তুটি হুমকির মুখে পড়ে বা হারিয়ে যায়। আর তখনই একটি নেকড়ে তার নেকড়ে রূপ প্রকাশ করে। কিন্তু প্রায়শই ভণ্ড নবীরা এটা লুকা তারা বলার চেষ্টা করে যে অলসভাবে ঘুরে বেড়ানোর অধিকার তাদের আছে।

এবং এমন সব সুযোগ-সুবিধা যা অন্য বিশ্বাসীরা পাওয়ার অধিকারী নন, কারণ তাঁরা ঈশ্বরের বিশেষ সেবক। কিন্তু কোনো বিশ্বাসীরই, এমনকি একজন প্রচারক বা প্রেরিতেরও, তা দাবি করার অধিকার নেই।

এখন পৌল ১ করিন্থীয় ৯ অধ্যায়ে এই বিষয়ে কথা বলেছিলেন যে, বিশ্বাসীদের পার্থিব জিনিসপত্র খাওয়া, পান করা এবং তাতে অংশ নেওয়ার অধিকার তাঁর ছিল। কিন্তু তিনি এও বলেছিলেন যে, তিনি ব্যবহার ক

এইসবের কোনোটিই নয়, পাছে সে খ্রীষ্টের সুসমাচারের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এটা করাই ঠিক, কারণ...

এমন এক সময় যখন ঈশ্বরের একজন সেবকের জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং এমনকি সম্মান গ্রহণ করাও ন্যায্য।

যদি তা তার কাছে আসে, যদি অন্য বিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে তাকে তা দেওয়া হয়। কারণ প্রকৃত বিশ্বাসীরা

যারা আমাদের সেবা করেন এবং সুসমাচারের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন, তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু প্রচারক, যাজক বা অন্য যা-ই হোন না কেন, তাদের জাগতিক কোনো অধিকার নেই। আর প্রায়শই সেখানেই নেকড়েরা তাদের নেকড়েসুলভ স্বভাব প্রকাশ করে। নেকড়েদের ভেতরের হিংস্রতা এবং ঈশ্বরের বিধানের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই সংঘাত সৃষ্টি হবে।

আমার জানা একটা গল্প হলো, আমার এলাকার একটা গির্জায় একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন। এটা অনেক দিন আগের ঘটনা। কিন্তু লোকটাকে দেখে খুব ধার্মিক মনে হতো। তাঁকে খুব উদ্যোগী বলেও মনে হতে

ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনের জন্য এবং প্রেরিতসুলভ পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য। কিন্তু তিনি আর্থিকভাবে সমর্থিত হচ্ছিলেন।

এই গির্জা এবং তিনি যে বিভিন্ন গির্জা পরিদর্শন করেছিলেন, সেগুলোর মাধ্যমে। আর আমার এই বন্ধুটি, সে আছে...

এখন তার বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, কিন্তু তখন ছিল কুড়ির কোঠায়। একদিন তিনি এই লোকটিকে তার মতবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন।

বিষয়টা এমন ছিল যে, সে অভদ্রতা করেনি, এটা তেমন বড় কোনো ব্যাপারও ছিল না। সে শুধু অনুমান করেছিল যে এই

লোকটা হয়তো তার শেখানো কোনো কিছুতে ভুল করে থাকতে পারে। আর এই লোকটা তো একেবারেই, এই লোকটা তো...

একেবারে ক্ষেপে গেল। "আমাকে প্রশ্ন করার তুই কে, ছোটখাটো লোক? তোর কী অধিকার আছে?"

এবং

তিনি খুব রেগে গেলেন, খুব তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ করলেন। যিশু ঠিক এই ব্যাপারটাই বলছেন। "তোমরা করবে

তাদের ফল দেখে চিনুন।" গালাতীয় ৫ অধ্যায়ের মতোই, পৌল এখানেও বলেছেন, যারা নিয়ে আসছে...

অতএব, দৈহিক কর্মের দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্য লাভ করা যাবে না। এবং তারপর তিনি এর সাথে আত্মার ফলের তুলনা করেন। তুমি একই সাথে আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে দৈহিক দুষ্ট কর্ম প্রকাশ করতে পারো

বিষয়টা ছিল পিছলে যাওয়া। কিন্তু এরপরও লোকটি ভেঙে পড়েননি। তিনি যেভাবে আচরণ করেছিলেন, তার জন্য ক্ষমা চাননি।

এই লোকটার সাথে কথা বললাম। তাকে নিজেকে রক্ষা করতে হতো। তাকে নিজের ইচ্ছামতো চলতে হতো। আর যিশু বলছেন যে...

জগতের অভ্যন্তরীণ আয় এবং ঈশ্বরের বিধানের মধ্যে সংঘাত ঘটবে। এবং যখন একজন ব্যক্তি

অদম্য কামুকতা প্রদর্শন করে, তারা একটি কলুষিত বৃক্ষ, দেখতে যতই সুন্দর এবং যতই ভালো হোক না কেন।

তাদের মতবাদ হলো এই। আর সেই কারণেই ২০ পদে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন: "অতএব তাদের দ্বারা

তোমরা ফল দেখে তা চিনবে।" আর ফল বলতে পরিচর্যাকে বোঝানো যায় না। এটি অবশ্যই চরিত্রকে বোঝাতে হবে। এবং

আমরা আগামী পদগুলোতে তা দেখতে পাব। সুতরাং ২১ পদে বলা হয়েছে, "সকলেই যে

তিনি আমাকে বলেন, প্রভু, প্রভু, তিনি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবেন। কিন্তু যে তাঁর ইচ্ছা পালন করে

আমার স্বর্গস্থ পিতা। সেই দিনে অনেকে আমাকে বলবে, প্রভু, প্রভু, আমরা কি ভাববাণী বলিনি

তোমার নামে, এবং তোমার নামেই আমরা ভূত তাড়িয়েছি, এবং তোমার নামেই অনেক অলৌকিক কাজ করেছি।" তারা

তাদের ধর্মযাজক হওয়ার যোগ্যতা ছিল। তাদের কাজগুলোও বেশ চিত্তাকর্ষক ছিল। আর খ্রিষ্ট তা অস্বীকারও করেন না।

যে। যে এই বিষয়গুলোর মধ্যে কিছু হয়তো বাস্তবও ছিল। "এবং তখন আমি তাদের কাছে স্বীকার করব,

"আমি তোমাদের কখনও চিনতাম না; আমার কাছ থেকে দূর হও, তোমরা যারা অধর্ম, নৈরাশ্য ও আইনহীনতার কাজ করো," যিশু উত্তরে বললেন।

১৯ পদে বলা হয়েছে, আমরা এইমাত্র ৫:১৯ পদে পড়লাম, "অতএব যে কেউ একটি ভাঙবে

এই ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাগুলি পালন করে মানুষকে শিক্ষা দেবে, তাহলে স্বর্গরাজ্যে ক্ষুদ্রতম বলে গণ্য হবে।

এবং আমরা পূর্ববর্তী গবেষণাগুলো খতিয়ে দেখেছি যে আমরা কীভাবে অবহেলিত সময় কাটিয়েছি, এবং যে ব্যক্তি অবহেলা করে সে কীভাবে...

ঈশ্বরের কোনো আদেশ, এমন ব্যক্তি যে ইচ্ছাকৃতভাবে ও জেনেশুনে ঈশ্বরের কোনো আদেশ অমান্য করে

স্বয়ং ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করে এবং তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করতে নিষিদ্ধ হবে, তাঁর রাজ্য থেকে উপেক্ষিত হবে। এবং ২৩ পদে এই বিষয়েই বলা হচ্ছে। "এবং তখন আমি

তাদের কাছে স্বীকার করবে, "আমি তোমাদের কখনও চিনতাম না; আমার কাছ থেকে দূর হও, তোমরা যারা অধর্মের কাজ করো।" এই সেই জায়গা,

এই অ্যানোমিয়া শব্দটি, এই অধর্ম শব্দটি গ্রিক ভাষায় অ্যানোমিয়া, যেখান থেকে আমরা অ্যান্টিনোমিয়ানিজম পরিভাষাটি পেয়েছি।

অ্যান্টিনোমিয়ানিজম হলো শয়তান থেকে আসা সেই জীবনদর্শন, যা অনুসারে খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভ করা যায়, যখন

ঈশ্বরের আইন লঙ্ঘন করা। এবং এই আইন-বিরোধী প্রভাব যা পাপকে মিশ্রিত হিসেবে অনুমতি দেয়

খ্রীষ্টের প্রতি পরিত্রাণকারী বিশ্বাসই আজকের ইভানজেলিক্যাল জগতের মহামারী। এটিই সেই গ্রন্থ,

আমাদের চিরন্তন সংঘাত বিষয়ক গবেষণাটি বিশেষভাবে এই প্রতারণার উপরই আলোকপাত করেছে। আর এটাই হলো মূল ধারণা,

সুতরাং আমরা ২১ থেকে ২৩ পদে দেখতে পাই, মূল ধারণাটি হলো এই যে, আপনি কেবল যীশুকে স্বীকার করতে পারেন, যীশুকে মেনে নিতে পারেন,

যীশুকে কেবল অগভীরভাবে গ্রহণ করুন, যাতে আপনি তাঁর সমস্ত আদেশ পালন না করেন।

তিনি বলেন, তোমরা তাঁর কর্তৃত্বের বশ্যতা স্বীকার করো না এবং তাঁর আদেশ পালন করো না। এই ধারণা যে তোমরা পারো

শুধু তাঁকে গ্রহণ করো, শুধু তাঁকে স্বীকার করো, আর আমি যিশুকে বিশ্বাস করি—এই ধারণা যে, এটুকুই যথেষ্ট, এটাই হলো মূল বিষয়, এবং এটাই আমাদের চারপাশের প্রতারণা, আর এটা সেই ভণ্ড নবীদে আমরা ১৫ থেকে ২০ পদে দেখতে পাই। ২৩ পদে, যখন যিশু বলেন, "আমি তোমাদের কখনও চিনতাম না," এই শিক্ষাটি কি, মানে, এই শিক্ষাটি কি অনন্তকালীন সুরক্ষার শিক্ষা?

এই শিক্ষা কি এই যে, যাদেরকে বহিষ্কার করা হবে, যাদের প্রবেশাধিকার অস্বীকার করা হবে

রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করা কি শুরু থেকেই বিশ্বাসের অংশ ছিল না? আমি তা বিশ্বাস করি না। একটি সমতুল্য অনুচ্ছেদে,

লূক অধ্যায় ৬ এবং ১৩-এর সমতুল্য অনুচ্ছেদ প্রসঙ্গে যিশু বললেন, আমি লূক ৬:৪৬ থেকে ৪৯ পদ থেকে এটি পড়ব।

আর ৪৬ নং পদে কেন, "আর তোমরা কেন আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে ডাকো, অথচ আমি যা বলি তা করো না, যদি আমরা সত্যিই

"বিশ্বাস করি তিনিই প্রভু, আমরা তাঁর বাধ্য থাকব।" আর এটাই রোমীয় ৯ থেকে ১৩ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা। আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না।

সময়ের অভাবে এটা বলা হচ্ছে, কিন্তু যারা এখানে রোমীয় ১০ অধ্যায়ের ৯ থেকে ১৩ পদের কথা ভাববেন, এটাই তার ব্যাখ্যা।

যদি আমরা আমাদের হৃদয়ে সত্যিই বিশ্বাস করি যে, তিনিই প্রভু এবং ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন,

এর অর্থ হলো আমরা অন্তরে তাঁর বাধ্য থাকব এবং মুখে তাঁকে স্বীকার করব, শুধু তাই নয়

তাঁকে প্রভু বলো, কিন্তু আমাদের সমগ্র জীবন যেন অন্তরের বাধ্যতা প্রকাশ করে। "আর তোমরা কেন আমাকে প্রভু, প্রভু বলে ডাকো, অথচ আমি যা বলি তা করো না,

যে কেউ আমার কাছে আসে, আমার কথা শোনে এবং তা পালন করে, আমি তোমাদের দেখাবো সে কার মতো।

সে এমন এক ব্যক্তির মতো, যে ঘর তৈরির জন্য গভীর খনন করে এবং একটি তাকের উপর ভিত্তি স্থাপন করে।

আর যখন ছবিটিই প্রাধান্য পেল, স্রোতের ধারা প্রচণ্ডভাবে সেই বাড়িটির ওপর আছড়ে পড়লেও তাকে নাড়াতে পারল না।

কারণ তা পাথরের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু যে শোনে ও পালন করে না, সে সেই লোকের মতো যে ভিত্তি ছাড়া মাটির উপর ঘর তৈরি করেছিল, যার উপর স্রোত প্রচণ্ডভাবে আছড়ে পড়ল, আর তা তৎক্ষণা ধ্বংস ছিল ভয়াবহ।" এটা শুধু কথা বলছে না যে

এটা একবারের ব্যাপার নয়। আমাদের ক্রমাগত তাঁর বাক্য শুনতে হবে এবং বাধ্য হৃদয়ে ও

এটা করুন। ইব্রীয় ৩, ১২ এবং ১৫ অধ্যায়ে আমাদের বলা হয়েছে, আমি জানি আমরা এই অংশটি অনেকবার দেখেছি, কিন্তু এই প্রসঙ্গে এটি আবার দেখা দরকার, হে ভাই, সাবধান হও, এবং পাছে পদে থাকে

ইব্রীয় ৩:১২, হে ভাই, সাবধান হও, পাছে তোমাদের মধ্যে কারও অবিশ্বাসের মন্দ হৃদয় থাকে,

জীবন্ত ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য, তোমরা প্রতিদিন পরস্পরকে উৎসাহিত করো, যতদিন আজকের দিনটি আছে, পাছে কেউ

পাপের ছলনায় তোমাদের হৃদয় কঠিনহৃদয় হোক। কারণ আমরা খ্রীষ্টের অংশীদার হই, যদি আমরা আমাদের বিশ্বাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবিচল থাকি, যদিও আজ বলা হয়,

"যদি তোমরা তাঁর কঠিন স্বর শোনো, তবে প্ররোচনায় তোমাদের হৃদয় তা বলবে না।" সুতরাং মথি ৭ অধ্যায়ে ফিরে আসা যাক,

তাহলে আমরা বুঝতে পারবো ২৪ পদে শিলার উপর নির্মাণ করার অর্থ কী।

আমাদেরকে সত্যিকারের অর্থে প্রভু হিসেবে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আমরা শুধু তাঁকে প্রভু বলে ডাকতে পারি না। এবং আমাদের কাছে যে প্রমাণ আছে

প্রভু হিসেবে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করার অর্থ হলো, আমরা নিজেদের চাপানো কোনো শর্ত ছাড়াই, কোনো কিছু ছাড়াই তাঁর বাক্য পালন করব।

অজুহাত। "অতএব এখানে যে কেউ," মথি ৭ অধ্যায়ের ২৪ পদ, "অতএব এখানে এই সময়ে যে কেউ

নয়টি বাণীর দ্বারা যা কিছু করা হয়, আমি তাকে এমন এক জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করব, যে পাথরের উপর তার ঘর নির্মাণ করে।

আর বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, বাতাস বইল আর সেই ঘরটার ওপর আছড়ে পড়ল, ফলে তা ভেঙে পড়ল।

না, কারণ তা এক পাথরের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর প্রত্যেকে আমার এই কথাগুলো শোনে এবং সে অনুযায়ী চলে।

সে সেই মূর্খ লোকের মত হবে না, যে বালির উপর নিজের ঘর তৈরি করে। আর বৃষ্টি নামল এবং

বন্যা এলো, ঝড়ো বাতাস বইলো আর সেই ঘরটার ওপর আছড়ে পড়লো, ফলে তা ভেঙে পড়লো; আর লোভের কারণেই তার পতন হলো।

সুতরাং যারা পাথরের উপর নির্মাণ করেছিল এবং যারা বালির উপর নির্মাণ করেছিল, তাদের গ্রহণ

মসিহ ও রাজার কর্তৃত্ব এবং তাঁর রাজ্যে রাজাকে তাদের গ্রহণ করার বিষয়টি তাদের আচরণের মাধ্যমেই বোঝা যেত।

তাঁর বাধ্য হয়ে তাঁর কথা পালন করত অথবা করত না। ১ যোহন ২ অধ্যায়ের ৩ থেকে ৬ পদে আমরা পড়ি,

আর এর দ্বারা, ১ যোহন ২:৩ পদ, "আর এর দ্বারাই আমরা জানি যে, আমরা তাঁকে জানি, যদি আমরা তাঁর পালন করি।"

আদেশসমূহ। যে বলে আমি তাঁকে চিনি, অথচ তাঁর আদেশসমূহ পালন করে না, সে মিথ্যাবাদী, এবং সত্য হলো

তাঁর মধ্যে নয়। কিন্তু যে তাঁর বাক্য পালন করে, সে-ই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের প্রতি এক পূর্ণ প্রেম। এর দ্বারাই আমরা জানতে পারি।

যে আমরা তাঁর মধ্যে আছি। যে বলে সে তাঁর মধ্যে বাস করে, সে নিজেও তাঁর মতো জীবনযাপন করে না।

অর্থাৎ, পথে চলো, রাস্তায় চলো। তিনি আমাদের এগিয়ে যেতে, অতিক্রম করতে ডাকেন।

সরল দ্বার এবং জীবনের দিকে নিয়ে যায় এমন সংকীর্ণ পথে চলো। আর আমি ২০ থেকে ২৯ পদে যাওয়ার আগে,

আমার মনে হয়, ২৩ নং পদে "আমি তোমাকে কখনো চিনতাম না" কথাটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, কীভাবে একজন ব্যক্তি সবকিছু পেতে পারে।

২২ পদে যার কথা বলা হয়েছে এবং এমনটা নয় যে তারা তাকে আদৌ চিনত। আমরা আরও পড়ি

যিহিষ্কেল অধ্যায় ১৮ অনুসারে, যখন একজন ধার্মিক ব্যক্তি তার ধার্মিকতা থেকে সরে গিয়ে অধর্ম করে,

তার সমস্ত ধার্মিকতার কথা তাকে আর উল্লেখ করা হবে না। যাতে কার্যত বাক্যটি হয়তো

আমিও তাকে কখনো চিনতাম না। তাই আমার মনে হয়, "I"-এর ব্যাখ্যার সাথে এর একটা সম্পর্ক আছে।

২৩ নং পদে আছে, "তোমাকে কখনো চিনতাম না"। আমার মনে হয় না এটা সবার জন্য প্রযোজ্য একটি সর্বজনীন উক্তি।

এর কারণ হলো, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে আমরা জানি যে সঠিক পথে থাকা এবং জানা সম্ভব।

এবং তারপর সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, যেমনটা আমরা ২ পিতর ২:১৯ থেকে ২২ এর মতো অনুচ্ছেদ থেকে দেখতে পাই এবং

আমরা ইব্রীয় ৩:১২ থেকে ১৫ পদে যা এইমাত্র পড়েছিলাম। তাই এখানকার শেষ দুটি পদ সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ এগুলো সরল ও সংকীর্ণ পথ বনাম প্রশস্ত পথের আসল সমস্যাটি তুলে ধরে।

২০ পদ, "যীশু তাঁর কথা শেষ করার পর লোকেরা বিস্মিত হল

তাঁর শিক্ষায়। কারণ তিনি তাদের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির মতো শিক্ষা দিতেন, বর্ণিত বর্ণনা অনুযায়ী নয়।"

সুতরাং, যীশুকে তাঁর প্রকৃত রূপে গ্রহণ করার বিষয়টি হলো—আপনার ত্রাণকর্তা হিসেবে নয়, বরং প্রভু ও কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে।

চিত্রটি হলো রাস্তায় ও সংকীর্ণ পথে থাকা এবং অন্যত্র থাকার মধ্যে পার্থক্য।

ব্রড ওয়ে। আমি এমন একজনকে চিনি যে যিশুকে বিশ্বাস করত কিন্তু পাপে জীবনযাপন করত এবং তারপর সে সেনাবাহিনীতে ছিল এবং

একদিন ছুটিতে চার চাকার গাড়িতে চড়ে যাওয়ার সময় তিনি একটি দুর্ঘটনায় পড়েন এবং গাড়িটি উল্টে যায়।

সে সেখান থেকে ছিটকে পড়ল এবং তার মনে হচ্ছিল সে মারা যাবে, আর সে সেখানেই শুয়ে ছিল যখন তার মনে হচ্ছিল সে মরতে চলেছে।

এবং আমি তাকে তার সাক্ষ্য দিতে শুনলাম এবং তিনি বললেন, জীবনে প্রথমবারের মতো আমি যীশুকে একজন কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে দেখলাম এবং ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি অনুতপ্ত হলেন, যখন তিনি ভে
শেষ পর্যন্ত তিনি একটি হাসপাতালের কক্ষে জেগে ওঠেন। আসলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।

আমরা প্রায়শই যীশুকে এভাবে ভাবি, আমাদের সমাজ যীশুকে এভাবে ভাবতে পছন্দ করে।

এখানে এমন একজন মেয়েলি স্বভাবের পুরুষ আছেন যিনি সবাইকে মেনে নেন এবং কোনো কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যক্তি নন।

মোটেই না। কিন্তু বাইবেলের আসল যিশু মোটেও সেরকম ছিলেন না। তাঁর গায়ের রঙ এতটা রুক্ষ হতো না।

এখানে তাঁর কোনো সীমা থাকত না। তিনি বরং মুসার মতো হতেন এবং আমরা মুসাকে এভাবেই ভাবি।

শক্তিশালী মানুষ, এই প্রভাবশালী কর্তৃত্বের ব্যক্তিত্ব, অথচ আমরা গণনাপুস্তক ১২ অধ্যায়ে পড়ি যে মোশি ছিলেন

সেই সময়ে পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে নম্র মানুষ। সুতরাং যদি মুসা এত শক্তিশালী হতে পারেন এবং তার থাকতে পারে

এত কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে নম্র মানুষ, তাহলে যিশু আরও কত বেশি ছিলেন...

সর্বকালের সবচেয়ে নম্র মানুষ? তার কথায় আরও কত বেশি শক্তি আর কর্তৃত্ব ছিল? আর সেটাই হলো...

সেখানে ২৮ ও ২৯ পদে আমরা লোকদের বিস্মিত হতে দেখি। আমরা যোহন ১:১৪ অধ্যায়ে পড়ি যে বাক্যটি হয়ে উঠল

তিনি দেহ ধারণ করে আমাদের মধ্যে বাস করলেন এবং আমরা পিতার একমাত্র জাতের মতো তাঁর মহিমা দেখলাম, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ ছিলেন। এই কারণেই আমি বিশ্বাস করি, চলচ্চিত্রে যীশুকে।

একজন অভিনেতার পক্ষে তাঁর চরিত্রে অভিনয় করা কঠিন, কারণ সেই গৌরব, কর্তৃত্ব এবং ন্যায়পরায়ণতা কেউই অনুকরণ করতে পারে না।

আমাদের মাঝে বিচরণকালে তিনি যে ঈশ্বরীয় চরিত্র নিশ্চয়ই প্রদর্শন করেছিলেন। সুতরাং তা কেবল এটাই দেখায়।

এভাবেই আমাদের সমাজ বাইবেলের যিশুকে পুরোপুরি বিকৃত করেছে। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ি

করিন্থীয় ১১ অধ্যায়: কীভাবে এমন লোক আছে যারা মিথ্যা যীশু ও মিথ্যা সুসমাচার প্রচার করে এবং তাদের মধ্যে অন্য আত্মা রয়েছে।

পবিত্র আত্মা এবং আমাদের সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। যখন খ্রীষ্ট এই মহান কর্তৃত্ব নিয়ে ফিরে আসবেন।

তাঁর রাজ্য লাভ করার জন্য, যারা তাঁর কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং বাধ্য হৃদয়ে তাঁর বাক্য পালন করেছে, তাদের জন্য এটি একটি গৌরবময় দিন হতে চলেছে এবং এটি একটি ভয়ঙ্কর দিনও হতে

যারা তাঁর কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাঁর সুসমাচার পালন করেনি। তাই আমরা ২ থেসালোনিকীয় ১ অধ্যায়ের ৭ থেকে ১২ পদ পাঠ করে এখানে শেষ করব।

আর তোমরা যারা কষ্ট পাচ্ছ, আমাদের সঙ্গে বিশ্রাম নাও, যখন প্রভু যিশু স্বর্গ থেকে প্রকাশিত হবেন।

তাঁর পরাক্রমশালী দূতদের সঙ্গে, জ্বলন্ত স্বচ্ছ রূপে তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করছেন যারা ঈশ্বরকে জানে না, এবং যে

আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের সুসমাচার পালন করো না, যিনি অনন্তকালীন বিনাশের দ্বারা দণ্ডিত হবেন।

প্রভুর সান্নিধ্য থেকে এবং তাঁর শক্তির মহিমা থেকে, যখন তিনি মহিমান্বিত হতে আসবেন

তাঁর সাধুগণের মধ্যে এবং বিশ্বাসী সকলের মধ্যে প্রশংসিত হওয়ার জন্য। তিনি আমাদের তা বলেন এবং কারণ আমাদের

সেই দিনে তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্য বিশ্বাস করা হয়েছিল। এইজন্য আমরা তোমাদের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করি যেন আমাদের ঈশ্বর...

তিনি তোমাকে এই আহ্বানের যোগ্য বলে গণ্য করবেন এবং তাঁর মঙ্গলময়তার সমস্ত সন্তুষ্টি ও কাজ পূর্ণ করবেন।

তাঁর বিশ্বাস ও বিশ্বাসের পরাক্রমপূর্ণ কাজের দ্বারা, যেন আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু যিশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ অনুসারে তোমাদের মধ্যে ও তাঁর মধ্যে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নাম মহিমান্বিত হয়।

অনেক ধন্যবাদ অ্যারন। হ্যাঁ, ওটা সত্যিই খুব ভালো ছিল। আমি প্রথম প্রশ্নটা বাদ দিচ্ছি।

আপনার জন্য, যদি অনুমতি দেন। জানেন, আমরা গতকাল বা তার আগের দিন কথা বলেছিলাম, একজন খ্রিষ্টান হিসেবে...

আমাদের সবসময় প্রভুর কথা চিন্তা করা এবং মানুষের যত্ন নেওয়া উচিত। বুঝলেন তো?

উদাহরণস্বরূপ, আজ আমার বাড়িতে একজন লোক এসেছিলেন এবং আমি তাঁকে ধর্মোপদেশ দিয়েছি। আমি তাঁকে আপনার একটি বই দিয়েছি।

এবং আমি তাকে প্রায় একশোটি প্রচারপত্র দিয়েছিলাম। আমার মনে হয় না তিনি তার জীবনে কখনো সুসমাচারের প্রচারপত্র দেখেছেন।

অধ্যাপকরা খ্রিষ্টকে জানতে চান এবং আমি তাঁর সাথে আরও কথা বলব এবং আমার প্রায় আধ ঘণ্টার একটি কথোপকথন হয়েছিল।

তাঁর কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আমরা সাধারণত যা করি, তাঁর সাথে ঠিক তাই করি। আমার সাক্ষ্যের কিছু অংশ।

একই জিনিস

ল্যান্ডস্কেপারদের সাথে। আমার লনমোয়ারটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সপ্তাহ দুয়েক আগে আমাকে লোক নিয়োগ করতে হয়েছে এবং আমি যাচ্ছি...

বাসা বদলাতে হবে, তাই এটা ঠিক করাবো না। জানোই তো, এই লোকগুলো গ্রামের রুক্ষ আর কঠিন প্রকৃতির ছেলে।

বিবাহবহির্ভূত সন্তান এবং এই জাতীয় অন্যান্য সমস্ত বিষয় বাইবেলে প্রতিবারই সাক্ষ্য দেওয়া হয়।

ওরা চলে আসে এবং আসার আগে আমার সাথে ১৫-২০ মিনিট বসে। আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলি।

আমার কথাবার্তায় এই সবকিছুই অবশ্যই প্রভুর দিকে নির্দেশ করে। তাই এটা কেবল একটি বিষয়েই ফিরে যায়।

বিশেষ করে, জানেন তো, আমাদের এখানে এমন অনেক লোক আছেন যারা ঈশ্বরের বাক্য মেনে চলেন এবং তা

যারা সেখানে যাচ্ছে এবং প্রত্যক্ষ করছে এবং যারা তাদের পরিবার বা বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

একসাথে চলার পথ, যদি না তারা একমত হয়, অবিশ্বাসীদের সাথে জোয়াল বাঁধবে না। সুতরাং যখন আমরা হয়ে উঠি

ঈশ্বরের সাধু হিসেবে আমাদের পাপ সহ্য করা উচিত নয়। অন্য কথায়, আমাদের শুধু একটি পরিবারের উপর দিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

সদস্যদের ঘরে এবং তাদেরকে ধার্মিকতার দিকে আহ্বান না করা, কারণ আমাদের তাদেরকে এতটাই ভালোবাসা উচিত যে আমরা জানি যে

ওরা, বুঝতেই পারছো, আমরা ওদেরকে ওদের আসল জায়গায় পেয়ে গেছি, তাই না? আমরা তো ইতিমধ্যেই ওদের চোখ থেকে কড়িটা বের করে নিয়েছি।

তাহলে আমি কখন আমার মায়ের সাথে গভীর আলোচনায় মেতে ওঠা বন্ধ করব, আর প্রতিবারই সে, তুমি তো জানোই আমি...

আমি এই উদাহরণটি ব্যবহার করতে যাচ্ছি। আমি আগে তার সাথে বেশ ঘন ঘন কথা বলতাম, কিন্তু এখন আর তার সাথে তেমন কথা বলতে পারি না।

আর সে একজন ভালো মানুষ বটে, কিন্তু আমি কবে সুসমাচার প্রচার করা বন্ধ করব?

মায়ের সাথে কথা বলার সময় মাঝে মাঝে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলে আমি সরে আসি।

আমি তার সাথে প্রায়ই কথা বলি কারণ আমি যিশুর প্রতি খুবই অনুরাগী, তাই আমি কোনো উত্তপ্ত বিতর্কে জড়াতে চাই না।

তার সাথে তর্ক হয়েছে, কিন্তু জানো তো, শেষবারের মতো আমি আর কখনো তোমার মুখে সেই যিশুর কথা শুনতে চাই না।

অথচ তিনি এই পুরস্কারের দাবি করেছেন, কখনো বাইবেল পড়েননি, সত্যি বলতে তিনি ক্যাথলিক ধর্ম থেকে উঠে এসেছেন। আছে কি?

ভাই, আমার মনে হয় এটা আমাদের অনেকেরই উপকারে আসবে। আমি কি কখনো নিজের মাকে উপদেশ দেওয়া বন্ধ করব?

আমার মনে হয়, এটা অন্য কারো থেকে আলাদা কিছু হওয়া উচিত নয়, কিন্তু এমন কি কোনো সময় আছে যখন আমার শুধু বলা উচিত?

তুমি তো জানোই, একটা নির্দিষ্ট সীমার পর তার কথা বোঝা কঠিন হয়ে যায় এবং এরপর হয়তো তোমাকেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

সপ্তাহ... আমি জানি না, কিন্তু ভাই, আমি যদি আরও অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারতাম! যদিও আমার মনে হয় আমি বিশ্বাস করি।

এমন একটা পর্যায় আসে যখন কেউ না কেউ জানে আমাদের অবস্থানটা কী, এবং জানেন তো, শুধু কিছু কারণে...

লোকেরা জীবনশৈলী বিষয়ক ধর্মপ্রচারের অপব্যবহার করে এবং তারা এটাকে কখনো মন না খোলার একটা অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে।

তাদের মুখ এবং মূলত আপোস করা, যখন মৌখিক সাক্ষী হওয়ার প্রসঙ্গ আসে।

প্রভুর জন্য এবং সুসমাচার দিয়ে মানুষের কাছে সত্যিই পৌঁছানোর জন্য, শুধু এই কারণে যে কিছু লোক তা করে।

আমি বলতে পারি যে, মানুষ যখন আপনার অবস্থান জেনে যায়, তখন পরিস্থিতিটা ভিন্ন হয়ে যায়, বিশেষ করে পরিবারের ক্ষেত্রে।

এমন কিছু সদস্য যাদের সাথে আপনার সম্ভবত এখনও যোগাযোগ হবে এবং তারা...

আপনি তাদের বিয়েতে, বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানে দেখতে পাবেন এবং আপনি জানেন যে আপনি যেতে পারেন

কোনো আপোস না করে এবং আমি বিশ্বাস করি যে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে হ্যাঁ, সম্ভবত এটাই ভালো।

উম দেখতে দেখানোর জন্য যে উম

তুমি তোমার কর্মের দ্বারা অন্যদের থেকে আলাদা, কারণ একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে হয়তো সেটাই একমাত্র বিষয়।

যাইহোক, এটা তাদের সত্যিই সাহায্য করতে পারে, তাই আমার মনে হয় না যে আপনার পরে সেটার কোনো ক্ষতি হবে।

পরিবারের একজন সদস্যকে সেই পর্যায়ে আসার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তবুও সংবেদনশীল থাকতে হবে যে হয়তো হয়তো

অন্য কিছু দেখার সুযোগ আসবেই, বলা যায় না। ঠিক আছে? হ্যাঁ, দারুণ উত্তর।

আচ্ছা বন্ধুরা, ভাই অ্যারনের জন্য আর কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে?

আচ্ছা, আমি আরেকটা প্রশ্ন করব। আজ রাতে আমার মাথায় অনেক প্রশ্ন ঘুরছে। আমাদের একজন প্রিয় ভাই আছেন।

এবং বোন, আজ রাতে কেনিয়া যাওয়া নিয়ে একটি অনুষ্ঠান আছে এবং কেনিয়ায় প্রচার করার পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করব, আর এই প্রশ্নটি আসলে তাদের সাহায্য করবে না, কারণ সেখানে প্রচার করাটা...

যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় সহজ বলাটা কি ঠিক হবে, কিন্তু আসলেই তাই, আমরা তো প্রথম দিকেই এ নিয়ে কথা বলেছিলাম।

পর্বতের উপদেশের বাক্যটি হলো, ধন্য সেই বিদেশী আত্মা, উম, সেটা অবশ্যই

কেনিয়া এবং আরও অনেক দরিদ্র দেশে এটা সত্যি, যেখানে গরিব মানুষ আছে, কারণ...

ছোটবেলা থেকেই আমরা জানি যে ধনী ব্যক্তিরা এবং এমনকি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মানুষেরাও ধনী।

আমেরিকাতে বিশ্বের অন্য সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিরা আছেন, তো... কিন্তু এই বিষয়টি আরও বেশি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আমেরিকাতে কি কোনো সময় আছে ভাই অ্যারন, আমি জানি এটাও একটা কঠিন প্রশ্ন এবং আমি নই

এমনকি নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি বা অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা করা হলেও, আমার মনে হয় এটা হয়তো একটা মন্তব্যের মতো।

এ বিষয়ে আপনার মতামত দিন, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে কিছু নির্দিষ্ট ঘটনা এবং কিছু নির্দিষ্ট বিষয় আছে যা...

আমরা করতে পারি, যদিও এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে আমাদের সময় আরও বুদ্ধিমানের মতো ব্যবহার করা যেত, জানেন তো?

আর আমি শুধু এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই যে, আমার কি যাওয়ার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত...

আমি সমকামীদের গৌরব শোভাযাত্রার মতো একটা উদাহরণ দিই, নাকি কারাগারে যাওয়ার দিকে মনোযোগ দেবো এবং উম...

হয়তো নার্সিং হোমের কথা বলছি। আমি হয়তো একটা বোকার মতো উদাহরণ দিচ্ছি, কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন আমি কী বলতে চাইছি।

আমার প্রশ্নটা হলো, এমন কোনো সময় কি আছে যখন আমরা বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে কিছু করার চেষ্টা করতে চাইব?

দুটোর একটা, বা আমি বলতে চাইছি, যেকোনো জায়গায় খ্রিষ্টের বাণী প্রচার হওয়া ভালো, কিন্তু আমি আপনার মতামত জানতে চাই।

সে ব্যাপারেও, জানেন, গে প্রাইড প্যারেডের মতো জায়গায় লোকেদের গায়ে লেগে থাকা ক্যাডউইড নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

যে দুর্নীতি ডেকে আনে তার বিরুদ্ধে লবণ হতে এবং অন্ধকারকে তার নিজের পথেই থামাতে।

কৌশল, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই, তবে একই সাথে আপনি অবশ্যই তা দেখতে চাইবেন না শুধু এই কারণে যে...

অমুক জায়গায় তোমাকে আরও বেশি নির্যাতিত হতে হবে, যার ফলে

সেই কারণে ওটাই যাওয়ার সেরা জায়গা এবং আমি বিশ্বাস করি যে আপনি যদি দেখেন সেখানে আরও আছে।

কারাগার বা নার্সিং হোমের মতো জায়গায় আধ্যাত্মিক ক্ষুধা, যদি না আপনি সত্যিই নিশ্চিত হন।

প্রভু তোমাকে গে প্রাইড প্যারেডে বা ওই জাতীয় কিছুতে যেতে বলেছেন, আমার মনে হয় এর চেয়েও বড় ব্যাপার হলো...

জেলে বা নার্সিং হোমে যাওয়া লাভজনক নয়, কিন্তু হ্যাঁ, হয়তো অন্য কারো অন্য কোনো দৃষ্টিকোণ আছে।

হ্যাঁ, অবশ্যই। মানে, আমার মনে হয় না ধর্মোপদেশ দেওয়ার জন্য কোনো খারাপ জায়গা আছে, বুঝলেন তো?

আমরা কয়েকবার প্রচার করেছি, আমি শ্রোতাদের এবং যারা শুনবে তাদের সবার জন্য একটি উদাহরণ দিই।

রেকর্ডিংটা প্রসঙ্গে বলি, জানেন তো, আমরা যখন ফ্লোরিডায় থাকতাম তখন সেখানে প্রচুর ধর্মোপদেশ দিতাম এবং...

সারাসোটা নামের একটা শহর, আমার মনে হয় আপনি বলবেন এটা পাম বিচ বা ওয়েস্ট পাম বিচের মতো, যাই হোক না কেন।

তাদের মধ্যে একজন গরীব, আরেকজন ধনী, কিন্তু যাই হোক, এটা খুবই সম্পদশালী একটা জায়গা, জানেনই তো।

সেখানে ইহুদিরা বাস করে এবং আমরা ফ্লোরিডার অনেক জায়গায় ধর্মপ্রচার করতাম এবং আমি আপনাকে বলব

প্রাইড প্যারেডগুলোর চেয়েও খারাপ, আমি যত জায়গায় গিয়েছি তার মধ্যে ফ্লোরিডার সারাসোটা সবচেয়ে খারাপ, কারণ...

ওরা সবাই অতি ধনী, তাই আমরা একটা প্রস্তাব দিলাম, কিন্তু ওরা শুনলই না, পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

মানে, ব্যাপারটা এমন ছিল যেন তাদের পাষাণ হৃদয়টা দেখা যেত; যখন তারা পাশ দিয়ে হেঁটে যেত, তাদের বুক থেকে যেন একটা বিশাল পাথর বেরিয়ে থাকত। তারা পাঁচশ ডলারের জুতো আর দুই হাজার ডল
আর মনে হতো আমরা যেন নিজেদের সাথেই কথা বলছি, বুঝলেন? তো আমার মনে হয় যে...

এটা এমন একটা উদাহরণ হতে পারে যেখানে আমরা বলছি, জানো কী, আমরা ব্র্যাডেন্টনের ডাউনটাউনে যাবো এবং আমরা

ডাউনটাউনে যাবো, আমার নির্ভুলতা বা যা-ই হোক না কেন, তাই মনে হয়...

আমিও তো এটাই বলতে চাইছি, কিন্তু তা নয়, আমাদের সব জায়গায় প্রাণী দরকার, বুঝলেন তো।

১২১ থেকে ২৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আমাদের প্রভু যিশুর মতো নিজেকে ঈশ্বরের প্রেমে আবদ্ধ রাখো।

অনন্ত জীবনের জন্য খ্রীষ্ট; কেউ কেউ করুণা দেখিয়ে পরিবর্তন আনে, আবার কেউ কেউ ভয় দেখিয়ে আগুন থেকে টেনে বের করে আনে, এমনকি তাদের মাংস দ্বারা কলঙ্কিত পোশাকটিকেও ঘৃণা করে; সুত

শ্বাস নেওয়ার বিভিন্ন উপায় আছে, কিন্তু আমাদের সবসময় সতর্ক থাকতে হবে, এই কলে থাকা প্রত্যেককে।

আমাদের বাইরে গিয়ে শিষ্য তৈরি করতে হবে, যদি তোমার আকাঙ্ক্ষা না থাকে তবে কোনোভাবে শিষ্য তৈরি করো, এটা হতে পারে

নীরবে এটা শুধু আপনার পরিবার এবং আপনার পরিচিত মহলের মানুষদের নিয়ে হতে পারে অথবা হতে পারে

রাস্তার মোড়ে বের হওয়া বা কেনিয়ায় চলে যাওয়া, কিন্তু যদি তোমার জ্ঞানদানের ক্ষুধা না থাকে

মানুষ ও শিষ্য তৈরির জন্য আমি আপনাকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করব আপনার হৃদয় পরীক্ষা করে দেখতে, কারণ এটি একটি লক্ষণ।

যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে পরিত্রাণ লাভ করা বা বর্তমান পরিত্রাণে থাকার বিষয়ে, আমি আপনাদের আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি যেন আপনারা...

সে ব্যাপারে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করুন, কিন্তু আর কোনো প্রশ্ন থাকলে... নাহলে আমি রেকর্ডিংটা বন্ধ করে দিচ্ছি, আমরা সবাই মিলে গল্প করতে পারি, ঠিক আছে?

মথি লিখিত সুসমাচারের পাঠ – অধ্যায় ৮ – সপ্তাহ ৭

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত সকলকে শুভ সন্ধ্যা এবং বিদেশে বসবাসকারী প্রায় সকলকে শুভ সকাল। গ্লোবাল মিশন ফর চিলড্রেন-এর মঙ্গলবার রাতের বাইবেল পাঠ অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাই
সাথে আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। এই অনুষ্ঠানে সময় দেওয়ার জন্য আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমরা মথি লিখিত সুসমাচার নিয়ে আলোচনা করব। এটি সম্ভবত নতুন নিয়মের স
নতুন বিশ্বাসীর জানার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত করে, যেমনটা আমরা কিছুক্ষণ আগেই ব্রাদার অ্যারনের কথা বলছিলাম।

যিশু এবং তাঁকে অনুসরণ করার পথ সম্পর্কে। আজ রাতে আমরা একটি চমৎকার অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। এর মধ্যে আমার অন্যতম প্রিয় একটি পদ রয়েছে। আপনারা জানেন, ঈশ্বর তাঁর এ
এটা আমরা জানি, কিন্তু আমাদের জানতে হবে তিনি কেন তাঁকে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁকে পাঠানোর কারণে আমাদের কাছে কী প্রত্যাশা করা হয়। অনেকেই ক্রুশের দিকে তাকায় কিন্তু তারা শূন্য সমাধি
মনে করি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা জানেন, যিশু কী করেছিলেন? তিনি তাঁর সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন আমাদেরকে তাঁর কাছে পাপমোচনের বলি হিসেবে যাওয়ার এবং আমাদের পাপগুলো গ্রহণ করা

আমাদের অতীতের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে এবং আমরা যেন তাঁর মধ্যে পবিত্রভাবে চলতে পারি। তাই আমি সবাইকে আমাদের সাথে এই ধারাবাহিকটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করছি এবং যা
আপনাদের জন্য প্রার্থনা করি। আমরা প্রার্থনা করি যে আপনারা শুধু এটি শুনবেনই না, বরং নোট নেবেন, পরে ফিরে গিয়ে সেগুলো দেখবেন এবং এর সূত্র খুঁজে বের করবেন। এছাড়াও আপনারা বাই
থাকবেন এবং অন্যদের সাথেও এটি ভাগ করে নেবেন। আমি মনে করি এটি একটি চমৎকার সূচনামূলক শিক্ষা।

সকল নতুন বিশ্বাসীদের জন্য, তাই সবকিছু আমাদের ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হয়। সুতরাং আমি এটা দিয়ে শুরু করব।

একজন নতুন বিশ্বাসীর সাথে অধ্যায়টি পড়ুন এবং এই রেকর্ডিংগুলো শুনুন। আপনি জানেন যে আপনার কাছে একটি বাইবেল থাকতে পারে।

বাড়িতে বা অনলাইনেও পড়াশোনা করতে পারে। আপনি তাদেরকে এটি বাজিয়ে শোনাতে পারেন অথবা তারা শুনতে পারে।

তাদের কাছে এবং তারপর আমি পরবর্তী ধাপে যেতাম, যা হলো 'দ্য এজলেস' বইটি পড়া।

আমরা সম্প্রতি যে সংঘাতের মধ্য দিয়ে গিয়েছি, তা বিশ্বাস করুন বা না করুন, ব্রাদার অ্যারন লিখেছেন। তাই আমি মনে করি এটি একটি চমৎকার বই। আমি সাধারণত বাইবেল সম্পর্কিত কিছু পড়ার জন্য কিছু নির্বাচিত বই আছে যা সত্যিই খুব ভালো। তাই আর কথা না বাড়িয়ে।

ভাই অ্যারন, আপনি ৮ নম্বর অধ্যায় থেকে শুরু করতে পারেন। ধন্যবাদ। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই জিমি। শুভেচ্ছা।

ভাই ও বোনেরা, আপনাদের সাথে পরিচিত হতে পেরে আমি আনন্দিত এবং আমার মনে হয়, আমরা যখন অষ্টম অধ্যায়ে পৌঁছাব, তখন কাহিনি আরও গতি পাবে এবং আমার বিশ্বাস, আপনাদের কাছে এ এমনকি যদি আমরা শুধু অধ্যায়টি পড়ি, এবং আমি কিছুই বলব না। শুধু...

খ্রিস্ট রাজ্যের বিধানে সহযোগিতা করার পর আমরা রাজ্যের কার্যধারার অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করব। আমরা দেখব রাজ্য পরাক্রমে প্রকাশিত হচ্ছে এবং মসিহ ও ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে খ্রিস্টের প ন্যায়ের দ্বারা নিশ্চিত হচ্ছে।

তার সার্বিক নিখুঁত চরিত্র কিছু বাস্তব জীবনের পরিস্থিতিতে প্রদর্শিত হয়েছে। এমন নয় যে পর্বতের উপর উপদেশের বিষয়ে তার শিক্ষা বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি নয়, বরং তা আরও দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে প্র করার সাথে সাথে আমরা এই বিষয়েই আলোচনা করব। আমি শুধু...

আমি নেরোর পথ এবং ব্রডওয়ের শ্লোকগুলো সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। খুব সংক্ষেপে বলি, এখানে দুটি হিতোপদেশে এটি দেখা যায়, শুধু একটা ধারণা দেওয়ার জন্য। আমরা অধ্যায় ৭ এবং পর্বতের উপর উ কিন্তু এমন কিছু যা আপনারা মথি ৭ অধ্যায়ের ১৩ থেকে ২৯ পদ পড়লে দেখতে পাবেন, যা এখানকার প্রেক্ষাপট নিশ্চিত করে। যদি আপনারা হিতোপদেশ অধ্যায় ২২, ৭ পদে যান, আমরা পড়ি যে ধনীরা দা দরিদ্ররা সেবা করে।

ঋণদাতা। স্বয়ং ঈশ্বরই সবকিছুর মালিক। আমরাই দরিদ্র এবং

তাঁর অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী। তিনিই সবকিছুর এবং আমাদের যা কিছু থাকতে পারে, তার সবকিছুর অধিকারী।

যা কিছু ভালো, তা অবশ্যই তাঁর কাছ থেকে আসতে হবে এবং এটিই আমাদেরকে তাঁর সেবক হতে ও তাঁকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করে।

আমাদের উপর শাসন করার তাঁর অধিকার। এখন, তিনি সকলের উপরেই শাসন করেন, কিন্তু দুষ্ট হওয়ার মূল বিষয় হলো সেই অধিকারকে সঠিকভাবে স্বীকার না করা। আপনি যদি রোমীয় ১:১৮ থেকে ৩২ প

প্রেরিত পল বর্ণনা করেন যে কীভাবে মানবজাতি সেই অধিকারকে যথাযথভাবে স্বীকৃতি দেয়নি। সুতরাং বিবেচনা করে

আপনি যদি হিতোপদেশ ১০ অধ্যায়ের ১৭ পদে ফিরে যান, সেখানে আমরা পড়ি যে, তিনি পথে আছেন।

যে উপদেশ পালন করে সে জীবন লাভ করে, কিন্তু যে তিরস্কার করতে অস্বীকার করে সে নয়। সুতরাং এখানে আমরা বুঝতে পারি, জীবনের দিকে পরিচালিত সংকীর্ণ পথের অর্থ কী, যখন আপনি ঈশ্বরের অ

তোমার ও তোমার নিজের উপর একজন ভৃত্য হিসেবে শাসন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যার অর্থ হলো তার নির্দেশ পালন করার দায়ভার গ্রহণ করা এবং তার সাথে দর কষাকষি বা তোষামোদ করার ক্ষেত্রে

নিজেকে বোঝানো যে তুমি কিছু কিছু বিষয়ে ঠিক আছো এবং তাই তুমি ভালো আছো, কিন্তু আসলে এই সবকিছুর কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং এর অবসান ঘটানো; যখন তুমি পিছলে যাও, তখন তুমি সে করো এবং তুমি

লাইনে ফিরে আসা এবং তাঁর নির্দেশ পালন করার সেই বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করার অর্থ হলো তোমার পথ সংকীর্ণ; তুমি যা খুশি তাই বলতে পারো না, তুমি যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারো না, তুমি সমাজের চেষ্টা করতে পারো না; তুমি তুমিই।

ঈশ্বরের শাস্ত্রীয় আদেশ অনুযায়ী কর্তব্য ও পথ দ্বারা আবদ্ধ থাকতে হবে এবং আপনার নেই

দর কষাকষি বা আলোচনার মাধ্যমে সেগুলো ছেড়ে দেওয়ার অধিকার; তুমি শুধু দেখতে ভালো আর আকর্ষণীয় বলেই কোনো মেয়ের সাথে গিয়ে কথা বলতে পারো না; তুমি চাইলেই টেলিভিশন চালিয়ে নিজে পারো না; তাঁর বাণী দ্বারা নির্ধারিত কর্তব্যগুলোর নিরিখে তোমাকে নিজের জীবনকে সাজিয়ে নিতে হবে।

এবং তাঁর বাক্যের নির্দেশনার মাধ্যমে তোমার কাজগুলোকে বিচার করো, তাই ওই পদগুলো বিবেচনা করা আমাকে সেই সময়ে সংকীর্ণ পথের অর্থ বুঝতে সত্যিই সাহায্য করেছিল।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ভণ্ড নবীদের বিষয়ে কিছু বলার জন্য বলছি যে, মথি ৭ অধ্যায়ের ১৩ ও ১৪ পদে যিশু ভণ্ড নবীদের বিষয়ে এবং সরল দ্বার দিয়ে প্রবেশ করা ও সংকীর্ণ পথে চলার কথা বলার ঠিক ভণ্ড নবীদের বিষয়ে কথা বলেছেন। আর আমি বিলি গ্রাহাম সম্পর্কে আমার একটি নোট খুঁজে পেয়েছি এবং বিলি গ্রাহাম কেন...

একজন ভণ্ড নবী। আমি তার কথা শুনেছি, তাকে নিয়ে তার হয়তো পাঁচ-ছয়টা ইউটিউব ভিডিও দেখেছি।

তিনি যখন তাঁর ধর্মপ্রচার অভিযানে প্রচার করতেন এবং যিশু ভণ্ড নবীদের বিষয়ে বলেছিলেন, যাদেরকে তোমরা তাদের ফল দেখে চিনবে; কেবল তাদের কথাই বিভ্রান্তিকর হতে পারে। আমি যখন বিলি গ্রা ভিডিও দেখেছিলাম, তখন তেমন কোনো ভুল খুঁজে পাইনি।

তার কথার উপর ভিত্তি করে আমি বুঝতে পারছিলাম যে, বিলি গ্রাহামের কিছু বার্তা শুনে কিছু লোক কীভাবে সত্যিই উপকৃত হতে পারে। কিন্তু এখানে একটি সমস্যা হলো, ভণ্ড নবীদের ব্যাপক প্রভাব থাকবে,

যদি তাদের কথা ভালো হয়, তাহলে বিলি গ্রাহাম সম্পর্কে আমার ধারণা হলো, বিলি গ্রাহাম যা বলেছিলেন তা ততটা সমস্যা ছিল না; তার সমস্যা ছিল তিনি যা বলেননি। তিনি মানুষকে বলেননি যে তাদের বাই কিংবা চূড়ান্তভাবে পরিত্রাণ লাভের জন্য বিশ্বাসে অবিচল থাকতে হবে। তার সম্পর্কগুলো... এখন আমি বলছি না যে তিনি কখনোই...

কখনো ওই কথাগুলো বলেনি কিন্তু এটাই ছিল সাধারণ বার্তা যে কেউ একজন...

তাকে দেখলে তারা সেই জিনিসগুলো পেত না যা তারা ভেবেছিল।

যাই ঘটুক না কেন, একবার সেই বেদীর ডাকে সাড়া দিয়েই রক্ষা পেয়েছিলে।

পরবর্তীতে তারা কীভাবে জীবনযাপন করত, রোমান ক্যাথলিক চার্চ এবং অন্যান্য আধুনিকতাবাদী ও উদারপন্থীদের সাথে তার সম্পর্কের উপর নির্ভর করে, যারা বাইবেলের ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণাকে অস্বীকার তার ধর্মযুদ্ধের কর্মীদলে রাখত; তার পদ্ধতি—পাপীদের প্রার্থনা, আল্টার কলের সাড়া পাওয়ার জন্য মিষ্টি কথা, বাইবেলের পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তার ধর্মযুদ্ধের পরিসংখ্যান ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো এবং

মানুষকে এই বলে ধোঁকা দেওয়া যে তারা যখন গিয়েছিল তখন তারা সঠিক পথে ছিল, অথচ তারা তা ছিল না এবং মানুষ

সে কখনো বেদীর কাছে গিয়ে পাপীর প্রার্থনাও করত না, বাইবেলসম্মত এই পদ্ধতির পক্ষে ছিল না, এবং লোকজনকে বেদীর কাছে আনার জন্য সে যে মিষ্টি কথা ব্যবহার করত ও তার সার্বিক উদাহরণ—সে একজন ভালো পুরোনো মানুষ হিসেবে হাজির হতো, কিন্তু আসলে সে এমন একজন ছিল যে শো-টি নিয়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিল। তার প্রভাব...

অনুষ্ঠানের সেই লোকটি ছিল খুবই ধূর্ত এবং সে অধার্মিক রাজনীতিবিদ ও সেলিব্রিটিদের সাথে মেলামেশা করত।

তিরস্কার হিসেবে নয়, বরং তাদেরই একজন হিসেবে, জগতের একজন বন্ধু হিসেবে। সুতরাং, এটা একটা উদাহরণ যে, তোমরা তাদের ফল দেখে চিনবে। এবং প্রায়শই, ভণ্ড নবীদের সম্পর্কে আরও কিছু বি একজন সুসমাচার প্রচারক এবং একজন খ্রিস্টানের মধ্যেকার পার্থক্যকে অতিরঞ্জিত করে। কারণ প্রত্যেক খ্রিস্টান, প্রত্যেক প্রকৃত খ্রিস্টান, ঈশ্বরের সেবক এবং একজন খ্রিস্টানের প্রতিটি কাজই ঈশ্বরের সে সে রবিবারে গির্জায় বার্তা প্রচার করাই হোক, বা গ্রামে মাটি বয়ে নিয়ে যাওয়া, বা একটি বাড়ি তৈরি করা, অথবা একজন ব্যক্তি কীভাবে তার পরিবারের সাথে মেলামেশা করে এবং পরিবারকে ও সুসমাচার নির্বাহ করে—একজন খ্রিস্টান যা কিছু করে, তার সবকিছুই প্রভুর সেবা। সুতরাং হ্যাঁ, এমন কিছু লোক আছে যাদেরকে প্রচারক এবং সুসমাচারের পরিচর্যা করার জন্য ডাকা হয় এবং কেউ কেউ এমনকি তা প

সময় এবং এতে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু যেমনটা আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করেছিলাম, যখন মানুষ

যখন মানুষ সম্মান ও সুযোগ-সুবিধা দাবি করে, তখন তারা বেআইনি পন্থা অবলম্বন করে।

অর্থাৎ অধার্মিক কৌশল অবলম্বন করা, যখন সেই জিনিসগুলো বিপন্ন বা হুমকির সম্মুখীন হয়।

অথবা তাদের অস্বীকার করেছে এবং তারা এমনভাবে আচরণ করে যেন তারা ঈশ্বরের আরও বড় সেবক।

গড় খ্রিস্টান, এমনকি শুধু এই বাক্যাংশটিই গড় খ্রিস্টান; গড় বলে কিছু নেই।

গড়পড়তা একজন প্রকৃত খ্রিষ্টানের জন্য এটি কোনো সাধারণ আহ্বান নয়, বরং একটি মহৎ আহ্বান।

যাই হোক না কেন, ভণ্ড নবীরা একজন ধর্মপ্রচারক এবং অন্য যেকোনো খ্রিস্টানের মধ্যেকার পার্থক্যকে অতিরঞ্জিত করার প্রবণতা দেখায় এবং তারা সাধারণত যাদের কাছে প্রচার করে এবং যারা তাদের সম

তাদের গির্জাগুলোতে, যদিও হ্যাঁ, যখন ক্যামেরা চালু থাকে, যখন জনসমক্ষে আসে, তখন তারা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে, হাত মেলায় এবং এমনভাবে ব্যবহার করে যেন...

তারা বিনয়ী এবং সাধারণ মানুষের কথা ভাবেন, কিন্তু সাধারণত প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকতে চান এবং অন্যদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে চান। এমনকি আমি আধুনিক উদীয়মান চার্চের একজনকে ত "কেউ মারা না গেলে আমাকে বাড়িতে ফোন করবেন না।" যখন কেউ নিজের লাভের জন্য ধর্মপ্রচারে লিপ্ত হয় এবং তার গির্জার বা যাদের কাছে সে ধর্মপ্রচার করে, তাদের ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চা মনোভাব দেখা যায়।

যদি না এ বিষয়ে কোনো জনবিজ্ঞপ্তি থাকে, তাই আমি ভেবেছিলাম ওগুলো কিছু প্রয়োজনীয় ছিল।

গত সপ্তাহের কিছু বিষয় স্পষ্ট করার আছে। আচ্ছা, আমরা এখন মথি অধ্যায় ৮ থেকে শুরু করছি।

যিশু এইমাত্র পর্বতের উপর তাঁর উপদেশ শেষ করেছেন, তিনি যখন শেষ করলেন তখন লোকেরা বিস্মিত হয়েছিল।

তাঁর কথায় লোকেরা তাঁর শিক্ষায় বিস্মিত হল, কারণ তিনি তাদের শিখিয়েছিলেন তাঁর এক ও অদ্বিতীয় সত্তা।

কর্তৃত্ব, এবং মথি ৮:১ পদে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে তেমন নয়, যখন তিনি পর্বত থেকে নেমে এসেছিলেন।

এক বিরাট জনতা অনুসরণ করল এবং দেখো, একজন কুষ্ঠরোগী এসে তাঁকে প্রণাম করে বলল, প্রভু।

যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তুমি আমাকে শুচি করতে পারো, এই বলে যিশু তাঁর হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলেন।

আমি তোমাকে শুচি করব এবং তৎক্ষণাৎ তার কুষ্ঠরোগ সেরে গেল—সুসমাচারের এক সুন্দর চিত্র।

যে অনুগ্রহের মাধ্যমে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের সামনে প্রকৃত ধার্মিকতা কী তা ঘোষণা করেছেন, তিনি অন্তত পক্ষে একটি খুব

উম, খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ, কী যেন শব্দটা, যাইহোক, ওটা কী তার একটা খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ নমুনা।

এবং এটা ঠিক, যখন আমরা তা শুনি, সচেতন হওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন...

আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তাঁর রক্তের প্রয়োজন এবং আমাদের পবিত্র করার জন্য তাঁর অনুগ্রহের প্রয়োজন। আর এই কুষ্ঠরোগীর মধ্যে আমরা একটি সঠিক প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই যে, সে তাঁর

তিনি তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করেন, প্রকৃত নম্রতায় তাঁর সামনে নত হন এবং বলেন, যদি আপনি চান, আপনি আমাকে শুচি করতে পারেন। এবং যিশু তা করেনও। বাইবেলে কুষ্ঠরোগ অনেকটাই পাপের একটি জাগতিক জগতে এটি প্রতিনিধিত্ব করে...

ভৌত জগতে পাপ যা, আধ্যাত্মিক জগতে তা-ই এবং কুষ্ঠরোগ এমন একটি রোগ ছিল যা মানুষের নিজের ক্ষমতায় মূলত নিরাময়যোগ্য ছিল না; অন্তত এই জগতে এটি এমন কিছু ছিল না যা...

এমন সময় যখন আপনি ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন এবং ডাক্তার অ্যান্টিবায়োটিক লিখে দিতে পারেন অথবা

পুরাতন নিয়মে সিরীয়দের একটি নাম কুষ্ঠরোগ থেকে শুদ্ধ করা হয়েছিল এবং

এমনও জল্পনা-কল্পনা শোনা যেতে পারে যে, হয়তো কোনো ইহুদিই কখনো কুষ্ঠরোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেননি।

এই পর্যন্ত, তো, তাঁর কুষ্ঠরোগ নিরাময় হওয়ার পর (চতুর্থ পদ), যীশু তাঁকে বললেন, "দেখো, তুমি কাউকে কিছু বলো না, কিন্তু নিজের পথে যাও, যাজকের কাছে নিজেকে দেখাও এবং তাদের কাছে সাক্ষ্যস্বরূ মোশি আদেশ করেছিলেন।" এখানে আমরা আবার যীশুকে মোশির কথা নিশ্চিত করতে দেখছি, তিনি যে ব্যবস্থার অধীনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং নৈতিক ও আনুষ্ঠানিক উভয় ব্যবস্থারই অধীন ছিলে পুরাতন চুক্তির অধীনে ইস্রায়েলের উপর তখনও আনুষ্ঠানিক নিয়ম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, নতুন চুক্তি তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং এমনকি এর পরেও...

নতুন নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ঈশ্বর খুব সতর্ক ছিলেন, যেমনটা আপনি প্রেরিতদের কার্যবিবরণী বইটি পড়লে দেখতে পাবেন।

কীভাবে তিনি আনুষ্ঠানিক আইনের বাধ্যবাধকতাগুলো তুলে নিলেন, ফলে ক্রিস এই আনুষ্ঠানিক আইনটি নিশ্চিত করলেন।

এটি এমন একটি উপায় ছিল যার মাধ্যমে যিশুকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রচার না দিয়েই, তাঁর ঘটে যাওয়া এই মহান অলৌকিক ঘটনাটি জনসাধারণের নথিতে নিশ্চিত করা যেত।

এটার প্রতি মনোযোগ, কারণ যদি তা ঘটত, উম... যিশু চাননি, যিশু চাননি... উম...

রোমানদের বা ইহুদি নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইনি, কারণ সে যেতে চেয়েছিল।

শিক্ষা দেওয়া, অলৌকিক কাজ করা, ভালো কাজ করা এবং ইসরায়েলকে শিক্ষা দেওয়া, এই চিন্তা ছাড়া যে তা কেবল মানুষের প্রচলিত ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে ছিল।

মসিহ এমন একজন শাসক হতে যাচ্ছিলেন যিনি ইসরায়েলকে রোমানদের হাত থেকে উদ্ধার করবেন।

এখন, এটা স্পষ্ট যে আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে যিশু সেই কাজটি করতে আসেননি, অর্থাৎ কোনো কিছুর উপদেশ দিতে আসেননি।

তাঁর প্রথম আগমনে সশরীরে আগমন, কিন্তু লোকেরা এমনটাই ভাবতে অভ্যস্ত ছিল এবং তিনি সেখানে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাননি, তাই পঞ্চম পদে বলা হয়েছে, এবং যখন যীশু প্রবেশ করলেন

ক৷ওনাহুমে তাঁর কাছে একজন শতপতি এসে তাঁকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, "প্রভু, আমার দাস, জীবন রক্ষা করো।"

বাড়িতে পক্ষাঘাত ও প্যারালাইসিসে অসুস্থ, পূর্বে যন্ত্রণাগ্রস্ত এবং যিশু তাকে বললেন আমি আসব।

এবং তাকে সুস্থ করুন," শতপতি উত্তর দিয়ে বলল, "প্রভু, আমি যোগ্য নই যে আপনি আমার অধীনে আসবেন।"

আমার ছাদের নিচে কিন্তু শুধু বাক্য বলো আর আমার দাস সুস্থ হবে, তাই সে কী বলে তা লক্ষ্য করো।

কারণ আমি কর্তৃত্বের অধীন একজন মানুষ, আমার অধীনে সৈন্য আছে এবং আমি বলি যে এই লোকটি যাও এবং

সে অন্য একটি মন্তব্যে প্রবেশ করে এবং আমার চাকরকে এটি করতে বলে এবং সে এটি দিয়ে করে যখন এমন এমন হয়।

মূলত, রোমান সেনাবাহিনীতে একজন সেনাপতি হিসেবে তিনি তার অধীনস্থদের উপর নিজের কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

তার অধীনস্থ ভৃত্যদের এবং রোমানদের দ্বারা নিযুক্ত অন্য যেকোনো ভৃত্যের উপর তার কর্তৃত্ব ছিল।

তার আদেশের সাথে সম্পর্কিত করে বলা হতো যে, উচ্চতর সত্তার অধীন থাকার মাধ্যমেই তার কর্তৃত্ব এসেছিল।

সামরিক বাহিনীর মধ্যে কর্তৃত্ব এবং সে এবং এই লোকটি, আমরা জানি না তার আনুষ্ঠানিকভাবে ছিল কিনা।

ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল কি না, তা সম্ভবত যিশুর কয়েক শ্লোক পরের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে বলা যায় না।

তিনি স্বীকার করেন যে খ্রিষ্ট পিতার অধীন, এখন তিনি যীশুকে কীভাবে দেখেছিলেন

ঈশ্বরের পুত্র সত্যিই তাঁর পূর্ণ পরিচয় দেখেছিলেন, এটা সম্ভব যে তিনি তা কোনোভাবে, উম... কীভাবে তা দেখেছিলেন তার উপর ভিত্তি করে করেছিলেন।

পরে যিশু তার প্রশংসা করেন, কিন্তু অন্ততপক্ষে তিনি জানতেন যে খ্রিষ্ট একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন।

যিনি ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বাধ্য ছিলেন এবং যদিও তিনি তা দেখতে পাননি, তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।

এবং তিনি উপলব্ধি করলেন যে সেটাই ছিল তাঁর শক্তির উৎস, সুতরাং তাঁর একটি প্রকৃত উপলব্ধি ছিল।

প্রভু হিসেবে খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব এবং এমনকি তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে দেখার পর্যায়েও নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং

যীশু এতেই বিস্মিত হবেন, তাই ১০ পদে যখন তিনি তা শুনলেন, তিনি বিস্মিত হলেন।

এবং তাদেরকে বললাম যারা সত্যিই কলুষিত করেছে, আমি সত্যিই তোমাদের বলছি, আমি এমন গুরুতর পরিণতি পাইনি, না, কোথাও না।

ইসরায়েল এবং আমি তাকে দেখছি, তাই সে এটাকে একটা উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে মূলত বলতে যাচ্ছে যে...

যোহন বাপ্তিস্মদাতা মথি অধ্যায় তিনে বলেছেন যে, শারীরিক সন্তার আসনে থাকা

একজন ইহুদিকে বাঁচানোর জন্য আব্রাহামই যথেষ্ট নন, আপনার আব্রাহামের মতো বিশ্বাস থাকতে হবে।

এবং আব্রাহামের সেই কাজগুলো করতে থাকো যা থেকে কোটি কোটি মানুষ এসেছে, সেই বিশ্বাস থেকে তা অবশ্যই আসতে হবে।

ঈশ্বরের প্রতি এক প্রকৃত আস্থা, এক প্রকৃত আত্মসমর্পণ, ঈশ্বরের কাছে এক সত্যিকারের সমর্পণ—যা হলো এর সারমর্ম।

প্রকৃত বিশ্বাসের কথা বলতে গেলে, তা হলো আব্রাহামের বিশ্বাস এবং তিনি মূলত তাদের বলতে যাচ্ছেন যে, যে ইহুদিদের এই বিশ্বাস নেই এবং যারা অনুতাপের যোগ্য দুর্বল ফল উৎপন্ন করে না, তাদের নর
এমন অ-ইহুদিরাও থাকবে যারা এই ধরনের বিশ্বাস অনুশীলন করে।

মানুষ এটা নিয়ে চিন্তিত যে কারা স্বর্গে থাকবে, আদিদের সাথে, প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে।

ইহুদিদের ধর্মবিশ্বাস, একজন ইহুদি কেমন হওয়ার কথা ছিল, আব্রাহাম, আইজ্যাক এবং জ্যাকব।

সুতরাং ১১ পদ, এবং আমি তোমাদের বলছি যে পূর্ব ও পশ্চিম থেকে অনেকে এসে বসবে

আব্রাহাম ও ইসহাক ও যাকোব এবং স্বর্গের রাজা এবং আমরা যখন সুসমাচার প্রচার করি এবং আহ্বান করি

খ্রীষ্টের কাছে পুরুষদের, অর্থাৎ আমরা সেই সংখ্যায় তাদের যুক্ত করতে চাই যারা পূর্ব ও পশ্চিম থেকে আসেন।

এবং আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোব এবং স্বর্গরাজ্যের সঙ্গে বসুন কিন্তু রাজ্যের সন্তানরা

তাদের সন্তানদেরকে বাইরের অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হবে, সেখানে থাকবে কান্না ও দাঁত কিড়মিড় করা।

এই রাজ্যটি সেই সময়ে ইসরায়েলের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা ছিল বংশধর।

দাউদের বিষয়ে, যা নিয়ে আমরা ভূমিকায় এবং প্রথম অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করেছি।

এক ও দুই অধ্যয়ন, রাজ্যটি আসতে যাচ্ছিল, ইসরায়েল একটি রাজ্য ছিল এবং ইসরায়েল হবে

খ্রিস্টের প্রত্যাবর্তনের সময় আবার একটি রাজ্য হবে এবং যারা সেই রাজ্যের স্বাভাবিক বীজ।

যাদের মসিহের প্রতি বিশ্বাস নেই, মসিহকে সঠিকভাবে চেনার ক্ষমতা নেই

তাদের রাজা শতপতির প্রধান হিসেবে নরকে নিক্ষিপ্ত হবেন।

তাই তিনি বলছেন কান্নাকাটি ও দাঁত কিড়মিড় করা হবে এবং আমরা সে বিষয়ে পরে আলোচনা করব না।

বাহ্যিক অন্ধকারের অর্থ অবশ্যই এটাই যে, কেউ কেউ শেখায় এর অর্থ অন্য কিছু, কিন্তু আমরা...

সম্ভবত ১৩ অধ্যায়ে এবং হয়তো ২৫ অধ্যায়েও এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে, সুতরাং ১৩ পদ এবং যিশু।

শতপতিকে বললেন, "তুমি তোমার পথে যাও এবং আমি যেমন বিশ্বাস করেছিলাম, তোমার ও তার দাসের প্রতিও তেমনই করা হোক।"

একই ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে উঠলাম। মজার ব্যাপার হলো, তিনি বললেন, 'তোমার প্রতি তাই হোক' এবং তাই হলো।

এবং এটা আসলে তাঁর দাসদের জন্যই ছিল। এখন আমরা লূকের বিবরণের সমান্তরাল ঘটনা থেকে জানি যে এই সবকিছু ঘটেছিল।

সেই লোকদের মাধ্যমে যাদেরকে শতপতি যীশুর কাছে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যীশু যা করেছিলেন

ভৃত্য যা বলেছিল তা শতপতির পক্ষ থেকে ছিল এবং যীশু ভৃত্যদের যা বলেছিলেন তা শতপতির শোনার জন্য ছিল, তাই মূলত কথোপকথনটি যীশু এবং ভৃত্যদের মধ্যেই হয়েছিল।

সেনাপতি একই রকম ছিলেন এবং আপনি এর সমান্তরাল বিবরণটি লূক অধ্যায় ৭-এ পড়তে পারেন।

সুতরাং, পরবর্তী পদটি হলো ১৪ পদ, এবং যীশু যখন পিতরের বাড়ির দিকে আসছিলেন, তখন তিনি তাঁর মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন।

তিনি জ্বরে কাতর ছিলেন এবং তিনি তার হাতে স্পর্শ করতেই তার জ্বর সেরে গেল, এবং তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সেবা করতে লাগলেন।

তাদের কাছে, উম, তাই আমরা এখানে জানতে পারি যে পিটার নিজেও বিবাহিত ছিলেন, উম, আমরা প্রথমে দেখেছি

করিন্থীয় অধ্যায় ৯ অনুযায়ী, অন্য প্রেরিতদের মধ্যে অন্তত অধিকাংশই বিবাহিত ছিলেন।

সুতরাং ক্যাথলিক চার্চ যখন শিক্ষা দেয় যে পিটার ছিলেন প্রথম পোপ এবং তারা শিক্ষা দেয় যে উম

তারা বলে যে যাজকদের বিয়ে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়, তারা সম্পূর্ণ অসংগতিপূর্ণ আচরণ করছে কারণ

আমরা জানি পিটার প্রথম পোপ ছিলেন না, কিন্তু তারা দাবি করে যে তারা এখনও প্রেরিতদের বিশ্বাসকে রক্ষা করছে এবং যে ব্যক্তিকে তারা প্রথম পোপ বলে।

বিবাহিত ছিলেন এবং তারা পোপকে প্রেরিতদের বিয়ে করার অনুমতি দেয় না, যাদেরকে তারা মূল বলে দাবি করে।

উত্তরাধিকারীরা বিবাহিত ছিলেন এবং তারা তাদের পুরোহিতদের, যারা মূলত তাদের

আধ্যাত্মিক নেতাদের বিবাহের বিষয়ে আমরা ইব্রীয় ১৩ অধ্যায়ে পড়ি যে, বিবাহ সর্বক্ষেত্রে সম্মানজনক।

ঈশ্বর কোনো বিশ্বাসীকে অন্য কোনো বিশ্বাসীকে বিয়ে করার অনুমতি অস্বীকার করেন না।

স্পষ্টতই ঈশ্বর শুরুতে তাদের পুরুষ ও নারী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাদের বিবাহের অভিপ্রায় রাখেন।

পুরুষ ও নারীর মধ্যে এবং তিনি যে নকশা দিয়েছিলেন তা ছিল ইডেন উদ্যানে যেখানে

তারা তাকে ইভের সময়ে পেয়েছিল কিন্তু তা দেখতে, আমরা প্রথম সাইমনের চতুর্থ অধ্যায়ে পড়ি যে তাদের মধ্যে একজন...

শয়তানের মতবাদ যা শেষকালে আসবে তা হলো বিয়ে নিষিদ্ধ করা, এটি একটি মিথ্যা আধ্যাত্মিকতা, মিথ্যা ধার্মিকতা, মিথ্যা পবিত্রতা এবং এটি আরও...

এটি অনেক অপ্রয়োজনীয় প্রলোভনও সৃষ্টি করতে পারে, যেমনটা আমরা ভয়াবহ অপব্যবহারগুলো থেকে দেখতে পাই।

এবং রোমান ক্যাথলিক যাজক সম্প্রদায়ে ও অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে যে ভুলগুলো ঘটেছে যা নিষিদ্ধ করবে

তাদের নেতাদের বিয়ে করার জন্য... এবং তাই আমরা ১৫ নং পদে দেখি যে পিতরের... পিতরের স্ত্রীর মা...

যিশু তাকে সুস্থ করার পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তাদের খুব যথাযথভাবে সেবা করলেন।

খ্রীষ্টের করুণার প্রতি সাড়া, তাই ১৬ পদে যখন সন্ধ্যা নামল, তারা কিনল

তাঁর কাছে অনেক ভূতগ্রস্ত লোক আসত এবং তিনি তাঁর বাক্য দ্বারা সেই আত্মাদের বের করে দিতেন।

এবং তিনি সকল অসুস্থকে সুস্থ করলেন, যেন ভাববাদী যিশাইয়ের বলা কথা পূর্ণ হয়।

তিনি নিজেই বলেছেন যে তিনি আমাদের দুর্বলতা গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের অসুস্থতা বহন করেছেন। এখন কিছু লোক এর মধ্যে আরও গভীরে প্রবেশ করে এবং

আমার বিশ্বাস এখানে বোঝানো হয়েছে যে যিশু ভালো কাজ করছেন। তিনি আছেন, তিনি আছেন... উম... আমরা এক্স অধ্যায় ১০-এ পড়ি।

শুধু এখানে ঘুরুন

পিটার পরবর্তী অধ্যায় ১০-এ শতপতির কর্নিলিয়াসের বিষয়ে প্রচার করছেন এবং তিনি বলতে যাচ্ছেন... উম

সে শ্লোকে বলতে যাচ্ছে... উম

৩৬ পদে, ঈশ্বর ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে যে বাক্য পাঠিয়েছিলেন, তা যিশু শান্তির সঙ্গে প্রচার করেছিলেন।

খ্রীষ্টই সমস্ত বাক্যের প্রভু, আমি বলি তোমরা জানো, যা সমগ্র দিন জুড়ে প্রকাশিত হয়েছিল এবং

বাপ্তিস্মের পর থেকে প্রতিদিন শুরু হয়েছিল, যেখানে যোহন প্রচার করতেন কীভাবে ঈশ্বর নাসরতের যীশুকে অভিষিক্ত করেছিলেন।

পবিত্র আত্মা ও শক্তির দ্বারা যিনি ভালো কাজ করতে এবং সকল নির্যাতিতদের সুস্থ করতে ঘুরে বেড়াতেন।

শয়তানের, কারণ ঈশ্বর তাঁর সাথে ছিলেন, এবং তিনি যা কিছু করেছিলেন, আমরা তার সবকিছুর সাক্ষী।

যিহূদীদের দেশে এবং যিরূশালেমে, যাঁকে তারা দেখল এবং একটি গাছে ঝুলিয়ে দিল এবং ঈশ্বর তৃতীয় জনকে পুনরুত্থিত করলেন।

দিন এবং তাকে খোলাখুলিভাবে দেখালাম আমি এখানে আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য আর পড়ব না তাই এই অনুচ্ছেদটি শিক্ষা দিচ্ছে

খ্রিস্টানদের কখনোই অসুস্থ হওয়া উচিত নয়, কারণ কিছু লোক এই পদটি এই কারণেই ব্যবহার করে।

শেখানোর জন্য এবং তারা এই অলৌকিক ঘটনাগুলোর আসল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

যা আমরা এইমাত্র ১০ অধ্যায়ে পড়লাম, যদি আপনি ইস্রায়েল ৫৩ অধ্যায়ে ফিরে যান, উম, এই পদটি তার মূল প্রেক্ষাপটে বলে, যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের চার নম্বর পদে।

নিশ্চয়ই তিনি জানতেন, মানে আমরা জানি যে আমরা এটা আগেও পড়েছি। যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়টা এতটাই স্পষ্ট।

মসিহ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং সেইসাথে ৫২ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকগুলো

কিন্তু যিশাইয় ৫৩:৪ পদে লেখা আছে, নিশ্চয়ই তিনি আমাদের ভার বহন করেছেন এবং আমাদের দুঃখ দূর করেছেন, তবুও আমরা তাঁকে সম্মান করতাম।

তিনি কঠোর এবং ঈশ্বরের দ্বারা প্রহৃত এবং ঈশ্বর কর্তৃক আঘাতপ্রাপ্ত ও পীড়িত, তাই চতুর্থ পদটি সম্ভবত কেবল এটাই বলছে যে

যে মসিহ ইসরায়েলের মঙ্গল করবেন, এমনকি সেই পর্যায়েও

তিনি যে অসংখ্য অলৌকিক কাজ করেছিলেন, যা পীড়িতদের উপশম দিত এবং অসুস্থদের নিরাময় করত।

শয়তানের দ্বারা নির্যাতিত, এবং তবুও সমগ্র ইসরায়েল হিসেবে আমরা তাঁকে কঠোর ও প্রহৃত বলে গণ্য করতাম।

ঈশ্বরের এবং পীড়িত হওয়ার কথা, এবং তারপর পঞ্চম পদে বলা হয়েছে তিনি ক্রুশে কী করেছিলেন, আর আমি বিশ্বাস করি না।

চতুর্থ পদটি ঠিক সেভাবেই কথা বলছে, যেভাবে মথি এটি প্রয়োগ করেছিলেন।

তাঁর প্রকৃত আরোগ্যদান ও সৎকর্ম এবং শয়তানের দ্বারা নির্যাতিত সকলের বিষয়ে এবং তারপর

পঞ্চম পদে বলা হয়েছে, পাপ থেকে আমাদের আত্মাকে উদ্ধার ও সুস্থ করার জন্য তিনি ক্রুশের উপর কী করেছিলেন।

কিন্তু তিনি আমাদের অপরাধের জন্য আহত হয়েছিলেন, আমাদের অধর্মের জন্য ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন, তাঁর শাস্তি।

আমাদের শান্তি তাঁর উপর ছিল এবং তাঁর শক্তিতে আমরা আরোগ্য লাভ করেছি; আমরা সকলে মেষের মতো পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম।

প্রত্যেককে নিজ নিজ পথে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং প্রভু আমাদের সকলের অধর্ম তাঁর উপর চাপিয়ে দিয়েছেন — যিশাইয়

তিনি সত্যিই এই পদটি ব্যবহার করেন না যে, নিশ্চয়ই তিনি আমাদের ভার বহন করেছেন এবং আমাদের দুঃখ দূর করেছেন।

যিশু ক্রুশে যা করেছিলেন সে সম্পর্কে কথা বলতে তিনি এটি ব্যবহার করেন; তিনি ইসরায়েলের সেই উন্মাদনা দেখাতে এটি ব্যবহার করেন যে তারা তবুও তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল এবং তারপর যিশাইয় ক্রুশবিদ্ধকরণ নিয়েই আলোচনা করে।

এবং ঈশ্বর কীভাবে ও কী কাজে তা ব্যবহার করেন এবং যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য মুক্তি ক্রয় করতে তিনি কীভাবে তা ব্যবহার করেন।

খ্রিস্টের বিষয়ে, এবং এর কোনো কিছু যদি পরিষ্কার না হয়, তাহলে শেষে নির্দ্বিধায় জিজ্ঞাসা করতে পারেন। এটা আসলেই খুব...

পেন্টেকোস্টাল গির্জাগুলোতে এটা খুবই প্রচলিত যে তারা মূলত শেখায় যে, যে কেউ অসুস্থ তার...

বিশ্বাস রাখুন, কারণ এটি সত্যিই মিথ্যা প্রত্যাশা তৈরি করতে পারে এবং সেইসব প্রকৃত বিশ্বাসীদের বিশ্বাসকে সত্যিই বিপর্যস্ত করে দিতে পারে, যারা ধর্মগ্রন্থ জানে না এবং দেখে না...

এটা শুনতে দারুণ লাগে, ঐশ্বরিক নিরাময় এবং প্রায়শ্চিত্ত দুটোই, এবং যিশুর প্রতি বিশ্বাসী যে কারো জন্য।

আমাদের দুর্বলতা গ্রহণ করুন এবং আমাদের অসুস্থতা বহন করুন, যদি আপনার বিশ্বাস থাকে তবে আপনি আজই সুস্থ হতে পারেন এবং তারপর

লোকেরা আরোগ্য লাভের চেষ্টা করে, আবার তারা আরোগ্য পায় না এবং তারা চলে যেতে পারে, এটা কি আমার অবিশ্বাস?

এবং এটি নতুন বিশ্বাসীদের জন্য একটি ভয়ানক প্রতিবন্ধক হতে পারে এবং সঠিকভাবে দেখতে...

ধর্মগ্রন্থে এই বিষয়গুলো তাদের প্রেক্ষাপটে সত্যিই আমাদেরকে সেইসব থেকে বাঁচাতে পারে।

বিঘ্ন এবং যারা আমাদের কথা শোনে, তাই ১৮ পদ, এখন যখন যীশু বিশাল জনতাকে দেখলেন

তাঁর সম্পর্কে তিনি পরপারে চলে যাওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন, মনে রাখবেন সেটা, যখন

অধ্যায়ের শেষের দিকে ঝড় আসে, সে স্পষ্টভাবে বলেছিল যে তারা অপর পারে যাবে।

এবং একজন সিরীয় লিপিকার এসে তাঁকে বললেন, "গুরু, আমি বৃক্ষরাজির অনুসরণ করব, আপনি উদ্ধার করুন।"

আর যিশু তাঁকে বললেন, শিয়ালেরা পাখিদের বাসার জায়গাটা আটকে রেখেছে।

কিন্তু মনুষ্যপুত্রের যদি মাথা রাখার জায়গাই না থাকে... উম... আমি এলবার্ট বার্নসের ভাষ্য পড়ছিলাম এবং তিনি...

তিনি বললেন যে সম্ভবত এই শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিটি দেখেছিলেন যে যিশু কেবল অলৌকিক কাজই করছিলেন।

এবং এই লিপিকার সম্ভবত কৌতূহলবশত অথবা আরও অলৌকিক ঘটনা দেখার ইচ্ছায় যিশুকে অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন।

সম্ভবত সে বিনোদন পেতে চেয়েছিল এবং সম্ভবত সে এর থেকে আর্থিক সুবিধাও খুঁজছিল।

সে ভাবছিল যে, যিশু পৃথিবীতে মহিমান্বিত হবেন এবং ধনী হবেন।

এবং যারা তাঁকে অনুসরণ করবে, তারা পৃথিবীতে তাঁর সঙ্গে মহিমান্বিত হবে এবং তারা যাবে

পৃথিবীতে তাঁর সাথে রাজা হিসেবে রাজত্ব করুন এবং তাঁর প্রথম আগমনে তিনি ছিলেন এবং তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি ছিলেন

সে সম্ভবত ভেবেছিল যে এর মাধ্যমে সে ধনী হয়ে যাবে, তাই এবং এটাই এবং এবং

এই সাদৃশ্যটি আজও সত্য যে, আগমনের অর্থ কী, সে সম্পর্কে মানুষের সঠিক প্রত্যাশা থাকতে পারে।

যিশুর কাছে এবং আমরা জানি যে এমন কিছু লোক আছে যারা সমৃদ্ধির সুসমাচার প্রচার করে যা মূলত মানুষকে দেয়

একই মনোভাব যা এটিকে বর্ণনা করে এবং তাই ২০ পদে যিশুর উত্তর হলো মূলত

না বলা যে তার অলৌকিক কাজগুলো এবং তার অগ্রগতির জন্য সে যা যা করবে।

রাজ্যগুলো মানুষের স্বার্থপর লাভের জন্য নয়, মানুষের দেহের উপর ঢেলে দেওয়ার জন্য নয়।

আপনাদের মধ্যে যারা যাত্রাপুস্তক সম্পর্কে পরিচিত, তাদের মনে আছে পবিত্র অভিষেক কীভাবে...

তেলটা যা ট্যারিন ইকো-র জন্য ছিল, এটা হওয়ার কথা ছিল, এটা একটা চমৎকার ছিল, এটা একটা চমৎকার পারফিউম ছিল।

মলমের মতো এবং এর গন্ধ নিশ্চয়ই চমৎকার ছিল, কিন্তু এটি শুধুমাত্র সেবার কাজেই ব্যবহারের জন্য ছিল।

টারিন প্রতিধ্বনিতে ঈশ্বরের কথা ছিল যে, তা মানুষের দেহের উপর ঢেলে দেওয়া হবে না এবং ঈশ্বর আসলেই তা বলেছিলেন।

যে কেউ এর নকল তৈরি করে এবং তা নিজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে অথবা মানুষের উপর ঢেলে দেয়

সে আসলে বলেছিল যে তাদেরকে সেটার মধ্যে রাখা উচিত, এই মুহূর্তে আমার কাছে সেটার কোনো তথ্যসূত্র নেই।

কিন্তু যে কেউ একটা চাইলে, আমি জানি যে এটা যাত্রাপুস্তকে আছে। তো মূলত লিপিকার

সমৃদ্ধির সুসমাচারের প্রতি খুব একটা ইতিবাচক মনোভাব ছিল... উম, আমি শুধু নিশ্চিত হয়ে নিই যে এখানে আর কোনো নোট নেই।

তো, ব্যাপারটা মূলত এই যে, যিশু এটা স্পষ্ট করে দিচ্ছেন যে...

তার কাজগুলো মানুষের সমৃদ্ধির জন্য নয় এবং তাকে অনুসরণ করলে দুর্ভোগ পোহাতে হবে।

এবং সম্ভবত কষ্টভোগ করা, এমনকি শিয়ালদের মতো আশ্রয়হীন হয়ে পড়ার পর্যায়েও।

গর্ত আছে এবং কানের পাখিদের বাসা আছে, যিশু, সব সময় না কিন্তু মাঝে মাঝে থাকতো না।

তার মাথা গোঁজারও কোনো জায়গা ছিল না; তার জনসেবামূলক কাজের সময়কালে এমনিতেও তার কোনো নির্দিষ্ট থাকার জায়গা ছিল না।

পৃথিবীতে বাসস্থান, তাই ২১ পদ এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আরেকজন তাঁকে বললেন, প্রভু, প্রথমে আমাকে অনুমতি দিন।

আমার বাবাকে কবর দিতে যাওয়ার জন্য, কিন্তু যিশু তাকে বললেন, আমাকে অনুসরণ করো এবং মৃতদেরকে তাদের মৃতদের কবর দিতে দাও।

কেউ কেউ বলে, হয়তো এই লোকটির বাবা খুব বৃদ্ধ ছিলেন এবং সে ভেবেছিল তার প্রয়োজন ছিল

তার বাবার যত্ন নেওয়ার জন্য, আর তিনি তো তখনও জীবিত ছিলেন এবং তার প্রয়োজন ছিল... উম... সম্ভবত সে সংগ্রহ করতে চাইছিল।

একটি উত্তরাধিকার এবং সেই কারণেই তিনি এটা বলেছিলেন। আমার মনে হয় না ব্যাপারটা তেমন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর আমি যে কয়েকটি ভাষ্য দেখেছি, তাতে মনে হচ্ছে এই লোকটির বাবা খুব লোকটি মূলত যীশুকে বলছেন, "আমাকে একটি..."

কয়েক দিন পর আমি আপনাকে অনুসরণ করব এবং সম্ভবত মূল্যবান রাজ্যের বাণী প্রচার করব।

এবং তাই, এখান থেকে আমরা যা শিখতে পারি তা হলো, ম্যাথিউর একটি উক্তি আছে, এটি খুব ভালো।

অস্পষ্ট ও শালীন অপরাধ তখনই পাপে পরিণত হয়, যখন তা বৃহত্তর কর্তব্য পালনে বাধা সৃষ্টি করে। উম, এটা অনেকটা এরকম...

ধনী যুবক শাসক যিশু, বিশেষত যিশু এর দ্বারা খ্রিস্টানদের কখনও অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করছেন না।

তাদের পিতামাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অথবা যদি অন্য ব্যাখ্যায় হয়, কিংবা তাদের যত্ন নেওয়ার জন্য নয়।

পিতামাতা যখন বৃদ্ধ হন, তখন প্রথম ধর্মগ্রন্থের ৫:৮ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, যদি কোনো পুরুষ তার নিজের ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করে...

বিশেষ করে তার নিজের পরিবারের লোকদের জন্য সে ধর্মকে অস্বীকার করেছে এবং সে একজন কাফেরের চেয়েও নিকৃষ্ট।

একজন অবিশ্বাসী... উম... তবে ব্যাপারটা হলো এখানে... উম... ঠিক যেমন যিশু সেই ধনী যুবককে যেতে বলেছিলেন...

তার যা কিছু আছে সব বিক্রি করে গরীবদের দিয়ে দাও, তাহলে স্বর্গে তার ধন সঞ্চিত হবে এবং এসে তাঁর অনুসরণ করো।

ধনী যুবক শাসকের ক্ষেত্রে যিশু এই মর্মে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, তাকে তার হৃদয়কে তার থেকে পৃথক করতে হবে।

সম্পদগুলো, কারণ সেগুলো তার কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং প্রথম অন্বেষণের পথে একটি অন্তরায় ছিল।

ঈশ্বরের রাজা এবং সত্যই যীশুকে অনুসরণ করা এবং যীশু স্পষ্টতই এই লোকটির মামলায় স্বাক্ষর করেছেন যে সে যাচ্ছে

এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ফিরে আসা এবং তার বাবার দায়িত্ব পালনের অংশ হওয়াটা তার জন্য একটি বাধা হতে যাচ্ছিল।

ঈশ্বরের রাজার প্রতি তার আনুগত্যের নিরিখে স্নেহ এবং এবং সেই কারণে সে

তাকে বলা হয়েছিল যে, মৃতদেরকে তাদের মৃতদের বহন করতে দাও। যিশুও স্পষ্টতই জানতেন যে সেখানে ছিল।

আরও কিছু লোক ছিল যারা তার বাবাকে কবর দিতে এবং একটি অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।

এই ধর্মগ্রন্থে তিনি যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা বলছেন, এবং মৃতদের, যারা...

ঈশ্বরের কাছে জীবিত নয় যারা আছে, উম যারা মাঝে মাঝে থাকে, যদি এটা মৃত হতো, বিশেষ করে যেমন

ধর্মগ্রন্থের রোমীয় ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে উদাসীনতা বা সঠিকভাবে স্বীকৃতি না দেওয়া নিয়ে কথা বলতে এটি ব্যবহৃত হয়।

তাই সে মূলত বলছে, যারা ঈশ্বরের অনুগত নয় এবং যাদের নেই...

ঈশ্বরের প্রতি তোমার সত্যিকারের জীবন্ত বিশ্বাস নেই, তারা যেন শারীরিক মৃতদের দেখাশোনা করে এবং

এবং লূক ৯-এর সমান্তরালে, হয় এটি এর একটি সমান্তরাল অথবা অন্ততপক্ষে খুবই

একই রকম পরিস্থিতি, তিনি বলেন কিন্তু নিচে যাও, ঈশ্বরের রাজার সুসমাচার প্রচার করো, তাই পদ ২৩

এবং যখন তিনি একটি জাহাজে উঠলেন, তাঁর শিষ্যরা তাঁর অনুসরণ করল এবং দেখ, সেখানে এক প্রচণ্ড ঝড় উঠল।

সমুদ্রে এত বেশি ঢেউ ছিল যে জাহাজটি ঢেউয়ে ঢেকে গিয়েছিল, কিন্তু সে ঘুমিয়ে ছিল, এখান থেকেই আমরা শিখি।

আমরা পড়ি যে, যিশুকে সব দিক দিয়ে আমাদের মতোই সৃষ্টি করা হয়েছিল, শুধু তিনি ছিলেন পাপহীন।

ইব্রীয় ২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, তিনি স্বর্গদূতদের প্রকৃতি গ্রহণ করেননি, কিন্তু তিনি স্বর্গের আসন গ্রহণ করেছিলেন।

অতএব সকল বিষয়ে আব্রাহামের অনুরূপ হওয়া তাঁর জন্য উপযুক্ত ছিল।

তাঁর ভাইদের প্রতি, যেন তিনি একজন দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হতে পারেন এবং ঈশ্বর-সম্পর্কিত বিষয়সমূহ।

জনগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে, কারণ তিনি নিজে প্রলোভিত হয়ে দুঃখভোগ করেছিলেন।

যারা প্রলুব্ধ হয়, তাদেরও সুরক্ষিত করতে সক্ষম; তাকে শারীরিক দেহের সাথে আসা যন্ত্রণা, সমস্যা এবং বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করতে হয়েছিল। এটিও একটি

জ্ঞানবাদের প্রতি তিরস্কার—উম, এই ধারণা যে জ্ঞানবাদীরা শিক্ষা দিত মানুষের দেহ জন্মগতভাবে মন্দ।

তারা এটাকে পাপ করার লাইসেন্স হিসেবে ব্যবহার করত, কারণ তারা বলত, তুমি যা-ই করো না কেন, তোমার শরীরের কোনো মূল্য নেই।

কারণ তারা বলেছিল যে শরীর তো খারাপ আর আত্মা ভালো, তাই তারা বলেছিল আমরা

হৃদয়ে ঠিকই, কিন্তু শরীরে দুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, এবং বৈশিষ্ট্যযুক্ত হওয়ার জন্য

তাদেরকে এটা অস্বীকার করতে হয়েছিল যে যিশুর একটি শারীরিক দেহ ছিল এবং আমরা এখানেও দেখি, সেইসাথে আরও অনেকে।

অন্যান্য অনুচ্ছেদে এমনটা বলা হয়নি; শারীরিক দেহের মাংস স্বভাবগতভাবে মন্দ নয় এবং খ্রীষ্টেরও আমাদের মতোই একটি শারীরিক দেহ ছিল, তবুও তিনি কখনও পাপের কাছে নতি স্বীকার করেননি।

তো ২৫ নং পদে, তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে জেগে উঠে বললেন, "প্রভু, আমাদের রক্ষা করুন, আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি।" তখন তিনি তাদের বললেন, "হে অল্পবিশ্বাসীগণ, তোমরা কেন ভীত?" তারপর তি
তিরস্কার করলেন।

বাতাস ও সমুদ্র ছিল এবং সেখানে ছিল চরম শান্তি, কিন্তু লোকেরা অবাক হয়ে বলতে লাগল, এ কেমন মানুষ?

এমনকি বায়ু ও সমুদ্রও তাঁর আজ্ঞা পালন করে এবং সম্ভবত এটি গীতসংহিতা ৬৫-এর একটি উল্লেখ ছিল।

কারণ বাইবেলে ইতিমধ্যেই ঢেউ এবং সমুদ্রকে শান্ত করাকে এমন একটি কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যা

ঈশ্বর এমনটা করেন, সুতরাং এখানে আমরা আরও একটি প্রমাণ পেলাম যে খ্রিষ্টই ঈশ্বর। অবশ্যই আমাদের কাছে এর চেয়েও ভালো প্রমাণ আছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, আপনি যদি ৬৫ অধ্যায়ের পাঁচ থেকে সাত পদ সারসংক্ষেপ করতে চান, তবে এটিও তার মধ্যে একটি।

ধার্মিকতায় ভয়ংকর বিষয়ের দ্বারা তুমি আমাদের উত্তর দেবে, আমাদের পরিত্রাণের ঈশ্বর, যিনি আছেন

পৃথিবীর সকল প্রান্তের এবং সমুদ্রের উপরস্থ আমাদের আলফার বংশধরদের আস্থা, যা দ্বারা

তার শক্তি পর্বতমালাকে অতিক্রম করে এগিয়ে নিয়ে গেল, যা ক্ষমতার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং যা তখনও...

সমুদ্রের গর্জন, তাদের পথের কোলাহল এবং জনগণের হট্টগোল, আর যদি আপনি গীতসংহিতা ৯৪-এ যান

আমি এখন সেদিকে যাব না, কিন্তু সমুদ্র শান্ত করার পাশাপাশি ঈশ্বরের লোকদের ওপর নিপীড়নও প্রায়শই ঘটে থাকে।

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের সাথে তুলনা করলে, আপনি তা দেখতে পাবেন যদি গীতসংহিতা ৯৩ পড়েন এবং আমার মনে হয় এটিতে আছে

গীতসংহিতা ৯৪, সুতরাং এখানেও একটি শিক্ষা আছে, উম, নিপীড়ন এবং তা মোকাবেলা করার বিষয়ে।

ম্যাথিউ থেকে প্রাপ্ত সাধারণ বিষয় হলো এই অনুচ্ছেদ এবং আমাদের মধ্যে আসন্ন ভয়ের ব্যাপকতা।

বিপদসমূহ বিশ্বাসের অভাব নিয়ে তর্ক বা প্রমাণ করতে পারে না, বরং এক দুর্বল বিশ্বাসকেই প্রমাণ করে, যা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তা ভঙ্গ করে না।

আঘাত, ক্ষত, নলখাগড়া বা ধোঁয়া ওঠা কণা নিভিয়ে দেওয়া তাকে নিরুৎসাহিত করবে না, তাই সে তাদের দেবে।

তাঁর দেবত্বের একটি প্রমাণ, সুতরাং এরপর ২৮ নং পদে, এবং যখন তিনি অপর পারে আসলেন

এবং আরও একটি বিষয় আছে, ২৩ থেকে ২৭ পদ সম্পর্কে, যিশু তাদের তিরস্কার করেছিলেন কারণ তারা

২৬ পদে অল্প বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, কারণ তিনি ১৮ পদে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে তিনি দিয়েছিলেন

ওপারে চলে যাওয়ার আদেশ, যাতে তারা প্রভুর কাছ থেকে একটি বার্তা পায়।

যার উপর তারা ভরসা রাখতে পারত এবং এই ঝড় আসার সময় এতটা বিচলিত হতো না।

তবুও তারা সঠিক ছিল, ঝড়ের সময় যিশুর কাছে আসাটা তাদের জন্য সঠিক ছিল।

তারা এসেছিল, তারা সঠিক ব্যক্তির কাছে গিয়েছিল, তারা সঠিক কাজটি করেছিল যদিও সেখানে

তারা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উত্তেজিত ও বিচলিত ছিল এবং সেটাই ছিল মূল কারণ।

আমরা মথি থেকে এইমাত্র যে অংশ বা উদ্ধৃতিটি পড়লাম, পৌল সে বিষয়েই কাজ করছিলেন, তাই ২৮ পদ এবং যখন তিনি এসেছিলেন

অপর পারে গ্রেগিসদের দেশে দৃশ্য, সেখানে দুজন লোক এবং দুজন ভূতে ধরা ব্যক্তি আসছে।

সমাধিগুলো থেকে এমন ভয়ঙ্কর শব্দ ভেসে এল যে, সে পথে কেউ যেতে পারত না, আর দেখো, তারা চিৎকার করে উঠল।

তারা বলছে, হে ঈশ্বরের পুত্র, যিশুর সাথে আমাদের কী সম্পর্ক? তারা সময়ের আগেই আমাদের যন্ত্রণা দিতে এখানে আসবে।

এবং তাদের থেকে বেশ খানিকটা দূরে ছিল, আচ্ছা আমি এখানেই থামছি, ২৮ এবং ২৯ নং পদে একটি

এর সমান্তরাল উদাহরণ মার্কের পঞ্চম অধ্যায় এবং লুকের অষ্টম অধ্যায়ে পাওয়া যায়, যে বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব না।

কিন্তু ঐ দুটি অনুচ্ছেদে এই দেশটিকে সমাবেশের দেশ বলা হয়েছে।

আমরা গ্রেগিস দৃশ্যগুলো সম্পর্কে পড়েছি, এখন এর কারণ হলো, উম, এটা তখনকার ঘটনা যখন তারা এসেছিল...

সমুদ্রের অপর পারে তারা এখন ক্যাপিলাস অঞ্চলে ছিল, যা মূলত আমরা যা দেখতাম

এখনই ফোন করুন দক্ষিণ-পূর্ব সিরিয়া, সম্ভবত মাত্র দুইবারের মধ্যে একবার যখন যিশু ইসরায়েল দেশ ত্যাগ করেছিলেন।

আর অন্যটি নিয়ে আমরা মথি অধ্যায় ১৫-তে আলোচনা করব, কৈশিকনালয়টি এর মধ্যে ছিল না।

ক্যালি বা জুডিয়ার সীমানা কিন্তু এটা ঠিকই ছিল, জানেন তো, ঠিক যখন আপনি সেখানে পৌঁছাবেন

একটি জাতির সীমানা এবং দুটি সংস্কৃতির মধ্যে একটা অস্পষ্টতা তৈরি হয়।

আমি নিউ ইয়র্কের বাফেলোতে থাকি এবং বাফেলো নিউ ইয়র্ক অন্যান্য বেশিরভাগ শহরের তুলনায় অনেক বেশি হকি-কেন্দ্রিক শহর।

মার্কিন শহরগুলোতে, কারণ হকি একটি কানাডীয় খেলা, এবং তাই আপনি বোস্টন, বাফেলো এবং উত্তর-পূর্বের অন্যান্য শহরগুলিতে, যেগুলো কানাডার খুব কাছাকাছি, দেখতে পাবেন যে তারা কেবল...

হকিতে কানাডিয়ানদের মতো জনপ্রিয় হলেও যুক্তরাষ্ট্রের বাকি অংশের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তেমন নয়।

সুতরাং, এই জনগোষ্ঠীটি এমন ছিল যে, যদিও তারা ইসরায়েল ভূখণ্ডে ছিল না, তবুও সম্ভবত তারা

এখনও এখানে অনেক ইহুদি আছে এবং এমনকি যারা ইহুদি ছিল না তারাও ইহুদি রীতিনীতি সম্পর্কে জানত।

এটা গুরুত্বপূর্ণ হবে, তো... ক্যাপিলাস-এর আক্ষরিক অর্থ হলো ১০টি শহর... শহরগুলোর মধ্যে একটি।

একে ইয়েদিরা এবং অন্যগুলোকে বলা হতো এবং অন্যদের মধ্যে একজনের নাম গুরগেসা, তাই এটা যুক্তিসঙ্গত।

এই উপসংহারে আসা যায় যে, যেহেতু এটিকে গুরগিসিনদের এবং অন্যান্য সুসমাচারগুলোর দেশ বলা হয়ে থাকে

বকবকানিগুলো শুনে সম্ভবত এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এই ঘটনাটি ঘটেছিল, এটি ঘটেছিল...

আমরা জানি দেশটিতে এটি সম্ভবত গুরগেসা এবং গেদিরার মধ্যবর্তী কোনো এক জায়গায় ঘটেছিল, এবং তারপর অন্যটি।

গসপেল বিবরণ অনুযায়ী, মাত্র একটিই আছে, উম, মাত্র একটিই আছে, যেটার কথা মনিক বলেছিল এবং এখানে এবং এখানে আছে।

দ্বিতীয়ত, বিষয়টি আকর্ষণীয়। ২৯ নং পদে আমরা দেখতে পাই যে, শয়তানরা নিজেরাই স্বীকার করেছিল।

যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়। এখন অনেক মানুষ, অনেক গির্জা যে কাউকে খ্রিস্টান বলে ডাকে।

কারণ তারা শয়তানদের মতোই যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করে, তাই তাদের সংজ্ঞা অনুসারে এরা

এই শয়তানরা হবে খ্রিস্টান এবং আমরাও, আর যাকোব তাঁর ২য় অধ্যায়ে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তুমি আমাদের বিশ্বাস করো যে একজনই ঈশ্বর আছেন। তুমিও তাই করো। তুমি কি জানবে যে

এবং কম্পিত হও, তুমি কী জানতে চাও, মানুষের আজ্ঞা পালন করতে পারো যে কর্মবিহীন বিশ্বাস মৃত এবং সে এটা এটা নয়

যিশু যে ঈশ্বরের পুত্র, শুধু এটুকু স্বীকার করাই যথেষ্ট, কারণ শয়তানরাও তাই করে, যদি না আপনি তা না করেন...

যদি তোমার তাঁর প্রতি অনুগত হৃদয় এবং সত্যিকারের আস্থা না থাকে, তাহলে সেটা একটা...

যাকোব ২ অধ্যায়ে যেমন বলা হয়েছে, বিশ্বাস মৃত; আর তাই তারা যীশুকে আহার করায় এবং তারা আমাদের যন্ত্রণা দিতে এখানে আসবে।

সময়ের আগে এবং তাই ৩০ নং পদে তাদের থেকে বেশ কিছুটা দূরে ছিল এবং অনেক শূকরের পায়ের কথা শোনা গিয়েছিল।

সুতরাং যদি এগুলি ইহুদিদের মালিকানাধীন হত, তাহলে পুরাতন চুক্তি অনুসারে ইহুদিদের জন্য সেগুলি ব্যবহার করা বেআইনি ছিল।

এরা ইহুদি না হলেও শূকর পালন করত, তবুও তারা এমন লোক ছিল যারা ইহুদি প্রথা সম্পর্কে জানত।

যারা ইহুদিদের খুব কাছাকাছি বাস করত, যেমনটা আমরা বলেছিলাম যে ইহুদি সংস্কৃতি অনেকটাই প্রভাবশালী হতো।

এখানে প্রভাবশালী ছিল কারণ এটি গ্যালির দেশের খুব কাছে ছিল, কিন্তু আপনি জানেন আমরা কী বিবেচনা করব

গ্যালি ও জুডিয়া মূলত ইসরায়েলের ভূমি। তো এই লোকেরা হয় ইহুদি ছিল যারা...

ঈশ্বরকে উত্যক্ত করা এবং সেই চুক্তির বিরুদ্ধে গান গাওয়া, যেটার ওপর তাদের আস্থা ছিল বা তারা

এমন কিছু লোক ছিল যারা শূকর পালনের মাধ্যমে অন্যান্য ইহুদিদের পাপের দিকে উসকানি দিচ্ছিল, তাই সম্ভবত লোকেরা

যে আরও ভালো জানত, তাই ৩১ নং পদে শয়তান তার পাশে থেকে বলছে, যদি তুমি আমাদের তাড়িয়ে দাও, তবে আমাদের সহ্য করো।

শূকরের পালে চলে যেতে... হিতোপদেশ ৪:১৬-তে দুষ্ট লোকদের বিষয়ে বলা হয়েছে যে তারা

ঘুমায় না, যদি না তারা দুষ্টুমি করে। আমি কথাটা হুবহু উদ্ধৃত করছি না, কিন্তু এর মধ্যে কিছু একটা আছে।

শয়তান আর তার অনুচরেরা সবসময় দুষ্টুমি করার সুযোগ খোঁজে এবং তারা দেখে যে তারা

বিতাড়িত হতে চলেছে এবং তারা যা করতে চায়, অর্থাৎ দুষ্টুমি, তাই তারা মিনতি করে।

যিশু তাদের শূকরদের মধ্যে পাঠাতে এবং তিনি ৩২ পদে যখন তাদের যেতে বললেন এবং যখন তারা

তারা বেরিয়ে এসে শূকরের পালের মধ্যে ঢুকল এবং দেখল, শূকরের পুরো পালটা প্রচণ্ডবেগে দৌড়ে পালাল।

খাড়া জায়গা থেকে সমুদ্রে পড়ে পানিতে ডুবে মারা গেল, এটি একটি দারুণ পর্যালোচনা।

যিশু সম্পর্কে মানবতাবাদী ধারণা... উম... উম... যারা বলেন মানুষের সুখই সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল।

এবং তারা যিশুকে একটি মূর্তিতে পরিণত করে, যাকে তারা যিশু বলে ডাকে; মূলত এটি তাদের মানবতাবাদেরই একটি অংশ।

এটা সাধারণত তাদের মানবতাবাদকে খেয়ে ফেলে... উম... এই অনুচ্ছেদটি যিশুর প্রতি একটি অদ্ভুত তিরস্কার... উম...

ঈশ্বরের আইন লঙ্ঘনের শাস্তিস্বরূপ যিশু এই শয়তানগুলোকে শূকরগুলোর মধ্যে প্রবেশ করতে দিয়েছিলেন এবং এর ফলে স্পষ্টতই প্রচুর অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছিল।

কিন্তু আসল ঘটনা হলো, আমরা ২৮ নং পদে দেখতে পাই যে এই লোকেরা শয়তান দ্বারা আবিষ্ট ছিল এবং তাদের উপর আক্রমণ আসছিল।

কবরগুলো থেকে তারা সবার আগে বের হচ্ছিল, যেন কোনো মানুষ সেই পথ দিয়ে যেতে না পারে, যিশু

তবুও এই লোকটির ভেতর থেকে এই শয়তানদের বের করে দিয়ে তাদের একটি বিরাট উপকার করা হয়েছে।

এর মাধ্যমে তিনি তাদের দেশকে আরও অনেক বেশি নিরাপদ করে তুলেছিলেন এবং তাদের প্রকৃত উপকার করেছিলেন।

কিন্তু এই লোকেরা খুব খুব ভুল প্রতিক্রিয়া দেখাবে এবং তারা... এবং তারা...

তারা খ্রিষ্টের চেয়ে তাদের অর্থনীতিকে বেশি মূল্য দেবে এবং এমনকি তারা তাদের

খ্রীষ্টের চেয়ে তাদের নিজেদের নিরাপত্তা ও শান্তি, কারণ আমরা ৩৩ পদে তা দেখতে পাব।

এবং ৩৪ যে তারা শূকরগুলোর ক্ষতির কারণে যতটা না ক্ষুব্ধ হয়েছিল, তার চেয়ে কম ক্ষুব্ধ হয়েছিল অন্য বিষয়গুলোর কারণে।

খ্রিস্টের করা এই চমৎকার অলৌকিক কাজের মাধ্যমে তাদের কাছে আসা আশীর্বাদ এবং তাদের যে নিরাপত্তা ছিল

সেখানে তারা যে শান্তি লাভ করেছিল, তা ৩৩ নং পদে বর্ণিত আছে এবং যারা রক্ষা করেছিল

যারা পালিয়ে শহরে নিজেদের পথে চলে গেল, তারা সবকিছু বলে গেল, যা কিছু ছিল এবং যা কিছু ছিল।

শয়তানের আছরে পড়ার ফলে তারা পুরো ঘটনাটা জানতে পেরেছিল, ব্যাপারটা এমন নয় যে তাদের কাছে ছিল

কেবল শূকরদের কথাই শুনেছি, কিন্তু ভূতগ্রস্ত মানুষগুলোর কথা শুনিনি; তারা এবং তাদের ফলনের উপর থাকা।

তারা উভয় বিষয়ই জানত, তাই ৩৪ নং পদে লেখা ছিল, আর দেখ, সমস্ত নগরবাসী যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে এল এবং যখন তারা

তারা তাকে দেখেছিল যে সে তাদের উপকূল থেকে চলে যাবে এবং আমাদের কাছে এমন কোনো রেকর্ড নেই যে সে কখনো...

পুঁজিবাদীর পাঠে ফিরে এলাম কিন্তু আমরা অন্যান্য সুসমাচার থেকে জানি যে উম

যাদের মধ্য থেকে যিশু তাঁর ভূত তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অন্তত একজন বলেছিলেন যে তিনি যিশুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যেন তিনি

সে হয়তো তার সাথে ছিল, কিন্তু যিশু তাকে তা করতে দেননি, বরং তাকে তার বন্ধু ও পরিবারের কাছে বাড়ি ফিরে যেতে এবং যিশু তার জন্য কী কী মহান কাজ করেছেন তা তাদের বলতে বলেছিলেন। তা পুঁজিবাদের জগতে ফিরে যাবেন না, তবুও তিনি নিজেকে একা রেখে যাননি।

এইসব ভূতগ্রস্ত লোকদের মধ্যে অন্তত একজনের সাক্ষ্য দ্বারা, যাদেরকে তিনি বের করে দিয়েছিলেন, সুতরাং ৯১

এবং তিনি একটি জাহাজে আরোহণ করে ওপারে গিয়ে নিজের শহরে আসলেন, তাই আমি পড়তে যাচ্ছি...

মথি ৮:৩৪-এর এই অনুচ্ছেদটি, অর্থাৎ লোকেরা ও নগরী সম্পর্কে অ্যালবার্ট বার্নসের বিষয়ে অ্যালবার্টের মন্তব্য।

সম্ভবত সম্পত্তির ক্ষতি করার জন্য তাকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যেই এসেছিল, কিন্তু তাকে দেখে এবং

তার উপস্থিতিতে অস্বস্তি বোধ করে তারা কেবল তাকে অনুরোধ করলো তাদেরকে তাদের উপকূল থেকে, তাদের সমকক্ষদের থেকে, চলে যেতে।

তাদের দেশে এটি দেখায় যে শয়তানের পরিকল্পনা হলো ত্রাণকর্তার বিরুদ্ধে মানুষকে বিদ্বেষগ্রস্ত করা এবং এমনকি

খ্রীষ্ট যা করেন, তাকে এমন একটি উপলক্ষ করে তোলা, যার কারণে তারা চাইবে যেন তিনি তাদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেন।

লোভ বা লালসার কারণে এই লোকেরা ত্রাণকর্তার চেয়ে নিজেদের সম্পত্তিকে বেশি পছন্দ করত; তারা একে এতটাই ভালোবাসত যে

তারা অলৌকিক ঘটনার প্রমাণ এবং তিনি তাদের প্রতি যে মঙ্গল করেছিলেন, সে বিষয়ে অন্ধ ছিল।

দুঃখী মানুষ যারা অবিলম্বে সুস্থ হয়ে ওঠে, মানুষের পক্ষে পৃথিবীকে ভালোবাসা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

গেডিরার অধিবাসীদের মালিকানাধীন সম্পত্তির মতো সম্পত্তিতেও ভালোবাসার অনেক কিছু আছে, এতটাই যে তাতে কোনো সৌন্দর্যই চোখে পড়ে না।

ধর্ম হোক বা না হোক, প্রকৃত ধর্মে কোনো সৌন্দর্য নেই এবং ত্রাণকর্তার মধ্যে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, এবং তা ত্যাগ করার পরিবর্তে যিশুকে তাদের থেকে সরে যাওয়ার জন্য মিনতি করা—এটিই সবচেয়ে আকর্ষণ

সবচেয়ে পরিত্যক্ত পাপসমূহ ৩, আমার মনে হয় যখন সে বলে সবচেয়ে পরিত্যক্ত পাপসমূহ, তখন সে সবচেয়ে বেশি বোঝাতে চায়...

আমার মনে হয় তিনি সেইসব সবচেয়ে অসুবিধাজনক পাপের কথা বলছেন, যা এই পৃথিবীতেও মানুষকে কষ্ট দেয়।

তাই সরাসরিভাবে সবচেয়ে নিচু, সবচেয়ে ঘৃণ্য কণ্ঠস্বরগুলো প্রায়শই যিশুর উপস্থিতির চেয়েও বেশি প্রিয় হয়।

এবং তাঁর পরিত্রাণের সমস্ত আশীর্বাদের চেয়েও বড় কথা হলো, আমি ভাবি লূকের ১৯ অধ্যায়ে যিরূশালেমের বাসিন্দাদের

তিনি তাদের বলেছিলেন, এটা ছিল ১৯৪১ সালে লূকের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগের সপ্তাহ এবং যখন তিনি

সেখানে এসে তিনি নগরটি দেখলেন এবং তার জন্য কেঁদে বললেন, যদি তুমি পরিচিত হও, অন্তত তুমিও

অন্তত এই দিনে, যে বিষয়গুলো তোমার শান্তির জন্য অপরিহার্য, সেগুলো এখন তোমার রাত্রি থেকে আড়াল; কারণ সেই দিন তোমার উপর আসবে, সেই মহাবিপদ তোমার চারপাশে একটি পরিখা খনন করে

তোমাকে চারিদিকে পরিবেষ্টন করে এবং প্রত্যেক স্থানে ভিতরে রাখব এবং তোমাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেব এবং তোমার

তোমার অন্তরে সন্তানগণ থাকবে এবং তারা তোমার মধ্যে একটি পাথরের উপর আরেকটি পাথর রাখবে না, কারণ তুমি জানতে।

তোমার আগমনের সময় নয়... কী এক কঠিন সত্য, এবং আমরা... এবং আমরা মানুষকে বলতে চাই

সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে আমরা বলতে চাই যে, এটি এমন একটি দিন যেখানে আপনি করুণা খুঁজে পেতে পারেন এবং আমরা চাই...

আমরা প্রকৃত অনুতাপ ও প্রকৃত পবিত্রতার প্রচার করতে চাই এবং সুসমাচারের শর্তাবলী হুবহু সেভাবেই রাখতে চাই।

প্রভু তাদের সৃষ্টি করেছেন, আমরা প্রচার করতে চাই, পথটি সংকীর্ণ এবং আমরা মানুষকে দেখাতে চাই।

যিশুর শ্রেষ্ঠত্ব এবং আমরা তাদের দেখাতে চাই যে তিনি জগতের সমস্ত কিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

ঈশ্বরের সাধারণ বিচার ও পাপের প্রকৃত রূপ প্রকাশিত হওয়ার এবং তার জন্য বিচারিত হওয়ার আলোকে।

যীশুকে গ্রহণ করতে, তাঁর রাজ্য অন্বেষণ করতে এবং তাঁর শিষ্য হতে আমাদের যে কোনো কষ্টই সহ্য করতে হোক না কেন, তা সম্পূর্ণ সার্থক।

যে জিনিসগুলো এখন আমাদের শান্তির অংশ, যেগুলো আমরা কেবল আঁকড়ে ধরতে পারি।

এই জীবনে, ঈশ্বরের ক্রোধের প্রেক্ষাপটে এটি সত্যিই এক সুসংবাদ।

মানুষের সমস্ত অধার্মিকতা ও অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে এটি স্বর্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং খ্রীষ্ট হলেন একটি দ্বার।

আমার দ্বারা যদি কোনো পুরুষ প্রবেশ করে, তবে সে পরিত্রাণ পাবে। এটা ঈশ্বরের ১০:৯ অধ্যায়ে আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। উম... তাই আমি...

আমি এখানেই শেষ করছি, ঠিক আছে? আমি শুধু এই বলে শেষ করতে চেয়েছিলাম যে, ধর্মোপদেশ থেকে...

এর একপাশে, মার্কের সমান্তরালে, মার্ক ৫১৯-এ, জানেন তো, আমাদের এমন অনেক লোক আছে যারা বিশ্বাস করে।

তারা পরিত্রাণ পেয়েছে এবং পরিত্রাণের অবস্থায় থেকে এক পবিত্র ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করছে, তবুও তারা কখনো

তারা কোনো কিছুতেই আপোস করতে চায় না এবং আমি যা বলতে চাই তা হলো, তারা বন্ধুত্বের সাথে কখনোই আপোস করতে চায় না।

অথবা তাদের পরিবারকে এমনভাবে বিপদে ফেলে যে তারা তাদের বন্ধু ও পরিবারের কাছে যিশুকে প্রকাশ করতে ভয় পায় এবং উদাহরণস্বরূপ, লূক ১২:৫১ থেকে ৫৩ অধ্যায়ের মতো অধ্যায়ে পড়তে ভয় প

যেখানে বলা হয়েছে তোমরা বিভক্ত হবে, যিশু এই পৃথিবীতে শান্তি আনতে আসেননি, বরং বিভেদ সৃষ্টি করতে এসেছেন।

আমার মনে হয়, বিশ্বাসে দৃঢ় থাকতে হলে তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরিবারের সদস্যদেরও পুরোপুরি ক্ষমা করে দেবে।

এবং তাদের কাছে ধর্মপ্রচার না করা এবং ঈশ্বর সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্যটা না বলা; অবশ্যই তারা জানে যে তারা খ্রিস্টান।

অবশ্যই তারা জানে যে তারা গর্ভপাত এবং এই সমস্ত বিষয় পছন্দ করে না, কিন্তু তারপর কিছু লোকের আছে

অজুহাত, যখন আমি বিশ্বাসে নবীন অথবা জানেন তো, আমি চার বছরের বাইবেল কলেজে যাইনি, আচ্ছা বেশিরভাগ

বাইবেল কলেজে আমরা যাদের দেখি, তারা মতবাদ নিয়ে এতটাই বিভ্রান্ত যে ব্যাপারটা হাস্যকরও বটে।

আজকাল কাউকে বাইবেল কলেজে যেতে উৎসাহিত করা উচিত নয়, কারণ সেগুলো সবই ভ্রান্ত ধারণার সাথে জড়িয়ে আছে।

মতবাদ অনুসারে, মার্ক ১৯-এর সমান্তরাল অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, এটা হলো ভূত তাড়ানোর পরের ঘটনা।

এই লোকটা অবশ্য যিশুর সঙ্গে থাকতে ও তাঁর সঙ্গে সময় কাটাতে চেয়েছিল, বুঝলেন তো?

তাঁর সাথে প্রচার করো, কিন্তু মার্ক ৫:১৯ এ লেখা আছে, কী করে হয়, যীশু তাঁকে অনুমতি দিলেন না, বরং তাঁকে বললেন, যাও

তোমার বন্ধুদের বলো, প্রভু তোমার জন্য কত মহান কাজ করেছেন এবং তোমার প্রতি করুণা করেছেন।

এবং আমি মনে করি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যখন আমরা কাউকে শিষ্যত্বে দীক্ষিত করি, জানেন তো, তাদের সবকিছু জানার প্রয়োজন নেই।

৩০০ বাইবেলের শ্লোক মুখস্থ করতে হলে তাদের তথাকথিত বাইবেল কলেজ বা ওই জাতীয় কোনো কিছুর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে না।

ওই জিনিসটার জন্য তাদের শুধু সর্ষের দানার মতো এক চিমটি বিশ্বাস থাকতে হবে, তাদের সত্যিকার অর্থে অনুতপ্ত হতে হবে।

ঈশ্বরীয় শোকে করিন্থীয় ৭:১০ এবং তারপর তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে এবং তারপর

অবশ্যই আমরা তাদের শিষ্যত্ব দান করি এবং তারা আরও জ্ঞানী ও বিশ্বাসে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, কিন্তু আমি অনেক সময় দেখি...

যেখানে লোকেরা খরচ করবে এবং এর মধ্যে আমিও অন্তর্ভুক্ত, আট বছর ধরে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে বসে ছিলাম যে আমি...

আট বছর ধরে আমার তথাকথিত খ্রিস্টীয় জীবনযাপনের জন্য আমার লজ্জা হওয়া উচিত, তাই আমি ভেবেছিলাম এবং কারো কাছে ছিল না

আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন, এমনকি সেই যাজকও, যিনি নিজেকে আমার তত্ত্বাবধায়ক বলতেন, যদিও তিনি আদৌ কোনো যাজক ছিলেন না, কিন্তু আমি

সবাইকে আজ যা পড়লাম তা আবার পড়তে উৎসাহিত করুন এবং সাথে যান...

বাইবেলের অন্যান্য বইগুলোতেও, মার্ক ফাইভ-এও এটা আছে।

এটা মার্ক ফাইভ ইলেভেন নয় এবং এটা ১৯ পর্যন্ত যায়, তাই এটা সত্যিই অসাধারণ যেখানে মানুষ

অজুহাত তৈরি করুন এবং আমাদের এই লোকদের বাইরে বের হতে উৎসাহিত করতে হবে এবং আপনি জানেন আমাদের প্রয়োজন

সত্যিকারের শিষ্য তৈরি করতে, তো আমি দেখছি মিস্টার জেরেমি রাইস ফোনে এসেছিলেন, আমি তার ছোট্ট ইয়ারবাডের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

ওখানে একটু গুঞ্জন হচ্ছে, তাই আমি জানি এটা এসে গেছে। শুভ সন্ধ্যা ভাই।

ওর মাইক্রোফোন কি মিউট করা আছে? আমার তো মনে হলো ওর কথা ঠিকঠাকই শুনেছি, হয়তো শুনিনি। উম... আমি রেকর্ডটা বন্ধ করার আগে, কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে? উম... রেকর্ডটা বন্ধ করার ত

ঠিক আছে ভাই আরিন, আপনি শেখানোর কাজটা খুব ভালোভাবে করেছেন, তাই আমি এটা রেকর্ডিং থেকে সরিয়ে নিচ্ছি।

এইখানে, এরপর আমরা যেতে পারি। আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করতে চেয়েছিলাম। আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।

আমরা আজ রাতে শেষ করব, আমরা সহভাগিতায় যাব।

মথি লিখিত সুসমাচারের ফাইল-অধ্যয়ন – অধ্যায় ৯-১০ (১-৪), সপ্তাহ ৮

শুভ সন্ধ্যা সবাইকে এবং গ্লোবাল মিশন ফর চিলড্রেন বাইবেল স্টাডিতে আপনাদের স্বাগতম। আমরা প্রতি মঙ্গলবার রাত ১০.৩০ মিনিটে (ইস্টার্ন টাইম) এবং অবশ্যই সারা বিশ্বে বিভিন্ন সময়ে এটি করে থাকি।

অবশ্যই, আমরা খ্রীষ্টের দেহকে গঠন করার জন্য এটা করি এবং এ পর্যন্ত আমরা আমাদের প্রবাসী মিশনারিদের জন্যও একটি বিশেষ কাজ করে থাকি।

কেনিয়া, বাংলাদেশ ও ভারতে আমাদের মিশনারি আছেন, তাই আমরা সেইসব মানুষদের স্বাগত জানাই, তারা যেখানেই যান না কেন।

তাঁরা সরাসরি আমাদের সাথে যোগ দেবেন অথবা রেকর্ডিংয়ে শুনছেন।

আমরা তোমাদেরকে সত্যিই ভালোবাসি এবং তোমাদেরকে সমর্থন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি।

শারীরিক ও আর্থিক উপায়ের পাশাপাশি এই শিক্ষাগুলোর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উপায়েও।

আমি মনে করি অবশ্যই এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

তারা এক-দুই ডলার দিতে পারেন, কিন্তু খুব কম লোকের কাছেই বাইবেল থাকে, যেমনটা আমাদের বিশ্বাস যে ব্রাদার অ্যারন এবং এই কলে আমাদের সাথে যোগ দেওয়া আরও কয়েকজন প্রিয় ভাইয়ের কাছে

সুতরাং আর দেরি না করে আমরা এখান থেকেই শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা মথি লিখিত সুসমাচার নিয়ে আলোচনা করব।

আমরা ১ থেকে ৮ পর্যন্ত অধ্যায়গুলো সম্পন্ন করেছি।

আজ আমরা নবম অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি, তাই আমি এখন আপনার কাছে দায়িত্ব তুলে দিচ্ছি, ভাই অ্যারন। ধন্যবাদ।

সুযোগটির জন্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ভাই জিমি।

তো আমরা এখন মথি ৯:১ অধ্যায়ে আছি এবং আমি এখান থেকেই শুরু করব।

তাই বলা হয়েছে, "তিনি একটি জাহাজে আরোহণ করে পার হয়ে নিজের শহরে প্রবেশ করলেন।"

সুতরাং শেষ অধ্যায়ের শেষে গেরগেসেনীয় ও গাদারেনীয় লোকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে,

গেরগেসীয় এবং মথি এবং এতে গাদারীয় এবং অন্যান্য সুসমাচারের উল্লেখ আছে এবং আমরা আলোচনা করেছিলাম যে স্থানে যিশু সবেমাত্র ভূতগ্রস্ত লোকটিকে সুস্থ করেছিলেন

শেষ অধ্যায়ের সমাপ্তি নিশ্চয়ই গাদারা এবং গেরগেসা শহরের মাঝামাঝি কোনো এক জায়গায় হয়েছিল।

সুতরাং এই লোকদের গেরগেসেনীয় এবং গাদারেনীয়—উভয় নামেই ডাকা সত্য হবে।

অধ্যায় ৮-এর শেষের ঘটনার পর তারা তাকে চলে যেতে বলেছিল, তাই যিশু তা শোনেন।

সে তাদের কথা মতো কাজ করে এবং আমরা আলোচনা করেছি যে তার সেখানে ফিরে আসার কোনো রেকর্ড নেই।

আর এটা বেশ মজার ব্যাপার যে, আপনি যদি ৮ অধ্যায়ের ৩১ ও ৩২ পদে ফিরে যান, দেখবেন শয়তান তার পাশে দাঁড়িয়ে বলছে, "যদি তুমি আমাদের বের করে দাও, তবে শূকরের পালের মধ্যে আমাদের প্রে

এবং যিশু তাদের সহ্য করেছিলেন।

তিনি ৩২ পদে তার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি তাদের যেতে বলেন।

এবং আমরা ৯-১, ৮-৩৪, ৯-১ এ দেখি যে, তিনি কীভাবে শোনেন; তিনি সেইসব লোকের কথা শোনেন যারা তাঁর কাছে মিনতি করে যেন তিনি তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যান।

এখন যদি আমরা অন্য সুসমাচারগুলোতে, অর্থাৎ মার্কের ৫ অধ্যায় এবং লূকের ৮ অধ্যায়ে যাই, আমরা দেখতে পাই যে, যে লোকটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঠিক হয়ে গিয়েছিল, যার থেকে ভূত তাড়ানো হয়েছি তাঁর সাথে জাহাজে উঠতে চেয়েছিল, কিন্তু যীশু তাতে বাধা দেননি, তিনি তাকে তা করতে দেননি।

সুতরাং, যে লোকটি তার সাথে ছিল, সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে এখানে তাদের অনুরোধ করা কাজটি করেনি।

তিনি সেই লোকটিকে বললেন, সে যেন নিজের শহরে ফিরে যায় এবং প্রভু তার জন্য কী করেছেন ও কীভাবে তার প্রতি করুণা করেছেন, তা তাঁকে জানায়।

তাই এটি আকর্ষণীয়, কারণ আমরা জানি যে ১ পিতর অধ্যায় ৩-এ বলা হয়েছে, প্রভুর কান ডানদিকে খোলা থাকে।

ধার্মিকদের উপর প্রভুর দৃষ্টি থাকে এবং তাদের প্রার্থনার জন্য তাঁর কান খোলা থাকে, কিন্তু মন্দ কাজ করার বিরুদ্ধে প্রভুর মুখ থাকে।

সুতরাং যখন আপনার সত্যিই প্রয়োজন এমন কোনো জিনিসের প্রশ্ন আসে, যা আপনার সাহায্যকারী হতে ভুলে গেছে, তখন সৎ থাকা লাভজনক।

কিন্তু যখন নিজের সব চাওয়া পাওয়ার প্রশ্ন আসে, তখন প্রায়শই এমন হয় যে প্রভু দুষ্ট লোকদের তাদের ইচ্ছামতো চলতে দেন এবং ধার্মিকদের অনুরোধ মঞ্জুর করেন না। কিন্তু এটাই এক প্রকার করুণা, ক তিনি কোনো ভালো জিনিসই আটকে রাখেন না।

যথাযথভাবে এবং প্রায়শই এগুলোই সেই জিনিস যা দুষ্ট লোকেরা চায় এবং তাদের জেদ

তাদেরকে পাওয়া এবং প্রভুর তাদেরকে দিয়ে দেওয়া, এটাই হয়তো সেই লক্ষণ যে তিনি তাদের সাথে তাঁর কাজ শেষ করেছেন এবং কেবল তাদেরকে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

তাদের নিজস্ব কামনা-বাসনা তাদের আর বিচলিত করবে না, যতক্ষণ না তারা বিচার দিবসে সেগুলোর মুখোমুখি হয় এবং দণ্ডিত হয়।

সুতরাং, ১ পদে আমরা দেখি যে যিশু বলছেন তিনি তাঁর নিজের শহরে আসছেন এবং আমরা আমাদের ২য় অধ্যায় থেকে জানি যে এটি হলো কেপ বা পেরেক। মথি ৪:১৩ পদে যখন আমি তাঁর নাসরত ত্যাগ সম্ভবত অর্থ ছিল যে তিনি নাসরতকে তাঁর ঘাঁটি হিসেবে ত্যাগ করেছিলেন এবং সম্ভবত পিতরের বাড়িতে থাকছিলেন, যেমনটা আমরা ১৪ ও ১৫ পদে দেখি।

আমরা পিতরের বাড়িতে যীশুকে দেখি এবং ১৬ ও ১৭ পদে দেখি যে লোকেরা সেখানে তাঁর কাছে আসছে।

সুতরাং, আমরা ২ থেকে ৮ পদে যা পড়তে চলেছি, তা সম্ভবত পিতরের বাড়িতেই ঘটেছিল।

সুতরাং ২য় পদে, "আর দেখ, তারা তাঁর কাছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত এক ব্যক্তিকে নিয়ে এল," যা ছিল এক প্রকার পক্ষাঘাত, "সে বিছানায় শুয়ে ছিল, আর যীশু তাদের মুখ দেখে সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর দিকে ফি তোমার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে।' আর দেখ, শাস্ত্রীদের মধ্যে কয়েকজন মনে মনে বলল, 'এই লোকটি ঈশ্বরনিন্দা করছে।' আর যীশু তাদের মনের কথা জেনে বললেন, 'অতএব তিনি তাদের মনে চিন্তা করা ক্ষমা করা হয়েছে' বলা যদি সহজও হয়, হোক..."

অথবা বলতে, ওঠো ও হাঁটো, যেন তোমরা জানতে পারো যে, মনুষ্যপুত্রের পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা আছে; তখন তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে বলেন, ওঠো, তোমার বিছানা তুলে নাও এবং যাও।

তোমার গৃহে।" এই বলে তিনি উঠে নিজের গৃহে চলে গেলেন, কিন্তু জনতা তাঁকে খুঁজতে লাগল, তারা তাঁর প্রশংসা করতে লাগল এবং সেই ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে লাগল, যিনি মানুষকে এমন ক্ষমতা দা

সুতরাং, আপনারা যারা সুসমাচার প্রচার করেন, তাদের জন্য এটি একটি চমৎকার গল্প। এটি খ্রীষ্টের বিষয়ে একটি চমৎকার সুসমাচারমূলক গল্প। তিনি আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করতে সর্বশক্তিমান। তিনি পারেন যা আমাদের আত্মাকে শুদ্ধ করে এবং ঈশ্বরের সাথে আমাদের পুনর্মিলন ঘটায়। এবং আমরা সুসমাচারের অন্যান্য বিবরণ থেকে জানি যে, চারজন লোক পক্ষাঘাতে অসুস্থ এই মানুষটিকে বহন ক আসলে তাকে নিচে নামিয়ে দিতে হয়েছিল।

যিশুর সামনে তাকে আনার জন্য ছাদ দিয়ে ঘরের ভেতরে। এখন সে সম্পর্কে পড়া যেতে পারে

মার্ক অধ্যায় ২। আর মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলে করা কৌশলের মাধ্যমে তা সম্ভব হয়েছিল।

সেই সময়ে, হয়তো এখনও, কিছু মিশনারির কৌশল হয়তো এরকমই। সেগুলো ছিল সমতল ছাদ, যা খুব সহজেই উন্মোচন করা যেত। আর এই চারজন লোক তাদের বন্ধু বা আত্মীয় বা তিনি যেই হোন না কে এনেছিল। তারা যিশুর কাছে পৌঁছাতে পারেনি।

প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে তিনি ঘরে ছিলেন। তাই তারা তাঁকে কিনে ছাদে উঠল, ছাদ পরিষ্কার করল এবং ছাদের মধ্য দিয়ে তাঁকে যিশুর ঠিক সামনে নামিয়ে দিল।

আর ২ নং পদে আমরা সেই দৃশ্যটিই দেখতে পাই। সুতরাং এটি একটি চমৎকার সুসমাচার প্রচারমূলক বার্তা যে, কীভাবে আমাদের হৃদয় থেকে সেই সমস্ত কিছু দূর করা উচিত যা খ্রীষ্টের রাজত্বের, তাঁর রা সেই সমস্ত প্রলোভন যা আমাদেরকে নম্রভাবে তাঁর কাছে নত হতে বাধা দেয়।

তাঁর আরোগ্যকারী স্পর্শ লাভের আশায় তিনি তাঁর পা দুটি জড়িয়ে ধরেন। আর তাই এটি একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত এবং এর দ্বারা সৃষ্ট জীবের জন্য অনেক কিছু করা যেতে পারে। ২ নং পদের উপর অ্যালবা "তাদের প্রদর্শিত অধ্যবসায়ই ছিল একজন অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করার তাঁর শক্তির প্রতি তাদের বিশ্বাস বা আস্থার প্রমাণ।" আর যখন যিশু এই অসুস্থ লোকটিকে বলেন...

২ পদে যখন তার গঠন হয় তখন পক্ষাঘাত, "কেউ কেউ আনন্দিত হও, তোমার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে,"

তার এমনটা বলার কয়েকটি ভিন্ন কারণ থাকতে পারে। লোকটি হয়তো তার শরীরের চেয়ে আত্মার অবস্থা নিয়ে বেশি যন্ত্রণাক্লিষ্ট ছিল, এবং সেটাই সঠিক হতো।

আর যিশু হয়তো সেই লোকটির মধ্যে সত্যিকারের অনুতাপ দেখেছিলেন। এবং তিনি নিশ্চিতভাবেই সত্যিকারের অনুতাপ দেখেছিলেন।

মানুষটির মধ্যে। এবং তার মনে এই যন্ত্রণা থাকতে পারত যে তার পাপগুলো আদৌ ক্ষমা করা হবে কি না।

সম্ভবত কোনো পাপের কারণে তার এই অবস্থা হয়েছিল, যা তার শরীরকে প্রভাবিত করেছিল এবং তার আত্মাকে শরীরে ধারণ করেছিল। এবং এই লোকটি স্পষ্টতই তার শরীরের চেয়ে তার আত্মার অবস্থা নি চিন্তিত ছিল। এবং এটাও সম্ভব যে হয়তো এর কোনো কারণ ছিল না, বাইবেল এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলে না। হয়তো সে ভাবত যে তার অসুস্থতা বা শারীরিক সমস্যা তার পাপের ফল, কিন্তু আসলে তা ছি

যোহন অধ্যায় ৯-এ এক অন্ধ ব্যক্তির বিষয়ে যিশুর শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কে পাপ করেছে, এই লোকটি নাকি তাঁর শিষ্যরা।

তার বাবা-মাকে তিনি বললেন যে, সে জন্ম থেকেই অন্ধ। আর যিশু তাদের বললেন, এই ব্যক্তিও পাপ করেনি, তার বাবা-মাও না, বরং ঈশ্বরের কাজ প্রকাশ করার জন্যই এমনটা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যিশু

এই লোকটির সত্যিই অনুতপ্ত হৃদয় ছিল। এবং তার শরীর সুস্থ হওয়ার চেয়ে তার পাপ ক্ষমা হওয়াটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই ৩ নং পদে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, তারা বলল, "এই লোকটি মনে মনে
অন্যান্য সুসমাচার থেকে জানি যে তাদের ভুল ধারণাটি ছিল এই যে, তারা কাকে এই লোকটির ঈশ্বরনিন্দা করার কথা বলছিল, যিনি কেবল ঈশ্বরের দ্বারাই পাপ ক্ষমা করতে পারেন। এখন, সেই যুক্তিতে ত
কারণে দুষ্ট ছিল যে, তারা যীশুকে তাঁর আসল রূপে চিনতে পারেনি।

তিনি তাই ছিলেন। আর তাই যিশু ৪ পদে, এটা জেনে যে, "অতএব তোমরা মনে মনে মন্দ চিন্তা কর কেন? কারণ 'তোমার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে' বলা কি সহজতর? অতএব, ওঠো এবং চলো" বলাই শ্রেয়। যি
ক্ষমা করা হয়েছে'—এই কথা বলা কি অধিকতর কঠিন?

তুমি বলতে চাও ওঠো আর হাঁটো? আচ্ছা, দুটোই অত্যন্ত কঠিন। দুটোই ক্ষমতা।

যা ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। এখন আমরা প্রকাশিত বাক্য ১৩ অধ্যায় থেকে জানি যে পশুটি এবং

দুর্দশা তার তরবারির দ্বারা আহত হতে যাচ্ছে এবং তার ক্ষতটি হবে

সে সুস্থ হয়ে গেছে এবং বেঁচে থাকবে। শয়তানদের শারীরিকভাবে নিরাময় করার ক্ষমতা আছে কারণ তারা যখন

ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ঈশ্বর তাদের অত্যন্ত শক্তিশালী করে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি তাদের সমস্ত শক্তি ও বিদ্রোহ কেড়ে নেননি। আর তাই, 'তোমার পাপ ক্ষমা করা হোক' বলার চেয়ে 'তোমা
সত্যিই অনেক বেশি কঠিন।

বলো ওঠো এবং হাঁটো। এই অনুচ্ছেদের উপর অ্যালবার্ট বার্নসের বক্তব্য হলো যে, একটিতে ঐশ্বরিক শক্তি জড়িত, অন্যটিতে ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব, এবং ঈশ্বরের মতো করে দুটিই একসাথে করা সম্ভব নয়, ত
শক্তির উৎসের ক্ষেত্রে। এবং একটি অন্যটির মতোই সহজ।

এবং একটি করতে পারার জন্য অন্যটি করার অধিকার ও সামর্থ্য থাকা প্রয়োজন। তাই যিশু মূলত এই পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করার মাধ্যমে তাদের কাছে প্রমাণ করতে যাচ্ছিলেন যে তিনি নিজেই

তিনিই ঈশ্বর। তাই ৬ পদে তিনি বলেন, "কিন্তু তাহলে তোমরা জানতে পারবে যে, মনুষ্যপুত্রের পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা আছে, তখন তিনি শয্যাশায়ী পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে বললেন, এবং

"তোমার গৃহে যাও।" সুতরাং পুরাতন নিয়মের যিশাইয় ৪৩:২৫ পদে আমরা এই প্রমাণ দেখতে পাই যে খ্রীষ্টই ঈশ্বর, কারণ পুরাতন নিয়মে কোনো মানুষেরই পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা ছিল না। আমরা যিশাইয় ৪
যিনি আমার নিজের খাতিরে তোমার অপরাধসমূহ মুছে ফেলি এবং তোমার পাপসমূহ স্মরণ করব না।" তিনি ইস্রায়েলকে উৎসাহিত করে বলেন যে, তাদের অনুতাপের পর তিনি তাদের ক্ষমা করবেন। যিশাইয়
অপরাধসমূহ মুছে ফেলেছি, তোমার অপরাধসমূহ দমন করেছি, এবং তোমার পাপসমূহ দমন করার ফলে তুমি আমার কাছে ফিরে এসো, কারণ আমি তোমাকে মুক্ত করেছি।"

মার্কের সুসমাচারে আরও বলা হয়েছে, যিশু বলেন, "তোমরা যেন জানতে পারো যে, মনুষ্যপুত্রের পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা আছে।" ওহ্, তিনি এমনকি এখানে ৬ নং পদেও একথা বলেন, এবং এট
পৃথিবীতেই একথা বলেন, "এটি রোমান ক্যাথলিকদের পরকাল বিষয়ক মতবাদকে খণ্ডন করে।"

এই ধারণা যে, আমরা আমাদের পাপের জন্য শাস্তি পেতে পারি এবং মৃত্যুর পর ক্ষমা লাভ করতে পারি। আমাদের পৃথিবীতেই অনুতাপ করতে হবে এবং প্রভুর সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করতে হবে, আর এই জীবনে
তাঁর পরিত্রাণ খুঁজে নিতে হবে।" ইব্রীয় ৯:২৭ পদে লেখা আছে, "মানুষের জন্য একবার মৃত্যু নির্ধারিত, কিন্তু

এর পরে বিচার।" এবং এটি বাইবেলের এমন একটি পদ যা এই মতবাদকে খণ্ডন করে।

হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য প্রাচ্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পুনর্জন্মের যে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু ইব্রীয় ৯:২৭, "মানুষের জন্য একবার মৃত্যু নির্ধারিত, কিন্তু তার পরে বিচার।"

সুতরাং এই লোকটি তখন উঠে তার বিছানা তুলে নিয়ে নিজের বাড়িতে চলে যায়। সম্ভবত তার

বিছানা বলতে ছিল বালিশসহ একটি কম্বল। অসুস্থ মানুষদের প্রায়শই এর উপরেই বহন করে আনা-নেওয়া করা হতো। সুতরাং, এটা কোনো মানুষের ভারী বিছানা তোলার ঘটনা ছিল না। এটা তারও অনেক
পদে বলা হয়েছে, "যখন জনতা অন্বেষণ করল, তারা বিস্মিত ও মহিমান্বিত হল।"

ঈশ্বর যিনি মানুষকে এমন ক্ষমতা দিয়েছিলেন।" যখন বলা হয় ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করেছেন, তার মানে এই নয় যে

এর মানে তারা অনুতপ্ত হয়েছিল। এর মানে তারা প্রার্থনা করেছিল এবং একইভাবে তাঁর শক্তিকে স্বীকার করেছিল। সম্ভবত কেউ কেউ

ভিড়ের মধ্যে অনেকেই অনুতপ্ত হয়েছিল। কিন্তু আমরা ৮ পদে দেখি যে, যে ঈশ্বর মানুষকে এমন ক্ষমতা দিয়েছিলেন, তিনি তাঁকে মহিমান্বিত করেছিলেন, কিন্তু তারা যীশু কে, তা পুরোপুরি বুঝতে পারেনি
আমরা পেতে যাচ্ছি

মথি ১৬ অধ্যায়ে যেমনটা বলা হয়েছে, লোকেরা নিজেরাই ভাবছিল যে যিশু এলিয় ছিলেন নাকি...

তিনি কি ভাববাদীদের একজন ছিলেন, নাকি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত যোহন বাপ্তিস্মদাতা ছিলেন, অথবা তিনিই খ্রীষ্ট ছিলেন—এই বিষয়গুলো অনেকেই বুঝতে পারেনি এবং ইস্রায়েলের অনেকেই তা ব
নং পদে বলা হয়েছে, "যীশু সেখান থেকে যাওয়ার পথে শুল্ক আদায়ের জায়গায় মথি নামে এক ব্যক্তিকে বসে থাকতে দেখলেন এবং তাঁকে বললেন, আমার অনুসরণ কর।"

আর তিনি উঠে তাঁর অনুসরণ করলেন। আর যিশু যেমন বলেছিলেন, ঘরে ভোজনের সময় ঠিক তেমনই ঘটল,

অথবা মথির গৃহে ভোজের জন্য বলা হলো, দেখ, অনেক কর আদায়কারী ও পাপী এসে বসল।

তাঁর ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে। আর ফরীশীরা বসে তাঁর শিষ্যদের বললেন, তিনি কেন খাচ্ছেন?

তোমার প্রভু কি কর আদায়কারী ও পাপীদের সাথে মেলামেশা করেন?" এখন আমরা জানি যে, অনেকেই এই পদগুলো ব্যবহার করে বলে যে, খ্রিষ্টানদের জন্য কোনো বারে গিয়ে অন্যদের সাথে মেলামেশা কর

লোকেরা সবচেয়ে অনৈতিক জায়গায় গিয়ে বলবে, ওহ্, যিশু তো পাপীদের সাথে খেতেন।

সুতরাং আমাদের সংশ্লিষ্ট পাপীদের ভয় করা উচিত নয় এবং তারা এই অনুচ্ছেদটিকে এর প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যাখ্যা করে।

স্পষ্টতই আমরা পুরোপুরি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হতে পারি না। কিন্তু কোথায়... সে বিষয়ে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

চলুন শুরু করা যাক। রোমীয় ১৩ ও ১৪ অধ্যায়ে আমাদের বলা হয়েছে যেন আমরা প্রভুর যীশু খ্রীষ্টকে পরিধান করি এবং মাংসের কামনাবাসনা পূর্ণ করার জন্য কোনো ব্যবস্থা না করি। আমরা এখানে দেখ
ছিল এই যে, তারা কিছু লোককে এমন বলে মনে করত যাদের অনুতাপ করার কোনো আশাই নেই, কারণ আমরা মার্ক ২:১৫ থেকে জানতে পারি যে, মথির বাড়িতে বসে থাকা এই লোকেরা যীশুকে অনুসর
ধরনের লোক ছিল যারা পূর্বে পাপী ছিল। আর প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমরা লূক ৩ অধ্যায় থেকেও জানি যে, একজন

সরকারি চাকরি এবং কর আদায়কারী হওয়াটা নিজে থেকেই কোনো পাপ ছিল না। লূকের ৩য় অধ্যায়ে যোহন কর আদায়কারীদের অনুতাপ করার জন্য কী করতে হবে সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবং তি

তাদের কাছ থেকে, তোমাদের জন্য যা নির্ধারিত ছিল, তার চেয়ে বেশি কিছু নিও না। তারা তা ছিল না, আর সে কারণেই তারা কুখ্যাত ছিল।

পাপী, কারণ তারা রোমানদের দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি গ্রহণ করার জন্য পরিচিত ছিল।

কিন্তু তারা যিশুর শিষ্য এবং কর আদায়কারী উভয়ই হতে পারত, যদি তারা নিয়ম ভঙ্গ করত।

তারা কর আদায়কারীদের প্রচলিত প্রথা থেকে ভিন্ন ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের কর আদায়ে সৎ ছিলেন। তাই, আপনি যদি লূকের সমান্তরাল বিবরণের ৫ অধ্যায়ে যান, তবে বিষয়টি বেশ আকর্ষণীয়।

এখানে আমরা নম্রতা বিষয়ক একটি শিক্ষা এবং মথি ৬ অধ্যায়ে যীশুর বলা একটি বাস্তব নির্দেশ দেখতে পাই: 'সাবধান, যেন তোমাদের ধার্মিকতাকে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে না হয়।' এবং আমরা স্পষ্টতই দেখ উল্লিখিত এই মথি হলেন সেই প্রেরিত মথি, যিনি মথির সুসমাচার লিখেছিলেন। সুতরাং, লূক যখন তাঁর সুসমাচারে এই বিবরণ দেন, তখন তিনি মথির দুটি কাজের কথা উল্লেখ করেন।

নিজের সম্পর্কে উল্লেখ করেননি। তাই আপনি যদি মথি লিখিত সুসমাচারে যান, মানে, আমি দুঃখিত, লূক ৫:২৮ পদে, সেখানে মথি সম্পর্কে বলা আছে যে, যখন তাঁকে ডাকা হয়েছিল, এখন কিং জেমস বাই কিন্তু এটা স্পষ্টতই মথির বিবরণ, এটি একই ঘটনা।

মাঝে মাঝে হিব্রুদের দুটি ভিন্ন নাম ছিল এবং তাই ম্যাথিউ ও লেভি স্পষ্টতই একই ব্যক্তি।

ব্যক্তি। এতে বলা হয়েছে যে, সে সবকিছু ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অনুসরণ করেছিল। এটা নয়

উল্লেখ করুন যে তিনি স্বয়ং মথিকে ত্যাগ করেছিলেন এবং মথি ৯ অধ্যায়ে উল্লেখ নেই যে তিনি সবাইকে ত্যাগ করেছিলেন। এবং তারপর,

এবং তারপর লূক ২৯ পদে বলেন, আর লেবি তাঁর নিজের বাড়িতে তাঁর জন্য এক বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন, যা ছিল

এমন কিছু যা ম্যাথিউ নিজে উল্লেখ করেননি। তাই তিনি উল্লেখ করেননি, ফলে ম্যাথিউয়ের আন্তরিকতা

অনুতাপ এবং খ্রীষ্টের প্রতি ভক্তি ও তাঁর জন্য করা আত্মত্যাগকে তিনি ছোট করে দেখিয়েছেন। কিন্তু অন্যটি, যা লূক এই বিবরণ দেওয়ার সময় সম্পূর্ণ কাহিনীটি বলেছেন। সুতরাং আপনি প্রেরিতদের সম্প কীভাবে নিজেদের প্রশংসা না করাটা প্রেরিতসুলভ, কীভাবে এটা খ্রীষ্টীয় এবং কীভাবে

যখন আমরা তা করি না, তখন ঈশ্বর হয়তো অন্য কারো মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করতেই পারেন, কিন্তু আমাদের উচিত সেই ভার তাঁর উপর ছেড়ে দেওয়া। আর এই পদটি সম্পর্কে অ্যালবার্ট বার্নসের মত

লোকেরা নিজেদের প্রশংসা করা থেকে প্রেরিতদের চেয়েও অনেক দূরে ছিল। তাই এটা একটা মজার ব্যাপার। এবার মথি ৯ অধ্যায়ে ফিরে আসি। আমি শুধু বলতে চাই...

আমি নিশ্চিত যে ৯ থেকে ১১ পদের মধ্যে আমি কিছুই বাদ দেইনি। আচ্ছা, তাহলে ১১ পদ, "এবং যখন

ফরীশীরা তাঁর শিষ্যদের কাছে জিজ্ঞাসা করল, "তোমাদের গুরু কেন কর আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে মিশতেন?"

এটা মজার যে তারা তাঁর শিষ্যদের এই প্রশ্নটি করেছিল, কিন্তু যীশু তাদের হয়ে উত্তর দিতে দ্বিধা করেননি। "কিন্তু যীশু যখন তা শুনলেন," ১২ পদ, "তিনি তাদের বললেন, যারা আমাকে চিকিৎসক হিসেবে। তোমরা যাও এবং তাদের সঙ্গে শেখো, এর অর্থ হলো আমি চাইব..."

সেই বলিদানে করুণা, কারণ আমি ধার্মিকদের নয়, বরং পাপীদের অনুতাপের জন্য ডাকতে এসেছি।"

আচ্ছা, আমরা এখানে জানতে পারি যে যিশু নিজেকে একজন চিকিৎসকের, একজন ডাক্তারের সাথে তুলনা করেছিলেন, এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ।

সুসমাচারকে সেভাবে ভাবা, এবং তাঁকে সেভাবে ভাবা। কেউ কখনো ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলে না, "ডাক্তার, আপনি কেমন আছেন জিজ্ঞেস করলেন," আর আপনি বলেন, "ওহ, আমি খুব ভালো আছি কিছুদিন নেওয়ার পর এবং আপনার অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করলে, আপনি হয়তো...

সেটা বলা যেতে পারে, কিন্তু মানুষ ডাক্তারের কাছে আসে কারণ তারা অসুস্থ। এর একটা প্রকৃত স্বীকৃতি থাকতে হবে।

যে আমাদের মধ্যে অভাব ছিল, যে পাপ আমাদের হত্যা করেছে, পাপ আমাদের প্রভাবিত করেছে, যে...

যখন আমরা তাঁর কাছে আসি, তখন তা আমাদের প্রকৃত অবস্থার একটি স্বীকৃতি হওয়া উচিত। এবং স্পষ্টতই যখন আপনি

পাপী হিসেবে তাঁর কাছে আসতে হলে, আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে আপনি নিজে দোষী ও অশুচি এবং আপনার প্রায়শ্চিত্ত ও শুদ্ধিকরণের প্রয়োজন রয়েছে। আর খ্রিষ্টান হিসেবেও, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে করি যেখানে আমরা এখনও পুরোপুরি পূর্ণাঙ্গ নই, আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে খ্রিষ্টের মতো হয়ে উঠিনি। আর যদি আমরা

বিশ্বাসে অবিচল থাকতে, খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তিতে গড়ে উঠতে ও পুনরুদ্ধার হতে এবং তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে জীবনযাপন করতে হলে, সেই বিষয়গুলোর একটি অকপট স্বীকারোক্তি থাকা আবশ্যক। এবং

এর মাধ্যমে আমরা ১ যোহন অধ্যায় ১, পদ ৬ থেকে ১০ পর্যন্ত বুঝতে পারি। খুবই বিতর্কিত পদ, যা নিয়ে আমার মনে হয় আমরা সম্ভবত এই অধ্যয়নে আলোচনা করেছি। আমি জানি আমরা 'চিরন্তন সংঘ যোহনের ৫ পদ, "এই বাক্যটি একটি বার্তা যা আমরা তাঁর কাছ থেকে শুনেছি..."

এটা স্পষ্ট যে ঈশ্বর বিলম্বে আসেন এবং তাঁর মধ্যে কোনো অন্ধকার নেই। যদি আমরা বলি যে

অন্ধকারে চলার মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে সহভাগিতা লাভ করি; আমরা মিথ্যা বলি এবং সত্য পালন করি না। কিন্তু যদি আমরা আলোতে চলি, যেমন তিনি আলোতে আছেন, তবে আমাদের পরস্পরের সঙ্গে স

পুত্র যিশু খ্রিষ্ট আমাদের সমস্ত পাপ থেকে শুচি করেন। যদি আমরা বলি যে আমাদের কোনো পাপ নেই, তবে আমরা নিজেদেরকে প্রতারণা করি এবং সত্য আমাদের অন্তরে নেই। যদি আমরা আমাদের পাপ ও ন্যায়পরায়ণ।

আমাদের পাপ ক্ষমা করার জন্য এবং সমস্ত অধার্মিকতা থেকে আমাদের শুচি করার জন্য। যদি আমরা বলি যে আমরা পাপ করিনি, তবে আমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বানাই এবং তাঁর বাক্য আমাদের মধ্যে থ আমরা ১-এ যাই, "আমার প্রিয় সন্তানেরা, এই বিষয়গুলি আমি তোমাদের কাছে পূর্বদিকে লিখছি এবং অন্যদিকে নয়। এবং যদি কেউ

মানুষ পাপ করে, পিতার কাছে আমাদের একজন মধ্যস্থতাকারী আছেন, তিনি হলেন ধার্মিক যিশু খ্রীষ্ট।" আলোতে চললে, আমাদের মধ্যে কোনো পাপ থাকতে পারে না এবং তা থেকে আমাদের উদ্ধার করা প্রতি একটি আন্তরিক ও পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। কোনো সম্মতি থাকতে পারে না।

এর জন্য। কিন্তু আমরা আলোতে চললেও, পাপ থাকবেই, কারণ আমরা ঈশ্বরকে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারব।

এবং তাঁর সম্পর্কে আরও গভীর জ্ঞান লাভ করা। এমন পাপও থাকবে যা সম্পর্কে আমরা অচেতন ছিলাম,

যেটা আমাদের সচেতনতায় আসার আগে আমরা সত্যি বলতে জানতামও না। তাই সেই অর্থে,

ঈশ্বরকে যত বেশি জানব, আমাদের নিজেদেরকে সর্বদা সেই বৃহত্তর সচেতনতার দিকে অগ্রসরমান হিসেবে দেখতে হবে।

এই স্বীকারোক্তি সবসময়ই থাকবে, থাকতেই হবে যে আমি পাপ করেছি এবং আমার পরিত্রাণ প্রয়োজন।

এবং এমনকি যে পাপ থেকে আমরা সত্যিই মুক্তি পেয়েছি এবং জয় করেছি, সেখানেও থাকতে হবে, আমাদের

ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র মেনে চলতে হবে এবং তার ব্যায়ামগুলো করতে হবে, যাতে সেই পাপটি হয় না।

ফিরে আসুন এবং আমাদের মধ্যে রাজত্ব করুন। আমরা এখানে দেখতে ও বুঝতে পারি খ্রীষ্টের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস কী, কারণ যদি আপনি সত্যিই একজন ডাক্তারকে বিশ্বাস করেন, তবে আপনি তাঁর কাছে আ
উপর নির্ভরশীল হবেন।

তাঁর প্রতি সৎ থাকলে, আপনি তাঁর দেওয়া ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করবেন এবং তিনি যে ব্যায়ামগুলো করতে বলেন, সেগুলো করবেন। সুতরাং, মানুষকে পরিত্রাণ বোঝাতে এবং সুসমাচার প্রচারে এটি একটি
মহান চিকিৎসক এবং আমরা যদি সত্যিই তাঁকে বিশ্বাস করি, তবে তিনি যা করতে বলেন আমরা তাই করব।

তিনি বলেন এবং আমরা তাঁর ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করব। তাই ১৩ পদে, যখন যিশু বলেন, "কিন্তু তোমরা যাও এবং এর অর্থ কী তা জানো, আমি করুণা চাই, বলিদান নয়।" ফরীশীরা ছিল

খুবই, এখানকার বলিদান ঈশ্বরের বাহ্যিক উপাসনার সবকিছুকে প্রতিনিধিত্ব করে, বলিদানগুলো,

সেইসব আচার-অনুষ্ঠান, সেইসব উৎসব যা ঈশ্বর ইসরায়েলের উপর আরোপ করেছিলেন। এবং আমরা সুসমাচার থেকে জানি

সামগ্রিকভাবে, ফরীশীরা পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর প্রদত্ত বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান এবং তাদের নিজেদের তৈরি করা অন্যান্য বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্যোগী ছিল। কিন্তু তাদের অন্তর ছি
নৈতিক বিষয়ে, অন্য লোকেদের প্রতি সঠিক মনোভাবের বিষয়ে এবং এই জাতীয় আরও গুরুতর বিষয়গুলিতে ঈশ্বরের অবাধ্য ছিল।

মথি ২৩ অধ্যায়ে, তিনি তাদের তিরস্কার করবেন এই কারণে যে তারা ছিল ভারি কবর, কিন্তু দেখতে সুন্দর।

বাইরে থেকে দেখতে সুন্দর হলেও ভিতরে সেগুলো মৃত মানুষের হাড়ে পূর্ণ ছিল এবং সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিল। মথি ২৩:২৩ পদে আমরা পড়ি যে, যীশু তাদের বলেছিলেন, "হে শাস্ত্রজ্ঞ ও ফরীশীরা, তোমরা নিজে
মানুষের মাংস, মৌরি এবং সাধারণ শাকসবজির দশমাংশ কর।" এমনকি যে শাকসবজির আর্থিক মূল্য কম ছিল, সেগুলো দিয়েও তারা তাদের দশমাংশ দিত। কিন্তু তিনি তাদের বলেন যে, তারা ব্যবস্থার ও
এবং বিশ্বাস—উপেক্ষা করেছে। আর এইগুলো পালন করে অন্যগুলো বাদ দেওয়া তোমাদের কর্তব্য নয়। তাই যীশু বলেননি যে বলিদান কোরো না এবং ব্যবস্থার বাহ্যিক বিষয়গুলো পালন কোরো না। কিন্তু
বিষয়গুলোর মূল্য কম।

ব্যবস্থার গুরু বিষয়গুলির চেয়েও। এবং তিনি এখানে যেগুলি দান করেন, তার মধ্যে একটি হলো করুণা। আমরা যখন মথি ২৩ অধ্যায়ে পৌঁছাব, তখন এই পদটি নিয়ে আরও আলোচনা করব। অন্য লোকেদে
ক্ষেত্রে তাদের এমনকি সৎ উদ্দেশ্যও ছিল না। আমরা হিতোপদেশ ২১:৩-এ পড়ি যে তা করতে

বলিদানের চেয়ে বিচার ও ন্যায়বিচার প্রভুর কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য। আমরা হোশেয় ৬-৭ অধ্যায়েও এটি দেখতে পাই, যেখান থেকে যিশু এখানে ১২ পদে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বিষয়টি ফিরে দেখা আকর্ষণীয়।

পুরাতন নিয়ম। মথি পুরাতন নিয়মের উপর অনেক জোর দিয়েছেন, যেমনটা আমরা দানিয়েলের পরে হোশেয়ের কথা আলোচনা করেছি।

সুতরাং, আমি হোশেয় ৬:৪ থেকে শুরু করব। "হে ইফ্রয়িম, ইস্রায়েলের একটি নাম ছিল। আমি তোমার প্রতি কী করব? হে যিহূদা, আমি তোমার প্রতি কী করব? কারণ তোমার মঙ্গলভাব প্রভাতের মেঘের ন্য
মিলিয়ে যায়। এইজন্য আমি ভাববাদীদের দ্বারা তাদের চিনেছি। আমি আমার মুখের বাক্য দ্বারা তাদের দেখেছি। আর তোমার বিচারসমূহ বহির্গামী আলোর ন্যায়। কারণ আমি বলিদানের চেয়ে করুণা চেয়েছি,
জ্ঞান চেয়েছি।"

কিন্তু তারা, মানুষের মতোই, চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। তারা আমার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।" পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর বারবার ইস্রায়েলকে তিরস্কার করেছেন, তাঁর বলা বাহ্যিক অনুষ্ঠানগুলো পালন করার
হৃদয় এবং অন্য লোকেদের সাথে সৎ আচরণের বিকল্প হিসেবে তাঁর আজ্ঞা দেওয়া বাহ্যিক অনুষ্ঠানগুলো ব্যবহার করার জন্য।

মূলত আইনের আনুষ্ঠানিক দিকটিকে জাগতিক হওয়ার এবং হৃদয়ে ঈশ্বর থেকে দূরে থাকার লাইসেন্স হিসেবে ব্যবহার করা। যিশাইয় অধ্যায় ১ পদ ১০। "হে সদোমের শাসকেরা, সদাপ্রভুর বাক্য শোনো। হে
ঈশ্বরের প্রেমে কান দাও।"

প্রভু বলেন, "আমার উদ্দেশ্যে তোমাদের বহুসংখ্যক বলিদান কী উদ্দেশ্যে? আমি মেষের হোমবলি ও তোমাদের পশুদের চর্বিতে পরিপূর্ণ। আর আমি অণ্ডকোষ, মেষশাবক বা ঈগলের রক্তে বিলম্ব করি ন
উপস্থিত হও, তখন আমার মৃতদেহ পদদলিত করার জন্য এই পবিত্র হাতের প্রয়োজন কার হয়েছে?"

আচ্ছা, স্বয়ং ঈশ্বর এই বিষয়গুলো চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাদের কাছ থেকে এগুলো চাননি যাদের হৃদয় তাঁর থেকে দূরে ছিল। পরবর্তী পদগুলোতে তিনি এটাই বলতে চলেছেন। পদ ১৩। "আর বৃথা নৈবেদ
ঘৃণার পাত্র। অমাবস্যা ও বর্বরদের সভা আহ্বান আমি সহ্য করতে পারি না। এই পবিত্র সভাও অধর্ম। হে আমার প্রাণ, তোমাদের অমাবস্যা ও তোমাদের নির্ধারিত উৎসবগুলো আমি ঘৃণা করি। এগুলো আম
বহন করতে করতে আমি ক্লান্ত। আর যখন তোমরা তোমাদের হাত প্রসারিত করবে, আমি তোমাদের থেকে আমার চোখ ফিরিয়ে নেব।"

তখন তিনি অনেক প্রার্থনা করলেন। "আমি শুনব না। তোমার হাত রক্তে পূর্ণ।" পদ ১৮। "নিজেকে শুদ্ধ কর। নিজেকে ধৌত কর, নিজেকে পবিত্র কর। আমার চোখের সামনে থেকে তোমার মন্দ কাজগুলে
কর। ভালো করতে শেখো। ন্যায়বিচার অন্বেষণ কর। নিপীড়িতদের মুক্তি দাও। পিতৃহীনদের বিচার কর। ইচ্ছার জন্য মিনতি কর। এসো, আমরা একসঙ্গে যুক্তি করি," প্রভু বলেন।

যদিও তোমাদের পাপ সিঁদুরের মতো লাল, তবুও তা বরফের মতো সাদা হয়ে যাবে। যদিও তা গাঢ় লালের মতো, তবুও তা-ই হবে। যদি তোমরা ইচ্ছুক ও আজ্ঞাবহ হও, তবে তোমরা মাটি ভক্ষণ করবে।"

তখন তোমরা সেই দেশে যাবে, কিন্তু যদি তোমরা অস্বীকার করো ও বিদ্রোহ করো, তবে তোমরা তরবারির দ্বারা গ্রাসিত হবে, কারণ প্রভুর মুখ এই কথা বলেছে। সুতরাং, পূর্বে পাপী এই অনুতপ্ত লোকদের
ফরীশীরা নিজেরাই প্রমাণিত হয়েছিল যে, তারা নিজেরাও পাপী ছিল।

এবং যিশু ১২ ও ১৩ পদে মূলত তাদের বলছেন যে, যদি তারা সঠিক না হয়েও দাবি করে যে তারাই সঠিক এবং তারা ঠিক আছে, তবে স্বয়ং সেই মহান সত্তাও তাদের সাহায্য করতে পারবেন না।

আর, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, বাইবেলের অনেক আধুনিক সংস্করণে ১৩ নং পদে অনুতাপের কথা বাদ দেওয়া হয়েছে। এবং এটা স্পষ্টতই একটি খুব বড় ব্যাপার, কারণ, যদি যিশু বলতেন, "আমি
ডাকতে এসেছি," এবং দুটি বিষয় বাদ দিতেন, তাহলে কী হতো?

অনুতাপ, তা তো সুসমাচারের মূল মর্ম এবং বাইবেলের মূল উদ্দেশ্যকেই ধ্বংস করে দেবে।

আর এটাই এই অনুচ্ছেদের মূল উদ্দেশ্য। তাই কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন, "এগুলো তো মাত্র দুটো শব্দ, আর সত্য তো অন্য জায়গাতেও দেখা যায়।" তা ঠিক, কিন্তু সেটা সূক্ষ্মভাবে কাজ করবে।
অনুতাপ, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১৪ পদ, "তখন যোহনের শিষ্যেরা তাঁর কাছে এসে বললেন, 'আমরা ও ফরীশীরা কেন উপবাস করি, কিন্তু আপনার শিষ্যেরা উপবাস করে না?'"

এটা উল্লেখ্য যে, ফরীশীরা তাদের আনুষ্ঠানিক উপবাসের জন্য পরিচিত ছিল। আর তা সাধারণত সপ্তাহে দুই দিন হতো; পুরো দিন নয়, বরং সূর্যোদয়ের সময় থেকে সূর্যাস্তের সময় পর্যন্ত।

এই সময়ে যোহনকেও কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তাই শিষ্যদের উপবাস করাটা ঠিকই ছিল, কারণ যাঁকে তাঁরা অনুসরণ করছিলেন, তিনি দুর্দশাগ্রস্ত ও কষ্টভোগ করছিলেন।

কিন্তু যিশুর শিষ্যদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তেমন ছিল না। আর আমরা জানি যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল যে, যারা যোহনকে অনুসরণ করছিল, তারা সবাই যেন যিশুর কাছে যায়। এবং আমরা অধ্যায় ১৪-তে পরে দেখ
মধ্যে অন্তত অনেকেই তা করেছিল।

অন্তত তারা যদি ঈশ্বরের সত্যিকারের শিষ্য হতো, তাহলে তারা অবশেষে যিশুর কাছে আসতো। তাই যিশু মূলত, পরবর্তী তিনটি পদে, তাদের দিতে যাচ্ছেন...

এই সত্যটি তুলে ধরুন যে, রোজা রাখার একটি উপযুক্ত সময় আছে এবং একটি অনুপযুক্ত সময়ও আছে। আর তা আপনার জীবনের বর্তমান পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।

এস্থার পুস্তকে ইহুদিরা ক্রন্দন ও বিলাপ করে। হামান যখন তাদের ধ্বংস করার হুমকি দিয়েছিল, তখন তারা তিন দিন উপবাস করেছিল এবং কিছুই খায়নি বা পান করেনি। কিন্তু পুস্তকের শেষে, হামান ও বিরুদ্ধে জয়লাভ করার পর, তারা ভোজের দিন, জন্মদিনের দিন, অর্থাৎ আনন্দের দিন পালন করতে শুরু করে।

আমরা উপদেশক পুস্তকের ৩ অধ্যায়ে দেখি যে, কাঁদার একটি সময় আছে এবং আনন্দ করারও একটি সময় আছে। আর যিশু পরবর্তী এই তিনটি পদের মাধ্যমে বিষয়টিই ব্যাখ্যা করবেন। সুতরাং, ১৫ পদ।

যীশু তাদের বললেন, "যতদিন বর তাদের সঙ্গে থাকে, ততদিন কি বধূ-সন্তানেরা শোক করতে পারে? কিন্তু এমন দিন আসবে যখন বরকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে, আর তখন তারা উপবাস করবে কাপড়ের টুকরো লাগায় না; কারণ যা তাতে লাগানো হয়, তা কাপড়টি ভরে ফেলে; তারপর তা তুলে নিলে কাপড়ের আঠা বা আগাছা আরও খারাপ হয়ে যায়।"

তোমাদের মধ্যে কেউই পুরাতন বোতলে নতুন দ্রাক্ষারস রাখো না, রাখলে বোতলগুলো ভেঙে যায়, দ্রাক্ষারস বেরিয়ে যায় এবং বোতলগুলো নষ্ট হয়ে যায়; কিন্তু তোমরা নতুন দ্রাক্ষারস নতুন বোতলে রাখো, আ

সুতরাং মূলত, উপবাস বিষয়ে ঈশ্বরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ফরীশীদের আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, যারা মূলত প্রতিটি সপ্তাহকেই একইভাবে গণ্য করত।

আর যিশুর শিষ্যদের পক্ষে, তাঁকে নিজেদের কাছে পেয়েও এমনভাবে উপবাস ও শোক করা অসংগতিপূর্ণ ছিল, যেন তাঁকে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

সুতরাং, উপবাস সম্পর্কে আমরা এখানে একটি শিক্ষা পেলাম যে, ঈশ্বরের সান্নিধ্য অন্বেষণই উপবাসের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত; সেইসাথে যখন জীবনে কোনো সমস্যা বা বিপদ আসে, কিংবা এমন বে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি, তখনও উপবাস করা উচিত।

আর এমন সংকটময় মুহূর্তে আনন্দ করা, উল্লাস করা এবং খুশির ভান করা শোভন নয়।

আর প্রভুর অন্বেষণে ও উপবাসের জন্য সবকিছু একপাশে সরিয়ে রাখার একটি সময় আছে, কিন্তু ফরীশীদের সেই প্রথাগত রীতিনীতি, যা সপ্তাহে মাত্র দু'বার পালন করা হতো, পরিস্থিতি যাই হোক না বে প্রকৃত উদ্দেশ্যের সঙ্গে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

এবং উপবাস খ্রীষ্টের সাথে জড়িত হতে পারে। এর মানে এই নয় যে, ঈশ্বর কারো হৃদয়ে প্রতি সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট সময়ে উপবাস করার বা এ বিষয়ে একটি সময়সূচী রাখার জন্য প্রেরণা দেবেন না।

কিন্তু এই বিষয়ে তাদের মনোভাব এবং সকলের উপর তা চাপিয়ে দেওয়ার যে রীতি ফরীশীরা করত, যীশু তারই বিরোধিতা করছেন। তাই ১৮ পদে বলা হয়েছে, "তিনি তাদের কাছে এই কথাগুলো বললেন। যে প্রণাম করে বললেন, 'আমার মেয়ে এইমাত্র মারা গেছে।'"

"কিন্তু সাধারণত তোমার হাত তার উপর রাখো, তাহলে সে বেঁচে যাবে।" আর যিশু উঠে তার অনুসরণ করলেন, এবং তাঁর শিষ্যরাও তাই করলেন।" এটা লক্ষণীয় যে এই বইয়ের আগের অংশে, তিনি যিশুকে যে আপনি আমার ছাদের নিচে আসবেন, শুধু বাক্য বলুন, আর আমার দাস সুস্থ হয়ে যাবে।"

তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যিশু তার বাড়িতে না এসেই তার দাসকে সুস্থ করবেন। কিন্তু এই লোকটির ঠিক ততটা আস্থা ছিল না, তবুও তিনি নম্রভাবে যিশুর কাছে এসেছিলেন। তিনি সঠিক মনোভাব নিয়েই চিনতেন, তাঁর আরাধনা করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে তিনি তার মেয়েকে সুস্থ করতে পারবেন।

'তুমি যেখানে আছো সেখান থেকেই এটা করতে পারবে'—এই কথা বলার মতো আত্মবিশ্বাস তার ছিল না, কিন্তু যিশু তার প্রতি ধৈর্যশীল ছিলেন। তাই এটা উৎসাহব্যঞ্জক।

সুতরাং বিষয়টি বেশ আকর্ষণীয়, যেহেতু যিশু এই সদ্য মৃত বা অন্তত মৃতপ্রায় মেয়েটিকে সুস্থ করতে যাচ্ছেন, তাই বিভিন্ন সুসমাচারে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে কিছুটা অসামঞ্জস্য রয়েছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে য যিশুর কাছে এসেছিলেন তখন সে হয়তো মৃত ছিল না, বরং সে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ছিল এবং তিনি জানতেন যে যিশু সেখানে পৌঁছানোর আগেই সে মারা যাবে।

কিন্তু তিনি যখন তা করছিলেন, তখন, আমি ২০ পদটি পড়ছি, "দেখো, বারো বছর ধরে রক্তস্রাবের রোগে ভুগছিল এমন একজন স্ত্রীলোক তাঁর পিছনে এসে তাঁর পোশাকের আঁচল স্পর্শ করল।"

কারণ সে মনে মনে বলল, 'যদি আমি তাঁর পোশাক স্পর্শ করতে পারি, তবে আমি সুস্থ হয়ে যাব।' কিন্তু যীশু তাকে দেখে ফিরলেন এবং বললেন, 'এতে তুমি সান্ত্বনা পাবে, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ ক মহিলাটি সুস্থ হয়ে গেল।

তার পোশাকের আঁচল, যদি আপনি গণনাপুস্তক ১৫ অধ্যায়ে যান, পোশাকের আঁচলটি যা বোঝানোর জন্য ছিল, আমি এই অনুচ্ছেদের সমস্ত প্রতীকী অর্থ বুঝি না, কিন্তু মূল ধারণাটি হলো যে গণনাপুস্তক ১৫ "ইস্রায়েল-সন্তানদের বলো এবং তাদের আদেশ দাও যেন তারা ঝালর তৈরি করে,

এবং যুগ যুগ ধরে তাদের পোশাকের কিনারা, এবং তারা সেই কিনারার ঝালরে একটি নীল ফিতা লাগাতো, আর তা তোমাদের জন্য ঝালর বা পাড়ের মতো হবে; আমার বিশ্বাস, পাড় ও ঝালর একই জিনিস।

যেন তোমরা প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা দৃষ্টি দিয়ে স্মরণ করো ও পালন করো এবং নিজেদের মন ও চোখের অনুসরণ না করো, যেগুলোর প্রতি তোমরা ঘৃণ্য ছিলে; যেন তোমরা আমার সমস্ত আজ্ঞা স্মরণ করে পালন কাছে পবিত্র হও।"

আমিই তোমাদের প্রভু ঈশ্বর, যিনি তোমাদের ঈশ্বর হওয়ার জন্য তোমাদেরকে মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছি। আমিই তোমাদের প্রভু ঈশ্বর।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, যিশু ঈশ্বরের আদেশ-নির্দেশকে ভয় করতেন এবং তিনি ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বাধ্য ছিলেন।

এবং যদিও তিনি অনাদিকাল থেকেই ঈশ্বর ছিলেন, মানুষ হিসেবে তাঁর কর্তৃত্ব নির্ভর করত তাঁর বিশ্বস্ত আনুগত্যের উপর, তাঁর ক্ষেত্রে তা ছিল নিখুঁত আনুগত্য।

সুতরাং, এই প্রতীকী তাৎপর্যটি এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত যে, এই নারীটি অশুচি ছিল, এবং যদি আপনি লেবীয় পুস্তক ১৫, ১৯, ২৭ অধ্যায়ে যান, আমি এখন সেদিকে যাচ্ছি না।

কিন্তু এতে বলা হয়েছে যে এই মহিলার মতো অবস্থায় থাকা কারও ক্ষেত্রে কী হওয়ার কথা ছিল—তাকে আলাদা করে রাখার কথা ছিল এবং তাকে কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।

মূলত অপরিচ্ছন্নতার কারণে তাকে একঘরে করে রাখা হয়েছিল।

আর সেই কারণেই অন্যান্য সুসমাচারগুলোতে আরও বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে; সেখানে বলা হয়েছে, যিশু যখন জিজ্ঞাসা করলেন কে তাকে স্পর্শ করেছে, কে তাঁকে স্পর্শ করেছে, তখন তিনি ভয়ে ও কাঁপ

এবং সে ভয় পাচ্ছিল যে, লোকটি যদি জেনে যায় যে এ সে-ই, কারণ লোকটি যদি সাধারণ কোনো মানুষ হতো, যদি সে ঐশ্বরিক না হতো, তবে সে অশুচি হয়ে যেত এবং তাকে স্পর্শ করার ফলে সেও পাপী হ

সুতরাং আমি মনে করি, গল্পটির প্রতীকী তাৎপর্য এই যে, খ্রিষ্টের শাসনের হ্যাম তাঁর সম্পূর্ণ সিদ্ধি, তাঁর বিশ্বস্ততা এবং সেই কারণে তিনি যে সাধারণ কোনো মানুষ নন, তার প্রতিনিধিত্ব করে।

আর সেই কারণেই তিনি মানবজাতির ত্রাণকর্তা হতে পারেন এবং মানবজাতিকে তার অপবিত্রতা থেকে সাহায্য ও রক্ষা করতে পারেন।

আর এই বিষয়টিই এই নারীর মধ্যে প্রতীকায়িত হয়েছে, যার এমন এক শারীরিক অশুচিতা ছিল যা তার সংস্পর্শে আসা যে কাউকেই অশুচি করে তুলত, সে যিশু ছিল না।

মূলত, তাঁকে স্পর্শ করার মাধ্যমেই তিনি স্বীকার করছিলেন যে খ্রিস্টই হলেন মসিহ, ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু তাঁর মনে কিছুটা দ্বিধা ছিল, তিনি তখনও পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন না যে, তাঁর দিকে হাত বাড়ানো তিরস্কার করা হবে কি না, বা তিনি কোনো সমস্যায় পড়বেন কি না।

তাই আমি মনে করি, এই গল্পটি একটি শিক্ষা দেয় যে, যারা পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে সাহসের সাথে খ্রিষ্টের কাছে আসে, তিনি তাদের পাপের জন্য ঘৃণা করেন না। তিনি একজন ইচ্ছুক ত্রাণকর্তা।

তাই আমি যদি এটা আরও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতাম, কিন্তু এই অনুচ্ছেদের সারমর্ম এটাই। এরপর যিশু শাসকের বাড়ির দিকে এগিয়ে যান, ২৩ পদ।

আমি কি ২২ পদ পড়েছি? কেউ কি পড়েছেন?

আচ্ছা, তাহলে আমি আবার কিছু পদে ফিরে যাই। আমরা সবাই বোধহয় মিউট করে রেখেছি, ভাই। হ্যাঁ, ২২ নম্বরে ফিরে যাও।

আচ্ছা। আচ্ছা, তাহলে, "কিন্তু যীশু তাঁর দিকে ফিরলেন এবং তাঁকে দেখে বললেন, 'দিয়ের, সাহস রাখো, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ করেছে।' আর সেই মুহূর্ত থেকেই মহিলাটি সুস্থ হয়ে গেলেন।"

আর যীশু যখন সেই শাসকের গৃহে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন যে বাদকেরা ও লোকেরা গোলমাল করছে, তখন তিনি তাদের বললেন, 'সরে যাও, কারণ বালিকাটি মারা যায়নি, বরং ঘুমিয়ে আছে।' তখন তার

স্পষ্টতই, তিনি শারীরিকভাবে মৃত ছিলেন। কিন্তু যোহন ১১ অধ্যায়ে বর্ণিত লাসারের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই রকম।

আমি শুধু ওদিকে ঘুরব। আমি সত্যিই সবকিছু মনে করার এবং বোঝার চেষ্টা করছি।

যিশু হয়তো এটা জেনেই বলেছিলেন যে তিনি মেয়েটিকে সুস্থ করবেন এবং মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করবেন, কিন্তু তিনি যদি তা নাও করতেন, তবুও এক অর্থে কথাটা সত্য ছিল।

কারণ, আচ্ছা, যোহন ১১ অধ্যায়ের ১১ পদে যীশু বলেছেন, "আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে ছিলেন, কিন্তু আমি যাচ্ছি যেন তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলি।"

তখন তাঁর শিষ্যরা বললেন, 'প্রভু, উনি যদি ঘুমান, তাতেও ভালো হবে। কিন্তু যিশু, এ কেমন কথা! মৃত্যু তো এক ভণ্ডামি।' কিন্তু তারা ভেবেছিল যে তিনি বিশ্রাম ও ঘুমের কথা বলছেন।

তখন যীশু তাদেরকে স্পষ্ট করে বললেন, 'লাজার মারা গেছে, এবং আমি তোমাদের জন্য আনন্দিত যে আমি সেখানে ছিলাম না, যেন তোমরা বিশ্বাস করো। তবুও, চলো আমরা তার কাছে যাই।'

আর তাই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে, ২১ পদে, "তখন মার্থা যীশুকে বললেন, 'প্রভু, আমার ভাই, তুমি যদি এখানে থাকতে, আর আমি মরে যেতাম। কারণ আমি জানি, এখনও তুমি ঈশ্বরের কাছে যা কিছু চাইবে,

তাই তিনি বললেন, লাসার ঘুমিয়ে আছে, এবং সে মৃত, কিন্তু তারপর তিনি বললেন, "তোমার ভাই আবার উঠবে।" মার্থা তাঁকে বললেন, 'আমি জানি যে শেষ দিনে পুনরুত্থানে সে আবার উঠবে।' যীশু তাকে বল আমিই তার পুনরুত্থান ও জীবন; যদিও সে মৃত, তবুও সে জীবিত হবে।'

আর যে কেউ বেঁচে থাকে এবং আমাতে বিশ্বাস করে, সে কখনও মরবে না; তুমি এটা বিশ্বাস করো।" তাই যিশু এই অর্থে কথা বলছেন যে, আমার বিশ্বাস এটি শিশুদের বিষয়ে একটি শিক্ষা; সেইসব শিশুদের ি মারা যায়, যে বয়সে ঈশ্বর তাদের জবাবদিহি করবেন—যা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ভিন্ন।

তবে এটা সম্ভবত স্বাভাবিক, সাধারণত কৈশোরকালেই এটা ঘটে থাকে। এর আগে মারা যাওয়া শিশুরা স্বর্গে যেতে পারে।

যিশু বলেছেন, যা তিনি এই পুস্তকে পরে বলবেন, "যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আমার কাছে আসে, তাদের আসতে দিও না, কেননা ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই।" আমার মনে হয়, এটি দ্বিতীয় বিবরণ ১৪০ অধ্যায়ে

আচ্ছা, দ্বিতীয় বিবরণ ১৩৯। ঈশ্বর ইস্রায়েলকে বলছেন যে, মিশর থেকে বেরিয়ে আসার সময় যাদের বয়স ২০ বছরের বেশি ছিল, তাদের প্রায় সকলেই মরুপ্রান্তরে মারা যাবে।

কিন্তু তিনি ৩৯ পদে আরও বললেন, "আর তোমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, যাদের সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে তারা তোমাদের সন্তানদের শিকার হবে, কারণ ভালো-মন্দের মধ্যে তাদের কোনো জ্ঞা করবে, এবং আমি তা তাদের দেব, আর তারা তার অধিকারী হবে।"

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে শিশুদের ভালো-মন্দ সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান থাকে, বিশেষ করে এমনকি দুই বছরের শিশুরও কিছুটা থাকে। কিন্তু দৃশ্যত এমন একটি বয়স আছে, যা সাধারণত কৈশোর, যখন ঈশ্ব জবাবদিহি করান যা তিনি আগে করতেন না।

সুতরাং আমরা জানি যে এই মেয়েটির বয়স ছিল ১২ বছর, অন্তত অন্যান্য সুসমাচারগুলো থেকে তাই জানা যায়। তাই যখন যিশু ২৪ পদে বলেন যে, মেয়েটি মৃত নয় বরং ঘুমিয়ে আছে, তখন একদিক থেকে পুনরুত্থানের দিনে আবার জেগে উঠবে এবং শেষ পর্যন্ত সে মৃত থাকবে না।

তাই সে যখন একথা বলল, তারা তাকে উপহাস করতে লাগল। আমার ধারণা, দৃশ্যটা বেশ নাটকীয় ছিল। কথাটা বলার জন্য তারা যে তাকে বোকা ভেবেছিল, তা স্পষ্ট।

২৫ পদ, "কিন্তু যখন লোকদের বাইরে বের করে আনা হলো, তিনি গিয়ে তার হাত ধরলেন এবং মেয়েটি উঠে দাঁড়াল, আর সেই বিখ্যাত বীর সেই সমস্ত দেশে পরিভ্রমণে গেলেন।"

৯২৫ নং অনুচ্ছেদের বিষয়ে অ্যাডাম ক্লার্কের একটি পর্যবেক্ষণ রয়েছে। তিনি বলেন, আমি তাঁর কথাটি নিজের ভাষায় বলছি, "হয় পথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে সুসমাচার শোনাতে নিয়ে আসুন, অথবা আন্তরিক, বিশ্ খ্রীষ্টকে তার কাছে নিয়ে আসুন।"

তিনি এর মধ্যে সুসমাচার প্রচারের জন্য প্রার্থনা বিষয়ক একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পান। ৯২৬ নং অনুচ্ছেদের উপর তাঁর মন্তব্য, "যিশু স্বয়ং খুব কমই আবির্ভূত হন, কিন্তু তাঁর সার্বভৌম শক্তি দ্বারা সম্পাদিত ক আমাদের এই শিক্ষা দিতে যে, একজন সফল সুসমাচার প্রচারকের কাজ হলো নিজেকে যথাসম্ভব আড়াল করে রাখা।"

যেন একমাত্র ঈশ্বরই তাঁর নিজ অনুগ্রহের মহিমা লাভ করেন।" এটি একটি যথার্থ অলৌকিক ঘটনা এবং খ্রীষ্টের অসীম শক্তির এক পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টান্ত।

এবার ২৭ পদে আসা যাক, "যীশু চলে যাওয়ার পর, দুজন অন্ধ লোক কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পিছু পিছু এসে বলল, 'হে দাউদ-পুত্র, আমাদের উপর দয়া করুন।'"

তারা তাঁকেই মসিহ বলে মনে করত। স্পষ্টতই দাউদের আরও অনেক বংশধর ছিল, কিন্তু যারা মসিহ হতে চলেছিল, তাদের ধারণা ছিল যে তিনি দাউদের বংশধর হবেন।

আর মসিহ সম্বন্ধে ইহুদিদের মধ্যে একটি কথা প্রচলিত ছিল যে, তিনি হবেন দাউদের পুত্র। আমরা দেখি যে ১২২৩ সালে, যখন লোকেরা যিশুর অলৌকিক কাজগুলো দেখছিল, তখন সকলে বিস্মিত হয়ে ব পুত্র নন।"

আমরা এখানে আরও জানতে পারলাম যে, যিশু যে দাউদের বংশধর ছিলেন, তা নিয়ে ইহুদিদের মধ্যে কোনো বিতর্ক ছিল না। যদি তাঁর বংশপরিচয় প্রশ্নবিদ্ধ হতো, তবে তা একটি বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়াত।

সুতরাং ২৮ পদ, "আর তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন কয়েকজন অন্ধ তাঁর কাছে এল এবং যীশু তাদের বললেন, 'বিশ্বাস করো যে আমি এটা করতে সক্ষম।' তখন তারা তাঁকে বলল, 'হ্যাঁ, প্রভু।'"

আর আপনি তাদের চোখে হাত দিয়ে বললেন, 'তোমাদের বিশ্বাস অনুসারেই তোমাদের জন্য তা হোক।' তখন তাদের চোখ খুলে গেল এবং যীশু তাদের কঠোরভাবে আদেশ দিয়ে বললেন, 'দেখো, যেন কেউ সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর, সমস্ত দেশে উজ্জ্বলতম খ্যাতি ছড়িয়ে দিল।

দেখা যাক। এই ঘটনাটি সম্ভবত ক৩০নৌমে পিতরের বাড়িতেও ঘটেছিল। এবং এ বিষয়ে অ্যাডাম ক্লার্কের মন্তব্য হলো, "বিশ্বাস ছাড়া, যীশু এখন মানুষের আত্মার জন্য ততটুকুই করেন, যতটুকু তিনি তাঁর পা করেছিলেন।"

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং আমি এখানে এটাও উল্লেখ করতে চাই যে, পরবর্তী অধ্যায়ে এবং একাদশ অধ্যায়ে আমরা একটি বিষয় দেখতে পাব, আর তা হলো—কিছু লোক শিক্ষা দেয় যে, খ্রিস্ট কে কাজ করেছিলেন এবং এর সাথে কোনো শর্ত যুক্ত ছিল না।

এবং এক অর্থে তা সত্য ছিল যে, তিনি ভালো কাজ করা এবং নিপীড়িতদের নিরাময় করা—দুটোই করতে চেয়েছিলেন, তাই শয়তান ঈশ্বরের সঙ্গেই ছিল। তিনি মানুষের কাছে কোনো মূল্য চাননি। তিনি যা কিছু তাঁর অনুগ্রহেই করতেন।

কিন্তু আমরা অনুতাপ সম্পর্কে জানি এবং আমরা এও জানি যে, তিনি প্রত্যাশা করতেন মানুষ তাঁর অলৌকিক কাজগুলোর জন্য অনুতপ্ত হবে। এবং আমরা এও জানি যে, অনুতাপ আপনার পরিত্রাণ অ
অধ্যায়গুলোতে এবং প্রচলিত দ্বন্দ্ব বিষয়ক আলোচনায় এ বিষয়ে কথা বলেছি, এবং ভবিষ্যতেও এ নিয়ে আলোচনা করব।

যিশু অনুতাপের প্রত্যাশা করতেন। তিনি ১১ অধ্যায়ে নগরগুলোকে তিরস্কার করতে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর অধিকাংশ পরাক্রমশালী কাজ সম্পন্ন করেছিলেন এবং নগরগুলো অনুতপ্ত হওয়ায়, সেই নগরগুলোর
শহরে তাঁর ঘাঁটি ছিল।

সুতরাং এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনার একটি আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ছিল এবং এই সমস্ত কিছুর বিনিময়ে, মানুষের কাছ থেকে ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে একটি প্রতিক্রিয়া আশা করেছিলেন।

সুতরাং ৩২ পদে, "আর তারা বাইরে যেতেই, দেখ, তারা তাঁর কাছে এক বোবা ও ভূতগ্রস্ত লোককে নিয়ে এল। আর যখন সেই বোবার ভণ্ডামি ও জনতার বালুমাখা চোখ থেকে ভূতটাকে বের করে দেওয়া হল, ত
কখনও দেখা যায়নি।"

কিন্তু ফরীশী বললেন, তিনি শয়তানের সর্দারের মাধ্যমে ভূত তাড়ান।" আপনি যদি যিশাইয় ৩৫ অধ্যায়ের ৫ ও ৬ পদে যান, তবে এটি আরও একটি প্রমাণ যে খ্রীষ্টই ঈশ্বর।

আমরা দেখছি, লোকেরা এখানে বিস্মিত হচ্ছে যে, এই ধরনের অলৌকিক ঘটনা, এই গুণমান ও পরিমাণে, ইসরায়েলে আগে কখনও দেখা যায়নি।

যিশু এমনভাবে শক্তি প্রদর্শন করছেন যা পুরাতন নিয়মের সমস্ত ভাববাদীদের ছাড়িয়ে গেছে। যিশাইয় ৩৫ অধ্যায়ের ৫ ও ৬ পদে ঈশ্বর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "তখন অন্ধদের চোখ খুলে যাবে এবং বধিরদের কা

"তখন খোঁড়া লোকেরা হৃদয়ে অথবা হরিণের মতো উল্লসিত হবে এবং বোবার জিহ্বা দেখা যাবে।" যিশু এইমাত্র সেই বোবা লোকটিকে, যে কথা বলতে পারত না, তাকে মোহর করেছেন।

কারণ মরুপ্রান্তরে ঝর্ণাধারায় জলধারা প্রবাহিত হবে।

এক অর্থে এখানে সেই সহস্রাব্দের কথা বলা হচ্ছে যখন খ্রিষ্ট রাজত্ব করতে ফিরে আসবেন, কিন্তু আমরা সুসমাচারগুলোতে তার একটি পূর্বাভাস পেয়ে থাকি।

আমরা ৩২ ও ৩৩ পদ থেকে আরও জানতে পেরেছি যে, কখনও কখনও কথা বলতে না পারার মতো শারীরিক অসুস্থতা ভূতগ্রস্ততার ফল হতে পারে।

কিন্তু আমরা সুসমাচারগুলোতে এবং খ্রিষ্টের অলৌকিক কাজগুলোতে দেখতে পাই, কখনও তিনি মানুষের ভেতর থেকে ভূত তাড়াতেন, আবার কখনও কেবল তাদের সুস্থ করতেন।

সুতরাং, যারই কোনো শারীরিক অসুস্থতা আছে, তাকেই ভূতে ধরা বলে ধরে নেওয়ার আগে আমাদের এখানে সকলের পূর্ণাঙ্গ পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

তাই ফরীশীরা খ্রীষ্টের অলৌকিক কাজের জন্য তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। লোকেরা তাঁর প্রশংসা করছিল। লোকেরা দেখছিল যে ইনি কোনো সাধারণ মানুষ নন এবং তারা ঈর্ষান্বিত হয়েছিল।

তারা খ্রীষ্টের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। আমরা জানি যে, যীশুর বিচারের দিনে স্বয়ং পীলাত তা দেখতে গিয়েছিলেন, যখন ইস্রায়েলের নেতারা যীশুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছিলেন এবং যীশু নীরব ছিলেন ও কিছুই ব

যেন পিলাত বুঝতে পারতেন যে, ঈর্ষার বশেই তারা তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল। ঈশ্বরের প্রকৃত সেবকরা, যারা সত্যিই তাঁর কাজ করছেন এবং যাদের মাধ্যমে ঈশ্বর মহৎ কাজ করছেন, তারা প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় ে
করতেই পারেন।

এটি ৯৩৪ নং পোস্টে অ্যাডাম ক্লার্কের একটি মন্তব্য। যাদের হৃদয় এই হিংসা নামক কণ্ঠস্বর দ্বারা আবিষ্ট, তারা সাক্ষাৎ শয়তানের ভাষাতেই কথা বলে।

যদিও সকল ব্যক্তির মধ্যে ফরীশীদের মতো অতটা ঈর্ষা নাও থাকতে পারে, তবুও তাদের মধ্যে এর কিছুটা থাকা নিয়ে ভয় করা উচিত, কেননা এর সকল মাত্রারই একটি মূলনীতি রয়েছে, যা অ্যাডাম ক্লার্কে
পাওয়া যায়।

এরপর ৩৫ পদে বলা হয়েছে, "যীশু সমস্ত নগর ও গ্রামে ঘুরে তাদের সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতেন এবং রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতেন।"

এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ যে, যিশু ক্রুশের পূর্বেও সুসমাচার প্রচার করছিলেন।

আমরা প্রকাশিত বাক্য ১৪, ৬ এবং ৭ অধ্যায়ে দেখি যে, অনন্তকালীন সুসমাচার ঈশ্বরের জন্য এবং তাঁর মহিমা ঘোষণা করো, কারণ তাঁর বিচার আসছে। আমি বিষয়টি নিজের ভাষায় বলছি।

কিন্তু ঈশ্বর ক্রুশের পূর্বেই মানুষের পাপ ক্ষমা করতে সক্ষম ছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে খ্রীষ্ট অবশেষে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন।

১ পিতর ১:২০ পদে তাঁকে সেই মেষশাবক বলা হয়েছে, যিনি জগৎ পত্তনের পূর্বে নিহত হয়েছিলেন এবং এই শেষ সময়ে প্রকাশিত হয়েছেন।

যীশু যখন সমস্ত নগর ও গ্রামে গ্রামে ঘুরে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন তিনি কী প্রচার করেছিলেন?

ঠিক সেই একই বিষয়গুলো, যার একটি জোরালো নমুনা আমরা অন্তত সুসমাচারগুলোতে তাঁর কথা থেকে পাই। আমরা যখন সুসমাচারগুলো পড়ি, তখন দেখতে পাই যে, যিশু যেসব শহর ও গ্রামে ঘুরে ঘুরে
বিষয়গুলোই প্রচার করছিলেন।

আমরা দেখি যে মথি ৫-৭ অধ্যায়ে তিনি যেসব কথা বলেছেন, তার অনেক কিছুই প্রায়শই একটু ভিন্নভাবে, একটু ভিন্ন প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা হয়।

কিন্তু সুসমাচারের বাকি অংশে থাকা অন্যান্য ধর্মোপদেশেও খুব একই ধরনের বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। পর্বতের উপর উপদেশ-এ আমরা যে বিষয়গুলো পাই, তার অনেকাংশই লূক ৬ এবং লূক ১২ অধ

সুতরাং, এই বিষয়টি লক্ষণীয়। তাই তিনি সমস্ত নগর ও গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে তাদের সমাজগৃহে শিক্ষা দিতেন, রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতেন এবং লোকদের মধ্য থেকে সব ধরনের অসুস্থতা ও রোগ নিরাম

কিন্তু সেই জনতাকে দেখে তিনি তাদের জন্য করুণায় বিচলিত হলেন, কারণ তারা মূর্ছা যাচ্ছিল এবং পালকবিহীন মেষের মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

স্পষ্টতই এই মানুষদের ধর্মীয় নেতা ছিলেন। এটা আজকের দিনের মানুষদের মতোই। তারা হয়তো গির্জায় যায়, তাদের যাজকও থাকতে পারে, কিন্তু এমন যাজক নন যারা সত্যিই তাদের আত্মার যত্ন নেন।

এমন যাজক নন যারা নিজেদের পরিত্রাণের জন্য আত্মত্যাগ করেন, বরং এমন যাজক যারা কেবলই অর্থ উপার্জন করেন, যারা মেষপালকে শোষণ করেন এবং নিজেদের লাভের জন্য লোকদের ব্যবহার কর

যিহিষ্কেল ৩৪ অধ্যায় এ বিষয়ে একটি ভালো অধ্যায়।

যিহিষ্কেল অধ্যায় ৪ হলো অবিশ্বস্ত মেষপালকদের প্রতি ঈশ্বরের তিরস্কার। এই তিরস্কার সর্বদাই, নিঃসন্দেহে সর্বদাই প্রযোজ্য।

সর্বদাই এমন মানুষ ছিল যারা ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছে।

এখানে বলা হয়েছে, তারা মেষপালকবিহীন মেষের মতো। গীতসংহিতার ২৩ নং গীতের কথা ভাবুন, যেখানে দাউদ বলেছেন, "সদাপ্রভুই আমার মেষপালক, আমার কোনো অভাব হবে না।"

তিনি আমাকে সবুজ চারণভূমিতে শুইয়ে দেন। তিনি আমাকে শান্ত জলের ধারে নিয়ে যান। তিনি আমার আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

স্পষ্টতই সেই ভাষার একটি আধ্যাত্মিক প্রয়োগ রয়েছে, এবং ২৩তম গীতটি লেখার ক্ষেত্রে দাউদের উদ্দেশ্যও এটাই ছিল।

ইসরায়েলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্বের অধীনে থাকা জনগণ ঠিক এটাই পাচ্ছিল না।

তারা উত্তরে বলত, "তিনি আমার আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি তাঁর নামের মহিমার জন্য আমাকে ধার্মিকতার পথে চালিত করেন।" লোকদেরকে একটি বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান নির্ভর ধর্ম শেখা আইনের খুঁটিনাটি বিবরণের ওপর খুব বেশি জোর দেওয়া হতো।

প্রায়শই মানুষের যোগ করা অপ্রয়োজনীয় বিবরণ থাকতো। তবুও ঈশ্বরের নৈতিক আইনের প্রতি খুব হালকা মনোভাব ছিল।

ঈশ্বরকে সত্যিকার অর্থে জানা এবং এমনভাবে জীবনযাপন করা যা তাঁকে সন্তুষ্ট করে—এই বিষয়গুলো লোকদের ভালোভাবে শেখানো হচ্ছিল না।

যারা অনুতপ্ত ছিল, তারা তাদের শিক্ষার অভাবে সত্যিই খুব কষ্ট পাচ্ছিল। আরও কিছু লোক ছিল যারা কিছু চেষ্টা করছিল, কিন্তু তারা প্রতারিত হয়েছিল।

তারা ভারাক্রান্ত ছিল। তাদেরকে প্রকৃত অনুতাপের দিকে পরিচালিত করা হচ্ছিল না।

এর ফলে ঈশ্বর তাদের প্রতি করুণায় বিচলিত হলেন। আমরা কেবল কল্পনা করতে পারি, আজ মানবজাতির প্রতি তাঁর করুণা কতটা গভীর।

বিশেষ করে সেইসব সংগ্রামরত খ্রিষ্টানদের জন্য, যারা এমন গির্জায় আছেন যেখানে তাদের ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না এবং যারা খুবই বিভ্রান্ত ও দুর্বল অবস্থায় থেকে কেবল বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে আ

একজন দুর্বল, সংগ্রামরত বিশ্বাসী হিসেবে আরও একটি দিন কাটানোই তাদের পক্ষে সম্ভব।

এমনকি সেইসব দুষ্টদের মধ্যেও, যারা সত্যিকার অর্থে ঈশ্বরের অন্বেষণ করে না এবং ধার্মিকতার পথে মোটেই চলে না, তারাও সব দিক থেকে প্রতারিত হচ্ছে। এমন প্রচারকদের দ্বারা তারা তাদের পাপে আরং থাকা সত্ত্বেও শান্তির কথা বলছে এবং তাদের অনুতাপের দিকে পরিচালিত করছে না।

যারা খ্রীষ্টের নাম গ্রহণ করে, তাদের বড় বড় দৃষ্টান্ত দ্বারা তারা খারাপভাবে প্রভাবিত হচ্ছে।

ঈশ্বর সম্পর্কে এক সাধারণ অজ্ঞতা রয়েছে, যার মধ্যে আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী মানুষসহ এখন প্রায় প্রতিটি জাতিই নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। আমরা দেখি, যখন মানুষকে পথ দেখানোর জন্য সত্যিকারের মেষপালক না, তখন তা খ্রীষ্টের হৃদয়কে ব্যথিত করে।

তিনি গতকাল, আজ এবং চিরকাল একই। পরবর্তী শ্লোকগুলোর তাৎপর্য এখানেই।

তারপর শেষে তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, শস্যক্ষেত্র সত্যিই প্রচুর, কিন্তু প্রকৃত শ্রমিক অল্প কয়েকজন; যারা সত্যিই প্রজ্ঞাবান হবে এবং যারা সুসমাচারের প্রসারের জন্য পরিশ্রম করবে ও নিজেদের উৎসগ সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ও প্রভুতে সুস্থ ও সবল হওয়ার জন্য প্রস্তুত করবে।

এমন অনেক কর্মী আছেন যারা নিজেদের লাভের জন্য খ্রিষ্ট ও ধর্মকে ব্যবহার করছেন, কিন্তু এমন কর্মী খুব কমই আছেন যারা সত্যিই প্রভুর জন্য পরিশ্রম করছেন।

সুতরাং ৩৮ পদ, "শস্যক্ষেত্রের প্রভুর জন্য প্রচারক হও, যেন তিনি তাঁর শস্যক্ষেত্রে শ্রমিকদের পাঠান।" আমি ১০.১-৪ পদ নিয়েই আলোচনা চালিয়ে যাব, ৪ পদের পরে আর যাব না, কারণ এর মধ্যে একটি গু

আর যখন তিনি তাঁর বারোজন শিষ্যকে ডাকলেন, তখন তিনি তাদেরকে অশুচি আত্মাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা দিলেন, যেন তারা সেগুলোকে বের করে দিতে পারে এবং সব ধরনের অসুস্থতা ও রোগ নিরাম শিষ্যদের বৃহত্তর দলকে বলেন যে, শস্যক্ষেত্র সত্যিই প্রচুর, কিন্তু শ্রমিক কম; তবে তিনি শস্যক্ষেত্রের প্রভুর প্রচারক, যিনি তাঁর শস্যক্ষেত্রে শ্রমিক পাঠাবেন।

এরপর তিনি তাঁর বারোজন শিষ্যকে বেছে নিলেন, যেন তারা বাইরে গিয়ে প্রচার করে এবং অশুচি আত্মাদের তাড়ানোর শক্তির ওপর গুরুত্বারোপের কথা শোনে, আর সব ধরনের অসুস্থতা ও রোগ নিরাময় ক

কিন্তু মার্কের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা এই বারোজনকে বেছে নেওয়ার বিষয়ে যিশুর উদ্দেশ্যের আরও কিছুটা বিশদ বিবরণ দেখতে পাই।

আর তিনি সেই বারোজন শিষ্যকে ডাকলেন এবং দু'জন দু'জন করে তাদের পাঠাতে লাগলেন। তিনি তাদের অশুচি আত্মাদের উপর ক্ষমতা দিলেন এবং আদেশ দিলেন যে, যাত্রাপথে তারা যেন একটি ব কোনো লিপি নয়, রুটি নয়, থলিতে কোনো টাকা নয়; কিন্তু চপ্পল পরতে যেন তারা সংযমী হয় এবং দুটি জামা না পরে।

আর তিনি তাদের বললেন, সুতরাং ১২ পদে, আমরা ১০ ও ১১ পদের মতোই একই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব, এবং আগামী সপ্তাহে যখন আমরা মথি ১০ অধ্যায়ে যাব, কিন্তু ১২ পদে, "আর তারা বেরি যে, মানুষের যেন অনুতাপ করা হয়, এবং তারা অনেক ভূত তাড়িয়ে দিলেন, আর অনেক অসুস্থ লোককে তেল মাখিয়ে সুস্থ করলেন।"

লূকের ৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, একটি মজার বিষয় হলো, সুসমাচারগুলোতে একমাত্র যেবার বলা হয়েছে যে যীশু সারা রাত প্রার্থনায় কাটিয়েছিলেন, তা ছিল বারোজন শিষ্যকে মনোনীত করার প্রকৃত সময়

৬:১২ পদে লেখা আছে, "আর সেই দিনগুলিতে তিনি প্রার্থনা করার জন্য এক পর্বতে গেলেন এবং সারারাত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে থাকলেন। দিন হলে তিনি তাঁর শিষ্যদের ডাকলেন এবং তাঁদের মধ্য যাঁদের তিনি প্রেরিত নাম দিলেন এবং একটি তালিকা দিলেন যা আমরা এখন দিচ্ছি।"

আর এখন আমার কাছে সেই পদটি নেই, আমি এরকমই একটি পরিস্থিতিতে ছিলাম, কিন্তু কোথাও বলা আছে যে, তিনি তাদের মনোনীত করেছিলেন যেন তারা তাঁর সঙ্গে থাকতে পারে এবং তিনি যেন তাদের পারেন।

সুতরাং আমরা জানি যে, তিনি তাঁদেরকে প্রচার করতে, লোকদের অসুস্থ অবস্থা থেকে সুস্থ করতে এবং ভূত তাড়াতে পাঠিয়েছিলেন।

আর আমরা জানি যে, এই বারোজন তাঁর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে ছিলেন; তাঁরা তাঁর চারপাশে থাকতেন এবং তাঁর শিষ্যদের বৃহত্তর দলের চেয়েও তাঁর আরও কাছে থাকার সুযোগ পেতেন।

আর আমি এখন এই বিষয়টি উত্থাপন করতে চাইছি কারণ আমি জানি যে অনেক মিশনারিও প্রায় একই রকম পরিস্থিতিতে আছেন; তাঁদের চারপাশে প্রচুর ফসল রয়েছে এবং শ্রমিকের খুব প্রয়োজন।

আর এখানে খ্রিষ্ট সম্পর্কে একটি শিক্ষা রয়েছে যে, তিনি কর্মীদের ব্যাপক প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন, এবং তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত শিষ্যদের মধ্য থেকে, যাঁদের কথা তিনি আগে থেকেই ভাবতেন, তাঁদেরকে খুঁজছিলেন, যেন ফসল কাটার কাজে নিয়োজিত কর্মী পাওয়া যায়।

তিনি তাদের মধ্য থেকে বারোজনকে বেছে নিয়েছিলেন, যেন তাঁর মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গে আরোহণের পর তারা তাঁর মণ্ডলীর পরিচর্যা এবং চূড়ান্তভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়।

এবং এর জন্য এক বিরাট প্রয়োজন রয়েছে, এবং আমি ধর্মপ্রচারকদের কথা ভাবি, আপনাদের জন্য এটি কতই না উপযুক্ত একটি পরিস্থিতি, যে আপনারা এমন একটি জায়গায় আছেন যেখানে আপনারা স স্থাপন করছেন, আপনাদের কাছে এত এত লোক রয়েছে যাদের কাছে আপনারা প্রচার করার ও সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন।

এবং অনেক কাজ করার আছে। বিশ্বস্ত যুবক খুঁজে বের করা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ, যাদের আপনি আপনার চারপাশে রাখতে পারেন এবং শিক্ষা দিতে পারেন; শুধু শিক্ষা দেওয়াই নয়, বরং প্রচার এবং বাইবেল মাধ্যমে শিক্ষা দিন এবং তাদের দেখতে দিন যে আপনি কীভাবে তা করেন।

এবং যখন লোকেরা আপনার উপর রাগ করে, যখন তারা সহজে বিভ্রান্ত হয়ে যায়, যখন আপনার খাবার ফুরিয়ে যায় বা এই জাতীয় কোনো পরিস্থিতি আপনি কীভাবে সামাল দেন।

একজন বিশ্বস্ত সুসমাচার প্রচারক ও বিশ্বস্ত পালক হওয়ার জন্য বাইবেল জ্ঞানের মতোই এই বিষয়গুলোও প্রয়োজনীয়।

তাই আমি ১ তীমথিয় ও ২ তীমথিয় থেকে কয়েকটি পদ দেখাতে চেয়েছিলাম, যা যিশুর প্রয়োগ করা এই নীতিটি তুলে ধরে। নতুন কর্মী গড়ে তোলা ও প্রশিক্ষণের জন্য যখন আপনি অনুসন্ধান করবেন, তখন এ

১ তীমথিয় ১ অধ্যায়, আমি যে বিষয়টির উপর জোর দিতে চাই তা হলো, মণ্ডলীগুলো যখন পালক নির্বাচন করে, তখন বাইবেল কলেজগুলোতে বিভিন্ন বরদান, ভালোভাবে কথা বলার ক্ষমতা, আকর্ষণীয় ব্যা প্রচণ্ড গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এবং সুসমাচার প্রচারের জন্য লোক বাছাই করার এটা একটা পুরোপুরি ভ্রান্ত পদ্ধতি।

১ তীমথিয় ১ অধ্যায়ে পৌল বলেন, "আর আমি যীশুকে ধন্যবাদ দিই, এবং আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুকে ধন্যবাদ দিই, যিনি আমাকে এই কাজে সক্ষম করেছেন। কারণ তিনি আমাকে বিশ্বস্ত বলে গণ্য ক করেছেন।"

লক্ষ্য করুন যে, তাঁকে ক্ষমতায়িত করার আগেই গণনা ও বিশ্বস্ততার বিষয়টি এসেছিল, কারণ তাঁকে বিশ্বস্ত বলে গণ্য করে পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

আর তারপর আপনি ২ তীমথিয় ২ অধ্যায়েও একই জিনিস দেখতে পাবেন। পৌল তীমথিয়কে বলেন, "অতএব হে আমার পুত্র, তুমি খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যে যে অনুগ্রহ আছে, তাতেই বাঁধা থাকো, এবং বহু সাক্ষী কিছু বলো, সেই সব বিষয়েও বাঁধা থাকো।"

সেই একই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তি বিশ্বস্ত লোকদের মধ্য থেকে অন্যদেরও শিক্ষা দিতে সক্ষম হবেন। তিনি কথার জাদুকর, ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, ভিড় টানতে পারদর্শী, মা দক্ষ বা আকর্ষণীয় ব্যক্তিদের কথা বলেননি।

তিনি সেরকম কিছুই বলেননি। তিনি বলেছিলেন, বিশ্বস্ত লোকদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করো। এবং পৌলের এই আস্থা ছিল যে, তারা অন্যদেরও শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে।

মূল ধারণাটি হলো, যদি তারা বিশ্বস্ত থাকে, তবে ঈশ্বর তাদের সুসমাচারের সত্যগুলো অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ্য দেবেন, যাতে বিশ্বাস সংরক্ষিত ও প্রসারিত হতে পারে।

আমরা প্রেরিত ১২ ও ১৩ অধ্যায়ে দেখতে পাই যে, পৌল যিরূশালেমের দরিদ্র সাধুদের কাছে অর্থ পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিচর্যা সম্পন্ন করেছিলেন।

আর তারপর প্রেরিত ১৩ অধ্যায়ে তাঁকে প্রেরিত হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল।

তাই শুধু সুসমাচার প্রচার করাই নয়, বরং শেষ প্রজন্মের কাছেও সুসমাচার পৌঁছে দেওয়া, আপনার চারপাশের বিশ্বাসীদের আত্মিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া এবং এমন যুবকদের প্রস্তুত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে।

এবং সুসমাচার প্রচারক, পালক এবং তোমাদের চারপাশে থাকা এই বিশাল ফসলের ক্ষেত্রে অন্য যে কোনো কাজ করার প্রয়োজন হয়, তা করা।

এবং এই বিষয়টির উপর জোর দিতে চাই যে, প্রভু বিশ্বস্ততা খুঁজতেন। তিনি এমন একটি হৃদয় খুঁজতেন যা ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য জীবনযাপন করবে এবং এমন লোকদের খুঁজতেন যারা ইতিমধ্যেই মনে শিখছিল।

এই বিষয়ে অ্যাডাম ক্লার্কের একটি মন্তব্য হলো, মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পাঠানোর আগে অবশ্যই ঈশ্বর কর্তৃক শিক্ষা লাভ করতে হবে।

আর এটাই হলো খোঁজার মূল বিষয়। তাই আমি ২ থেকে ৪ পদ পড়ব।

আর সেই বারোজন প্রেরিতের নাম এই, প্রথমজন শিমোন, যাঁকে পিতর বলা হয়, ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়, জেবেদির পুত্র যাকোব ও তাঁর ভাই যোহন, ফিলিপ ও বার্থলোমিউ, থোমা ও মথি, এবং এলফাইয়ুসের পুত্র

লোবাইয়াস, যার উপাধি ছিল থাডিয়াস, কানানীয় সাইমন এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যিহূদা, যে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

এবং একটি সুসমাচারে বলা হয়েছে যে তিনি বিশ্বাসঘাতক হয়েছিলেন। তিনি শুরুতে বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। যিশু এই বারোজনকে পাঠিয়েছিলেন এবং তাদের আদেশ দিয়েছিলেন।

আর সেখান থেকেই আমরা পরেরবার শুরু করব।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, ব্রাদার অ্যারন। আজকের পাঠটি চমৎকার ছিল।

ভাই অ্যারন প্রতিটি অধ্যায় আলোচনা করার পর—যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি মঙ্গলবার রাতে বেশ কয়েকটি অধ্যায়—আমরা একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে যাই।

তাই আমি এটা এখানেই থামিয়ে দিচ্ছি এবং দেখব অন্য কারো কাছে কিছু আছে কিনা।

ভাই অ্যারন, শুধু এই রেকর্ডিংয়ে থাকার খাতিরেই বলছি, এবং এই প্রশ্নটা নিয়ে অনেকেই আমার কাছে প্রায়ই আসেন।

যিশু আসলে আমাদের কী করতে চান? আপনি তো একটি নির্দেশনার কথা বলেছিলেন।

আমার কাছে এমন দু-একজন লোক আসছেন যারা ক্যালভিনিজম থেকে বেরিয়ে আসছেন। আমরা কীভাবে জানব যে আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি? যদি আমরা পূর্বনির্ধারিত না হই, যদি আমরা সেইভাবে নির্বা ভাবতাম যে ওই ভণ্ড ক্যালভিনই ঈশ্বর, তাহলে আমরা কীভাবে সত্যিই জানব যে আমরা নির্বাচিত এবং কীভাবে আমরা সেই অবস্থাতেই থাকব?

বলা হয়েছে, পরিত্রাণ পেতে হলে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে হবে। সুতরাং পরিত্রাণ এমন কোনো জিনিস নয় যা আমরা পকেটে পুরে রাখতে পারি। আমি জানি এটা একটু জটিল প্রশ্ন এবং এর জন্য সম্ভবত আ নির্দেশনার রূপরেখাটা কী? আপনি কি সেটা কথায় প্রকাশ করতে পারেন?

হ্যাঁ, এটা একটা বড় প্রশ্ন। তবে আমার রোমীয় ৮ অধ্যায়ের কথা মনে পড়ে। ঈশ্বর যা খোঁজেন তা হলো এক জীবন্ত বিশ্বাস, যা একটি বাধ্য হৃদয় থেকে আসে।

তাই রোমীয় ৮ অধ্যায়ের ১৪-১৭ পদে বলা হয়েছে, "কারণ যতজন পরিচালিত হয়..." আমরা জানি যে, যারা ঈশ্বরের বাধ্য থাকে, তাদের সকলকেই ঈশ্বরের আত্মা দেওয়া হয়।

আমরা প্রেরিত ৫:৩২ পদে তা দেখতে পাই, এবং ইব্রীয় ৫:৯ পদে দেখি যে, যারা খ্রীষ্টকে মান্য করে, তিনি তাদের সকলের জন্য অনন্ত পরিত্রাণের প্রণেতা হয়েছেন।

সুতরাং "যারা ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়, তারাই ঈশ্বরের সন্তান।" পদ ১৪।

এরাই হলো তারা, যারা ঈশ্বর ও তাঁর আত্মার আজ্ঞা পালন করে। তারাই ঈশ্বরের সন্তান।

এবং পুত্র ও সন্তানের মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই, যদিও কেউ কেউ এর বিপরীত শিক্ষা দেন।

সেটা অন্য একটি গবেষণার বিষয়, কিন্তু আমি তা প্রমাণ করতে পারি। তিনি রোমীয় খ্রিষ্টানদের কাছে লিখছেন, "কারণ তিনি ভয়ের বিরুদ্ধে দাসত্বের আত্মা গ্রহণ করেননি, বরং তিনি দত্তক গ্রহণের আত্মা গ্রহ পিতা' বলে আর্তনাদ করি।"

স্বয়ং পবিত্র আত্মা আমাদের আত্মার সঙ্গে সাক্ষ্য দেন যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান। এটি কোনো এককালীন ঘটনাকে নির্দেশ করে না।

পবিত্র আত্মার সাক্ষ্য বহন করার ক্ষমতা ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের বারবার দান করেন, যখন তারা আলোর পথে চলে।

আর হে সন্তানগণ, তবে ঈশ্বরের কান পাতো এবং খ্রীষ্টের সঙ্গে কান মেলাও, যেন আমরা তাঁর সঙ্গে দুঃখভোগ করি, যেন আমরাও একসঙ্গে মহিমান্বিত হই।

এরপর আমরা ১ যোহন ৩:১৯ পদে দেখি, "আর এর দ্বারাই আমরা জানতে পারি যে আমরা সত্যের লোক এবং তাঁর সামনে আমাদের হৃদয়কে আশ্বস্ত করতে পারি।"

কারণ যদি আমাদের হৃদয় আমাদের দোষী করে, তবে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের চেয়ে মহান এবং তিনি সবকিছু জানেন।

কিন্তু যদি আমাদের হৃদয় আমাদের দোষী না করে, তবে ঈশ্বরের প্রতি কি আমাদের আস্থা আছে? আর আমরা যা কিছু চাই, তাঁর কাছ থেকে তা-ই পাই, কারণ আমরা তাঁর আদেশ পালন করি এবং সেইসব দৃষ্টিনন্দন।

আর এটাই তাঁর আদেশ যে, আমরা যেন তাঁর পুত্র যিশু খ্রিস্টের নামে বিশ্বাস করি এবং পরস্পরকে ভালোবাসি, যেমন তিনি আমাদের আদেশ দিয়েছেন।

আর যে তাঁর আজ্ঞা পালন করে, সে তাঁর প্রতি বিমুখ এবং তিনিও তার প্রতি বিমুখ। আর এর দ্বারাই আমরা জানতে পারি যে, তিনি আমাদের যে আত্মা দিয়েছিলেন, তার দ্বারাই তিনি আমাদের মধ্যে বাস করতে

তখন তিনি বললেন, "প্রিয়তমগণ, প্রত্যেক আত্মাকে বিশ্বাস কোরো না, কিন্তু আত্মাগুলিকে পরীক্ষা করে দেখ, তারা ঈশ্বরের কি না; কারণ অনেক ভণ্ড ভাববাদী জগতে বেরিয়ে পড়েছে।

এর দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে চিনতে পারবে, সেই প্রত্যেক আত্মা যে স্বীকার করে যে, যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের লোকরূপে দেহ ধারণ করে এসেছেন।

এখানে 'Confessive' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ গ্রিক ভাষায় একই।

সঠিক গ্রিক শব্দটা আমার মনে নেই, কিন্তু এর অর্থ একই শব্দ। এর সম্পর্ক একই হৃদয় এবং মতবাদে একমত হওয়ার সাথেও, কারণ হৃদয়ের প্রাচুর্য থেকেই মুখ কথা বলে।

আর প্রত্যেক সেই আত্মা, যে স্বীকার করে না যে, যিশু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের নন, বরং দেহ ধারণ করে এসেছিলেন।

আর এই হলো সেই খ্রীষ্টারি আত্মা, তোমরা কোথায় শুনেছ যে তা আসবে? আর এমনকি এখন, তা কি ইতিমধ্যেই জগতে রয়েছে?

তো এটাই আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর, কিন্তু এই বিষয়গুলোর সাথে আরও একটি কথা বলা উচিত, যা আমি জানি রোমীয়দের প্রতি পত্র এবং ১ যোহনের পুস্তক তাদের সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপটে সমর্থন করে, আর ত আমাদের জীবনের তুলনা করা।

আর একমত হওয়া বলতে আমরা কি ঈশ্বরের বাক্যকে স্বাধীনতার এক নিখুঁত বিধান হিসেবে দেখি, যেখানে আমরা ঈশ্বরের সাথে একমত যে তিনি যা বলেন, তা যাই হোক না কেন, আমরা তাই চাই?

যে ব্যক্তি সুসমাচারের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে কঠিন পথ পাড়ি দেয়, সে কোথায় যে ঈশ্বরের বাক্যের কাছে এসে তা নিয়ে বিতর্কে জড়ায়, যেন ঈশ্বরের আত্মা তার উপর আলো ফেলে বলেন, ঈশ্বরের বাে অনুতাপ করা প্রয়োজন।

সেই ব্যক্তির অনুতপ্ত হওয়া প্রয়োজন। তাদের সেই অবাধ্যতা এবং মনোভাবের সমাধান করতে হবে, যা তাদের বিতর্কের মূলে রয়েছে।

আর যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্যের কাছে আসবে না এবং যাকোব ১ অধ্যায়ে উল্লিখিত আয়না দিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করবে না, যে ব্যক্তি সত্যিই মনোযোগ সহকারে আয়নার দিকে তাকাবে না,

স্পষ্টতই তাদের এমন কিছু আছে যা নিয়ে ঈশ্বরের আপত্তি রয়েছে, এবং তারা আন্তরিক হৃদয়ে বিষয়টি খতিয়ে না দেখার কারণেই আলো থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

যেহেতু আমরা এখনও রেকর্ডিংটি চালু রেখেছি যাতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের জ্ঞানার্জন হয়, আপনাদের আর কোনো প্রশ্ন আছে কি?

যিহিষ্কেল ৪ অধ্যায়ে ভণ্ড শিক্ষক বিষয়ক পর্যালোচনাটির বিষয়টি তুলে ধরার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি সবাইকে জানাতে চাই যে, ভণ্ড শিক্ষকদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে একটি চমৎকার অ

মথি লিখিত সুসমাচারের ৯ম অধ্যায় এবং ১০ম অধ্যায়ের প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদ আলোচনা করে আমরা আজকের সন্ধ্যার অধ্যয়ন শেষ করব।

আমরা মথি লিখিত সুসমাচারের ২৮টি অধ্যায়ই অধ্যয়ন করে যাব। এটি নূতন নিয়মের অন্যতম পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ।

আমরা এটা চালিয়ে যাব এবং যারা শুনছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এর ঠিক পরেই আমরা একটু সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপচারিতায় যাব।

মথি লিখিত সুসমাচারের ফাইল-অধ্যয়ন – অধ্যায় ১০-৫ থেকে ১১-১৯, সপ্তাহ ৯

শুভ সন্ধ্যা, সবাইকে, এবং গ্লোবাল মিশন ফর চিলড্রেন বাইবেল স্টাডিতে আপনাদের স্বাগত জানাই। যারা সরাসরি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন, তাদের ধন্যবাদ। এবং যারা রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে শুনবেন, ত

আপনারা একটি কলম ও এক টুকরো কাগজ বা নোট নেওয়ার জন্য যা কিছু ব্যবহার করেন, তা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে নেবেন, কারণ আমাদের এখানকার শিক্ষক ব্রাদার অ্যারন প্রতিটি পদ ধরে ধরে আলোচনা পাঁচ পদ। আজ আমরা অধ্যায় ১০-এর পাঁচ পদ থেকে শুরু করব এবং আমরা প্রতিটি লাইন ধরে ধরে আলোচনা করব। অ্যারন বাইবেলকে চমৎকারভাবে সাজিয়েছেন, পুরাতন ও নতুন নিয়ম উভয়কেই এক বাইবেলই আমাদের জন্য উপকারী।

প্রতিটি কথাই ঈশ্বর-প্রেরিত। তাই ভাই অ্যারনকে পেয়ে আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান। যদি কেউ

কোনো প্রশ্ন থাকলে, তারা আমাকে J, the letter J, last name Miller at GlobalMissionForChildren.org এই ঠিকানায় ইমেল করতে পারেন।

আর দেরি না করে, আমরা আজ রাতের শিক্ষা শুরু করব। স্বাগতম, ভাই অ্যারন।

ধন্যবাদ, ভাই জিমি। এই কলে উপস্থিত সবাইকে এবং যারা রেকর্ডিং শুনবেন, তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা। এখানে আসতে পেরে আমি আনন্দিত। আমি আশা করি অধ্যায় ১১, একেবারে শেষ পর্যন্ত শেষ কর সম্ভব হবে কি না, এবং আমি তাড়াহুড়ো করতে চাই না, কিন্তু

আমার মনে হয় এটা সম্ভব হতে পারে। আমি শুধু এই বলে শুরু করতে চাই যে, গত সপ্তাহে আমরা যেখানে শেষ করেছিলাম সেখানে যিশু

তিনি বললেন, তিনি তাঁর বারোজন শিষ্যকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে পাঠিয়েছেন এবং তিনি পৃথক করেছেন

তাদেরকে দু'জন দু'জন করে। আর মার্ক ও লূকের বিবরণে যা দেখা যায়, তার উপর ভিত্তি করে বলা যায়, তিনি সম্ভবত আগেই সেই বারোজন শিষ্যকে বেছে নিয়েছিলেন, যারা তাঁর সঙ্গে থাকবে এবং তাঁর দ্বারা

তাদের পাঠানোর আগে তিনি তাদের বাছাই ও পাঠানোর বিষয়টিকে একরকম নিজের দায়িত্বে নেন। কিন্তু মথি তাদের বাছাই করা এবং পাঠানোর বিষয়টিকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেন।

আমরা একসাথে বাইরে গেলাম। এবং আমরা আলোচনা করলাম, আমরা ১ তীমথিয় ও ২ তীমথিয় থেকে কিছু শাস্ত্রপদ দেখালাম।

বিশ্বস্ততাই যে অন্বেষণের বিষয়, সে প্রসঙ্গে বলতে গেলে, যিশু এমন পুরুষদের বাছাই ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন যারা কেবল মৃত্যুর পরেও নয়, বরং কাজ চালিয়ে যেতে পারবে।

তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন, পুনরুত্থিত হয়েছিলেন এবং স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন, কিন্তু এমনকি তাঁর কাজে যোগ দেওয়ার সময়েও

তিনি তখনও পৃথিবীতে ছিলেন, এবং বিষয়টি তাঁর কাছে কত বড় অগ্রাধিকারের ছিল। আর এটি আমাদের কাছেও একটি বড় অগ্রাধিকার হওয়া উচিত, বিশেষ করে যারা একটি মণ্ডলী পরিচালনার কাজের নেতৃ

আমি বিশ্বাস করি, ঠিক যেভাবে আপনাদের কাজের অংশ বাড়ছে, মিশনারিরাও তাদের কার্যক্রম প্রসারিত করছে।

এবং তোমাদের আরও বিশ্বস্ত কর্মী প্রয়োজন, যারা প্রশংসিত হবেন এবং সকলকে মেষপালন ও সুসমাচার প্রচার করতে পারবেন।

আপনি যাদের প্রভাবিত করছেন, এবং এটি একটি চমৎকার ব্যাপার। এবং আমরা সুসমাচারগুলোতে তা দেখতে পাই।

যিশু এই বিষয়টির পাশাপাশি বহু মানুষের কাছে তাঁর প্রচারের উপরও ঠিক ততটাই গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

আর আমি এখানে লূক ১৬:১০ থেকে পড়তে চাই, যিশু বলেছেন, "তিনি ক্ষুদ্রতম বিষয়েও বিশ্বস্ততার সাথে এবং অধিক বিষয়েও বিশ্বস্ত ছিলেন, এবং তিনি অধার্মিকতার সাথেও আচরণ করেছেন, আর ক্ষুদ্রতম

এবং আরও অনেক কিছু।" আর আমরা ১১ পদের প্রেক্ষাপটে দেখতে পাই, "অতএব, তুমি সেই অধার্মিক ব্যক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থাকোনি, যে তোমার বিশ্বস্ত মণ্ডলীর কাছে ধন-সম্পদের বিনিময়ে অর্পণ করবে।" ঃ
চিহ্নিত করার গুরুত্ব নিয়ে কথা বলছি, এবং বিশ্বস্ত থাকার জন্য...

আমাদের নিজেদেরকে এমন প্রশিক্ষিত শিষ্য হতে হবে, যাদেরকে প্রভু তাঁর রাজ্য সম্প্রসারণ ও নির্মাণের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। ছোট ছোট বিষয়ে বিশ্বস্ত থাকা এবং যত্নবান হওয়া বিশেষভাবে গুরুত্বপূ

যারা ছোটখাটো বিষয়ে বিশ্বস্ত, তাদের জন্য; কারণ ঈশ্বরের বাক্য প্রচার ও শিক্ষা দেওয়া যতটা গুরুত্বপূর্ণ, এবং প্রকাশ্য পরিচর্যা, বিশেষ করে তাদের জন্য যারা এতে আরও নিয়মিতভাবে জড়িত হতে ও আর
যতটা গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, এবং যদিও আমি কোনোভাবেই এর বিরোধিতা করছি না, তবুও কিছু অবিশ্বস্ত লোক প্রচারের আলো বা সন্তুষ্টির কারণে এর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে।

নিজের জন্য, কারণ এর সাথে মানুষের সম্মান জড়িত থাকতে পারে। কিন্তু যখন ছোটখাটো এবং অস্বাভাবিক বিষয়ে বিশ্বস্ততার প্রশ্ন আসে, যেমন অর্থের ব্যাপারে বিশ্বস্ততা,

এবং ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার প্রকৃত চেষ্টা করা, এবং সেইসব কঠিন কাজের মাধ্যমেও যা করতে লোকে পছন্দ করে না—লূক ১৬:১০ পদে যিশু ঠিক এটাই বলছেন যে, যদি তুমি বিশ্বস্ত থাকো

সেটা, যার অন্তত একটা দিক হলো তুমি অনেক বিষয়েও বিশ্বস্ত। সুতরাং এটা অবশ্যই একটা বিবেচ্য বিষয়।

মনে রাখবেন। আমার মনে আছে, আমি উনিশ শতকের ধর্মপ্রচারক ডি. এল. মুডির একটি সাক্ষ্য পড়েছিলাম, এবং সেখানে তিনি সুসমাচার প্রচার, মানুষকে জয় করা, খ্রীষ্ট এবং ব্যবহৃত হওয়া নিয়ে কথা বলছি

তাতে ঈশ্বরের কথা। এবং তিনি বলছিলেন যে, আমাদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টের জন্য বড় কিছু করতে চাই, কিন্তু আমাদের মধ্যে কতজন ছোট ছোট কাজ করতে ইচ্ছুক। তিনি বললেন, যদি আমি দিতাম

এই মুহূর্তে এই মিম্বর থেকে সরে গিয়ে যদি অন্য কাউকে এখানে এসে প্রচার করতে বলা হয়, আমার মনে হয় গির্জার অর্ধেক লোকই এসে প্রচার করবে, কিন্তু কে একটি সুসমাচারের প্রচারপত্র দিতে ইচ্ছুক?

কোণায় থাকা সেই নগণ্য ব্যক্তি। আমি হুবহু তাঁর কথা উদ্ধৃত করছি না, কিন্তু সেই লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা ব্যক্তি, যাকে ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ দেখবে না। এটা সত্যিই বিবেচনা করার মতো একটি গুরুত্বপূ
১০ অধ্যায়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। যীশু সম্ভবত তাঁর শিষ্যদের নিজেদের প্রার্থনার জবাবেই তাদের পাঠানোর সময় নির্দেশ দিচ্ছিলেন। ৯৩৮ সালে তিনি বলেছিলেন, "অতএব প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর।"

শস্যক্ষেত্রের বিষয়ে তিনি তাঁর শস্যক্ষেত্রে শ্রমিকদের পাঠাবেন।" বলা হচ্ছে যে শস্যক্ষেত্রটি সত্যিই সবচেয়ে মজার, কিন্তু শ্রমিক কম। তাই আমরা ১২ জন শিষ্যের তালিকাটি পড়ি।

আমরা তাদের আহ্বানের আরও একটি বিবরণ পড়ি। আমরা মার্ক ৩:১৩-১৫ পদে দেখি যে, সেখানে বলা হয়েছে কীভাবে খ্রীষ্ট একটি পর্বতে আরোহণ করে তাঁকে ডেকেছিলেন।

যাকে তিনি চাইতেন। তারা তাঁর কাছে এল এবং তিনি চাইছিলেন যেন তারা তাঁর সঙ্গে থাকে এবং

যেন তিনি তাদের প্রচার করার জন্য পাঠাতে পারেন এবং বিতাড়িত ভূতদের মধ্যে থাকা রোগ নিরাময় করার ক্ষমতা দিতে পারেন। আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করছি যে, তারা যেন তাঁর সঙ্গে থাকে এবং তিনি
পাঠাতে পারেন। স্পষ্টতই প্রেরিতগণ, খ্রীষ্টের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এবং তাদের মাধ্যমে

প্রতি মুহূর্তের পরিস্থিতিতে তাঁকে দেখাটা ছিল এমন এক প্রশিক্ষণ যা অমূল্য। আর এটাই বিশ্বস্ত খ্রিস্টান দৃষ্টান্তের গুরুত্ব। এবং আমার দৃষ্টান্তই সবচেয়ে প্রভাবশালী, আমি শুনেছি এটাই সবচেয়ে বড় প্রভাব। আ

এবং তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঠিক মতবাদ থাকা এবং হওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্টতই দূর করে না।

আমাদের কথাবার্তায়, কখন, কীভাবে এবং কী বলি, সে বিষয়ে বিচক্ষণ হতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এটি একটি বিশ্বস্ত উদাহরণের অংশ হওয়া উচিত। এবং শিষ্যরা যীশুকে দেখেছিলেন এবং তা ছিল কেবল...

তাদের প্রশিক্ষণের একটি বড় অংশই ছিল তাঁর সঙ্গে থাকা। আর তাই আমরা মার্ক ৬:১২ পদে পড়ি, তারা বাইরে গিয়ে প্রচার করলেন যেন লোকেরা অনুতাপ করে, এবং তারা অনেক ভূত তাড়ালেন ও অনে
সুস্থ করলেন। সুতরাং, তারা যা করেছিলেন তার একটি সারসংক্ষেপ হলো এটি।

মথি ১০:৫ অধ্যায়ে যিশু এখন তাদের যা আদেশ করতে চলেছেন, তার জবাবে। সুতরাং ১০:৫ অধ্যায়টি পড়লে,

যীশু এই বারোজনকে পাঠিয়ে আদেশ দিলেন, "তোমরা অ-ইহুদিদের পথে ও শমরীয়দের কোনো শহরে প্রবেশ কোরো না, বরং হারানো মেষদের কাছে যাও।"

ইস্রায়েলের বংশ।" আমরা ৯:৩৬ পদে পড়েছিলাম যে, যীশু জনতার প্রতি করুণা করেছিলেন।

কারণ তারা ছিল পালকবিহীন মেষের মতো। ঈশ্বর যিহূদী জাতিকে মসিহের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন।

এবং যিহূদীদের মাধ্যমে তিনি সমস্ত জাতিকে আশীর্বাদ করবেন। আর যোহন ৪ অধ্যায়ে যীশু এটাই বলেছিলেন যে পরিত্রাণ যিহূদীদের কাছ থেকেই আসে। এবং আমরা রোমীয় ১ অধ্যায়ে পড়ি যে, সুস
ঈশ্বরের শক্তি, যা প্রথমে যিহূদীদের জন্য এবং পরে অ-যিহূদীদের জন্য। সুতরাং, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল...

খ্রীষ্ট ইস্রায়েলের কাছে এবং অবশিষ্ট অংশের মাধ্যমে, যারা মসিহকে গ্রহণ করবে, অন্যান্য জাতিকে আশীর্বাদ করার জন্য।

সুতরাং অ-ইহুদিদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার সময়, অন্তত পক্ষে সেইসব অ-ইহুদিদের কাছে যারা ইতোমধ্যেই যিহূদী ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়নি, তখনও আসেনি। তাই ৭ পদে তিনি বলেন, "আর তোমরা যেতে
'স্বর্গরাজ্য সন্নিকট।'" আর আমরা জানি যে এর মধ্যে উত্তর দেওয়ার আদেশও অন্তর্ভুক্ত, যেমনটা আমরা এইমাত্র মার্ক ৬:১২ পদে দেখেছি এবং যেমনটা আমরা ৪:১৭ পদে যীশুর নীরব প্রচার দেখি। তাই তিনি
কর, কুষ্ঠরোগীদের বিষপান কর, মৃতদের জীবিত কর, ভূত তাড়াও, বিনামূল্যে গ্রহণ কর,

স্বেচ্ছায় দান করো।" সুতরাং এটি প্রচারের জন্য পারিশ্রমিক না নেওয়ার একটি আদেশ। এবং প্রচারের জন্য পারিশ্রমিক নেওয়া আর অন্যান্য বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা ভরণপোষণ করা এক জিনিস নয়।

ঈশ্বরের কাজে সহায়তা করার জন্য আপনাকে একটি উপহার হিসেবে। আমরা তা ৯ নং পদে দেখতে পাব। তিনি বলেন, "তোমাদের থলিতে সোনা, রূপা, কোনো পদ অথবা তোমাদের যাত্রাপথের জন্য কোনে

"দুটি জামা, জুতো বা লাঠি—কোনোটিই কর্মীর খাদ্যের যোগ্য নয়।" সুতরাং, ৮ নং পদে আমরা যা দেখেছি, এটাই তার ভারসাম্য। তাই যিশু এখানে মূলত তাদের বলছেন যে, তাদের যাত্রাপথে যেন তারা কে
করে। তিনি তাদের ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখতে শেখাচ্ছেন এবং

অতিরিক্ত জিনিসপত্র জমা না থাকলেও কিছু না করা। যিশু লূকের ২২ অধ্যায়ের ৩৫ পদে এই বিষয়টি পরিবর্তন করেছেন। আসুন, এখানে দেখি। আমরা পড়ি যে, "এই সেই রাত যখন যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ
বললেন, 'যখন আমি তোমাদের পোশাক, পত্র ও জুতো ছাড়া পাঠিয়েছিলাম, তখন তোমাদের কি কিছুর অভাব হবে?' আর তারা বলল, 'কিছুই না'।" সুতরাং এটি মথি লিখিত সুসমাচারের একটি উল্লেখ।

১০ এখানে। "তখন তিনি তাদের বললেন, 'কিন্তু এখন যার থলে আছে, সে তা নিক এবং সেইরূপে পত্রও নিক। আর যার তরবারি নেই, সে তার পোশাক বিক্রি করে একটি কিনুক। কারণ আমি তোমাদের বলি মধ্যে অবশ্যই পূর্ণ হবে।' আর তাঁকে গণ্য করা হলো।

অপরাধীদের মধ্যে, কারণ আমার বিষয়গুলির একটি শেষ আছে। আর তারা বলল, 'প্রভু, দেখুন,

'দুটি তরবারি আছে।' আর তিনি তাদের বললেন, 'এটাই যথেষ্ট।'" সুতরাং লূক ২২ অধ্যায়ের এই পরিবর্তনটি কোনোভাবেই এমন নয় যে, যিশু মথি ১০ অধ্যায়ে দেওয়া তাঁর কথার বিরোধিতা করছেন।

তিনি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, শিষ্যরা এক বিশেষ সুরক্ষা ও বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে ছিলেন যে, যখন খ্রীষ্ট পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে থাকবেন, তখন তিনি তাদের তা বলবেন, তিনি বলবেন

লূক ২২ অধ্যায়ে তিনি তাদের আরও উদ্ভাবনী হওয়ার অনুমতি দেন।

কোনোভাবেই তাঁর কথার বিরোধিতা না করে, শুধু এটাই বলা হচ্ছে যে তাদের পরিস্থিতিতে সামান্য পরিবর্তন এসেছিল এবং সেই কারণে তাদের প্রচার যাত্রার প্রস্তুতির পদ্ধতিতেও সামান্য পরিবর্তন এসেছিল। তোমরা যে ক্ষুদ্র নগরে বা নগরে প্রবেশ করবে, সেখানে যোগ্য হলে, সেখান থেকে চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত অনুসন্ধান করবে কে তাদের দৌরাত্ম্যের উৎস। আর যখন তোমরা কোনো গৃহে প্রবেশ করবে...'

তা লুণ্ঠন করতে, এবং যদি ঘরটি যোগ্য হয় তবে তার উপর তোমার শান্তি বর্ষিত হোক, কিন্তু যদি তা না হয়

'হে যোগ্য, তোমার শান্তি তোমার কাছে ফিরে আসুক।' সুতরাং এটি মূলত একটি আদেশ যে, প্রচারের ক্ষেত্রে সাহায্য বা উপকরণের প্রত্যাশা করার অর্থে অবিশ্বাসীদের সাহায্য ব্যবহার না করতে। এখন

আমরা প্রেরিত ২৮ অধ্যায় থেকে জানি, যখন পৌল জাহাজডুবির শিকার হয়ে চরম দুর্দশার মধ্যে ছিলেন, তখন সেখানে অবিশ্বাসীদের উপস্থিতি ছিল।

যে দ্বীপে তিনি আটকা পড়েছিলেন, সেখানকার লোকেরা তাঁকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু সেটা ছিল ভিন্ন, কারণ তখন পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা সত্যিকারের প্রয়োজনে ছিলেন এবং লোকেরা তাঁদের সাহায্যে ধর্মত্যাগী মণ্ডলীর সাথে কাজ করা, বা অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে টাকা চাওয়া, বা সুসমাচারের কাজে সাহায্য করার জন্য অবিশ্বাসীদের নিজেদের সাথে থাকতে বলার চেয়ে ভিন্ন। তাই ১৪ পদে বলা হয়েছে, ' গ্রহণ করবে না বা তোমাদের কথা শুনবে না? যখন তোমরা সেই গৃহ বা নগর থেকে প্রস্থান করবে, তখন তোমাদের পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলবে।' আমরা দেখি যে প্রেরিতরা তা-ই করেছিলেন।

প্রেরিত ১৩ অধ্যায় এবং আন্তিয়খিয়া, যখন তাদের নগর থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, যখন তারা নির্যাতিত হচ্ছিল। আর তাই যীশু ১৫ পদে বলেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ঐ নগরের চেয়ে সদোম ও গ জন্য তা অধিক সহনীয় হবে।' সুতরাং আমরা শিখি

এখানে বলা হয়েছে যে জাহান্নামে শাস্তির বিভিন্ন স্তর থাকবে এবং যারা পারবে

যাদের আচরণ আরও খারাপ বলে মনে হয়, তারা হয়তো তাদের চেয়ে হালকা তিরস্কার পেতে পারে যারা হয়তো

তারা আরও সম্মানীয় ছিল, কিন্তু তবুও অনুতপ্ত হয়ে ঈশ্বরের দিকে ফিরে আসেনি। আর যারা অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত, তাদের এই কাজ না করার জন্য আরও কঠোরভাবে বিচার করা হবে।

ঈশ্বরের উপাসনা না করার জন্য, সেগুলোকে ব্যবহার না করার জন্য। যাদের কাছে অধিক আলো আছে, তারা যদি সেই আলোর যথাযথ ব্যবহার না করে, তবে তারা আরও বেশি দণ্ডিত হবে। শুধু

যেমন আমরা রোমীয় ১ অধ্যায়ে দেখেছি যে, সুসমাচার প্রথমে যিহূদীদের কাছে এবং পরে অ-যিহূদীদের কাছে।

আমরা রোমীয় ২ অধ্যায়ের ২:৯ পদে দেখি, সেখানে প্রথমে ইহুদিদের প্রতি মন্দ কাজ করে এমন প্রত্যেক মানুষের আত্মার উপর বিচার, ক্লেশ ও যন্ত্রণার কথা বলা হয়েছে।

অ-ইহুদি। সুতরাং বৃহত্তর আলোর সাথে একটি বৃহত্তর প্রত্যাশা রয়েছে। ধর্মপ্রচারক লিওনার্ড

রেভেনহিল 'সডোম এডনা বাইবেল' নামে একটি বই লিখেছেন এবং সেখানে তিনি আমেরিকার দুষ্টতার জন্য বিলাপ করছেন।

এবং কীভাবে আমেরিকা বিচারের জন্য এতটা প্রস্তুত, কারণ আমেরিকার প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই

বাইবেল থাকা সত্ত্বেও খুব কম লোকই সত্যিকার অর্থে ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং ধার্মিক জীবনযাপন করে। তাই এটা একটা বিষয়।

মনে রাখতে হবে। কিন্তু আমরা যিহূদা ৭ অধ্যায়ে সদোম ও গোমোরাহর দণ্ডাজ্ঞার বিষয়ে এটাই পড়ি।

এটিও অন্যতম শ্রেষ্ঠ, এবং এটি একটি মূল আয়াত যা দেখায় যে ঈশ্বর সত্যিই বিচার করেছিলেন।

সমকামিতার পাপের জন্য সদোম। যিহূদা ৭ অধ্যায়ে আমরা পড়ি, "যেমন সদোম ও গোমোরাহ এবং তাদের আশেপাশের নগরগুলিও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে ও তৎপরবর্তী ব্যভিচারের পথে চলেছিল।"

"অদ্ভুত জীবেরা অনন্তকালীন আগুনের প্রতিশোধ ভোগ করার দৃষ্টান্তস্বরূপ স্থাপিত হয়েছে।" সুতরাং সদোম ও গোমোরাহ অনন্তকালীন আগুনের প্রতিশোধ ভোগ করতে চলেছে এবং যারা সবচেয়ে স্পষ্ট বিষ

সুসমাচারের আলোর অনুসারীরা তাদের চেয়েও বেশি কষ্ট ভোগ করবে এবং এটা একটা ভীতিকর ব্যাপার। কিন্তু একই সাথে আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশেও বহু মানুষ র

অন্যান্য দেশ প্রচুর ভণ্ড খ্রিষ্টধর্ম দেখেছে যা তাদেরকে ব্যাপকভাবে বিভ্রান্ত করেছে। তাই আমরা এমন সত্যিকারের আলো হতে চাই যা মানুষকে খ্রিষ্টের দিকে নির্দেশ করতে পারে এবং যা সত্যিই হবে, ঠি বলেছেন, "তোমাদের আলো ঈশ্বরের সামনে এমনভাবে জ্বলুক।"

এবং নত হও, যেন তারা তোমার সৎকর্ম দেখে স্বর্গস্থ তোমার পিতাকে মহিমান্বিত করে।"

আমরা প্রকৃত আলো হতে চাই এবং যখন আমাদের মানুষের প্রয়োজন হয়, তখন আমরা ধরে নিতে চাই না যে তাদের হয়তো কোনো সমস্যা থাকতে পারে।

তারা ইতিমধ্যেই প্রচুর আলো বর্জন করেছে, কিন্তু আমরা যা জানি তার চেয়ে অনেক কম আলো তারা বর্জন করে থাকতে পারে।

আর জিমি আর আমি একটু আগে যিশুর সময়কার বিষয়টা নিয়েই কথা বলছিলাম।

ক্রুশের উপর থেকে তিনি বলেছিলেন, "পিতা, এদের ক্ষমা করুন, কারণ এরা জানে না এরা কী করছে।" আর আমরা আলোচনা করছিলাম যে, এই কথাটি এখনকার আমেরিকানদের ক্ষেত্রেও বলা যায় কি না।

আর আসল কথা হলো, যিশুর সময়েও মানুষ জানত তারা কী করছে এবং এখনও মানুষ জানে তারা কী করছে।

তারা বিভিন্ন মাত্রায় করছে।

এবং কাউকে সঙ্গে সঙ্গে কুকুর বা শূকর বলে ধরে নেওয়ার চেয়ে, তাদের নিজেদের প্রমাণ করতে দেওয়াটাই ভালো।

কারণ কখনও কখনও যাদেরকে আশাহীন এবং হয়তো আরও খারাপ বলে মনে হয়, আমরা যখন তাদের সামনে খ্রীষ্টের আলো ফেলি তখন তারাও দ্রুত অনুতপ্ত হতে পারে; আবার অন্য যারা অনেক বেশি হয়তো সবচেয়ে বড় বিরোধীদের মধ্যে অন্যতম।

তাই কোনো অনুমান করার আগে মানুষকে আলোর প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া দেখাতে ও প্রদর্শন করতে দেওয়াই ভালো।

তাদের সম্পর্কে।

সুতরাং ১৬ পদে বলা হয়েছে, "দেখো, আমি তোমাদের নেকড়েদের মাঝে মেষের ন্যায় পাঠাচ্ছি। অতএব তোমরা সাপের ন্যায় বুদ্ধিমান এবং ঘুঘুর ন্যায় নিরীহ হও।"

তাই লক্ষ্য করুন তিনি বলছেন, "সর্পের ন্যায় বুদ্ধিমান এবং ঘুঘুর ন্যায় নিরীহ।" আমরা আসলে এই দুটি বিষয়কে আলাদা করতে পারি না।

কিন্তু তোমরা বয়নকারী হও, কারণ তারা তোমাদের বিচারসভায় সোপর্দ করবে এবং তাদের উপাসনালয়ে তোমাদের চাবুক মারবে।

আপনাকে শুধু নহিমিয়ের পুস্তক অধ্যয়ন করতে হবে। আমি এখন এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব না।

নহিমিয়ের পুস্তকে আমরা দেখতে পাই, কীভাবে শয়তান নানা উপায়ে নহিমিয়কে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল।

তাকে ভয় দেখানো, বন্ধুত্বের ভান করা, এমন ভাব দেখানো যে তারা তাকে সাহায্য করছে, অথচ আসলে তারা তাকে ফাঁসানোর, মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করার বা ধ্বংস করার চেষ্টা করছিল।

শত্রুর অনেক, অনেক রকমের কৌশল আছে। আর নহিমিয়ের পুস্তকটি একটি ভালো গ্রন্থ।

যেহেতু আমরা নেহেমিয়া নিয়ে আলোচনা করছি, সেই দুটি বই যেখানে ইহুদিদের মধ্যে এক ধরনের পুনরুজ্জীবন ঘটছিল যখন

শত্রুর কৌশল শেখার জন্য 'তারা ব্যাবিলন থেকে ফিরে আসে'—এই দুটি বই অধ্যয়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং ১৮ পদে বলা হয়েছে, "আর তোমাদেরকে ইসহাকের বংশধর শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে সাক্ষ্যস্বরূপ উপস্থিত করা হবে।"

তাদের এবং অ-ইহুদিদের বিরুদ্ধে।

কিন্তু যখন তারা তোমাদেরকে ধরিয়ে দেবে, তখন কী বলবে বা কীভাবে বলবে, তা নিয়ে চিন্তা করো না।

কারণ সেই মুহূর্তেই তোমাদের বলে দেওয়া হবে, তোমরা কী বলবে।

কারণ তোমরা নিজেরা কথা বলো না, বরং তোমাদের পিতার আত্মাই তোমাদের মধ্যে থেকে কথা বলেন।

এর মানে এই নয় যে, আমরা আগে থেকে বাইবেল পাঠ ও বার্তা প্রস্তুত করব না।

তিনি এমনও বলছেন না যে আমরা কী বলব তা নিয়ে একেবারেই ভাবা উচিত নয়। এটা অনেকটা ২৫/৬ তারিখের মতো, যখন যিশু কথা বলেন... আমাকে বরং ওখানেই ফিরে যেতে দিন।

এবং তিনি বলেন, "অতএব আমি তোমাদের দাঁড় করাচ্ছি, নিজেদের জীবন নিয়ে চিন্তা কোরো না।"

তোমরা যা খাবে বা যা পান করবে, কিংবা তোমাদের শরীরের জন্য যা পরবে, তা জীবনধারণের জন্য খাদ্যের চেয়ে বড় নয় এবং শরীর পোশাকের চেয়ে বড় নয়।

স্পষ্টতই সে দেখতে পাচ্ছে না... দেখো, আমরা যখন ওই অংশটা দেখেছিলাম, তখন এ নিয়ে কথা বলেছিলাম।

তিনি এমনটা দেখছেন না যে আমাদের এই বিষয়গুলো একেবারেই বিবেচনা করা উচিত নয়, বরং তিনি দেখছেন এমনভাবে নয় যে তা উদ্বেগের কারণ হবে, এমনভাবে নয় যে তা আমাদের ভীত করে তুলবে, ঈশ্বরের রাজ্যকে প্রথমে অন্বেষণ করা থেকে বিরত করবে; এমনভাবে নয় যেন সবকিছু আমাদের নিজেদের উপরই নির্ভরশীল।

প্রেরিত ২৬ অধ্যায় এমন এক সময়ের কথা, যখন পৌলকে খ্রীষ্টের খাতিরে একজন শাসনকর্তা ও রাজার সামনে হাজির করা হয়েছিল।

এবং আপনি পলের উত্তরের চিন্তাশীলতা দেখতে পান।

কিন্তু এটা এমন কিছু ছিল না, যা নিয়ে তাকে সারারাত জেগে মাথা ঘামাতে হতো।

আর আমি বিশ্বাস করি, যিশু তাঁর সেবকদের জন্য এক বিশেষ অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যারা... মানে, যদি কেউ থাকে

আমাদের মধ্যে যদি কাউকে কোনো উচ্চপদস্থ রাজনীতিবিদের সামনে আনা হতো, আমরা জানতাম যে আমাদেরকে আনা হবে।

তাদের আগে এক সপ্তাহ আগে।

আমাদের হয়তো মানসিক চাপ নেওয়ার এবং সবকিছু নিখুঁতভাবে ও সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন বোধ হতে পারে।

আর যিশু এখানে ঠিক সেই ধরনের উদ্বেগ রাখতে বারণ করছেন।

সুতরাং ২১ পদ, "ভাই ভাইকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেবে, এবং পিতা সন্তানকে।"

আর সন্তানেরা তাদের পিতামাতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং তাদের হত্যা করাবে। আর আমার নামের জন্য তোমরা সকলের ঘৃণার পাত্র হবে।

কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে, সে-ই পরিত্রাণ পাবে।

শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার অর্থ কী?

প্রকাশিত বাক্য ২, ২ ও ৩ অধ্যায়ে, জিমি বলছিলেন যে বাংলাদেশে ভাই দানিয়েল ছিলেন

সেখানকার সাতটি গির্জা নিয়ে অধ্যয়ন করা হচ্ছে।

এবং সাতটি মণ্ডলীর প্রতি যীশুর কথায়, তিনি থিয়াতিরা মণ্ডলীকে, ২:২৫ পদে বিশ্বস্তদের বলেন, "কিন্তু তোমাদের যা কিছু আছে, তা আমার আগমন পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো।" এবং প্রকাশিত বাক্য ২:২৬ শেষ পর্যন্ত আমার কার্যসমূহ পালন করে।"

আমি তাকে জাতিসমূহের উপর কর্তৃত্ব দেবো।

আর তিনি তাদের লৌহদণ্ড দিয়ে শাসন করবেন; তারা বারুদের পাত্রের মতো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, ঠিক যেমন আমি তাদের পেয়েছিলাম, আমার পিতা।

আর আমি তাকে প্রভাতী তারাটি দেবো।

যিনি নিকটে আছেন, তিনি যেন শোনেন আত্মারা মণ্ডলীগুলোকে কী বলছেন।

আর তারপর অধ্যায় ৩-এর ৪ ও ৫ পদে, তিনি মূলত বিপথগামী মণ্ডলী এবং নক্ষত্রধূলির সাথে কথা বলছেন।

আর তিনি বলেন, "নক্ষত্রধূলির মধ্যেও তোমার এমন অল্প কিছু নাম আছে, যারা নিজেদের পোশাক কলুষিত করেনি।"

আর তারা আমার সঙ্গে শ্বেতবস্ত্রে চলবে, কারণ তারা যোগ্য। যে জয়ী হবে, তাকেও সমাদৃত করা হবে। আর আমি জীবন-পুস্তক থেকে তার নাম মুছে ফেলব না।

কিন্তু আমি আমার পিতার সামনে ও তাঁর দূতদের সামনে তাঁর নাম স্বীকার করব।

যিনি নিকটে আছেন, তিনি যেন শোনেন আত্মারা মণ্ডলীগুলোকে কী বলছেন।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করার অর্থ হলো বাধ্যগত বিশ্বাসের কাজ চালিয়ে যাওয়া, পবিত্রতা ও শুচিতায় অবিচল থাকা এবং বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের বাক্য মেনে চলা।

কিন্তু এটা বেশ মজার বিষয় যে, বাইবেলের বিভিন্ন পদ কীভাবে একই বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করতে পারে, যার ফলে আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে পারি।

আর যখন আমরা ২৪ অধ্যায়ে পৌঁছাব, তখন আমরা সেই তিনটি বাধা দেখতে পাব, যেগুলোর বিষয়ে খ্রিষ্ট বলেছিলেন যে তা শেষ দিনের বিপদের বর্ণনা দেবে।

এবং সেগুলোর মধ্যে একটি হলো নিপীড়ন।

তিনি এখানে যে ধরনের নিপীড়নের কথা বলছেন, তাকে যদি আমি বুঝি, তবে আরেকটি হলো ভণ্ড নবী।

এবং আরেকটি হলো, "যেহেতু অধর্ম বৃদ্ধি পাবে, অনেকের ভালোবাসা স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।" অর্থাৎ, সাধারণভাবে অধর্মের ব্যাপক বিস্তার এবং ধার্মিকতার প্রতি উদাসীনতা।

সুতরাং ২৩ পদে বলা হয়েছে, "কিন্তু যখন তারা তোমাদের উপর অত্যাচার করবে এবং এই নগর অন্য নগরে পালিয়ে যাবে, তখন আমি তোমাদের সত্যি বলছি, পুত্র না আসা পর্যন্ত তোমরা ইস্রায়েলের সমস্ত ন

মানুষের হয়ে ওঠে।

এটা একটু কঠিন পঙক্তি।

সম্ভবত তাদের খ্রিষ্টের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা ছিল।

আমরা জানি যে, তিনি যখন তাদেরকে প্রেরণ করছিলেন, তখন তিনি নিজেও ইস্রায়েলের গ্রাম ও নগরগুলোতে ঘুরে ঘুরে প্রচার করছিলেন।

এবং এমনও হতে পারে যে তাদের একটি নির্দিষ্ট মিলনস্থল ছিল এবং যিশু তাদের বলছিলেন যে, যদি তোমরা এক শহরে নির্যাতিত হও, তবে অন্য শহরে যাও, কারণ এমনিতেও তোমরা সব জায়গায় যাওয়ার মে

এবং আপনার জন্য সবসময়ই আরেকটি মিশন থাকবে, এমনটা নয় যে প্রয়োজনে কোনো শহর থেকে পালিয়ে গেলে আপনার মিশন ফুরিয়ে যাবে।

এবং তা অবশ্যই, যিশু সেটিকে একটি অস্থায়ী মিলনস্থল হিসেবে বুঝিয়েছিলেন কিনা, বা

তিনি কি ৮০৭০ সালে জেরুজালেম ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত সময়ের কথা বুঝিয়েছিলেন, নাকি সাধারণভাবে এমনটা বুঝিয়েছিলেন?

এই যে, তাঁর আগমন পর্যন্ত পৃথিবীতে সবসময়ই আরেকটি ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্র থাকবে। আমার মনে হয়, এই সবই সেখানে প্রযোজ্য হবে।

সুতরাং আমি এখানেই বিষয়টি শেষ করছি।

আর এটা মজার ব্যাপার যে, আপনি যদি প্রেরিতদের কার্যবিবরণী বইটি অধ্যয়ন করেন, তবে দেখতে পাবেন যে শিষ্যরা এবং প্রেরিতরা এমন মানুষ ছিলেন যারা নিজেদের জীবনের পরোয়া করতেন না।

তাঁরা খ্রিষ্টের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁরা নির্যাতন সহ্য করতেও প্রস্তুত ছিলেন।

বিশ্বস্ত থাকার জন্য তারা যেকোনো কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল।

কিন্তু আপনি যদি প্রেরিত ১৩ ও ১৪ অধ্যায় এবং ১৭, ১৮ ও ১৯ অধ্যায়ের মতো তাদের ধর্মপ্রচারের কাজগুলো পর্যালোচনা করেন, যেখানে পৌল ও বার্নাবাস এবং পৌল ও সীল তাদের ধর্মপ্রচারের যাত্রাপথে। দেখতে পাবেন যে কীভাবে তারা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিলেন, যখন তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাদের একটি শহর ছেড়ে পালাতে হবে।

বিষয়গুলো কঠিন হবে।

পরিস্থিতি বিপজ্জনক হবে।

কিন্তু তারপর এমন একটা সময় আসত যখন তারা বুঝত যে তাদের চলে যেতেই হবে, কারণ তারা জানত যে তাদের হত্যা করা হবে।

আর সেই মুহূর্তে, পালিয়ে যাওয়াটা আর কাপুরুষতা থাকবে না। বরং সেটাই হবে বিচক্ষণ কাজ।

সুতরাং, এরপর ২৪ পদে বলা হয়েছে, "শিষ্য তার গুরুর চেয়ে বড় নয়, এবং দাস তার প্রভুর চেয়ে বড় নয়।"

শিষ্যের জন্য এটাই যথেষ্ট যে সে তার গুরুর মতো হবে এবং ভৃত্য তার প্রভুর মতো হবে।

যদি তারা গৃহকর্তাকে বেসলব বলে ডেকে থাকে, তবে তার পরিবারের লোকদেরকে তারা আরও বেশি ডাকবে কেন?

আমরা ১১১৮ সালে পড়ব যে, তারা যোহনকে বাপ্তিস্মদাতা বলে ডাকত।

তারা বলত তাঁর মধ্যে একটি শয়তান ছিল এবং তারা খ্রিষ্টকে মঙ্গাদী ও দ্রাক্ষারসের নদী বলে ডাকত। তাই যিশু মূলত বলছেন যে, আমার বিশ্বাস, বিসলেবুব ছিল ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী পলেস্তীয়দের মাছি-।

এবং আমরা পুরাতন নিয়মে পলেস্তীয়দের জন্য ইস্রায়েলকে গাঁটছড়ায় বাঁধার বিষয়ে পড়ি।

এবং মনে হয়, নামটি শেষ পর্যন্ত শয়তান বা কোনো এক ধরনের দানবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে উঠেছিল।

আর যিশু মূলত এটাই বলতে চাইছেন যে, যদি তারা আমাকে জঘন্য, ভয়ানক নামে ডেকে থাকে, তাহলে আমার পরিবারের লোকেরাও একই রকম আচরণের শিকার হতে পারে।

এবং হতে পারে, সম্ভবত আমি সেখানে কিছু বিষয় বাদ দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এটাই নিশ্চিতভাবে উপরিভাগের প্রেক্ষাপট।

সুতরাং ২৬ পদ, "অতএব তাদের ভয় করিও না, কেননা এমন কিছুই গোপন নেই যা প্রকাশ করা হবে না, এবং এমন কিছুই লুকানো নেই যা জানা যাবে না।"

সুতরাং ২৬ পদের একটি আকর্ষণীয় বিষয় হলো, এখানে তাঁর 'ভয় পেয়ো না' কথাটি মূলত আমাদের সুনামের বিষয়ে বলা হচ্ছে।

এবং তারপরে আমরা দেখব তিনি দুই শ্লোক পরে এটি কীভাবে ব্যবহার করেন।

অন্ধকারে আমি তোমাদের যা বলি, তা আলোতে বলো এবং বাতাসে যা শোনো, তা ঘরে ঘরে প্রচার করো, নির্বোধেরা।

প্রকৃত ঈশ্বরীয় ধর্ম এবং মিথ্যা ধর্মের মধ্যে এটিই একটি মূল পার্থক্য, যে ধর্ম...

শয়তানের, কারণ শয়তান গোপনীয়তা রক্ষা করে এবং প্রায় প্রতিটি ভণ্ড ধর্মেই সে বিষয়গুলো গোপন রাখে।

এমন কিছু বিষয় আছে যা অনুসারীরা নিজেরা বিশ্বাস করে, কিন্তু তারা তা প্রকাশ করতে চায় না।

বিশ্বের কাছে।

মরমনবাদে, যিহোবার সাক্ষীদের মধ্যে, তাদের প্রতিষ্ঠাতাদের সম্পর্কে, তাদের মতবাদ সম্পর্কে, এবং তাদের পবিত্র গ্রন্থগুলো কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় রয়েছে।

তারা চায় না যে বাইরের কেউ জানুক।

কিন্তু স্বয়ং খ্রিষ্ট প্রকাশ্যে শিক্ষা দিতেন, তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁর বাক্য প্রকাশ্যে প্রচার করতে বলেন।

এর মানে এই নয় যে, আমরা যা বলি সে বিষয়ে আমাদের বিচক্ষণ ও সতর্ক হওয়া উচিত নয়, কিন্তু খ্রিষ্টধর্ম বা প্রকৃত বাইবেলসম্মত ঈশ্বরীয় খ্রিষ্টধর্মের এমন কিছুই নেই যা আমাদের গোপন করতে হবে।

স্বয়ং খ্রিষ্টকে জেরুজালেমে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল, এবং যে লোকেরা তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হতে দেখেছিল, তারাই প্রচার করেছিল যে তিনি ঠিক জে
পুনরুত্থিত হয়েছিলেন।

তারা অন্য কোনো শহরে যায়নি, যেখানে খ্রিস্টের পুনরুত্থান যদি একটি প্রতারণা হতো, তবে তারা অপেক্ষা করত।

কয়েক বছর ধরে অন্য দেশে, দূরবর্তী কোনো শহরে গিয়েছেন তাঁর পুনরুত্থানের কথা প্রচার করতে, কিন্তু তারা প্রচার করেছিল যে তিনি ঠিক সেই শহরেই পুনরুত্থিত হয়েছেন যেখানে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হ

এবং ভিতরে পুঁতে দেওয়া হয়েছে।

'অকাল্ট' শব্দটি থেকেই আমরা জানি যে, এর সম্পর্ক শয়তানি শক্তি ও অন্ধকার শক্তির সাথে।

অলৌকিক শক্তি যা ঈশ্বরের নয়। 'অকাল্ট' শব্দটির অর্থই হলো গোপন।

এবং যে ধর্ম শয়তানকে দেখেছে তা স্বভাবতই গোপনীয়, পক্ষান্তরে খ্রিষ্টের ধর্ম বিশুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক।

ধর্ম এমন একটি বিষয় যা বিশুদ্ধ এবং একজন সৎ ব্যক্তি তা পরীক্ষা করে দেখতে পারে।

সমস্ত তথ্য দেখুন এবং উপলব্ধি করুন যে এটি ভালো, এটি সত্য এবং এটি সঠিক, এবং খ্রিস্টধর্মের এমন কিছুই নেই যার জন্য আমাদের লজ্জিত হতে হবে।

পুরাতন নিয়মের যে অংশে ঈশ্বর সাইমন গোমোরাকে ধ্বংস করেছিলেন, সেটি ছিল একটি ধার্মিক কাজ।

বিচারের কাজ, এর সাথে এমন কিছুর সম্পর্ক নেই যখন ঈশ্বর ইসরায়েলকে কনানীয়দের হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন।

সেটা ছিল ঈশ্বরের একটি বিচারিক কাজ, যার জন্য তিনি ইস্রায়েলকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন, যা নিয়ে আমরা ৫ম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

তারা অত্যন্ত দুষ্ট লোক ছিল যাদের অনুতাপ করার জন্য অনেক দীর্ঘ সময় দেওয়া হয়েছিল, এবং ঈশ্বর সেখানে যা করেছিলেন তাতে তিনি কোনোভাবেই অধার্মিক ছিলেন না।

সুতরাং, সত্য ও মিথ্যা ধর্মের মধ্যে এটি একটি বিশাল পার্থক্য। তাই ২৮ পদে যিশু ভয়ের বিষয়ে ভিন্ন কোনো প্রসঙ্গে কথা বলেননি।

২৬ পদে তিনি আমাদের সুনাম সম্বন্ধে কথা বলছিলেন, আর এখন তিনি আমাদের প্রকৃত জীবন ও দেহ সম্বন্ধে কথা বলবেন; এবং যারা দেহকে হত্যা করে কিন্তু নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, তাদের ভয় বে

আত্মাকে হত্যা করা নয়, বরং তাঁকেই ভয় করো যিনি আত্মা, দেহ ও নরক উভয়কেই ধ্বংস করতে সক্ষম।

সুতরাং এখানে আমরা দেখি, যিশু ঈশ্বরকে ভয় করার প্রয়োজনীয়তা এবং এই বাস্তবতার কথা বলছেন যে, স্বয়ং ঈশ্বরই আত্মা ও দেহকে ধ্বংস করেন এবং তিনি নরকেরও কর্তা।

মানুষ নরক বলতে শয়তানকে বোঝে না; তারা ত্রিশূল হাতে মানুষকে যন্ত্রণা দেওয়া শয়তানের কথাই ভাবে।

কিন্তু আমরা জানি যে, স্বয়ং ঈশ্বর শয়তানকে নরকে নিক্ষেপ করবেন এবং সেখানেই তাকে যন্ত্রণা দেবেন।

কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরই দুষ্টদের দণ্ড দেবেন। বাইবেল যেমন সাক্ষ্য দেয়, এবং যিশুও এখানে যেমন নিশ্চিত করেছেন, নরকই হলো সেই স্থান।

তাই তিনি ২৯ পদে তাঁর শিষ্যদের বলেন, "উন্নতির জন্য কি দুটি আত্মা বিক্রি হয় না?" উন্নতির জন্য রচিত স্তোত্র সম্ভবত এক পেনির মতো ছিল।

এটি কিং জেমস সংস্করণের একটি পরিভাষা, কিন্তু যিশু এখানে ঠিক কোন গ্রিক শব্দটি ব্যবহার করছেন তা আমি বুঝতে পারিনি।

কিন্তু এটি মূলত সেই শব্দের সমতুল্য যা কিং জেমস অনুবাদকরা ব্যবহার করেন, সেই শব্দটি।

মূল গ্রিক ভাষায় যা ছিল এবং পেনির জন্য আমরা যে শব্দটি ব্যবহার করি, সেগুলো সবই মূলত অর্থের সর্বনিম্ন সাধারণ মান, অর্থাৎ এক পেনিকেই বোঝায়।

আর তোমাদের পিতা ছাড়া তাদের একটিও মাটিতে পড়বে না, এমনকি সবচেয়ে কম মূল্যের সর্পিল রেখাগুলোও।

কিন্তু তোমার মাথার প্রতিটি চুলও গোনা আছে, কেননা তুমি আরও মূল্যবান একটি বছরের জন্য সেখানে থাকবে না।

অনেক সর্পিলের চেয়ে।

তাই যিশু তাঁর শিষ্যদের আশ্বস্ত করছেন যে, সমালোচনা, মিথ্যা অভিযোগ এবং তারা যে বিপদের সম্মুখীন হবে, তা সত্ত্বেও ঈশ্বর এমনকি সেই সর্পিল আকৃতির পাখিটিরও কদর করেন, যা হলো সবচেয়ে সাধার

আর এমনকি আমাদের মাথার চুলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, যা কিনা আমাদের শরীরের সম্ভবত সবচেয়ে কম মূল্যবান অংশ, কারণ আমাদের চুল ঝরে যেতে পারে, আটকে যেতে পারে এবং আবার
পারে।

তাই তিনি কেবল কথার মাধ্যমেই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের গভীর উদ্বেগের বিষয়ে তাদের আশ্বস্ত করছেন।

আর কীভাবে তিনি তাঁর প্রজাদের, সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতির, এবং বিশেষ করে, বিশেষত, তাদের তত্ত্বাবধান করেন ও যত্ন নেন।

যারা খ্রীষ্টের আন্তরিক শিষ্য, যারা সংকীর্ণ পথে আছেন এবং যারা সাড়া দিচ্ছেন

তাঁর সত্যের প্রতি বিশ্বস্তভাবে।

তাই যিশু ৩২ পদে বলতে থাকেন, "অতএব, যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে স্বীকার করবে, আমিও স্বর্গে আমার পিতার সামনে তাঁকে স্বীকার করি।"

কিন্তু যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে অস্বীকার করবে, আমিও স্বর্গে অবস্থিত আমার পিতার সামনে তাকে অস্বীকার করি।

সেখানে আমার একটি মন্তব্য ছিল।

সুতরাং এই পদগুলোর উপর আরেকটি মন্তব্য হলো, "আমাদের ব্যক্তি বা চরিত্রের জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত নয়,

খ্রিস্টের মতবাদ বা তাঁর নির্দেশাবলী নয়।

সুতরাং খ্রীষ্ট যখন তাঁকে স্বীকার করার বিষয়ে কথা বলেন, তখন তিনি শুধু এ কথাই বলছেন না; তিনি ৭ম অধ্যায়েই বলেছেন, "যারা আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে ডাকে, তাদের প্রত্যেকেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে ন

সুতরাং তিনি শুধু 'যীশু প্রভু' বলছেন না, এর অর্থ এই যে, তিনি স্বর্গে অবস্থিত তোমাদের পিতার সামনে তোমাদের স্বীকার করছেন; বরং তিনি শুধু খ্রীষ্টের নামের কথাই বলছেন না, বরং তাঁর সবকিছুকেই বোঝা

অ্যালবার্ট বার্নস যেমনটা বলেছিলেন, তার ব্যক্তিত্ব, তার চরিত্র, তার মতবাদ, তার চাহিদা, এর সাথে সম্পর্কিত সবকিছু।

তাঁর প্রতি, তাঁর ন্যায়সঙ্গত কর্তৃত্বের প্রতি এবং তাঁর চরিত্রের প্রতি।

তাই তিনি ৩৪ পদে বলেন, "তোমরা মনে কোরো না যে আমি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করতে এসেছি, আমি আসিনি।"

শান্তি পাঠাতে নয়, বরং তরবারি।

কারণ আমি এসেছি মানুষকে তার পিতার বিরুদ্ধে এবং কন্যাকে তার মাতার বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে।

এবং পুত্রবধূ তার শাশুড়ির বিরুদ্ধে, এবং মানুষের পূর্ণতা হবে তার নিজের পরিবারের লোকেরাই।"

এর মানে এই নয় যে, খ্রিষ্টের আসার কারণ ছিল পরিবারগুলোকে বিভক্ত করা, বরং তিনি বলছেন যে, লোকেরা তাঁর সুসমাচারের প্রতি যেভাবে সাড়া দেয়, এটি তারই একটি স্বাভাবিক ফল—যে কেউ কেউ
মসিহ হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর বাক্যের বশীভূত হবে, আর অন্যরা অবাধ্য হবে।

আর সেই বৈসাদৃশ্যটিই একটি বিচ্ছেদ তৈরি করবে।

এই বিষয়টি যিহূদিয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য ছিল, যেখানে তারা অধিকাংশই মসিহের জন্য অপেক্ষা করছিল, কিন্তু অনেকেরই মসিহ সম্পর্কে ভুল প্রত্যাশা ছিল।

আমরা ধার্মিকতার চেয়ে পার্থিব স্বার্থ, পার্থিব সমৃদ্ধি, ক্ষমতা ও ভোগবিলাস নিয়ে বেশি কথা বলেছি।

এবং নতুন চুক্তিতে, ঈশ্বর সর্বদা ইস্রায়েল ও পুরাতন চুক্তির মাধ্যমে কাজ করেছেন এবং তিনি

তাদের সাথে একটি সমগ্র জাতি হিসেবেই আচরণ করা হয়েছিল।

এবং সেই দেশে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেকেই যে ধার্মিক ও ঈশ্বরের কাছে সঠিক ছিল, তা নয়, কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত ঐশ্বরিক উপাসনায় অন্তত বাহ্যিকভাবে অংশগ্রহণ করত।

কিন্তু একটি বিচ্ছেদ ঘটার কথা ছিল যা মসিহ নিয়ে আসবেন এবং প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকে ও সমগ্র পত্রাবলীতে আমরা দেখতে পাই যে তা কীভাবে ঘটেছিল।

আমরা দেখি কীভাবে বিশ্বস্ত ইহুদিরা, যারা প্রথম খ্রিস্টান ছিলেন, ইহুদি নেতাদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন এবং কীভাবে অবশেষে ঈশ্বর অ-ইহুদিদের মধ্যে তাঁর সংযোগ স্থাপন করতে শুরু করেন ও মণ্ড
থেকে একটি পৃথক সত্তা হয়ে ওঠে।

মণ্ডলী, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ইস্রায়েল, প্রাকৃতিক ইস্রায়েল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

তাই যিশু ৩৭ পদে বলতে থাকেন, "যে তার পিতা বা মাতাকে আমার চেয়ে বেশি ঘৃণা করে, সে আমার যোগ্য নয়; এবং যে তার পুত্র বা কন্যাকে আমার চেয়ে বেশি ঘৃণা করে, সেও আমার যোগ্য নয়।"

অনেকেই তাদের পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের মুগ্ধ করার মধ্যেই সবচেয়ে বেশি আনন্দ খুঁজে পান।

অনেকে ফরীশীদের এবং ইস্রায়েল জাতির ধর্মীয় নেতাদের প্রভাবিত করতে আনন্দ পেত।

এবং তা স্পষ্টতই অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

মানুষের প্রশংসা ভালোবাসা এবং খ্রীষ্টকে ভালোবাসা ও গ্রহণ করা পরস্পর অসামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন আমরা দেখেছি, পৌল বলেছেন, "আমি কি এখন মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চাই, না ঈশ্বরকে?"

কারণ আমি যদি মানুষের প্রতি সন্তুষ্ট হই, তবে আমি খ্রীষ্টের দাস থাকব না (গালাতীয় ১ অধ্যায়)।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হলো, কারো পরম আরাধ্য ব্যক্তি পরিবারের সদস্য হলেই যে তাকে অস্বীকার করা যাবে না, এমনটা নয়।

৩৮ পদে তিনি বলেন, "আর যে নিজের ক্রুশ বহন করে না এবং আমার পিছনে ধাবিত হয় না, সে আমার যোগ্য নয়।"

যে তার জীবন খুঁজে পায়, সে তা হারাবে; আর যে আমার জন্য তার জীবনকে ঘৃণা করে, সে তা খুঁজে পাবে।

অ্যালবার্ট বার্নস ৩৮ ও ৩৯ পদ সম্বন্ধে বলেন, "যখন ব্যক্তিদের ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য দণ্ড দেওয়া হতো,

দণ্ডাজ্ঞার একটি অংশ ছিল যে, যে ক্রুশে তাদের মৃত্যু হবে, সেটি তাদেরকে বধ্যভূমিতে বহন করে নিয়ে যেতে হবে।

এইভাবে খ্রিস্ট তাঁর বোঝা বহন করে চললেন, যতক্ষণ না তিনি ক্লান্তি ও অবসাদে জ্ঞান হারালেন।

ক্রুশটি সাধারণত দুটি অমসৃণ কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি হতো, যেগুলোকে যুক্ত করে এই ক্রুশ আকৃতি দেওয়া হতো।

এটি ছিল মৃত্যুর একটি যন্ত্র।

এটা বহন করা ছিল কষ্টকর, লজ্জাজনক, অনুভূতিতে আঘাত হানার মতো এবং শাস্তির অতিরিক্ত।

সুতরাং ক্রুশ বহন করা একটি রূপক অভিব্যক্তি, যা বোঝায় যে যা কিছু বোঝা স্বরূপ, তা আমাদের অবশ্যই সহ্য করতে হবে।

অথবা কষ্টদায়ক বা লজ্জাজনক বলে বিবেচিত এবং খ্রিষ্টকে অনুসরণ করার শামিল।

এর অর্থ কেবল আমাদের কর্তব্য পালন করা, দুনিয়ার মানুষ এ নিয়ে যা-ই ভাবুক বা বলুক না কেন।

এর অর্থ এই নয় যে আমরা নিজেদের জন্য সমস্যা তৈরি করব অথবা শুধু বিরোধিতা পাওয়ার জন্য কোনো কাজ করব।

জিমি আর আমি যে বিষয়ে কথা বলছিলাম, যা আমি মন্তব্যে শুধু যোগ করতে চাই, কেবল কাজগুলো করা।

বিরোধিতা করাটা হয়তো এমন একটা কাছাকাছি বিষয়, যেটাতে কিছু রাস্তার ধর্মপ্রচারক এখন জড়িয়ে পড়েছেন, যা আমরা নিশ্চিতভাবে

এড়াতে চাই।

তাই অ্যালবার্ট বার্নস আরও বলেন, "শাস্ত্র আমাদের কাছে যা প্রত্যাশা করে, এটি ঠিক তাই করছে। এর ফলে যত লজ্জা, অপমান বা যন্ত্রণাই আসুক না কেন।"

প্রত্যেক অনুসারীই মনে করে যে আমাদের এটা করা আবশ্যক।

তিনি ৩৯ নং পদে বলেন, "এই অনুচ্ছেদে 'জীবন' শব্দটি স্পষ্টতই দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থটি এভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে।"

যে ব্যক্তি তার পার্থিব জীবন বা অস্থায়ী জীবন, কিংবা এখানকার আরাম ও নিরাপত্তা বাঁচাতে উদ্বিগ্ন, সে অনন্ত জীবন হারাবে, অথবা স্বর্গ থেকে বঞ্চিত হবে।

যে আমার খাতিরে এই পৃথিবীতে তার আরাম ও জীবন হারাতে বা ঝুঁকির মুখে ফেলতে ইচ্ছুক, সে অনন্ত জীবন লাভ করবে অথবা পরিত্রাণ পাবে।

তাঁর কথা বলার ধরণটা অনেকটা সেই কথার মতোই, যেখানে তিনি বলেছিলেন, 'মৃতেরা তাদের মৃতদের বহন করুক।'" দেখুন মথি ৮:২২।

তাই যিশু ৪০ পদে বলতে থাকেন, "যে তোমাদের গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে, এবং যে আমাকে গ্রহণ করে...

যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁকে গ্রহণ করেন।

মার্ক ৯-এ, আমার বরং সেখানেই যাওয়া উচিত।

আমি অধ্যায়টা শেষ করে মার্ক ৯-এ যাব।

যে ব্যক্তি নবীকে নবীর নামে গ্রহণ করে, সে নবীর পুরস্কার লাভ করবে।

আর যে ব্যক্তি কোনো ধার্মিক ব্যক্তিকে ধার্মিক ব্যক্তির নামে গ্রহণ করে, সে একজন ধার্মিক ব্যক্তিকেই পাবে।

মানুষের পুরস্কার।

আর কার প্রেমিক এই ছোটদের একজনকে কেবল শিষ্যের নামেই এক পেয়ালা ঠান্ডা জল পান করাবে?

আমি শুধু তোমাদের বলছি, তিনি কোনোভাবেই তাঁর পুরস্কার হারাবেন না।" মার্ক ৯ অধ্যায়ে এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা হয়েছে।

আচ্ছা, মার্ক ৯:৪১ পদে যীশু বলেছেন, "যে কেউ খ্রীষ্টের লোক বলে আমার নামে তোমাদের, তাঁর শিষ্যদের, এক পেয়ালা জল পান করতে দেবে, আমি তোমাদের সত্যি বলছি,

সে তার পুরস্কার হারাবে না।

সুতরাং মূল ধারণাটি হলো, যেহেতু একজন মানুষ সত্যই খ্রীষ্টের পক্ষ নেয়, তাই সে তার প্রজাদের ভালোবাসবে।

তিনি তাঁর সংস্পর্শে আসা সকল দাসকে ভালোবাসবেন এবং যারা খ্রীষ্টের খাতিরে তাঁর দাসদের প্রতি মনোযোগ দেয় ও তাঁদের গ্রহণ করে, তারা পুরস্কৃত হবে।

যে ব্যক্তি খ্রীষ্টের দ্বারা সুসমাচার প্রচারের জন্য প্রেরিত ব্যক্তিকে গ্রহণ করে

তার নাম, কারণ তারা মূলত তাদের মতোই একই দলে আছে, তারা প্রচারক, ভৃত্য, ভ্রমণকারী ভৃত্যের মতো একই পুরস্কার পাবে।

আমরা ২ যোহনে পড়ি, যোহন লিখছেন, ওহ, আমি দুঃখিত, ৩ যোহন। প্রিয় গায়াসের কাছে লেখা চিঠিটা কী?

সম্ভবত একজন খ্রিষ্টান, নিশ্চিতভাবেই একজন খ্রিষ্টান ব্যক্তি, যার সাথে প্রেরিত যোহনের পরিচয় ছিল।

তিনি ৫ নং পদে গাইয়াসকে বলেন, "প্রিয়তম, তুমি ভাইদের প্রতি যা কিছু করো, তা বিশ্বস্ততার সাথেই করো।"

এবং সেইসব বিদেশীদের, যারা মণ্ডলীর সামনে তোমার দয়ার সাক্ষ্য দিয়েছে, যাদেরকে তুমি যদি ঈশ্বরীয় রীতিতে তাদের যাত্রাপথে এগিয়ে দাও, তবে তুমি ভালো করবে; কারণ যদি তাঁর নামের খাতিরে তারা গ্রহণ না করে যাত্রা করে থাকে, তবে আমাদেরও উচিত তাদেরকে গ্রহণ করা, যেন আমরা সত্যের সহযাত্রী হতে পারি।"

সুতরাং, যীশু ৪০ থেকে ৪২ পদে এই বিষয়েই কথা বলছেন।

তাই আমার কাছে এটা খুবই, খুবই আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে যে দশম অধ্যায়ের শেষে, যিশু পেতে চলেছেন

ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে এবং তাঁর নামে অলৌকিক কাজ করতে প্রচারকদের পাঠানো শেষ হয়েছে।

আর এখন একাদশ অধ্যায়ে, তিনি এমন একজন ধর্মপ্রচারকের কথা বলবেন যিনি আর জনসমক্ষে ধর্মপ্রচার করতে পারতেন না এবং তাঁর সেবাও করতে পারতেন না, যদিও তিনি আগে তা-ই করে আসছিলেন

আর ইনিই হলেন যোহন বাপ্তিস্মদাতা, সুতরাং ১১-১।

যীশু তাঁর বারোজন শিষ্যকে আদেশ দেওয়া শেষ করে বিদায় নিলেন।

অতঃপর তারা তাদের নগরগুলিতে শিক্ষা দিতে ও ধর্মপ্রচার করতে থাকবে।

কারাগারে থেকে খ্রীষ্টের সবচেয়ে খারাপ খবর শুনে যোহন তাঁর দুজন শিষ্যকে পাঠিয়ে তাঁকে বললেন, "আপনিই কি সেই ব্যক্তি যিনি আসবেন, নাকি আমরা অন্য কারও জন্য অপেক্ষা করব?"

এটা কৌতূহলোদ্দীপক যে জন এমন কথা বলবে, এবং এটা পাগলামিও মনে হয় যে সে এমন কথা বলবে, বিশেষ করে তার সম্পর্কে আগে যে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিল তা বিবেচনা করলে।

এটা কি সম্ভব যে তিনি নিজেও নিশ্চিত ছিলেন না যে, যে যিশুর কথা তিনি শুনেছিলেন, তিনিই সেই ব্যক্তি কি না, যাঁকে তিনি বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন?

আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু পরে যিশু তাকে যা বলবেন তা থেকে আমরা দেখতে পাব যে, সে পথভ্রষ্ট হয়নি বা বিপথে যায়নি।

সুতরাং, ৬ নং পদে তিনি তাকে একটি মৃদু সতর্কবাণী দিচ্ছেন বলেই মনে হয়।

সুতরাং ৪ পদে, যীশু তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, যাও এবং যোহনকে আবার সেই বিষয়গুলো দেখাও যা

তোমরা শোনো এবং দেখো, অন্ধরা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়, খোঁড়ারা হাঁটে, কুষ্ঠরোগীরা সুস্থ হয়, বধিররা শুনতে পায়, মৃতরা পুনরুত্থিত হয় এবং দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হয়।

মজার ব্যাপার হলো, বেশিরভাগ ভণ্ড ধর্ম এবং ভণ্ড নবীরা দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে ও তাদের সাহায্য করতে সত্যিই আগ্রহী নয়।

এর কিছু ব্যতিক্রম অবশ্য আছে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যারা নিজেদের স্বার্থে ধর্ম পালন করেন, তারা এমন মানুষদের কাছেই যেতে চাইবেন যারা তাদের উপকার করতে পারে।

আর এটি যিশাইয় ৬১ অধ্যায়ের একটি সরাসরি উল্লেখ, যা মসিহ সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী। এতে বলা হয়েছে, প্রভুর আত্মা আমার উপরে আছেন, কারণ তিনি আমাকে দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার কর
সময়ের অভাবে আমি সেখানে যাব না।

সুতরাং যিশু শেষ করেন, এবং ধন্য সেই ব্যক্তি, যার প্রেমিক আমার কারণে অসন্তুষ্ট হবে না।

সুতরাং এটি খুবই আকর্ষণীয়, কারণ আমি মনে করি, এই কলে যারা থাকবেন তাদের কথা বিবেচনা করলে, এটা সম্ভব যে আমাদের জীবনের সবচেয়ে কঠিন প্রলোভনটি আসতে পারে, যেমনটা এখানে যোহ
হলো, তাঁর পরিচর্যা করার, প্রচার করার এবং তাঁর প্রচারের মাধ্যমে ঈশ্বরের রাজ্যকে প্রসারিত করার সুযোগটি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

আমার মনে হয়, প্রেরিত পৌল এতটাই ঈশ্বরভক্ত মানুষ ছিলেন যে, কারাগারে থাকাকালীন তাঁর সবচেয়ে বড় কষ্ট সেখানকার খারাপ খাবার এবং চলাফেরা করে সতেজ হতে না পারা ছিল না।

বাতাস এবং এই জাতীয় জিনিস, কিন্তু আসল কষ্টটা ছিল যে তিনি প্রকাশ্যে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করতে এবং মণ্ডলীগুলোতে সেবা করতে পারছিলেন না।

কিন্তু কারাগারে থাকাকালীন ঈশ্বর তাঁর জন্য একটি কাজ রেখেছিলেন, যার মধ্যে অন্যতম ছিল পত্রাবলী লেখা, যা আমাদের নতুন নিয়মের প্রায় অর্ধেক গ্রন্থ নিয়ে গঠিত।

ব্রিটিশ ধর্মপ্রচারক জন ব্লান্ডিয়ন সর্বকালের অন্যতম সেরা খ্রিস্টীয় গ্রন্থগুলোর একটি, 'দ্য পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' রচনা করেন, যা তিনি কারাগার থেকে লিখেছিলেন।

আমরা এই বিশ্বাস রাখতে পারি যে, ঈশ্বর যদি আমাদের কারাগারে রাখেন অথবা এমন কোনো স্থানে রাখেন যেখানে আমরা আর প্রচার করতে পারি না, যেখানে আমরা আগের মতো পরিচর্যা বা মিশনের ক
আমাদের জন্য কিছু পরিকল্পনা রেখেছেন, যদিও আমরা প্রেরিত পৌলের মতো লিখতে না পারি।

এমনকি জন ব্লান্ডিয়নের মতোও।

সে আমাদের জীবনে নিশ্চয়ই কিছু একটা করতে চায়, এবং যারা এটা শুনছেন, তাদের অনেকের কাছেই, আমার মনে হয় জনের মতোই, জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হতে পারে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হ

এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছেন যে, আপনি আর আগের মতো জনসমক্ষে ধর্মোপদেশ দিতে বা পরিচর্যা করতে পারেন না।

আমি বলতে পারি যে আমার জীবনের এমন কয়েকটা বছর ছিল যখন একেবারেই কিছুই ছিল না।

আমার রুমমেটদের সাথে কথা বলা ছাড়া অন্য কিছু করার সুযোগ, সেই ছেলেরা যারা

যেহেতু তারা প্রভু সম্পর্কে আমার সাথে বাস করছিলেন, তাই প্রভুর জন্য কোনো ধরনের সেবা করার সত্যি কোনো সুযোগ ছিল না, কিন্তু ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সেই বছরগুলো আমার জীবনের সেরা কিছু
আমার জন্য একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল।

তাই যদিও অনেক লোক, যীশুর সতর্কবাণী ধন্য, "যার সেবক হবে না

"আমার মধ্যে অপমানিত বোধ করা," যদিও এই কথাটা এমন যেকোনো কিছুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে যা আমাদের অভিযোগ করার কারণ হতে পারে।

ঈশ্বরের কার্যকলাপ সম্পর্কে, যা আমাদেরকে নিরুৎসাহিত করে এবং হাল ছেড়ে দিতে প্ররোচিত করে, যা আমাদেরকে এমন করে তোলে যে

ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়া এবং প্রভুকে ত্যাগ করার কারণে আমরা ঈশ্বরের বাক্যের সাথে আপোস করি। কিছু মানুষের ক্ষেত্রে, এমনটা সত্যিই হতে পারে যে, প্রভুর জন্য আপনি যে ভালো ও সঠিক কাজ
সুযোগটি যেন চলে গেছে।

তাই এটা বেশ মজার যে সেটাও একটা প্রলোভন হতে পারে।

কিন্তু মূল কথা হলো, যোহন সেখানে পুরোপুরি ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ছিলেন, এবং তিনি সেখানেও ঠিক সেভাবেই ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারতেন, যেভাবে তিনি বহু লোকের কাছে প্রচার করার সময় পারতেন।

খ্রিস্টানদের মধ্যে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, প্রতিটি মুহূর্তই উপাসনার জন্য তৈরি হয়েছে বা এই জাতীয় কিছু একটা।

এরকমই, এবং এটা কেবল ঘুম থেকে উঠে কাজে যাওয়া এবং কাজ করার কথা বলছে।

জীবনের ছোট ছোট কাজগুলো যদি প্রভুর উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে তা তাঁর উপাসনা করার একটি সুযোগ, ঠিক যেমন রবিবারে গির্জায় গান গাওয়া বা জনসমক্ষে সুসমাচার প্রচার করা।

এখন স্পষ্টতই এমন কিছু লোক আছে যারা এর সুযোগ নিয়ে আপোস করতে পারে এবং বলতে পারে, "আমি একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী এবং সাধারণভাবে একজন সৎ ব্যক্তি হিসেবেই ঈশ্বরের উপাসনা করি," পক্ষে সত্যিই দাঁড়াতে পারে না, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁকে নিজেদের প্রকাশ্য সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করতে দিতে পারে না, এবং খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য যে কষ্ট সহ্য করা প্রয়োজন তা-ও করে

তারা এটিকে আপোসের একটি উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে পারত।

আমি বলতে চাইছি, যখন আপোসটা সত্যিই পুনরাবৃত্তিমূলক হয়, তখন এটা সত্যি যে এমন সবকিছুর মধ্যেই ঈশ্বরের উপাসনা করার সুযোগ থাকে, যা আমাদের অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

সুতরাং ৭ম পদ, "আর তাঁরা চলে যাওয়ার সময়, যোহনের যে শিষ্যেরা খ্রীষ্টের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন,

তিনি মসিহ ছিলেন কি না, এবং তারা চলে যাওয়ার সময়, যিশু জনতার উদ্দেশে বলতে শুরু করলেন

ঈশ্বরের বিষয়ে, তোমরা প্রান্তরে কী দেখতে চাও? বাতাসে নড়ে ওঠা একটি নলখাগড়া।

বাতাসে নড়বড়ে নলখাগড়া একজন অস্থিরমতি মানুষের কথা বলছে, যা জনের বিরুদ্ধে আনা সম্ভবত একটি মিথ্যা অভিযোগ ছিল, কিন্তু তোমরা বাইরে কী দেখতে চাও?

নরম পোশাকে শীতকাতর মানুষ, সেই পুরোনো দিনের কথা যখন রাজপ্রাসাদে নরম পোশাক থাকত। যোহন এমন ব্যক্তি ছিলেন না যিনি তাঁর প্রচারের দ্বারা ধনী হচ্ছিলেন।

তিনি এমন মানুষ ছিলেন না যিনি নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও আরামের জন্য ধর্মোপদেশ দিতেন। বরং তিনি ছিলেন ঠিক তার উল্টো।

কিন্তু তোমরা কী দেখতে বাইরে এসেছ? একজন নবীকে।

হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, এবং একজন নবীর চেয়েও বেশি।

তাই এটা বেশ আকর্ষণীয় যে, ঈশ্বর সম্পর্কে যিশু যা বলতে চলেছেন, কারণ আমি জানি যে মুসলমানরা, অন্তত আমি যাদের সাথে কথা বলেছি, তারা এটা বিশ্বাস করে; তারা বলে যে সমস্ত নবী একই রকম।

তারা যিশু, মোশি, যোহন বাপ্তিস্মদাতা এবং বাকি সবাইকে একই শ্রেণিতে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা স্বীকার করে যে যিশু একজন নবী ছিলেন, তবে দেখুন যিশু নিজে কী বলেছিলেন...

যোহন বাপ্তিস্মদাতা।

১০ পদ, "কারণ ইনিই তিনি, যাঁর বিষয়ে লেখা আছে, 'দেখো, আমি তোমার সম্মুখে আমার দূতকে পাঠাচ্ছি, যে তোমার পথ প্রস্তুত করবে।'"

এটি মালাখি ৩:১ থেকে নেওয়া একটি উদ্‌ধৃতি, "আমি তোমাদেরকে নারীদের গর্ভে জন্মগ্রহণকারীদের মধ্যে পাঠাচ্ছি, যোহন বাপ্তাইজকের চেয়ে মহান আর কেউ জন্মায়নি।"

তথাপি স্বর্গরাজ্যে যে সবচেয়ে ছোট, সে তার চেয়েও মহান।

এখানে খ্রিষ্টের নৈকট্য নিয়ে কথা বলা হচ্ছে এবং সম্ভবত কথা বলা হচ্ছে...

কীভাবে সেই সময়ে যারা যিশুকে অনুসরণ করছিল এবং তাঁর কাজ দেখছিল, তারা তাঁর আরও নিকটবর্তী ছিল এবং

যদিও জন তার পূর্বসূরি ছিলেন, তবুও তার নিজের চরিত্রের ব্যাপারে জনের চেয়েও তার স্পষ্টতর অন্তর্দৃষ্টি ছিল।

আমার মনে হয় না যে এর মানে এই যে, এমনকি সবচেয়ে দুর্বল খ্রিষ্টানও—যিনি কোনোমতে ঈশ্বরের রাজ্যে ছিলেন এবং যিনি ঈশ্বরের রাজ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে ছিলেন—আধ্যাত্মিকতার দি
চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

আমার মনে হয়, তিনি খ্রিষ্টের নৈকট্য নিয়ে কথা বলছেন, বিশেষ করে সেই সময়ে, এবং তিনি নিশ্চিতভাবেই পুরাতন চুক্তির চেয়ে নতুন চুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কথা বলছেন। তাই আমি এই বিষয়টি এখানেই শেষ ক

সুতরাং ১২ পদ, "এবং বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সময় থেকে এখন পর্যন্ত স্বর্গরাজ্যের আত্ম-মূল্যের হিংসা, এবং বলপূর্বক দখলকৃত বলপ্রয়োগ।"

আমার মনে হয়, এর সম্পর্ক রয়েছে আসন্ন ক্রোধ থেকে পলায়নের সাথে, এবং রাজ্যের সুসমাচারে বিশ্বস্তভাবে সাড়া দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের অন্বেষণে অধ্যবসায়ী হওয়া ও পাপ ত্যাগ করার প্রয়োজনীয়তার সা

কারণ সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ভাববাণী করেছিলেন।

সুতরাং যোহন হলেন সেই ব্যক্তি, পুরাতন নিয়মের শেষের মধ্যে কোনো ভাববাদীর বাণী ছিল না,

মেলাখি, হগ্গয়, সখরিয় এবং পুরাতন নিয়মের শেষের দিকের সেই ভাববাদীদের সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে।

মাঝখানে কোনো নবী ছিলেন না।

সুতরাং যোহন হলেন পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যে, পুরাতন শাস্ত্রের মধ্যে সেতুবন্ধন।

এবং নতুন নিয়ম, পুরাতন নিয়মের সেই একই নিয়ম এবং একই বিষয়। তাই তিনি বলেন, "আর যদি তোমরা তা গ্রহণ করো, তবে ইনিই সেই এলিয়, যাঁর আসার কথা ছিল।" যার শোনার কান আছে, সে শুনুক।

মেলাখি ৪ অধ্যায়ের শেষে, অর্থাৎ ৪ থেকে ৬ অধ্যায়ের আগে, মানে ৫ ও ৬ অধ্যায়ের পূর্বে, ঈশ্বর পুরাতন নিয়মের একেবারে শেষ পদগুলিতে বলেছিলেন, "দেখ, প্রভুর সেই মহাদিন ও ভয়ংকর দিন আস
এলিয় ভাববাদীকে পাঠাব; তিনি পিতাদের হৃদয় সন্তানদের প্রতি এবং সন্তানদের হৃদয় পিতাদের প্রতি ফেরাবেন, পাছে আমি এসে অভিশাপ দিয়ে পৃথিবীকে আঘাত করি।"

তাই ইহুদিরা প্রত্যাশা করেছিল যে নবী এলিয়া আক্ষরিক অর্থেই ফিরে আসবেন, এবং আজও কিছু ইহুদি নবী এলিয়ার পুনরাবির্ভাবের প্রত্যাশা করে।

আর যিশু এখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছেন যে, বাপ্তিস্মদাতা যোহনই হলেন সেই এলিয়, যাঁর বিষয়ে পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

এটা পুনর্জন্মের শিক্ষা নয়।

এই শিক্ষাটি এলিয়র ছিল না যে, যোহন বাপ্তিস্মদাতা আক্ষরিক অর্থেই এলিয়র পুনর্জন্ম ছিলেন।

এবং সে বলছে, আমি শ্লোকটি আগে থেকে পাইনি, কিন্তু আশা করি এখানে দ্রুত খুঁজে পাব।

লূকের ১ অধ্যায়ে, স্বর্গদূত যোহনের পিতা সখরিয়কে বলেন যে, যোহন এলিয়র আত্মা ও শক্তিতে আসবেন।

আর হ্যাঁ, লূক ১:১৭, "আর তিনি তাঁর আগে আগে যাবেন, খ্রীষ্ট এবং এলিয়র আত্মা ও শক্তির আগে, যেন তিনি পিতাদের হৃদয় সন্তানদের দিকে ফেরান, এবং ধার্মিকদের প্রজ্ঞার অবাধ্যতা দূর করে প্রভুর
করেন।"

সুতরাং যিশু এটা খুব স্পষ্ট করে দেবেন যে, বাপ্তিস্মদাতা যোহনই হলেন সেই এলিয়, যাঁর বিষয়ে পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

আর তারপর আমরা লূক ১ অধ্যায়ে দেখলাম যে, যোহন এলিয়র আত্মা ও শক্তিতে এসেছিলেন, এবং মালাখি ৪ অধ্যায়ে আসলে এটাই বোঝানো হয়েছিল।

সুতরাং ১৫ নং পদে বলা হয়েছে, "যার শোনার কান আছে, সে এই বিষয়ে অ্যালবার্ট বার্নসের একটি মন্তব্য শুনুক, যার কান আছে।"

এই অভিব্যক্তিটি যিশু প্রায়শই একটি প্রবাদমূলক উক্তি হিসেবে ব্যবহার করেন, যার অর্থ হলো...

যা বলা হয়েছে, সেদিকে সর্বোচ্চ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

যোহন সম্পর্কিত মতবাদটিকে তিনি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন।

যে বলে, 'যার এটা বোঝার ক্ষমতা আছে,' সে-ই বিশ্বাস করবে যে ইনিই এলিয়।

ইনিই যে সেই এলিয়, যার কথা বলা হয়েছে, সে যেন এতে মনোযোগ দেয় এবং তা স্মরণ রাখে।

সুতরাং আমরা এখানে ১৯ পদ পর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে যাব এবং তারপর আমি শেষ করব।

তাই যিশু এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে সেই অবাধ্য ইস্রায়েলীয়দের তিরস্কার করতে শুরু করেন, যারা যোহনের প্রচারে অনুতপ্ত হয়নি এবং তাঁকেও গ্রহণ করেনি।

সে বলে, "কিন্তু আমরা এই প্রজন্মের মতো অকর্মণ্য।"

এটা অনেকটা সেই শিশুদের মতো, যারা বাজারে বসে তাদের সঙ্গীদের ডেকে বলছে, 'আমরা তোমাদের বাঁশি বাজিয়ে শুনিয়েছি, কিন্তু তোমরা নাচোনি।'

"আমরা তোমাদের কাছে শোক প্রকাশ করেছি, কিন্তু তোমরা বিলাপ করোনি।" সুতরাং, মূলত তারা বলছে যে তাদের কথায় সামঞ্জস্য নেই।

ওরা বলছে আমরা সুখী ছিলাম আর তোমরা সুখী ছিলে না। কিন্তু তারপর আমরা শোক করেছি, আর তোমরা বিলাপ করোনি।

তারা মূলত খুঁত ধরে আর দোষ খুঁজে বেড়ায় এবং তাদের সন্তুষ্ট করার কোনো উপায়ই নেই।

যা-ই ঘটুক না কেন, তারা সমালোচনা করবেই।

আর যদি তাদের মনে হয় যে কোনো কিছু একভাবে হওয়া উচিত, তাহলে সেটা সেভাবে না হলে তারা সমালোচনা করবেই। আবার যদি ঘটনাচক্রে তাদের চাওয়া মতো হয়েও যায়, তাহলেও তারা সমালোচনা ক

তারা পরে বদলে যাবে।

আর এভাবেই এটি বাপ্তিস্মদাতা যোহন এবং তাঁর নিজের কাছে বিস্ময়কর ঘটনাগুলোকে ব্যবহার করে।

কারণ যোহন না খেয়েছিলেন, না পান করে এসেছিলেন এবং লোকেরা বলে যে তাঁর মধ্যে শয়তান ছিল।

জন যখন এলো, বলা যায় সে সমাজ থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন এবং বেশ নির্জনতায় থাকতো। আর সে সেসব ব্যাপারে অংশগ্রহণ করত না, কী যেন শব্দটা?

যিশুর মতো তাঁকে কোনো ভোজসভায় পাওয়া যেত না, যেখানে তিনি মানুষের সঙ্গে মিশতেন এবং ইহুদিদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন।

সুতরাং তারা বলতে পারত যে, সে না খেয়ে, না পান করে এসেছিল।

মনুষ্যপুত্র খেতে ও পান করতে আসলেন এবং লোকেরা বলল, দেখ, একজন মানুষ; বাইরে যাও এবং দ্রাক্ষারসের নদীর শব্দ শোনো।

কর আদায়কারী ও পাপীদের বন্ধু।

কিন্তু প্রজ্ঞা তার সন্তানদের জন্য ন্যায্য।

যারা যোহনের বার্তা গ্রহণ করেছিল, তাদের দিকে তাকালেই প্রজ্ঞার যথার্থতা প্রমাণিত হয়।

তাদের দিকে তাকান যারা সত্যই খ্রীষ্টকে মসিহ হিসেবে স্বীকার করেছে এবং তাঁর ভোজন করছে।

শব্দ।

দেখুন তাদের কী হয়েছে।

এটাই দৃষ্টান্তের শক্তি, একটি পরিবর্তিত জীবনের শক্তি, এবং বাইবেলের শিক্ষাকে আধ্যাত্মিকভাবে গ্রহণ করার ফলে যে উত্তম ফল উৎপন্ন হয়, তা খ্রিষ্টধর্মের সত্যতা এবং বাইবেল যে ঈশ্বরের বাক্য, তার এক ও

আমরা জানি যে ১৯ পদটি এমন ছিল না যে, হ্যাঁ যিশু এসেছিলেন, তিনি অনুতাপের সাথে খাচ্ছিলেন ও পান করছিলেন।

পাপীরা।

আমরা জানি যে, যখন লোকেরা তাঁকে তাদের বাড়িতে ভোজের জন্য আমন্ত্রণ জানাত, তখন তিনি আসতেন।

কিন্তু তিনি কি আসলেই পেটুক ও মাতাল ছিলেন? না।

সে কি ইদানীং মানুষের সাথে তাদের পাপ, হালকা কথাবার্তা এবং মূর্খতায় মেলামেশা করছিল?

একদমই না।

এবং যিশুর যে আধুনিক চিত্রটি মানুষের মনে রয়েছে, তা হলো—তাদের ধারণা অনুযায়ী যিশু সত্যিই কোনো এক বারে হেঁটে ঢুকতেন এবং সেখানকার একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে বসে পড়তেন।

ছেলেরা পাপীদের সাথে তাদের পাপের মধ্যে মেলামেশা করে, কোনো রকম শর্ত ছাড়াই, বুঝতেই পারছেন।

মানুষকে গ্রহণ করা এবং তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত ও ন্যায্য সঙ্গ দেওয়া, তাদের মাতলামি এবং তিরস্কার না করা।

তাদেরকে এড়িয়ে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে এমন একজন ভালো মানুষের মতো ঘুরে বেড়ায়, যার জীবনে কোনো বিতর্ক নেই এবং যে কিনা অন্ধকারের নিকৃষ্টতম অংশের সঙ্গেই মেলামেশা করে।

খ্রিস্ট সম্পর্কিত সেই ধারণাটি একটি ভ্রান্ত ধারণা, যা দিয়ে তারা প্রকৃতপক্ষে ইহুদিদের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগকে ন্যায্যতা দেবে।

আমরা হিব্রু সাত, ২৭ এবং ২৮, ২৬ থেকে ২৮-এ যীশুর বিষয়ে পড়ি, "উচ্চ উপলব্ধি

যিনি পবিত্র, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, পাপীদের থেকে পৃথক এবং উচ্চতর, তিনিই আমাদের জন্য যাজক হলেন।

স্বর্গ।

সুতরাং যদিও তিনি অনুতপ্ত পাপীদের গ্রহণ করেছিলেন এবং যদিও তিনি একটি পরিচর্যা নিয়ে এসেছিলেন

পুনর্মিলনের, জগতের অপরাধ তাদের উপর আরোপ না করে, যদিও তিনি কষ্ট ভোগ করেছিলেন, তিনি পাপীদের আচার-আচরণ সহ্য করেছিলেন এবং ইব্রীয় ১২ অধ্যায়ে যেমন বলা হয়েছে, তিনি নিজের বি সহ্য করেছিলেন।

যদিও তিনি পাপীদের প্রতি কখনো কোনো ন্যায্য অপরাধ করেননি, তবুও এমন একটি দিক রয়েছে যেখানে

তিনি পবিত্র, নির্দোষ, নিষ্কলুষ, পাপীদের থেকে পৃথক এবং স্বর্গ অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত।

আর যখন যিশু বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে ডেকেছিলেন, যিনি ছিলেন সেই সময়ে জীবিত সর্বশ্রেষ্ঠ নবী।

আমরা আপনাকে ওখানে হারিয়ে ফেলেছি, ভাই অ্যারন। বাকি সবাই কি এখনও ডিউটিতে আছে? আর সবাই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?

তুমি ফিরে এসেছো, ভাই অ্যারন? হ্যালো, হ্যালো?

হ্যালো, হ্যালো?

হ্যালো?

হ্যালো?

হ্যালো?

ভাই অ্যারন, আপনি কি আছেন? হ্যালো?

হ্যাঁ।

কী হয়েছে, সবাই?

এই, অ্যারন ভাই। এই, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ, কে বলছেন?

জি, স্যার উইলিয়াম।

আচ্ছা, আপনি ওখানে আছেন।

আচ্ছা, আপনি ওখানে আছেন।

কোথায়, উম, ভাই অ্যারন, আপনি কি ওখানে আছেন? ভাই অ্যারন, আপনি কি ওখানে আছেন?

আমরা কি সেখানে ভাই অ্যারনকে হারালাম? নীরব।

হ্যাঁ।

ভাই অ্যারন, হ্যাঁ, আমরা নিশ্চয়ই ভাই অ্যারনকে হারিয়ে ফেলেছি। ঐ যে তিনি আসছেন।

এই তো শুরু হলো।

ওহ, হেই জিমি, আমার সার্ভিসটা কেটে গেছে। ওহ, কোনো সমস্যা নেই।

তুমি চালিয়ে যাও, তুমি পারবে।

ওহ, জিমি ভাই, সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে আমি কোথায় শেষ করেছিলাম?

আমরা বারাসের দিকে এগোচ্ছিলাম, আসলে আমি পেছনে গিয়ে একটা জিনিস দেখছিলাম, কিন্তু আমার মনে হয় আমরা বারাসেই আছি।

তোমার কি ভাই উইলিয়ামের কথা মনে আছে? ঠিক মনে নেই, অ্যারন।

আমার মনে হয় আমরা ১৯-এ ছিলাম, ভাই। ১১/১৯।

বুঝতে পারলেন ভাই অ্যারন? ওহ, ভাই অ্যারন আবার পথ হারিয়ে ফেলেছেন। আবার হারছেন, ভাই।

হ্যাঁ, আমরা এখানে রেকর্ডিংয়ের জন্য অপেক্ষা করার সময়, জানেন তো, এখন এমন একটা কিছু চলছে যা বেশ বড় আকারে গতি পেতে শুরু করেছে, আমাদের দারুণ কিছু দল এবং দারুণ কিছু বিষয় আছে।

আমেরিকার ধর্মপ্রচারক সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন বিভেদ দেখা দিয়েছে এবং দুঃখজনকভাবে, তা দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে।

কিন্তু মথি ১০:১৬ পদে লেখা আছে, "দেখো, আমি তোমাদের মেষ ও নেকড়েদের ন্যায় পাঠাচ্ছি। অতএব তোমরা সর্পের ন্যায় বুদ্ধিমান এবং ঘুঘুর ন্যায় সরল হও।"

এবং আমি অ্যালবার্ট বার্নসের একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য পড়ে শোনাব এবং তারপর আমরা অ্যারন ক্যারির কাছে ফিরে যাব।

অ্যারন, অনুগ্রহ করে এক সেকেন্ড অপেক্ষা করুন।

আমি মথি ১০/১৬ অধ্যায়টি দ্রুত পর্যালোচনা করছি, যা আমি আবার পড়ব, "দেখো, আমি তোমাদের মেষ ও নেকড়েদের ন্যায় পাঠাচ্ছি। অতএব তোমরা সর্পের ন্যায় বুদ্ধিমান এবং ঘুঘুর ন্যায় সরল হও।"

সর্পের মতো বুদ্ধিমান হও। আমি এখানে অ্যালবার্ট বার্নসের লেখাটা খুব দ্রুত পড়ে শোনাব এবং তারপর আপনার কথা দিয়ে শেষ করব, ভাই অ্যারন।

সর্প চিরকালই প্রজ্ঞা ও ধূর্ততার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। উদাহরণস্বরূপ, আদিপুস্তক ৩:১।

মিশরীয়রা তাদের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক চিত্রকলায় সর্পকে প্রজ্ঞার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করত, যা ছিল এমন একটি বিষয় যা অনুকরণ করতে খ্রিস্ট তাঁর অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সর্পটি বিপদ এড়ানোর ব্যাপারে সতর্ক ছিল। ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতায় কোনো প্রাণীই তার সমকক্ষ নয়, এমনকি বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রেও।

এর জন্য দুঃখিত, বন্ধুরা। শৌল খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'এমন এক জগতের মাঝে তোমাদের সতর্কতা ও প্রজ্ঞা প্রয়োজন, যে জগৎ তোমাদের প্রাণনাশের চেষ্টা করবে।'

তিনি তাদের এও নির্দেশ দেন যেন তারা নিরীহ থাকে, বিপদ বা আঘাতের কারণ না হয়, এবং এর মাধ্যমে তাদের সহমানবদেরকে তাদের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গতভাবে নিযুক্ত না করে।

ঘুঘু নিষ্পাপতার এক অসাধারণ প্রতীক এবং তা চিরকালই ছিল। অধিকাংশ মানুষই নির্বোধের মতো একটি সাপকে মেরে ফেলবে, তা যতই নিরীহ হোক না কেন, অথচ এমন পাষাণহৃদয় মানুষ খুব কমই আছে

আমার মনে হয়, আমেরিকায় বর্তমানে যারা ধর্মপ্রচার করছেন, তাদের অনেকের মধ্যে যা ঘটছে, তার জন্য এই পদটি একদম উপযুক্ত।

তাহলে, ভাই অ্যারন, আমি আপনার কথায় ফিরে আসি। আমি শুধু রেকর্ডিংয়ের জন্য কিছুটা সময় পূরণ করতে চেয়েছিলাম।

আমার ফোনটা ঠিক কাজ করছে না... আমি সমস্যায় পড়ছি।

আপনার ফোনে সমস্যা হচ্ছে, তাই না?

আচ্ছা, হ্যাঁ। ওর ফোনে সমস্যা হচ্ছে। ঠিক আছে। যাইহোক, আমরা অন্তত ১১ নম্বর স্তবক পর্যন্ত এগিয়েছি। আমার মনে হয় আমরা এখানেই শেষ করেছিলাম। আর আমি রেকর্ডিংটা আবার শুনব, কিন্তু আ করেছিলাম...

ওটা ছিল ওয়াইন রিভারের জায়গাটা। তাই আমি ওটা খুঁজে বের করব এবং আমরা ওটা চিহ্নিত করে রাখব। সুতরাং সবাই, এখানেই লাইনে থাকুন। আমরা কিছুক্ষণ সৌহার্দ্য বিনিময় করব। আমাদের সা সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

আমরা আগামী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আবার কথা বলব। আপনারা একে অপরের জন্য প্রার্থনা করতে থাকুন এবং বিশ্বাসে অটল থাকুন। আমরা আপনাদের সবাইকে ভালোবাসি এবং শীঘ্রই আবার কথা হবে। এব

মথি লিখিত সুসমাচারের ফাইল-ভিত্তিক অধ্যয়ন – অধ্যায় ১১-১৬ – ১২-২১, সপ্তাহ ১০

শুভ সন্ধ্যা সবাইকে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মঙ্গলবার রাতের ও বিদেশে বুধবার সকালের শিশুদের জন্য বৈশ্বিক মিশনের বাইবেল পাঠে আপনাদের স্বাগত জানাই। আপনাদের এখানে সরাসরি পেয়ে আমর যারা সরাসরি সম্প্রচারে আছেন, আপনারা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় এবং এখানে উপস্থিত প্রায় প্রত্যেকেই বিশ্বজুড়ে আমাদের এই মিশনের একটি অংশ।

আমরা আপনাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করি যারা শুধু আর্থিকভাবেই নয়, বরং অন্যভাবেও আমাদের সমর্থন করছেন।

প্রার্থনার মাধ্যমেও। এটা খুবই বিনম্রতার বিষয় যে আমাদের লোকবল এত কম, কিন্তু যারা আছেন, তাদের দিয়েই মাসের শেষে অন্তত আমাদের পরিচর্যার মতো মৌলিক কাজগুলো করার জন্য যথেষ্ট টাকা থ শত শত কোটি ডলার প্রয়োজন, তাই না? এখনও প্রতিদিন ২১, ২২ হাজার অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু মারা যাচ্ছে।

মানবসৃষ্ট দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে ঈশ্বর আমাদের যা দেন, আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, আকাশে থাকা আমাদের ভাই উইলসন, মুয়ালিতে থাকা ভাই উইলিয়াম, বঙ্গাব্দে থাকা ভাই মোজেস ও হারান, বাংলা ড্যানিয়েল এবং কেনিয়ার নাইরোবি ও কবিরাহ বস্তিতে থাকা ভাই অ্যান্ড্রুর মতো মানুষেরা—আমি জানি যে সেই অর্থ সুসমাচার প্রচারের জন্য ঈশ্বরীয় উপায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। এবং এই কলে উপস্থিত আপ জানাই। সুতরাং আর দেরি না করে, আমরা শুরু করছি...

আজ রাতে আমি ভাই হারুনকে আমাদের শিক্ষা দিতে দেব। তিনি একজন অত্যন্ত চমৎকার শিক্ষক এবং শিক্ষাদানে বিশেষভাবে অভিষিক্ত। আমরা সবাই একসাথে কাজ করি, আপনারা জানেন, প্রভুর কা ভিন্ন ভিন্ন আহ্বান রয়েছে এবং ভাই হারুনেরও শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বিশেষ আহ্বান রয়েছে। তাই আজ রাতে আমরা মথি লিখিত সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ের ১৬ পদ থেকে শুরু করব।

গত সপ্তাহে ১৯-এ এসে একরকম থেমে গিয়েছিল, কিন্তু আপনারা যারা রেকর্ডিংটি দেখেছেন বা শুনেছেন, আমরা একেবারে শেষের দিকে অ্যারনকে একরকম হারিয়ে ফেলেছিলাম।

মজার ব্যাপার, আমরা সবাই হতবাক। ওহ না, অ্যারন চলে গেছে। তো যাই হোক, আর দেরি না করে আমি এখন আপনার হাতে দায়িত্ব তুলে দিচ্ছি ভাই অ্যারন, এবং ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। ওহ, ধন্যব সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, সম্ভবত জীবনে প্রথমবার আমি হেরেছিলাম।

আমার নিজের অ্যাপার্টমেন্টে সেল ফোনের নেটওয়ার্ক থাকে না, যদি এটা আবার ঘটে তাহলে সম্ভবত আমি ঠিক থাকব।

মানে, আমাদের বেশ ভালো সময়েই থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আমার মনে হয় না এতে সত্যিই কোনো ক্ষতি হয়েছে। আর যদি কিছু হয়েও থাকে, তবে সম্ভবত সেটা আমার জন্যই ছিল যে, আপনি প্রায়শই করেন, তার চেয়েও আগে আপনি সবকিছু শেষ করতে পারেন। তো, আমি শুধু ১৬ থেকে ১৯ পদ থেকে কয়েকটি বিষয় দেখাতে চাই। গত সপ্তাহে আমরা বাজারের শিশুদের দৃষ্টান্ত দিয়ে শেষ করেছিলাম, কি এবং...

মথি লিখিত সুসমাচারে এগিয়ে যাওয়ার আগে, আসুন আমরা আরও কিছু বিষয় নিয়ে ভাবি। উম, যিশু ১৬ পদে বলেছেন, "কিন্তু এই প্রজন্মে আমি কোথায় যাব?" এটা অনেকটা...

শিশুরা বাজারে বসে তাদের সঙ্গীদের ডেকে বলছে, আমরা তোমাদের উদ্দেশ্যে বাঁশি বাজিয়েছি, কিন্তু তোমরা নাচোনি; আমাদের কাছে তোমাদের জন্য কিছুই নেই, এবং তোমরা তার জন্য শোকও করোনি; ন তারা বলে, তার মধ্যে শয়তান ছিল। মনুষ্যপুত্র খেতে ও পান করতে এলেন। আর তারা বলে, দেখো, এক ব্যক্তি মদের নদীতে এক বন্ধুকে এবং জনসমক্ষে ক্ষণিকের পাপীদের ডেকে এনেছে। কিন্তু প্রজ্ঞা তার হয়। উম, তাই আমি এই বিষয়ে কয়েকটি ভাবনা ভাগ করে নিতে পেরেছি।

গত সপ্তাহের অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গে বলতে গেলে, অবিশ্বাসীদের সমালোচনাকে কেন কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখা উচিত, তার একটি ভালো কারণ এটি। উম, এমন অনেক সময় আসে যখন অবিশ্বাসীরা আমা পায় যা আমরা নিজেরা দেখতে পাই না।

এবং এমন সময়ও আসে যখন তারা হয়তো আমাদের এমন তিরস্কার করতে পারেন যা হয়তো প্রভুতে আমাদের সহোদর ভাইবোনেরাও দেখতে বা করার সাহস করবেন না।

তাই এমন নয় যে আমাদের অবিশ্বাসীদের সমালোচনাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা উচিত, কিন্তু এটাও সত্যি যে প্রায়শই এমন কিছু লোক থাকে যারা দোষ খুঁজে বেড়ায় এবং আমাদের পক্ষে তা করা কোনোভা

সম্ভবত কখনোই তাদের সন্তুষ্ট করা যাবে না, যাই হোক না কেন, এবং এটা সম্ভবত সঠিক কাজ নয়, পল প্রভুর খাতিরে সকল মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন, এটা সুসমাচারের শর্তানুসারে, খ্রীষ্টের ব্যবস্থ অপ্রয়োজনে বসেননি।

কাউকে আঘাত দেওয়া হয়েছে এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে তারা ক্ষুব্ধ। এমন সময় অবশ্যই আসবে যখন মানুষ প্রকৃত পবিত্রতা দেখে ক্ষুব্ধ হবে এবং তাদের অনুশোচনা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টায় তারা বিচলি

পাপের কারণে তারা এমন অভিযোগ তুলবে, যেমনটা আমরা দেখেছি তারা এমনকি যোহন বাপ্তাইজকের বিরুদ্ধেও তুলেছিল।

আর এখানে যিশু, এবং আমি একটা গল্প শুনেছি। একজন ধর্মপ্রচারক, আমার মনে হয় তিনি এই বিষয় নিয়ে একটা বার্তা দিচ্ছিলেন এবং তিনি বলছিলেন যে, তাঁর পূর্ব জীবনে যখন তিনি প্রথম খ্রিষ্টে ধর্মা করতেন।

সে এমন একজন ছিল যে বারে গিয়ে মদ খেত, মাতাল হত আর বন্ধুদের সাথে মজা করত, এবং সে ফিরে এসে তাদের একজনকে খুঁজে পেল।

তার পুরনো মদ্যপানের বন্ধুদের কাছে সে সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে কীভাবে তার

তিনি যীশুর কাছে এলেন এবং তিনি এক নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হলেন; তিনি এখন থেকে প্রভুর জন্যই জীবনযাপন করবেন এবং পূর্বে যে পাপে তিনি অংশ নিয়েছিলেন, তাতে আর অংশ নেবেন না। তখন অন এসে শুধু এক পেগ পান করুন না কেন?"

আমার সাথে এবং সে বললো, না না, আমি ওসব ছেড়ে দিয়েছি। আমি এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন ছেড়ে দিয়েছি, আমি মদ ছেড়ে দিয়েছি। এবং লোকটি বললো, আরে, তুমি একজন খ্রিস্টান হতে পারো এব পারো। তাই সে গিয়ে বারে বসতে বললো এবং তারা একটি পানীয় অর্ডার করলো। সে এক চুমুক দিলো। যেইমাত্র সে চুমুক দিলো, ছেলেটির বন্ধুরা, তার তথাকথিত বন্ধুটি, তাকে বললো, আমি জানতাম এটা অ

ঈশ্বরের অনুগ্রহে তার ধর্মান্তর, তাই এটি সতর্ক থাকার একটি শিক্ষা। আমার একটি

আমি আরেকজনকে চিনতাম যে জিতেছিল এবং সে এক ভয়ানক মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ছিল। সে এমন কিছু লোককে চিনত যারা ওই গানটির সাথে জড়িত ছিল এবং সে আমার দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

তাদের সাথে এবং সে আমাকে আমাদের দুজনের পরিচিত এক খ্রিস্টান লোকের কথা বলেছিল এবং সে বলেছিল যে একবার এক লোক তাকে কিছু বিক্রি করার প্রস্তাব দিয়েছিল এবং সে বলেছিল, "ব্যাপারটা চিন্তা করা উচিত নয়।" এবং এখন আমি যখন পেছন ফিরে তাকাই, তখন আমার মনে হয় এটা বেশ আশ্চর্যজনক যে আমার বন্ধুটি... তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ খোঁজার সমস্ত চেষ্টার মধ্যে সে সব পেয়েছিল, তা হলো...

সে নাকি তাকে একবার বৈধ কিছু বিক্রি করার প্রস্তাব দিয়েছিল—এটা খুবই ভিত্তিহীন অভিযোগ, কিন্তু আসলে প্রায়শই এটা সত্যি যে, খ্রিস্টান হিসেবে আমরা যদি পথভ্রষ্ট হই এবং ভুল পথে চলি, তবে লোকে খুঁজে বের করবে।

কিন্তু তারপর যদি আমরা ঠিকঠাকভাবে জীবনযাপন করি, তাহলে তারা বলবে, 'জানো, তুমি বিষয়টাকে বড্ড বেশি গুরুত্ব দিচ্ছ, তুমি একজন ধর্মান্ধ, তুমি বাড়াবাড়ি করছ।'

সেইসব ক্ষেত্রে, যখন এটা স্পষ্ট যে, অনুশোচনা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করাটা আসলে নিজেদেরকে সঠিক প্রমাণ করার একটা প্রয়াস মাত্র, তখন আমাদের উচিত সেগুলোকে উপেক্ষা করা এবং ঈশ্বর আমাদে বলেছেন, সেভাবে জীবনযাপন করা। সুতরাং, আমরা এগিয়ে চলছি।

মথি লিখিত সুসমাচারের ২০ পদে, তিনি সেই শহরগুলোর উন্নতি সাধন করতে শুরু করলেন যেখানে তাঁর অধিকাংশ আর্থিক কাজ সম্পন্ন হয়েছিল, কারণ তারা অনুতপ্ত হয়েছিল। তো, এটি একটি উদাহরণ।

সুসমাচারগুলোতে কিছু লোক বলে যে, যিশু কেবল ধর্মীয় নেতাদেরই তিরস্কার করেছিলেন।

ইস্রায়েলের কিন্তু এখানে আমরা তাঁকে দেখতে পাই, এখানে আমরা তাঁকে দেখতে পাই, সাধারণ লোকদের তিরস্কার করতে; তিনি তোমাদের কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করেছিলেন, আমরা রোমীয় ২ অধ্যায়ে মঙ্গলভাব, সহিষ্ণুতা ও দীর্ঘসহিষ্ণুতার ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ কর, এটা না জেনে যে...

ঈশ্বরের মঙ্গলভাব মানুষকে অনুতাপে পরিচালিত করে এবং খ্রীষ্ট বিশেষ উপায়ে বৈৎসাইদা ও ক৭নাহুম—এই তিনটি শহরের কাছে ঈশ্বরের মঙ্গলভাব প্রকাশ করেছিলেন এবং তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন যে অনুতাপ করবে। এবং দেখা যায় যে, এই শহরগুলোর অধিকাংশ মানুষই তা করেছিল।

তার শরীরের বেশিরভাগ কাজ দেখেছিলাম, কিন্তু তখনও অনুতপ্ত হইনি, যদি আপনি প্রকাশিত বাক্য অধ্যায়ে যান।

অধ্যায় ৯, পদ ২০ ও ২১-এ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা রোমীয় ২ থেকে কীভাবে জানি যে, সাধারণভাবে মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের অর্থ হলো...

মানুষকে অনুতাপে পরিচালিত করা—ঈশ্বর তাঁর মঙ্গলভাবের প্রতিদান হিসেবে এটাই প্রত্যাশা করেন, এটাই তিনি সম্মান করেন। কিন্তু তিনি এমন বিচারও আনতে পারেন, যা থেকে তিনি মানুষের অনুতাপ প্র করেন যে, মানুষ ঈশ্বরের বিচার থেকে অনুতাপ করতে পারে না, কিন্তু তিনি মানুষের কাছে একটি বার্তা হিসেবে এই বিচার নিয়ে আসেন, যাতে তারা অনুতাপ করে। উম, প্রকাশিত বাক্য ৯ অধ্যায়ে ঈশ্বরের হচ্ছে।

মহাক্লেশের সময়কাল নিয়ে আসছে এবং তাই প্রকাশিত বাক্য ৯ অধ্যায় ২০ পদ এবং

বাকি যে লোকেরা এই মহামারীগুলির দ্বারা নিহত হয়নি, তারা তাদের হাতের কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়নি, যেন তারা শয়তান এবং সোনা, রূপা, পিতল, পাথর ও কাঠের তেলের উপাসনা না করে, যা দেখ কোনো অভাবও নেই; তারা অনুতপ্ত হয়নি; তাদের হত্যা, জাদুবিদ্যা, ব্যভিচার এবং মৃত্যু সবই ঘটেছে। এবং আমরা এখানে আরও শিখি যে, প্রকৃত অনুতাপ সত্যিই পাপ ত্যাগ করে এবং প্রধান বিষয়টি, যা প্রতিমাপূজা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এক অর্থে, সমস্ত পাপের মূলই প্রতিমাপূজায় নিহিত এবং তারপর তা বিশেষভাবে তাদের হত্যা, তাদের জাদুবিদ্যা, তাদের ব্যভিচার বা তাদের

সুতরাং, আমরা প্রকাশিত বাক্য ৯:২১ অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে এটাও দেখি যে, শেষ সময়ের কাছাকাছি সময়ে যে পাপগুলো সবচেয়ে বেশি প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলো সেখানে আছে।

মথি ১১ অধ্যায়ের ২১ পদে যিশু বলছেন, ঐকতানদের ধিক্কার এবং ধিক্কার।

সর্বোত্তমের প্রতি বলা হয়েছে, কারণ যদি টায়ার ও সেদানে যে পরাক্রমশালী কাজগুলো করা হয়েছিল এবং তোমরা তা করতে, টায়ার ও সেদান ছিল সমুদ্র উপকূলের দুটি অ-ইহুদি শহর।

ইস্রায়েলের সামান্য উত্তরে, তাহলে তারা অনেক আগেই অনুতপ্ত হয়ে বস্ত্র ও ছাইয়ের কথা বলত, কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, বিচার দিনে সোর ও সেদানের জন্য তোমাদের চেয়েও ভয়াবহ হবে, এবং আমি ত

স্বর্গে উন্নীতদের নরকে নামিয়ে আনা হবে, অথবা যে মহৎ কাজগুলো সত্যিই তাদের ভেতরে করা হয়েছিল, তা আজ পর্যন্ত টিকে থাকত। এবং আমরা স্মরণ করি আব্রাহামের ঈশ্বরের সাথে করা দর কষাকষি রাজি হয়েছিলেন যে, যদি তিনি সেখানে দশজন ধার্মিক লোক খুঁজে পান, তবে তিনি সদোমকে রেহাই দেবেন। আর তাই, ব্যাপারটা এইরকমই।

এটি একটি অত্যন্ত গভীর ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়, কিন্তু মনে হয় যিশু জানতেন যে, তিনি যদি সদোমে এসে সেই অলৌকিক কাজগুলো করতেন, তবে সেখানে অন্তত দশজন লোক অনুতপ্ত হতো। আমি এর চে কিন্তু শুধু এইটুকু বিবেচনা করলে...

বাইবেলকে আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়... মানে, আমরা এ নিয়ে কথা বলেছিলাম যে ঈশ্বর ভবিষ্যৎ জানেন, কিন্তু এটা তো ভবিষ্যৎই ছিল না, এটা এমন কিছু ছিল যা কখনও ঘটেইনি। কিন্তু মনে হচ্ছে, এলে সেই দশজন লোক অনুতপ্ত হতো। এবং আমি এ বিষয়ে আর কিছু বলতে পারব না, কিন্তু এটা নিশ্চিতভাবেই...

এটা ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ জ্ঞান সংক্রান্ত পুরো বিষয়টিকে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যা আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়।

আমি এখানে এই বিষয়ে খুব বেশি গভীরে যেতে চাই না, তাই ২৪ পদে বলা হয়েছে, "কিন্তু আমি তোমাদের বলছি যে, সদোম দেশের জন্য এবং বিচারের দিন তোমার চেয়েও অধিক ভয়াবহ হবে।" আর সম্পর্কেও একই রকম কথা বলেছিলেন, যারা তাঁর প্রেরিতদের এবং তাঁর দেওয়া বার্তা—যাকে তিনি প্রচার বলতেন—গ্রহণ করেনি। আর তাই আমরা এখানে আবারও স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে...

শাস্তির বিভিন্ন মাত্রা থাকবে এবং যাদের কাছে বেশি সম্পদ আছে, তাদের কাছ থেকে আরও বেশি করে আশা করা হয় যে তারা সেই সম্পদকে কাজে লাগাবে এবং অনুতপ্ত হয়ে সেই সম্পদ থেকে ঈশ্বরের মন্তব্য, আমি নিশ্চিত নই এটি অ্যাডাম পার্কার নাকি অ্যালবার্ট বার্নসের, কিন্তু আমার মনে হয় না...

যিনি যাচ্ছেন তিনি কিছু মনে করবেন না যদি আমি তা না করি, সেটা হবে... তো, যখন যিশু ২৩ পদে বলেন, "প্রতিমা থেকে দাম্ভী স্বর্গে উন্নীত হয়েছেন..."—এটি একটি অভিব্যক্তি যা মহান বিশেষাধিকা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুগ্রহপ্রাপ্ত ছিলেন; নগরটি সমৃদ্ধ ছিল...

সর্বোপরি, প্রভু যিশু খ্রিস্টের উপস্থিতি, তাঁর প্রচার এবং অলৌকিক কাজের দ্বারা এটি বিশেষভাবে অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়েছিল। তিনি তাঁর পরিচর্যার প্রথম দিকে তাঁর সময়ের একটি বড় অংশ এখানে এবং এর নাম কাটিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রধান অলৌকিক কাজগুলো সম্পাদন করেছিলেন। তাই যখন বলা হয় যে তাদেরকে নরকে নামিয়ে আনা হবে, এর মানে এই নয় যে সমস্ত লোক নরকে যাবে, বরং যে শহরটির...

এতটা সমৃদ্ধির কারণে আমরা এর সমৃদ্ধি হারাবো এবং নগরীগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন স্থান অধিকার করবো। এখানে 'নরক' শব্দটি পরকালের শাস্তির স্থান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়নি, বরং এটি এক ধ্বংস ও বিশৃ 'স্বর্গ' শব্দের বিপরীত, কারণ নরক বলতে নগরীর ধ্বংসকে বোঝায়। উম, ওহ, স্বর্গে উন্নীত হওয়ার মতো এখানেও কি কোনো উন্নতি হচ্ছে?

এর অর্থ হলো স্বর্গেও সকল লোক পরিত্রাণ পাবে, তাই তাদের নরকে নিয়ে যাওয়া বলতে বোঝায় নগরীর ধ্বংস, তাদের সুযোগ-সুবিধা, সম্মান ও সম্পদ।

ইত্যাদি কেড়ে নেওয়া হবে এবং তারা নগরীগুলোর মধ্যে ততটাই নিচে নেমে যাবে যতটা তারা আগে ছিল; এই মহিমান্বিত অবস্থা কঠোরভাবে পূর্ণ হয়েছে।

ইহুদি ও রোমানদের মধ্যকার যুদ্ধে গোরস, বেসে, কেপ এবং এম এমনভাবে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছিল যে তাদের পূর্বের অবস্থান বা আনুষ্ঠানিকভাবে তারা কোথায় অবস্থিত ছিল তা নির্ধারণ করা কঠিন, এটা

যারা তাকে প্রত্যাখ্যান করবে, তিনি তাদের ওপর ভবিষ্যতের শাস্তির হুমকি দিয়েছিলেন। এ থেকে আমরা যে সত্যটি শিখতে পারি তা হলো, যারা বিশেষভাবে অনুগ্রহপ্রাপ্ত, তারা ভবিষ্যতেও অনুগ্রহপ্রাপ্তই থাকে

সুযোগের অপব্যবহার করলে সেই অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হয়, তাই আমি নিশ্চিত নই যে এমনটা হয়েছিল কিনা। আমি নিশ্চিত নই যে সেটা অ্যাডাম ক্লার্ক ছিল নাকি ওভারপাউন্ডস, তবে একজন তো ছিলই।

সেই দুজনের কথা এভাবেই চলতে থাকল, তারপর ২৫ পদে সেই সময়ে যিশু উত্তর দিয়ে বললেন, আমি মনে করি তোমাদের পিতা স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু, কারণ আমি জ্ঞানী ও বিচক্ষণদের কাছ থেকে এই সম
কাছে তা প্রকাশ করেছি, ঠিক তেমনই পিতা।

কারণ তোমার দৃষ্টিতে এটাই ভালো বলে মনে হয়েছে; সমস্ত কিছু আমার ও আমার পিতার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে; এবং পিতা ছাড়া আর কেউ পুত্রকে জানে না, আর পিতাও অন্য কোনো মানুষকে জানেন ন
এবং পুত্র যার কাছেই তা প্রকাশ করবে, তিনিই তা প্রকাশ করবেন। সুতরাং, এটি আমাদের লূক ১৮ অধ্যায়ের একটি অনুরূপ অনুচ্ছেদের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমি এখন সরাসরি মূল কথায় চলে যাচ্ছি।

আপনি সরাসরি মথি ১৯ অধ্যায়ে চলে যান, কারণ যিশু মথি ১৯ এবং লূক ১৮ অধ্যায়ে প্রায় একই কথা বলেছেন। না না, তিনি মথি ১৯ অধ্যায়ে এটা বলেননি, আমি দুঃখিত।

আমরা লূক ১৮ অধ্যায়ে যাব। আচ্ছা, আমরা ১৮ অধ্যায়ের ১৫ থেকে ১৭ পদে দেখি, তারা শিশুদেরও তাঁর কাছে নিয়ে এল, যেন তিনি তাদের স্পর্শ করেন। কিন্তু তাঁর শিষ্যরা তা দেখে তাদের ধমক দিলেন।
বললেন, "ছোট্ট ছেলেমেয়েরা, আমার কাছে এসো না। আর আমাদের জন্য ঈশ্বরের রাজ্য লাভ করতে বারণ করো। হে কন্যা, আমি তোমাকে বলছি, যার প্রেমিক ঈশ্বরের রাজ্য লাভ করবে না, সে ছোট শিশুর

মথি ১১ অধ্যায়ে যিশু এখানে আক্ষরিক অর্থে ছোট শিশু বা নবজাতকদের কথা বলছেন না; তিনি তাঁর সেই শিষ্যদের কথা বলছেন যারা নিজেদেরকে ছোট শিশুর মতো নম্র করেছে এবং মূলত এ কারণেই
বলছেন তা তাদের জন্য একটি সতর্কবাণী যে, তাদের নিজেদেরকে ছোট শিশুর মতো করে রাখতে হবে। ছোট শিশুরা শেখার যোগ্য।

মথি ১১-এর প্রেক্ষাপটে, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ বলতে তাদের বোঝানো হচ্ছে যারা নিজেদের পথ বেছে নিয়েছে এবং সেই পথে আত্মবিশ্বাসী।

উম ঈশ্বরের নির্দেশ মানতে অনিচ্ছুক এবং তাই যারা সত্যিই

যারা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে চায়, তাদের খ্রীষ্টের শিষ্য হতে হবে এবং খ্রীষ্টের শিষ্য হতে হলে আমাদের সবকিছু ত্যাগ করতে হবে এবং আমাদের প্রয়োজন...

ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষার কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করা এবং খ্রীষ্টের শিক্ষা অনুসারে শিখতে ও গঠিত হতে ইচ্ছুক থাকা।

এবং ঈশ্বরের বাণী, এবং একজন ছোট শিশুর মধ্যে সেই মনোভাব থাকা যে শিখতে ইচ্ছুক এবং যার নিজের উপর কোনো আত্মবিশ্বাস নেই এবং

আপনার নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং কাজ করার নিজস্ব পদ্ধতিই হলো ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রত্যাদেশ লাভের ভিত্তি, যার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হলো যিশাইয়।

যিশাইয় ৬৬ অধ্যায়ের ২ পদ, এটি মুখস্থ করার জন্য খুব ভালো একটি পদ। আচ্ছা, আমি ১ পদ থেকে শুরু করছি। প্রভু এই কথা বলেন, "স্বর্গ আমার সিংহাসন এবং পৃথিবী আমার পাদপীঠ। তুমি আমার
কোথায়? এবং সেই স্থানের স্থানই বা কোথায়?"

আমার বিশ্রাম এই সমস্ত কিছুর জন্য যা আমার নিজেরই সৃষ্টি এবং এই সমস্ত কিছু রক্ষা পেয়েছে প্রভু, কিন্তু আমি এই মানুষটির দিকেই তাকাব, যে দরিদ্র এবং অশিক্ষিত।

অনুতপ্ত আত্মা এবং সেই কথায় কম্পিত হও, আমার কথা, আমরা লূক ২৭ থেকেও শিখি যখন যিশু বলেন, সমস্ত কিছু আমার এবং আমার পিতার হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে এবং না

মানুষ পুত্রকে জানে কিন্তু পিতা কোনো মানুষকেই জানেন না। পিতা পুত্রকে রক্ষা করেছেন এবং কার কাছে ধীরে, আর কার কাছে আরও ধীরে, এই গীত তাঁকে প্রকাশ করবে। এখানে আমরা ত্রিত্বের একটি প
ঈশ্বরের সঙ্গে সমতার দাবি করছেন।

খ্রিস্ট দাবি করেছেন যে তিনি ঈশ্বরকে জানেন, পিতাকে ঠিক সেভাবেই জানেন যেভাবে পিতা তাঁকে জানেন এবং তিনি যোহন অধ্যায় ১০-এ সরাসরি একথা বলেছেন।

দুঃখিত, আমি আগে থেকে রিভার্স করতে পারছি না, কিন্তু এই ব্যাপারে আমি দুঃখিত।

ঠিক আছে, আমি সেটার জন্য দুঃখিত। যোহন ১০:১৫, যোহন ১০:১৪ ও ১৫। আমিই মঙ্গল।

মেষপালক এবং আমার মেষদের চেনে, এবং আমার মেষেরা আমাকে চেনে, যেমন পিতা আমাকে জানেন, তেমনি আমিও পিতাকে জানি। আমি মেষদের জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করেছি। তাই এটা খুবই...

আমরা অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে দেখতে পাই যে, যিশু নিজেকে ঈশ্বরের সমকক্ষ ঘোষণা করার জন্য ইহুদিরা তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মারতে যাচ্ছিল। এবং এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী বক্তব্য, বিশেষ করে যখ
ধর্মের অনুসারীদের কাছে ধর্মপ্রচার করছেন, যেখানে খ্রিষ্টের প্রকৃত পরিচয় তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

যোহন ১০:১৫ অধ্যায়ে তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি পিতাকে চেনেন।

পিতা তাকে চেনেন—এটা একটা অত্যন্ত দুঃসাহসিক ও ঈশ্বরনিন্দামূলক কথা হবে, যদি না তা সত্যিই সত্যি হয়। উম, মথি ১১ অধ্যায়ের আগের দিকে একটা মজার বিষয় হলো যে...

যোহনের ১১:১১ অধ্যায়ে যিশু বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে সেই সময় পর্যন্ত জীবিত সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বলে অভিহিত করেছেন এবং তারপর যোহনের ১ অধ্যায়ে—আমি সেদিকে যাচ্ছি না।

কিন্তু এখন, আপনি যদি ১৯ থেকে ৩৪ পদ পড়েন, তাহলে দেখবেন যে যোহন বাপ্তিস্মদাতা যীশুকে ঈশ্বরের মেষশাবক বলে ডাকেন, যিনি জগতের পাপ হরণ করেন; তিনি তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলেন; তি
একজন আসছেন যিনি সত্য, আসলে আমি তাঁকে উন্মোচন করারও যোগ্য নই। সুতরাং, এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সাক্ষ্য যা একজন মুসলমানের বক্তব্যের বিরোধিতা করে।

এই বিশ্বাস যে সকল নবী সমান, যাতে আপনিও বিশ্বাস করতে পারেন যে সকল নবী সমান।

তারা বিশ্বাস করে যে তারা সমান, মানে তারা হয়তো বলতে পারে মুহাম্মদ সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যিশু ছিলেন আর দশজন নবীর মতোই একজন। আর তাই যিশু, যোহন বাপ্তাইজককে
অভিহিত করেছেন।

এরপর যোহন বাপ্তিস্মদাতা যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র ও ঈশ্বরের মেষশাবক বলে সম্বোধন করেন, যিনি জগতের পাপ হরণ করেন এবং বলেন যে তিনি একটি বন্ধন খোলারও যোগ্য নন।

জুতার ফিতার উপর আমরা ২৭ পদে আরও দেখি যে, তারা ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের জন্য তাঁর উপর নির্ভরশীল ছিল এবং এতে আমাদের জন্য আরও বেশি প্রেরণা জাগে।

আমরা নিজেদের চোখে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ নই এবং আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন, যা আমরা নিজেরা বুঝতে পারি না। এবং তিনি ২৭ পদে একটি বিবৃতি দিয়েছেন যা এই
করে। এর ধারাবাহিকতায় ২৮ পদে যিশু বলেন, "আমার কাছে এসো, তোমরা সকলে যারা পরিশ্রম কর।"

আমি তোমাদের অপেক্ষা করাবো এবং তোমাদের বিশ্রাম দেবো। আমার জোয়াল গ্রহণ করো এবং আমার কাছ থেকে শিক্ষা নাও, কারণ আমি নম্র, বিনয়ী ও হৃদয়বান। আর তোমরা তোমাদের আত্মার জ জোয়াল সহজ এবং আমার বোঝা বিলম্বিত।

ভুলভাবে বোঝা একটি অনুচ্ছেদ... উম, কিছু লোক এটিকে এমনভাবে ব্যবহার করে যেন খ্রিষ্টের কাছে আসা একটি অনেক পরের ব্যাপার, বা খ্রিষ্টান হওয়া একটি খুব সহজ কাজ। এবং একদিক থেকে এটি এক বন্ধুর পাঠানো একটি মন্তব্য পড়ে শোনাবো, যা সে একটি ইমেইলে পাঠিয়েছিল। এটি দেখানোর জন্যই আমি মনে করি যে এটি সম্প্রীতি স্থাপন করে... উম...

খ্রিস্টধর্ম একটি যুদ্ধ, এটি একটি সরল ও সংকীর্ণ পথ, এটি একটি দৌড় যা আমাদের লড়তে হবে।

আমাদের ক্রুশ তুলে নিতে হবে এবং আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে খেলতে হবে, খুব মনোযোগ দিতে হবে, সহ্য করতে হবে এবং বিশ্বাস ধরে রাখতে হবে। কিন্তু এমন একটি দিক আছে যেখানে যে ব্যক্তি সত্যি বর্ণনা যিশু ২৫ এবং ২৬ পদে দিয়েছেন—যে ব্যক্তি সত্যিই ভগ্নহৃদয় এবং যে ঈশ্বরের পথের সাথে একমত এবং অন্য কিছু চায় না বা না চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে—তার জন্য এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়।

যিনি ঈশ্বরের সাথে একমত এবং খ্রীষ্টের জোয়াল গ্রহণ করেছেন, তাঁর জন্য খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করা সহজ। তাই মথি ১১:২৮ এর উপর আমার এক বন্ধুর মন্তব্য হলো: ঈশ্বর আমাদের কতদূর নিয়ে যেতে পারে আমরা নিজেদের পথ থেকে সরে দাঁড়াই এবং তাঁকে আমাদের মধ্যে তাঁর ইচ্ছামত কাজ করতে দিই। আমার মনে আছে, অতীতে কোনো এক সময়ে ক্রুশের বোঝা আমার কাছে খুব ভারী মনে হতো, কার পাওয়ার জন্য নিজের ইচ্ছামতো চলতে চাইতাম। কিন্তু এক রাতে আমি স্বপ্নে গাওয়া একটি গান শুনে বিছানা থেকে জেগে উঠি।

প্রভু, আমার মধ্যে তোমার ইচ্ছা পূরণ করো, এবং আমার উপলব্ধি হলো যে, ক্রুশটিকে ভারী মনে হওয়ার কারণ হলো আমি আত্মসমর্পণ করছিলাম না বা ঈশ্বরকে আমার মধ্যে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে দি কাছে নতি স্বীকার করি ও আত্মসমর্পণ করি, তখনই ক্রুশ বিলম্বিত হয় এবং তা আমাদের মুক্ত করে।

হতাশা ও অহংকার থেকে ক্রুশের মানুষের গর্ব করার কিছুই নেই, কারণ তাঁর কার্যকারিতা হলেন প্রভু যিশু খ্রিস্ট। তাই আমার মনে হয়েছিল, এটি একটি ভালো মন্তব্য ছিল।

খুব অল্প বয়স থেকে খুব অল্প বয়স পর্যন্ত দেখানো হয়েছে যে যিশু এখানে অন্য একটি অনুচ্ছেদে কী বলছেন, এটি সত্যিই আকর্ষণীয় এবং পরে আপনার সাথে দেখা হয়েছিল ১১২৮, যদি আপনি যাত্রাপু আকর্ষণীয় যে আপনি যতই বাইবেল পড়বেন, ততই বিভিন্ন বাক্যাংশ খুঁজে পাবেন যা

দুটি ভিন্ন বইতে হুবহু একই রকম হতে পারে, হয়তো সেগুলোর প্রেক্ষাপট ভিন্ন, কিন্তু যদি আপনি এর মধ্যে কোনো একটি বাক্যাংশ খুঁজে পান তবে ভালো।

পুরাতন নিয়মে এবং নতুন নিয়মেও তুলনা করার জন্য এর পুনরাবৃত্তি দেখা যায়।

এই দুটিকে তুলনা করে কী শিক্ষা পাওয়া যায় তা দেখা, তাই আমি জানি না বাইবেলে এই বাক্যাংশটি এই প্রথমবার বলা হচ্ছে কি না।

আমি সেটা যাচাই করিনি, কিন্তু এটা সম্ভবত প্রথমবার এবং এটি নিশ্চিতভাবেই অন্যতম একটি।

আদিমতম সময়ে যাত্রাপুস্তক ৩২:২৬, এটা সেই সময়ের কথা যখন মোশি সবেমাত্র পর্বত থেকে নেমে এসেছিলেন এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে বাকি বিধান গ্রহণ করছিলেন।

ঈশ্বর জনগণকে দশটি আদেশ দেওয়ার পর, এবং লোকেরা সোনার বাছুর তৈরি করার পর, মোশি পর্বত থেকে নেমে আসছিলেন।

সুতরাং ২৯ পদে মোশি দেখলেন যে লোকেরা নগ্ন, কারণ হারোণ তাদের শত্রুদের সামনে লজ্জার জন্য তাদের নগ্ন করেছিলেন, কেননা হারোণ তাদের অনুরোধেই সোনার বাছুরটি তৈরি করেছিলেন। ত দাঁড়ালেন।

শিবিরে এসে তিনি বললেন, "যে প্রভুর পক্ষে আছে, সে আমার কাছে আসুক।" আর লেবির সমস্ত বংশধর তাঁর কাছে একত্রিত হল। এবং যিশু ঠিক পরের অধ্যায়ে, ১২:৩০-এ বলবেন, "যে আমার সঙ্গে নেই, যদি...

আমার সঙ্গে নয়, কনের দিকে ছড়িয়ে পড়ো, আর প্রভু চাইলে আমরা আমাদের পরবর্তী অধ্যয়নে মথি ১২:৩০ পদে প্রবেশ করবো। সুতরাং এটা সত্যিই আকর্ষণীয় যে কীভাবে

শুধু ২৮ পদের সাথে ৩২ ও ২৬ পদের তুলনা করলে দেখা যায়, আরও একটি অনুচ্ছেদ আছে যা আমার মনে হয় এখানে প্রাসঙ্গিক। হিতোপদেশ ২৫:১৭-তে বলা হয়েছে, "তোমার প্রতিবেশীর ঘর থেকে তে তোমার বিষয়ে অবগত হয়ে তোমাকে ঘৃণা করে।" আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমরা যা নিয়ে ক্লান্ত, তা ঘৃণা করার মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে। তাই ২৮ পদে যখন যিশু বলেন, "আমার কাছে এসো, তোমরা য

আপনাকে বিশ্রাম দেবে, এটি সেই ব্যক্তির জন্য একটি আমন্ত্রণ যিনি অতিষ্ঠ।

তাদের পাপের সাথে, যে ব্যক্তি নিজের মতো করে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, যে ব্যক্তি এটা শিখেছে, যে অন্ততপক্ষে শিখছে যে দৈহিক বাসনার অনুসরণ করা বা নিজের ইচ্ছামতো চলা আসলে এক একটি দাসত্ব, তা দেখানোর জন্য এমন অনেক অনুচ্ছেদ আছে যা আমার এখন উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। পাপ একটি দুর্বলতা, পাপ একটি অভিশাপ, এমনকি যদি তা...

ক্ষণিকের আনন্দ দেয়... উম, তাহলে ব্যাপারটা এমন নয় যে, যখন যিশু বলেন, 'এসো, আমরা যে শৈবালের মধ্যে আছি তা ভারাক্রান্ত', ব্যস, আসার একটা শর্ত আছে।

তাঁর দিকে আমাদের যেতে হবে; পাপের প্রতি আমাদের ত্যক্তবিরক্ত হতে হবে, আমাদের নিজেদের ভারের প্রতি এতটাই ত্যক্তবিরক্ত হতে হবে যে, তাঁর বিশ্রাম খুঁজে পাওয়ার জন্য (২৯ পদ) আমরা যেন তাঁর নিই। জোয়াল বলতে বোঝায় তাঁর ভালোবাসার বশ্যতা, মন্দ কামনা ও প্রবণতার সংযম। আমার জোয়াল তোমাদের উপর নাও এবং

আমার কাছ থেকে শেখো, এটা তাঁর রাজ্যের এক প্রকৃত প্রজা হওয়ার আহ্বান।

এমন শিষ্য হওয়া যেখানে তিনিই গুরু এবং আমরা তাঁর চরণতলে বসে তাঁর কাছ থেকে সত্যিই শিখি কীভাবে নিজেদের চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাগুলোকে একপাশে সরিয়ে রেখে জীবনযাপন করতে হয়। তা করার নম্র, বিনয়ী ও কঠোর এবং তোমরা আমার আশ্রয়ে বিশ্রাম পাবে।"

হে আত্মাগণ, আমার জোয়াল সহজ এবং আমার বোঝা বিলম্বিত। আমরা যখন এখানে অধ্যায় ১২-তে প্রবেশ করব, তখন দেখব যে ফরীশীদের বোঝা সহজ বা বিলম্বিত ছিল না।

কিন্তু এটা আসল সমস্যায় পৌঁছায়নি, যদি আপনি ৯৩৬-এ ফিরে যান তাহলে সেখানে বলা আছে যে...

যীশু যখন সেই জনতাকে দেখলেন, তখন তাদের প্রতি তাঁর করুণা হল, কারণ তারা ভীত ছিল, এবং আরও খারাপ ব্যাপার হল, তারা মেষপালকবিহীন মেষের মতো আচরণে আতঙ্কিত ছিল। আমরা যে ফরীশী আলোর আনুষ্ঠানিক দিকটির প্রতি অত্যন্ত উদ্যোগী ছিল, যার ফলে প্রায়শই ঈশ্বরের আলোর বিষয়টি উপেক্ষিত হত।

নৈতিক দিক থেকে, যদিও আমি হৃদয়ের কথা বলেছি, তারা তখনও ঈশ্বরের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ছিল; তারা তখনও নিজেদের পথ বেছে নিয়েছিল, কিন্তু তারা ভাবত যে তারা আনুষ্ঠানিক আইনের ম আসলে ছিল শুধুই একটি

খ্রিস্টের ছায়া এবং আনুষ্ঠানিক আইনের প্রতি আনুগত্য কেবলই ঈশ্বরের প্রতি আধ্যাত্মিক রত্নস্বরূপ বিশ্বাসের বিষয় হওয়া উচিত ছিল।

তৎকালীন আধ্যাত্মিক ইহুদিরা ফরীশীদের ধারণাটি বুঝতে পেরেছিল যে, আইনের বাহ্যিক দিকগুলোর ব্যাপারে তাদের কঠোর সতর্কতা তাদের পরিত্রাণ এনে দেবে, যদিও তারা তখনও বিদ্রোহীই থাকবে।

হৃদয়ে ঈশ্বরভক্ত হয়েও কি তারা সত্যই তাঁর ব্যবস্থার অধীন থাকবে না, বিশেষ করে ব্যবস্থার গুরুতর বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে, যার মধ্যে একটি হলো...

করুণা, যা নিয়ে আমরা এখন পড়তে চলেছি, উম, তারা সত্যিই ছিল অন্ধের দ্বারা অন্ধকে পথ দেখানোর মতো, যেমনটা যিশু একটি MOOC 6-এ বলেছিলেন, এবং এর ফলস্বরূপ তারা সঠিকভাবে মানুষের এবং তাদের অনুতাপের জন্য আহ্বান জানাতে পারছিল না।

যাতে তারা তাতে প্রকৃত বিশ্রাম খুঁজে পেতে পারে এবং আমরা তা দেখতে পাই

সীমাবদ্ধতা ২১৪ যেহেতু ফরীশীরা নিজেদের এবং নিজেদের মন্দকে চিহ্নিত করতে পারেনি, তাই তারা নেতৃত্ব দিতে পারেনি, তারা সাহায্য করতে পারেনি।

বিলাপপুস্তক ২:১৪ অনুসারে, ভাববাদীরা তোমার জন্য বৃথা ও মূর্খতাপূর্ণ বিষয় দেখেছেন এবং তারা সেই অধর্মকে ফিরিয়ে আনার জন্য তা আবিষ্কার করতে পারেননি।

সেই বন্দিদশা কিন্তু তোমার জন্য দেখেছি মিথ্যা বোঝা এবং নির্বাসনের কারণসমূহ। ফরীশীদের জোয়াল ছিল মিথ্যা এবং ভারী, কিন্তু তা আসল সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। এমন কিছু ধর্ম আছে যে...

আমি জানি রোমান ক্যাথলিক চার্চের অনেক দিক আছে, ইসলামেরও সম্ভবত কিছু দিক থেকে, এবং সম্ভবত বেশিরভাগ ধর্মেরই আরও কঠোর দিক রয়েছে।

আসলে ঐ নির্দিষ্ট বিষয়গুলোতে একজন খ্রিষ্টান হওয়া আরও কঠিন, কিন্তু তারা মানুষের পাপের মূলে পৌঁছায় না, তারা আসল সমস্যা এবং ঈশ্বরের আইনের প্রকৃত প্রচারে পৌঁছায় না।

সঠিকভাবে আসল সমস্যার কাছে পৌঁছানো যায়। আমরা রোমীয় ৭:৭ থেকে ১০ অধ্যায়ে ব্যবস্থার সঠিক উদ্দেশ্য দেখতে পাই, যখন তা পক্ষপাতহীনভাবে, কোনো পূর্বধারণা ছাড়া সঠিকভাবে প্রচার করা হ তাহলে আমরা কী দেখব? শেষ পাপ, ঈশ্বর না করুন, না, আমি পাপকে জানতাম না, কিন্তু ব্যবস্থার দ্বারা; কারণ আমি পাপকে জানতাম না, যদি না ব্যবস্থা বলত, 'তুমি একে পাপ ছাড়া বলবে না', আজ্ঞার দ্ব আরোহণ করে।

মন্দ বাসনার মাধ্যমে সকল প্রকারের লালন, কারণ শেষ পাপ ছাড়া সে মৃত ছিল।

কারণ আমি একসময় বিধান ছাড়াই জীবিত ছিলাম, কিন্তু যখন আজ্ঞা এলো, তখন পাপ পুনরুজ্জীবিত হলো এবং আমি মরে গেলাম। আর যে আজ্ঞা জীবনের জন্য নির্ধারিত ছিল, আমি দেখলাম তা মৃত্যুর ক দ্বারা আমাকে দেখার সুযোগ নিয়েছিল এবং তার দ্বারা আমাকে... অতএব বিধান পবিত্র এবং আজ্ঞা পবিত্র, ন্যায়সঙ্গত ও উত্তম ছিল।

যা ভালো, তা আমার জন্য মৃত্যু ডেকে আনলো; ঈশ্বর না করুন, কিন্তু পাপ যেন তা হতে পারে।

যে ব্যক্তি আমার মধ্যে ভালোর দ্বারা মৃত্যু ঘটাচ্ছে, যেন আদেশের দ্বারা পাপ অত্যন্ত পাপপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং পৌলের কথা যে কীভাবে ব্যবস্থা আত্মিক কিন্তু

সে এবং তার পূর্বজন্মে সে ছিল জাগতিক এবং ঈশ্বরের বিধানের সঠিক প্রচার মানুষকে ক্লান্ত ও ভারাক্রান্ত করে তুলবে এবং বিশ্রামের জন্য আকুল করে তুলবে। এটা মূলত একই জিনিস।

যেমন আমরা পাঁচ নম্বর অধ্যায়ে ফিরে গিয়েছিলাম, ঈশ্বরের রাজ্যের প্রথম নীতি এবং এর নাগরিকদের প্রথম বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, আর তা হলো—আত্মায় দীনহীনরা ধন্য।

তাদেরটা হলো প্রমাণের রাজ্য, এটা একই নীতি কারণ... ক্লান্ত হওয়া এবং

ভারাক্রান্ত হওয়া এবং আত্মায় দীনহীন হওয়া প্রায় একই জিনিস এবং এই দুটি থেকেই আমরা যে শিক্ষা নিতে পারি তা হলো, যখন ঈশ্বরের বিধান বিশ্বস্তভাবে ও নির্ভুলভাবে শিক্ষা দেওয়া বা বিশ্লেষণ করা হয় ন যায় না।

যদি কোনো জাতিকে সঠিকভাবে তথ্য দেওয়া না হয়, তাহলে সেই জাতি অহংকারী হয়ে উঠবে এবং খ্রীষ্টের মধ্যে নয়, বরং নিজেদের পাপের মধ্যেই বিশ্রাম খুঁজে নেবে।

যদি এমন স্বাধীনতা থাকে যে আমি যা খুশি তা করতে পারি এবং

এবং এটা ঠিক আছে, এবং এটাই সেই মিথ্যা বিশ্রাম যাকে এখন অনেকে ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিশ্রাম বলে ভুল করে। তাই এটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই কারণেই...

ঈশ্বরের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা প্রচার করা গুরুত্বপূর্ণ, গির্জার নেতাদের জন্য সেই আগুনকে প্রজ্বলিত রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

এই বোধ যে, ঈশ্বরের বাক্য এমনভাবে প্রচার করা উচিত যা সত্যিই হৃদয়ে পৌঁছায়, যাতে যারা ভালো-মন্দের জ্ঞানবৃক্ষের উপর রয়েছে, অর্থাৎ যারা খ্রীষ্ট রাজ্যের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহী, তারা তা বুঝতে প পারে, যাতে তারা সত্যিই নিজেদের জন্য মৃত্যুবরণ করে এবং অনুতাপ করে। আর এটাই ঘটে রোমীয় ৭ অধ্যায়ের শেষে, যখন পৌল বলেন, "হে হতভাগা বৃদ্ধ, আমিই সেই ব্যক্তি, যিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রী থেকে আমাকে উদ্ধার করবেন।" এটাই ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রকৃত কাজ এবং যীশু তাদেরই ডাকছেন যাদের জন্য এই ব্যবস্থা কাজ করে।

তিনি অনুতাপ করতে ও তাঁর কাছে আসতে কাজ করেছেন এবং যখন তারা তা করবে তখন বাকিদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা যখন এখানে অধ্যায় ১২-তে যাব, তখন আমরা একটি উদাহরণ দেখতে প ছোট বিষয়ের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আইন এবং প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের কঠোর হৃদয়ের বিদ্রোহকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য তাদের নীতিবোধকে ব্যবহার করছিল। সুতরাং ১২ এবং তারপর আমরা অধ্যায় ১২-তে দেখব কিভাবে এক অর্থে যি হালকা। সেই সময়ে যিশু বিশ্রামবারে এক কোণ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর শিষ্যরা ক্ষুধার্ত না থাকায় শস্যের কান ছিঁড়তে শুরু করলেন।

শস্য এবং খাওয়ার জন্য কিন্তু যখন ফরীশীরা বসেছিলেন তখন তারা তাঁকে বললেন, দেখুন, আপনার শিষ্যরা বিশ্রামবারে এমন কাজ করছে যা করা আইনসম্মত নয় তাই যখন বলা হয়

১ নং পদে 'কর্ন' বলতে রাইলি বা বার্লি বা কোনো এক প্রকার শাককে বোঝানো হচ্ছে, কারণ আমরা আমেরিকায় যে কর্ন চিনি, তা ইসরায়েলিদের মধ্যে পরিচিত ছিল না। কিন্তু আমার জানামতে, 'কর্ন' এমন ব্যবহৃত হয়। বিশেষত রাজার সময়ে।

যাকোবের বাইবেলের অনুবাদ ইংল্যান্ডে ব্যবহৃত হতো এবং এটি অন্যান্য ধরণের শস্যকে বোঝাতো। তাই এটি সম্ভবত আমাদের পরিচিত ভুট্টার মতো ছিল না, বরং বার্লি বা ওটস বা ওই জাতীয় কিছু, অথবা পদে যিশুকে দেখে ফরীশীরা তাঁকে বলল, "দেখো, তোমার শিষ্যরা তাই করে।"

যা বিশ্রামবারে করা আইনসম্মত নয়, এখন তারা কি সত্যিই নিয়ম ভঙ্গ করেছিল?

এখন যিশু এখানকার আইনটি তাদের দেখাবেন, তিনি তাদের বলবেন না যে আইনটি বাতিল। এখন তাঁর আগমনের মাধ্যমে তিনি দেখাবেন...

কীভাবে তারা তাঁর শিষ্যদের অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং তারা আসলে আইন ভঙ্গ করছিল না, তা তিনি তাদের বললেন, "তোমরা কি পড়নি দায়ূদ একশো বছর বয়সে কী করেছিলেন, যখন দায়ূদ সেই গৃহে প্রবেশ করেছিলেন?"

ঈশ্বরের এবং সে সেই লাল জুতোটি খেয়েছিল যা খাওয়া তার জন্য বৈধ ছিল না।

যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তাদের জন্য, কিন্তু কেবল সেই যাজকের জন্য যেখানে তিনি কঠোর ছিলেন, তিনি বিধিতে পড়েননি যে কীভাবে বিশ্রামবারে মন্দিরের যাজকেরা বিশ্রামবারকে অপবিত্র করে এবং নির্দো দেখিয়েছি যে এই স্থানে

তিনি মন্দিরের চেয়েও মহান, কিন্তু যদি তোমরা জানতে এর অর্থ কী—আমি করুণা করব এবং তোমাদের বলিদান করব না—তবে তোমরা নির্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করতে না, কারণ মনুষ্যপুত্র বিশ্রাম এখানকার নোটগুলো নিয়ে চিন্তা করতেই হবে।

এর জন্য দুঃখিত, ঠিক আছে? তারা মাটিতে পড়ে গেল। তো, এখানে ৫ নং পদে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাই যে, যীশু দায়ূদ এবং তাঁর সঙ্গীদের বিষয়ে উদাহরণ দেবেন। তাঁরা যখন শৌলের কাছ থেকে হত্যা করতে চাইছিলেন... আমার কাছে এখন সূত্রটি নেই, কিন্তু এটি প্রথম শমূয়েলের পুস্তকে আছে... মহাযাজক...

সেই সময়ে তাদের প্রত্যেককে সেই রুটি দেওয়া হয়েছিল যা কেবল যাজকের জন্যই বৈধ ছিল।

তাদেরকে টিকিয়ে রাখার জন্য, যাতে তারা শৌলের হাত থেকে পালাতে পারে, কারণ তারা নিজেদের জীবন বাঁচাতে পালাচ্ছিল। এটা এমন একটা ঘটনা ছিল যা প্রত্যেক ব্যক্তিই জানত, যেখানে একটি উচ্চতর তাদের আনুষ্ঠানিকতা ভঙ্গ করাটা সঠিক ছিল।

যিশু ও ফরীশীদের মধ্যে সংঘাতের অন্যতম প্রধান কারণ এটি। যিনি লটারি দিয়েছিলেন, সেই যিশু বুঝতেন যে নৈতিক বিধান আনুষ্ঠানিকতার ঊর্ধ্বে। ফরীশীদের আস্থা ছিল আনুষ্ঠানিকতার উপর এবং তারা অবহেলা করত। সুতরাং, যিশু দেখাচ্ছেন কীভাবে পুরাতন নিয়ম নিজেই প্রমাণ করে যে নৈতিক বিধান আনুষ্ঠানিক বিধানের ঊর্ধ্বে। এবং তিনি, এখানে ৫ নং পদে যে ঘটনার কথা বলছেন, সেখানে তিনি বলছে বিশ্রামবারকে অপবিত্র করত এবং নিজেদের নির্দোষ মনে করত। এখন প্রশ্ন হলো, তারা কি সত্যিই বিশ্রামবারকে অপবিত্র করত? ফরীশীদের সংজ্ঞা অনুযায়ী, তারা বিশ্রামবারকে অপবিত্র করত বটে, দৈনন্দিন সেবাও করত এবং বলিদান করত।

তারা পবিত্র স্থানের তেল পছন্দ করত, তারা রুটি পরিবেশন করত, তারা সেই কাজগুলো করত যা প্রতিদিনের জন্য প্রয়োজন হত।

বিশ্রামবারে মন্দিরে সেবা করা বৈধ ছিল এবং এর জন্য তারা বিশ্রামবার লঙ্ঘনের দায়ে দোষী ছিল না। তাই তিনি ৬ নং পদে বলেন যে, এই স্থানে মন্দিরের চেয়েও মহান একজন আছেন। ইহুদিরা বুঝত যে মন্দি ধারণা ছিল যে, তারা স্বয়ং ঈশ্বরকেই একমাত্র সত্তা হিসেবে গণ্য করত যিনি মন্দিরের চেয়েও মহান। সুতরাং আবারও আমরা দেখি যিশু নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করছেন। যদি বিশ্রামবারে মন্দিরে সেবা করা বৈ

যিনি মন্দিরে বাস করতেন, তাঁর জন্য তা আরও কত বেশি বৈধ!

যাঁর জন্য মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল, যখন তিনি মানুষ রূপে অবতার গ্রহণ করেছিলেন, তখন এটা আরও কত বেশি গ্রহণযোগ্য যে তাঁর শিষ্যরা সবুজ শীষ রাখবে...

যারা মাঠে ছিল, উম, যাতে তারা তা খেতে পারে, উম, যাতে তারা তাকে পরিবেশন করতে পারে, এটাই এখানকার মূল বিষয়, উম, এবং এটা কোনো গৌণ বিষয় নয়, উম, তাদের জন্য যারা

হয়তো অতটা হাঙ্গর নয়, ঈশ্বর ইহুদিদের অনুমতি দিয়েছিলেন, ঈশ্বর আদেশ দিয়েছিলেন

ইহুদিদের জন্য তাদের ক্ষেত কাটার সময় ফসলের কিছু অংশ রেখে আসা বাধ্যতামূলক ছিল। মূল ফসলের মধ্যে ফেলে আসা বা রেখে দেওয়া অংশগুলো কুড়িয়ে আনার জন্য তাদের ফিরে যাওয়ার অনু দরিদ্র, বিধবা এবং ভ্রমণকারী অপরিচিত মানুষদের খাওয়ানো।

যারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় লাইনে দাঁড়াতো, যা ছিল অভাবীদের জন্য ঈশ্বরের নিজস্ব জোগানের উপায়, যেমন ইহুদিরা তাদের ক্ষেত দ্বিতীয়বার পরিষ্কার করত না, যেখানে তিনি তাদের দ্রাক্ষা দিয়েছিলেন। তাই যখন তিনি ৭ নং পদে বলেন, "কিন্তু যদি তোমরা জানতে এর অর্থ কী, আমি নিমজ্জিত করব..."

সেই বলিদানে তোমরা নির্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করতে না, কারণ মনুষ্যপুত্রই প্রভু, যদিও বিশ্রামবার আবারও একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত যে যীশু ঈশ্বর; আমরা এখান থেকে একটি নীতিগতভাবে যা দেখতে পাই আধুনিক উপমা রয়েছে।

ঈশ্বর মণ্ডলীকে প্রতি সপ্তাহান্তে প্রভুর ভোজ গ্রহণ করতে, তাঁর বাক্যে শিক্ষা লাভ করতে এবং পরস্পরের সঙ্গ ত্যাগ না করার জন্য আজ্ঞা দিয়েছেন।

সাধুগণ এবং জীবন্ত ঈশ্বরের মণ্ডলীর কথা ভাবুন, এবং তাদের একটি অর্থপূর্ণ আদেশ আছে। হ্যাঁ, এটি অবশ্যই আদিষ্ট। কিন্তু কল্পনা করুন, যদি মণ্ডলীর সভার শুরুতে কেউ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়োজন হয়, তাহলে কি মণ্ডলীর উপাসনা চালিয়ে যাওয়া সঠিক হবে?

স্বাভাবিকভাবেই, আপনার মণ্ডলীর একজন সদস্যের মাথায় হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। সেক্ষেত্রে উপাসনাটি স্থগিত করা কি ঠিক হবে না?

অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে বলা হলো, তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলা হলো এবং গির্জার লোকদের অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে বলা হলো। বলা হলো, আম রাতে করব, অথবা এই সপ্তাহের জন্য বাতিল করে দেব।

কারণ এখানে আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ঘটছে, আর এটাই সেই নীতি যা ঈশ্বরেরও থাকবে—ঈশ্বর করুণা করবেন, বলিদান নয়। ঈশ্বরের বাক্যে এমন ভালো নীতি থাকতে পারে যা কখনও কখনও...

ঈশ্বরের বাক্য থেকে আসা উচ্চতর নৈতিক নীতিগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন, যাতে উচ্চতর নীতিগুলো অনুসরণ করার ফলে নিম্নতর নীতিগুলো কোনোভাবেই লঙ্ঘিত না হয়। আর এটাই হ ভালোবাসি'—এই কথার সারমর্ম। এবং আসল ব্যাপার হলো, ফরীশীরা তাদের কঠোর হৃদয়ের কারণে এটা বুঝতে পারেনি যে তারা নির্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করে। আর এটা আমাকে হিতোপদেশ ১৭:১৫ অ দেখুন... আচ্ছা, আমি ওখানে যাই, যাতে ভুল না করি। যে ব্যক্তি দুষ্টকে সমর্থন করে এবং যে ব্যক্তি...

যে ব্যক্তি দুষ্টকে সমর্থন করে এবং যে ব্যক্তি ধার্মিককে নিন্দা করে, তারা উভয়েই প্রভুর কাছে ঘৃণার পাত্র। আমি এটা আবার পড়ছি: যে ব্যক্তি দুষ্টকে সমর্থন করে এবং যে ব্যক্তি ধার্মিককে নিন্দা করে, তারা উ সুতরাং এটি একটি গুরুতর বিষয়। এরপর আমরা ৯ নং পদে একই নীতির প্রয়োগ দেখতে পাই: আর তিনি চলে যাওয়ার পর তাদের সমাজগৃহে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন, সেখানে একজন লোক ছিল যার

তার সাথে এবং তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, বিশ্রামবারে আরোগ্য করা কি বৈধ যে

তারা তাকে অভিযুক্ত করবে, মনে করে দেখো, ১১১৯ সালে মনুষ্যপুত্র খেতে ও পান করতে এসেছিলেন এবং তারা বলে, দেখ, লোকটি একটি দ্রাক্ষারসের নদীর কাছে যায়।

কর আদায়কারী ও পাপীদের বন্ধু... উম... তারা শুধু তার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ খুঁজছে এবং এটাই... উম... এবং এটা বেশ মজার যে কীভাবে ঈর্ষা এবং কীভাবে শুধু...

এই যে তারা নিজেদের চোখে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ছিল এবং তারা যা শেখাতো ও যা করতো, সে বিষয়ে কোনো সংশোধন গ্রহণ করতো না।

তারা কীভাবে বিশ্বাস করছিল এবং কীভাবে তারা বাইবেলের অপব্যবহার করছিল, যা তাদের এমন গুরুতর মিথ্যা অভিযোগে পরিচালিত করেছিল। তাই ১১ পদে তিনি তাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন মেষ থাকবে এবং যদি তা একটি গর্তে পড়ে যায়...

বিশ্রামবারে তিনি কি তা ধরে তুলে আনবেন না? তাহলে মানুষ মেষের চেয়ে কত শ্রেষ্ঠ? যেখানে বিশ্রামবারে সৎকর্ম করা বৈধ, সেখানে মানুষ মেষের চেয়ে কত শ্রেষ্ঠ? এটা এমন একটা বিষয় যা পিতরে পশুদের প্রতি নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে তারা কেবল পশুদের নৈতিক আচরণের চেয়েও বেশি কিছু। তারা মূলত পশুদেরকে মানুষের সমকক্ষ মনে করে। আমি অ্যাডলফ হিটলার সম্পর্কে এটা শুনেছি যে, বেশি যত্ন নিতেন।

সে মানুষ খুন হতে দেখতে পারত, এবং আনন্দের সাথেও মানুষ খুন হতে দেখতে পারত। কিন্তু একসময় তাকে পশু জবাই করার ফুটেজ দেখানো হয়েছিল এবং তা তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল।

বিচলিত, তাই এটা বেশ আকর্ষণীয়। সুতরাং ১৩ নং পদে, খ্রীষ্টের পরে...

খ্রিস্ট গর্তে পড়ে যাওয়া মেষের ঘটনাটি ব্যবহার করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, মানুষ মেষের চেয়ে কত শ্রেষ্ঠ। এর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, বিশ্রামবারে ভালো কাজ করা বৈধ। এই বিষয়টি সাধার উচিত যে, যেহেতু মানুষ পশুর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাই বিশ্রামবারে কোনো বিপদগ্রস্ত পশুকে সাহায্য করা ঠিক বা বৈধ।

তাহলে একজন মানুষের ক্ষেত্রে তো আরও কত বেশি, তাই ১৩ পদে বলা হয়েছে, যদি লোকটি সেই হাতটি প্রসারিত করে এবং সে তা প্রসারিত করল আর তা অন্যটির মতো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল...

লোকটি যদি যীশুকে বলত যে সে তার হাত বাড়াতে অক্ষম, তবে তা অত্যন্ত অবাধ্যতা এবং অত্যন্ত দুষ্টতার কাজ হতো।

খ্রিস্ট তাকে তা করার আদেশ দিয়েছিলেন এবং যেহেতু এটি একটি আদেশ ছিল, তাই তা করার শক্তিও ছিল এবং ছিল খ্রিস্টের আরোগ্যকারী স্পর্শ।

এটা একটা দারুণ শিক্ষা যে, পাপীদের ঈশ্বরের প্রতি কেমন সাড়া দেওয়া উচিত এবং ধার্মিকেরা ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হওয়ার পর ও তাদের পাপ থেকে মৃত অবস্থা থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পর আরও কত

ক্যালভিনিজমের সমস্যাগুলোর জন্য এটি একটি দারুণ উত্তর, এবং ক্যালভিনিস্টরা পাপীদের অন্ধকার ও অসহায়ত্বের উপর এতটাই অতিরিক্ত জোর দেয় যে, তারা মূলত তাদের এমনভাবে রক্ষা করে যে তাদের কিছুই করার নেই। সুতরাং, এটি এমন একটি ধারণা যা স্পষ্টতই দুষ্ট ঈশ্বরের পরিচায়ক।

বাইবেলে পাপীদের অনুতাপ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর যখন কোনো আদেশ দেন, তখন সেই আদেশ পালন করার জন্য তিনি তাঁর অনুগ্রহ দান করেন এবং আমরা সেই অনুগ্রহকে এভাবে দেখেছি

ঈশ্বরের যিনি পরিত্রাণ আনেন, তাঁর সকল মানুষের জন্য একটি প্রার্থনা আছে, তাই সেখানে আছে।

এমনকি এক সাধারণ অনুগ্রহ যা ঈশ্বর পাপীদেরও দেন, যেন তারা আলোর প্রতি সাড়া দিয়ে পরিত্রাণ পায়। তাই ১৪ পদে, তখন ফরীশীরা বাইরে গিয়ে একটি

তার বিরুদ্ধে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছিল কীভাবে তারা তাকে ধ্বংস করতে পারে, তারা নিশ্চিতভাবেই আরও বেশি ছিল।

বিশ্রামবার লঙ্ঘন করে এই পরামর্শ সভা করার মাধ্যমে, যীশু তখন—এবং মজার ব্যাপার হলো, যীশু এই লোকটিকে তাঁর বাক্য দ্বারা সুস্থ করেননি, তাই এমন নয় যে তিনি তাঁকে সুস্থ করার জন্য নিজের হাতে কিন্তু তখন ফরীশীরা বেরিয়ে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে পরামর্শ সভা করে, কীভাবে তাঁকে ধ্বংস করা যায়। এবং মনে হচ্ছে, তারা এটা ঠিক বিশ্রামবারেই করেছিল। তাই আমরা এখানে ২১ পদটি আলোচনা করব এ পদ, কিন্তু যখন যীশু জানতেন যে তিনি

তিনি সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন এবং বিশাল জনতা তাঁকে ধরে ফেলল এবং তিনি তাদের সকলকে সুস্থ করে তুললেন এবং তাদের নির্দেশ দিলেন যে তারা যেন অ্যাডাম ক্লার্কের কাছে তাঁর পরিচয় প্র

মথি ১২:১৫ যিশু সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। এটি বিচক্ষণতা ও খ্রিষ্টীয় কর্তব্যের একটি অংশ। সম্ভব হলে অন্ধ ও কঠোর হৃদয়ের মানুষদের উত্তেজিত না করা এবং তাদের কাছ থেকে পাপের সুযো মানুষের কাজ।

নির্যাতনের ভয়ে ভীত হলেও, যেহেতু তাঁর নাম কেবল প্রভু যিশুর অনুগ্রহ সর্বত্র ঘোষণা করার মাধ্যমে মঙ্গল সাধনের জন্যই, তাই তিনি তাঁর এবং আমাদের মানবিকভাবে বলতে গেলে অপরাজেয় উদ্দেশ্য স যেকোনো স্থান ত্যাগ করেন; আমার ধারণা, সেই বাধাগুলো এই মুহূর্তে নাগালের বাইরে।

আরও বেশি মানুষকে স্রোতের সাথে মিশে যেতে সাহায্য করার মাধ্যম না হয়ে তিনি কোনো ভালো কাজ করতে পারেন না, যখন আপনি তা পাঠাতে পারেন না। তাই অন্য কথায়, যিশু যখন নিজেকে এখানে এই বিষয়ে কোনো আপোস করছিলেন না এবং আমরা এই বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করব।

১৭ থেকে ২১ পদে, তাই যখন ১৬ পদে বলা হয় বহু লোক তাঁর অনুসরণ করল এবং তিনি তাদের সকলকে সুস্থ করলেন, অ্যাডাম ক্লার্ক বলেন যে, এক জায়গায় সুসমাচারের প্রত্যাখ্যান প্রায়শই অন্য পাঠানোর মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। যিশু তাঁর সকল অনুসারীকে সুস্থ করেছিলেন—যাদের আরোগ্যের প্রয়োজন ছিল এবং যারা সুস্থ হতে চেয়েছিল। কারণ এই অংশটি এভাবেই বুঝতে হবে এবং তিনি কি এখনও এ

না, না, সামাজিকভাবে তাঁর নিরাময় ক্ষমতা বৃথা, কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে কেবল তারাই তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা থেকে নিরাময় লাভ করে, যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে এবং তাঁর কাছে নিজেদের সমর্প আধ্যাত্মিক নিরাময় নিয়ে আলোচনা করছেন। এবং যদি তিনি আরও কিছু নিয়ে আলোচনা করতে চান, আমরা আরও কথা বলব যে মানুষকে নিরাময় করা ঈশ্বরের ইচ্ছা কি না।

আজ আমি মনে করি, প্রভু চাইলে আগামী সপ্তাহে তা করব। কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, সুসমাচারগুলোতে খ্রিষ্টের করা শারীরিক আরোগ্যগুলো এক সত্য সম্পর্কে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেয়; অ সত্য যা সবচেয়ে মূল্যবান এবং যা তিনি তাঁর কাছে আসা প্রত্যেককে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এবং তারপর তাঁর প্রতি সেই অকৃত্রিম বিশ্বাস দিয়ে তাঁকে সিক্ত করলেন, যা শারীরিক নিরাময়ের জন্য তাঁর কাছে আসা ব্যক্তিরা অনুশীলন করছিল।

তাদের শারীরিক নিরাময় লাভের জন্য, এটা বেশ আকর্ষণীয় যে... উম, আমার মনে হয়

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, অধিকাংশ মানুষই দেহ ও আত্মার আরোগ্য নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিল। আর যিশু কষ্টভোগ করেছিলেন এবং কিছুকাল তা সহ্য করেছিলেন, যাতে তিনি দেখাতে পারেন যে তি প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু যেমন আমরা মথি ১১ অধ্যায়ের ২০ থেকে ২৪ পদে পড়ি, তিনি শেষ পর্যন্ত তাদের তিরস্কারও করেছিলেন যারা তাঁর ক্ষত সারিয়ে তোলেনি।

তারা তাঁর পরাক্রমশালী কীর্তির অংশীদার হয়েছিল এবং তাঁর পরাক্রমশালী কীর্তি প্রত্যক্ষ করেছিল, তবুও তাঁকে তাদের প্রভু ও মালিক হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর উপর আস্থা স্থাপন করেনি।

তারা তাদের পাপ থেকে তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করছিল, তাই ১৭ থেকে ২১ পদে বলা হয়েছে, যেন ১৬ পদে যেমনটা বলা হয়েছে, তেমনটাই হয় এবং তাদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেন তারা তাঁকে যিশাইয়ের বলা এই কথাটি পূর্ণ হয়: "দেখ, আমার দাস, যাকে আমি মনোনীত করেছি, আমার প্রিয়, যার উপর আমার আত্মা অত্যন্ত সন্তুষ্ট, আমি তার উপর আমার আত্মা স্থাপন করব এবং সে অ-ইহুদিদের যিশাইয় অধ্যায় ৪২-এর একটি উল্লেখ।

পরে দেখার জন্য লিখে রাখতে; তুমি সংগ্রাম করবে না, কাঁদবেও না, রাস্তায় কেউ তার কণ্ঠস্বর শুনবে না; ক্ষতহীন সে ভাঙবে না এবং

ধূমায়িত খেলা এবং ধূমায়িত খেলা তিনি নির্বাপিত করবেন না, তাই তিনি বিজয়ের জন্য বিচার প্রেরণ করলেন (পদ ১৯, অ্যাডাম ক্লার্ক) এবং তিনি সংগ্রাম করবেন না বা ক্রন্দন করবেন না। খ্রীষ্টের আ মামলাবাজির আত্মা নয়, যে মামলাবাজির সাথে আমার বিশ্বাসে সম্পর্ক আছে। যে এগুলো ভালোবাসে, সে খ্রীষ্টের নয়। অতএব, সরে গিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করুন।

ফরীশীদের ক্রোধের কারণে এই স্থানটি... উম, ১৯ পদ কোনোভাবেই বলছে না...

এর কিছু অংশ কোনোভাবেই রাস্তায় ধর্মপ্রচারের জন্য নয়, বরং এটি নিলামের জন্য। একবার একজন আমাকে এই কথাটি বলেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি সব বলেছিলেন...

ভণ্ডরা রাস্তায় প্রচার করে, আর আমি তো তখন রাস্তায় প্রচারও করছিলাম না। হঠাৎ করেই প্রসঙ্গটা উঠল আর সে বলল, "যে কেউ রাস্তায় প্রচার করে সে-ই ভণ্ড।" এবং সে আমাকে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করে

এবং স্পষ্টতই এর মানে এটা নয়, উম, যদি তেমনটা হতো এবং

উম, স্বয়ং যিশু এবং প্রেরিতগণ ভণ্ড হতেন, কিন্তু আমরা স্পষ্টতই জানি যে এই পদটির অর্থ তা নয়। উম, ১ করিন্থীয় ১১:১ পদে আমরা প্রেরিত পৌলের বিষয়ে দেখি, যিনি নিঃসন্দেহে বলেছিলেন তাঁকে অনুস অনুসরণ করেছিলেন। সেখানে একটি কঠোর জোর দেওয়া হয়েছে এবং

প্রেরিতদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছিল। ডায়ানার উপাসক এবং যারা ডায়ানার মূর্তি তৈরি করত, তারা খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে একটি বিদ্বেষপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গোলযোগ সৃষ্টি করছিল। এবং ৩৫ পদে কাছে যখন একটি অংশ ছিল...

লোকেরা তাকে বলল, "ইফিষীয় লোকেরা, এমন কোন মানুষ আছে যে জানে না যে, জলধারার নগরীটি মহাদেবী ডায়ানা এবং বৃহস্পতি থেকে পতিত প্রতিমার উপাসক। যেহেতু এই বিষয়গুলির বিরুদ্ধে কিছু ব উচিত এবং হঠকারী কিছু করা উচিত নয়," এই বিধর্মী লোকটি বুঝেছিল। আমরা জানি সে ভুল ছিল, আমরা জানি যে ডায়ানা একজন মিথ্যা দেবী, কিন্তু সে এটা বলছিল এই বিশ্বাসে যে তার কাছে সত্য আছে। উচিত এবং হঠকারী কিছু করা উচিত নয়, এবং সে এই কথাটি সেই লোকদের তিরস্কার করার জন্য বলছিল যারা থিয়েটারে প্রবেশ করছিল এবং যাদের সে শান্ত করার চেষ্টা করছিল।

এ বিষয়ে একটি পাঠ আছে, সুতরাং এর সাথে এই বিষয়টির অনেকখানি সম্পর্ক রয়েছে যে এর অর্থ কী।

রাস্তায় কোনো মানুষ খ্রিষ্টের কণ্ঠস্বর শুনতে পেত না; তিনি এমন কেউ ছিলেন না যিনি গাড়িতে চড়ে বেড়াতেন, বা এমন কেউ ছিলেন না যিনি ঝামেলা করতেন, যাকে কর্তৃপক্ষের নিন্দা করার মতো ন্যায্য কা ইহুদিদের এই ধারণা একেবারেই ছিল না।

বিশ্বাস করা হতো যে মসিহ এমন একজন হবেন যিনি মানুষকে একত্রিত করবেন।

রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এমন একজন লোক দরকার ছিল, যাকে আপনি বলতে পারেন একজন হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, একজন যুদ্ধবাজ ব্যক্তি।

দৈহিকভাবে একজন যুদ্ধবাজ ব্যক্তি এবং তিনি খ্রীষ্ট ছিলেন না, অন্তত তাঁর প্রথম আগমনে তো নয়ই। আমরা জানি তিনি পরাক্রম ও মহিমার সাথে ফিরে আসবেন এবং তা হবে ভিন্ন এবং আমরা কথা বলেছি।

ভূমিকার শেষের দিকে, কিন্তু তারপর প্রেরিত ১৯৩৭ অধ্যায়ে, নগর সর্দার প্রেরিতদের বিষয়ে বলেন, "তোমরা এই লোকদের এখানে এনেছ, যারা গির্জার ডাকাতও নয়, তোমাদের দেবীর নিন্দাকারীও নয়।" দেখতে পাই, আমরা জানি যে তারা প্রচার করতেন যে এমন কোনো দেবতা নেই যাদেরকে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু তারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বা দীর্ঘ সময় ধরে ডায়ানার বিরুদ্ধে, অর্থাৎ ক্ষোভ প্রকাশ করেননি। তারা দাঙ্গা বা উসকানি দেননি, এবং এটুকুই।

এর সাথে প্রেক্ষাপটের অনেক সম্পর্ক আছে; আমরা এখানে ১৭ থেকে ২১ পদে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা খুঁজে পাই। এই গ্রন্থে পরবর্তীতে পৌল সম্বন্ধেও বলা হয়েছে যে...

উম, তিনি তা ছিলেন না; ইহুদিরা তাকে একজন রাষ্ট্রদ্রোহী ও দাঙ্গাবাজ ব্যক্তি বলে অভিযুক্ত করছিল এবং তিনি বলেছিলেন যে, এবং পলও বলেছিলেন, যখন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন তিনি মন্দিরে কো না।

লোকদের উত্থাপন না করা, আমার মনে হয় এটা একটা x24, কিন্তু কেউ চাইলে আমি একটা রেফারেন্স দেবো। উম, তো আমি এখন ক্ষতচিহ্নটা সম্পর্কে পড়ব, তারপর ২০ নং পদে।

অ্যাডাম ক্লার্কের মন্তব্য অনুযায়ী, ধর্মগ্রন্থে দুর্বলতার প্রতীক হলো একটি কালশিটে দাগ, যা অবশ্যই এই দুর্বলতার অবস্থাকেই নির্দেশ করে।

বিলুপ্তি ও মৃত্যু বিষয়ে সমর্থকগণ: উম, অ্যাডাম ক্লার্ক এবং স্মোকিং ফ্লেক, তিনি কি নির্বাপিত হবেন না? উম, স্মোকিং ফ্লেক বলতে একটি প্রদীপের শেষ পর্যায়কে বোঝায় এবং এর উদ্দেশ্য হলো তার সেই নি যখন এর তেল পুরোপুরি পুড়ে যায়।

এর থেকে দূরে এবং নিছক ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; কেউ কেউ মনে করেন ইহুদি রাষ্ট্র হলো মণ্ডলী (ecclesia) এবং এখানে ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য হলো এই দাবি করা যে, খ্রিষ্ট একে ধ্বংস কর

নিজেকেই অন্বেষণ করা, যেহেতু এটি ইতিমধ্যেই তার নিজস্ব নীতিসমূহ ধারণ করে আছে।

ধ্বংস, অন্যরা এটিকে সেই মহান কোমলতার ইঙ্গিত হিসাবে বিবেচনা করেছেন যার সাথে ধন্য যিশুর দুর্বল এবং অজ্ঞদের আচরণ করা উচিত, যাদের ভালো আকাঙ্ক্ষাগুলিকে দমন না করে বরং উৎসাহিত ক

স্বর্গের শুভ প্রভাবে এবং অন্বেষণকারী প্রদীপের আলোয় জীবন বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেলে তা নিজেকে পুনরুদ্ধার করতে পারে; নতুন তেল যোগ করে একে টিকিয়ে রাখা যেতে পারে। তাই যিশু ক্ষীণ বাস

পরিত্রাণ এমনকি সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং অযোগ্য মানুষের মধ্যেও রয়েছে, কারণ এই ধরনের আকাঙ্ক্ষাও শান্তির সুসমাচারের আশীর্বাদের পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। তাই আমি মনে করি এটি ঐ অনুচ্ছে তো, ২১ নং পদ এবং তাঁর নামে... আমি দুঃখিত, আমি শুধু একটি আঘাত নিয়ে কথা বলতে চাই... তিনি কি ভাঙবেন না এবং ধোঁয়া দেবেন না?

এবং তিনি নিভিয়ে দেবেন না, তাই তিনি বিজয়ের অধীনে বিচার প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর নামে অ-ইহুদিরা বিজয়ের জন্য বিচারের উপর আস্থা রাখবে।

এবং অবশ্যই, বিচারের দ্বারা সুসমাচার বোঝা এবং বিজয়ের দ্বারা ইহুদি বিরোধিতা ও অ-ইহুদিদের অধার্মিকতার উপর এর সম্পূর্ণ বিজয় তিনি অব্যাহত রাখবেন।

এই মৃদু ও কোমল উপায়গুলো কাজ করবে যতক্ষণ না সমগ্র বিশ্ব খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয় এবং মহাবিশ্ব তাঁর মহিমায় পরিপূর্ণ হয়। এখন স্পষ্টতই আমরা জানি যে...

পুরো বিশ্ব খ্রিস্টান হয়ে যাবে না, কিন্তু এখানে যিশুর যে চরিত্রের কথা বলা হচ্ছে, তা এমন একটি চরিত্র যা এগিয়ে যাচ্ছে...

তিনি সমস্ত জাতির কাছে সুসমাচার নিয়ে আসবেন এবং তাঁর রাজ্যকে প্রসারিত করবেন। এক্ষেত্রে বিচার বলতে বোঝানো হচ্ছে ঈশ্বরের ধার্মিকতা, ঈশ্বরের বিধান, ঈশ্বরের কাজ, ঈশ্বরের বাক্য এবং এর কর্তব্য ও দায়িত্ব।

এই অধ্যায়ের শেষ পদে যিশু বলবেন, "যে কেউ স্বর্গে অবস্থিত আমার পিতার ইচ্ছা পালন করবে, সে আমার ভাই ও বোনের সমান হবে।"

আর মা, কল্পনা করুন তো, আপনি কাউকে জিজ্ঞেস করছেন যিশু কেন এসেছিলেন এবং সে উত্তরে বলছে বিজয়ের অধীনে বিচার; এমনটা কেবল সে-ই করতে পারবে যে সুসমাচারের বার্তা সত্যিই বোঝে এটাই আসল কথা।

তাঁর রাজত্বের উদ্দেশ্য হলো আমাদের মধ্যকার পাপকে ধ্বংস করা এবং আমাদেরকে পূর্ণতা লাভের পথে নিয়ে আসা।

ঈশ্বরের সমগ্র পরিকল্পনা হলো সকল জাতির মধ্যে বিশ্বাসের বাধ্যতা, যেমনটা রোমীয় পুস্তকে বলা হয়েছে। তাই আমি এখানেই শেষ করছি। রোমীয় ১৫ অধ্যায়ে আমরা এই মূলনীতিটি দেখতে পাই যে, খ্রীষ্ট এবং পরিশেষে সেখান থেকেই সুসমাচার প্রচার করেছিলেন।

অ-ইহুদিদের কাছে, যেন সকল জাতির মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি এক বাধ্য জাতি তৈরি করা যায় এবং আপনি পারেন

দেখুন, পৌল রোমীয় ১৫:৮ থেকে ২১ অধ্যায়ে তাঁর পরিচর্যার কিছু সারসংক্ষেপ নিয়ে কথা বলেছেন। তাই আমি এটি দিয়েই শেষ করব। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে, যিশু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের সত্যের জন্য এবং প্র ত্বকশীতদের একজন পরিচারক ছিলেন।

পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং যেন অ-ইহুদিরা তাঁর করুণার জন্য ঈশ্বরের মহিমা করতে পারে, যেমন লেখা আছে; এই কারণে আমি অ-ইহুদিদের মধ্যে স্বীকারোক্তি করব।

এবং তোমার নামের প্রশংসা গান কর এবং আবার তুমি বলো, এটি তাঁর লোকদের সাথে অ-ইহুদিদের আনন্দ দেয় এবং আবার হে সকল অ-ইহুদি, প্রভুর প্রশংসা কর এবং তোমাদের মধ্যে মিথ্যা কথা রয়েছে যিশাইয়ের কোনো মূল থাকে এবং যিনি তাঁর মধ্যে অ-ইহুদিদের উপর রাজত্ব করতে উঠবেন, তবে কি অ-ইহুদিরা বিশ্বাস করবে যে যিশাইয় ৪২-এর কিছু উল্লেখ রয়েছে

যেমনটা ম্যাথিউ ১২ অধ্যায়ে উল্লেখ করছিলেন, এখন তারা তোমাকে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় পেয়েছে, কোনো কিছু ছাড়াই

আনন্দ ও শান্তি এবং এই বিশ্বাস যে, পবিত্র আত্মার শক্তিতে তিনি যেন বৃদ্ধি পান ও আশা রাখেন; এবং হে আমার ভ্রাতৃগণ, আমি নিজেও তোমাদের বিষয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ী যে, তোমরাও...

তোমরা মঙ্গলময়তায় পূর্ণ, সকল জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং পরস্পরকে উপদেশ দিতেও সক্ষম। তথাপি, হে ভ্রাতৃগণ, আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহে তোমাদের কাছে আরও সাহসের সাথে লিখেছি, যেন আমি তোমাদের আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহে অ-ইহুদিদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের পরিচারক হয়ে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করি, যেন অ-ইহুদিদের উৎসর্গ গ্রহণযোগ্য হয়।

পবিত্র আত্মার দ্বারাও পবিত্রকৃত, তাই ঈশ্বরের বিষয়সমূহে আমি যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে কোথায় মহিমা প্রকাশ করেছি, কারণ আমি সাহস করব না

সেই সমস্ত বিষয়ের কোনোটির কথা বলুন যা খ্রীষ্ট, যদি আমার দ্বারা আবৃত না-ও হয়ে থাকেন, বাক্যের মাধ্যমে অ-ইহুদিদের বাধ্য করার জন্য, প্রকৃতপক্ষে বিজয়ের জন্য প্রেরিত সর্বোত্তম বিচারের দ্বারা।

ঈশ্বরের আত্মার শক্তিতে পরাক্রমশালী চিহ্ন ও অলৌকিক কাজ, যেন যিরূশালেম থেকে ও তার চারিদিক পর্যন্ত আমি খ্রীষ্টের সুসমাচার সম্পূর্ণরূপে প্রচার করেছি, হ্যাঁ, আমি সুসমাচার প্রচার করার জন্য সে খ্রীষ্টের নাম উচ্চারিত হয়েছিল, পাছে আমি...

অন্যের ভিত্তির উপর নির্মাণ করো, কিন্তু যেমন লেখা আছে, যাদের কাছে তাঁর বিষয়ে বলা হয়নি, তারা দেখবে এবং যাদের কাছে তারা শোনেনি, তারা বুঝবে। চমৎকার ভাই, চমৎকার। প্রশ্নোত্তরে যাওয়ার উ উল্লেখ করতে চাই। পিতরকে নিয়ে আপনি যে উপমাটি দিয়েছিলেন, সেটি আমার ভালো লেগেছে। জানেন, আমার পূর্বজন্মে...

খ্রিস্টের আগে এবং এমনকি আমার বিশ্বাসের ভ্রান্ত ধারণার মধ্যেও বহু বছর ধরে তা বিদ্যমান ছিল।

এছাড়াও আমার কুকুরগুলোকে মানুষের সমপর্যায়ে ফেলেছিলাম, জানেন তো, যেটা খুবই হাস্যকর। আমি সত্যিই খুশি যে আপনি এটা যোগ করেছেন, জানেন তো, এটা করার কোনো দরকার ছিল না।

বিদেশে অনেক বেশি মিশনারি সফরে গিয়ে দেখেছি, কুকুরগুলোর গায়ে মাংসের পরিমাণ এখানকার তুলনায় অর্ধেক। ওরা সেখানে ক্ষুধায় কাতর হয়ে থাকে, রাস্তার পাশে মরে পড়ে থাকে। এখন অবশ্যই এটা

মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি কোনো প্রাণীকে এভাবে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে চাইবেন না, কিন্তু ভাই, আপনি চমৎকার একটি উপমা ব্যবহার করেছেন এবং আমি আশা করি...

যারা এটা শুনছেন, তারা এই কথাটার দিকে মনোযোগ দিন, আপনারা তো অনেক মানুষকে চেনেন।

আমাদের আমেরিকানদের কথা বুঝবেন না, জানেন তো, আমরা বলি সব কুকুরই আমাদের পরিবারের মতো। আর আমি আমার কুকুরকে সত্যিই খুব ভালোবাসি, কিন্তু ও তো একটা কুকুর। অ আগামীকালটাকেও ছেড়ে দিতে হতো, আমি এক মুহূর্তের মধ্যে তা করতাম। তো ওটা খুব ভালো ছিল, আরেকটি।

ভাই অ্যারন, আমি যদি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি, তা হলো, আমি এই রেকর্ডিংয়ে খুব বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই না, কিন্তু আমার মনে হয়, এবং আমি আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু এই বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ আলোচনা করব, যার ঘোষণা আমি দেব, অথবা হয়তো তার পরের সপ্তাহে, আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু আমেরিকার প্রচারক সম্প্রদায়ের মধ্যে, যাকে আমরা 'রাস্তার প্রচারক সম্প্রদায়' ব বিভেদ ও কলহ চলছে। আমি এই বিষয়ে কিছু আলোচনা শুরু করেছিলাম এবং সত্যি বলতে, পরিস্থিতি খুবই নোংরা হয়ে যায়। তাই আমি আপাতত এর থেকে দূরে থাকব, কিন্তু একটি পদ...

তুমি যে বিষয়টা তুলে ধরেছো, যেটা নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করেছি, তা খুবই আকর্ষণীয়, এবং তুমি যখন সেটা পড়ছিলে, আমি তখন বার্নস অ্যান্ড ক্লার্কের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিলাম, ঠিক এইটুকু।

মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে না গিয়েও বলছি, মথি ১১:২১-এ বলা হয়েছে, বেশ, এবার মূল বিষয়ে আসা যাক।

কোরাজোন বেথেসদার প্রাচীরের উপর, কারণ যদি তোমার পরাক্রমশালী কাজগুলো সম্পন্ন হতো এবং তুমি ধ্বংস হয়ে যেতে।

টাইরিয়ান নগরীতে তারা বহু আগেই চট ও অ্যাসিডে অনুতপ্ত হতো।

ছাই, কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, বিচার দিনে তা তোমাদের চেয়ে টায়ার নগরীর জন্য অধিক সহনীয় হবে। তাই অনেকে এর ব্যবহারকে ন্যায্য প্রমাণ করার চেষ্টা করছে।

পাপী, সমকামী, গে, লেসবিয়ানদের প্রতি বলা অত্যন্ত অত্যন্ত অত্যন্ত—যাকে আমি বাইবেল-বিরোধী কথা বলব—তারা কি তাদের কথা দিয়ে বহু বহু বহু বহু বহু দুঃখজনক কাজ করেছে, জানেন তো? তো য আপনি এই বিষয়টি নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করুন।

আমি কেবল অ্যাডাম ক্লক এবং অ্যালবার্ট বন্ডসের লেখাগুলো পড়লাম, যেগুলো এই বিষয়ের উপর ভাষ্য। কিন্তু আমি শুধু আপনার ধারণাটা জানতে চেয়েছিলাম এবং আমার ভাই, তারা...

তারা বলছিল যে, যখন সে বলেছিল 'তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো' এবং 'তোমার অনুশোচনা করা উচিত ছিল', তখন সেটা আত্মকরুণা থেকে নয়, বরং তাদের প্রতি করুণা থেকেই বলেছিল।

শহরগুলোতে, আমরা মাঝে মাঝে এই ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে যা দেখি তা হলো, তারা প্রায় আনন্দ পেয়ে যান বা কখনও কখনও তারা প্রায় গান গাইতে শুরু করেন, যেমন—'তোমরা নরকে যাচ্ছো, তোমরা খ খ্রিষ্টের ক্রুশকে মূর্ত করে তোলেন। তো, আপনি কি এই বিষয়ে একটু আলোকপাত করবেন?

যদি আপনি তা করতে প্রস্তুতও থাকেন, বেশ, হ্যাঁ, মানে যিশুর বিলাপ অবশ্যই এখানকার ঐ শহরগুলোর বেশিরভাগ মানুষকে প্রভাবিত করেছিল, তা পূরণ করার জন্যও আছে।

এই সত্যটিও রয়েছে যে, সেই সময়ে যীশুতে থাকা সমস্ত লোক যারা তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছিল এবং যারা প্রেরিতদের প্রচার শুনেছিল, সেই লোকেরা আমেরিকার লোকদের চেয়ে এবং সম্ভবত বিশেষ করে ভ চেয়েও বেশি আলো পেয়েছিল। মানে, পৃথিবীর বেশিরভাগ জায়গায়, সম্ভবত পৃথিবীর সর্বত্রই, সুসমাচারকে একটি মহান পথ হিসেবে দেখা হয় না।

এবার ইসরায়েলের কিছু লোককে যিশুর পথে আনুন এবং আপনারা জানেন, প্রেরিতরা যাদের কাছে গিয়েছিলেন তারা এমনটাই করেছিল যদি তারা ওই ধরনের ভাষা ব্যবহার না করত এবং এমনভাবে আচরণ

তাদের চারপাশে যদি এমনটা হয়, তাহলে আমাদের তা করার আর কী যুক্তি থাকতে পারে? আমেন আমেন। হ্যাঁ, এবং আমি মনে করি যে এটি অবশ্যই অন্য কোনো দিনের জন্য আরেকটি আলোচনার বিষয়। ভাই ড্যানিয়েল বা অন্য যে কারো জন্য উন্মুক্ত করে দিই, যার কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে, যিনি আজ রাতে এখানে সরাসরি যুক্ত আছেন। তো ভাই ড্যানি, আপনি স্পিকার থেকে আসতে পারেন। আমি ভাই ড্যা বলছি। তিনি একজন চমৎকার ভাই। এবং ভাই ড্যানিয়েল, আপনাদের যদি এখানে কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে স্পিকার থেকে আসুন।

আপনার মিউট বাটনটি আপনি এখন অবশ্যই ব্যবহার করতে পারেন এবং আপনার যে কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আর ড্যানিয়েলের জন্য অপেক্ষা করার সময়, ভাই অ্যারন, আপনার শি

বরাবরের মতোই হয়তো ভাই ড্যানিয়েলের কাছ থেকে আমাদের কোনো প্রশ্ন নেই এবং তাতে কোনো সমস্যা নেই, তাই আমি রেকর্ডিংটা থামিয়ে দিচ্ছি এবং আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে যাব।

এখানে সাধারণ আলোচনা চলছে। শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আজ রাতে এটি বাংলাদেশ, ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে। আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আমরা সবসময় আপনাদের জন্য প্রার্থনা করছি, আপনাদের সমর্থন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং খ্রীষ্টে আমরা আপনাদের সকলকে সত্যিই ভালোবাসি। আগামী সপ্তাহে আপনাদের সাথে দে সকলকে শোনার জন্য ধন্যবাদ। আপনারা যদি আমাদের আগের রেকর্ডিংগুলো না শুনে থাকেন, তবে সেগুলো www.globalmissionforchildren.org ওয়েবসাইটের 'রিসোর্সেস' ে globalmissionforchildren.org-এর 'রিসোর্সেস' অংশে আপনারা ম্যাথিউ স্টাডিটি দেখতে পাবেন। তাই, যদি আপনাদের আগের কোনো স্টাডি না শোনা হয়ে থাকে, তবে আমরা তা আপনাদের জানাব।

আগামী মঙ্গলবার সন্ধ্যা ১০:৩০ মিনিটে (ইস্টার্ন টাইম) সবার সাথে দেখা হবে। ঈশ্বর আপনাদের সকলের মঙ্গল করুন। বিদায়। আপনারা যা করেছেন তা আপনাদের সকলকে আনন্দিত করেছে। অনেক ধন্য

মথি লিখিত সুসমাচারের ফাইল-অধ্যয়ন – অধ্যায় ১২-২২ – ১২-৫০ (শেষ) সপ্তাহ ১১

শুভ সন্ধ্যা সবাইকে এবং 'গ্লোবাল মিশনস ফর চিলড্রেন' বাইবেল স্টাডির ১১তম সপ্তাহে আপনাদের স্বাগতম।

আমরা ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করার জন্য এটা করি এবং কখনও কখনও যখন আমরা ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে কাজ করি, তখন আমরা নিজেরাও ততটাই বা তার চেয়েও বেশি সমৃদ্ধ হই বলে মনে হয়।

তো, আমরা যখন ওখানে ভ্রমণে গিয়েছিলাম, তখন সেরকমই একটা ঘটনা ঘটেছিল।

আমরা উভয় দলই, মানে কেনিয়ার দলটি এবং যে দলটি গিয়েছিল, দুজনেই সেই ভ্রমণ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি।

এটা খুবই আনন্দের যে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এখানে একত্রিত হতে পেরেছি, যেখানে বিদেশের বেশিরভাগ মানুষের জন্য তখন বুধবার খুব ভোর। তাই আমাদের বাংলাদেশী দলকে আসার ভারতীয় দলটিও আমাদের সাথে যোগ দেবে, ব্রাদার উইলসন।

এবং সেই সমস্ত লোক, ব্রাদার মোজেস এবং ব্রাদার উইলিয়াম এবং ডক্টর ব্রাদার অ্যান্ড্রু এবং সবাই।

এই রেকর্ডিংয়ে যারা শুনছেন, আমরা আপনাদের সত্যিই ভালোবাসি এবং আপনাদের জন্য প্রার্থনা করি। প্রতিদিন নিজের ক্রুশ তুলে নেওয়া এবং নিজের সমগ্র জীবন প্রভু যিশুর কাছে উৎসর্গ করার প্রবৃ আপনারা আমাদের কাছে এক মহান দৃষ্টান্ত।

তাই যারা শুনতে পারছেন না, তাদের জন্য রেকর্ডিংটি শোনার জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই, কারণ এখন আপনাদের খুব ভোর।

আর তাই আমরা শুরু করতে যাচ্ছি।

সুতরাং ভাই হারোণ, আমি এখন বিষয়টি আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। আমরা মথি অধ্যায় ১২ পদ ২২ থেকে শুরু করছি।

ভাই অ্যারন, বরাবরের মতো আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ভাই জিমি।

এখানে শুরু করার আগে আমি শুধু এটুকু বলে রাখি যে, আমি জানি যে প্রায় সকল মিশনারিই—

হয় কলে অথবা রেকর্ডিংয়ে শুনছেন এবং আমি এমন কয়েকজনকে চিনি যারা রেকর্ডিং শুনছেন এবং তারা অগত্যা বিদেশে কর্মরত মিশনারি নন।

কিন্তু যদি এমন কেউ থাকেন যিনি নিয়মিত রেকর্ডিংগুলো শুনছেন, আমি অবশ্যই..

আপনি যদি জিমিকে ইমেল করে আমার ইমেল ঠিকানাটি নিয়ে নেন, তাহলে খুব ভালো হয়। কারণ আপনার কাছ থেকে খবর পেলে এবং আপনার সম্পর্কে ও আপনি এখন কোথায় আছেন, সে বিষয়ে কি লাগবে। কারণ যারা শুনছেন, তাদের সবার কথা ভাবাটা জরুরি, যেহেতু আমি এখানে প্রস্তুতি নিচ্ছি।

এবং বিদেশের ও দেশের বাইরের ধর্মপ্রচারকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারাটা অবশ্যই একটি সম্মানের বিষয়।

একই রকম।

আপনার সাথে ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করতে পারাটা সম্মানের বিষয়।

১২২২ অধ্যায় শুরু করার আগে, আমি শেষ অধ্যায়ের ১১২৪ অনুচ্ছেদ থেকে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। যিশু সদোম ও গোমোরাহ দেশ এবং সুসমাচারগুলোর বিষয়ে বলেছিলেন।

তিনি সেগুলোকে প্রকৃত ঐতিহাসিক স্থান এবং সদোমের ধ্বংসকে একটি প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি নূহ ও মহাপ্লাবন, আদম এমনকি সৃষ্টির ক্ষেত্রেও একই কাজ করেছেন।

তিনি পুরাতন নিয়মের সবকিছুকে একটি প্রকৃত আক্ষরিক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, ইতিহাস হিসেবে

একটি বৈধ ইতিহাস হওয়ায় এবং বিশেষ করে তিনি পুরাতন নিয়মের ধর্মগ্রন্থকে ঈশ্বরের বাণী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

তাই, লোকেরা বাইবেলকে যে চ্যালেঞ্জ করে, সে বিষয়ে এই বিষয়টি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পরিত্রাণ লাভের অন্যতম প্রধান উপায় হলো যীশুকে ধর্মগ্রন্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। কেননা, যদি সে আমাদে পারে, তবে তিনি ধর্মগ্রন্থের যীশু নন, বরং তিনি অন্য এক যীশু।

এবং সেই প্রকৃত যিশুকে নয় যাকে এটি রক্ষা করতে পারে।

তাই আমি বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেছি।

সুতরাং আমরা এখানে মথি ১২:২২ অধ্যায়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি, "তখন ভূতগ্রস্ত এক ব্যক্তিকে তাঁর কাছে আনা হল।"

শয়তান তাকে অন্ধ ও বোবা করে দিয়েছিল, এবং তিনি তাকে এমনভাবে সুস্থ করলেন যে সেই অন্ধ ও বোবা উভয়েই কথা বলতে ও দেখতে পেল।

আর সকলে বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল, "ইনি কি দায়ূদের পুত্র নন?"

আমরা পূর্ববর্তী পাঠে আলোচনা করেছি যে, ইহুদিরা মসিহকে দাউদের বংশধর বলে মনে করত এবং মসিহের জন্য তাদের সাধারণ কাজগুলোর মধ্যে এটি একটি ছিল।

প্রথম অধ্যায়ে মথি ইহুদি বংশতালিকা থেকে প্রমাণ করেছিলেন যে যিশু সেই সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন।

এবং পুরাতন নিয়মের ধর্মগ্রন্থে উল্লেখিত মসিহ যে তিনিই, তা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে এটি একটি অপরিহার্য দিক ছিল।

মজার ব্যাপার হলো, এখানকার সাধারণ মানুষ যিশুকে মসিহ হিসেবে মনে করত, অথবা অন্তত এমনটা সন্দেহ করত।

অপরপক্ষে অহংকারী ফরীশীরা, যারা ঈর্ষা ও নিজেদের পাণ্ডিত্যের কারণে পক্ষপাতদুষ্ট ছিল,

তাদের শিক্ষাটা এমন ছিল না যে তারা পুরাতন নিয়ম থেকে অনেক ভালো জিনিস শিখেছিল, কিন্তু তারা বাইবেলের বাইরের এমন অনেক ধারণাও গ্রহণ করেছিল, যেগুলো পুনর্বিবেচনা করার মতো আত্মসম্মান

আর আজকাল প্রায়শই যা সত্যি তা হলো, সাধারণ মানুষ আধ্যাত্মিক সত্যকে এমনভাবে উপলব্ধি করতে পারে, যা বাইবেল পণ্ডিতরা পারেন না। অথচ তাঁরা সুশিক্ষিত হলেও ধর্মগ্রন্থ থেকে পুরোপুরি জ্ঞান ক কলেজ বা সেমিনারিতে পড়াশোনা করলেও এই সাধারণ মানুষেরা তা পারেন না।

এবং সমস্যাটি হলো বাইবেল অধ্যয়ন বা বাইবেল গবেষণার ক্ষেত্রে, সমস্যাটি হলো সেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা যা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা এবং এমন কিছু ধারণা প্রদান করে যা শাস্ত্রসম্মত নয়, যা

যারা নিজেদের চোখে জ্ঞানী, তারা ভাবে, "বেশ, এটা তো আমার কাছে ভালোই লাগছে," এবং তারা তা গ্রহণ করে।

তারা ধরে নেয় যে এটা সত্যি এবং নতুন প্রমাণ উপস্থাপন করা হলেও তারা তা পুনর্বিবেচনা করতে রাজি নয়। কারণ, সর্বোপরি, যদি কোনো কথা আমার কাছে ভালো মনে হয় এবং আমি তা বিশ্বাস করি, ত করে? আর এখানেই মূল সমস্যাটি তৈরি হয়।

এবং আমরা ১১, ২৫ ও ২৬ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি যে, ঈশ্বর যীশুকে লুকিয়ে রেখেছেন, এই বিষয়গুলো লুকিয়ে রাখার জন্য পিতাকে ধন্যবাদ।

বিষয়গুলো, তাঁর নিজের সম্পর্কে এবং জ্ঞানী ও বিচক্ষণদের কাছ থেকে পাওয়া সুসমাচারের বিষয়গুলো এবং সেগুলো প্রকাশ করা।

বনমানুষদের কাছে।

সুতরাং, নিজের চোখে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ হওয়ার একটি মূল দিক হলো তিরস্কার গ্রহণে অনিচ্ছুক থাকা।

এবং ধর্মগ্রন্থ দ্বারা সংশোধিত, এবং আমরা অন্য একটি অধ্যয়নে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করব, কিন্তু বিষয়টি উল্লেখ করা ভালো ছিল।

সুতরাং ২৩ পদে, "কিন্তু ফরীশীরা তা শুনে লোকদের বলতে শুনল, 'ইনি কি দায়ূদের পুত্র নন?'"

কিন্তু ফরীশীরা তা শুনে বলল, 'এই লোকটি নিজে ভূত তাড়ায় না, বরং শয়তানদের সর্দার বিল্লেবোর সাহায্যে তা করে।'

যীশু তাদের মনের কথা জেনে তাদের বললেন, 'যে কোনো রাজ্য নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেলে তা ধ্বংস হয়ে যায়, এবং যে কোনো নগর বা বাড়ি নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেলে তা টিকে থাকতে পারে

আর যদি শয়তান নিজেই শয়তানকে বিতাড়িত করে, তবে সে নিজের বিরুদ্ধেই বিভক্ত হয়ে পড়ে, আর তখনই তার রাজ্য টিকে থাকবে।

আর যদি আমি বিল্লেবোর নামে ভূত তাড়াই," লক্ষ্য করুন যে, যিশু মূলত শয়তানকে বিল্লেবোর সমতুল্য করছেন, কারণ এটি ইহুদিদের একটি নাম ছিল, শয়তানের একটি বিকল্প নাম যা তারা গ্রহণ করেছিল।

তাই তিনি বলেন, "যদি আমি বিল্লবোর দ্বারা ভূত তাড়াতে পারি, তবে তোমাদের সন্তানেরা কার দ্বারা ভূত তাড়ায়? অতএব তারাই তোমাদের বিচারক হবে।"

এখানে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যিশু প্রকৃতপক্ষে তাঁর মতবাদের দৃষ্টান্তের মাধ্যমেও শয়তানের বিরোধিতা করেছিলেন।

এবং তিনি আসলে শয়তানদের তাড়াচ্ছিলেন।

ভ্রান্ত ধর্মগুলো, কখনও কখনও শয়তান দ্বারা আবিষ্ট ব্যক্তিরা, মানুষের ভেতর থেকে শয়তান তাড়ানোর ভান করে কেবল তাদের হাতে আরও শক্তিশালী শয়তান তুলে দেয় এবং একটি মিথ্যাকে আরও দৃঢ় করে

রোমান ক্যাথলিক দেশগুলোতে এমনটা ঘটে যে, কোনো রোমান ক্যাথলিক যাজক ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে এসে ক্যাথলিক মন্ত্রের মতো কথা বলেন, হয়তো একটি কাঠের ক্রুশ বা ওই জাতীয় কিছু নিয়ে এসে শয়তানকে তাড়িয়ে দেন।

পোপ, ক্যাথলিক চার্চ বা কোনো সাধুর নামে, তারা মূলত দর্শকদের এই ভেবে প্রতারিত করে যে ক্যাথলিক চার্চই হলো ক্রাইস্ট চার্চ।

এবং এর শয়তানের উপর ক্ষমতা আছে, কিন্তু তারা লোকদের বলে না যে এটা ছিল আরও বড় একটা প্রতারণা মাত্র; যে ব্যক্তির শরীর থেকে আপাতদৃষ্টিতে শয়তান তাড়ানো হয়েছে, সে এরপর আরও শক্তি পড়বে অথবা তার অবস্থা আগের মতোই থাকবে।

শয়তান এই ধরনের ছলচাতুরী করে থাকে, কিন্তু খ্রিষ্টের বিশেষত্ব ছিল এই যে, তাঁর শিক্ষা ছিল বিশুদ্ধ এবং তাঁর দৃষ্টান্তও ছিল বিশুদ্ধ।

তার সবকিছুই ধর্মগ্রন্থ এবং তিনি যে জনগোষ্ঠীর অংশ ছিলেন, তাদের সমর্থন ও মর্যাদা রক্ষা করত।

শয়তান তাড়ানোর কাজ করলে তারা সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হবে।

আমরা অষ্টম অধ্যায়ে গ্রাম্য মানুষ, গাদারেনদের, পুঁজিবাদী সমাজে এই বিষয়টি দেখেছিলাম।

আমরা দেখলাম, যে লোকটি একসময় পুরোপুরি উন্মাদ ও বিপজ্জনক ছিল, সে পরবর্তীতে সুস্থ মস্তিষ্কে কতটা নির্মম ছিল।

সুতরাং এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এই লোকেরা দেখেছিল যিশু কে ছিলেন এবং তারা দেখেছিল যে

যেকোনো সৎ ব্যক্তিই দেখতে পেত যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে শয়তানের রাজ্যের জন্য এক হুমকি ছিলেন এবং শয়তানের কার্যকলাপ ধ্বংস করছিলেন।

সুতরাং, যারা খ্রীষ্টকে শয়তানের দ্বারা ভূত তাড়ানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল, তাদের জন্য এটি ছিল এক অত্যন্ত গুরুতর পাপ।

এবং আমরা সেদিকেই যাবো।

আর শাস্ত্রে যে বিষয়টির কথা বলা হয়েছে, তা হলো ক্ষমার অযোগ্য পাপ হওয়া। এবং আমরা কয়েকটা পদের পরেই সে বিষয়ে আলোচনা করব।

আমি এখানে ২৭ নং পদটি তুলে ধরছি, "যীশু যখন বললেন, 'আর তোমরা ভূত তাড়াতে সক্ষম হও, যাদের দ্বারা তোমাদের সন্তানরা তাদের তাড়াবে, অতএব তারাই তোমাদের বিচারক হবে।'"

ফরীশীদের এমন কিছু শিক্ষিত লোক ছিল, যারা দৃশ্যত ভূত তাড়াতে পারত।

প্রেরিত ১৯ অধ্যায়ে আমরা দেখি, স্কেভার সাত পুত্র কীভাবে নিজেদের উপর এই দায়িত্ব তুলে নিয়েছিল

অশুভ আত্মাদের তাড়ানোর জন্য প্রভু যিশুর নামে ডাকুন।

তারা ছিলেন ভ্রমণকারী ইহুদি, যারা মূলত ভূত তাড়ানোর মাধ্যমে এবং যারা ভালো কাজ করছেন ভেবে তাদের সমর্থন করত, তাদের কাছ থেকে অনুদান নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করার চেষ্টা করতেন।

সুতরাং যিশু মূলত এটাই বলছেন যে, যারা ফরীশীদের সঙ্গে যুক্ত ছিল, যাদেরকে ফরীশীরা ধার্মিক ও খাঁটি লোক বলে মনে করত, তারা তাদের বিরুদ্ধে শয়তানের দ্বারা ভূত তাড়ানোর অভিযোগ আনেনি, কি এনেছিল।

কিন্তু তথাপি যিশুর জীবন ও শিক্ষা তাদের চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ ছিল, এবং তাদের তা বুঝতে পারা উচিত ছিল।

যিশুর কাজ তাদের কাজের চেয়েও মহৎ ছিল।

তাদের চেয়ে যিশুর অলৌকিক কাজগুলো যে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছিল, তা আরও সুস্পষ্ট ছিল।

তারা হয়তো ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল এবং হয়তো ব্যবহার করেছিল, কী হবে যদি আমরা স্কেভার সাত পুত্রকে দেখি।

প্রেরিত ১৯ অধ্যায় নিয়ে কিছু করছেন?

এবং আমরা অন্য একটি কারণে পরে সেই অনুচ্ছেদটিতে আসব।

এ প্রসঙ্গে অ্যাডাম ক্লার্কের একটি উক্তি হলো, "এবং কারণ এই ব্যক্তি প্রায়শই একজনের মধ্যে যা প্রশংসা করে, অন্যজনের মধ্যে তা নিন্দা করে।"

সুতরাং এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, ভূত তাড়ানোর মতো বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় পুরো পরিস্থিতিটা বিবেচনা করতে হবে।

আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যদি কেউ ভূত তাড়ানোর ভান করে বা তাড়ানোর অভিনয় করে, অথচ তার কথাবার্তা ঈশ্বরের বাক্যের সাথে মেলে না, অথবা যদি তার জীবন সুস্পষ্টভাবে পাপপূর্ণ হয়, তা আছে যে সে অকৃত্রিম নয়; হতে পারে সে কেবল সম্মোহনকারী অথবা সে সত্যিই শয়তানের লোক।

আর তাই আমরা কয়েকটি পদে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব।

তাই ২৮ পদে যিশু বলেন, "কিন্তু যদি আমি ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা ভূত তাড়িয়ে দিই, তবে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসে পড়েছে।"

কারণ তা না হলে, কীভাবে একজন শক্তিশালী লোকের ঘরে প্রবেশ করে তার জিনিসপত্র লুট করা সম্ভব, যদি না সে প্রথমে সেই শক্তিশালী লোকটির পেছন থেকে প্রবেশ করে, এবং তারপরেই তার ঘর লুট কর

৩০ পদের প্রেক্ষাপটটি লক্ষ্য করুন, "যে আমার সঙ্গে নয়, সে আমার বিপক্ষে; এবং যে আমার সঙ্গে শস্য সংগ্রহ করে না, সে মাটিকে বধূ বানায়।"

এটা বেশ মজার ব্যাপার যে, যিশু প্রথমে ভূত-প্রেত বিষয়ক তাঁর নীতিটি ব্যবহার করেছিলেন এবং তারপর সেগুলোকে পরিত্রাণ ও তাঁর সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন।

২৯ পদের নীতিটিও লক্ষ্য করুন, যা দেখায় যে আমাদের বিশেষ করে তাদের জন্য প্রার্থনা করা উচিত যারা কর্তৃত্বে আছেন, যেমন পিতারা, গির্জার নেতারা, এমনকি রাজনৈতিক নেতারাও; কারণ শয়তান একটা পরিবারের ক্ষতি করতে চলেছে।

সে সবচেয়ে শক্তিশালী লোকটির পেছনে লাগবে, যে হয় সবচেয়ে জ্ঞানী অথবা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

কারণ যদি সে সেই ব্যক্তিকে বোঝাতে পারে, বা তার প্রভাব কাজে লাগাতে পারে, যদি সেটা ভালো হয়।

তাকে পথের কাঁটা সরাতে পারলে, সে বাকি সবার ওপর নিজের ইচ্ছামতো প্রভাব খাটাতে পারবে, অথবা অন্তত বাকি সবার ওপর তার ক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে।

কিন্তু ইব্রীয় পুস্তকের ২৮-৩০ পদে যান।

ইব্রীয় ২ অধ্যায়ে যান।

সুতরাং আমরা ১৪ পদে দেখি, "কারণ সন্তানেরা যেমন রক্ত-মাংসের অংশীদার, তেমনি তিনিও সেরূপে তাতে অংশীদার হলেন, যেন মৃত্যুর দ্বারা তিনি মৃত্যুর উপর ক্ষমতাধারী অর্থাৎ শয়তানকে ধ্বংস করতে সারাজীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাদের উদ্ধার করতে পারেন।"

সুতরাং, এটি ২৮-৩০ পদে যিশু যা বলছিলেন তার সাথে সরাসরি প্রযোজ্য।

তিনি কেবল তাঁর অলৌকিক কাজের দ্বারা শয়তানের রাজ্যে অনুপ্রবেশই করেননি, বরং চূড়ান্তভাবে ক্রুশে শয়তানকে পরাজিতও করেছিলেন, এবং শয়তানকে তাঁর পরাজিত করার মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বর করতে পারি। কিন্তু শয়তানকে তাঁর পরাজিত করা মানেই এই নয় যে আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলব।

এটি আমাদের একটি সুযোগ করে দেয়।

আর সেই কারণেই তিনি বলেন, "তা না হলে, প্রথমে সেই শক্তিশালী লোকটিকে না বেঁধে, আর কী করে কেউ একজন শক্তিশালী লোকের ঘরে ঢুকে তার জিনিসপত্র লুট করতে পারে?"

আর তারপর সে তার বাড়িটা নষ্ট করে ফেলবে।

কিন্তু আমরা যদি শক্তিশালী ব্যক্তির সম্পদ হই এবং শয়তানের রাজ্যে থাকি, তবে যিশুর সেই শক্তিশালী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার অর্থ এই নয় যে আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুক্ত হয়ে যাব, কারণ আমাদের অহ আসতে হবে।

আর সেই কারণেই তিনি ৩০ পদে বলেন, "যে আমার সঙ্গে নয়, সে আমার বিপক্ষে, এবং যে আমার সঙ্গে নয়, সে রুটিকে ভয় করে।"

কলসীয় ১:১৩ পদে খ্রীষ্টে অবস্থিত পিতার বিষয়ে বলা হয়েছে, যিনি আমাদের অন্ধকারের শক্তি থেকে উদ্ধার করে তাঁর প্রিয় পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তরিত করেছেন, এবং যাঁর রক্তের মাধ্যমে আমরা মুক্তি ও পাপের ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি এবং সকল সৃষ্টির প্রথমজাত।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের অর্থ হলো প্রধান বা শাসক, কারণ স্বর্গে ও পৃথিবীতে দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল বস্তু তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে; সিংহাসন, আধিপত্য, রাজত্ব বা ক্ষমতা—সবকিছুই তাঁর দ্বারা এবং তাঁর জন্য সৃষ্টি হয়েছে।

এবং তিনি সকল কিছুর পূর্বে ছিলেন এবং তাঁর দ্বারাই সকল কিছু টিকে থাকে, এবং তিনিই সবকিছুর মস্তক।

মণ্ডলীর দেহ, যিনি মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত হয়ে শুরু করেছিলেন, যেন সব বিষয়ে তিনি পিতার রক্ষী হিসেবে প্রাধান্য লাভ করেন এবং তাঁর মধ্যে সকলে ধীর পতনে পতিত হয়।

এবং তাঁর ক্রুশের রক্তের দ্বারা শান্তি স্থাপন করে, তিনি সকলকে নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করেছেন; আমি বলি, পৃথিবীতে বা স্বর্গে যা কিছু আছে, সকলই তাঁরই দ্বারা লিখছেন।

কাশিয়ান খ্রিষ্টানদের এবং তোমাদের প্রতি, যারা একসময় মন্দ কাজের দ্বারা আমার ও শত্রুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলে, কিন্তু এখন যাদের সাথে পুনর্মিলন করতে হয়েছিল; তাদেরও তাদের শত্রুতা ও ম ঠিক যেমন আমাদেরও ফিরতে হয়েছিল; এবং ঠিক যেমন খ্রিষ্টের প্রতি আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তিকেই ফিরতে হয়; তাঁর দৈহিক দেহে তাদের তোমাদের সামনে পবিত্র, নির্দোষ, অপ্রতিহত এবং এক দর্শনীয় তোমরা সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্থির বিশ্বাসে অবিচল থাকো এবং বিচ্যুত না হও।

তোমরা যে সুসমাচারের আশা শুনেছ, যা স্বর্গের নিচে প্রত্যেক প্রাণীর কাছে প্রচার করা হয়েছিল, তা থেকে সরে গেলে, আমি কোথায় নিজেকে পরিচারক বলে ডেকেছি? আমরা যোহন অধ্যায় ৮-এ একই ডি অ্যালান? হ্যাঁ স্যার। আপনি যখন কথা বলেন না, তখন আমরা আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই, তাই সেদিকে খেয়াল রাখবেন। ধন্যবাদ ভাই। কোনো সমস্যা নেই। আমি এর আগে দুটো বাইবেল চেষ্ট আরও বিভ্রান্তিকর হয়ে গিয়েছিল। আমাকে এখনও এটা ঠিক করতে হবে।

এখানে সম্পূর্ণ বাইবেলটি দেখুন। যোহন ৮:৩১-৩৬, তখন যীশু সেই ইহুদিদের বললেন যারা বিশ্বাস করত

তিনি তাঁকে বললেন, "যদি তোমরা আমার বাক্যে স্থির থাকো, তবে আমার শিষ্যদের সঙ্গে সত্যিই তর্ক করো, তাহলে তোমরা সত্যকে জানতে পারবে এবং সত্য তোমাদের মুক্ত করবে।" তারা তাঁকে উত্তর দি এবং

"তোমরা তো কখনও কোনও মানুষের দাসত্বে ছিলে না; তোমরা কীভাবে মুক্ত হবে বলছ?" যিশু উত্তর দিলেন।

তাদেরকে, "আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, যে কেউ নিজের পাপ করে, সে পাপের দাস, এবং

দাস চিরকাল গৃহে থাকে না, কিন্তু পুত্র চিরকাল থাকে। অতএব পুত্র যদি তোমাদের মুক্ত করেন, তবে তোমরা সত্যই মুক্ত হবে।" সুতরাং এটি সুসমাচারের একটি খুব ভালো সত্য।

সেখানে পরিত্রাণ ও সুসমাচার প্রচারের জন্য। সুতরাং স্পষ্টতই খ্রীষ্টের সাথে একাত্ম হয়ে, আমাদের অবশ্যই প্রতিমা থেকে, মিথ্যা দেবতা থেকে এবং অধার্মিক কারণগুলি থেকে মুখ ফেরাতে হবে। আর যে ব অংশ নিতে চায়, সে খ্রীষ্ট ও তাঁর আলোর রাজ্যের অংশ হতে পারে না এবং তাঁর প্রায়শ্চিত্ত অনুতপ্ত নয় এমন ব্যক্তিদের সাহায্য করতে পারে না।

যারা খ্রিষ্ট-বিরোধী ধরনের কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছুক নয়। সেই কারণেই আপনি জানতে পারবেন যে যদি

কেউ গর্ভপাতকে সমর্থন করছে, কেউ কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন করছে, এগুলো খুবই স্পষ্ট।

তবে কেউ যদি বিভিন্ন জিনিস একত্রিত করার চেষ্টা করে, তাহলে বিষয়টি উল্লেখ করা ভালো।

ধর্ম নিয়ে কথা বলা এবং একই সাথে খ্রিস্টান ও মুসলমান হওয়ার চেষ্টা করা, কারণ আমি জানি যে এই ধরনের কাজ করার প্রচেষ্টা ক্রমশ বাড়ছে। আমি এখন শুধু শুধু সেদিকে ঝুঁকতে যাচ্ছি না।

সময়ের কথা, কিন্তু প্রেরিত ১৯ অধ্যায়ে আমরা দেখি যে, যখন ইফিষীয়তে এক মহা পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল, তখন যে লোকেরা গুপ্তবিদ্যার বই ব্যবহার করত—এবং বাইবেলে একে 'কৌতূহলী কলা' বলা জাতীয় জিনিস ব্যবহার করত, তারা যখন ধর্মের দিকে ফিরল

প্রভু যীশুর কাছে, তারা তাদের বইগুলো একত্রিত করে পুড়িয়ে ফেলল এবং তারা দেখল যে সেই সমস্ত বইয়ের দাম ছিল পঞ্চাশ হাজার রৌপ্যমুদ্রা। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই জাদুবিদ্যা, নিউ এজ-এর বিষয়াবলী ঈশ্বরের নয় এমন যেকোনো অতিপ্রাকৃত শক্তির মতো বিষয়গুলো শয়তানেরই কাজ। এবং খ্রীষ্টের দিকে ফিরে আসার মাধ্যমে আমরা দেখি যে, সেই লোকেরা তাদের যাদু এবং নিউ এজ-এর বিষয়গুলো স তারা বইগুলো বিক্রি করেনি, বরং পুড়িয়ে ফেলেছিল। আর এটা ভালো, যখন আপনি জানেন যে ঈশ্বরের রাজ্য জয়ী হচ্ছে।

শহরে, যখন এমন মানুষ আছেন যারা সত্যিই প্রতিমা ত্যাগ করছেন এবং সত্যিই স্বীকারোক্তি করছেন

তাদের অন্ধকারের নিকৃষ্টতম রূপ, এবং তাদের থেকে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যে তারা পুড়ে যাচ্ছে,

লোকেরা মূর্তি পোড়াচ্ছে, লোকেরা অধার্মিক সিডি পোড়াচ্ছে, লোকেরা সিনেমা পোড়াচ্ছে, প্রায় সব সিনেমাই।

এর মধ্যে কামুকতা বা হিংসা, শয়তানি কিছু একটা আছে, মানুষ এমন সব অধার্মিক ক্রীড়া তারকাদের জার্সি পোড়াচ্ছে যাদের তারা আদর্শ হিসেবে মানত, যখন এই ধরনের ঘৃণা জন্মায়...

পাপ এবং খ্রীষ্টের প্রতি সেই ধরনের জীবন্ত বিশ্বাস, যার ফলে লোকেরা শয়তান ও তার রাজ্যের প্রতীকস্বরূপ জিনিসপত্র পোড়ানোর জন্য অগ্নিকুণ্ড তৈরি করছে, এবং লোকেরা সেই বিষয়ে সত্য স্বীকার করে বরং সত্যিই তাদের হৃদয় প্রভুর দিকে ফেরাচ্ছে—এটা দেখা এক চমৎকার ব্যাপার। সুতরাং, পরবর্তী ধাপে, ৩১ ও ৩২ পদে, যীশু বলেন, "অতএব আমি তোমাদের বলছি,

পাপ ও ঈশ্বরনিন্দায় লিপ্ত সকল মানুষকে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা ক্ষমা করা হবে না।

"পবিত্র আত্মার ক্ষমা মানুষের জন্য করা হবে না।" এটি ইটালিক হরফে লেখা, "পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে" কথাটি নয়।

এখানে পাণ্ডুলিপিটি আছে, কিন্তু মার্ক ৩ অধ্যায়ের ২৯ ও ৩০ পদে 'পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে' কথাটি পাঠ্যাংশে রয়েছে, তাই কিং জেমস অনুবাদকদের দ্বারা এটিকে ইটালিক হরফে লেখা যথাযথ হয়েছে। অ কিং জেমস বাইবেলে, অনুবাদকরা যা করেছেন তা আমার ভালো লেগেছে, যে শব্দগুলো মূল পাঠে ছিল না কিন্তু পাঠকে আরও স্পষ্ট করার জন্য তারা নিজেরাই যোগ করেছেন, সেগুলোকে তারা ইটালিক হ দেখতে পায় যে, যা কিছু আছে তা ইটালিক হরফে লেখাটা তাদের কাছে যথাযথ বলে মনে হয়েছে।

ইটালিক হরফে লিখলে লেখাটি সম্পূর্ণ হতো, কিন্তু আপনি এটাও জানতে পারবেন যে এটি মূল লেখায় নেই।

যাতে আপনি নিজেই সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আর এটাই সেই অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি, যার জন্য আমি প্রশংসা করি।

কিং জেমস সংস্করণ। তাই ৩২ পদ, "আর যে কেউ মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে বাক্য বলে, তাকে ক্ষমা করা হবে; কিন্তু যে কেউ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে বলে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।"

তাকে ক্ষমা করা হবে না, এই জগতেও না, পর জগতেও না।" এক ব্যক্তি বলল

খুব সম্প্রতি সে আমাকে বলেছিল, "আমি তোমাকে অভিশাপ দেব।" সে জানতে চাইছিল, ওই কাজটি করার সময় সে কি অবিভাজ্য পাপ করেছিল। এবং আমি তাকে বললাম, না, এবং আমি এই অনুচ্ছেদটির

মানুষ হিসেবে তারা খ্রিষ্টের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে এবং তারা যা করছে তা পুরোপুরি বুঝতে পারে না। আর আমরা

প্রেরিত পৌলের দিকে দেখুন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি বলেছিলেন যে তাঁর অনেক কিছু করা উচিত বলে তিনি মনে করতেন।

নাসরতীয় যীশুর নামের পরিপন্থী। কিন্তু তিনি এমন পর্যায়ে যাননি যে, তিনি স্বয়ং খ্রীষ্টকে অলৌকিক কাজ করতে দেখে সেগুলোকে শয়তানের কাজ বলে আখ্যা দিচ্ছিলেন। তাই

কেউ যদি মনে করে যে সে অবিভাজ্য পাপ করেছে, তবে তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করে দেখা ভালো, আপনি কি করেছেন?

অলৌকিক ঘটনা দেখেছেন, আপনি কি খ্রীষ্টকে অলৌকিক কাজ করতে দেখেছেন, এবং বলেছেন যে সেগুলি শয়তানের ছিল, এবং সম্ভাবনা

তারা তা করেনি। আর যিশু এখানে সেই বিষয়েই কথা বলছেন। অ্যালবার্ট বার্নস খ্রিষ্টকে শয়তানের অলৌকিক কাজ বলার ক্ষেত্রে ফরীশীদের পাপের বিষয়ে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে এটি ছিল অভিযো

ঈশ্বরের করুণা ও শক্তির সর্বোচ্চ প্রকাশ ছিল শয়তানের, এবং এটি মনের গভীরতম অধঃপতনের যুক্তি দেয়। ৩২ পদের কথা ভাবুন, যেখানে যিশু বলেছেন, এই জগতে বা পরজগতে এর ক্ষমা হবে না। এর ি করা যেতে পারে।

মৃত্যুর পর। আমরা অধ্যায় ৯-এ দেখেছি যে, যিশু বলেছেন, মনুষ্যপুত্রের পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা আছে। ইব্রীয় ৯:২৭ অনুসারে, মানুষের জন্য একবার মৃত্যু নির্ধারিত, কিন্তু এই বিচারের পর, মৃত্যুর ক্ষমা পেতে পারে না। ক্ষমার মূল নীতি এটাই।

এর অর্থ হলো এই যে, আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করি এবং পৃথিবীতে তাঁর রাজ্যের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার মাধ্যমে সেই উপাসনা প্রমাণ করি, এবং

দুঃখভোগ এবং হারানো যন্ত্রণা প্রমাণ করে যে, যা হারিয়ে গেছে তা আমাদের প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজন।

আমরা ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছি এবং শয়তান ও তার কাজকে বর্জন করেছি। আর মৃত্যুর পরে এমনটা করা সম্ভব নয়, কারণ তখন হারানোর মতো আর কিছুই থাকে না। তাই যিশু ব পরজগতেও নয়', তখন তিনি এটাই বোঝাতে চাইছেন যে,

এই জগতে, ১ করিন্থীয় ৫ অধ্যায়ের কথা ভাবুন। যারা সুস্পষ্টভাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করছে, তাদের মণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন। ঠিক যেমন পুরাতন নিয়মে যারা সুস্পষ্টভাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প বিচ্ছিন্ন করা উচিত ছিল। এখন, ইহুদিরা স্পষ্টতই নানাভাবে তা করতে বিশ্বস্ত ছিল না, কিন্তু এমনই হওয়া উচিত ছিল।

সুতরাং যীশু এটাই বোঝাতে চাইছেন যে, যিনি তাঁকে পবিত্র আত্মা দ্বারা আশীর্বাদ করেছেন, তারা এখানে ঈশ্বরের লোকদের অংশ বলে গণ্য হবে না, এবং ক্ষমাও পাবে না।

পরকালে। তাই আমি পেন্টেকস্টাল ও ক্যারিসম্যাটিক চার্চগুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাই, তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার অনেক ভুয়া প্রকাশ দেখা যায়। তাদের লোকেরা এমনভাবে অজানা ভাষায় কথা বলে যে অজানা ভাষায় কথা বলা কখনোই সম্ভব নয়।

ঈশ্বরের ভাষা, কিন্তু বাইবেলে জিহ্বা সর্বদা এমন একটি ভাষা ছিল যা সেই ভাষায় কথা বলা লোকেদের কাছে ঈশ্বরের কোনো সত্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হত। এটি কখনই কোনো সাধারণ বিষয় ছিল না

মানুষের বলা অর্থহীন বকবক। তাই পেন্টেকস্টালরা হয়তো তাদের অভিযুক্ত করতে পারে যারা বলে যে এই অর্থহীন বকবক।

তারা তাদের গির্জাগুলোতে কথা বলছে এবং তাদের গির্জাগুলোতে যে সমস্ত উন্মাদনা চলতে থাকবে, চেষ্টা করছে, জানেন তো, লোকেরা আত্মায় নিহত হচ্ছে, মানে আত্মায় নিহত হচ্ছে।

এমন কিছু যা আমরা ধর্মগ্রন্থে কখনো খুঁজে পাই না। মানুষের পবিত্র হাসি, যা আবার এমন কিছু।

আমরা শাস্ত্রে এমনটা কখনো খুঁজে পাই না। লোকেরা মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, কাঁপছে এবং হিস্টিরিয়ায় ভুগছে। যারা এর বিরোধিতা করে, তারা বলবে যে আপনি পবিত্র আত্মার নিন্দা করার ঝুঁকিতে আ
ব্যবহার করে বলবে, আপনার ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধে কথা বলা উচিত নয়। কিন্তু মূল কথা হলো, যদি এমন কোনো বাক্য থাকে যা অলৌকিক।

অথবা যদি তা আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক হয় এবং ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা সমর্থিত না হয় এবং সেখানে শাস্ত্রবিরোধী ঘটনা ঘটে, তবে এটা বলা সঠিক যে, এটি প্রভুর কাজ হতে পারে না। এমনকি অলৌকিক ক
প্রয়োজন। প্রকাশিত বাক্য ১৩ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, ভণ্ড ভাববাদী পশুটিকে প্রচার না করা সত্ত্বেও পশুটি অলৌকিক কাজ করছে। প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১, "আর আমি আর একজনকে দেখলাম

পৃথিবী থেকে একটি পশু উঠে এল, তার মেষশাবকের মতো দুটি শিং ছিল এবং সে নাগ বা ড্রাগনের মতো কথা বলত।

আর তিনি তাঁর সামনে প্রথম পশুটির সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করলেন এবং তাকে মাটি থেকে ধরলেন,

এবং যারা সেখানে প্রথম পশুর উপাসনা করত, যার মারাত্মক ক্ষত সেরে গিয়েছিল। আর তিনি মহৎ আশ্চর্য কাজ করেন, এমন কি তিনি স্বর্গ থেকে আইনজীবীকে নামিয়ে আনেন।

মানুষের দৃষ্টিতে পৃথিবী। এটি লক্ষ্য করো, এবং পৃথিবীতে বসবাসকারীদের প্রতারিত করে।

পশুর দৃষ্টিতে তিনি যে অলৌকিক কাজগুলো করার ক্ষমতা রাখতেন, সেগুলোর মাধ্যমে তিনি পৃথিবীতে বসবাসকারীদের বললেন, যেন তারা পশুর জন্য একটি প্রতিমা তৈরি করে, যা

তরবারির আঘাতে আহত হয়েও তিনি বেঁচে ছিলেন। আর পশুর প্রতিমাকে জীবন দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিল, যেন পশুর প্রতিমা কথা বলতে পারে এবং যারা পশুর প্রতিমাকে পূজা করবে না, তাদের হত্যা ক
অধ্যায়ের পদে দেখি...

১৬, ১৩ ও ১৪ পদ। মানে, আমি দুঃখিত, অধ্যায় ১৬, ১৩ ও ১৪ পদ। "এবং আমি তিনজন অশুচিকে দেখলাম

ব্যাঙের মতো আত্মারা নাগ, পশু এবং ভণ্ড নবীর মুখ থেকে বের হয়ে আসে। এরা শয়তানের আত্মা, যারা অলৌকিক কাজ করে এবং পৃথিবীর ও সমগ্র বিশ্বের রাজাদের কাছে তাদের একত্রিত করার জন্য যায়

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের তাদের সেই মহান দিনের যুদ্ধ।" সুতরাং, আমরা যিশাইয় ৮:২০ পদে দেখি যে, যদি তারা ব্যবস্থা ও সাক্ষ্য অনুসারে কথা না বলে, তার কারণ হলো সেখানে

তাদের মধ্যে কোনো আলো নেই। মথি ২৪ অধ্যায়ে, আমরা অবশেষে সেখানে পৌঁছাবো। যিশু ২৪ ও ২৫ পদে বলেছেন, "কারণ ভণ্ড খ্রীষ্ট ও ভণ্ড ভাববাদীরা আবির্ভূত হবে এবং বড় বড় চিহ্ন ও আশ্চর্য কা
হতো, তবে তারা মনোনীতদেরও প্রতারিত করত। দেখ, আমি তোমাদের আগেই বলেছি।" সুতরাং, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে ২ যোহনের ৬ থেকে ৯ পদ, কারণ এটি এমন এক বিচারবুদ্ধি যা আমাদের প্রয়োগ করতে হবে, কারণ শেষকালে ভণ্ড ভাববাদীদের দ্বারা এমন অলৌকিক কাজ হবে যা লোকদেরকে অন্য এক যীশুর
প্রকৃত যীশু ও তাঁর বাক্য থেকে বিমুখ করবে। ২ যোহন, ৬ পদ, "আর এই প্রেম যে আমরা তাঁর পথে চলি।"

আদেশসমূহ।" এইটি এমন একটি আদেশ যা তোমরা শুরু থেকেই শুনে আসছো, তোমাদের উচিত

এর মধ্যে চলুন। শুরুটা হলো পুরাতন নিয়ম, এবং স্বয়ং সুসমাচারগুলো যা নিশ্চিত করে এবং

পুরাতন নিয়মকে সমুন্নত রাখুন। ৭ম পদে, "কারণ অনেক প্রতারক জগতে প্রবেশ করেছে, যারা স্বীকার করে না যে যীশু খ্রীষ্ট দেহ ধারণ করে এসেছেন।" এরাই প্রতারক এবং খ্রীষ্টারি। "তোমরা নিজেদের
আমাদের কৃতকর্মের ফল না হারাই, বরং যেন পূর্ণ পুরস্কার লাভ করি। যে কেউ সীমা লঙ্ঘন করে এবং খ্রীষ্টের শিক্ষায় স্থির থাকে না, তার ঈশ্বর নেই। যে খ্রীষ্টের শিক্ষায় স্থির থাকে, তার ঈশ্বর ও মন উভয়ই আ

পিতা ও পুত্র।" সুতরাং, এখানে মতবাদ বলতে সহজভাবে শিক্ষাকেই বোঝায়। এর অর্থ শুধু এটুকুই।

যদি কেউ তোমাদের কাছে আসে এবং এই শিক্ষা না নিয়ে আসে, তবে তাকে তোমাদের ঘরে গ্রহণ কোরো না,

শুভকামনায় প্রার্থনা করুন। কারণ যে শুভকামনায় প্রার্থনা করে, সে তার মন্দ কর্মের অংশীদার হয়।" সুতরাং, যেকোনো অলৌকিক ঘটনা

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্যের পরিপন্থী কাজ করে বা ঈশ্বরের বাক্যের সাথে বেমানান প্রথা নিয়ে আসে, বিশেষ করে যদি তা ঈশ্বরের বাক্যের শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে যায়, তার দ্বারা এটি হয় না।

হে ঈশ্বর, সেই ব্যক্তি যা-ই করুক না কেন, সে একজন ভণ্ড নবী। আর পবিত্র আত্মার নিন্দা করা নিয়ে যিশু এখানে যা বলেছেন, তা এই কথা বলা পবিত্র আত্মার নিন্দা করা নয় যে, "এই

ঈশ্বরের বাক্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এবং সেই কারণে এটি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসেনি।" আর যদি তারা আপনাকে হুমকি দেয়

এবং বলে, "আচ্ছা, তুমি পবিত্র আত্মার নিন্দা করছ," তাদের ভয় পেয়ো না, কারণ তারাই ঈশ্বরের বাক্যের চেয়ে অভিজ্ঞতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে পাপ করছে এবং খুব

এমনকি এটি কোনো শীতল শক্তি বা পৈশাচিক শক্তি দ্বারাও পরিচালিত হতে পারে। তাই, ৩৩ পদে বলা হয়েছে, "হয় তৈরি করুন

গাছ ভালো হলে তার ফলও ভালো হবে, নতুবা গাছ ও তার ফল দুটোই মন্দ হবে, কারণ

"গাছ তার ফল দ্বারাই পরিচিত হয়।" যদি খ্রীষ্টের শিক্ষা ও কাজ খারাপ হয়, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে ফরীশীদের অভিযোগ সত্য হবে। কিন্তু যদি খ্রীষ্টের শিক্ষা ও কাজ সঠিক হয় এবং তা ঈশ্বরের বাক্যের সাথে স
বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছে তারা হলো...

যারা শয়তানের সঙ্গে আইনসম্মতভাবে যুক্ত ছিল, যেমনটা বাস্তবে ঘটেছিল। ৩৪ পদ, "হে মুখরা প্রজন্ম, তোমরা মন্দ হয়েও কেমন করে ভালো কথা বলতে পারো? কারণ হৃদয়ের প্রাচুর্য থেকেই মুখ কথা বলে।"

একজন সৎ মানুষ তার হৃদয়ের সৎ ভান্ডার থেকে সৎকর্ম সম্পাদন করেন।

এবং দুষ্ট লোক তার মন্দ ভাণ্ডার থেকে মন্দ বিষয়সমূহ বের করে আনে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, মানুষ যত তিক্ত কথা বলবে, বিচার দিনে তার প্রত্যেকটির জন্য তাদের হিসাব দিতে হবে। কারণ তে
প্রমাণিত হবে, এবং তোমার কথার দ্বারাই তুমি দোষী সাব্যস্ত হবে।

সুতরাং, ৩৪ পদে যখন যীশু বলেন, "হে মুখবাজদের প্রজন্ম," তখন তিনি তাদের প্রকৃত চরিত্রের কথাই বলছিলেন।

যা তারা তার বিরুদ্ধে তাদের মিথ্যা অভিযোগের দ্বারা প্রমাণ করছিল, যেহেতু তারা যা পবিত্র তার বিরোধিতা করছিল এবং

ঠিক এবং ভালো। যথাযথ প্রমাণ ছাড়া মানুষের বিরুদ্ধে এসব কথা বলা মানে নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা।

এবং জাগতিক মানুষেরা যিশুর কথা অনুকরণ করতে এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করার চেষ্টা করতে পারে।

এবং এই ধরনের কথা বলে কর্তৃত্ব অনুভব করে। কিন্তু কেউ যে এই ধরনের কথা বলবে, এই ব্যাপারটাই...

যথাযথ প্রমাণ ছাড়া, তা ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব বা ঐশ্বরিক আধ্যাত্মিকতার চিহ্ন নয়।

আর এটা অবশ্যই রাস্তার ধারে ধর্মপ্রচারের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, যা নিয়ে আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি। সেইসব ধর্মপ্রচারক যারা নির্বিচারে মানুষের উপর অকথ্য ভাষায় আক্রমণ করে এবং তাদের গা

খুব সামান্য বা কোনো প্রমাণ ছাড়াই। তারা হয়তো মনে করে যে তারা যিশুকে অনুকরণ করছে কারণ তারা

তাঁর ভাষা ব্যবহার করছে, কিন্তু তারা মোটেও খ্রিষ্টের মতো আচরণ করছে না। তারা বরং সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করছে।

প্রকৃতপক্ষে, যিশু যাদের সাথে কথা বলেছিলেন, তারা ঈশ্বরের বাক্যের নিন্দা করছিল। এবং তারা তাঁর সরাসরি বিরোধিতা করছিল, আর তাই তারা এই ধরনের দণ্ডাজ্ঞার যোগ্য ছিল।

আপনি যদি জেমস অধ্যায় ৩-এ যান,

সুতরাং যাকোবের ৩য় অধ্যায়টি জিহ্বা বিষয়ক একটি অধ্যায়। এবং আমি পুরোটা পড়তে যাচ্ছি না।

অধ্যায়, কিন্তু আমি ৮ পদ থেকে শুরু করব। "কিন্তু জিহ্বাকে কেউ বশ করতে পারে না, যা তার নিজের দ্বারা

স্বাভাবিক শক্তি। স্পষ্টতই ঈশ্বরের কৃপায় আমরা আমাদের জিহ্বাকে বশ করতে পারি। এটি একটি অবাধ্য মন্দ যা পূর্ণ

মারাত্মক বিষ। তা দিয়ে আমরা পিতা ঈশ্বরকে আশীর্বাদ করি এবং তা দিয়ে সৃষ্ট মানুষকে অভিশাপ দিই।

ঈশ্বরের সরল মাধ্যম, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। সেই একই মুখ থেকে আশীর্বাদ নির্গত হয় এবং

অভিশাপ। হে আমার ভ্রাতৃগণ, এসব হওয়া উচিত নয়। একই সময়ে ওয়েলিংটনের মৃত্যুবার্তা প্রেরিত হয়।

সময় মিষ্টি জল আর তেতো। ডুমুর কি আমার ভাইদের বিয়ার আলাবারি দিয়ে আপ্যায়ন করতে পারে, অথবা লতা ডুমুরের ফল দিয়ে?

সুতরাং কোনো ঝর্ণাই একই সাথে নোনা ও মিষ্টি জল দিতে পারে না। এখানে মূল কথা হলো, এমনকি কারো...

ঈশ্বরের আশীর্বাদ, যদি সহমানুষের বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ এবং অন্যান্য অশুদ্ধ কথা থাকে,

যখন আমাদের জিহ্বা এমন কথা বলে, তখন ঈশ্বরের দেওয়া আমাদের আশীর্বাদও তিক্ত হয়ে উঠবে।

তাই তিনি ১৩ পদে বলেন, "তোমাদের মধ্যে জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান কে? সে তার জ্ঞান প্রকাশ করুক।"

"একটি ভালো কথোপকথনের।" বাইবেলে কথোপকথন বলতে সাধারণত জীবনধারা বা জীবনযাপনের ধরণ বোঝানো হয়।

তিনি প্রজ্ঞার সাথে তাঁর কাজ করেন। "কিন্তু যদি তোমাদের হৃদয়ের গৌরবে তিক্ত পরিণাম ও বিবাদ থাকে,

সত্যের বিরুদ্ধে নয়, এই প্রজ্ঞা স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হয় না, বরং তা পার্থিব কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত।

অথবা শয়তানি। কারণ যেখানে বিবাদ রয়েছে, সেখানে প্রত্যেক মন্দ কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কিন্তু প্রজ্ঞা

যা উপর থেকে আসে তা প্রথমে পবিত্র, তারপর শান্ত, নম্র, সহজে অনুনয়যোগ্য, করুণাময় এবং

উত্তম ফল, পক্ষপাতহীন ও কপটতাহীন। আর পক্ষপাতিত্ব ও কপটতা ছিল

মথি ১২ অধ্যায়ে ফরীশীরা এখানে যা দেখাচ্ছিল। "এবং ধার্মিকতার ফল বপন করা হয়...

"যারা শান্তি স্থাপন করে, তাদের মধ্যে শান্তি।" সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, মথি ১২ অধ্যায়ের ৩৩ থেকে ৩৭ পদে যিশু এখানে বলছেন না,

তিনি বলছেন না যে শুধু আমাদের কথার জন্যই আমাদের বিচার করা হবে। বরং তিনি বলছেন যে, মানুষের কথা তার হৃদয় এবং আত্মার অবস্থাকে প্রতিফলিত করে। স্পষ্টতই

অনুতাপের সুযোগ আছে। আর অনুতপ্ত হৃদয়ের একজন ব্যক্তি ক্ষমা চাইবে এবং মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকবে।

অন্যায় অভিযোগ, নোংরা কথা থেকে। পুরো হৃদয়টাই সংগ্রাম করে যাবে।

এমনকি যদি এমন কিছু খারাপ অভ্যাস থাকে যা সত্যিকারের অনুশোচনার পরেও ত্যাগ করা কঠিন, তবুও।

যখন তিনি ৩৬ পদে বলেন, "মানুষ যত অসার কথা বলবে, তার প্রত্যেকটির জবাবে তারা একটি পাল্টা জবাব দেবে

বিচার দিবসে।" এখানে "অলস" মানে অলস। এর মানে শুধু অকেজো নয়। এর অবশ্যই একটি অর্থ আছে।

এর মানে তা নয়, কিন্তু শব্দটির অর্থ তার চেয়েও বেশি। এর অর্থ মিথ্যা এবং ক্ষতিকর।

অ্যাডাম ক্লার্ক বা অলিভার বার্নসের ভাষায়, এর মানে হলো, ফরীশীরা এইমাত্র যিশুর বিরুদ্ধে কথা বলেছিল।

যেখানে সেগুলো নিষ্ক্রিয় ছিল এই অর্থে যে সেগুলো ছিল মিথ্যা ও ক্ষতিকর। এবং স্পষ্টতই আপনি তা শনাক্ত করতে পারেন।

যখন কেউ কিছু বলে ফেলে, তখন অনুতাপহীন হৃদয় রাখা উচিত; মানে, যারা আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে, তাদের ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।

কিন্তু যদি কেউ আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে, আপনার নামে কুৎসা রটায় এবং অন্যায়ভাবে আপনার নিন্দা করে, তবে ভাববেন না।

তারা ততক্ষণ পর্যন্ত অনুতপ্ত নয়, যতক্ষণ না তারা সেই ব্যাপারে ক্ষমা চায়। এবং যতক্ষণ না তারা বলে, "আমি দুঃখিত এবং আমার ভুল হয়েছিল।"

অন্তত এই কারণে যে, যে কেউ এমনটা করে, এবং একই কথা তাদের সবার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা এমন কাজ করে।

অন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে, এটা সঠিক যখন কেউ খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং অনুতপ্ত হওয়ার কথা স্বীকার করে।

তারা যে মিথ্যা ও অধার্মিক কথা বলেছে, তা যদি তোমরা জানো, তবে সেগুলো প্রকাশ করাই সঠিক।

বিষয়গুলো তুলে ধরে বলুন, "এ ব্যাপারে এখন তোমার কেমন লাগছে? এই মুহূর্তে তুমি কী করতে যাচ্ছ?"

কারণ, যদি তারা আমাদের সাথে অন্যায় করে থাকে, তবে আমাদের উচিত তাদের ক্ষমা করে দেওয়া। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত।

তারা ক্ষমা চায়। কিন্তু যদি কেউ তখনও ওই ধরনের কথা মনে পুষে রাখে, তবে তা এক অনুতপ্ত নয় এমন দুষ্ট হৃদয়ের পরিচয় দেয়। আর এর জন্য কাউকে ক্ষমা করে দেওয়াটা অন্যায় নয়। বরং এটাই সঙ্গত।

এমনটা করা ঠিক। আর জিমি সোয়াগার্টের মতো একজন মানুষের কথাও ভাবুন, যিনি আশির দশকের শেষের দিকে একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন।

যিনি ধরা পড়েছেন, একজন বড় মাপের ধর্মপ্রচারক, ব্যভিচারে ধরা পড়েছেন। তিনি জনসমক্ষে উন্মোচিত হয়েছেন।

যা ঘটার ছিল, তিনি অনুতপ্ত হওয়ার ভান করেছিলেন। জাতীয় টেলিভিশনে তাঁর কান্নার একটি বিখ্যাত টেপ আছে, যেখানে তিনি বলছেন, "ওহ, আমি দেখেছি..." আর তিনি তখন খুব পবিত্র শোনানোর মতো বব

তিনি যে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অংশ ছিলেন, তারা তার বিরুদ্ধে একটি শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া চালু করে, যার অধীনে তাকে...

মন্ত্রণালয় থেকে অপসারণ করা হয়েছিল। এবং তিনি যা করেছিলেন তা বিবেচনা করলে, আসলে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা ছিল...

কোনো একটা কিছু। এবং তিনি তা মানতে রাজি হননি। তিনি বললেন, "আচ্ছা, মন্ত্রণালয়টা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং

আমাকে এগিয়ে যেতে হবে।" কয়েক বছর পর, সে ব্যভিচারে ধরা পড়ে। আবারও, সে এক পতিতার সাথে ধরা পড়ে।

এবং অবশেষে, বা তার আগেও, তাকে তার ধর্মীয় সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এবং আজ পর্যন্ত,

সে ধর্মপ্রচার করছে। এবং তার বলা অনেক কথাই শুনতে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু সে কখনো অনুতপ্ত হয়নি।

তৎকালীন সময়ে তার ধর্মীয় সম্প্রদায়ের শৃঙ্খলা প্রক্রিয়ার কাছে নতি স্বীকার না করার। সে আসলে কখনো না

তিনি এ নিয়ে এতটাই দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন যে বলেছিলেন, "আমাকে সত্যিই সরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।"

মন্ত্রণালয়। শৃঙ্খলা এবং জবাবদিহিতা ত্যাগ করার কোনো অধিকার আমার ছিল না।" এবং এটাই একটা বড় প্রমাণ যে তিনি আজও অনুতপ্ত নন। এবং এই বিষয়ে একটি ভালো প্রবন্ধও আছে। আপনি যদি এখনও অনুতপ্ত হওয়া প্রয়োজন' লিখে সার্চ করেন, তাহলে তাকে নিয়ে লেখা একটি প্রবন্ধের নাম এটাই পাবেন। এবং আমি

আমি এ ব্যাপারে জানি, কারণ আমার এলাকায় একটি গির্জা আছে যারা তাকে অনুসরণ করে। আর আমি দেখেই বুঝতে পারি যে তারা ভুল পথে আছে, কারণ তারা তাকে তাদের আধ্যাত্মিক নেতা বলে মনে ক

এবং যখন সে এত বড় ভুলের জন্য কখনো কোনো প্রকৃত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বা জবাবদিহিতার আওতায় আসেনি

পাপ। সুতরাং যদি সে অনুতপ্ত হতে চায়, তবে আত্মরক্ষার জন্য বলা কথাগুলোর জন্যও তাকে অনুতপ্ত হতে হবে।

পূর্বে। এবং সেই অর্থে, ৩৭ পদ, "কারণ তোমার বাক্য দ্বারাই তুমি ধার্মিক বলে গণ্য হবে, এবং তোমার বাক্য দ্বারাই

তুমি দণ্ডিত হবে।" কারণ কথার মাধ্যমেই প্রকাশ পায় আমাদের হৃদয় সত্যিই ঈশ্বরের দিকে ফিরেছে কি না।

অনুতপ্ত এবং তাঁর ও তাঁর ধার্মিকতার সাথে একমত, অথবা একমত নয়। সুতরাং চলতে থাকবে

অতঃপর ৩৮ পদে, "তখন কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ ও অন্যান্য ফরীশী উত্তর দিয়ে বললেন, 'গুরু,

'আমরা তোমার কাছ থেকে একটি চিহ্ন দেখতে চাই।' তিনি তো এইমাত্র অলৌকিক কাজ করছিলেন। সম্ভবত তারা একটি চিহ্ন দেখতে চেয়েছিল।

স্বর্গ থেকে। সম্ভবত এই নির্দিষ্ট শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীরা এইমাত্র এসে পৌঁছেছিলেন।

আমরা করি না

সেটা নিশ্চিতভাবে জানি। কিন্তু এমন কথা বলে তারা অবশ্যই তাকে প্রলুব্ধ করছিল। তারা জানত।

এটা জানার জন্যই যথেষ্ট যে তিনি আগেও অলৌকিক কাজ করেছেন এবং তাদেরকে নিদর্শন দেখিয়েছেন। সুতরাং এই ক্ষেত্রে,

তিনি অন্য কোনো চিহ্ন দেখাতে অস্বীকার করেন। ৩৯ পদ, "কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, 'এক অশুভ ও

ব্যভিচারী প্রজন্ম নিদর্শনের অন্বেষণ করে, কিন্তু তাদেরকে কোনো নিদর্শন দেওয়া হবে না। কিন্তু নিদর্শন

ভাববাদী যোনার।" আধ্যাত্মিক ব্যভিচার হলো ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করে তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করা, যার মাধ্যমে...

যাকোব ৪:৪ পাঠ, "ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীরা জগতের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বকে কি তোমরা জানো না, যেমন

ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শত্রুতা অথবা ঈশ্বরের সাথে শত্রুতা।" এবং এটাও সত্যি যে আমি অ্যাডাম বার্নস বা অ্যালবার্টের লেখায় পড়েছি

বার্নস বা অ্যাডাম ক্লার্কের সেই মন্তব্য যে ইহুদিরাও আক্ষরিক অর্থেই খুব ব্যভিচারী জাতি ছিল,

বিবাহের অঙ্গীকার ভঙ্গের পাপ হিসেবে ব্যভিচার তাদের মধ্যে খুবই প্রচলিত ছিল।

আর আমরা মথি অধ্যায় ৫-এ যীশুর শিক্ষাতে তা দেখতে পাই, কীভাবে তিনি সেই কামুকতার তিরস্কার করেছিলেন যা

সাধারণ ছিল। আর তার সাথে, বৈবাহিক অঙ্গীকার এবং অন্যায়ের প্রতি এক উদাসীন মনোভাব।

তালাক, ঘোড়ার প্রতি শ্বেতাঙ্গদের মনোভাব, ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাই তিনি বলেন, "কোনো হবে না,

তারা একটি চিহ্ন চায়, কিন্তু তার জন্য কোনো চিহ্ন দেওয়া হবে না। কেবল ভাববাদী যোনার চিহ্নটি ছাড়া।

কারণ তাঁর পুত্র যোনা তিমি মাছের পেটে তিন দিন ও তিন রাত ছিলেন। মনুষ্যপুত্রও তেমনি হবেন।

"পৃথিবীর গভীরে তিন দিন ও তিন রাত।" আপনি যদি ইষ্টের ৪:১৬-৫১ পদে যান, তাহলে দেখতে পাবেন।

কীভাবে ইহুদিদের মধ্যে দিনের একটি অংশকে পুরো দিন হিসেবে গণনা করা হতো। আর আমি এখন সেদিকে যাচ্ছি না।

সময়ের অভাবে বলছি, আপনি যদি ৪.১৬, ৪.১৭ এবং ৫.১ পদ পড়েন, তাহলে দেখতে পাবেন এস্থার কীভাবে বলেছিলেন যে তিনি মর্দখয়কে বলেছিলেন।

যেন তিনি ইহুদিদের কাছে যান এবং তারা তার জন্য তিন দিন ও তিন রাত উপবাস করে। আর তারপর সে

সে এসে রাজার কাছে গেল, এবং তৃতীয় দিনে সে রাজার কাছে এল। এবং এরকম আরও কয়েকটি আছে।

ধর্মগ্রন্থে এর উদাহরণ রয়েছে, যা কেউ জিমিকে ইমেল করলে তিনি তা পৌঁছে দিতে পারতেন।

আমি এবং কেউ চাইলে আমি এর আরও কিছু উদাহরণ দিতে পারি। তাই যিশু ৪১ পদে বলেন,

নীনবের লোকেরা—এবং আমরা জানি যে নীনবই সেই নগরী যেখানে যোনাকে পাঠানো হয়েছিল—এই প্রজন্মের সঙ্গে নীনবের লোকেরা বিচারের জন্য উঠবে এবং একে দণ্ডিত করবে।

কারণ তিনি যোনার প্রচারে অনুতপ্ত হয়েছিলেন, আর দেখো, যোনার চেয়েও মহত্তর কিছু এখানে রয়েছে। দক্ষিণের রাণী, ইনিই সেই ফোবার রাণী যিনি প্রথম রাজাবলির পুস্তকে শলোমনের কাছে এসেছিলে
দিনে জেগে উঠবেন এবং একে দণ্ডিত করবেন।"

কারণ তিনি পৃথিবীর দূরতম প্রান্ত থেকে শলোমনের জ্ঞান শ্রবণ করতে এসেছিলেন, আর দেখ, তা এখানকার শলোমনের চেয়েও মহান।

প্রসঙ্গক্রমে, ৪০ নং পদে যখন বলা হয়েছে যে যোনা তিমির পেটে তিন দিন ও তিন রাত ছিলেন, তখন সম্ভবত তিনি আসলে একটি হাঙরের পেটে ছিলেন। কারণ সেখানে

হাঙরের আস্ত মানুষ গিলে ফেলার এবং সেই ব্যক্তিকে অক্ষত অবস্থায় খুঁজে পাওয়ার নজির রয়েছে।

হাঙরের পেটে। আর আমি জানি যে অন্তত একটি ঘটনায় লোকটিকে তখনও জীবিত পাওয়া গিয়েছিল,

গ্রিক ভাষায় শব্দটি যেকোনো বিশাল সামুদ্রিক প্রাণী বা বড় মাছকে বোঝাতে পারে। তাই যদি কেউ, জানেন তো,

কেউ কেউ নিজেকে চালাক ভেবে বলে, "ওহ, তিমি তো মানুষকে গিলে ফেলতে পারে না।" কিন্তু বাইবেল তো তা বলে না।

কিং জেমস অনুবাদকেরা এভাবেই অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু এটি যেকোনো সামুদ্রিক প্রাণী বা বড় মাছ হতে পারে। আর আমরা জানি যে, হাঙরের আস্ত মানুষ গিলে ফেলার নজির রয়েছে।

তাই আমরা আলোচনা করেছিলাম কীভাবে ইহুদিরা সমগ্র দিনের একটি অংশ ছিল। এবং

৪১ নং পদ সম্পর্কে অ্যাডাম ক্লার্কের একটি উক্তি এখানে দেওয়া হলো: "ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর যা জাগতিক শান্তির হুমকি দেয়।"

তিনি সমগ্র জাতিকে অনুতপ্ত করলেন, বিশেষ করে নিনেভীয়দের, যাদের কাছে মোশি, খ্রীষ্ট বা বিধান কিছুই ছিল না।

নবীগণও নন, এবং যাঁদের মধ্যে সম্ভবত এই একজন প্রচারক ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কী বিচার হতে পারে না

"ঈশ্বর আমাদের যা কিছু দান করেছেন, তার পরেও যদি আমরা অনুতপ্ত না হই, তবে আমরা এমনটাই আশা করি।" উক্তিটি অ্যাডাম ক্লার্কের।

আমরা ৪১ পদ থেকে অনুতাপ কী তার একটি উদাহরণ শিখেছি, কারণ যখন যীশু কথা বলেছিলেন

অনুতাপের কথা বলতে গিয়ে, তিনি যোনা অধ্যায় ৩-এ নিনেবীয়দের কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং আমি তখন সেদিকেই ফিরব।

যোনার পুস্তকটি খুঁজে পাওয়া কঠিন, কারণ এটি পুরাতন নিয়মের শেষের দিকের ছোট বইগুলোর মধ্যে একটি।

এটি আরও অনেক ছোট ছোট বইয়ের মধ্যে রয়েছে, তবে এটি ওবাদিয়া ও মীখার মাঝে অবস্থিত।

এবং তাতে হয়তো সাহায্য হবে না, কিন্তু পুরাতন নিয়মের শেষের দিকে। তো আমি এখন যোনা অধ্যায় ৩-এ আছি।

তাই আমি পুরো অধ্যায়টাই পড়ব। পদ ১, "প্রভুর বাক্য নেমে এল এক গুঞ্জন ধ্বনির সাথে।"

দ্বিতীয়বার বলতে লাগল, 'মাছের মুখ থেকে তাঁকে উগরে দেওয়ার পর, উঠে নীনবেতে যাও,'

'সেই মহানগরে যাও এবং আমি তোমাকে যে প্রচার করতে আদেশ দিয়েছি, তা সেখানে প্রচার করো।' তখন যোনা উঠে গেলেন।

প্রভুর বাক্য অনুসারে নীনব। নীনব ছিল তিন দিনের এক অতি বৃহৎ নগরী।

যাত্রা শুরু করে যোনা একদিনের পথ হেঁটে নগরে প্রবেশ করতে শুরু করলেন এবং চিৎকার করে বললেন, 'চল্লিশ জনকে নিয়ে এসো।'

'দিনের মধ্যে নীনবীয় নগর ধ্বংস হবে।' তাই নীনবীয় লোকেরা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করল।" এটা গুরুত্বপূর্ণ।

তাদের অনুশোচনা এসেছিল, কারণ তারা বিশ্বাস করত যে বিচারের বার্তা আসছে।

এবং তিনি উপবাসের কথা ঘোষণা করলেন ও তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম পর্যন্ত সকলের কাছে তা প্রচার করলেন।

তারা ঈশ্বরের কাছে বিশ্বাস করত যে বিচার আসছে, কিন্তু তারা এও বিশ্বাস করত যে, যদিও যোনা হয়তো একথা বলেননি, তবুও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়...

তাদের উপর বিচার আসার কারণ ছিল এই যে, যদি তারা সেই বিষয়গুলো থেকে ফিরে যেত এবং তারা

তিনি তাদের সাথে এমনভাবে আচরণ করেছিলেন যাতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, তারা বিশ্বাস করেছিল যে তিনি বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করতে যাচ্ছেন।

তাদেরকেও বিচার থেকে রক্ষা করুন। তাই ৬ষ্ঠ পদ, "কারণ নীনবের রাজার কাছে প্রভুর বাক্য এল,

এবং তিনি তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন।" এটি অনুতাপের এক চমৎকার চিত্র। "এবং তিনি তাঁর পোশাক খুলে রাখলেন

এবং তাকে চট ও সাটিনের ছাই দিয়ে ঢেকে দিলেন। বেশ, মনে রেখো, ধন্য তারা যারা শোক করে।

তারা সান্ত্বনা পাবে।" আর এটি একটি নিখুঁত উদাহরণ। "এবং তিনি তা ঘোষণা করালেন এবং

রাজার আদেশে তাঁর মহৎ বাণীতে নিনেভে প্রকাশিত হলো, 'মানুষ বা পশু কাউকেই যেন না...'

পশুপালকে আঘাত করো না এবং তারা যেন কিছুই না খায়। তারা যেন আহার ও জল পান না করে, কিন্তু মানুষ ও পশুদের আবৃত রাখা হোক।

চট পরিধান করে ঈশ্বরের কাছে সজোরে ক্রন্দন কর।" সুতরাং পাপের জন্য একটি প্রকৃত সতর্কবাণী ছিল, এবং একটি

ঈশ্বরের কাছে আন্তরিক আকুতি, যেন তিনি তাদের রক্ষা করেন, তাদের প্রতি করুণা করেন। "হ্যাঁ, প্রত্যেককে..." এবং লক্ষ্য করুন, "হ্যাঁ, প্রত্যেককে..."

তারা সবাইকে তার মন্দ পথ থেকে এবং তাদের হাতে থাকা হিংসা থেকে ফিরিয়ে আনবে। কে বলতে পারে যদি

ঈশ্বর কি ফিরে আসবেন, অনুতপ্ত হবেন এবং তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন, যাতে আমরা বিনষ্ট না হই?" তারা এমনকি,

আমাদের মতো তাদেরকে সেটার কোনো নিশ্চিত প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়নি। "এবং ঈশ্বর তাদের কাজ দেখলেন যে তারা

তারা তাদের মন্দ পথ থেকে ফিরে এল, এবং ঈশ্বরও তাদের প্রতি যে অমঙ্গল করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা থেকে নিবৃত্ত হলেন।

এবং সে তা করেনি।" আর যিশু এটিকে প্রকৃত অনুতাপের উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তাই এটা মনে রাখবেন। তাহলে কীভাবে...

নিনেভের লোকেরা কি ইহুদিদের নিন্দা করে? তারা এই প্রজন্মকে কীভাবে নিন্দা করবে? কারণ ইহুদিদের আরও বেশি ছিল

তাদের মধ্যে খ্রীষ্টের উপস্থিতিতে আলো, এমনকি খ্রীষ্ট তাদের মধ্যে আসার পূর্বেই, যোনার সময়ে নিনেভীয়দের যা ছিল তার চেয়েও বেশি।

তাদের কাছে এসেছিলেন। যোনা যখন নিনেভীয়দের কাছে এসেছিলেন, তখন তাদের কাছে যে আলো ছিল, এখন তার চেয়েও বেশি আলো আমাদের আছে। কিন্তু

বিশেষ করে ইহুদিদের মধ্যে আরও বেশি আলো ছিল। কারণ একদিন তিনি তাদের মধ্যে খ্রিষ্টকে এনেছিলেন, যিনি ছিলেন অসীমভাবে মহান।

যোনা ছিলেন। খ্রীষ্টের প্রচারের তুলনায় যোনার প্রচারের সময়কাল ছিল, যোনা কেবল প্রচার করছিলেন

তাদের অনুতাপের একদিন আগে। সম্ভবত তিনি পুরো ৪০ দিন ধরেই প্রচার করছিলেন, কারণ আমরা তাঁকে নিনেভেতে খুঁজে পাই।

যোনা অধ্যায় ৪-এ। আর যোনা আসলে চেয়েছিলেন যেন ঈশ্বর নিনেভের বিচার করেন। এটাই তো অদ্ভুত ব্যাপার।

এটা একটা

আত্মা জয়ের বিষয়ে শিক্ষা। কেবল প্রচারের মাধ্যমে যিনি সবচেয়ে বেশি আত্মা জয় করেন, তিনিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ হবেন, এমনটা জরুরি নয়।

সবচেয়ে ধার্মিক ব্যক্তি, কারণ যোনা তো তাদের পরিত্রাণই চাননি। যদি আপনি পড়েন, তাহলে বুঝবেন,

আমি এখন এটা করব না, কিন্তু আপনি যদি যোনা অধ্যায় ৪ সংক্ষেপে পড়েন, তবে ঈশ্বরকে দেখতে পাবেন।

যোনা ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ করছেন যে তিনি নিনেবকে রেহাই দিয়েছেন। আর তারপর আছেন যিরমিয়ের মতো ধার্মিক পুরুষেরা।

এবং যিহিষ্কেল, যাঁর প্রচার থেকে হয়তো একজনও ধর্মান্তরিত হয়নি। অথচ যিরমিয় ও যিহিষ্কেল

তারা এমন লোক ছিলেন যাদের মধ্যে প্রায় কোনো দোষই ছিল না। আর যোনা ছিলেন এমন একজন, যার সম্পর্কে আমি একজনকে বলতে শুনেছি...

যোনাকে নিয়ে ধর্মোপদেশ দেওয়ার সময় তিনি বললেন, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না যোনা স্বর্গে আছে কি না। এবং তারপর আমি পারি না

কোনোটিই নয়। বইটির শেষটা বেশ আকর্ষণীয়। সুতরাং এটি আত্মাকে জয় করার বিষয়ে একটি শিক্ষা। যে ধার্মিক, অতি ধার্মিক ব্যক্তি এবং সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রচারকরাই যে সেই মানুষ হবেন, এমনটা জরুরি নয়

যাঁরা তাঁদের ধর্মপ্রচার ও সুসমাচার প্রচার থেকে সর্বোত্তম ফলাফল লাভ করেন।

যোনা নীনীয়দের মধ্যে কোনো অলৌকিক কাজ করেননি, কিন্তু খ্রিষ্ট বহু অলৌকিক কাজ করেছিলেন এবং তাঁর ছিল

তিনি যখন এই কথা বলেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই ইসরায়েলের মধ্যে অলৌকিক কাজ করেছিলেন এবং তিনি আরও অনেক অলৌকিক কাজ করবেন। তিনি

অবশেষে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হবেন। আমরা ইব্রীয় ১১:৭ পদে নোহের বিষয়ে পড়ি, যা থেকে আমরা দেখতে পাই যে তা কী।

এর অর্থ হলো বিশ্বকে নিন্দা করা। এর মানে এই নয় যে আপনি নিজেই বিচারক হয়ে উঠবেন।

এর মানে এই নয় যে, জগতের উপর বিচারের বাণী প্রচার করা আবশ্যক। এমন একটা সময় আসে যখন

ঈশ্বরের বিচার সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য, যেমনটা যোনা করেছিলেন, যেমনটা স্বয়ং নূহ করেছিলেন। কিন্তু এর অর্থের প্রেক্ষাপট...

ইব্রীয় ১১:৭ পদে আমরা যে জগৎ দেখি তাকে বিশ্বাসের দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করতে, যেখানে নোহকে ঈশ্বর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।

তখনও ভয়ে বিচলিত হয়ে, সে তার বাড়ি বাঁচানোর জন্য এমন এক কৌশল প্রস্তুত করলো, যার দ্বারা সে নিন্দা করেছিলো।

জগৎ এবং বিশ্বাসের দ্বারা প্রাপ্ত ধার্মিকতার উত্তরাধিকারী হলো। আমি মার্ক বোলেনকে এর সংজ্ঞা দিতে শুনেছি এভাবে:

যদি নূহ প্রমাণ করতে পারতেন যে তিনি ধার্মিকভাবে জীবনযাপন করতে পারেন, যেহেতু তিনি ধার্মিকভাবে জীবনযাপন করতেন, সেটাই ছিল সবার জন্য প্রমাণ।

অন্যরাও তা করতে পারত, যেহেতু নীনবীয়রা যোনার প্রচারে অনুতপ্ত হয়েছিল, এটি প্রমাণ করে যে

ইহুদিরা অনুতপ্ত হতে পারত এবং তাদের কঠোর স্বভাব ও খ্রিষ্টকে প্রত্যাখ্যান করার কোনো অজুহাত ছিল না। যদি দক্ষিণের রানী পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে আসতেন

৪২ পদ: শলোমনের প্রজ্ঞা শুনতে, ইহুদিদের আরও কত বেশি অজুহাত নেই কেন তারা তা করবে না।

যিনি তাদের মধ্যে সঠিক ছিলেন, সেই খ্রীষ্টের কথা শুনছিল? এই প্রজন্মের মানুষেরা যে আরও কত বেশি...

অজুহাত দেখানোর সুযোগ নেই, যখন আমাদের সামনেই পড়ার জন্য বাইবেল রয়েছে এবং আমাদের কাছে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ইচ্ছা রয়েছে, শুধু তাই নয়।

যোনার মতো একটি ছোট্ট বার্তার মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বরের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা পাই এবং শেবার রানী এসেছিলেন।

সলোমনের জ্ঞানগর্ভ বাণী শ্রবণ করার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে শত শত, এমনকি হাজার হাজার বছর ভ্রমণ করেছিলেন।

বহু মাইল দূরে থেকেও তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি সলোমনের সব কথা শোনা বাকি ছিল।

তবুও আমাদের কাছে বাইবেল রয়েছে, যা ঈশ্বরের সমগ্র পরামর্শেরই বাণী।

স্বয়ং যিশুর, মোশির, ভাববাদীদের ও প্রেরিতদের কার্যকলাপ এবং ঈশ্বরের বলা বাক্য

তাদের মাধ্যমে, তাহলে তারা আরও কত বেশি যাদের কাছে বাইবেল আছে অথচ তারা তা পড়ে না এবং তা ছাড়া খায়ও না।

মাফ করবেন, তাহলে আমরা চালিয়ে যাচ্ছি এবং আরও একটি বিষয়, আমরা ৪১ ও ৪২ পদ থেকেও শিখেছি।

শক্তির উদাহরণ সম্পর্কে এবং এটি কতটা মহান প্রভাব ফেলে যখন লোকেরা আমাদের জীবন দেখে বুঝতে পারে যে, যদি আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়, তবে এই ব্যক্তি প্রমাণ করছেন যে ঈশ্বরীয় জীবনযাপন করা যায় এবং আরও অনেক কিছু।

আমাদের মৌখিক প্রচার বৃথা, যদি ঈশ্বরীয় জীবনের সাক্ষ্য না থাকে।

যদি খ্রিষ্ট সত্যিই আমাদের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন না করেন এবং আমরাও তাঁর মানদণ্ড অনুযায়ী জীবনযাপন না করি, তাহলে আমরা তাঁর মানদণ্ড অনুযায়ী জীবনযাপন করছি না।

এবং বিশ্বকে দেখানো ও নিন্দা করা, এই অর্থে যে তারা তা করতে পারত।

খ্রীষ্টে আমাদের যা আছে, তা তারাও পেতে পারে এবং তারা প্রকৃতপক্ষে পাপকে জয় করতে পারে।

এবং এটাই সেই সাক্ষ্য, বিশেষ করে সেই সাক্ষ্য যখন একটি গির্জা থাকে, যখন...

একদল মানুষ যারা সেভাবে জীবনযাপন করছে, যা একটি শক্তিশালী সাক্ষ্য এবং আমরা সেটাই।

দেখুন দশম শাস্ত্রে এবং আমরা দেখতে পাই কিভাবে শক্তিশালীর কারণে বহু লোককে অনুতাপে আনা হয়েছিল।

শুধু প্রচারেরই নয়, বরং ঈশ্বরের লোকদের দৃষ্টান্তেরও সাক্ষ্য, তাই যিশু পদে পদে বলতে থাকেন।

৪৩ যখন অশুচি আত্মা কোনো মানুষের মধ্য থেকে বেরিয়ে যেত, তখন সে বিশ্রামের সন্ধানে শুকনো জায়গা দিয়ে হেঁটে যেত এবং

আমরা অষ্টম অধ্যায়ে স্মরণ করতে পারি যে কীভাবে শয়তানরা চেয়েছিল খ্রিষ্ট যেন তাদের পাঠিয়ে দেন।

এই দ্রাক্ষারস যদি তিনি তাদেরকে সেই মানুষটির ভেতর থেকে বের করে দিতেন যার মধ্যে তারা ছিল, তাই

৪৪ পদ তখন তিনি বললেন, আমি যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, আমার সেই ঘরে ফিরে যাব এবং যখন তিনি আসবেন, তিনি

খুঁজে দেখুন যে খালি, ঝাড়ু দেওয়া এবং সাজানো... উম, শয়তানদের ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করুন, এইভাবেই...

শয়তানকে বিতাড়িত করা হয়েছে কিন্তু তারা বলে আমি আমার ঘরে ফিরে আসব যেখান থেকে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম।

তারা এতটাই অহংকারী যে তারা কখনোই পরাজয় স্বীকার করবে না; তারা এমন ভান করে যেন তারা পারতো।

তারা চাইলে থাকতে পারত এবং তাদের ফিরে যাওয়ার অধিকারও আছে, কিন্তু আসল কথা হলো, ঈশ্বরই তাদের আসতে দেবেন।

যদি কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা বাস না করে এবং ঈশ্বরের আত্মাকে অনুসরণ না করে, তাহলে যখন

সে এসে দেখেছে যে এটি খালি, ঝাড়ু দেওয়া এবং সাজানো। আমি এর থেকে যা বুঝি তা হলো শূন্য।

ঈশ্বরের আত্মার ফল প্রকৃত ধার্মিকতা থেকে শূন্য, প্রকৃত ধার্মিকতা এবং ঝাড়ু দেওয়া ও সজ্জিত উম

আমি এর থেকে এই অর্থ বুঝি যে, পবিত্র আত্মার ফল থেকে আহরিত এবং সজ্জিত...

জাগতিক নশ্বরতা এবং জাগতিক মনোভাব, বৃথা, বৃথা কল্পনা—এসব ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।

অ্যালবার্ট বার্নস অথবা অ্যাডাম ক্লার্কের মধ্যে কেউ একজন বিষয়টিকে সেভাবেই বুঝেছিলেন এবং সেটাই সেরা বলে মনে হয়।

আমার কাছে এর ব্যাখ্যা হলো, ৪৫ নং পদে বলা হয়েছে, তারপর তিনি তাঁর সঙ্গে যান এবং তা নিজের সঙ্গে নিয়ে যান, আরও সাতটি আত্মা।

সে তার নিজের চেয়েও দুষ্ট এবং তারা সেখানে প্রবেশ করে বাস করে এবং সেই ব্যক্তির শেষ অবস্থা তার চেয়েও খারাপ।

প্রথমত, এই দুষ্ট প্রজন্মের প্রতি সামাজিকও হোক এবং আমি বিশ্বাস করি যে যিশু এখানে বলছেন যে

তার সমস্ত অলৌকিক কাজ সত্ত্বেও, তারা যে সমস্ত লক্ষণ দেখেছে তা সত্ত্বেও...

যদি তারা অনুতপ্ত না হয়, যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ না করি এবং

ধার্মিকতায় আমাদের অবিচল থাকা, উম, যদি আমরা ৫০ নং পদের মতো না থাকি, যেখানে বলা হয়েছে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে অবিচল থাকা।

স্বর্গে অবস্থিত তাঁর পিতার সমস্ত করুণা, সমস্ত প্রতিশ্রুতি এবং সমস্ত অনুগ্রহ।

সুসমাচারে যে সত্যটি তুলে ধরা হয়েছে, তা হলো আমরা এত বড় একটি আলোকে প্রত্যাখ্যান করেছি, যা কেবল...

আমাদেরকে আরও বেশি দণ্ডিত করার জন্য এবং পূর্বেই আধ্যাত্মিকভাবে আরও খারাপ অবস্থায় ফেলার জন্য, এই কারণে যে

আমরা এত বড় সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার করেছি, তাই শেষ পর্যন্ত এটা আমাকে তার বলা একটি কথার কথা মনে করিয়ে দেয়।

যোহন অধ্যায় ১২-তে, আমি সময়ের অভাবে এখন সেদিকে যাচ্ছি না, কিন্তু তিনি বলেন যে, তোমাদের কাছে আলো আছে, আলোতে বিশ্বাস করো, তাহলে তোমরা আলোর সন্তান হতে পারবে।

এবং এবং এবং এটা অনেকটাই এমন একজন ব্যক্তির সমান্তরাল, যার শরীর থেকে ভূত তাড়ানো হয়েছে কিন্তু তবুও...

যারা অনুতপ্ত হয় না বা তাদের অনুতাপে অবিচল থাকে না, তারা শেষ পর্যন্ত নিজেদেরকে এক বৃহত্তর শয়তানি প্রতারণার মুখে ঠেলে দেয় এবং যিশু এর তুলনা করেন... উম... সেই প্রজন্মের সাথে...

যারা সুসমাচারের বার্তা প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজেকেও প্রত্যাখ্যান করে এবং উম, সেটা হয় চমৎকার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এবং বিশ্বাসীগণ, এবং এর একটি সূত্র হলো ২ পিতর ২ অধ্যায়ের ১৯ থেকে ২২ পদ, যা আমি সময়ের অভাবে এখন উল্লেখ করব না। সুতরাং ৪৬ পদ: আচ্ছা, তবুও লোকদের সাথে কথা বলো; দেখ, তাঁর ম
কথা বলতে না চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন; তারপর তাঁর নিচে বসলেন; দেখ, তোমার মা।

এবং তোমার ভাইয়েরা তোমার সাথে কথা বলতে না চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন এবং তাঁর নীচে বসলেন যে

আমি তাকে বললাম আমার মা কে এবং আমার ভাইয়েরা কারা, এবং তিনি তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

শিষ্যরা এসে বলল, "দেখো, আমার মা ও আমার ভাইয়েরা, যাদের প্রেমিক আমার পিতার ইচ্ছা পালন করবে।"

যে আমার ভাই, বোন এবং মায়ের মতোই স্বর্গে আছে... কী এক অসাধারণ সৌভাগ্য!

খ্রিস্টের এমন এক শীতল আত্মীয় বলে অভিহিত হওয়া কী এক সম্মানের ব্যাপার! লূক ৮:২১-এ, আমার বিশ্বাস এই অনুচ্ছেদের একটি সমান্তরাল অংশে তিনি বিষয়টিকে একটু ভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন, তিনি ব

লূক ৮:২১ পদে তিনি বলেন, তিনি তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, এরাই আমার মা ও আমার ভাই।

যারা ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করে এবং তা পালন করে, সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমি সেদিকে যাই কারণ লক্ষ্য করুন যে, যিশু পিতার ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছা পালন করা এবং তাঁর কথা শোনার সাথে সমতুল্য

ঈশ্বরের বাক্য এবং তা পালন করা, সুতরাং ঈশ্বরের বাক্য ঈশ্বরের ইচ্ছার সমান, এবং ঈশ্বরের বাক্য পালন করার অর্থ হলো তা শ্রবণ করা।

ঈশ্বরের বাক্য এবং পরিশেষে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়াই নির্ধারণ করে।

আমরা খ্রীষ্টের ভাই, বোন এবং মা হওয়ার মতো এমন এক আশীর্বাদপূর্ণ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত কিনা, তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। যোহন ৮:৪২ থেকে ৪৭ পদে, এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, যোহন ৮ অধ্য
তিরস্কার করেছেন।

যিশু তাদের বললেন, "ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হতেন, তবে তোমরা আমাকে ভালোবাসতে, কারণ আমি বেরিয়ে এসেছিলাম এবং এসেছিলাম..."

ঈশ্বর, আমি নিজে থেকে আসিনি, বরং তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন। তুমি আমার কথা কেন বোঝো না, যদিও তুমি...

আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না, তাই আমরা যদি পড়তে থাকি, ক্যালভিনাস হয়তো এটা বলতে ব্যবহার করতে পারেন যে তারা পারছিল না।

তাঁর কথা শোনো, কারণ ঈশ্বর তাদের পরিত্রাণের জন্য পূর্বনির্ধারিত করেছিলেন, কিন্তু তিনি এটা বোঝাননি যদি

আমরা ৪৪ পদে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি, যিশু বলছেন, তোমরা তোমাদের পিতা শয়তান, তোমরা তোমাদের পিতা শয়তান।

এবং তোমার পিতার লালসা তুমি পূর্ণ করবে, সেই কারণেই তারা তাঁর বাক্য শুনতে পায়নি, কারণ...

তারা শয়তানের লালসা চরিতার্থ করতে বদ্ধপরিকর ছিল, সে প্রথম থেকেই একজন খুনি ছিল।

সত্যে নত হয়ো না, কারণ তার মধ্যে কোনো সত্য নেই; যখন সে মিথ্যা বলে, সে নিজের থেকেই বলে।

কারণ সে মিথ্যাবাদী এবং এর জনক এবং যেহেতু আমি তোমাদের কাছে সত্য বলি, সে আমাকে বিশ্বাস করে না।

তুমি আমাকে পাপের ব্যাপারে নিশ্চিত করেছ এবং আমি যদি সত্যি বলি তবে তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না কেন? এই কারণেই তারা...

ইহুদিদের পক্ষে এটা বলা খুবই জঘন্য কাজ ছিল যে তাঁর অলৌকিক কাজগুলো শয়তানের কাজ ছিল, তাই তিনি একটি আয়াতে বলেন।

৪৭ তিনি ঈশ্বরেরই সন্তান; এখানে ঈশ্বরের বাক্যেই তোমরা তা শোনো, এই কারণে নয় যে তোমরা ঈশ্বরের নও। পরিশেষে, কে ঈশ্বরের সন্তান আর কে নয়, তার আসল পরীক্ষা এটাই।

এবং ৪৬ থেকে ৫০ পদে আমরা এই শিক্ষাও দেখতে পাই যে, কীভাবে আমাদের অন্যদের সম্মান ও মূল্য দেওয়া উচিত।

যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, যারা ঈশ্বরের বাক্য শোনে এবং তা পালন করে, কারণ যদি পিতার আদেশ পালনকারী প্রত্যেকেই...

যিশু হলেন ভাই, বোন ও মা। তাহলে ঈশ্বরের সেবা করার এবং স্বয়ং যিশুর মতো তাঁকে ভালোবাসার হৃদয় না থাকলে ঈশ্বরকে ভালোবাসা অসম্ভব। উম, তাই আমি করব, আমি করব।

কাছাকাছি, আমি শুধু মথি ২৫:৩০:১ থেকে ৪৬ অধ্যায়ের উল্লেখ করব; আমরা সেখানে পৌঁছাব এবং সেটাই চূড়ান্ত।

মেষ ও ছাগলের সাথে বিষয়টি হলো এই যে, মেষেরা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিল এবং তারা তাঁকে সত্যিই গ্রহণ করেছিল, যার ফলে তারা সুযোগ পেলেই তাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁর লোকদের সেবা করত, কিন্তু
যোহন ৪ অধ্যায়ে পড়ি।

ওহ, আমি দুঃখিত, এক যোহন ৩:১৬। আমরা সবাই যোহন ৩:১৬ জানি এবং এক যোহন ৩:১৬ জানাটা গুরুত্বপূর্ণ।

এতদ্বারা ঈশ্বরের ভালবাসা উপলব্ধি করব, কারণ তিনি আমাদের জন্য তাঁর পথ ত্যাগ করেছেন এবং আমাদের উচিত...

ভাইদের জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করতে, উম কিন্তু কার এমন ছিল যে এই জগতের মঙ্গল লাভ করেছিল এবং দেখ তার ভাই...

প্রয়োজন আছে এবং তা বন্ধ করো তার করুণার বলগুলো তার কাছ থেকে কীভাবে ঈশ্বরের ভালোবাসা তার মধ্যে বাস করত আমার

হে ছোট সন্তানেরা, এসো আমরা কেবল কথায় বা মুখে নয়, বরং সত্যিই ও সত্যে প্রেম করি। আমেন, ধন্যবাদ।

ভাই, ওটা সত্যিই খুব ভালো ছিল। জানেন, খ্রিষ্টে পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে কয়েকটি বিষয় আসে। প্রথমত, কারা...

ভাইয়েরা, তারাই প্রকৃত ভাই এবং দ্বিতীয়ত, আমাদের সেই ভাইদের যথেষ্ট ভালোবাসতে হবে, যদি

তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে অথবা যদি তারা কিছু ভুল করে এবং এবং আমি সম্প্রতি দেখছি যে...

অনেক ভাই বা প্রাক্তন ভাই আছেন... উম... আমি এখনও তাদের কয়েকজনকে চিনে নিচ্ছি, কিন্তু উম... আমি বিশ্বাস করি যে...

পুরোপুরি সরে গেছে এবং তাদেরকে এতটাই ভালোবাসতে হবে যাতে আমরা যা বিশ্বাস করি তা সামনে আনতে পারি।

ভুল, জানেন তো, ওটাই ঈশ্বরের প্রকৃত ভালোবাসা, যা আমাদের জীবন-জীবিকা উৎসর্গ করা।

যাদের আমরা আমাদের ভাই এবং প্রাক্তন ভাই বলে মনে করি, তাদের মন জয় করার চেষ্টা করতে, তাই আমি শুধু

সবাইকে এটা করতে উৎসাহিত করার পাশাপাশি আমি আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, বিশেষ করে

যেসব মিশনারি এটা শুনছেন তাদের জন্য, কিন্তু এটা আমাদের সকলের জন্যই প্রযোজ্য, মানে সেইসব মানুষের জন্য যারা...

অন্যান্য ধর্ম থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং এই জাতীয় আরও অনেক কিছু, যেমনটা ভাই আরব আজ এখানে উল্লেখ করেছেন।

খুবই, খুবই আকর্ষণীয়, যেটা আমি লিখে রেখেছিলাম এবং যখন লোকেরা এমনকি পেশা থেকেও বেরিয়ে আসে

খ্রিস্টান জগতে, আপনি জানেন, বেশিরভাগ গির্জাই হলো রাস্তার জলের মতো, যেখানে তারা শুধু ঈশ্বরের করুণার বাণী প্রচার করে।

তারা অনুতাপ বা পবিত্রতার প্রচার করে না, জানো তো, আমাদেরকেই ঈশ্বরের সমগ্র বিধানের প্রচার করতে হবে।

আর আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা অন্যান্য বিশ্বাসগুলোকে মেশানো অব্যাহত না রাখে।

খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও এর উক্তিগুলো, অথবা বিশেষ করে আপনারা যারা মিশনারি ক্ষেত্রে আছেন, আমরা এটা সব সময়ই দেখি।

এবং এই লোকদের সংশোধন করতে সময় লাগে কিন্তু তারা খ্রিস্টান ফেলোশিপগুলোর সাথে মিশে যাবে।

সুতরাং তাদের এই সমস্ত মুসলিম প্রথা থাকবে যা তারা একত্ববাদী ধরনের পদ্ধতিতে মিশ্রিত করছে।

ওখানে তাদের যে পরিষেবা বা ফেলোশিপগুলো আছে, এবং সেটা এমন একটা বিষয় যেটা... জানেনই তো, আমরা এতটাই...

এখন আমাদের যে মিশন পার্টনাররা আছেন, তাদের পেয়ে আমরা ভাগ্যবান। আমি জানি আপনারা সবাই খুব শক্তিশালী এবং

এই মানুষগুলোর মধ্যে কয়েকজনের জন্য পুরনো অভ্যাস ভাঙা কঠিন।

আমাদের কাছে এসে আমাদের সাথে কাজ শুরু করে তাদের বোঝাতে লাগল যে, তারা হিন্দু ও খ্রিস্টধর্ম, শিন্তো ধর্ম ও খ্রিস্টধর্মকে মেশাতে পারে না; তারা সাক্ষ্য ধারণ করতে এবং খ্রিস্টধর্মকে মেশাতে পারে না

এবং হাইপার গ্রেস গসপেল ঠিক করুন, যেটাতে তারা এখানে আমেরিকায়, উদাহরণস্বরূপ, এতটাই অভ্যস্ত এবং সত্যি।

খ্রিস্টধর্ম, তো সেটা সত্যিই খুব ভালো ছিল। আমিও আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলতে চাই এবং আশা করি সবাই...

অন্য সবার কাছে একটা থাকলেও, জানো ভাই এরিন, তুমি তো জিনিসপত্র পোড়ানোর কথা বলছিলে, বুঝলে?

আর হ্যাঁ, এমন অনেক ভিডিও তো আছেই যেখানে লোকেরা সিডি আর টেপ বার্ন করছে।

আমাদের অবশ্যই তাই করা উচিত, জানেন তো, আমাদের জেপেলিন এবং এসি/ডিসি-কে বিক্রি করে দেওয়া উচিত নয়।

ইউটু, সিডি, ডিভিডি এবং এই সব অন্যান্য জিনিস, হলিউডের সিনেমা, একটি মুক্ত বাজারে আমাদের এগুলো বিক্রি করা উচিত নয়। একজন খ্রিস্টান হিসেবে, আপনি জানেন, কার্ক ডগলাসের হলিউড সিনেম

অন্য সবকিছু বা যে-ই হোক, যেমন জোলি আর ব্র্যাড পিট এবং এই সব, আমাদের ওগুলো দেখা উচিত নয়।

আমাদের ওগুলো বিক্রি করা উচিত নয়। জানো, আমরা কি সেই টাকা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য ব্যবহার করতে পারি? হ্যাঁ, কিন্তু...

ওটা রক্তের টাকা, ওটা অবশ্যই না, তাই আমি একটা ছোট উদাহরণ দিতে চাই, আমি খুব উত্তেজিত ছিলাম।

প্রায় তিন বছর আগে একদিন, যখন আমি সবেমাত্র সত্যটা উপলব্ধি করতে শুরু করছিলাম এবং বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম যে আমরা

প্রভুর জন্য পবিত্র হতে হতো এবং নিখুঁত জীবনযাপন করতে হতো; আমরা তাঁর মধ্যে থেকে তাঁকে অনুসরণ করতাম। আর আমার বড়বেলায় আমি নাটক্র্যাকার সংগ্রহ করতাম। এখন আপনারা হাসবেন না, ছিল।

উম, একজন দমকলকর্মী আছেন এবং জানেন তো, বেশ আকর্ষণীয় ব্যাপার, মানে একজন উড়োজাহাজ বিশেষজ্ঞ এবং...

সেখানে আসল নাটক্র্যাকার ছিল, মানে বড়দিনের জন্য, তাই না? আর আমার কাছে তো কয়েকটাতে সইও করা ছিল।

ডিজাইনারদের একজন, উম স্টাইনবেকের তৈরি, আমি বলেছিলাম ওগুলো স্টাইনবেক নাটক্র্যাকার এবং আমার কাছে প্রায়

১২ অথবা

ওগুলোর মধ্যে ১৩টা ছিল এবং সব মিলিয়ে আমি সম্ভবত পাঁচ হাজার ডলার পেতে পারতাম।

আর আমি তো ভাবছিলামই না, আমি ভাবছিলাম, আরে, ক্রিসমাস তো আসছে, যদিও আমি বিশ্বাস করি ক্রিসমাস হলো

অবশ্যই এটা এমন কিছু নয় যা আমাদের উদযাপন করা উচিত। আমি এগুলো বিক্রি করে ওই পাঁচ হাজারটা পেয়ে যাব।

মিশন ফিল্ডের জন্য ডলার, সেগুলোতে সই করা আছে এবং আমার কাছে এখনও আসল বাক্সগুলো আর এই সব জিনিসপত্র আছে।

এবং এগুলো একদম নিখুঁত অবস্থায় আছে। আমি সত্যি বলতে এগুলো তেমন একটা প্রদর্শন করিনি, তাই আমি প্রার্থনা করেছিলাম।

এই বিষয়ে এবং আমি একজনের সাথে কথা বলছিলাম, এটা দারুণ যে ঈশ্বর কীভাবে আপনার জীবনে মানুষ পাঠান।

ফেসবুকে আমি তাদের বলেছিলাম, "আপনারা কি এর আসল অর্থটা খুঁজে দেখেছেন?"

নাটক্র্যাকার আর এইসব জিনিস নিয়ে আমি বললাম, না, মানে আমি তখন অজ্ঞ ছিলাম। অবশ্যই আমি কোনো পাপে ছিলাম না, আমি তা করতামও না।

এগুলো বিক্রি করে আমি পাপ করেছি, কারণ আমি এই ব্যাপারে জানতাম না, কিন্তু এগুলো আসলে...

এবং সময়ের অভাবে আমি এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব না, কিন্তু আসলে এগুলো ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

আত্মা বা তাদের বা বা বা উম এটাকে কি বলে, জানেন তো, প্রবাদ যেমন বলে বা উম অভাবের জন্য

আমি যে শব্দটা বলতে চাইছি তা চিনতে পারছি না, কিন্তু যাইহোক, জানেন তো, এগুলো নিয়ে একটা রহস্য আছে।

নাটক্র্যাকারগুলো এবং তাদের প্রত্যেকটি বা যাই হোক না কেন, তাদের সবারই নির্দিষ্ট আত্মা আছে, যদিও

ওয়েবসাইটে বলা আছে যে, কিংবদন্তি অনুসারে তারা তাদের সাথে আত্মা বা শুভ আত্মা বা এই জাতীয় কিছু বহন করে।

ঐরকমভাবে, আর তাই সে আমার কাছে এই ব্যাপারটা তুলেছিল, কারণ সে আগে একটা মিডিয়ামে ছিল এবং সে রক্ষা পেয়েছিল।

জানি, আর ওই পুরোনো প্যাটিটা আমার দিনটাই নষ্ট করে দিল, কারণ আমি খুব উত্তেজিত ছিলাম যে আমি খেতে যাচ্ছি।

জানেন তো, মাত্র তিন বছর আগেও প্রতিটি মিশন ক্ষেত্রের জন্য অতিরিক্ত এক হাজার ডলার দেওয়া হতো এবং আমি ছিলাম...

আমি সত্যিই খুব উত্তেজিত ছিলাম, কারণ সেই সময়ে আমাদের মিশনের জন্য ওটা অনেক টাকা হতো এবং আমি প্রার্থনা করেছিলাম।

এই ব্যাপারে, খুব সংক্ষেপে, মিনিট দুয়েক। আর আমার কাছে ওই নাটক্র্যাকারগুলো আছে...

বলতে গেলে আমি তাদের মুখগুলো উল্টে দিয়েছিলাম এবং হাতুড়ি দিয়ে সেগুলো ফাটিয়ে দিয়েছিলাম আর তাদের সবাইকে...

একটা বড় ময়লার ব্যাগে, আর জানেন তো, ব্যাপারটা মজার ছিল কারণ আমার স্ত্রী ওগুলো নিচে নামিয়ে আনতে চেয়েছিল।

কাজে যেতে সে বলে, "ওটা করো না, আমার বন্ধু এগুলো চাইবে।" আমি বললাম, "এগুলো সরাসরি ভেতরে যাবে।"

আবর্জনা সংক্ষেপক, আমি এগুলো বিক্রি করা তো দূরের কথা, কাউকে দিয়েও দিতে পারি না, তাই ভাই, আপনার এই সাহায্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

আরিন, তুমি যে বিষয়টি তুলে ধরেছো এবং এই রেকর্ডিংয়ে যারা শুনছেন, আমি জানি যে কেনিয়ায়

এবং ভারতের বাংলা মরুভূমির সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে জাদুবিদ্যা রয়েছে এবং আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে

এমনকি তাদের বাড়ির পূজার স্থানেও, আপনি জানেন, তারা তাদের বাড়িতে কোনো হিন্দু মূর্তি রাখতে পারে না।

এর বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রচার করতে হবে, তাই বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য আরিনকে ধন্যবাদ। এটি একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ অধ্যায়। হ্যাঁ, আমেন। ভাই আরিনের জন্য অন্য কারো কি কোনো সাক্ষ্য বা প্রশ্ন আছে:

আরও সাধারণ প্রশ্ন নিচে আছে কি? উম, হিলটন। আমি জানি ব্রাদার হিলটন আছেন। আপনি কি হাই বলবেন?

ভাই হিলটন, হ্যাঁ, প্রভুর প্রশংসা হোক ভাই, আমি আমাদের সাথেই আছি। আরে, উনিই তো! কেমন আছেন ভাই?

হ্যাঁ, আমি ভালো আছি ভাই, শুধু একটু ক্লান্ত। কিন্তু বেশ ভালো আছি। হ্যাঁ, তোমাকেও ক্লান্ত লাগছে। আচ্ছা, একটু বলবে?

সবাইকে, আমি প্রথমে সংক্ষেপে বলে নিই, ব্রাদার হিলটনকে আমাদের অনুষ্ঠানে পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

তারা এই প্রথম খ্রিস্টান স্কুলটি তৈরি করছে, যা প্রভুর জন্য তাদের এক অবিশ্বাস্য কাজ। এটা বোঝানোর মতো কোনো ভাষা আমার কাছে নেই।

আমি এইমাত্র তোমার অবস্থা নিয়ে কথা বললাম, আমি জানি যে... উম, আমার মনে হয় আমি গতকালই ওখানে কয়েকটা আপডেট করেছি।

তোমাকে আক্ষরিক অর্থেই গাছগুলো, বড় বড় গুঁড়িগুলো তুলতে হয়েছিল, এই গাছগুলো পুরোটাই তোমাকে তুলতে হয়েছিল।

তোমাদের মধ্যে কয়েকজন ওগুলো একটা ঠেলাগাড়িতে তুলে স'মিলে নিয়ে যাও, তারপর তোমাদের ওগুলো সেখান থেকে নিতে হয়েছিল।

করাতকলটা নদীর ধারেই ছিল, তাই ওগুলোকে খুব বেশি দূরে নিয়ে যেতে হতো না এবং তারপর কাটার পর

তোমার কাছে প্রায় হাজারখানেক কাঠের টুকরো ছিল, তুমি সেগুলো এই ছোট্ট নৌকাটিতে রাখলে, হাজার

কাঠের টুকরো আর আপনি ও আপনার আরও তিন-চারজন ভাই প্রায় ২৫ কিলোমিটার ধরে নৌকাটিতে ছিলেন।

যেটা প্রায় ১৫ মাইল হবে, তাই না? না, এটা ১৩ কিলোমিটার। ১৩, ১৩। আচ্ছা, আমি...

দুঃখিত, আচ্ছা এখনও প্রায় সাত-আট মাইল, তারপর এক হাজার কাঠের টুকরো দিয়ে।

বেশ ভালো ভাই, আর তাই তারা নদী ধরে সাত-আট মাইল এগিয়ে গেল এবং তারপর প্রায়...

এক মাইলের এক চতুর্থাংশ, এক মাইলের এক চতুর্থাংশের থেকে কিছুটা কম, তাদের পুশ টপ দিয়ে ঠেলতে হয়েছিল।

এইসব ব্যাপার, তাই ভাই, আমাদের একটু আপডেট দিন। আমার মনে হয় তাতে খুব ভালো হবে। হ্যাঁ, আমি সত্যিই...

আজকের বাইবেল পাঠের জন্য আমি খুব উৎসাহিত, কারণ আমি খুবই দুঃখিত যে গত কয়েক সপ্তাহ আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি।

আমাদের হাই স্কুলের কাজের জন্য এখানে এসেছি, কিন্তু আজ আসলে গত তিন দিন ধরে আমরা ছিলাম...

আমাদের স্কুলের জন্য এটা খুব কঠিন কাজ, আমরা স্কুল নির্মাণের জন্য কিছু গাছ কেটেছি, সেই কারণেই।

আমরা খুব ক্লান্ত ছিলাম, তাই গতকাল ও আজ আমি বাড়িতে শুধু একটু বিশ্রাম নিচ্ছি এবং সেই কারণেই আমি পারছি।

ক্লাসে উপস্থিত থাকি এবং আমি ঈশ্বরের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং আমার আপডেট হলো, ভাই জিমি ইতোমধ্যে... সে ইতোমধ্যে...

আমরা আমাদের সব কাজ ব্যাখ্যা করেছি, কিন্তু আমাদের নতুন একটি প্রার্থনার অনুরোধ আছে এবং আজ আমার একটি ভালো কাজ আছে।

আজ আমি আমাদের স্কুলের জন্য টিন কিনতে যাচ্ছি এবং সেখানে আমরা মোট প্রায়

আমাদের জন্য ২৫০টি টিনের টুকরো এবং আজ কিছু অতিরিক্তও আছে, আর সেজন্যই আমি প্রতিদিন প্রার্থনা করি।

আপনিও প্রার্থনা করছেন যে আমাদের স্কুল ফাউন্ডেশনের জন্য কিছু অর্থসাহায্য করা দরকার। আমরা ভাবছি যে আমরা কিনবো...

সমস্যাটা কোথায় যে আমাদের বলা হয়েছিল হয়তো আমরা এটা খুব তাড়াতাড়ি পাব না, এতে সময় লাগবে। তাই হয়তো আমাদের পার্ক থেকেই একই জিনিস কিনতে হবে, ফলে এটা আমাদের জন্য খুব ব্যয়ব

তাই আমি আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা শুধু আমাদের জন্য খেলুন, কারণ আমাদের বৈচিত্র্য প্রয়োজন।

কম দামে এবং এটা আমাদের জন্য, আমাদের স্কুলের জন্য ভালো হবে এবং আমরা আমাদের খরচও বহন করছি।

শিক্ষকগণ, কারণ আমরা এখানে আরও চারজন শিক্ষককে ভর্তি করতে যাচ্ছি এবং তারা আমার পক্ষ থেকে হবেন...

আমাদের স্কুলের জন্য দুই-তিনটি কমিউনিটি থেকে টাকা আসছে, তাই আমরা একটি সহজ জিনিস কেনার জন্য অর্থ প্রদান করছি।

বাইকগুলো আমরা কুনা থেকে শুরু করে আমাদের স্কুল প্রজেক্টের জন্য সবাইকে দিয়েছি, তাই সেটার খরচও আমরাই দিচ্ছি।

এবং আমরা আমাদের ভাই স্যান্ট্রোর জন্যও প্রার্থনা করছি, সে কিছুটা অসুস্থ। আমরা শুরু করার আগে থেকেই সে অসুস্থ ছিল।

চিঠিটা ইতিমধ্যেই ভেঙে গেছে, তাই আমরা প্রার্থনা করছি কারণ তিনি এখন শান্তিতে আছেন।

কিন্তু আমাদের খুব তাড়াতাড়ি যেতে হবে, কারণ আমাদের কাজ শেষ করতে হবে।

খুব দ্রুত, তো এই পর্যন্তই। এবং আমাদের স্কুল প্রজেক্টের জন্য আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ এই প্রজেক্টটি বাহামাধি শিশুদের জীবন বদলে দেবে এবং আমরা খুবই খুবই উত্তেজিত।

এই স্কুল এবং আমাদের স্থানীয় মানুষেরাও দিনটির জন্য খুব উত্তেজিত, তাই আমি অনুরোধ করছি...

আপনারা সবাই দয়া করে আমাদের স্কুলের জন্য এবং আমাদের নির্মাণ কাজের জন্য অর্থ প্রদান করুন। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ভাই।

হিলটন, ওটা একটা দারুণ আপডেট ছিল। আপনাদের মধ্যে যারা হয়তো এটা শুনতে পারেননি, তাদের জন্যও বলছি।

ভালোই হয়েছে, যেহেতু ওখানে একটু খসখসে ছিল, সে ওখানে প্রজেক্টটা চালিয়ে যাচ্ছে।

এবং আমরা সরাসরি নদী থেকে বালি কেনার চেষ্টা করছি, কারণ ড্রেজিং করা অনেক সস্তা।

নদী থেকে বালি তুলে যারা এই কাজটা করে তাদের কাছ থেকে কেনা, বনাম অন্য কারো কাছ থেকে কেনা।

যেখানে আগে থেকেই বালি এবং স্তূপ রয়েছে যা উদাহরণস্বরূপ একটি ডাম্প ট্রাকে তোলা যাবে, তাই এটি বেশ খানিকটা।

খরচ কম এবং আমরা প্রার্থনা করছি যে আমরা এখনও নদী থেকে তা পেতে পারি, কিন্তু আমাদের ফুরিয়ে আসছে।

সময়ের অভাবে আমাদের আগামী সর্বোচ্চ এক সপ্তাহের মধ্যে, এমনকি হয়তো তারও আগে, একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

দাম কম এবং তাই ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ ছাড়ে জিনিসটা পাওয়ার জন্য সময় ফুরিয়ে আসছে, সুতরাং এখনই শেষ নয়।

বিশ্বের হিসাবে ডলারের হিসাবে, তবে অবশ্যই এটা যোগ হয়ে একটা বড় অঙ্কে পরিণত হয়, জানেন তো, এখানে ৩০০ বেশি, ওখানে ৪০০ বেশি।

এটা এমন কিছু নয় যার জন্য আমরা বিশেষভাবে বাজেট করেছি, তাই বিষয়টির জন্য প্রার্থনা করবেন।

অন্য কারো কি আমাদের জানানোর মতো কোনো নতুন খবর আছে, অথবা কোনো প্রশংসার অনুরোধ বা প্রার্থনার অনুরোধ আছে?

আচ্ছা, আজ রাতে গ্লোবাল মিশন বাইবেল স্টাডিতে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা এইমাত্র...

যারা জেগে থেকে এই রেকর্ডিংটি শুনবেন, তাদের সবাইকে হ্যালো বলতে চাই।

বিদেশে অবস্থানরত ভাইদের আমরা প্রার্থনা করি যেন আপনারা এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। আমরা ভাই আরিন এবং আমাদের সকল ভাইদের ধন্যবাদ জানাই।

যারা বাইরে থেকে শুনছেন, আপনারা যে আমাদের সাথে এখানে আছেন, তা আমাদের জন্য অনেক বড় ব্যাপার। তাই আমরা আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

আমি ভাই আরিন শিক্ষাদান শুরু করার আগে যা বলেছিলেন, তা পুনরায় উল্লেখ করতে চাই যে

আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে আমাকে ইমেল করুন। আমি আরিনকে ইমেল করে আপনার ইমেল ঠিকানাটিও কপি করে দেব।

যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে সেটা কোনো নির্দিষ্ট অধ্যায় নিয়েই হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

যে শ্লোকটি নিয়ে ভাই আরিন আজ কথা বলছিলেন, আমি অবশ্যই ভাইয়ের সাথে তার উত্তর দেবো।

আরিন প্রায়ই অন্য বিষয়ে কথা বলে, এবং সেটা এই বিষয়েই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, কিন্তু সে...

কিছু মতামতও জানাতে চাই। উম, তাঁর মহিমা কীর্তনের জন্য নয়, বরং শুধু আপনাদের সাহায্য করতে এবং পরস্পরকে উৎসাহিত করতে। তাই আজ রাতে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপন আপনাদের মঙ্গল করুন।

তুমি লাঙল ধরে রাখো আর মনে রেখো, প্রতিদিন ১ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে।

এই পৃথিবীতেই তাদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগেই আমাদের তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে।

প্রভু যিশু কত মহিমান্বিত, তা তাদের জানাতে। সবার রাত্রি ভালো কাটুক, শীঘ্রই কথা হবে। বিদায়।

মথি লিখিত সুসমাচারের ফাইল-অধ্যয়ন – অধ্যায় ১৩-১, ১৩-২৩, সপ্তাহ ১২

শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। আমি এখানে অনলাইনে উপস্থিত আমাদের সকল মার্কিন ভাইবোনদের, আমাদের মার্কিন ভাইদের স্বাগত জানাতে চাই।

পূর্ব উপকূলে এখন রাত ১০.৪১, মঙ্গলবার সন্ধ্যাটা আনন্দময়। আমি আমাদের মিশনকেও স্বাগত জানাতে চাই।

বিদেশে থাকা আমাদের সহযোগীগণ। আপনাদের বেশিরভাগের জন্যই এখন বুধবার সকাল, এবং যারা আমাদের সরাসরি শোনার জন্য এত সকালে ঘুম থেকে ওঠেন, আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাই। এ
মাধ্যমে আমাদের শোনেন, তাদেরও আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমি জানি, অনেকেই শুনছেন।

এবং প্রতি সপ্তাহে আমরা ভাই অ্যারন ক্যারির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি তাঁর সঠিক বিভাজনের মাধ্যমে আমাদের আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত করেন।

ধর্মগ্রন্থ এবং চিরন্তন সংঘাতের সঠিক পক্ষে থাকা। তবে আজ রাতে আমরা সেই বইটি নিয়ে আলোচনা করছি না। আমরা মথি লিখিত সুসমাচারের অধ্যয়ন চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা এখন ১৩ অধ্যায়ে আছি।
গুরুগম্ভীর অধ্যায়। সুতরাং, এটি এখানকার একটি বিশেষ অধ্যায়। তাই আমরা এখন এটি হারোনের হাতে তুলে দেব। আমরা আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ হব।

এবং সাহায্য নেওয়ার জন্য আপত্তিকর কাগজপত্রগুলো বের করুন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, ভাই অ্যারন। মেঝে

এটা আপনার। ধন্যবাদ ভাই জিমি। যেহেতু আমরা এখানে মথি ১৩ অধ্যায়ে প্রবেশ করছি, আমি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি কারণ

আমরা সামগ্রিকভাবে মথি লিখিত সুসমাচার পড়ছি। কীভাবে বাইবেলের প্রতিটি অংশে আক্ষরিক অর্থেই একটি শিক্ষা রয়েছে। প্রতিটি অনুচ্ছেদই সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এটাকে আঁকড়ে ধরতে হবে। আর তা না ধরে আমরা নিজেদেরই ক্ষতি করছি। এবং আমি মনে করি, বীজ ও তরবারির এই দৃষ্টান্তের গভীরে প্রবেশ করে সেই সত্যকে উপলব্ধি করা এবং ধর্মগ্রন্থের সবকিছু
করা সমীচীন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গভীরতা যা আমরা অর্জন করতে চাই। এবং এই অধ্যয়নটি যদি কারও জন্য সেই কাজটি করে থাকে, তাহলে এমনকি যদি তা

কেবলমাত্র আপনি যদি এক এক করে প্রতিটি পদ পড়েন এবং আমাদের পড়ার সাথে সাথে বিষয়টি নিজে দেখতে পান, তবে এটি একটি মূল্যবান শিক্ষা। তাই আমি এখনই মথি লিখিত সুসমাচার থেকে শুরু ক

১৩. আর আমি শুধু ১ থেকে ৯ পদ পর্যন্ত পড়ব, কারণ যিশু বীজ ও তরবারির দৃষ্টান্তটি দেবেন। এবং পরে তিনি এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে এটি ব্যাখ্যা করবেন। সুতরাং মথি ১৩ অধ্যায়, ১ পদ, "সেই দিন যি
ধারে বসলেন। আর বহু লোক তাঁর কাছে সমবেত হয়েছিল, তাই তিনি একটি নৌকায় উঠে বসলেন। আর...

সমগ্র জনতা তীরে দাঁড়িয়েছিল। আর তিনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের কাছে অনেক কথা বললেন, এই বলে,

দেখো, বীজ বপনকারী বপন করতে গেলেন। বপন করা হলো চারাগাছ লাগানোর আরেকটি শব্দ। আর এটাই হলো...

এমন একটি শব্দ যার সাথে পশ্চিমা বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ এখন বেশি পরিচিত। "আর যখন তিনি বীজ বুনলেন, কিছু বীজ পথের ধারে পড়ল, এবং জলপ্রপাত এসে সেগুলোকে গ্রাস করল। কিছু বীজ পাথু
বেশি ছিল না। আর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো অঙ্কুরিত হল কারণ তারা

মাটির কোনো গভীরতা ছিল না। আর যখন সূর্য উঠত, তারা ঝলসে যেত। এবং কারণ তারা

শিকড় না থাকায় সেগুলো শুকিয়ে গেল। আর কিছু কাঁটার মধ্যে পড়ল। এবং সেই কাঁটাগুলো থেকে গজিয়ে উঠল।

এবং সেগুলোকে শ্বাসরুদ্ধ করে দিল। কিন্তু অন্যগুলো ভালো মাটিতে পড়ল এবং ফল দিল, কোনো কোনোটা শতগুণ।

"কেউ ষাটগুণ, কেউ ত্রিশগুণ। শোনার কান কার আছে? সে শুনুক।"—আলবার্ট বার্নস

উল্লেখ করা হয়েছে যে বেশিরভাগ কৃষক তাদের অধিকাংশ বীজ ভালো জমিতেই বপন করবে। কিন্তু অনুপাত

এই দৃষ্টান্তমূলক গল্পে, এগুলোর উদ্দেশ্য হলো আমাদের একটি সাধারণ শিক্ষা দেওয়া। এগুলোকে সমস্ত চাষাবাদ এবং রোপণের ফলাফলের হুবহু প্রতিরূপ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। এ ব্যাপারে আমাদে
নয়। আর এই কথাটি অনেক দৃষ্টান্তমূলক গল্পের ক্ষেত্রেই সত্য। অনেক দৃষ্টান্তমূলক গল্প আছে।

আর বর্তমানটি হলো মতবাদ বিষয়ক শিক্ষা। কিন্তু মতবাদ বিকাশের জন্য আমাদেরকে যীশুর দেওয়া দৃষ্টান্তগুলোর আক্ষরিক ব্যাখ্যা এবং ঈশ্বরের বাক্যের আরও স্পষ্ট বিবৃতিগুলো দেখতে হবে। তাই ১০ '
বললেন,

তুমি কেন তাদের কাছে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথা বলো? তিনি তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, কারণ স্বর্গরাজ্যের রহস্য জানার অধিকার তোমাদের দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তাদের তা দেওয়া হয়নি।

দেওয়া হয়েছে। কারণ যার আছে, তাকে আরও দেওয়া হবে এবং তার আরও প্রাচুর্য হবে; কিন্তু যার নেই, তার যা কিছু আছে, তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে।" সুতরাং আমরা ১০ নং পদে এমন কিছু
রাতে এই অধ্যায়ে পৌঁছালে পরে দেখতে পাব,

আগামী সপ্তাহে না হলেও, ঈশ্বরের বাক্যের সেই প্রকাশ্য প্রচারই পরিচর্যার সম্পূর্ণ অংশ নয়। এবং আমরা দেখি

যিশুর ক্ষেত্রেও তাই। আমরা দেখি, তিনি বহু লোকের কাছে সত্য কথা বলতেন, কিন্তু পরে যারা তাঁর কাছে এসে আরও বোঝার জন্য জিজ্ঞাসা করত, তিনি তাদের আরও শেখাতে প্রস্তুত থাকতেন। আ
ধর্মোপদেশকে শুধু বার্তা প্রচার হিসেবে না দেখে সেখানেই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। মানুষের প্রশ্ন থাকবেই। মানুষের...

সবকিছু না বোঝার জন্য মানুষ আরও জানতে এবং আরও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে চাইবে।

আর যারা ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করেন, তাদের জন্য প্রচারের পরে মানুষের সাথে কথা বলার জন্য উপলব্ধ থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ।

আর এটাই ঈশ্বরের প্রকৃত লোক এবং ভণ্ড নবীদের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য। এমন ভণ্ড নবীও আছে যারা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ, যারা সারাদিন কথা বলতে ইচ্ছুক এবং ইচ্ছুক...

যেকোনো সময় বিরক্ত হবেন না। কিন্তু আমি সাধারণ নিয়ম হিসেবে বলছি, যারা সত্যিই ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত, তারা তাদের শিক্ষাদানের সময়, তাদের কথোপকথনের সময়কে গির্জার জন্য নির্ধারিত সম
পক্ষান্তরে যারা নিজেদের জন্য প্রচার করে, তারা নিজেদের রক্ষা করার প্রবণতা দেখাবে।

সেই বিষয়ে তাদের সময়। তাই আমরা ১২ পদে যীশুর কথায় দেখতে পাই যে, যারা তাদের ইতিমধ্যে দেওয়া সত্য ও আলো গ্রহণ করছে, তারা আরও পাবে। আর যারা তা করছে না, তাদের কাছ থেকে আলে
আরও অন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং, শিষ্যদের দ্বারা এই বিষয়টি এখানেই চিত্রিত হচ্ছে, যারা জনতার মাঝে আলো গ্রহণ করছিল।

সামগ্রিকভাবে। আমরা মজা করছি না। একটি আনুগত্য ও বিজয় আরও আনুগত্যের পথ প্রশস্ত করে।

এবং বিজয়। আর একইভাবে, অবাধ্যতা আরও অবাধ্যতা ও পরাজয়ের পথ প্রশস্ত করে। তাই ১৩ পদে বলা হয়েছে, "অতএব তোমরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলো, কারণ তারা দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না
মধ্যেই তা পূর্ণ হয়।"

যিশাইয়ের সেই ভবিষ্যদ্বাণী, যা বলে: তোমরা শুনে শুনবে, কিন্তু বুঝবে না; দেখে দেখবে, কিন্তু উপলব্ধি করবে না। কারণ এই জাতির হৃদয় স্থূল হয়ে গেছে, এবং

তাদের কান শুনতে অক্ষম এবং তারা তাদের চোখ বন্ধ করে রেখেছে। সুতরাং, যেকোনো সময় তারা তাদের চোখ দিয়ে দেখতে, তাদের কান দিয়ে শুনতে এবং তাদের চোখ দিয়ে বুঝতে পারবে।

হৃদয়, এবং তারা যেন মন পরিবর্তন করে, আর আমি তাদের সুস্থ করব।" কিছু লোক শিক্ষা দেয় যে, যিশু ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে জনগণের সাথে কথা বলে তাদের কাছ থেকে সত্য গোপন করার চেষ্টা

কিন্তু তা আসলে সত্যি নয়। কারণ যিশু যদি এই দৃষ্টান্তগুলো জনগণের কাছ থেকে গোপন করতে চাইতেন,

তিনি তাদের কাছে সেগুলো মোটেই বলতেন না। তাদেরকে এই দৃষ্টান্তমূলক গল্পগুলো বলার ক্ষেত্রে তিনি কপট ছিলেন না।

তিনি যা করছিলেন তা হলো, তিনি তাঁর অনুসারীদের সামনে মুক্তা ছড়ানো ছাড়াই তাদের মনে কিছু সত্য প্রোথিত করতে চাইছিলেন, যা তিনি এই বইয়ের শুরুতে মথি ৭ অধ্যায়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি জনগ সম্পর্ক স্থাপন এবং জ্ঞান লাভের জন্য একটি আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে চাইছিলেন।

সত্যের। এবং যারা সেই অনুযায়ী কাজ করবে, আরও অনুসন্ধান করবে এবং আরও ভালোভাবে বুঝবে।

এই দৃষ্টান্তের অর্থ যারা বুঝত, তাদের তা করার আরও ভালো সুযোগ থাকত। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, অনেকে পার্থিব কারণে যিশুকে অনুসরণ করত এবং তাঁর কথা শুনত।

উদ্দেশ্য। তারা আক্ষরিক অর্থেই রুটি চেয়েছিল। আমরা যোহন ৬ অধ্যায় থেকে তা দেখতে পাই। তারা পার্থিব মুক্তি চেয়েছিল।

মসিহ সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণার কারণে রোমানদের কাছ থেকে তারা আরোগ্য লাভ করেছিল। তারা আরোগ্য পেতে চেয়েছিল, যা নিজে থেকে খারাপ কিছু ছিল না, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ শু অলৌকিক কাজগুলো দেখার জন্য তাদের কেবল কৌতূহল ছিল। তাই আমার মনে হয় যে এটি কিছুটা ভিন্ন...

অবশ্যই এমন একটি সত্য আছে যা আমাদের জানা দরকার, কিন্তু এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে

খ্রিস্টকে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে এই বিষয়গুলো এমনভাবে মোকাবিলা করতে হয়েছিল, যা হয়তো অন্য অনেককে ততটা করতে হয় না। তাই ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন দুঃখী হৃদয়ের মানুষদের খ্রিস্টের দেওয়া পরিত্রা আমি বিশ্বাস করি, এটাই এখানকার আসল শিক্ষা। কিন্তু এখানের ভুলটা হলো, পদগুলো

১৪ এবং ১৫ পদে, ক্যালভিনিস্টরা এমনভাবে বিষয়টি তুলে ধরতে চায় যেন এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, ঈশ্বরই মানুষের কাছ থেকে সত্য গোপন করছেন। কিন্তু এখানে দোষ মানুষের, ঈশ্বরের নয়। এই প বলেছেন, "তার অবস্থা নিঃসন্দেহে শোচনীয়, যে ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় শায়িত থেকেও ভীত।"

আরোগ্য লাভ করা।" আমরা এটা প্রাকৃতিক জগতেই দেখি। কখনও কখনও মানুষ ডাক্তারের কাছে যেতে চায় না।

তাদের সন্দেহ হয় যে তারা অসুস্থ, কিন্তু তারা অসুস্থতাটা অস্বীকার করতে চায়। তারা ডাক্তারের কাছে যেতে চায় না এবং আরোগ্যও লাভ করতে চায় না। তাই তারা নিজেদের অসুস্থতার দিকে চোখ বন্ধ করে র

নিজের অসুস্থতা। তারা নিজেদেরকে এই বলে ধোঁকা দেয় যে তারা ঠিক আছে, কারণ তারা কোনো অসুবিধা চায় না।

ডাক্তারের কাছে গিয়ে কিছু নির্দেশনা পাওয়ার পর, তারা আসলে

তাদের নিরাময় করুন। আমাদের অনন্তকালীন পরিত্রাণের ক্ষেত্রে পাপের বিষয়ে এই বিষয়টি আরও বেশি অদৃশ্য থাকে।

যিশু ১৬ পদে বলতে থাকেন, "কিন্তু ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তা দেখে এবং ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তা শোনে।" স্মরণ করুন, ১১২৫ সালে তিনি তাঁর পিতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন এই বিষয়গুলো ত গোপন রাখার জন্য এবং শিশুদের কাছে প্রকাশ করার জন্য। এখানে আমরা তার একটি উদাহরণ দেখতে পাই। তিনি যোহন ৯ অধ্যায়ে বলেছিলেন যে তিনি জগতে এসেছিলেন যেন তারা তা দেখতে না অস্পষ্ট মনে হয়।

তারা অন্ধ ছিল। সুতরাং এটি কেবল দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো হচ্ছে। "কারণ আমি তোমাদের সত্যি বলছি যে অনেক নবী

এবং ধার্মিক লোকেরা সেইসব জিনিস দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে যা তোমরা দেখছ অথচ দেখনি,

এবং সেইসব কথা শোনা যা তোমরা শোনো কিন্তু শোনোনি।" শুধু মানুষদের কথা ভাবুন।

আব্রাহাম, রাজা দাউদ, এলিয় এবং মোশির মতো। এঁরা সকলেই ছিলেন ধার্মিক পুরুষ যাঁরা প্রলাপ বকতেন।

ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা দেখতে। সেগুলো শেষ পর্যন্ত মসিহের মধ্যেই থাকবে এবং

তারা তাদের কখনো দেখেনি। পুরাতন নিয়মে যারা ঈশ্বরের কাছে সঠিক ছিল, তারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকত, যেমনটা আমরা প্রথমটির ভূমিকায় আলোচনা করেছি।

দুটি অধ্যায়। আমরা শিমিয়োন ও আন্নার ক্ষেত্রে তা দেখতে পাই; লূকের সুসমাচারের প্রথম দিকের অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখি, শিমিয়োন কীভাবে প্রভুর খ্রীষ্টকে খুঁজছিলেন এবং প্রভু তাঁকে প্রতিজ্ঞা করে তিনি মৃত্যু দেখবেন না। আমি শুধু ১ পিতর অধ্যায় ১ পড়ব।

এবং বলুন যে এটি এখানে প্রাসঙ্গিক। সব অধ্যায় নয়। আমি ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে থামব। ইব্রীয় পুস্তকে

১১ অধ্যায়ে পুরাতন নিয়মের দৃশ্যগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে। ১১, ৩৯ ও ৪০ পদে, "আর এঁরা সকলে বিশ্বাসের দ্বারা সুখ্যাতি লাভ করেও মসিহের প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের প্রতিজ্ঞা, লাভ করেন

পবিত্র আত্মা দ্বারা আবৃত, যা নতুন ঈশ্বরের আশীর্বাদ।" ৪০ পদ, "ঈশ্বর আমাদের জন্য আরও উত্তম কিছুর ব্যবস্থা করেছেন, যেন তারা আমাদের ছাড়া সিদ্ধ হতে না পারে।" ১ পিতর অধ্যায়

১ পদ ১০, "যে পরিত্রাণের বিষয়ে ভাববাদীরা সযত্নে অনুসন্ধান ও খোঁজ করেছেন, যাঁরা

তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ আসবে, সে বিষয়ে ভাববাণী করেছিলেন, কালানুক্রমে জল অনুসন্ধান করে,

তাদের অন্তরে থাকা খ্রীষ্টের আত্মা, দুঃখভোগের বিষয়ে পূর্বেই সাক্ষ্য দিয়ে, ইঙ্গিত দিয়েছিল।

খ্রীষ্টের এবং তার অনুগামী মহিমার, যাঁদের কাছে এই কথা প্রকাশিত হয়েছিল যে, তা নিজেদের জন্য নয়,

কিন্তু তারা আমাদের উপর সেই বিষয়গুলো পরিচালনা করতেন, যা এখন তাদের দ্বারা তোমাদের কাছে জানানো হচ্ছে যে

স্বর্গ থেকে প্রেরিত পবিত্র আত্মার সাহায্যে আমি তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছি, যে বিষয়গুলো

"যেদিকে স্বর্গদূতেরা তাকাতে চেয়েছিল।" অ্যালবার্ট বার্নসের উক্তি এবং ১৭ নং শ্লোক, "সর্বদা প্রিয় বস্তু"

সকল ধার্মিক লোকের হৃদয়ে রাজ্যের আগমন ও অগ্রগতির সাক্ষী হওয়ার জন্য।

খ্রীষ্টের।" এবং তিনি প্রকাশিত বাক্য ২২:২০ অধ্যায় শুরু করলেন, যা বাইবেলের শেষের আগের পদ, যেখানে যীশু বলেন, "দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি," এবং যোহন বলেন, "আমেন, প্রভু যীশু, আপনি আসুন।"

তাহলে এবার বলা যাক। এখন যিশু শিষ্যদের এবং তারপর যিনি তাদের সঙ্গে এই দৃষ্টান্তের অর্থ আরও জানতে এসেছিলেন, তাকেও দেবেন। তিনি দেবেন...

১৮ থেকে ২৩ পদে তাদের কাছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য। তাই ১৮ পদে তিনি বলেন, "অতএব তোমরা শোনো...

বীজবপনকারীর দৃষ্টান্ত। যখন কেউ রাজ্যের বাক্য শোনে কিন্তু তা বোঝে না,

তখন সেই দুষ্ট এসে তার হৃদয়ে বপন করা পথটি ধরে ফেলে।" এ-ই সে, যে পথের ধারে বীজ গ্রহণ করেছিল। এবং অ্যাডাম ক্লার্কের মতামত, "তা পুনরায় দান করো যা

সেখানে "না" হয়তো আরও ভালো ব্যাখ্যা হতো। আর আমি একরকম, আমি অবশ্যই দেখতে পাচ্ছিলাম।

সেটা কীভাবে একটা বৈধ মতামত হতে পারে। অপর্যাপ্ত মনোযোগ দিয়েও সুসমাচার শোনার একটা উপায় আছে।

এবং সতর্কতা। এবং এমন একজন যিনি তা করবেন। এখন আমরা এখানে প্রকৃত সুসমাচার নিয়ে কথা বলছি। আমরা ঈশ্বরের বাক্য সঠিকভাবে এবং নির্ভুলভাবে প্রচার করার কথা বলছি।

মিথ্যা সুসমাচার নিয়ে কথা বলছি না। এখন, একটি মিথ্যা সুসমাচার গ্রহণ করা একজন ব্যক্তিকে কাঁদাতে পারে, যা নিয়ে আমরা এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আলোচনা করব, যে বীজটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ, কা
বাক্য, তা একটি ফসল উৎপন্ন করবে। এটি করবে...

ধার্মিকতার এমন এক ফসল উৎপন্ন করা যা ঈশ্বর গ্রহণ করেন। আর এক মিথ্যা সুসমাচার অশ্রু উৎপন্ন করবে; এটি এমন এক আগাছা যা গজিয়ে ওঠার সময় ভালো ফসলের মতো মনে হতে পারে, কিন্তু বাং

এটা একটা কলুষিত ও অকেজো জিনিস। তাই এই বিষয়টি উল্লেখ করা জরুরি, কিন্তু আগাছা ও অশ্রুর উপকথায় প্রবেশ করার সময় আমরা পরে স্বেচ্ছায় সেই শব্দটি নিয়ে আলোচনা করব।

এখনই জানুন অথবা আগামী সপ্তাহে জানুন। সুতরাং, যে ব্যক্তি অপর্যাপ্ত মনোযোগ ও সতর্কতার সাথে সুসমাচার শোনে, খুব সম্ভবত তার নিজের পরিত্রাণ নিয়ে আদৌ কোনো প্রকৃত উদ্বেগ ছিল না।

অথবা যদি তারা তা করেও থাকে, হয়তো তারা ধরে নিয়েছিল যে তারা আগে থেকেই বিশ্বাসী, যদিও তারা তা ছিল না। আর তাই তারা অনেকটা এইরকম ভাবত, "হ্যাঁ, আমি এটা জানি। আমি এটা আগেও শুনেছি

ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্য তাদের নিজস্ব ধারণা ছিল। হয়তো অন্য কোনো ধর্মের কেউ আছে।

এবং তারা মনে মনে পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। তাই যখন তারা সুসমাচারের বার্তা শুনত, তখন তারা তা মন থেকে গ্রহণ করত না। হয়তো তারা অন্য ধরনের নানা বিষয়ে ব্যস্ত ছিল। পথের ধারের এই লোকটি মাঠে ছি
সেখানে ছিল

তাদের হৃদয়ে কাঠিন্য ছিল। সুসমাচারের বীজের প্রতি তাদের এক অগ্রহণযোগ্য মনোভাব ছিল। আর সেটাই...

অবশ্যই, পশ্চিমা বিশ্বে আমরা এই বিষয়টির সাথে প্রায়শই মোকাবিলা করি। যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, জিমির ক্ষেত্রে বিষয়টি তেমন ছিল না।

যখন তিনি কেনিয়ায় গিয়েছিলেন। সুতরাং, পথের ধারের এই ব্যক্তিটি কখনোই প্রকৃত অর্থে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেননি। এখন, এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি কোনো এককালীন ঘটনা নয়। আমরা জানি
কোনো এক সময়ে সুসমাচার শুনেও তাতে মনোযোগ না দেওয়া সম্ভব।

এবং পরবর্তীতে, তাদের জীবনের অন্য কোনো সময়ে, তাদের হৃদয় সেই বাণী গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়।

আমি যে কথাগুলো বলেছি, সেগুলো বর্তমান কালে বলার কারণ এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত নয়, কারণ আমাদের ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করা উচিত নয়। ঈশ্বরের বাণীর প্রতি এই মুহূর্তে আমাদের মনোভাবটাই
ভেবে নিজেদেরকে ধোঁকা দেওয়া উচিত নয় যে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও ভালো হবে।

আমরা এখনই ঈশ্বরের বাক্যকে অগ্রাহ্য করি। যে ব্যক্তি এমনটা করে, সে স্পষ্টতই নিজের ধ্বংস ডেকে আনছে। এখন, আমি বিশ্বাস করি, যদি আপনি লূকের ৮, ১২ এবং ১৩ অধ্যায়ের এই অনুচ্ছেদের
তাকান, তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাব যে, যার কাছে এখনই ঈশ্বরের বাক্য আছে, সে হবে পথের ধারে থাকা সেই ব্যক্তি যে আসলে কখনোই বিশ্বাসী ছিল না। পক্ষান্তরে, আমি বিশ্বাস করি, পাথুরে জা
এবং তার একটি প্রকৃত জীবন ছিল, কিন্তু সেই জীবন ছিল...

দীর্ঘমেয়াদে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। আর আমরা যখন এই কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ি, তখনও একই ব্যাপার। তাই যদি আপনি লূক ৮:১১-এর সমান্তরাল অংশে যান, যিশু বলেন, "এখন এই দৃষ্টান্তটি হল। বীজ
যারা আছে তারা হল যারা শোনে। তারপর শয়তানের কাছে এসো এবং তাদের হৃদয় থেকে বাক্যটি কেড়ে নাও, পাছে তারা বিশ্বাস করে এবং

পরিত্রাণ পাবে।" সুতরাং পথের ধারের লোকটি জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করেনি, পরিত্রাণেরও অভিজ্ঞতা লাভ করেনি। শিলাখণ্ডের উপর যারা আছে, তারা হলো সেই লোক যারা শুনে আনন্দের সাথে বা
কোনো মূল নেই, যারা কিছুকাল বিশ্বাস করে এবং প্রলোভনের সময়ে সরে যায়। এখন যদি

সেই ব্যক্তি আসলে পাথুরে জায়গার সেই ব্যক্তি ছিল না, সে তখন সত্যিই একজন বিশ্বাসী ছিল না।

তাদের একটি মিথ্যা পেশা থেকে বিচ্যুত হওয়াটা আসলে কোনো দুঃখজনক ঘটনাও হবে না। আর তাই আমরা চলতে থাকি

মথি ১৩ অধ্যায়ের ২০ পদে যীশু বলেছেন, "কিন্তু যে পাথুরে জমিতে বীজ গ্রহণ করেছিল, সে সেই ব্যক্তিই যে বাক্য শুনে তৎক্ষণাৎ আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করে।" এখন, আনন্দের সঙ্গে বাক্য গ্রহণ করার
পদে দেখি যে, যারা খ্রীষ্টের কাছে এসেছিল, তারা সত্যিই ঈশ্বরের বাক্য আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। তারা ছিল সত্যিকারের অনুতপ্ত লোক এবং তারা মসিহকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য শোক করছিল। কিন্তু এ

প্রকৃতপক্ষে বাক্য গ্রহণ করার জন্য। তাই ২১ পদে যিশু বলেন, "সে নিজের মধ্যে তা প্রোথিত করেনি, কিন্তু বাক্যের কারণে যখন ক্লেশ বা তাড়না আসে, তার জন্য কিছুকালের জন্য অপেক্ষা করে।"

এর মানে হলো, সে সঙ্গে সঙ্গেই অপমানিত বোধ করে। তাই আমি বিশ্বাস করি যে, এখানকার এই পাথুরে ভূমি যদি সত্যিই বিশ্বাসের অংশ না হতো, তাহলে পথভ্রষ্ট হওয়া এবং শুকিয়ে যাওয়াটা কোনো দুঃখ
একটা আশীর্বাদ হতো। আর তাই আমি বলব যে, এখানকার পথবাসী হলো এমন একজন ব্যক্তি, যে যদি আদৌ মনোযোগ দিত, যদি সে সত্যিই ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ না করত এবং তারপরেও খ্রীষ্টের প্রতি পে
তা একটি ভুল বোঝাবুঝি হতো। এবং সে-ই হতো সেই ব্যক্তি যে আসলে সুসমাচার গ্রহণ করেনি কিন্তু দাবি করেছে যে সে তা করেছে। সুতরাং, সে-ই হবে মিথ্যা; এখানকার পথবাসী হতে পারে একজন ভণ্ড ধ
সত্যিই একজন বিশ্বাসী ছিল কিন্তু আসলে তা ছিল না। কিন্তু এখানকার পাথুরে ভূমিতে জীবন ছিল। আর যখন যীশু বললেন

সে নিজের মধ্যে শিকড় গাড়তে পারেনি, আমি বিশ্বাস করি তার কিছুটা শিকড় ছিল, কারণ তা না হলে সে কখনোই পারত না। সে বীজটি পেয়েছিল এবং বীজটি দ্রুত অঙ্কুরিতও হয়েছিল। আর এর কারণ এ
থাকলে তা অঙ্কুরিত হতো। কিন্তু সেই প্রাণ গভীর ছিল না। এই মানুষটির মধ্যে তেমন গভীরতা ছিল না। আর সেই গভীরতার অভাবের কারণেই,

ব্যাপারটা এমন নয় যে সে অন্যদের চেয়ে দ্রুত বেড়ে উঠেছিল, বরং গাছটির অঙ্কুর দ্রুত দেখা গিয়েছিল কারণ মাটির গভীরতা কম ছিল। আর আমি বিশ্বাস করি, তাই আমরা বলতে পারি যে গভীরতাহীন
সেগুলো ভঙ্গুর। ধ্বংসের ঝুঁকিতে থাকে।

যেমনটা আমরা ২১ পদে দেখতে পাই, যদি প্রতিকূল পরিস্থিতি ঘটে। এবং অবশ্যই, পরবর্তীতে যে কেউ যদি এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করতে বা আমাকে চ্যালেঞ্জ করতে চায়, আমি তাকে অবশ্যই স্বাগত জানাই
যা নিয়ে আমি একসময় উল্টোটা বিশ্বাস করতাম। কিন্তু শর্তহীন অনন্তকালীন সুরক্ষায় বিশ্বাস করা ছেড়ে দেওয়ার পর এবং পথভ্রষ্ট হওয়া যে সম্ভব তা দেখার পর আমার বিশ্বাস বদলে যায়।

বাইবেলে এর বিপদ সম্পর্কে যে সতর্কবাণী রয়েছে, তা থেকে এই বাস্তবতার মুখোমুখি হলাম যে, এই ব্যক্তি—যিনি পাথুরে জমিতে ছিলেন এবং যিনি নুড়িপাথরের জমিতে ছিলেন, আমি দুঃখিত, পাথুরে জমি
কিন্তু নুড়িপাথরের জমিতে থাকা ব্যক্তি এবং যিনি প্রবল স্রোতে শ্বাসরুদ্ধ হয়েছিলেন—তাঁর মধ্যে সত্যিই জীবন ছিল। তবে অবশ্যই আমি এ বিষয়ে প্রশ্ন এবং আপত্তিকে স্বাগত জানাই। আমরা দেখি যে পাথু
তার উপরের মাটি কর্ষণ করা হয়েছিল এবং সেখানে ঈশ্বরের বাণী গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু মাটির নিচে, তার থেকে খুব বেশি দূরে নয়, পাথুরে জমি ছিল, যা ভেঙে ফেলা প্রয়োজন ছিল, নইলে জীবন টেকসই
পারত না। তাই আমি বিশ্বাস করি, এখানে একটি শিক্ষা রয়েছে যে আমাদের ক্রমাগত সুযোগ দিয়ে যেতে হবে।

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের হৃদয়কে গলিয়ে দেয় এবং সেগুলোকে কঠিন হতে দেয় না; এবং খ্রীষ্টের মধ্যে এমন এক গভীরতর স্তর রয়েছে যেখানে আমাদের পৌঁছানো প্রয়োজন এবং তাঁর বাক্যে সাড়া দেওয়ার ম

অবশেষে শক্তি অর্জনের জন্য আমাদের দৌড়ের মাঝে টিকে থাকতে হবে।

দৌড় শেষ করো। এবং আমি এখানে কয়েকটি শাস্ত্রপদ থেকে তা দেখাবো। যদি আপনি কলসীয়দের কাছে লেখা পত্রে যান।

অধ্যায় ২। কলসীয় ২ অধ্যায়ের ৬ পদে পৌল কলসীয়দের নির্দেশ দেন, "অতএব তোমরা যেমন প্রভু যিশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছ, তেমনি তাঁর মধ্যে জীবনযাপন কর এবং তাঁর মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও গড়ে এটি বিশ্বাসীদের জন্য একটি নির্দেশ—তাঁর মধ্যে আরও গভীরে যেতে, আরও উঁচুতে উঠতে এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে, "এবং বিশ্বাসকে দৃঢ় কর, যেমন তোমরা তাঁর মধ্যে জীবনযাপন কর এবং

শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তাতে কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। সাবধান, পাছে কোনো মানুষ দর্শনের দ্বারা তোমাদের বিপথগামী করে।

এবং তা প্রতারণাপূর্ণ, মানুষের প্রথা অনুসারে, জগতের আদি বা মৌলিক বিষয় অনুসারে, এবং খ্রীষ্ট অনুসারে নয়।" এই অবক্ষয় প্রোথিত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করবে।

এবং তাঁর মধ্যে নির্মিত। তাই ৯ পদ, "কারণ তাঁরই মধ্যে দৈহিকভাবে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা বাস করে, এবং তোমরা তাঁরই মধ্যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত, যিনি সমস্ত আধিপত্য ও শক্তির মস্তক।" তাহলে যদি

আপনি যদি ইব্রীয় ৩ অধ্যায়ের ১২ থেকে ১৫ পদে যান, তাহলে দেখবেন যে, আমরা আগেও এই পদগুলো দেখেছি, যেখানে বলা হয়েছে কীভাবে একজন বিশ্বাসী কঠিন হৃদয়ের হয়ে, পাপ করে এবং ঈশ্ব দিয়ে পথভ্রষ্ট হতে পারে। এর চূড়ান্ত ফল ফলানো, প্রভুতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া এবং তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ধার্মিকতার ফসল হিসেবে কাটা পড়া আবশ্যক। উত্তম ভূমিতে শ্রোতা হওয়ার জন্য ক্রমাগত বাক আর হৃদয়ের গভীরে থাকা কঠিন হৃদয়, যার প্রতিকার করা হয় না, তা এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। তাই ইব্রীয় ৩ অধ্যায়ের ১২ থেকে ১৫ পদে বলা হয়েছে, "হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা সাব কারও এমন মন্দ হৃদয় থাকে যা অবিশ্বাসের এবং জীবন্ত ঈশ্বর থেকে বিমুখতার কারণ হয়,"

কিন্তু আজকের দিনটি কী নামে পরিচিত, সেই বিষয়ে তোমরা প্রতিদিন একে অপরকে উৎসাহিত করো, পাছে তোমাদের মধ্যে কেউ পাপের ছলনায় কঠিনহৃদয় হয়ে যায়। কারণ আমরা যদি শুরুর কথা অংশীদার হই।

শেষ পর্যন্ত আমাদের আস্থা অটল। যদিও আজ বলা হয়, যদি তিনি তাঁর কথা শোনেন

"আস্থানের সময়ের মতো তোমাদের হৃদয় কঠিন করো না," (ইস্রায়েলীয়দের উস্কানি দেওয়ার সময়ের কথা উল্লেখ করে)।

ঈশ্বর মরুপ্রান্তরে ছিলেন এবং সংখ্যা যখন পূর্ণ ছিল তখন প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করেননি যখন ঈশ্বর

তাদেরকে ভেতরে যেতে ডেকেছি। তাই, আমি আমার নোটগুলো এখানে গুছিয়ে নিই।

আর আমি মনে করি এর একটি উদাহরণ হতে পারে, কী হবে যদি মহাক্লেশ আজ থেকেই শুরু হয়? কতজন খ্রীষ্টানের প্রভুর প্রতি সেই গভীরতা আছে? কতজন খ্রীষ্টান প্রভুতে এতটাই প্রোথিত যে তারা আদেশ পালন করতে এবং তাঁর শাস্ত্রের প্রতি অনুগত থাকতে পারবে?

শেষ পর্যন্ত তাঁর কাজ? যদি আজ এমন এক মহাক্লেশ শুরু হতো, যেখানে কেনাবেচা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের আক্ষরিক অর্থেই পশুর চিহ্ন গ্রহণ করতে এবং প্রতিমাপূজা করতে হতো। পশুর চিহ্ন গ্র ধৈর্যের প্রয়োজন হবে, তা দিয়ে সেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মতো যথেষ্ট গভীরতা কি প্রভুর প্রতি আমাদের আছে? আমি নিজের কথা বলতে পারি।

আমার মনে হয় না আমি পারব। আমি বিশ্বাস করি, প্রভু আমাকে সেই বিন্দুর কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন, কিন্তু আমি এখনও সেখানে পৌঁছেছি, একথা বলার সাহস আমার নেই। ঈশ্বরের লোক থাকা সত্ত্বেও টিকে থাকার একটা সুযোগ থাকে, যখন সূর্য উঠবে এবং তার প্রচণ্ড উত্তাপ থাকবে।

এর জন্য অনেক গভীরতার প্রয়োজন হবে, এবং আমাদের তা বিবেচনা করা উচিত। সুতরাং, খ্রীষ্টে আরও গভীরতার প্রয়োজনের কারণেই আমাদের ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও আধ্যাত্মিক সাফল্যের প্রয়োজন হওয়ার কিছু উদাহরণের কথা আমি ভেবেছি, যা কেবল ব্যবহারিক বিষয় নয়, বরং মানুষের মুখে শোনা কিছু বিষয়, এবং আমার মনে হয় সেগুলো বিবেচনা করার মতো। এই বিষয়গুলো হয়তো এমন একজন যিনি এই মুহূর্তে কোনো নিপীড়নের শিকার নন বা কোনো ভয়ানক পরীক্ষার সম্মুখীন নন।

এমন কিছু জিনিস যা হয়তো কিছু সময়ের জন্য এড়িয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে হলে...

দুঃখকষ্টের মধ্যেও খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে চলা এবং তাঁর আজ্ঞা পালনের একটি প্রতিষ্ঠিত অভ্যাস গড়ে তোলা।

এবং তাঁর বাক্য পালন করা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এখানে আমি কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরলাম।

পার্থিব

নিরাপত্তার চাদর। আমি একবার এক লোককে বলতে শুনেছিলাম যে, আমেরিকায় থ্যাঙ্কসগিভিং-এর সময়,

আগে প্রতি থ্যাঙ্কসগিভিং-এ মাত্র দুটো ফুটবল খেলা থাকতো। এখন সম্ভবত তিনটে থাকে।

কিংবা চারটা, এবং এর সাথে আরও অনেক কিছু চলতে থাকে। তো এই লোকটি থ্যাঙ্কসগিভিং নিয়ে কথা বলছিলেন, যে ছুটির দিনে কেউ কাজ করে না, সবাই টার্কি খায়। এটা আমাদের এখানকার এমন এব থেকেই কোনো পাপ নয়, কারণ এটা একটা ভালো উৎসব।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা এবং যদিও জগৎ এটিকে অবজ্ঞার সাথে উদযাপন করে, একজন খ্রিস্টানের পক্ষে তা সম্ভব।

সঠিক কারণে এটি উদযাপন করার জন্য। কিন্তু এই লোকটি বলছিল যে তার প্রয়োজন

থ্যাঙ্কসগিভিং-এর দিন সে টিভিতে ফুটবল খেলা চালিয়ে রাখে, এমনকি যখন ফুটবল খেলা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা থাকে না, কারণ ওই টিভিটা তার জন্য এক ধরনের মানসিক সুরক্ষার চাদর হিসেবে অনুভূতি দরকার।

টিভি চালিয়ে রাখা নিরাপদ ও সুরক্ষিত। এবং আমি বুঝতে পারছি সে কী বোঝাতে চাইছে। কিছু একটা থাকতেই পারে,

এর সাথে এক ধরনের মিথ্যা নিরাপত্তাবোধ জড়িয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর যদি আমাদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন এবং আমরা যদি তাঁর বাক্যে সাড়া দিয়ে উত্তম ভূমি হয়ে থাকি, তাহলে কি এমন কিছু আছে, যা একজন নতুন বিশ্বাসী হিসেবে আপনি হয়তো উপলব্ধি করতে পারেন না, কিন্তু যা আপনাকে এগিয়ে যেতে সত্যিই বাধা দিচ্ছে?

ঈশ্বরের বাক্যের সাথে? অবশ্যই আছে। তাই যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিকভাবে অলস এবং এই বিষয়ে মনোযোগ দেয় না, সে ঈশ্বরের পরিকল্পনার প্রতি অবাধ্য থাকে। তাকে পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য প্রস্তুত কর নিরাপত্তাবোধ কোনোভাবে পাপ করার সাথে যুক্ত হয়, তখন কী হবে? নিপীড়ন এবং ঈশ্বরের বাক্যের সাথে সম্পর্কিত অনেক উপায় আছে।

জগৎ আরও কলুষিত হলে, যা আগে হয়তো কেবল অপরিণত এবং পাপহীন ছিল, তা-ও পাপে পরিণত হতে পারে এবং কারও মধ্যে এমন এক মানসিকতা তৈরি করতে পারে যা তাকে প্রভুর পথে চলা থে আরেকজন মানুষের কথা মনে পড়ল, যার...

একজন অসুস্থ খ্রিষ্টান ব্যক্তিকে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে, ঈশ্বর হয়তো সত্যিই কথা বলতে চাইছেন।

আপনার এই অসুস্থতার সময়ে আপনার জীবনের কোনো একটা বিষয় নিয়ে তিনি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি শুধু হেসে বললেন, "আমি শুধু সুস্থ হতে চাই। এখন আমার প্রার্থনা করতে ইচ্ছে করে এতে নিজে থেকে পাপের কী ছিল? হয়তো ছিল, কিন্তু বলা কঠিন। আপনি সত্যিকারের কষ্টের মধ্যে আছেন। এর মোকাবিলা করা সত্যিই খুব কঠিন হতে পারে এবং আমরা সবাই বুঝতে পারি কেন।

এমন মানুষ শুধু ঘুমাতে চাইবে। কিন্তু একই সাথে, বাইবেলে এমন সময়ের কথাও বলা হয়েছে।

যেখানে ঈশ্বর মানুষের সাথে কথা বলতে চান, তাদের অনুসরণ করেন এবং অসুস্থতার সময়ে তাদের সংশোধন করেন। আমি বিশ্বাস করি

ইয়োব ৩৪, ইয়োব ৩৩, ৩৪, আমি এখন সে বিষয়ে বিস্তারিত বলব না। তো, যখন দুঃখকষ্ট আসে, খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য আপনাকে সেই দুঃখকষ্টের মুখোমুখি হতেই হবে। এর কোনো উপায়ই নেই যে

আপনাকে প্রার্থনা করতে হবে। বিশ্বস্ত থাকার জন্য, প্রতিমাপূজা না করার জন্য, এবং এগিয়ে চলার জন্য আপনাকে দুঃখকষ্টের মাঝেও ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। ওই লোকটি হয়তো তার ওই মনোভাবের যে পতনের পথ তৈরি করেছিল, এমনটা নিশ্চিতভাবেই থাকতে পারে।

শুধু না চাওয়ার মাধ্যমে, হয়তো আমার ভেতরের আরও গভীর কিছু বিষয়ের মোকাবিলা করতে ইচ্ছুক না হওয়ার মাধ্যমে দূরে সরে যাওয়া।

এমন একটি হৃদয় যা প্রভু পরিশুদ্ধ করতে চান এবং যা কেবল আরও ভালো হতে চায়। এটাই হয়তো তাকে সেই গভীরতা অর্জন থেকে বিরত রাখছে, যা আরও বড় দুঃখকষ্ট এলে এগিয়ে চলার জন্য তার প্রয়ে

তার প্রতি। আমি নির্বাচনের ফলাফলের কথাও ভেবেছিলাম। এই বাইবেল পাঠের সময় আমি রাজনীতি বা নির্বাচন নিয়ে কথা বলব না, শুধু এটুকু বলতে চাই যে, কোনো রাজনৈতিক নির্বাচন নিয়ে অতিরিক্ত ভালো জিনিস নয়, কারণ নির্বাচনটা কি আদৌ গুরুত্বপূর্ণ?

আমাদের দেশের বা নির্বাচন হয় এমন যেকোনো দেশের পরিস্থিতির নিরিখে কিছুটা হলেও কি তাই? অবশ্যই। কিন্তু একই সাথে, কাজ চালিয়ে যাওয়ারও প্রয়োজন আছে।

এমন কিছু বিষয় আছে যার জন্য ক্ষমতায় যেই থাকুক না কেন, আমাদের কেবল ঈশ্বরের উপরেই ভরসা করতে হবে। তাই একটি সংযুক্তি থাকা

আপনার হৃদয়ের গভীরে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটি নির্দিষ্ট দিকে থাকলে, সে বিষয়ে মানুষের উপর আপনার মনের গভীরে এমন আস্থা থাকা, যা আপনাকে একজন রাজনৈতিক প্রার্থীর জয়ে অত্যন্ত প্রার্থীর পরাজয়ে অত্যন্ত হতাশ করে তুলবে। এর মানে খুব সম্ভবত এই ধরনের পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে না চলা। এর মানে খুব সম্ভবত...

গভীরতার অভাব হতে পারে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে রোদের সময়, এটি আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। আর এই ধরনের জিনিসের হাজারো উদাহরণ থাকতে পারে। এক টুকরো...

প্রভুর সান্নিধ্যে আরও গভীরতা লাভের বিষয়ে মার্ক বোলিং যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা হলো, বাইবেল পড়ার সময় নিজেদেরকে বাইবেলের গল্পের ঠিক মাঝখানে স্থাপন করা এবং সত্যিই নিজেকে সেই গল্পের

এবং এমন ভান করা যে আপনি সেখানে ছিলেন এবং ভেবে দেখা যে ব্যাপারটা কেমন হতো, যে...

এর থেকে খ্রীষ্টে এক অভিজ্ঞতা ও গভীরতা লাভ করা যায়। আর এ বিষয়ে আরও একটি কথা। আমি এই অনুচ্ছেদটিকে কোনো বিশ্বাসীর সাথে ভালোভাবে যুক্ত করার আগেই, আমি এই পরামর্শটি শুনেছিলাম যদি আমরা বিশ্বাসে অবিচল থাকতে চাই যখন

খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার কারণে যখন তাড়না বা কোনো ধরনের কষ্ট আসে, তখন আমাদের প্রয়োজন

ছোট ছোট বিষয়ে বিশ্বস্ত থাকা এবং ছোটখাটো পরীক্ষায় বিচলিত না হয়ে তা মোকাবেলা করা।

আমাদের। এবং আমাদের অন্বেষণ করতে হবে, বিশ্বস্তভাবে সাড়া দিতে হবে এবং ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে, যেন আমরা তাঁর মধ্যে এক নিরাপত্তা খুঁজে পাই যা আমাদেরকে আরও বড় পরীক্ষার জন্য অধ্যায়ের কথা মনে পড়ল, যেখানে যিশু বলেছিলেন, "সতর্ক থেকো, তিনি বিশ্বস্ত; অল্প বিষয়েও তিনি অনেক বিষয়ে বিশ্বস্ত।" এবং আমার যিরমিয় ১২ অধ্যায়ের কথা মনে পড়ল,

৫, যেখানে বলা হয়েছে ঈশ্বর যিরমিয়কে বলেন, এবং তিনি তাঁকে ঠিক এই প্রেক্ষাপটেই বলেন। তিনি ঠিক এই বিষয়টি নিয়েই কথা বলছেন। যিরমিয় ১২:৫ পদে, ঈশ্বর যিরমিয়কে বলেন, "যদি তুমি ক্লান্ত হও

পদাতিক সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, তবে তুমি অশ্বারোহীদের সাথে কীভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে?

এবং

"যে শান্তির দেশে তুমি ভরসা করেছিলে, সেখানেই যদি তারা তোমাকে ক্লান্ত করে থাকে, তবে যর্দন নদীর উত্তাল জলে তুমি কী করবে?" তাই আমি মনে করি, এখানে পাথুরে ভূমির বিষয়টি এমন একজন বিশ্বা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে, যার মধ্যে পরিপক্কতার অভাব রয়েছে, যার খ্রীষ্টে যথেষ্ট দৃঢ়মূল নেই। কিন্তু যেমনটা আমি বলেছি, এই বিষয়ে আমার ভুল ধরিয়ে দেওয়া হলে আমি অবশ্যই তা গ্রহণ করতে প্র আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি এই প্রতিটি ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করছি। আমি মনে করি এগুলো ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমি বিশ্বাস করি যে এগুলোর মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খ্রীষ্টীয় জীবনের একটি দীর্ঘ সময় ধরে উপলব্ধি না করেই কাটিয়ে দিয়েছি। তাই

২২ পদ, "আর যে কাঁটার মধ্যে বীজ গ্রহণ করে, সে সেই ব্যক্তি যে বাক্য শোনে, কিন্তু জাগতিক চিন্তা ও ধনসম্পদের প্রবঞ্চনা সেই বাক্যকে স্পর্শ করে, এবং সে নিষ্ফল হয়ে পড়ে।" আমার মনে হয় মার্কের সু পড়া ভালো। লক্ষ্য করুন, তিনি বলছেন, "এবং সে

"ফলহীন হয়ে পড়ে।" তিনি ফলপ্রসূ হতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু তিনি ফলহীন হয়ে পড়লেন। আমার মনে হয়, মার্ক যেভাবে বিষয়টি বলেছেন, তা বোঝার জন্য মার্ক ৪ অধ্যায়টি বিশেষভাবে দেখা প্রয়োজন। মার্ক ৪: ১৮ এবং ১৯। যিশু বলেন, "আর এরাই কাঁটার মধ্যে বোনা লোক, যারা বাক্য শোনে এবং এই জগতের চিন্তা, ধন-সম্পদের ছলনা ও অন্যান্য বস্তুর লালসা তাদের মধ্যে প্রবেশ করে বাক্যকে রুদ্ধ ব পড়ে।" সুতরাং এখানে তিনি বলছেন, শুধু এই জগতের চিন্তা ও ধন-সম্পদের ছলনাই নয়, বরং অন্যান্য বস্তুর লালসাও।

প্রবেশ করা হচ্ছে। তো এখানকার কাঁটাযুক্ত জমিতে চাষ করা হয়েছিল, বীজ বপন করা হয়েছিল এবং শিকড় গজিয়ে চারা গজিয়ে উঠছিল, কিন্তু জমিটি আগাছা বা কাঁটা থেকে ঠিকমতো পরিষ্কার রাখা হয়নি।

এমন যেকোনো কিছু যা আমাদেরকে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং বিশ্বস্তভাবে তাঁর বাক্যে সাড়া দেওয়া থেকে বিচ্যুত করে,

একটি কাঁটা। পাথুরে জমিতে থাকা লোকটি আরও সরাসরি অবাধ্য ছিল, আরও সরাসরি হয়ে উঠল।

অবাধ্য হয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছিল। কাঁটার মধ্যে থাকা ব্যক্তিটিও অবাধ্য হয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছিল, কিন্তু তারা অন্য বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়েছিল। সুতরাং, যা কিছু আমাদের মনোযোগ অন্য দিকে সরিয়ে দেয়, তা থেকে আমা

ঈশ্বর এবং বিশ্বস্তভাবে তাঁর বাক্যে সাড়া দেওয়া একটি কাঁটার মতো। আমার ১ করিন্থীয়তে পৌলের বলা কথার কথা মনে পড়ে।

১৭, ৭, ২৯ থেকে ৩১। "কিন্তু হে ভাইয়েরা, আমি এই কথা বলি যে, সময় সংক্ষিপ্ত; এখনও বাকি আছে যে

যাদের স্ত্রী আছে, তারাও এমন হোক যেন তাদের স্ত্রী নেই। বিবাহের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ একজন ফলপ্রসূ ব্যক্তির জীবনে ঈশ্বরের বাক্যকে নিয়ন্ত্রণকারী একটি বড় কাঁটা হতে পারে, এবং যারা...

যারা কাঁদে, তারা এমনভাবে কাঁদে যেন তারা কাঁদেনি; যারা আনন্দ করে, তারা এমনভাবে আনন্দ করে যেন তারা আনন্দ করে না; যারা কেনে, তারা এমনভাবে কেনে যেন তাদের কোনো অধিকার নেই; এব তারা এমনভাবে ব্যবহার করে যেন এর অপব্যবহার করছে না।

এই জগতের উদ্দেশ্য, পথের দিশা। যখন কেউ অনায়াসে নতুন কার্যকলাপের সূচনা করে

তাদের জীবন ও নতুন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় যদি তারা এ বিষয়ে সত্যিই প্রার্থনা না করে, এ ব্যাপারে সতর্ক না থাকে যে তা যেন ঈশ্বরের সাথে তাদের সময় কাটানোতে ব্যাঘাত না ঘটায়, ডেকেছেন তা থেকে যেন তাদের বিচ্যুত না করে, তাহলে তারা নিজেদেরকে শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার এবং নিষ্ফল হওয়ার জন্য প্রস্তুত করছে। ভাবুন তো, তার অন্তরে কী বাস করতে আসছে। সে কেবল তার চে সমতল ভূমিটি ভালোভাবে জলসিক্ত। সে দেখল যে এটি বসবাসের জন্য একটি ভালো জায়গা। কিন্তু সে ঈশ্বরকে দেখল না। আর আদিপুস্তক ১৩ অধ্যায়ের শাস্ত্রপদ সেই মুহূর্তে একটি মন্তব্য করে, "কিন্তু ঈশ্ব

সদোমের লোকেরা প্রভুর দৃষ্টিতে অত্যন্ত দুষ্ট ও পাপী ছিল।" তিনি কেবল সেই দৃশ্য অনুসরণ করলেন।

তার চোখে সুযোগ ছিল। আর সেই সুযোগ, প্রথমে তাকে ধার্মিকতা থেকে বিচ্যুত করেনি, কারণ আমরা ২ পিতর ২ অধ্যায়ে পড়ি যে, সদোমে বাস করার সময়, সেই ধার্মিক ব্যক্তি সদোমের দ্বারে দুষ্টদের ম নোংরা কথাবার্তায় ব্যথিত হয়েছিলেন। আমি এটা নিজের ভাষায় বলছি, কিন্তু এটা ২ পিতর ২ অধ্যায়েই আছে। মূল কথা হলো, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার চেয়ে পার্থিব সুযোগকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

এবং তিনি কিছুকাল ধরে সেই পার্থিব সুযোগের সন্ধানে আছেন। তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলির প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন।

এক আপোসমূলক উপায়ে, কিন্তু আমরা জানি অবশেষে লটের সাথে কী ঘটেছিল। তার কারণ আছে...

আদিপুস্তক ১৯ অধ্যায়ে তার কন্যাদের সাথে যা ঘটেছিল, তার পর বিশ্বাস করা হয় যে তিনি একজন অধার্মিক ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

সদোমের ধ্বংস থেকে ঈশ্বর তাকে রক্ষা করার পরেও মানুষ।

এই কাঁটার ব্যাপারটা হলো আরও ধীরে ধীরে ঝরে পড়া। এবং এটা গুরুত্বপূর্ণ যে উভয়ই

আমেরিকার অধিবাসী এবং অ-আমেরিকার অধিবাসী উভয়েই বোঝেন যে, আধ্যাত্মিকভাবে বসবাসের জন্য আমেরিকা কেন এত বিপজ্জনক একটি জায়গা; কারণ সেখানে বিভিন্ন অন্বেষণের সুযোগ এব রয়েছে।

ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ অত্যন্ত, অত্যন্ত প্রবল এবং খুবই, অত্যন্ত শক্তিশালী। আর এই কারণেই মানুষ

অন্যান্য দেশ থেকে যদি তারা আমেরিকায় আসার সুযোগ পায়, তাহলে তাদের সত্যিই প্রার্থনা করতে হবে এবং ঈশ্বরকে দেখতে হবে।

এবং খুব, খুব সতর্ক থাকবেন যেন শতভাগ নিশ্চিত হন যে আপনার এখানে আসাটা তাঁরই ইচ্ছা। এবং

তাহলে যখন আপনি এখানে আসবেন, এই জায়গাটাকে, যতই শান্তিপূর্ণ আর সুন্দর মনে হোক না কেন, একটা যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবেই বিবেচনা করবেন; ঠিক যেভাবে একজন আমেরিকান ৯৯ শতাংশ মুসলিম গেলে বিবেচনা করে বা করা উচিত। সেক্ষেত্রে, ব্যাপারটা খুব কঠিন হবে।

আমাদের আমেরিকানদেরই সামলাতে হবে। কিন্তু আমরা বিপদটা বাইরে থেকেই দেখতাম, অথচ তোমরা আমেরিকায় আসো,

তুমি তা করো না, কাঁটাগুলো সূক্ষ্ম, কিন্তু সেগুলো শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর। আর সেই কারণেই

আমি এমন অনেক রুশ মানুষের কথা পড়েছি যারা উন্নতি লাভ করছিলেন এবং তাদের খ্রিষ্টান জীবনও উন্নতি করছিল।

নিপীড়নের মধ্যে থাকা খ্রিষ্টানরা বিশ্বস্ত থাকার জন্য প্রচণ্ড, সত্যিই প্রচণ্ড, প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন।

প্রভুর কাছে। আর তারপর তারা আমেরিকায় আসার সুযোগ পায় এবং তারা সূক্ষ্মভাবে, সূক্ষ্মভাবে জাগতিক হয়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে পথভ্রষ্ট হয়। আমার বাড়ির ঠিক পাশেই একটি গির্জা আছে। এটা ত বাড়ি। এটি বাফেলোর রাশিয়ান ইভাঞ্জেলিক্যাল চার্চ।

আর আমি ভেতরে হেঁটে আসা লোকগুলোকে দেখতে পাচ্ছি। আমি শুনেছি যে তাদের মধ্যে অনেকেই একসময় বিশ্বস্ত খ্রিস্টান ছিলেন এবং হয়তো কেউ কেউ এখনও আছেন। আমি বলছি না যে কেউ পরিচ্ছদ এবং তাদের সন্তানদের আচরণ দেখেই বোঝা যায় যে আমেরিকা তাদের উপর খারাপ প্রভাব ফেলেছে। তাই আজ রাতে আমি ২৩ নম্বর পদেই থামব, কারণ...

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা এই দৃষ্টান্তটি মনোযোগ সহকারে আলোচনা করেছি। সুতরাং ২৩ পদ, "কিন্তু

"যে উত্তম ভূমিতে তাপ গ্রহণ করে, সে-ই ঈশ্বরের বাক্য শোনে ও বোঝে; সে-ই ফল উৎপন্ন করে ও ফল দেয়; কেউ শতগুণ, কেউ ষাটগুণ, কেউ ত্রিশগুণ।" সুতরাং, আমরা এখানে আমাদের জীবনকে এমন পাই যা ঈশ্বর গ্রহণ করবেন; আর তা হলো ঈশ্বরের বাক্য মনোযোগ সহকারে শোনা, তা বোঝা এবং ফল উৎপন্ন করা, বাধ্য থাকা এবং খুঁজে পাওয়া।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা কেবল বাক্যের শ্রোতা নই, বরং পালনকারী। এমন একটি বিষয় যা যিশু সরাসরি বলেননি বা উল্লেখও করেননি, কিন্তু যারা কৃষিকাজ সামান্যতমও বোঝেন, তাদের কাছে এর ইঙ্গি কেবল সামান্যই বুঝি। এখানে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে সূর্যালোক এবং জলেরও জোগান দেওয়া হচ্ছে। আর আমি মনে করি, এর পেছনে এটি একটি বড় কারণ।

এমনকি ধার্মিক লোকেরাও কিনেছিল, কিন্তু তারা কোথাও একই পরিমাণে ফল উৎপন্ন করেনি।

একশ গুণ, কোথাও ষাট গুণ এবং কোথাও ত্রিশ গুণ। কেউ কেউ আরও ভালো পাচ্ছিল।

নির্দেশনা এবং বিশ্বস্ত বাইবেল শিক্ষা শোনার আরও ভালো সুযোগ ছিল। কেউ কেউ ছিলেন

সাহচর্যে পুষ্ট। কেউ কেউ উন্নততর দৃষ্টান্ত পেয়েছিল এবং উন্নততর দিকনির্দেশনা লাভ করেছিল।

কিছু

কীসে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হচ্ছেন, তা আরও স্পষ্টভাবে জানতে পারলাম। আমরা কয়েকজন সেরার অংশ হতে চাই।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো সেরা গির্জা বেছে নিতে পারি, কিন্তু সম্ভবত তারা যে সেরা গির্জাগুলোর অংশ হতে পেরেছিল, সেগুলো অন্যদের অংশ হতে পারা গির্জাগুলোর চেয়ে অনেক ভালো ছিল। কিছু বি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, কিন্তু আমাদের যা আছে তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার দায়িত্ব আমাদের রয়েছে।

নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর আপনার মনে আছে, পরে মথি ২৫ অধ্যায়ে, ঈশ্বর সেই ব্যক্তির প্রতি ঠিক ততটাই সন্তুষ্ট ছিলেন, যার দশটি প্রতিভা ছিল এবং সে আরও দশটি প্রতিভা অর্জন করেছিল, যেমনটা ি যার দুটি প্রতিভা ছিল এবং সে আরও দুটি প্রতিভা অর্জন করেছিল। যে ব্যক্তি ত্রিশগুণ ফলিয়েছিল, যদি তারা

যিনি শতগুণ ফলিয়েছিলেন, তাঁর প্রাপ্ত আলোর মাত্র ত্রিশ শতাংশ এবং ঈশ্বরীয় দৃষ্টান্ত ও সুযোগের ত্রিশ শতাংশ যদি তাদের থাকত, তাহলে তারা ন্যায়পরায়ণ হত।

ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য। কিন্তু মূল কথা হলো, আমাদের কাছে প্রত্যাশা করা হয় যে আমরা ঈশ্বরের বাক্য শুনব, তা যথাসাধ্য বোঝার চেষ্টা করব, তা পালন করব এবং সর্বোত্তম উপায়ে সত্যকে প্রকাশ কর

আমরা যতটা পারি। আগামী সপ্তাহে যখন আমরা গম ও শস্যের দৃষ্টান্তমূলক গল্পে পৌঁছাব, তখন আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেখতে পাব যা দিয়ে আমি এখন শেষ করতে চাই। আমি পুনরাবৃত্তি করতে চাই

আগামী সপ্তাহে এটি নিয়ে আলোচনা করব, কারণ এটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা যে আমি সত্যিই মনে করি এটি বুঝতে পারলে পরিচর্যা এবং খ্রিষ্টীয় জীবন সম্পর্কে প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গিই বদলে যাবে।

আমরা যা কিছু করি তার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব কী হতে পারে, তা বিবেচনা করে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা। সুসমাচারের বীজ সারা বিশ্বে বিক্রি হয়। মাল্টিট্রাস্ট সারা বিশ্বে বিক্রি হয়। এখানে বহু কিছু মানুষ তা গ্রহণ করার জন্য পর্যাপ্ত মনোযোগ দেয় না।

বার্তাটি সত্যিই। আর যারা বার্তাটি পেয়েছে, তাদের মধ্যে কেবল তারাই সাড়া দিয়ে যায়।

বাক্যের প্রতি, যেন বেড়ে ওঠা যায়, যেন পরিপক্ক হওয়া যায়, যেন উপযুক্ত হওয়া যায়, যেন ফসল তোলার জন্য প্রস্তুত হওয়া যায় এবং বাক্যের শস্যভাণ্ডারে কিনে নেওয়া যায়। সেই সমস্ত বীজ বপন, সেই জলসেচের পর...

সূর্যালোকের ভূমিকা ছিল, সমস্ত উপাদান, আমরা কেবল গম ও শস্যের শেষে তা দেখতে পাব, যা বাইবেলের ৪১ নং পদের সাথে খুব সম্পর্কিত হবে। হ্যাঁ, আমি এটা গুলিয়ে ফেলছি, ওহ হ্যাঁ, আমি দুঃখিত, যীশু

দৃষ্টান্তটির একেবারে শেষে, কিন্তু ৩০ পদে, যখন তিনি কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই দৃষ্টান্তটি বলছেন, তখন তিনি বলেন, "তোমরা প্রথমে অশ্রুসমূহ সংগ্রহ কর এবং তা বাঁধো

"আঁটিগুলো পুড়িয়ে ফেলো, কিন্তু গমগুলো আমার গোলাঘরে জমা করো।" কেবলমাত্র যা বীজ গ্রহণ করেছিল এবং ফসল দিতে থাকল, এত কিছুর পরেও কেবল তাই প্রকৃতপক্ষে কাটার যোগ্য হয়েছিল।

কাজ এবং আসলে তাকে বাঁচিয়ে খামারবাড়িতে কিনে আনা হচ্ছিল। তাই শুধু গুরুত্বের সাথে

এই সবকিছুর পর, এই সপ্তাহের জন্য আমি এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ, ব্রাদার অ্যারন। অনুমতি পেলে আমি খুব সংক্ষেপে শুরু করি। আমার মনে হয়, আমরা গত সপ্তাহে এই বিষয়ে কথা বলেছিলাম , মনোযোগ দিই তা হলো বিদেশের ধর্মপ্রচার ক্ষেত্র, যা অত্যন্ত উর্বর একটি ক্ষেত্র।

যিশু খ্রিস্টের বীজ বপন করুন। এটা সত্যিই তাই। ভাই অ্যারন, এটা আমাদের বলে যে আপনি দেখেন

ধর্মগ্রন্থে এমন কিছু কথা আছে যা আমাদের প্রচার করা উচিত নয়। এখন আমাদের কিছু প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।

কোথায়, আর আমার মনে হয় আপনি সপ্তাহ দুয়েক আগেও এই বিষয়ে কথা বলেছিলেন, কিন্তু এমন কোনো জায়গা আছে কি?

আমাদের কি সুসমাচার প্রচার করতে যাওয়া উচিত নয়, নাকি এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে আমাদের আরও ঘন ঘন প্রচার করতে যাওয়া উচিত?

সুসমাচারকে আরও ফলপ্রসূ করার জন্য? আমি জানি সুসমাচার সব জায়গায় শোনা দরকার, প্রশ্নটা সেটা নয়। প্রশ্নটা হলো, যাতে এখানকার প্রত্যেকে বাইরে যায়

তিনি গৃহে যান এবং সুসমাচার প্রচার করেন। আমি বলতে পারি যে আমি আমার পরিচিত সকলের পক্ষ থেকে কথা বলছি।

আমি এখানে ব্যক্তিগতভাবে এমন অনেককে চিনি যারা সুযোগ পেলেই বাইরে গিয়ে সুসমাচার প্রচার করেন। তাহলে কি কিছু আছে?

বাইবেল অনুসারে আপনি কি এমন কিছুর ইঙ্গিত দিতে পারেন যা আমাদের বলবে কোথায় এবং কীভাবে তা করতে হবে? সম্ভবত এটি একটি খুব সাধারণ প্রশ্ন, কিন্তু আমি কিছু বলব না। আমরা বিদেশে আমরা মাঝে মাঝে সেখানে যাই। ব্রেট, আপনি কি এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলতে পারেন?

আচ্ছা, আমি একটা কথাই বলব যে, যখনই কেউ কোথাও ধর্মপ্রচার করে, এবং আমি বিশ্বাস করি

সকল মিশনারির ক্ষেত্রে এই বিষয়টির ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে, কিন্তু কয়েকজনের ক্ষেত্রে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয়তো তেমন নয়। আমি জানি এখানকার অনেক রাস্তার ধর্মপ্রচারক তা করেন না।

এর উদ্দেশ্য হলো, যখন আমরা কোথাও সুসমাচার প্রচার করি, তখন আমাদের এমন পরিকল্পনা থাকা উচিত যে, যদি কেউ খ্রীষ্টের কাছে আসে, তবে সে যেন তাঁর মধ্যে আরও গভীরভাবে প্রোথিত ও গড়ে ওঠে

যদি আপনি কোনো মণ্ডলী শুরু না করেন বা আপনার নিজের কোনো মণ্ডলী না থাকে, তবে অন্য কোথাও ধর্মপ্রচার করতে অসতর্ক হন।

আপনি যে এলাকায় প্রচার করছেন, সেখানে বা আশেপাশে এমন কাউকে চেনেন না যার কাছে আপনি তাদের পাঠাতে পারেন। আমি বলছি না যে, যেখানে এমনটা হয় না, সেখানে ঈশ্বর কাউকে কখনো পাঠ

কিন্তু আমি শুধু এটাই বলতে চাইছি যে, বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। যদি আশেপাশে কোনো গির্জা না থাকে বা এমন কোনো গির্জা না থাকে যেখানে আমরা লোকেদের পাঠাতে পারি, তাহলে আমাদের করা উচিত, "আপনি আমাকে আসলে কোথায় পাঠাচ্ছেন?" আমি এটাও বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর যদি আমাদের কোনো সুযোগ পাঠান, এমনকি যদি সেখানে কোনো

এমন কোনো গির্জা নয় যেখানে আগে থেকেই কেউ থাকে বা কাউকে পাঠাতে পারে, যদি ঈশ্বর আমাদের সেই সুযোগ পাঠান। আমি বলছি না যে সুযোগ সামনে এলে প্রচার করবেন না, কিন্তু আমি সেইসব লে কোনো এক সপ্তাহান্তে কোনো শহরে যায়, সেখানে কোনো বিশ্বস্ত খ্রিস্টানকে চেনে না এবং চলে আসে। আমি এই ব্যাপারটাই বোঝাতে চাইছি। এটা একটা চমৎকার উত্তর। আমি তো এটা ভাবিইনি। আসলে আমি অনেকের সাথে কথা বলেছি।

ভাইদের মধ্যে। সব বড় শিষ্যদের চেনাটা অদ্ভুত। আমি একজন ভদ্রলোককে চিনি।

তার পটভূমিটা অনেকটা আমার মতোই, উদ্যোক্তা এবং এই জাতীয় সব ভালো দিক। তিনি একসময় খুব ধনী ছিলেন এবং প্রভুর জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছেন। তিনি এখন আফ্রিকায় একজন পূর্ণকালী রোজবেরি। তিনি অনেক সত্য দিয়ে কিছু অসাধারণ ব্লগ আর্টিকেল লিখেছেন। তিনি সেইসব নামধারী খ্রিষ্টানদের উপর খুব কঠোর আঘাত হানেন যারা ঈশ্বরের পথে চলে না।

হাঁটতে। তার একজন তরুণ শিষ্য ছিল। তার বয়স বাড়ছে। তার একজন তরুণ শিষ্য ছিল।

তাকে। এই যুবকটির সাথে দেখা হওয়ার আগে সে সঠিক পথে চলছিল না। ঈশ্বর তাকে তার জীবনে এনেছেন, আমি...

অবশ্যই। যাইহোক, উনি বলেন আমরা নাকি খ্রিষ্টের শিষ্য হতে পারি না। মাফ করবেন। আমরা তো শিষ্য তৈরি করতে পারি না।

যদি না আমরা শিষ্য হই। এটা একটা বিরাট, বিরাট সত্য। আজ রাতে কলে যারা আছেন, আমি তাদের সবাইকে এটা জানিয়ে দেব। এটা আসলে দুই পর্বের একটি লেখা, যা আপনারা যদি এখনো না পড়ে উচিত। এটা আমাকেও অনুতপ্ত করেছে। আমি প্রতিদিন এই বিষয় নিয়ে কাজ করি। এটা আমাকে ভীষণভাবে অনুতপ্ত করেছে।

এটা একদম সত্যি। আমরা কেমন করছি তা বিচার করার আসল উপায় হলো আমাদের দিনের কতটা সময় আমরা ব্যয় করছি তা দেখা।

অন্যদের শিষ্যত্ব প্রদানে ব্যয় করেছে। আমাদের সপ্তাহের কতটা সময় অন্যদের শিষ্যত্ব প্রদানে ব্যয় হয়েছে? আমরা কি এর থেকে কোনো ফল পেয়েছি... আমি জানি অনেকেই সেই পদটির কথা বলেন যেখা

জল বীজ রোপণ করেছিল। আমি জল দিয়েছিলাম আর ঈশ্বর তার ফলন দিয়েছিলেন।" বেশ, আমরা সবাই শিষ্য প্রস্তুতকারী। আমাদের সেদিকেই মনোযোগ দেওয়া উচিত। খুব ভালো বলেছেন, ভাই। আমি করব, কারণ অনেকেই এর জন্য অনুরোধ করেছেন। এটা এমন একটা...

আপনি খুব ভালো একটি বিষয় তুলে ধরেছেন যে, যখন আমরা প্রচার করতে যাই, যদি আমাদের হাওয়াই যাওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়, আমার বিশ্বাস, আমাদের প্রথমে হাওয়াইতে শক্তিশালী ভাইদের এইমাত্র একটি চমৎকার বিষয় তুলে ধরেছেন।

ওঠো, ভাই অ্যারন। বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে, কারণ, হ্যাঁ,

কী হবে যদি... এবং সমস্ত গৌরব ঈশ্বরেরই, তাই না? যখন কেউ খ্রীষ্টের কাছে আসে, আমাদের আছে

তাদের শিষ্যত্বে আনা, তাদেরকে একটি ভালো স্থানীয় মণ্ডলীর সাথে যুক্ত করা, সেটা গির্জা হোক বা অন্য যা কিছুই হোক না কেন, কিন্তু একটি সত্যিকারের গির্জা। এই বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য আপনা কেউ?

আপনার কি কোনো প্রশ্ন আছে? বাংলাদেশ থেকে কোনো প্রশ্ন আছে? ভাই ড্যানিয়েল অথবা ভাই হিলটন, ভুলবেন না।

আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে মিউট খুলে ফেলুন। হে, হিলটন ভাই। হ্যাঁ, ঈশ্বরের প্রশংসা হোক।

আমেন। আপনার কণ্ঠস্বর শুনে ভালো লাগলো। আপনি কেমন আছেন? আপনারা সবাই কেমন আছেন? খুব ভালো। কোনো প্রশ্ন আছে?

আমরা প্রত্যাহার বন্ধ করার আগে? বলুন। আমার একটা প্রশ্ন আছে। আসলে, গতকাল আমরা সান্তোর বাড়িতে ছিলাম। সেখানে আমরা তার বাড়িতে একটা ছোট প্রার্থনা সভা করেছি। তারপর সেখানে আমার

আমি যিশু খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে একটি প্রশ্ন শুনেছি। একজন ব্যক্তি জানতে চান যে, যিশু খ্রিস্ট কি খুব শীঘ্রই আসবেন, কিন্তু এই আগমনটি কি তাঁর দ্বিতীয় আগমন, নাকি তিনি অন্য কোনো দিন

বারবার, ঊর্ধ্বলোকে দ্বিতীয় আগমন। বুঝতে পারছেন, ভাই? হ্যাঁ, ভাই হিলটন। এটা একটা ভালো কথা।

প্রশ্ন। যারা মহাক্লেশের পূর্বে মহাপ্রত্যাগমনে বিশ্বাস করে, তাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে যিশু যাচ্ছেন।

দুটি দ্বিতীয় আগমন হবে। তারা বিশ্বাস করে যে, তিনি তাঁর লোকদের তুলে নেওয়ার জন্য গোপনে আসবেন এবং তারপর সাড়ে তিন থেকে সাত বছর পর বিশ্বকে বিচার করার জন্য প্রকাশ্যে আরও একটি দ্বি করি যে, তাঁর লোকদের তুলে নেওয়ার জন্য আগমন এবং দ্বিতীয় আগমন...

জগৎকে বিচার করার জন্য একটিই আগমন ঘটবে, যাতে দ্বিতীয় আগমনও কেবল একবারই হয়। সাধারণ যুক্তিই তো তাই বলবে। আমি প্রকাশিত বাক্য ১৬ অধ্যায়ে যাব। এরকম অনেক, অনেক, অনেক শাস্ত্র

এই বিষয়ে যা বলা যেতে পারে। প্রকাশিত বাক্য ১৬ অধ্যায়ে, আমরা শয়তান, অর্থাৎ ভণ্ড ভাববাদীর সংকট-বিরোধীর সংকট-বিরোধী রূপ দেখতে পাই। তারা আরমাগেডনের যুদ্ধের জন্য পৃথিবীকে প্রস্তুত কর আমি দেখলাম, প্রথমে নাগের মুখ থেকে তিনটি আত্মা বের হয়ে আসছে,

এবং পশুর মুখ থেকে, এবং ভণ্ড নবীর মুখ থেকে। কারণ তারা

শয়তানের আত্মারা কি অলৌকিক কাজ করছে।" আমরা গত সপ্তাহে এই পদটি একটি ভিন্ন প্রসঙ্গে দেখেছি, যা পৃথিবীর ও সমগ্র বিশ্বের রাজাদের কাছে যায়, যেন তারা যুদ্ধের জন্য একত্রিত হয়, যেন মহাদিনের যুদ্ধে একত্রিত হয়। আমাদের কাছে আছে

সমগ্র বিশ্ব ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আসছে। চূড়ান্তভাবে, তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। আমি বিশ্বাস করি তারা

দেশ দখল করতে এবং ইস্রায়েলের মধ্য থেকে ঈশ্বরের উপাসনার সমস্ত অবশিষ্ট চিহ্ন ধ্বংস করতে চাইছে। তারপর ১৫ পদে, যিশু বলেন, "দেখো, আমি চোরের মতো আসছি। ধন্য সেই ব্যক্তি যে সজাগ থাকে

তিনি তাঁর বস্ত্র রক্ষা করেন। ধন্য তিনি নগ্ন হয়ে হাঁটেন, এবং তারা তাঁকে দেখে লজ্জিত হয়।" আমরা পূর্ব থেকেই জানি

বইটির ৩, ৫ এবং ৬ অধ্যায়ে, কেবল তারাই যারা এমনকি... কেবল তারাই হবে যারা

তাদেরকে নিজেদের পোশাকও রেখে দিতে হতো, কারণ অবিশ্বাসীরা ইতিমধ্যেই নগ্ন থাকতো।

তারা

ইতিমধ্যে সাদা পোশাকে থাকবে না। ৩, ৫ এবং ৬ নং অধ্যায়ে, যিশু সার্দিসের মণ্ডলীকে বলেন

৩:৪ পদে, "সার্দিসে তোমার এমন অল্প কয়েকজন লোক আছে যারা নিজেদের বস্ত্র কলুষিত করেনি, এবং তারা আমার সঙ্গে শ্বেতবস্ত্রে চলবে, কেননা তারা যোগ্য। যে ব্যক্তি তাদের পরাজিত করবে, তাকে হবে, এবং আমি তার নাম মুছে ফেলব না।"

জীবন-পুস্তকের, কিন্তু আমি আমার পিতার সামনে ও তাঁর দূতদের সামনে তাঁর নাম স্বীকার করব।

যিনি সেখানে আছেন, তিনি যেন মণ্ডলীগুলোর অধীনে আত্মার কথা শোনেন।" তারপর

১৫ পদে, আমরা যীশুকে এই বলে উৎসাহিত করতে দেখি, "ধন্য সেই ব্যক্তি যে সজাগ থাকে এবং নিজের বস্ত্র রক্ষা করে। ধন্য সেই ব্যক্তি যে নগ্ন হয়ে চলে, আর লোকেরা তাকে দেখে লজ্জিত হয়।" দ্বিতীয় প্রকৃত খ্রীষ্টানরা থাকবেন। ১৬ পদে, আমরা দেখি খ্রীষ্টারি তাদের একত্রিত করবে।

হিব্রু ভাষায় আরমাগেডন নামক স্থানে। ১৭ পদে, "এবং সাতজন স্বর্গদূত ঢেলে দিলেন

তাঁর বছরের সহিংসতা শেষ হলে, স্বর্গের মন্দির থেকে সিংহাসনের মধ্য থেকে একটি গ্রীক বাণী ভেসে এলো, 'সব সম্পন্ন হয়েছে।'" তখনই খ্রীষ্ট ফিরে এসেছেন। খ্রীষ্টের ফিরে আসার ঠিক আগে আমরা পৃথি আপনি যদি লূকের ১৭ অধ্যায়ে যান, সেখানে শুধু...

এটা প্রমাণ করার জন্য অনেক শাস্ত্রপদ দেওয়া যেতে পারে। তাই ১৭২৬ সালে, যিশু বলেন, "আর নোহের দিনের মতো, মনুষ্যপুত্রের দিনেও তাই হবে। তারা খেত, পান করত, বিবাহ করত, তাদের বিবা পৃথিবীতে প্রবেশ করলেন।"

তিনি সিন্দুকের মধ্যে প্রবেশ করলেন, আর সেই পদদলন এসে তাদের সকলকে ধ্বংস করল। ঠিক তেমনি কোন দিনগুলিতেও এমনটাই ঘটেছিল? তারা খেত, পান করত, কিনত, বেচত, রোপণ করত, নি সদোম থেকে বেরিয়ে গেলেন, সেদিনই আকাশ থেকে আগুন ও গন্ধক বর্ষিত হয়ে তাদের সকলকে ধ্বংস করল। মনুষ্যপুত্র যেদিন প্রকাশিত হবেন, সেদিনও ঠিক এমনই ঘটবে।"

সুতরাং আমরা ধর্মগ্রন্থে সেই সত্যটিই দেখতে পাই। এটি সেই দিন যেদিন পরিত্রাণপ্রাপ্তদের তুলে নেওয়া হয়।

বেরিয়ে যাও। এটা সেই দিন যেদিন দুষ্টদের উপর ক্রোধ নেমে আসে। সুতরাং যারা ধার্মিকদের সম্পর্কে বলার চেষ্টা করে...

যোসেফের দুষ্টদের কাছে খ্রীষ্টের ফিরে আসার বহু বছর আগে, মহাক্লেশের পূর্ববর্তী এক উত্থানে তাদের তুলে নেওয়া হবে এবং তারা খ্রীষ্টের আগমনকে বিভক্ত করে। তারা দ্বিতীয় আগমনকে, অর্থাৎ দুটি সেই শাস্ত্র থেকে দেখতে পাই যে তারা এই বিষয়ে একমত। ব্যাপারটা কি পরিষ্কার, ভাই?

হ্যাঁ, ওটা খুব, খুব, খুব ভালো ছিল ভাই। বুঝতে পেরেছ ভাই হিলটন? আমি তো জানতামই।

আমার মনে হয় উত্তরটা আরেকটু দীর্ঘ বা বেশ খানিকটা দীর্ঘ, তাই আপনি বলতে পারেন, হ্যাঁ, সে।

আমেন, ভাই অ্যারন। আমরা এই মুহূর্তে তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছি না। আমি একসময় বিশ্বাস করতাম যে বেশিরভাগ পেন্টেকস্টাল চার্চ এবং অধিকাংশ গির্জা...

অন্তত আমেরিকায় এবং বিদেশেও লোকেরা মহাক্লেশের পূর্ববর্তী উত্থানে বিশ্বাস করে, যা ভাই অ্যারন এইমাত্র বললেন যে সত্য নয়। এখন, ভাই, আমি জানি না আপনি এটা জানতেন কি না।

কিন্তু অনেক বছর আগে এমন পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছিল, অন্তত এমনটাই গুজব ছিল, যেখানে তারা দুজন খ্রিস্টান এয়ারলাইন পাইলট রাখবে না। তারা নির্দিষ্ট কিছু লোককে নির্দিষ্ট কিছু পদে নিয়োগ দেবে ছিল কি না, কিন্তু ব্যাপারটা যৌক্তিক মনে হয়, কারণ তারা তো এটাই বিশ্বাস করে, তাই না? তো যাই হোক, আপনি এখানে যেকোনো অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে কথা বলতে পারেন, কিন্তু ভাই হিলটন, প্রশ্নটা খুব করার আগে আপনাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে?

হ্যাঁ, আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে। আজ দুপুরে খাবারের সময় আমার এক বন্ধুর সাথে কথা বলছিলাম এবং সে...

এক ভদ্রলোকের বাড়িতে দুটি ছোট বাচ্চা আছে এবং আমাদের মধ্যে পাপীদের ওপর ঈশ্বরের বিচার, শেষ সময়ের অগ্নি হ্রদ ও এই জাতীয় বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল।

পাপীদের পরিণতি কী হয়। আর তার দৃষ্টিভঙ্গিটা হলো, এটা দেখা তার জন্য সত্যিই খুব কঠিন ছিল। জানেন, তিনি একজন বিশ্বাসী, কিন্তু আমি এখনও জানি না ঠিক কতটা। মানে, বাইবেল নিয়ে আমি যা বলি হন কি না, আর আমরা ইদানীং এটা নিয়ে প্রায়ই কথা বলি। কিন্তু আমার মনে হয়, তার সবচেয়ে বড় দ্বিধার বিষয় ছিল এই অনন্তকালের ধারণাটা।

হেল বলল, "আমি একজন বাবা, আমার দুটি ছোট বাচ্চা আছে।" আর তাদের জীবনের এই পর্যায়ে এসেও, তার বড় বাচ্চার বয়স মাত্র দুই বছর। সে আরও বলল, যদি সে যথেষ্ট ঘুম না পায়, তাহলে সে খুব বিদ্রোহীও হয়ে উঠতে পারে।

এখন। কিন্তু সে বলল, আমি কখনোই তা করব না, আমার ছেলে তো পৃথিবীতে গিয়ে মানুষ খুন করতে পারে যখন

সে বড় হয়ে যাবে, কিন্তু আমি তবুও চাইব না, জানেন তো, সে তো আমারই ছেলে, আমি তবুও তাকে অগ্নি হ্রদে নিক্ষেপ করতে চাইব না। আর আমার মনে হয়, এখনকার সংস্কৃতিতে আমরা চেষ্টা করি, আমাদে

পাপকে লঘু করে দেখানো এবং ঈশ্বরকে প্রায় খলনায়ক হিসেবে চিত্রিত করা, যেমন, ওহ্, ঈশ্বর তো খুবই জঘন্য কারণ...

তিনি পাপীকে অনন্ত যন্ত্রণার জন্য অগ্নি হ্রদে নিক্ষেপ করবেন। কিন্তু পাপ যে কতটা ভয়ঙ্কর, তা আমরা বুঝতে পারি না। আমার মানে, এটা পাপের আসল ভয়াবহতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু তুমি কি

আপনার কাছে কি এমন কোনো নির্দেশনা বা ধর্মগ্রন্থের বাণী আছে যা এই ধরনের বিষয়ে সাহায্য করতে পারে?

এমন কোনো বিষয় বা ওই জাতীয় কিছু, যা ওই লোকটির জন্য একটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যাতে সে বিষয়টি আরেকটু ভালোভাবে বুঝতে পারে? আচ্ছা, আমার মনে হয়, আপনি নিজেই আপনার প্রশ্নের উত্তর দি

হ্যাঁ, তাকে পাপের স্বরূপ এবং তা আরও ভালোভাবে বোঝার বিষয়ে শেখানো দরকার।

পাপ কী এবং তাঁর পবিত্রতায় ঈশ্বর কে। তবুও তিনি মানুষের মতো নন এবং তাঁর ক্রোধ মানুষের ক্রোধের মতো নয়, বরং বিশুদ্ধ। তাই আমি শুধু, আমার মনে হয় আপনি শুধু, আমার মনে হয়

তার যা জানা দরকার, তাকে যা বলা প্রয়োজন, সেই দিক থেকে আপনি সত্যিই সঠিক পথেই আছেন। আমি শুধু বলব যে, যারা বলে, 'আমি আমার ঘোর শত্রুকেও নরকে যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখতে চাই না' জানা জরুরি যে, তাদের ঘোর শত্রুকে নরকে যন্ত্রণা দেওয়া তাদের কাজ হবে না, কারণ যাকোবের ১ অধ্যায়ে যেমন বলা হয়েছে, ক্রোধ...

মানুষের কর্ম ঈশ্বরের ধার্মিকতা পালন করে না। রোমীয় ১২, প্রভু বলেন, প্রতিশোধ আমারই। সুতরাং এটা সঠিক। ঈশ্বরের ক্রোধ এবং ঈশ্বরের প্রতিশোধ সর্বদা সঠিক।

আধিক্যবশত মানুষের ক্রোধ ও মানুষের প্রতিশোধ, যদি তা যিশুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়

মন্দিরের অভ্যন্তরে, যেহেতু সে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধীনে ছিল এবং তাঁর এখতিয়ারভুক্ত বিষয়েই কাজ করছিল, তাই তা সঠিক ছিল। কিন্তু মানুষের ক্রোধ কখনোই সঠিক নয়, শুধুমাত্র ঈশ্বরের নিজস্ব কর্ পর্যন্তই হতে পারে, যা তিনি ক্ষমতা অর্পণ করেছেন।

নাহলে এটা পাপ। আর আমার মনে হয়, ঈশ্বরের পবিত্রতা ও মানুষের পাপময়তা সম্পর্কে তার একটা শিক্ষা পাওয়া দরকার। এটাই হলো মূল দিকনির্দেশনা।

আমি সেখানে যাব। চমৎকার। ধন্যবাদ, ভাই। চমৎকার প্রশ্ন। এটাও এমন একটা বিষয় যে, অনেক মানুষ আছেন যারা সহজভাবে... তাই অন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে আমরা রেকর্ডিংয়ে করতে পারি। ঠিক আছে এরপর আমরা ফেলোশিপে যাব, কিন্তু গ্লোব অ্যান্ড ওয়ারশিপে আপনার সাথে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। এটি একটি বাইবেল পাঠ।

বুধবার সকালে বিদেশে। যারা সরাসরি শুনছেন, আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সেখানে পৌঁছানোর পর আমরা কথা বলব। আর যারা রেকর্ডিং শুনছেন, আপনাদের সবাইকে আমাদের ভালোবাসা না কেন, মিশন ক্ষেত্রে আপনাদের কাজ চালিয়ে যান; সেটা যুক্তরাষ্ট্রে হোক বা অস্ট্রেলিয়ায়। আমি জানি...

হেইডেন, আমরা সারা বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে আপনার কথা শুনব। আপনি যে অবিচলভাবে কাজ করে গেছেন এবং কখনো পেছনে ফিরে তাকাননি, তার জন্য আমরা সত্যিই আপনার প্রশংসা করি। ঈ

মথি লিখিত সুসমাচারের ফাইল-অধ্যয়ন – অধ্যায় ১৩-২৪ – ১৩-৫৮ (শেষ) সপ্তাহ ১৩

শুভ সন্ধ্যা সবাইকে এবং গ্লোবাল মিশন ফর চিলড্রেন বাইবেল স্টাডির আরেকটি পর্বে স্বাগতম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পূর্বাঞ্চলীয় সময় অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে দুপুর ১২:৩০ মিনিটে আমরা একটি চমৎকার শিক্ষার মাধ্যমে খ্রীষ্টের দেহকে গঠন করি।

অংশগ্রহণের জন্য আমরা আমাদের সকল মিশন সহযোগীদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। যদিও তাঁরা এই মুহূর্তে অনলাইনে নেই, তাঁরা শীঘ্রই যুক্ত হবেন।

এবং অবশ্যই আমরা আপনাদের সবাইকেও ধন্যবাদ জানাই, আমাদের মিশন পার্টনারদের এবং অন্য সবাইকে যারা সরাসরি ও রেকর্ডিংয়ে শোনেন।

বরাবরের মতোই, ব্রাদার অ্যারন এবং আমি অনুরোধ করছি যে, যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে, অনুগ্রহ করে ইমেইল করুন।

আপনি যেকোনো সময় globalmissionforchildren.org ওয়েবসাইটে গিয়ে 'যোগাযোগ' বোতামে ক্লিক করে একটি বার্তা রেখে আসতে পারেন।

আমরা তা অবিলম্বে পেয়ে যাব অথবা আপনি আমাদেরকে jaymond@globalmissionforchildren.org এই ঠিকানায় ইমেল করতে পারেন । তো, আমরা মথি লিখিত সুসমাচারটি পড়ছি এবং এ পর্যন্ত ১২ স

আমরা এখন ১৩ অধ্যায়ে আছি, তাই এখানে প্রায় প্রতি সপ্তাহে একটি করে অধ্যায় পড়া হচ্ছে, বা তার চেয়ে একটু বেশি। আর এই সপ্তাহে আমরা মথি ১৩:২৪ থেকে শুরু করছি।

সুতরাং আমরা এখানে একটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প দিয়ে শুরু করছি, বীজবপনকারীর দৃষ্টান্তমূলক গল্প। তাই আমি এখন বিষয়টি ভাই হারোনের কাছে হস্তান্তর করব।

ভাই অ্যারন, আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য আপনাকে আবারও অনেক ধন্যবাদ এবং আমরা এখন আপনার কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করছি।

আচ্ছা, ধন্যবাদ জিমি। তাহলে আমরা শুরু করব, যেখানে যিশু বীজ ও বীজবপনকারীর দৃষ্টান্তের পর আরেকটি দৃষ্টান্ত দেবেন।

আমি এখানে ২৪ নং পদে সরাসরি মূল বিষয়ে চলে যাচ্ছি।

আমি তাদের কাছে আরেকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বললাম, "স্বর্গরাজ্য এমন একজন মানুষের জন্য অপেক্ষা করছে, যে তার জমিতে ভালো বীজ বুনেছিল।

কিন্তু যখন মানুষেরা নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন তার শত্রু এসে গমের মধ্যে অশ্রু বপন করে নিজের পথে চলে গেল।

সুতরাং আমরা জানি যে, বীজ ঈশ্বরের বাক্য অর্থাৎ সুসমাচারের বার্তার প্রতীক।

আমরা পরে ১ পিতর শাস্ত্র থেকে দেখতে পাব যে, সুসমাচারের বার্তা ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে আসে।

সুসমাচারের বার্তা ঈশ্বরের সমস্ত বাক্যকে সমর্থন করে। আর সেই কারণেই আমরা এখানে ঐ দুটি পরিভাষা একই অর্থে ব্যবহার করতে পারি।

সুতরাং এখন আমরা দেখছি যিশু এক নকল সুসমাচার নিয়ে কথা বলছেন, আরেক ধরনের বীজ যা এমন কিছু উৎপন্ন করবে যা ভোজ্য ফসল নয়।

এমন কিছু যা দেখতে শৈশবাবস্থায় গমের মতো লাগতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি যে গম উৎপাদন করে, তা যে কাটার যোগ্য নয়, তা যেকোনো অভিজ্ঞ কৃষকই জানেন।

সুতরাং, গমের মধ্যে এই অশ্রুবিন্দুর বৈসাদৃশ্য বোঝার জন্য, ঈশ্বরের বাক্যের সাথে এর তুলনা করে ভাবুন।

প্রশস্ত পথের কথা ভাবুন, যীশুকে গ্রহণ করুন, কিন্তু সংকীর্ণ পথের বিপরীতে অধর্মের অনুশীলন করবেন না।

আজ্ঞাবহ হওয়া, যা ঈশ্বরের বাক্যের প্রকৃত বীজ গ্রহণকারীদেরকে অর্জন করতে সাহায্য করে।

২৫ নং পদ থেকে লক্ষ্য করুন যে, শয়তান অন্ধকার ও ছলনার মাধ্যমে কাজ করে।

আমি শুধু কিছু শাস্ত্রপদ তুলে ধরব। আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাব না, কিন্তু যারা শুনছেন এবং শাস্ত্রপদ লিখে রাখছেন, তারা এগুলো লিখে রাখতে পারেন।

২ পিতর ২ অধ্যায়ের ১ ও ২ পদে বলা হয়েছে যে, মণ্ডলীগুলোর মধ্যে ভণ্ড শিক্ষকেরা থাকবে যারা সূক্ষ্মভাবে সর্বনাশা ধর্মদ্রোহিতা নিয়ে আসবে এবং এমনকি সেই প্রভুকেও অস্বীকার করবে যিনি তাদের কিনে

যিহূদা, ৩ ও ৪ পদ, এবং সাধুদের কাছে একবার অর্পিত বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম করা প্রয়োজন, কারণ পরিধানকারীদের মধ্যে কিছু লোক গোপনে প্রবেশ করে।

এমন মানুষদের কথা বলা হচ্ছে যারা পূর্বেই এই দণ্ডাজ্ঞার বিধান করতে প্রস্তুত ছিল, এবং অর্থাৎ সেইসব মানুষদের কথা বলা হচ্ছে যাদের দণ্ডাজ্ঞার পূর্বাভাস পুরাতন নিয়মে দেওয়া আছে বা যা লিখিত রয়েছে

২ তীমথিয় ৩:৬ পদে বলা হয়েছে, কীভাবে বিকৃত খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকারী শিক্ষকেরা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে এবং আমরা এই পাপভারে জর্জরিত নির্বোধ মহিলাটিকে রেখেছিলাম।

আমার মনে হয়, সেই প্রেক্ষাপটে নারীরা আত্মা এবং সমগ্র গির্জাকে উপস্থাপন করেন।

শয়তান ঈশ্বরের বাক্যকে বিকৃত করার জন্য তা অধ্যয়ন করে, যাতে সে এর মধ্যে থাকা সত্যকে জাল করতে পারে। তার উদ্দেশ্য হলো, লোকেরা যেন মনে করে যে তাদের ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হ তাঁর বাক্যের বিপরীত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

আমরা যে প্রতিটি সত্য গ্রহণ করি, তা যদি সত্যিই সত্য হয়, তবে ঈশ্বরের বাক্যের অন্য সবকিছু দ্বারা তা সমর্থিত হওয়া উচিত।

এমন একটিও বিষয় নেই যে, কেউ যদি কোনো শাস্ত্রপদ ব্যবহার করে কিছু বলে, তাহলে তারা অন্য শাস্ত্রপদকে টেনে এনে সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। আর এটা বিশেষভাবে বিপজ্জনক, যখন তা যিশুর প্রভুত্বকে থাকার প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাহ্য করে।

যখন তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাপকে উৎসাহিত করে অথবা পাপপূর্ণ কোনো বিষয়কে ঠিক বলে আখ্যা দেয়।

আর তারা এমন এক মতবাদ শিক্ষা দিচ্ছে যা শেষ পর্যন্ত প্রকৃত বাধ্যতা থেকে দূরে সরিয়ে পাপের দিকে নিয়ে যাবে।

আমরা এখানে মথি ৪:৪ পদটি স্মরণ করতে চাই যে, মানুষ কেবল রুটি দ্বারা নয়, বরং ঈশ্বরের মুখ থেকে নিঃসৃত প্রত্যেকটি বাক্য দ্বারা জীবন ধারণ করবে।

এই ভাবনাটি পুরো অধ্যায় জুড়েই বিদ্যমান।

আমার মনে পড়ছে, ব্রাদার জিমি আমাকে বলছিলেন যে তিনি যখন কেনিয়ায় ছিলেন, আমার ধারণা তিনি ব্রাদার মোজেসের সাথে ছিলেন।

আর তারা 'পবিত্রতা ও অনুতাপ গির্জা' নামের একটি গির্জার পাশ দিয়ে যেত। শুনতে তো চমৎকার লাগছে।

কিন্তু কোনো গির্জার সত্য বা মিথ্যা তার নামে বোঝা যায় না, তা বোঝা যায় তার ফলে। আর সেই ফল প্রকাশ পেতে কিছুটা সময় লাগতে পারে।

কিন্তু বীজের বিশুদ্ধতাই নির্ধারণ করবে শেষ পর্যন্ত ফসলটি কী হবে।

আর এখানে আমার যোহন ৮:৩১ ও ৩২ অধ্যায়ের কথা মনে পড়ছে, যেখানে যীশু বলেছিলেন, "যদি তোমরা আমার বাক্যে স্থির থাকো, তবে তোমরা আমার শিষ্য হবে; নিশ্চয়ই তোমরা সত্যকে জানবে এবং স

আর কেনিয়ার এই হোলিনেস অ্যান্ড রিপেন্টেন্স চার্চটির বেশ সুনাম থাকলেও, জিমি যখন এর কথা উল্লেখ করেছিল, আমার মনে হয় তিনি ছিলেন ব্রাদার মোজেস, ভুল হলে ক্ষমা করবেন।

তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে বললেন, "না ভাই, এটা একটা ভালো নাম, কিন্তু ভালো মণ্ডলী নয়।" আর স্পষ্টতই সেখানে তার ফল দেখা গিয়েছিল। সুতরাং, এই বিষয়টিই এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

শয়তান এক কলুষিত বীজ বপন করে যা গমের মধ্যে অশ্রু উৎপন্ন করে। তাই ২৬ পদে বলা হয়েছে, "কিন্তু যখন চারাগাছ গজিয়ে ফল ধরল, তখন অশ্রুও দেখা গেল।"

এই পদটি সম্পর্কে অ্যাডাম ক্লার্ক বলেন, "ঈশ্বর যখন তাঁর কাজকে পুনরুজ্জীবিত করেন, শয়তানও তার কাজকে পুনরুজ্জীবিত করে। অতএব, ঈশ্বরের অনুগ্রহের কোনো কাজকে কলঙ্কিত করার জন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, যেখানে ঈশ্বর তাঁর আত্মা বর্ষণ করতে শুরু করেছেন, তবে তাতে কোনো দোষ নেই।"

সুতরাং, এই একটি বিষয়ে আমরা ভরসা করতে পারি।

যখন অনুতাপের ফল থাকে, যখন আজ্ঞাবহ শিষ্য থাকে, যখন লোকেরা সত্যিই পাপকে জয় করে পবিত্র জীবনযাপন করে ও বিজয় লাভ করে এবং যখন জাগরণ ঘটে, তখনই পুনরুজ্জীবন হয়।

আপনি জানেন যে শয়তান সেটার ওপর আক্রমণ করবে। আর তার এই আক্রমণ প্রায়শই সূক্ষ্ম হয়, কারণ জগতের পক্ষ থেকে আসা নিপীড়ন, বাহ্যিক নিপীড়ন, প্রকাশ্য তিরস্কার এবং উপহাস...

সেটা তো আছেই, সেটা একটা কারণ। কিন্তু শয়তান আরও অনেক বেশি বিপজ্জনক ও কুটিল যা পাঠাতে চলেছে, তা হলো সে ভ্রান্ত মতবাদসহ মিথ্যা শিক্ষকদের পাঠাবে, যারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে।

এবং ভণ্ড বিশ্বাসীদের নিয়ে আসা, পাপের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে প্রকৃত বিশ্বাসীদেরকে ভণ্ড বিশ্বাসীতে পরিণত করার চেষ্টা করা। আর ২ পিতর অধ্যায় ২-এ, পিতর শেষ পর্যন্ত এই বিষয়টিকেই তুলে ধরেছেন।

আমরা প্রেরিত ২০ অধ্যায়ে পড়ি যে, পৌল ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রাচীনদের সঙ্গে কথা বলছিলেন এবং ২৬ পদে তিনি তাদের বলেন, "অতএব, আজ আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি সকল মানুষের র

কারণ ঈশ্বরের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা তোমাদের কাছে স্পষ্ট করার জন্য আমি তা পরিহার করিনি। অতএব তোমরা নিজেদের এবং সেই সমস্ত মেষপালের বিষয়ে সতর্ক হও, যার উপর পবিত্র আত্মা তোমাদের তত্ত্ব তোমরা ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে প্রতিপালন করো, যা তিনি নিজ রক্ত দিয়ে ক্রয় করেছেন।

কারণ আমি জানি যে, আমার প্রস্থানের পর দুঃখদাতারা তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করবে, এবং তারা মেষপালকে রেহাই দেবে না। আর তোমরা নিজেরাও বিকৃত কথা বলতে শিখবে।

এর অর্থ কেবল এটাই যে, বিপথগামী ভ্রষ্টরা শিষ্যদের নিজেদের দিকে টেনে নিয়ে যায়, এবং প্রকৃত শিষ্যদের চোখের জলে ভাসিয়ে দেয়। অতএব, সতর্ক থেকো এবং মনে রেখো যে, বিগত তিন বছর ধরে আ সকলকে সতর্ক করে চলেছি।

সুতরাং স্পষ্টতই সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে। ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সত্যিই মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন আছে, কারা একটি মণ্ডলীতে প্রবেশ করছে, কারা সেখানে প্রভাব বিস্তার করছে, এবং তারা কি মনোযোগ দিতে হবে।

আর একটি মণ্ডলীর মধ্যে এটি মূলত তত্ত্বাবধায়ক বা প্রাচীনদের কাজ। কিন্তু যারা ঈশ্বরের লোকদের ভালোবাসেন এবং যারা তাঁর বাক্য অধ্যয়ন করেন, তাদেরও এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন থাকা এব অবশ্যই একটি দায়িত্ব।

আর যদি ঈশ্বরের কোনো প্রকৃত কাজ চলতে থাকে, তবে আশা করা যায় যে এই বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্য ঈশ্বরভক্ত পালক ও ঈশ্বরভক্ত প্রাচীনরা থাকবেন।

সুতরাং শেষকালের বিপদ এই যে, মন্দ বীজ বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে এর ফল যখন পরিপক্ক হয়ে তার কলুষিত চরিত্র প্রকাশ করবে, তখন সেই কলুষিত ফলকেই স্বাভাবিক খ্রিষ্টধর্ম বলে মনে হবে।

আর সেই ভালো বংশের চরিত্র অদ্ভুত ও বেমানান বলে মনে হবে। ২ তীমথিয় অধ্যায় ৩, পদ ১ থেকে ৫ দেখুন, যেখানে এটি দেখানো হয়েছে।

আর এটাই দেখায় যে পল ঠিক কাকে বিপদসংকুল বা ঝুঁকিপূর্ণ সময় বলেছেন। একবার বরফঝড়ের মধ্যে থাকার কথা ভাবুন, যখন বাইরেটা ভীষণ পিচ্ছিল।

আমরা সেটাকে বিপজ্জনক বলব। যখন আপনি যুদ্ধের মাঝখানে থাকেন এবং চারদিকে গ্রেনেড উড়তে থাকে, বোমা পড়তে থাকে, তখন সেটা একটা বিপজ্জনক জায়গা হবে।

আর পবিত্রতার উপর শয়তানের আক্রমণের ক্ষেত্রে এটি এক সংকটময় সময়।

২ তীমথিয় ৩ অধ্যায়ে, পৌল তীমথিয়কে বলেন, "এই কথাও জেনে রেখো যে, শেষকালে সংকটময় সময় আসবে। কারণ লোকেরা আত্মপ্রেমী হবে, আমাদের সঙ্গে আসবে, আত্ম-সমর্থক হবে এবং অহংকারী সেই অশ্রু যা প্রকাশ পাচ্ছে।

অবাধ্যতা, বাহ্যিক রূপ, অকৃতজ্ঞ, অপবিত্র, স্বাভাবিক স্নেহহীনতা, সত্যভঙ্গকারী, মিথ্যাবাদী, অসংযম। অসংযমী মানে আত্মসংযমহীন, ভীতু, অবজ্ঞাকারী অথবা সৎ ব্যক্তি। ব্যবসায়ী, দাম্ভিক, উচ্চমনা।

অহংকারী স্বভাবের সাথে সর্বজ্ঞদের সম্পর্ক রয়েছে। যারা মনে করে তারা সবকিছু জানে এবং ভুল স্বীকার করতে নারাজ। উচ্চমনা স্বভাবের সাথে উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের সম্পর্ক রয়েছে, যারা কোনো সংঘের এব থাকে না, বরং সর্বদা উন্নতি এবং নিজের জন্য একটি নাম অর্জনের চেষ্টা করে।

ঈশ্বরপ্রেমীর চেয়ে ভোগবিলাসের অধিক প্রেমিক। আর এটাই বিষয়গুলোকে এত বিপজ্জনক করে তোলে। পদ ৫, "ধার্মিকতার বাহ্যিক রূপ ধারণ করে, কিন্তু তার শক্তিকে অস্বীকার করে; এমন লোকদের থে

স্পষ্টতই, এখানে ঈশ্বরভক্তির একটি রূপ হলো খ্রিষ্টধর্মের বাহ্যিক প্রকাশ। গির্জায় যাওয়া, বাইবেল পাঠ, কথা বলা এবং বাইবেলের বাক্যাংশ ব্যবহার করা, প্রার্থনা করা, এই সবকিছু... যারা বলে, "ওহ, আ ত্রাণকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করি," তাদের পরিত্রাণ লাভের জন্য বাইবেলের পরিভাষা ব্যবহার করা।

এবং তারা সম্ভবত প্রতিদিন গির্জায় যান এবং বাইবেল পড়েন, তবুও তাদের চোখে জল আসে এবং তাদের জীবনই তা প্রমাণ করে, যদিও প্রথমে তা স্পষ্ট নাও হতে পারে।

এখন অনেকেই এই চিন্তায় ক্ষুব্ধ হন যে, খ্রিষ্টান হওয়াটা এই মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে বেমানান। এমনকি কারও কারও ধারণা এমনও যে, কেউ খ্রিষ্টান হয়েও ওইসব গুণের অধিকারী না হতে পারে।

প্রকৃত পবিত্রতা, পাপের উপর প্রকৃত বিজয় এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে একটি সৎ ও নির্দোষ জীবন লাভ করা সম্ভব। এবং আমি মনে করি, যারা এটি শুনছেন তাদের প্রায় প্রত্যেকেই এই ধরনের বিরোধিতার সম্মুখী

অতঃপর, ২৭ পদে বলা হয়েছে, "তখন গৃহকর্তার দাসেরা এসে তাঁকে বলল, 'মহাশয়, আপনার ক্ষেতের বীজগুলো তেমন ভালো নয়, আর এর অর্থ শুধু রোপণ করা।' তাহলে এই অশ্রু কোথা থেকে এলো?"

তিনি তাদের বললেন, 'এক শত্রু এই কাজ করেছে।' দাসটি তাঁকে বলল, 'আমরা গিয়ে ওগুলো কুড়িয়ে আনব, এই কথা আমরা তাদের বলে দেব।' কিন্তু তিনি বললেন, 'না, পাছে তোমরা চোখের জল কুড়িয়ে উ উপড়ে ফেললেন।

শস্য কাটার সময় পর্যন্ত উভয়ই একসঙ্গে বাড়তে দাও। আর শস্য কাটার সময়ে আমি শস্য কর্তনকারীদের বলব, 'তোমরা প্রথমে অশ্রুগুলো একত্র করে পুড়িয়ে ফেলার জন্য আঁটি বাঁধো। কিন্তু গম আমার গে

এই উপকথাটি সম্পর্কে মার্ক বোলানের একটি উক্তি এখানে দেওয়া হলো। উপকথাটি কৃষিকাজের সেই বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত, যার সাথে মানুষ পরিচিত ছিল। গমের ক্ষেত থেকে চোখের জল উপড়ে ফেল

সুতরাং তুমি তাদের উভয়কেই বাড়তে দাও এবং ফসল তোলার সময় আলাদা করে দাও, ঈশ্বরও তাই করবেন। স্বর্গদূতেরা যদি ফসল তোলার আগে তাদের আলাদা করার চেষ্টা করত, তবে তারা সত্যিই ভুল ক

যেহেতু খ্রীষ্টই মানুষের হৃদয়ের একমাত্র ন্যায়সঙ্গত বিচারক, এবং তিনি নির্ধারিত দিনে বিচার করবেনই। অশ্রু হলো বীজ ও বিকৃত মতবাদের ফল, এবং গম হলো খ্রীষ্টের সত্য মতবাদের ফল।

তারা সবাই নিজেদের বিশ্বাসী বলে দাবি করে, কিন্তু অশ্রুর মতোই, তাদের তখন বিশ্বাসী বলে মনে হয় যখন তারা ভিন্ন ধরনের ফল উৎপন্ন করে, যার অর্থ হলো, এই সময়ের মধ্যে শিকড়গুলো সব একাকার হ

এখন লক্ষ্য করুন, কারণ এটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, "আধ্যাত্মিক জগতে অশ্রু গম হয়ে উঠতে পারে, এবং গম অশ্রু হয়ে উঠতে পারে।"

আর এখানে আমার নিজের সংযোজন, "অশ্রু গম হতে পারে, এবং গম অশ্রু হতে পারে যখন তারা শুনতে শুরু করে; যদি একটি অশ্রু অনুতপ্ত হয় এবং খ্রীষ্টের সত্য বাক্যকে গ্রহণ করে, তবে তা গম হয়ে উ

আর যদি শস্য খ্রীষ্টের বাক্য অনুসরণ করা বন্ধ করে দেয় এবং ভিন্ন কোনো সুসমাচারের প্রতি মনোযোগ দেয়, তবে তারা আত্মিক জগতে একটি ফাটল হয়ে দাঁড়াবে।

ভালো গাছ খারাপ গাছে পরিণত হতে পারে এবং খারাপ গাছ ভালো গাছে পরিণত হতে পারে। অনুশোচনা ও মন পরিবর্তন সর্বদা সম্ভব।

সুতরাং ঈশ্বর, যিনি চান না যে কেউ বিনষ্ট হোক, বরং চান যে সকলেই অনুতাপে ফিরে আসুক, তিনি ধৈর্য সহকারে দেখছেন এবং ডাকছেন।

"একদিন সেই ধৈর্যের অবসান ঘটবে এবং বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।" তো, এই উপকথাটি সম্পর্কে এটাই মার্ক বোয়েনের উক্তি।

আমি তাকে এ ব্যাপারে একটি ইমেল পাঠিয়েছিলাম, এবং তিনি সদয় হয়ে উত্তর দিয়েছেন। দেখা যাক।

তাই বিষয়টি আকর্ষণীয়, কারণ ভেবে দেখুন, যদি পৃথিবীতে কোনো দুষ্ট লোক না থাকত, যদি ঈশ্বর এখনই তাদের উপর বিচার আনতেন, কিন্তু ধার্মিকদের চলতে দিতেন, তাহলে অন্য কারো অনুতপ্ত হওয়ার স

আর সেই কারণেই ২ পিতর অধ্যায় ৩-এ বলা হয়েছে যে, প্রভু তাঁর আগমন বিলম্বিত করছেন, যেন সকলে অনুতাপে ফিরে আসে।

সুতরাং এতে করুণা আছে। ঈশ্বর যদি এখনই সমস্ত মন্দের মোকাবিলা করতেন, তাহলে শেষকালে অন্য কারও পক্ষে খ্রীষ্টের কাছে আসার এবং পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো সুযোগ থাকত না।

প্রভু যে ফসলের সন্ধান করছেন, খ্রীষ্টের বাক্যে অবিচল থাকার জন্য ধার্মিকদের একটি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

আর সেই পরীক্ষার একটি বড় অংশ হলো দুষ্টদের মধ্যে বসবাস করার সাথে সম্পর্কিত পরীক্ষাগুলো। তাই ইতালিতে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এটি প্রয়োজনীয়।

অনেক সময় দুষ্টদের দৃষ্টান্তই ধার্মিক লোকদের অনুতপ্ত করতে পারে।

এখন, দুষ্টদের দৃষ্টান্ত সাধারণত খারাপ প্রভাব ফেলে এবং অন্যদেরকে দুষ্টতায় উৎসাহিত করে।

কিন্তু এটা বলা কঠিন যে ব্যাপারটা সবসময় এমনই হয়, কারণ কখনও কখনও হয়তো আমাদের মধ্যে কেউ কেউ, বা শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কেউ, সাক্ষ্য দিতে পারেন যে তাদের পরিচিত কোনো ব্যক্তি হয়েছিলেন।

কেউ একজন মিথ্যা সুসমাচার অনুসরণ করছিল এবং তাদের কাছে সেটা তেমন খারাপ কিছু মনে হয়নি। কাউকে দেখে প্রথমে ঠিকঠাকই মনে হচ্ছিল, কিন্তু পরক্ষণেই তার আসল শয়তানি চরিত্র প্রকাশ পে

এবং কিছু মানুষের জন্য, এটি একটি কারণ হতে পারে এবং অন্যদের অনুতাপে আসার কারণ হলো এই যে, কেউ বিষয়টি দেখে বলতে পারে, "ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন কারণ তারা যা হয়ে উঠেছে, আমি

হয়তো আপনি দেখলেন যে কাউকে সারাক্ষণ একজন দুষ্ট লোকের সাথে থাকতে হয় এবং এর ফলে তার মনে হতে পারে যে সে ঈশ্বরকে বলছে, "আমি ওই ধরনের লোকদের সাথে নরকে অনন্তকাল কাটাতে

আর এই সবই সেই কারণ, যার জন্য প্রভু ফসল তোলার সময় পর্যন্ত তাদের উভয়কে একসাথে বেড়ে উঠতে দেবেন। এবং আমি সম্ভবত এখানে অনেক কিছুই বাদ দিয়ে যাচ্ছি। এটা গভীরভাবে চিন্তা করার মা

এই দৃষ্টান্তমূলক গল্প থেকে আমরা আরও জানতে পারলাম যে, রোমান ক্যাথলিক চার্চ ধর্মদ্রোহীদের ওপর অত্যাচার করার চেষ্টা করছিল।

এখন আমরা জানি যে রোমান ক্যাথলিক চার্চ নিজেই ধর্মদ্রোহী, কিন্তু ঈশ্বরের এক সত্যিকারের মণ্ডলী, খ্রীষ্টের এক সত্যিকারের মণ্ডলী অবিশ্বাসী বা ধর্মত্যাগী হওয়ার জন্য মানুষকে হত্যা করবে না।

আর এই দৃষ্টান্তটি হলো সেই বিষয়ে খ্রিষ্টের নিজস্ব নির্দেশনা।

আমরা পরে জানতে পারব যে, ক্ষেত্রটি হলো জগৎ। ক্ষেত্রটি মণ্ডলী নয় এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সুতরাং, ১ করিন্থীয় ৫ অধ্যায় থেকে আমরা যেমন জানি, গির্জা থেকে সুস্পষ্টভাবে সন্ত্রাসীদের বহিষ্কার করার জন্য একটি জায়গা রয়েছে।

কিন্তু কোনো গির্জারই এর চেয়ে বেশি কিছু করার এবং প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়ার অধিকার নেই, যা রোমান ক্যাথলিক গির্জা ধর্মদ্রোহী বলে বিবেচিত ব্যক্তিদের সাথে করেছে, এবং এর মা নিজেই একটি ভণ্ড গির্জা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

তাই আমরা শীঘ্রই এই দৃষ্টান্তমূলক গল্পটিতে আবার ফিরে আসব, যখন শিষ্যরা এটি সম্পর্কে আরও জানতে চেয়েছিলেন।

সুতরাং, এরপর তাদের কাছে আরেকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলা হলো, "স্বর্গরাজ্য একটি সর্ষের দানার মতো, যা একজন লোক নিয়ে তার জমিতে বপন করল; যা প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বীজের মধ্যে সবচেয়ে ছোট।"

কিন্তু যখন এটি বেড়ে ওঠে, তখন এটি গুল্ম বা উদ্ভিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয় এবং গাছে এমনভাবে জন্মায় যে, সারা বছরের পাখিরা এসে তার ডালে বাসা বাঁধে।

তাদেরকে বলা আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, "স্বর্গরাজ্য খামিরের মতো, যা একজন মহিলা নিয়ে তিন পরিমাণ ময়দার মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন, যতক্ষণ না সেই গর্তটি ফুলে উঠল।"

আমি কখনোই, বা এই মুহূর্ত পর্যন্তও, বলতে পারি না যে আমি বুঝতে পেরেছি এই দৃষ্টান্তমূলক গল্পগুলো ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে ইতিবাচকভাবে বলছে, নাকি রাজ্যের প্রতি শয়তানের বিরোধিতার কথা বলছে।

কিন্তু আমি মনে করি যে, উভয় ক্ষেত্রেই আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারি। আমি প্রথমে ৩১ ও ৩২ নং পদ সম্পর্কে বলব।

কিছু সংশয়বাদী, কিছু অবিশ্বাসী সর্ষে গাছ বেড়ে উঠে এক বিশাল উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার বিষয়ে যিশুর বলা কথাটিকে গ্রহণ করবে।

আর তারা বলবে, "সর্ষে গাছ জন্মায় না।" তারা বলবে, এই গাছ নাকি মাত্র কয়েক ফুট বাড়ে।

তবে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, অনেক গাছপালা যেগুলো ঠান্ডা আবহাওয়ায় খুব ভালোভাবে জন্মায় না, সেগুলো উষ্ণ আবহাওয়ায় চমৎকারভাবে বেড়ে উঠতে পারে।

আর যিশু ইস্রায়েলে যে বিষয়ে কথা বলছিলেন, তা ছিল এক উষ্ণতর পরিবেশ।

এবং ইতিহাসের নথি থেকে অন্তত এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অতীতে কিছু অত্যন্ত বড় সরিষা গাছ ছিল যেগুলো সম্ভবত মরিঙ্গা গাছের মতোই আকার ধারণ করত।

আমার যতদূর মনে পড়ে, উচ্চতা ছিল প্রায় নয় ফুট।

তাই এটা পড়তে গিয়ে আমার সজনে গাছের কথা মনে পড়ছে; এর শুরুটা হয় একটা ছোট বীজ থেকে, কিন্তু এটি বিশাল আকার ধারণ করে।

তাই আমি বিশ্বাস করি যে, এখানে বলা হচ্ছে কীভাবে ঈশ্বরের রাজ্য অতি সাধারণ অবস্থা থেকে মহান হয়ে উঠবে।

ইসরায়েলের অখ্যাত ভূমিতে মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিষ্য রোমানদের অধীনে ছিল।

এবং কীভাবে প্রথম শতাব্দীতেই প্রেরিতেরা সমগ্র রোমান সাম্রাজ্য জুড়ে সত্য সুসমাচার প্রচার করেছিলেন।

আর স্পষ্টতই, যখন তা ঘটছিল, তখন ভ্রান্ত শিক্ষারও বৃদ্ধি ঘটেছিল। এবং চোখের জলের পরিমাণও বেড়ে গিয়েছিল। সুতরাং আমরা এই দৃষ্টান্তমূলক গল্পটিকে উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে পারি।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এটি একটি অখ্যাত স্থান বা অঞ্চলে, অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে সুসমাচারের বার্তার সূচনা হওয়ার কথা বলছে।

এবং বিশ্বজুড়ে প্রসারিত হচ্ছে।

এবং আমরা এটিকে জাল সুসমাচার হিসেবে, শয়তানের বপন করা মন্দ বীজ হিসেবেও দেখতে পারি।

এ ব্যাপারে কোনো দৃষ্টিভঙ্গিই কেন অনুপযুক্ত হতে পারে, তা আমি বুঝতে পারছি না।

৩৩ নং পদে আমরা বলতে পারি যে, ধর্মগ্রন্থে সাধারণত খামিরকে খারাপ কিছুর প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়।

১ করিন্থীয় ৫ অধ্যায়ে অল্প খামির এবং সম্পূর্ণ খামিরের কথা বলা হয়েছে। এবং ১ করিন্থীয় ৫ অধ্যায়ে খামিরকে বিদ্বেষ ও দুষ্টতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

কিন্তু আমার মনে হয়, আমরা ৩১ ও ৩২ পদ থেকেও একই সিদ্ধান্তে আসতে পারি, শুধু ৩৩ পদটি আত্মার অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে।

কীভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের আত্মায় আসে, যখন আমরা সৎ পথে চলতে থাকি, ঈশ্বরের উত্তম বাক্য অনুধাবন করতে থাকি,

এবং একটি ভালো বীজ হিসেবে বেড়ে উঠতে থাকি, যখন আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টের স্বভাব গঠিত হয়, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হলো আমাদেরকে খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত করা।

আর ২ পিতর ৩:১৮ পদে আমাদের বলা হয়েছে যে, দুষ্টদের ভাবধারায় বিপথে চালিত হওয়া থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাওয়া।

এবং আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিস্টের জ্ঞানে।

সুতরাং, একজন স্থবির খ্রিষ্টান হয়েও বিশ্বস্ত খ্রিষ্টান থাকা অসম্ভব।

এবং আমরা এটিকে আত্মার মন্দতার দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখতে পারি যে, যখন একজন খ্রিষ্টান আপোস করে এবং পাপে জড়িয়ে পড়ে,

যদি দ্রুত তওবা না হয়, তবে তারা উত্তরোত্তর খারাপ হতে থাকবে, ফলে সেই সামান্য খামিরও ধীরে ধীরে তাদেরকে আরও বেশি করে কলুষিত করে তুলবে।

তাই আমার মনে হয়, জাকারিয়া ৪:১০ পদে একটি শিক্ষা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, "অল্পের সূচনার দিনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে।"

ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে, ছোট ছোট শুরুগুলোই শেষ পর্যন্ত বড় প্রভাব ফেলে, তা ধার্মিকতার ক্ষেত্রেই হোক বা অধার্মিকতার ক্ষেত্রেই হোক।

এবং আমি মনে করি, এখানকার এই দৃষ্টান্তমূলক গল্পগুলো থেকে আমরা এই শিক্ষাটিই নিতে পারি।

আর তখন আমি মথি ১৩:১২ পদেরও উল্লেখ করব, "কারণ যার আছে, তাকে আরও দেওয়া হবে এবং তার আরও প্রাচুর্য হবে,"

কারণ যার নেই, তার যা আছে তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে।

সুতরাং, ইতিবাচক দিক থেকে দেখলে, ঈশ্বরের অনুগ্রহের ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই সত্য। এবং স্পষ্টতই, একই বিষয় এর নেতিবাচক দিকেরও একটি অংশ।

সুতরাং, এগিয়ে চলছি।

এই সমস্ত কথাই যিশু তাঁর বহু দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বলেন।

এবং তাদের কাছে কোনো দৃষ্টান্ত না বলে, যেন ভাববাদীর বলা কথা পূর্ণ হয়, যা তিনি বলেছিলেন,

আমি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমার মুখ খুলব। আমি আরও সেইসব বিষয় প্রকাশ করব যা জগৎ সৃষ্টির শুরু থেকে গোপন রাখা হয়েছিল।

এটি গীতসংহিতা ৭৮:২ থেকে নেওয়া একটি উদ্‌ধৃতি।

তখন যিশু ভিড়কে বিদায় দিয়ে ঘরে ঢুকে গেলেন।

আর তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, "আমাদের কাছে এই দৃষ্টান্তের অর্থ, অর্থাৎ মাঠের অশ্রু, পরিষ্কার করে দিন।" সুতরাং, আমরা এখানে ৩৬ পদে এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা আমরা ১০ পদে দেখেছি

যিশু তাঁর প্রকাশ্য প্রচারকে তাঁর প্রচারের শেষ বলে মনে করেননি। আর এটি বিশ্বস্ত সুসমাচার পরিচর্যা বিষয়ক একটি শিক্ষা।

যারা প্রকাশ্যে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করেন, তাদের পরেও উপলব্ধ থাকতে হবে।

কারণ মানুষ, এমনকি সবচেয়ে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও, আপনার কথার সবকিছু বুঝতে পারবে না।

এমনকি যদি আপনি গড়পড়তা ধর্মপ্রচারকের চেয়ে অনেক বেশি বাকপটু ও জ্ঞানী হন।

এমনকি সেরা ধর্মপ্রচারকদেরও, যাদের শ্রোতারা সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি হন, তাদেরও থাকবে,

কিছু বিষয় পর্যালোচনা করার, আরও অনুসন্ধান করার এবং কিছু বিষয় স্পষ্ট করে নেওয়ার প্রয়োজন হবে।

এবং এ নিয়ে আরও আলোচনা হবে।

আর যখন পথভ্রষ্ট মানুষেরা পরিত্রাণের জন্য আকুল হয়ে থাকে, তখন তো বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে অধ্যবসায় এবং সহজলভ্যতা সম্পর্কে একটি শিক্ষা রয়েছে।

এবং এটা এমন একটা বিষয় যা অ্যাডাম ক্লার্ক বা অ্যালবার্ট বার্নস বলেছিলেন, এটাকে একেবারেই উপেক্ষা করবেন না, কারণ এটা সত্যিই খুব, খুব গুরুত্বপূর্ণ।

যাকোব ৩ অধ্যায়ে ঈশ্বরীয় কথাবার্তা সম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তির অন্যতম ফল হলো এই যে, স্বর্গীয় প্রজ্ঞাকে সহজে গ্রহণ করা যায়।

এখানে আসলেই একটা বড় শিক্ষা আছে।

আর আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখতে পাই যে, আমার বিশ্বাস অনুযায়ী প্রত্যেক ধার্মিক ব্যক্তি, যাঁরা আমাকে সত্যিই সাহায্য করেছেন, তাঁরা সবাই সহজলভ্য ছিলেন।

তাঁরা এমন মানুষ, যাঁকে আমি ঘুম থেকে উঠে ফোন করে বলতে পারতাম, "আমি একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এবং আমার সাহায্য দরকার।"

আর দুঃখের বিষয় হলো, আমার অন্তত এমন একজনের কথা মনে পড়ে, যাঁকে আমি একসময় ঠিক সেভাবেই ফোন করতে পারতাম, কিন্তু এখন আর পারি না।

আমার মনে হয়, তিনি তার কাছে ঈশ্বরের কাঁটার মতো।

আমার মনে হয়, সে ব্যবসা আর তার জীবনের প্রতিকার নিয়ে মগ্ন আছে।

আর আমি এইমাত্র জানতে পারলাম যে, সে অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত আছে এবং আমি আর ইচ্ছেমতো তাকে ফোন করতে পারি না।

সুতরাং এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আর সেটাও পুরাতন নিয়মে মোশিকে বাতিল করে না।

তার শ্বশুর যিথ্রো দেখলেন যে, মোশি দিনরাত কেবল লোকদের পরামর্শ দিচ্ছেন এবং ইস্রায়েলের জন্য রায় দিচ্ছেন।

তিনি তাঁকে পরামর্শ দিলেন, জনগণের উপর বিচারক নিযুক্ত করতে, যেন তারা ছোটখাটো বিষয়গুলো তাদের কাছে নিয়ে আসে। আর কেবলমাত্র বড় বিষয়গুলোই মোশির কাছে আসবে।

সুতরাং, এই সত্যটি অস্বীকার করা যায় না যে, যাঁরা বড় কোনো কাজের দায়িত্বে থাকেন, তাঁদের কাজের ভার বহনে সাহায্য করার জন্য অন্যরাও থাকতে পারে।

আর এটা আমাদের দশম অধ্যায়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, যেখানে আমরা ঈশ্বরের সেবায় কর্মী হওয়ার জন্য বিশ্বস্ত পুরুষদের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলাম।

কারণ, আমি জানি মিশনারিদের ক্ষেত্রে যেমনটা হচ্ছে, কাজের পরিধি যখন প্রসারিত হয়, তখন এই বর্ধিত ভার সামলানোর জন্য বিশ্বস্ত পালক ও বিশ্বস্ত প্রচারকদের প্রশিক্ষিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

কারণ এটা এমন একটা কাজ যা একজন মানুষ একা করতে পারে না। যাইহোক, একটা নির্দিষ্ট সীমা ছিল।

সুতরাং, এগিয়ে চলছি।

৩৭ পদ, "তাই শিষ্যরা যীশুকে মাঠের অশ্রুর দৃষ্টান্তটি তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করলেন।"

সুতরাং ৩৭ পদে, "তিনি তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, যে ভালো বীজে পলি ফেলে, সে মনুষ্যপুত্র; মাঠটি হলো জগৎ, ভালো বীজগুলো হলো রাজত্বের সন্তান, কিন্তু অশ্রুগুলো হলো দুষ্টের সন্তান।"

যোহন ৮:৪৪ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, শয়তান কীভাবে মন্দের জনক। এবং যোহন ৮:৪৪ অধ্যায়ে যিশু শয়তান সম্বন্ধে বলেছেন যে, সে মিথ্যার জনক।

আর সে হলো, আমাকে ওটা নিতে দিন।

কারণ সে একজন মিথ্যাবাদী এবং এর জনক।

সুতরাং, যখন কেউ মন্দের উৎপত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন আপনি তাদের মথি ১৩:৩৮ এবং যোহন ৮:৪৪ অধ্যায়ের দিকে নির্দেশ করতে পারেন।

যে শত্রু তাদের বিক্রি করেছে সে হলো শয়তান, ফসল তোলার সময় হলো জগতের শেষ দিন, এবং ফসল সংগ্রহকারীরা হলো স্বর্গদূতগণ।

আচ্ছা, তাহলে আমি ২৪৩ পদ পর্যন্ত পড়া চালিয়ে যাব। "আর সেইজন্য অশ্রুসমূহ একত্রিত হয়ে অগ্নিতে দহন করছে, এই জগতের শেষেও ঠিক তেমনই ঘটবে।"

মনুষ্যপুত্র তাঁর দূতদের পাঠাবেন, এবং তাঁরা তাঁর রাজ্য থেকে সেই সমস্ত জিনিস একত্রিত করবেন যা অপরাধ করে ও অধিক অধর্ম করে।

সুতরাং লক্ষ্য করুন, যিশু কীভাবে সেই অশ্রু এবং প্রত্যেক দুষ্ট ব্যক্তিকে—যারা সৎ বীজ ছিল না, যারা সৎ বীজের ফল ছিল না—সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

যারা সকল আপত্তিকর কাজ করে এবং যারা অধর্ম বা দ্বৈতবাদ বা অ্যানোমিয়া করে, নোমোস হলো আইনের গ্রিক শব্দ, "আ" মানে ছাড়া।

সুতরাং এই 'অধর্ম' শব্দটির অর্থ হলো আইনহীনতা, আইন ছাড়া।

আর তিনি তাদেরকে অগ্নিময় চুল্লিতে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে ক্রন্দন ও দাঁত কিড়মিড় করা থাকবে, তখন ধার্মিকেরা তাদের পিতার রাজ্যে পুত্রের ন্যায় দীপ্তিমান হবে।

অ্যামেজিং গ্রেস-এর শেষ পদটি ৪৩ নং পদ থেকে নেওয়া হয়েছে। "যিনি শোনার কান, তিনি শুনুন।"

সুতরাং ৪০-৪৩ পদ সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা যেতে পারে।

সুতরাং সর্বোপরি, লক্ষ্য করুন যে অশ্রুর মতবাদ অধর্মকে অনুমোদন করেছিল। ৭২১-২৭ এর কথা মনে করুন, আমি ফিরে গিয়ে তা পড়ব।

যিশু সংকীর্ণ পথের বর্ণনা দেওয়ার ঠিক পরেই এই ঘটনাটি ঘটেছিল, এবং তার অল্প কিছুদিন পরেই তিনি ব্রডওয়ে ও সংকীর্ণ পথের বর্ণনা দিয়েছিলেন।

৭২১ পদে বলা হয়েছে, "যে কেউ আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে, সে-ই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে না, বরং সে-ই প্রবেশ করবে যে স্বর্গে অবস্থিত আমার পিতার ইচ্ছা পালন করে।"

সেই দিনে অনেকে আমাকে বলবে, "প্রভু, প্রভু, যদি আমরা তোমার নামে ভাববাণী না বলি, তোমার নামে ভূত তাড়ায় না এবং তোমার নামে অনেক অলৌকিক কাজ না করি, তবে আমি তাদের কাছে স্বীকার চিনতাম না।"

হে অধর্মকারীরা, আমার কাছ থেকে দূর হও, কারণ এ দুটি একই বিষয়, একই সত্য।

২ তীমথিয় ২:১৯ পদে আমাদের বলা হয়েছে যে, প্রভু তাঁর নিজের লোকদের জানেন, এবং যারা খ্রীষ্টের নাম নেয়, তারা যেন অধর্ম থেকে, অথবা তাঁর সমস্ত সত্তা থেকে দূরে থাকে।

অতএব, এখানে এই সকল বিষয়ে যে-ই থাকুক না কেন, আমি তার সাথে সেই জ্ঞানী ব্যক্তির তুলনা করব, যে শূলের উপর নিজের ঘর নির্মাণ করে।

আর বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, বাতাস বইল এবং ঘরটির উপর আঘাত হানল।

এবং তা পড়ল না, কারণ তা এক শৈলশিরার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সুতরাং এটিই বাধ্যতার এক সংকীর্ণ পথ, যিশুর প্রতি নিঃশর্ত বাধ্যতা, যার মাধ্যমে মানবজাতির রাজা, মসিহ ও ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে তাঁর কর্তৃত্ব গ্রহণ করা হয়।

এবং সেইজন্য অন্তর থেকে নিঃশর্তভাবে তাঁর বাধ্য হয়ে, এবং তাঁর ব্যবস্থার পরিপন্থী সমস্ত বিষয় থেকে দূরে থেকে।

আর যে কেউ এই সব কথা শোনে, এবং আমি তার সঙ্গে একমত না হই, সে সেই মূর্খ লোকের মতো হবে, যে বালির উপর নিজের ঘর তৈরি করে।

আর বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, ঝড়ো বাতাস বইল এবং সেই ঘরের উপর আঘাত হানল, ফলে তা ভেঙে পড়ল।

এবং এর পতন ছিল ভয়াবহ।

অন্য একটি প্রেক্ষাপটে বিষয়টি দেখানোর জন্য বলছি, যদি আপনি ১ পিতর লেখেন, আমি জানি যে এটি যুগভিত্তিক সংঘাত অধ্যয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এবং এটা এমন একটা বিষয় যা সম্ভবত বেশিরভাগ শ্রোতাই শুনেছেন, কিন্তু বিষয়টিকে সম্ভাব্য সব দিক থেকে দেখাটা জরুরি।

নইলে আমরা এখানে দিনের পর দিন থাকতাম, তবে কিছু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

১ পিতর ১:২২ পদে, পিতর বলছেন যে, তিনি সেই খ্রীষ্টানদের কাছে লিখছেন যারা পরীক্ষার মধ্যে ও দুঃখভোগের মধ্যে আছেন।

যেহেতু তোমরা নিজেদের আত্মাকে শুচি করেছ এবং আত্মার মাধ্যমে সত্যের বাধ্য হয়ে ভ্রাতৃপ্রেম করেছ, তাই তোমরা বিশুদ্ধ হৃদয়ে ও আন্তরিকভাবে পরস্পরকে প্রেম কর।

খ্রিস্টকে ভালোবাসা এবং তাঁর বাধ্য থাকার অর্থই হলো তাঁর লোকদেরকে ভালোবাসা, যাদের হৃদয়েও একই রকম বাধ্যতা রয়েছে।

তোমরা নশ্বর বীজ থেকে নয়, বরং ঈশ্বরের সেই বাক্য দ্বারা অবিনশ্বর বীজ থেকে পুনর্জন্ম লাভ করেছ, যা চিরকাল জীবিত ও বিদ্যমান।

সুতরাং এটাই হলো উত্তম বীজ। "কারণ সমস্ত প্রাণী ঘাসের ন্যায়, এবং মানুষের সমস্ত গৌরব হলো ঘাসের ফুল। ঘাস শুকিয়ে যায়, এবং তার ফুলও ধীরে ধীরে ঝরে পড়ে।"

কিন্তু প্রভুর বাক্য চিরকাল স্থায়ী।

আর এই সেই বাক্য যা সুসমাচারের মাধ্যমে তোমাদের কাছে প্রচার করা হয়। সুতরাং খেয়াল রেখো, যেন সুসমাচার প্রভুর বাক্যের মাধ্যমেই আসে।

প্রভুর বাক্য সুসমাচারে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। সুসমাচার ঈশ্বরের বাক্যের সবকিছুকে সমর্থন করে।

এবং তারপর পরবর্তী অধ্যায়ের শেষে, পিতর খ্রিষ্টানদের সম্বন্ধে বলেন, তিনি খ্রিষ্টের কথাই বলছেন,

কিন্তু তারপর তিনি খ্রিষ্টের দুঃখভোগকে প্রয়োগ করেন; খ্রিষ্ট যা করেছিলেন, তার প্রতি তাঁর বাধ্যতা তাদেরকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।

কারণ ক্রুশের উপর তাঁর নিজের দেহেই পাপসমূহ ছিল, যেন আমরা পাপের প্রতি মৃত হয়ে ধার্মিকতার অধীনে জীবনযাপন করি, যার আঘাতের দ্বারা তোমরা সুস্থ হয়েছ।

কারণ তোমরা বিপথগামী মেষ ছিলে, কিন্তু এখন তোমাদের আত্মার পালক ও অধ্যক্ষের কাছে ফিরে এসেছ।

সুতরাং জেনে নিন, আপনাদের আত্মার মেষপালক ও অধ্যক্ষের কাছে ফিরে আসার অর্থ হলো পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করা এবং ধার্মিকতার অধীনে জীবনযাপন করা।

কিন্তু আগাছারা এমন এক মতবাদ পেয়েছিল যেখানে তাদের তা করতে হতো না, অথবা তারা ভাবত যে তারা তা করেছে, কিন্তু আসলে তারা তা করত না।

আর সেই দ্বিতীয় বিষয়টি প্রসঙ্গে, আমার একটি বিষয়ের কথা মনে পড়ছে যা নিয়ে আমি ব্রাদার জিমির সাথে আলোচনা করছিলাম, আর তা হলো, কীভাবে কিছু প্রচারক শুধু মুখে পবিত্রতার কথা প্রচার করছে

কিন্তু একই সাথে তারা অশ্লীল ভাষাকেও ক্ষমা করে দিচ্ছে, এবং সেটা ওই চিঠির একটি উদাহরণ হতে পারে।

কেউ কেউ মনে করে, কেউ কেউ এই বিশ্বাসে প্রতারিত হয় যে, তাদের পাপ থেকে সরে এসে ধার্মিকতার অধীনে জীবনযাপন করার কোনো প্রয়োজন নেই।

এবং কেউ কেউ এই ভেবে প্রতারিত হন যে তারা তা করেছেন এবং করছেন, যদিও বাস্তবে তারা তা করছেন না। তাহলে, পরবর্তী প্রশ্নে, আইনের আওতার বাইরে থাকার অর্থ কী?

আমরা রোমীয় ৬:১৪ পদে পড়ি যে, সেই একই দৃশ্যে পৌল খ্রীষ্টানদের শেখাচ্ছেন কীভাবে পাপের উপর বিজয় লাভ করে জীবনযাপন করতে হয়।

আর তিনি রোমীয় ৬:১৪ পদে বলেন, "কারণ তিনি যে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাতে তিনি একবার পাপের জন্যই মারা গিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি যে জীবিত আছেন, তাতে তিনি ঈশ্বরের জন্যই জীবিত আছেন।"

তেমনিভাবে, তোমরাও নিজেদেরকে পাপের প্রতি মৃত, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি জীবিত বলে গণ্য কর।" সুতরাং, এটি সেই একই চিন্তা যা আমরা এইমাত্র ১ পিতর ২৪ ও ২৫ অধ্যায়ে পড়লাম।

অতএব, তোমাদের মরণশীল দেহে পাপকে রাজত্ব করতে দিও না, যেন তোমরা তার মন্দ ইচ্ছানুযায়ী তার বাধ্য থাকো।

তোমরা নিজেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অধার্মিকতার হাতিয়াররূপে পাপের হাতে তুলে দিও না, বরং মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সমর্পণ করো।

এবং তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ধার্মিকতার উপকরণস্বরূপ। কারণ পাপ তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করবে না, কেননা তোমরা ব্যবস্থার অধীনে নও, কিন্তু অনুগ্রহের অধীনে আছ।

তাহলে অনুগ্রহের অধীনে কারা? তারাই, যারা খ্রীষ্টের মাধ্যমে নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে—পাপের কাছে মৃত এবং ঈশ্বরের কাছে জীবিত হিসেবে।

তারাই অনুগ্রহের অধীনে, ব্যবস্থার অধীনে নয়।

এটা গালাতীয় ৫:১৮ পদের মতোই, "যদি সে আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে তোমরা ব্যবস্থার অধীন নও।"

তাহলে আইনের অধীনে না থাকার অর্থ কী? অনুগ্রহের অধীনে থাকা এবং আইনের অধীনে না থাকার অর্থ এই নয় যে আপনি আইনের অধীনতা থেকে মুক্ত।

নতুবা এর অর্থ এই নয় যে আপনি আইন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, নইলে আমাদের ২ তীমথিয় ২:১৯ এর মতো কথা বলা হতো না।

যারা খ্রীষ্টের নাম নেয়, তারা যেন অধর্ম থেকে দূরে থাকে।

আমাদেরকে বলা হতো না যে, যারা অপরাধ করে এবং আইন অমান্য করে, তারাই নরকে যাবে, যেমনটা আমরা মথি ১৩ অধ্যায়ে পড়ি।

সুতরাং যারা অনুগ্রহের অধীনে আছে তারা লাভ করছে, যেমন আমরা রোমীয় ৬ অধ্যায় থেকে দেখি, এবং ১ যোহন ৩:৪ থেকে আমরা লক্ষ্য করি যে পাপ হলো ব্যবস্থার লঙ্ঘন।

সুতরাং, অনুগ্রহের অধীন তারাই, যারা আইন লঙ্ঘন করা থেকে মুক্তি লাভ করছে; তারা নয়, যারা আইনের দাবি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

আইনের অধীনে থাকার অর্থে, পথভ্রষ্ট ব্যক্তির অর্থে, এটি তাদের কথা বলছে যারা ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি।

যারা অবাধ্য, তাদের জন্য আইনকানুন বংশানুক্রমে দণ্ডিত হয় এবং তারা তাদের পাপেই থেকে যায়।

পবিত্রভাবে জীবনযাপন করার ও ধার্মিকভাবে চলার শক্তি তাদের নেই, কারণ তাদের মনোভাব অবাধ্য।

তারা ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সমর্পণ করছে না।

সুতরাং, যেহেতু তারা তা করবে না, যেহেতু তারা নিঃশর্তে তাদের পাপ ত্যাগ করবে না, তাই তারা হয়তো কিছু বিষয় জয় করতে চাইবে, কিন্তু অন্য কিছু আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইবে।

ফলে তারা শক্তিহীন হয়ে পড়ে, তাদের জীবনে পাপের আধিপত্য রোধ করতে তারা ক্ষমতাহীন, এমনকি যখন তারা চায়ও না যে পাপ তাদের জীবনে আধিপত্য করুক, কারণ তারা ঈশ্বরের কাছে নতি স্বীকার ক

আর এটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মাত্র কিছুদিন আগে, আমি এমন একজন ব্যক্তির একটি বার্তা সম্পর্কে জানতে পারি যিনি পবিত্রতা প্রচারক হিসেবে পরিচিত।

আমি এখানে তার নাম বলব না, আর তাতে কোনো লাভও হবে না, কারণ আপনি একজনের নাম বললেই দেখবেন এমন আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে।

কিন্তু এই লোকটি আইনকানুনকে মূলত একটি খারাপ জিনিস হিসেবে প্রচার করছিলেন, এবং এর পরে তার মণ্ডলীর মধ্যে এমন কিছু লোক ছিলেন যারা আইনের অধীনে জীবনযাপন করার জন্য অনুত
ছিলেন, কিন্তু সেই কথা শোনাটা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ।

সুতরাং, এখানের মূল বিষয়টি হলো এই যে, ব্যবস্থার অধীনে না থেকে অনুগ্রহের অধীনে থাকার অর্থ হলো, আপনি প্রভুর কাছ থেকে এমন শক্তি লাভ করছেন যার ফলে আপনি ব্যবস্থা লঙ্ঘন না করার স্বাধীনত

কিন্তু আপনার কাছ থেকে এখনও বিধান পালন করার প্রত্যাশা করা হয়। আর পরে রোমীয় ৮ অধ্যায়ে, কিছু লোক বলবে, এবং মথি ১:২১ এর কথা ভাবুন, সেখানে যীশুর বিষয়ে বলা হয়েছে, কারণ তিনি তাঁ
রক্ষা করবেন, তাদের পাপের মধ্যে রক্ষা করবেন না।

আর পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনেকে বলবে, আমরা তো পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হই এবং ব্যবস্থার অধীন নই।

বেশ, যদি তাই হয়, যদি আপনি সত্যিই পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হন, তবে আপনি পবিত্র আত্মার দ্বারা ব্যবস্থার ধার্মিকতা পূর্ণ করবেন, যে নৈতিকতা এর মধ্যে রয়েছে, যখন তারা ব্যবস্থার কথা বলে, তখ মাধ্যমে প্রদত্ত ব্যবস্থার কথাই বলে।

আর ব্যবস্থার ধার্মিকতা হলো নৈতিক অনুশাসন, অর্থাৎ সেই আচরণ যা ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন। এবং আমরা রোমীয় ৮:৪ পদে পড়ি, আমি রোমীয় ৮:৩ পদে যাচ্ছি, কারণ ব্যবস্থা যা কর দুর্বলতার কারণে দুর্বল ছিল।

আইন নিজে থেকে কাউকে পাপ থেকে ক্ষমা করতে পারে না, মানুষকে ধার্মিকভাবে জীবনযাপন করার শক্তিও দিতে পারে না। এটি কেবল দেখায় যে ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করেন।

ঈশ্বর বলেছেন, তাঁর নিজ পুত্রের মাধ্যমে, পাপী মানুষের সাদৃশ্যে এবং পাপের জন্য, তিনি দেহেই পাপকে দণ্ড দিয়েছেন, যেন আমাদের মধ্যে ব্যবস্থার ধার্মিকতা পূর্ণ হয়, যারা দেহের পথে নয়, বরং আত্মার প

সুতরাং যিশু ও তাঁর আত্মা আমাদেরকে সুরক্ষিত রাখেন, যা আমাদেরকে ব্যবস্থার দণ্ড থেকে এবং সেই দণ্ডের ফলে ব্যবস্থার ধার্মিকতা পূর্ণ করতে শক্তিহীন ও অসহায় হয়ে পড়া থেকে রক্ষা করে।

কিন্তু আইন বিলুপ্ত হয় না। আইনটি তখনও বিদ্যমান থাকে, এবং যারা প্রতিকার প্রয়োগ করছেন, তাদেরও আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করা হবে।

আর যারা আইনের অধীন হতে চায় না, তারাও আইনের দ্বারা দণ্ডিত হয়, এবং তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে বলতে পারে না যে তাদের কাছে প্রতিকার আছে, যে তারা নির্দোষ প্রমাণিত।

আর প্রভুর সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক, কারণ আমি যেমন ৫ পদে বলতে থাকব, পৌল এখন বলবেন, "কারণ যারা দৈহিক স্বভাবের, তারা দৈহিক বিষয়ই করে, কিন্তু যারা আত্মিক স্বভাবের, তারা আত্মিক বিষয়ই করে কিন্তু আত্মিক মন হলো জীবন ও শান্তি, কেননা দৈহিক মন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শত্রুতা।"

সুতরাং লক্ষ্য করুন, পৌল কীভাবে দৈহিক মনের বর্ণনা বা সংজ্ঞা দিয়েছেন। "কারণ তা ঈশ্বরের ব্যবস্থার অধীন নয়, বাস্তবিকপক্ষে হতেও পারে না; অতএব যারা দৈহিক, তারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না।

যখন তিনি বলেন যে কোনোটিই সম্ভব নয়, তখন তিনি এটা বলছেন না যে একজন জাগতিক ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়ে ঈশ্বরের বিধানের বশীভূত হতে এবং পাপের উপর বিজয় লাভ করতে পারে না।

তিনি যা বলছেন তা হলো, যে মন দৈহিক বিষয়ে স্থির থাকে, তা জাগতিক মনেরই একটি বৈশিষ্ট্য হওয়ায়, একই সাথে তা পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না।

আর গালাতীয় ৫:১৭ পদে পৌল এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করেছেন যে, "কারণ দেহ আত্মার বিরুদ্ধে এবং আত্মা দেহের বিরুদ্ধে অবস্থান করুক; আর এই দুটি পরস্পরের বিরোধী, ফলে তোমরা যা করতে

সুতরাং, ৮:৭ পদের শেষে পৌল এটাই বলতে চাইছেন যে, দেহ ও আত্মা একে অপরের বিপরীত।

সুতরাং আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু এখানে যোহন ৮:৩১-৩৬ এবং ২ পিতর ৩:১৬-১৮ আরেকটি প্রসঙ্গ। তাই আমি তাহলে চালিয়ে যাব।

আমি ভেবেছিলাম, একজন খ্রিষ্টানের জন্য স্থাপিত আইনকানুনগুলো সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা দেওয়ার জন্য এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শয়তান আমাদের এটা ভাবাতে চায় যে ত একটি খারাপ জিনিস।

আর পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হওয়া এবং খ্রীষ্টে থাকা মানে হলো এই যে, আপনি ঈশ্বরের অনেক কিছুই বিসর্জন দিতে পারেন এবং তা না হলে এমন একটি মানদণ্ড রয়েছে যা আপনাকে মেনে চল আপনাকে সচেষ্ট হতে হবে।

এবং শয়তান বিধানকে অনুগ্রহের পরিপূরক করার পরিবর্তে, বিধানকে অনুগ্রহের বিপরীত করতে চায়।

যারা অনুগ্রহের অধীনে আছেন, তাঁদেরকে ব্যবস্থার ধার্মিকতা পূর্ণ করার শক্তি দেওয়া হয় এবং যারা যথাযথভাবে ব্যবস্থা পালন করেন, তাঁরা ব্যবস্থা পূর্ণ করার জন্য অনুগ্রহ লাভ করতে ও নিজেদের ব্যর্থতার আসবেন।

কিন্তু ব্যবস্থার প্রতি বশ্যতা থাকতেই হবে। এবং খ্রীষ্ট বলেছেন যে, "আমি ব্যবস্থা ও ভাববাদিগ্রন্থ ধ্বংস করতে আসিনি। আমি ধ্বংস করতে আসিনি, বরং ১৮তম, ৫১৭ এবং ১৮তম পূর্ণ করতে এসেছি।"

তিনি বলেছিলেন যে, আইনের একটি বিন্দু বা কণাও ব্যর্থ হওয়ার চেয়ে স্বর্গ ও পৃথিবী বিলীন হয়ে যাওয়া সহজতর।

এবং যদিও খ্রীষ্ট একজন প্রায়শ্চিত্তকারী ব্যক্তি তৈরি করার মাধ্যমে ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক দিকটি পূর্ণ করেছিলেন, যা মূলত ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক ও আচারগত দিকগুলোর বিষয়বস্তু ছিল, তবুও ব্যবস্থার নৈতিক একজন নৈতিক কর্তার মধ্যে পূর্ণ হওয়া ছাড়া আর পূর্ণ হতে পারে না।

সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাসম্পন্ন নৈতিক সত্তা থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নৈতিক অর্থে আইনকে বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়।

এবং আমি আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট, কারণ আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে আমাদের প্রত্যেককেই ভণ্ড শিক্ষকদের কাছ থেকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে, ভ্রান্ত মতবাদের মোকাবিলা করতে হবে এব হতে হবে যারা কলুষিত বীজ বপন করে।

আর এর বেশিরভাগই হবে ঈশ্বরের আইনের উপর আক্রমণ। এবং সন্ত্রাসীরা নিজেরা কোনোভাবে এই প্রতারিত হয়েছিল যে, তারা আইন সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে, তারা আইনের বিরুদ্ধে যেতে পা তাদের আগ্রহ থাকতে পারে।

সুতরাং আমরা জানি যে, ঈশ্বরের বাক্যের প্রকৃত বীজের উপর শয়তানের প্রতিবন্ধকতা ও আক্রমণগুলো কীসের সাথে সম্পর্কিত হতে চলেছে, সে বিষয়ে আমাদের কাছে এক প্রকার খুবই জোরালো সূত্র রয়ে

আমরা ৪০ থেকে ৪৩ পদ থেকে আরও জানতে পারি যে, নরক এমন একটি স্থান যা এই জীবনে নেই, বরং তা ভবিষ্যতে আসবে; এটি এমন একটি স্থান যেখানে বিচার দিনের আগে দুষ্টদের নিক্ষেপ করা হ দৃষ্টান্তের আক্ষরিক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন।

এবং তিনি আক্ষরিক ব্যাখ্যায় বলছেন যে, এটা ঘটবে জগতের শেষে, এবং দুষ্টদের নরকে নিক্ষেপ করা হবে।

সুতরাং, এটাও আরেকটা কারণ, যার জন্য আমি এর ভুল প্রমাণ হতে দেখেছি। আমি এটাও ভাবি যে, খ্রিষ্ট যখন ফিরে আসবেন, সেদিনটা ধার্মিকদের জন্য কী এক মহিমান্বিত দিন হবে এবং দুষ্টদের জন্য কী এ

আমরা হিতোপদেশ ১৯:১২ পদে পড়ি যে, রাজার ক্রোধ সিংহের গর্জনের ন্যায়, কিন্তু তাঁর অনুগ্রহ তৃণভূমির উপর প্রাপ্য অনুগ্রহের ন্যায়।

আর তারপর আমরা প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে যাই এবং আমরা দেখি, আমরা তারই দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, যা যীশু ৪০ থেকে ৪৩ পদে বলছেন। আমরা প্রকাশিত বাক্য ৬:১৬-তে পড়ি।

শেষ সময়ে, এমন কিছু লোক থাকবে যারা, উম, প্রকাশিত বাক্য ৬:১৫ এবং পৃথিবীর রাজাগণ, মহাপুরুষগণ, ধনীগণ, প্রধান সেনাপতিগণ, পরাক্রমশালীগণ এবং প্রত্যেক দাস ও প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তি পর্বতের নিজেদের লুকিয়ে রাখবে।

এবং তিনি পর্বত ও শিলাসমূহকে বললেন, "আমাদের উপর পতিত হও এবং সিংহাসনে উপবিষ্ট তাঁর শান্তি থেকে ও মেষশাবকের ক্রোধ থেকে আমাদের আড়াল করো; কারণ তাঁর ক্রোধের সেই মহাদিন পারবে?"

আর তারপর, এবং তারপর আমরা প্রকাশিত বাক্য ৭:১৭ অধ্যায়ে পড়ি, যেখানে ১৬ এবং ১৭ পদে ধার্মিকদের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, উম, আমি ১৫ পদ থেকে শুরু করব।

যেহেতু তারা, যেহেতু এরা মেষশাবকের রক্তে তাদের গোলাপকে ধৌত করে শুভ্র করেছে, সেইজন্যই আদমের সিংহাসনের সামনে তাঁর মন্দিরে তাদের সেবা করা হয় এবং তাঁকে অভিশপ্ত করা হয়, এবং যিনি মধ্যে ফুঁ দেবেন।

তারা আর ক্ষুধার্ত হবে না, তৃষ্ণার্তও হবে না, সূর্যের আলো বা কোনো উত্তাপও তাদের স্পর্শ করবে না; কারণ সিংহাসনের মাঝখানে থাকা মেষশাবকই তাদের আহার দেবেন এবং জীবন্ত জলের মুকুটের দিকে চোখ থেকে সমস্ত অশ্রু মুছে দেবেন।

সুতরাং ষষ্ঠ অধ্যায়ে মেষশাবকের ক্রোধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং তারপর সপ্তম অধ্যায়ে ধার্মিকদের জন্য ঘাসের উপর তাঁর প্রিয় কাজ করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তাহলে এগুলো চমৎকার সুসমাচার প্রচারের পদ। হুম, আচ্ছা।

এবার পরের কথায় আসি, আমার মনে হয় ৪০, ৪৪ থেকে ৪৬ নম্বর পদের প্রসঙ্গে। এই সবকিছুই, এই সবকিছুই পরস্পর সম্পর্কিত।

যিশু গান গেয়ে চললেন, "স্বর্গরাজ্য ক্ষেতে লুকানো এক গুপ্তধনের মতো; কিন্তু এক ব্যক্তি তা খুঁজে পেলে, সে তা পেয়ে যায় এবং তার আনন্দে গিয়ে নিজের সর্বস্ব বিক্রি করে সেই ক্ষেতটি কিনে নেয়।"

আবার, স্বর্গীয় দল সেই বণিকের মতো, যে উত্তম মুক্তার সন্ধানে গিয়ে তার সর্বস্ব বিক্রি করেও একটি মহামূল্যবান মুক্তা পেয়েছিল।

উম,

আবারও এ নিয়ে অনেক বিতর্ক হচ্ছে যে, কে সেই গুপ্তধনটি কেনে।

এটা কি খ্রিস্ট কর্তৃক তাঁর প্রজাদের ক্রয় করা, নাকি তাঁর প্রজারা খ্রিস্টকে খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমে একই পরিণতি লাভ করে? মহামূল্যবান মুক্তার ক্ষেত্রেও কি খ্রিস্ট সেই ব্যক্তি যিনি গিয়ে তাঁর সর্বস্ব বিক্রি করে নিজেই সেই মহামূল্যবান মুক্তা?

উম, আমি এটা বলব, তারা অবশ্যই, তারা অবশ্যই একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে একটি...

যখন আমরা এই দৃষ্টান্তমূলক গল্পগুলোকে এবং এই অধ্যায়ের অন্যান্য দৃষ্টান্তমূলক গল্পগুলোকে একত্রিত করি, তখন আমরা একটি মহান শিক্ষা পাই।

আর সেই মহান শিক্ষাটি অক্ষুণ্ণ থাকে, আমরা এই দৃষ্টান্তমূলক গল্পগুলোর যে ব্যাখ্যাই গ্রহণ করি না কেন।

উম,

যিশু আগের দৃষ্টান্তের একটি পদে বলেছিলেন, উম,

৩০ পদে, মানে ৩৮ পদে, তিনি মাঠটিকে পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। সুতরাং,

তাহলে ৪৪ নং পদে ক্ষেত্রটিকে পৃথিবীর সাথে তুলনা করাটা যৌক্তিক।

এক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, সেই খ্রিষ্ট,

লক্ষ্য করুন যে ৪৪ নং পদের লোকটি ধনসম্পদ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই জমিটি কিনেছিল।

আর আমরা ১ যোহন ২ অধ্যায়ের ১ ও ২ ধারায় পড়ি যে, উম,

তিনিই, অর্থাৎ খ্রীষ্টই আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা মোচন, এবং তা কেবল আমাদের পাপের জন্য নয়, বরং সমগ্র জগতের পাপের জন্যও।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, উম,

আমরা বলতে পারি যে, যিনি এখানকার জমিটি কিনেছেন, তাঁর ক্ষেত্রেও খ্রিস্টকে খুব ভালোভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। উম,

আমি ফিলিপীয় ২:৫ থেকে ১১ অধ্যায় থেকে জানি যে তিনি,

যে তিনি নিজেকে শূন্য করেছিলেন, যে আমাদের প্রায়শ্চিত্তের মূল্য ক্রয় করতে তাঁকে সর্বস্ব হারাতে হয়েছিল। যে তিনি খুঁজছেন,

সে এমন এক জনগোষ্ঠীর সন্ধান করছে যারা তার কাছে অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। আর সে, উম,

এবং এমন একটি জাতিকে পাওয়ার জন্য তিনি এক অত্যন্ত বড় মূল্য পরিশোধ করেছিলেন।

ফিলিপীয় ২:৫, তোমাদের অন্তরে সেই মনোভাব থাকুক, যা ঈশ্বরের রূপে বিদ্যমান খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যেও ছিল।

ঈশ্বরের সমান হওয়াকে তিনি ডাকাতি মনে করতেন না। তিনি তাঁর, উম,

সে পারতো, উম,

তিনি পৃথিবীতে রাজকীয়ভাবে বাস করতে পারতেন এবং তা ডাকাতি হতো না, কারণ তিনি ছিলেন ঈশ্বরের রূপে এবং ঈশ্বরের সমান।

বরং সপ্তম পদের পরিবর্তে, তৈরি করা হয়েছিল,

কিন্তু তিনি নিজেকে খ্যাতিহীন করলেন এবং দাসের রূপ ধারণ করলেন, মানুষের সাদৃশ্যে নির্মিত হলেন এবং মানুষরূপে আবির্ভূত হলেন।

তিনি নিজেকে নত করলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য হলেন, এমনকি ক্রুশের সেই মৃত্যু পর্যন্ত, যেখানে আমিও বিস্মৃত হয়েছিলাম।

সুতরাং, এই ছিল তাকে দেওয়া মূল্য।

শুধু গ্রহণ করাই নয়, শুধু মানুষের সাদৃশ্যে নিজেকে তৈরি করে দাসের রূপ ধারণ করাই নয়, বরং,

উম, একজন মানুষ হিসেবে যিনি কেবলই সেবা করে চলেছেন,

মানুষের সেবা করা, সর্বনিম্ন স্থান থেকে এমন এক পর্যায়ে নেমে আসা যেখানে শুধু একবার ভাবুন,

আমরা যে তরঙ্গধ্বনি ও দুঃখভোগের কথা পড়ছি, তা সুসমাচারের প্রচারকার্যে তাঁর সঙ্গী ছিল, এমনকি তিনি নিজেকে ক্রুশবিদ্ধ হতেও দিয়েছিলেন।

এবং সেই ক্রুশবিদ্ধ হয়ে এমন এক মৃত্যু বরণ করা যা শারীরিক মৃত্যুর চেয়ে অনেক, অনেক গভীর ছিল, কারণ এতে আমরা আমাদের পাপ বহন করে তার প্রায়শ্চিত্ত করেছিলাম।

একটা অন্ধকার ছিল। একটা আধ্যাত্মিক মৃত্যুর অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

উম, তার যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে দিয়ে, আছে,

আমি টি. অস্টিন স্পার্কসের একটি উক্তি পড়েছি, যেখানে তিনি বলেন যে, আসলে এর সবকিছুর প্রকৃত অর্থ কী ছিল তা আমরা কখনোই পুরোপুরি বুঝতে পারব না। মানে, এটা এমন একটা বিষয় যা বোধগম্য

যারা মুক্তি পেয়েছে, তারা সম্ভবত অনন্তকাল ধরে এই বিষয়টা সম্পর্কে জানতে থাকবে যে, এর অর্থ কী ছিল।

সুতরাং আমরা নবম পদে আলোচনা চালিয়ে যাই।

এইজন্য ঈশ্বরও তাঁকে অত্যন্ত উন্নত করেছেন এবং এমন একটি নাম দিয়েছেন যা সমস্ত নামের ঊর্ধ্বে, যেন যীশু নামে স্বর্গ ও পৃথিবীতে আমার একটি বিশেষ স্থান থাকে।

এবং প্রতিটি খোঁচা পিতা ঈশ্বরের মহিমার জন্য যিশু খ্রিস্টকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করে।" সুতরাং, সুতরাং, এর একটি প্রয়োগ আমাদের জন্যও রয়েছে।

এবং আমি বিশ্বাস করি যে, এখানকার ১২ থেকে ১৬ পদ সেই গুপ্তধনের বর্ণনা দেয়।

হ্যাঁ, তিনি প্রত্যেক মানুষের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, যাতে প্রত্যেক মানুষের অনুতাপ করার এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভ করার সম্ভাবনা থাকে।

এবং তাদের পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে এবং, উম,

তাঁর প্রতিমূর্তিতে পুনর্নির্মিত হওয়া, তেমন হওয়া, সেই ভালো বীজ হওয়া যা বেড়ে উঠে, উম, এক পরিপক্ক ফসলে পরিণত হয়, যা কাটা হয় এবং সংগ্রহ করা হয়,

শস্যাগারে সমবেত হন এবং তিনিই পিতার পুত্র ও রাজা রূপে প্রকাশিত হন। সুতরাং, এটি হলো বীজ ও বপনকারীর দৃষ্টান্তের তিনটি দিকই।

গম ও আগাছার দৃষ্টান্ত এবং, উম, মাঠের গুপ্তধনের দৃষ্টান্ত—সবগুলো একত্রিত।

সুতরাং, এটি এমন এক ধন যা ঈশ্বর লাভ করতে চাইছেন।

সুতরাং ১২ থেকে ১৬ পদে বলা হয়েছে, "অতএব আমার প্রিয়তমগণ, যেমন সে সর্বদা আজ্ঞাপালন করেছ।" সুতরাং, ধন হলো তারাই যারা, উম, যারা তাঁকে এখনই প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে এবং যারা, উম, যা
পবিত্র জীবনযাপন করার জন্য তাঁর অনুগ্রহ লাভ করে, যেমনটা আমরা পড়তে চলেছি।

তাই পৌল ফিলিপীয় খ্রীষ্টানদের কাছে লিখছেন, "অতএব আমার প্রিয় ভাইয়েরা, যেমন সে সর্বদা বাধ্য থেকেছে,

কেবল আমার উপস্থিতিতেই নয়, বরং এখন আমার অনুপস্থিতিতে আরও বেশি করে, ভয় ও কম্পনের সাথে নিজেদের পরিত্রাণ সাধন করো।

যিশু প্রায়শ্চিত্তের মূল্য পরিশোধ করেছেন বলেই যে প্রত্যেকের চোখ রক্ষা পাবে, এমনটা নয় এবং আমরা সকলেই তা জানি।

তিনি তাঁর রাজ্যের অনুগত প্রজাদের খুঁজছেন।

এবং যারা অনুতপ্ত হবে না এবং তাঁর বিশ্বস্ত নাগরিক, তাঁর অনুগত প্রজা হবে না, এবং এখন তাঁর দুঃখভোগে তাঁকে অনুসরণ করবে না, তাঁর শাসনাধীনে থাকবে না,

যারা তা করবে না, তারা শেষ পর্যন্ত তার প্রাপ্তব্য ধন-সম্পদের অংশ হতে পারবে না।

তার কষ্টভোগের পুরস্কারস্বরূপ।

আর, আর পল এখানে ঠিক এই বিষয়টাই তুলে ধরছেন।

তাই তিনি ১৩ পদে বলেন, "খ্রীষ্টানদের প্রতি, কারণ ঈশ্বরই কাজ করেন এবং তোমরা তাঁর সন্তোষজনক ইচ্ছানুসারে কাজ করতে ইচ্ছা করো ও তা পালন করো।"

কোনো প্রকার অসন্তোষ বা বিরাগভাজন ছাড়াই সমস্ত কাজ করো, যেন তোমরা এক কুটিল ও বিপথগামী জাতির মধ্যে ঈশ্বরের নির্দোষ ও নিরপরাধ সন্তান হতে পারো এবং তিরস্কারের পাত্র না হও।

যাদের মধ্যে তোমরা জগতে আলোস্বরূপ দীপ্তিমান হও।

জীবনের বাক্য প্রচার করি, যেন আমি খ্রীষ্টের দিনে আনন্দ করতে পারি; কারণ আমি দৌড়ে যাইনি বা পরিশ্রম করেও বেঁচে থাকিনি।

আচ্ছা, এই সেই ফল যা ঈশ্বর খুঁজছেন। ঠিক সেই ফল, যাকে তিনি পরিপক্ক করে তাঁর শস্যাগারে নিয়ে আসতে চাইছেন।

আর সেটাই হলো খ্রিষ্টের ধন, এবং সেটাই হতে চলেছে। আর জীবনকে দেখার এটা এক চমৎকার দৃষ্টিভঙ্গি।

আর সেটা, উম, সেটা একটা চমৎকার, উম, আমার বিশ্বাস সেটা এক বিরাট সম্পদ। এবং এই দৃষ্টান্তমূলক গল্পগুলোকে তাদের সঠিক অনুক্রমে দেখা।

উম, এই সম্পর্কিত একটি বার্তা, আমার ধারণা জিমি শুনেছে, কিন্তু, উম, এটির নাম 'টেন শেকেলস ইন এ শার্ট' এবং লেখক প্যারিস রিডহেড।

এটা, উম, এটা এমন একটা বার্তা যা অনলাইনে বেশ সাড়া পাচ্ছে এবং মোটামুটি ছড়িয়েও পড়ছে।

এবং এই সম্পর্কিত তাঁর নিজের চমৎকার ধর্মোপদেশে,

খ্রিস্টকে দেখলে, একমাত্র প্রকৃত খ্রিস্টধর্ম হলো খ্রিস্ট-কেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা খ্রিস্টধর্ম।

এবং বিষয়টিকে মানবতাবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা, অর্থাৎ ঈশ্বরের মহিমা এবং তাঁর দাবিকৃত আনুগত্য আদায়ের পরিবর্তে মানুষের সুখের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা।

আর, উম, এবং খ্রিষ্ট মৃত্যুবরণ করেছিলেন যাতে আমরা, উম,

যাতে আমরা ক্ষমা পেতে পারি এবং বিষয়টিকে মানুষের সুখের জন্য উৎসর্গ করতে পারি, তার পরিবর্তে যা একটি, একটি বিরাট, একটি বিরাট প্রতারণা।

উম, তাহলে, উম,

আমি এ সম্পর্কিত আরও একটি ধর্মগ্রন্থের অংশ পড়ব।

রোমীয় ১, ৩, ৫, এমন কোনো ধর্মগ্রন্থ নয় যা আমরা আগে দেখিনি। কিন্তু সত্যি বলতে,

এই সবকিছু, এই সবকিছুই তার নামের খাতিরে।

রোমীয় ১, ৩ ও ৫ অধ্যায়ের ৩ নং পদে তিনি সুসমাচার বিষয়ে কথা বলছেন, বিশেষত তাঁর পুত্রের বিষয়ে এবং সুসমাচারের বার্তা নিয়ে কথা বলছেন।

আমাদের প্রভু যিশু খ্রীষ্ট, যিনি দৈহিকভাবে দায়ূদের বংশধর ছিলেন এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষিত হয়েছিলেন,

মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের দ্বারা, যাঁর হাত ধরে আমরা অনুগ্রহ ও প্রেরিত পদ লাভ করেছি, যেন সকল জাতির মধ্যে তাঁর নামের জন্য বিশ্বাসের বাধ্যতা পালন করা যায়।

তো, উম,

তাই আমি আশা করি, সবাই তখন ঐ দৃষ্টান্তমূলক গল্পগুলোর সাথে যোগসূত্রটা দেখতে পাবে। উম,

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমরা বলতে পারি যে, উম,

আমরা বলতে পারি যে, উম,

আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, যদি আমরা নিজেকে সেই ব্যক্তি হিসেবে দেখি যে ধনসম্পদের জন্য নিজের সবকিছু বিক্রি করে দেয়,

আমরা বলতে পারি যে স্বয়ং খ্রিষ্টই সেই ধন যার জন্য আমাদের সবকিছু ত্যাগ করা উচিত, যাকে আমাদের, উম, লুকিয়ে রাখা উচিত, যাকে আমাদের, উম,

যেগুলোকে আমাদের কাছে ধরে রাখা উচিত এবং,

এবং, এবং অন্য সবকিছুর ঊর্ধ্বে মূল্য। এবং,

এবং সেটা, উম,

এবং তাঁকে পাওয়ার জন্য আমাদের যা কিছু হারানোর প্রয়োজন, তা যেন আমরা হারাই, যেমনটা পৌল ফিলিপীয় ৩ অধ্যায়ে বলেছেন।

সুতরাং, উম, এবং, এবং, এবং আমরা সুন্দর মুক্তার সন্ধানে থাকা বণিকের উপকথাটি ঠিক একইভাবে প্রয়োগ করতে পারি যেভাবে আমরা কেবল, উম,

এখানে, ক্ষেতের গুপ্তধনের দৃষ্টান্তটি প্রয়োগ করা হয়েছে। তো, এবার ৪৭ নং পদে আসা যাক।

আবার, স্বর্গরাজ্য সমুদ্রে ফেলা একটি জালের মতো, যা সমুদ্রে ফেলে সব ধরনের মাছ ধরেছিল।

যেটি পূর্ণ হয়ে গেলে তারা তীরে টেনে আনল,

এবং বসে ভালো জিনিসগুলো পাত্রে জড়ো করলেন, কিন্তু মন্দগুলো ফেলে দিলেন।

কেয়ামতেও এমনটাই ঘটবে।

স্বর্গদূতেরা এসে ধূলি থেকে দুষ্টদেরকে পৃথক করবেন এবং তাদেরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবেন।

কান্নাকাটি ও দাঁত কিড়মিড় করা হবে।

লক্ষ্য করুন, যিশু কীভাবে বিচার দিনের ওপর এবং দুষ্টদের জন্য তাঁর দুঃখভোগের ওপর জোর দিয়েছিলেন।

উম, এখানে ভালো এবং মন্দ বলতে অবশ্যই খ্রিস্টধর্মের ভালো এবং মন্দ অধ্যাপকদের কথা বলা হচ্ছে।

ঠিক যেমন, উম, আগাছা আর চোখের জলের মতো। উম, আমরা এটা এক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে পারি, উম,

আমরা এটা ইসরায়েলের উপর আসতে চলা বিচারের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে পারতাম। যে, উম,

যে যখন, উম, যখন রোমানরা এই ভূমিতে এসেছিল তখন কেবল খ্রিস্টানরাই,

যারা খ্রীষ্টের আজ্ঞা পালন করছিলেন, তারা যখন দেখলেন যে সৈন্যবাহিনী জেরুজালেমকে ঘিরে ফেলেছে, তখন তারা জেরুজালেম থেকে পালিয়ে, আমার বিশ্বাস, সিরিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আর মথি লিখিত সুসমাচারের অনেক বিষয়ের মতোই, এগুলোরও দ্বৈত অর্থ রয়েছে।

কথা বলতে গেলে, এগুলো রোমানদের দ্বারা ইসরায়েলের উপর আসা বিচারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে, এবং শেষ সময়ের বিচারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে।

উম, হয় অ্যালবার্ট বার্নস অথবা অ্যাডাম ক্লার্ক, যিনি,

উম, খ্রিষ্টের পরিত্রাণ সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে এভাবে যে, তিনি মানবজাতিকে পাপের সাগর, হতাশার সাগর, অজ্ঞতার সাগর থেকে উদ্ধার করেছেন।

ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সমুদ্র এবং তার পরিণতি। এটা বেশ মজার ব্যাপার যে, প্রকাশিত বাক্য ২১ অধ্যায়ে শেষ সময়ে যখন নতুন জেরুজালেমের কথা বলা হয়েছে, তখন বলা হয়েছে যে আর কোনো সমু; সমুদ্র সত্যিই সেই বিষয়গুলোকেই প্রতিনিধিত্ব করে।

কিন্তু স্পষ্টতই আমি এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি না, তবে ব্যাপারটা হলো, উম...

পড়ার সময় বিষয়টি বিবেচনা ও মনন করার মতো, এবং এর থেকে আরও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায় কিনা তা দেখার চেষ্টা করা উচিত।

আচ্ছা, তাহলে ৫১ নং পদে, "যীশু তাদের বললেন, তোমরা কি এই সমস্ত বিষয় বুঝেছ? তারা তাঁকে বলল, হ্যাঁ, প্রভু।"

তখন তিনি তাদের বললেন, "অতএব, স্বর্গরাজ্যের জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যেক শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এমন একজন গৃহকর্তার মতো, যিনি তাঁর ভাণ্ডার থেকে নতুন ও পুরাতন সকল বস্তু বের করে আনেন।"

উম, তাহলে আমরা সবাই, বিশেষ করে যাঁরা প্রচারের জন্য আহূত,

কিন্তু এক অর্থে প্রত্যেক খ্রিষ্টান, যিনি খ্রিষ্টের শিষ্য, তিনি ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষার্থী হওয়ার জন্য আহূত এবং তিনি, উম,

এবং সত্য সম্পর্কে এমন এক উপলব্ধি রাখার জন্য আহ্বান জানানো হয় যা, উম,

এখানে গৃহকর্তা বলতে হয় পরিবারের কর্তার কথা বলা হচ্ছে।

অথবা এমন একজনের কথা বলা হচ্ছে, যাকে একজন বাবা তার সংসারের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। এবং, এবং, এবং, এবং, এবং এই গৃহকর্তার কাজ হলো,

এই গৃহকর্তার কাজ হলো, তাঁর পরিবারের যখন যা প্রয়োজন, তা জোগাড় করে দেওয়া। আর তাই, এখানে একটি শিক্ষা রয়েছে যে,

আমরা চাই, আমরা ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে চাই।

আমরা সত্য সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি বৃদ্ধি করতে চাই, যাতে শেষ পর্যন্ত সাক্ষ্য দেওয়ার সময় যখন কোনো বিষয় ও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়,

তাদেরকে কী বলা সমীচীন, তা আমরা বুঝতে পারি।

এবং, এবং আমাদের এমন কিছু জিনিস থাকবে যা আমরা মনে রাখব,

ঈশ্বর আমাদের যা শিখিয়েছেন এবং এই প্রক্রিয়ায় তিনি আমাদের নতুন নতুন বিষয়ও শেখাবেন।

আচ্ছা, আর, আর ঠিক একজন গৃহকর্তার মতোই, যার ঘরে জিনিসপত্র জমানো থাকে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে আসেন। গির্জা এবং অন্যান্য খ্রিষ্টানদের পরি যায়।

উম, এটা যে বিষয়ে কথা বলছে,

যিশু আক্ষরিক অর্থেই সজ্জিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন, উম,

হারিয়ে যাওয়াদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা, সেবা করা এবং ঈশ্বরের লোকদের পুষ্টি জোগানো। অর্থাৎ, কলসীয় ১:২৭ থেকে ২৯ অধ্যায়ে উল্লিখিত ঈশ্বরের বাক্যের বিশ্বস্ত তত্ত্বাবধায়ক হওয়া।

উম,

আমরা পড়ি যে পল কথা বলেন, উম,

১:২৮ পদে তিনি বলেন, যখন আমরা খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রচার করি, প্রত্যেককে জানাই এবং প্রত্যেককে শিক্ষা দিই, এবং সমস্ত প্রজ্ঞা। সুতরাং, যীশু এখানে এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করছেন।

যেন আমরা প্রত্যেক মানুষকে খ্রীষ্ট যীশুতে সিদ্ধরূপে উপস্থিত করতে পারি,

যার জন্য আমিও পরিশ্রম করি, তাঁর কার্য অনুসারে কাজ করি, যিনি আমার মধ্যে প্রবলভাবে কাজ করেন। উম, এবং আমার মনে হয় আমরা এটাও দেখতে পারি যে, উম,

৫১ ও ৫২ পদ থেকে আমরা এই শিক্ষা নিতে পারি যে, একটি ভালো বোঝাপড়া থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

পুরাতন ও নতুন চুক্তির মধ্যকার সম্পর্কের ভারসাম্যের বিষয়ে, যা আমি আশা করি আমরা বুঝতে পারছি, উম...

আমরা যখন মথি লিখিত সুসমাচার পড়ি, একেবারে প্রথমটি, উম,

নতুন নিয়মের সর্বপ্রথম গ্রন্থ যা যীশুকে মসিহ হিসেবে দেখায়। উম, এর পরিপূর্ণতা,

পুরাতন নিয়মের ধর্মগ্রন্থ অনুসারে, নতুন চুক্তিটিই হলো...

পুরাতন চুক্তি এবং এর উপর নির্মিত,

এবং পুরাতন চুক্তির বিধি-বিধান যা লিখিত ও রোপিত হয়েছিল।

নতুন চুক্তিতে ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা ঈশ্বরের লোকেদের হৃদয়ে লেখা হয়। উম, এবং, এবং তাই, উম,

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে

পুরাতন নিয়ম স্বয়ং এখনও ২ তীমথিয় ৩:১৭ অধ্যায়েই স্থাপিত।

উম, আমি এটা আগেও পড়েছি, কিন্তু ২ তীমথিয় ৩:১৬ এবং ১৭ অধ্যায় আবার পড়া ভালো। পুরাতন নিয়মই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ ছিল যা তখনও, উম,

যেগুলো, উম, নতুন নিয়ম লেখার সময়েই উপলব্ধ ছিল। এবং পৌল ২ তীমথিয় ৩:১৬ পদে বলেন,

সমস্ত ধর্মগ্রন্থে যা বলা হচ্ছে, উম,

সেই সময়ে একমাত্র স্বীকৃত ধর্মগ্রন্থগুলো ছিল,

পুরাতন নিয়ম ছিল ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় প্রদত্ত সমস্ত ধর্মগ্রন্থ।

আর শিক্ষা, তিরস্কার, সংশোধন, নির্দেশনা ও ধার্মিকতার জন্য এটি লাভজনক, যেন ঈশ্বরের লোক সিদ্ধ হতে পারে এবং সমস্ত সৎকর্মে সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত হয়।

আচ্ছা, তাহলে আমরা এগিয়ে যাব এবং অধ্যায়টি শেষ করব।

আর এমনটা ঘটল যে, যিশু তাঁর কাজ শেষ করে তাদের ছেড়ে, সেখান থেকে চলে গেলেন।

আর তিনি যখন নিজ দেশে আসছিলেন, তখন তিনি তাদের সমাজগৃহে শিক্ষা দিতে লাগলেন, এবং এত বেশি শিক্ষা দিলেন যে, তারা বিস্মিত হয়ে বলল,

একসময় এই ব্যক্তির এই প্রজ্ঞা ও তাঁর পরাক্রমশালী কর্ম ছিল, এ কি সেই সূত্রধরের পুত্র নয়?

আর তাঁর মায়ের নাম কি মরিয়ম নয়, এবং তাঁর ভাই যাকোব ও যোসেফ, এবং শিমোন ও যিহূদা, আর তাঁর বোনেরা—তারা সকলেই কি আমাদের সঙ্গে নেই?

তাহলে এই লোকটির এই সমস্ত কিছু একবারেই আছে।" আর তারা তাঁর মধ্যে, তাঁর কারণে ক্ষুব্ধ হলেন।

কিন্তু যীশু তাদের বললেন, যা তিনি তাদের বলেছিলেন,

নবী নিজ দেশ ও নিজ গৃহ রক্ষা করার কারণে সম্মানহীন নন। আর তাদের অবিশ্বাসের কারণে তিনি সেখানে অনেক পরাক্রমশালী কাজ করেননি।

উম, মার্ক ৬:১-৬ অধ্যায়ে, যীশুকে সূত্রধরের পুত্র না বলে, সূত্রধর বলা হয়েছে।

সুতরাং আমাদের বিশ্বাস করার কারণ আছে যে তার বাবা একজন ছুতার ছিলেন।

এবং সে তার বাবার পেশা গ্রহণ করে নিজেও একজন ছুতার হয়ে গেল।

আচ্ছা, এই বাইবেল পাঠের ঠিক আগে, আমরা জাগতিক চাকরি নিয়ে কথা বলছিলাম। এবং, স্বয়ং যিশুও প্রমাণ করেছেন যে জাগতিক চাকরি, উম,

নিজের ব্যবসায় বা আয়-উপার্জনকারী কোনো চাকরিতে নিযুক্ত থাকা একটি পবিত্র কাজ হতে পারে। এটি ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করতে পারে।

ওটা ছিল তাঁর, উম, ওটা ছিল ধর্মযাজক হওয়ার জন্য তাঁর প্রস্তুতি।

মানে, এর একটা মূল অংশ তো ছিলই একজন সাধারণ শ্রমিক হওয়া। আর এটা ভাবতেও বেশ আকর্ষণীয় লাগে।

আমার মনে হয়, ইহুদিদের ক্ষেত্রে ১২ বা ১৩ বছর বয়সেই ছেলেদের পুরুষ হিসেবে গণ্য করা হতো।

আর ভাবা যায় যে, তিনি হয়তো ১২ বছর বয়সে কাজ শুরু করে ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত পরিশ্রম করেছিলেন।

এবং এমনকি তাঁর নিজের শহরের যে মানুষদের সাথে তিনি বড় হয়েছিলেন, যখন তিনি ধর্মপ্রচার শুরু করেন, তারাও জানত না যে তিনি একজন জ্ঞানী, উম, যে তিনি একজন জ্ঞানী ধর্মপ্রচারক ছিলেন, উম,

যা ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ ছিল।

সে তার জীবনের প্রথম ৩০ বছর ধরে ব্যাপারটা তাদের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল।

আর, জানেন তো, তিনি প্রতি ৭০ দিন অন্তর সিনাগগে যেতেন। এটা, এটা সত্যিই, উম, এটা ভাবতেই অবাক লাগে যে তিনি, উম,

তিনি সিনাগগে কখনো উঠে দাঁড়াননি, কারণ আপনারা তো জানেনই, মানে, যখন তাঁর বয়স ১২ বছর ছিল, আমরা লূকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে পড়ি, উম...

সেই সময়ে জেরুজালেমে থাকা শাস্ত্রবিদদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা। আপনি জানেন যে, অন্তত ১২ বছর বয়সের মধ্যেই,

তিনি অন্য যে কারোর চেয়ে ভালো বার্তা প্রচার করতে পারতেন, জানেন তো।

তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি সিনাগগে ধর্মোপদেশ দিতেন। এবং তিনি নীরব থাকতেন ও একজন সাধারণ কর্মী ছিলেন।

উম, আমার বিশ্বাস, এটা ছাড়াও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আমরা এখান থেকে নিতে পারি।

উম, আমরা দেখি যে, লোকেদের যীশুকে দেখালেই যে তারা তাঁর উপর বিশ্বাস করবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, কারণ তারা তাঁকে দেখেছিল, তারা তাঁকে সরাসরি সশরীরে দেখেছিল এবং তারা,

এবং এই লোকেরা এতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

উম, মানুষের পক্ষপাত, ঈর্ষা, কুসংস্কার এবং আধ্যাত্মিক উদাসীনতা এমনটা ঘটাতে পারে। উম, যিশু একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে আসতে পারতেন।

তিনি রোমান সম্রাট হতে পারতেন।

এবং সম্ভবত সেটাই ছিল, এবং সেটাই হয়তো তার প্রতি শয়তানের প্রলোভন ছিল। তাকে আরও ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মরুপ্রান্তরে দেওয়া তিনটি প্রলোভনের মধ্যে এটি একটি।

তাকে ইসরায়েলের রাজা করার জন্য।

আর, কিন্তু তাতে সমস্যাটা হতো এই যে, লোকেরা তা চাইত,

পার্থিব লাভ, পার্থিব সম্মান এবং কোনো এক প্রকার জাগতিক লালসার জন্য তাকে অনুসরণ করা। আর তার এই দীনতার মধ্যেও কিছু লোক তার উদ্দেশ্য ভুল বুঝেছিল।

আমরা সুসমাচারে দেখি যে, কিছু লোক তা করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা টিকে থাকতে পারেনি।

তো, মানে, ওই লোকগুলো অবশেষে তার কাছ থেকে চলে গেল।

আর সে কারণেই আমরা দেখি, তিনি যখন ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন, সেই সময়ে লোকেরা তাঁর কাছ থেকে চলে যাচ্ছিল।

তার কথায় তারা ক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছিল যে, তিনি তাদের সেই পার্থিব পুরস্কার ও আরাম-আয়েশ দেবেন না, যা তারা খুঁজছিল।

উম, সুসমাচার প্রচারের ক্ষেত্রে পার্থিব মানুষেরা যে বিষয়গুলোকে মূল্য দেয়, সেগুলোর প্রতি আবেদন জানানো মানে হলো সুসমাচার এবং তাদের যিশুর প্রচারকে বিকৃত করা।

এটি সেই উদ্দেশ্য-চালিত জীবন-মানসিকতার প্রতি একটি তিরস্কার, যা যীশুকে জনসাধারণের কাছে আকর্ষণীয় ও বিনোদনমূলক করে তোলার চেষ্টা করে।

বরং, উম, তাঁকে যেমন আছেন ঠিক তেমনভাবে প্রচার করার এবং ধার্মিকতা ও পবিত্রতা প্রচার করার পরিবর্তে, উম,

ঈশ্বরের বাক্য সহজ ও সরলভাবে প্রচার করুন এবং কেবল ভক্তির প্রস্তাব দিন।

ঈশ্বরের কাছে মুক্তি, অনন্ত ঐশ্বর্য, প্রস্তাব, উম, সেই প্রতিশ্রুতিগুলো যা, আহ, যা নতুন নিয়ম দেয়,

কিন্তু, উম, কিন্তু পার্থিব লাভ বা জাগতিক তৃপ্তির দ্বারা মানুষকে ছিন্নভিন্ন করার চেষ্টা করা নয়,

কারণ, উম, যিশু নিজে এমনটা করেননি। এবং তিনি তা করেননি, আর যখন এই লোকেরা তাঁর কারণে ক্ষুব্ধ হয়েছিল, উম,

তার, উম, তার সাধারণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা এবং তাদের তার সাথে পরিচিতির কারণে, তারা, উম,

সে তাদের মানিয়ে নেওয়ার জন্য নিজেকে বদলায়নি, মানে, উম, আমি ঠিক কোন শব্দটা খুঁজছি?

হ্যাঁ, সে তাদের মানিয়ে নিতে, তাদের পছন্দ মতো করতে বা তাদের তুষ্ট করতে নিজেকে বদলায়নি। উম, তাই এটা একটা দারুণ শিক্ষা যে,

উম, জাগতিকতা ব্যবহার না করে, আপোষ না করে, মানুষকে খ্রিষ্টের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য দৈহিক আবেদন ব্যবহার না করে, কারণ এটা, উম,

শেষ পর্যন্ত এটি করার ফলে সুসমাচারের অর্থ বদলে যায় এবং এটি মানুষের মনে মিথ্যা আশা ও ভ্রান্ত প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে।

উম, প্রকৃত ধন, প্রকৃত পুরস্কার যা, উম, যা শেষ পর্যন্ত আমাদের অন্বেষণ করা উচিত এবং যা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে।

আমরা ইফিষীয়দের প্রতি লেখা পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় পড়ি এবং আমি এই পদগুলো দিয়ে শেষ করব। ইফিষীয় ২ অধ্যায়ের এক থেকে সাত পদ।

পৌল ইফিষীয়দের কাছে লেখেন, "আর তোমরা যারা অপরাধ ও পাপে মৃত, তোমাদেরও সরঞ্জাম আছে; কারণ পূর্বে তোমরা এই জগতের রীতি অনুসারে জীবনযাপন করতে,

এবং বছরের ক্ষমতার অধিপতির মতে, সেই আত্মা যা এখন অবাধ্যতার সন্তানদের মধ্য থেকে কাজ করে,

যাদের মধ্যে আমাদের সকলেরই অতীতকালে কথাবার্তা ও দৈহিক কামনা-বাসনা ছিল, এবং আমরা দেহ ও মনের বাসনা পূর্ণ করতাম।

এবং স্বভাবতই তারা ক্রোধের সন্তান ছিল, যেমন অন্যরাও।" এর অর্থ হলো, যারা দৈহিক কামনার পথে চলে, তারা সেই কারণে ঈশ্বরের শত্রু।

কারণ ঈশ্বর, যিনি করুণায় পরিপূর্ণ, তাঁর সেই মহান প্রেমের জন্য, যা দিয়ে তিনি আমাদের ভালোবেসেছিলেন, এমনকি যখন আমরা পাপে মৃত ছিলাম, তিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের পুনরুজ্জীবিত করেছে
পেয়েছ।

আর আমরা প্রেরিত ৫:৩২ পদ থেকে জানি যে, যে পবিত্র আত্মা জীবন দান করেন ও জীবন দেন, তা তাদের সকলকেই দেওয়া হয় যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে।

এবং তিনি আমাদের সকলকে একত্রে পুনরুত্থিত করেছেন ও খ্রীষ্ট যীশুতে স্বর্গীয় স্থানে একত্রে বসিয়েছেন, যেন আগামী বছরগুলিতে আমরা একসাথে থাকতে পারি।"

এটা হলো সেই গুপ্তধন, যার কথা মথি তেরো অধ্যায়ের চুয়াল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ পদের দৃষ্টান্তমূলক গল্পে বলা হয়েছে।

আগত যুগে তিনি অবশ্যই খ্রীষ্ট যীশুর মাধ্যমে আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের অসীম ঐশ্বর্য ও দয়া প্রকাশ করবেন।

আর যখন তাঁর অনুগ্রহ এবং তাঁর লোকদের প্রকৃত রূপ প্রকাশিত হবে, তখন সেটি হবে এক গৌরবময় দিন, যা পার্থিব গৌরবকে সম্পূর্ণ অর্থহীন করে তুলবে।

আমরা ১ যোহন ২ সতেরো অধ্যায় থেকে জানি যে, জগৎ বিলীন হয়ে যায় ও কিছুই থাকে না, কিন্তু যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে চিরকাল সেখানে থাকে। আমেন।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, ব্রাদার অ্যারন। বাহ্, দারুণ ছিল। উম, বাংলাদেশ, এক মিনিট দাঁড়ান। আমি শুধু আরেকটা বিষয় জানতে চাই।

তারা বলল, "ভাই, আপনার শিক্ষাটা খুব ভালো ছিল।" জানেন, যারা অতি-অনুগ্রহে বিশ্বাসী এবং কোনো পরিশ্রম ছাড়াই পরিত্রাণ চায়, মানে রোমীয় ১১:৬ অধ্যায়ের লোকেরা, তারা নিশ্চিতভাবে বোঝে ন
"আমরা তো অনুগ্রহেই পরিত্রাণ পেয়েছি।"

আচ্ছা, ঠিক আছে, কিন্তু, উম, এবং কর্মের দ্বারা নয়, তাই না? কিন্তু তারা যেটা বুঝতে পারে না তা হলো, যদি তোমরা আত্মার পথে চলো, তাহলেও যদি তারা পাপ করে, এবং তারপর, তোমরা জানো, তারা ই
মধ্যে স্থির না থাকে, এবং তার চেয়েও বড় কথা হলো, তারা আসলে এটাই বলছে যে আত্মাই তাদেরকে পাপের দিকে চালিত করে।

আর এটা পাগলামি। তাই ব্যক্তিগতভাবে আমি এর উত্তর এভাবেই দিই। যদি আপনি অনুগ্রহে পরিত্রাণ পেয়ে থাকেন, অথচ প্রভুর আজ্ঞা মেনে না চলেন, তাহলে আপনি বলছেন যে আপনি পরিত্রাণ পেয়ে
কিন্তু তারপরেও আপনি পাপ করছেন।

তার মানে হলো, পবিত্র আত্মা আপনাকে পাপের দিকে পরিচালিত করছেন। এটাই আমার কাছে উন্মাদনার সংজ্ঞা। তাই আমি শুধু এই কথাটা যোগ করতে চাইলাম। উম, প্রশ্নোত্তরের সুযোগ দেওয়ার আগে
উম, ভাই, আপনি এ বিষয়ে কথা বলেছেন, এবং আমরা ব্যক্তিগতভাবেও এ নিয়ে কথা বলেছি,

কিন্তু সহজ-সরলভাবে প্রচার করুন। আর এই মণ্ডলীর মধ্যে এমন কিছু গুরুতর বিষয় ঘটছে, এবং এখন আমার বিশ্বাস, মণ্ডলীর বাইরেও তাদের মধ্যে কেউ কেউ খ্রীষ্টের প্রচার করছে না।

জানেন, সেখানে বলা আছে, "তারা যদি ভুল উদ্দেশ্যেও খ্রীষ্টের প্রচার করে, আমরা তাতে আনন্দিত হই।" বাইবেলের ঐ পদটি এই বিষয় নিয়েই কথা বলে।

তারা যদি খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করে, তবে আমরা আনন্দিত হই, কিন্তু আমরা এ বিষয়ে একমত হয়েছি যে, কেউ কেউ এখন আর খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারই করছে না। সুতরাং এটি একটি বড় সমস্যা। তাই
চাই যে, বাইবেল কীভাবে আমাদের প্রচার করতে, সাক্ষ্য দিতে এবং প্রমাণ করতে বলে ও দেখায়, সে বিষয়ে আমি একটি ব্যাপক গবেষণা ও বিশ্লেষণ করছি।

আর আপনি তো এইমাত্র বললেন, ব্রাদার অ্যারন, সহজ-সরলভাবে প্রচার করুন। কিন্তু আমি আরও একটি বিষয় উত্থাপন করতে চাই, যা আপনি গত সপ্তাহে উল্লেখ করেছিলেন এবং আমরা এ নিয়ে কিছু
হলো, আমাদের লাগামছাড়া হওয়া উচিত নয় যে আমরা রাস্তার কোনো এক কোণে গিয়ে প্রচার করব, প্রচার চালিয়ে যাব, আর তারপরই চলে আসব।

আমাদের লক্ষ্য হলো শিষ্য তৈরি করা। অবশ্যই, কেউ কেউ পালক হওয়ার জন্য এবং কেউ কেউ সুসমাচার প্রচারক হওয়ার জন্য আহূত হন। আপনি যেমনটা বললেন, আমরা সকলেই সাক্ষী নামে পরিচিত।

কিন্তু আমাদের সকলের একসঙ্গে কাজ করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা জানেন, ইফিষীয় ৪:১৬ পদে লেখা আছে, "যাঁর সমগ্র দেহ সুবিন্যস্তভাবে সন্ধিবদ্ধ ও প্রত্যেক গ্রন্থির নিজস্ব গুণে সংবদ্ধ, এবং প্র
কার্যকর কার্য সম্পাদনের দ্বারা, প্রেম দ্বারা আত্মগঠনের জন্য দেহের বৃদ্ধি ঘটায়।"

ব্রাদার অ্যারন, গত সপ্তাহে আপনার একটি কথা আমাকে সত্যিই নাড়া দিয়েছে, যেখানে আপনি বলেছিলেন যে, আমরা যখন প্রচার করতে যাই (আপনার কথা নিজের মতো করে বলছি), তখন আমাদের এ
যেখান থেকে আমরা সেইসব লোকদের কাছে যেতে পারি যারা অনুতপ্ত হবে। আর সাধারণত এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম থাকে, কিন্তু সেই অল্প কয়েকজনের জন্য প্রভুর প্রশংসা করি, তাই না?

তাদেরকে এই স্থানীয় ফেলোশিপগুলোর কোনো একটির দিকে, বা অন্ততপক্ষে যথেষ্ট স্থানীয় কোনো একটির দিকে নির্দেশ করা উচিত, অথবা আমাদের উচিত তাদেরকে আমাদের নম্বর দেওয়া। আপনি কি
বাংলাদেশে যাব, আমরা খুব দ্রুত উত্তরে মিশিগানে যাব, যদি তাদের কোনো প্রশ্ন থাকে, অথবা আমরা ওয়াশিংটন স্টেটে যেতে পারি।

আর যদি কারও চলে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে তিনি যেতে পারেন, কিন্তু ভাই অ্যারন, আপনি যদি এই বিষয়টি নথিভুক্ত করেন, তাহলে আমরা যা নিয়ে কথা বলছিলাম তা আবার বলুন, যেখানে আমাদে
উচিত, এবং আমাদের লক্ষ্যও তাই, তা শুধু লোকেদের গিয়ে বলা নয় যে তারা পাপী, বরং তাদের শিষ্য হিসেবেও আহ্বান করা।

ঠিক, এবং জানেন, ব্যাপারটা হলো, যেমনটা আমরা মথি ১৩ অধ্যায়ের দৃষ্টান্তগুলো থেকে দেখেছি, প্রভু একটি নির্দিষ্ট ধরনের মানুষ খুঁজছেন, এবং একজন শিষ্য হিসেবে শুরু করার পরেও একটি প্রশিক্ষণ
এবং যখন কেউ খ্রীষ্টের কাছে আসে, তখন তা অনেকটা এমন যে কেউ সবেমাত্র সেনাবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে।

সেনাবাহিনীতে যোগদান করাটা কেবল শুরু। একজন সৈনিক হিসেবে নির্দেশিত হওয়ার এবং গড়ে ওঠার প্রয়োজন তখনও থাকে, এবং ঈশ্বরের বাক্য প্রচারের মাধ্যমেই তাঁর সমস্ত আজ্ঞা পালন করার প্রকৃ
প্রজ্ঞা এবং প্রকৃত অনুগ্রহ গড়ে ওঠে।

প্রভু তো এটাই চান, তাই আপনি যদি শুধু ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কোনো শহরে যেখানে-সেখানে প্রচার করেন, এবং সেখানে ফিরে আসার কোনো ইচ্ছাই আপনার না থাকে, আর যখন কেউ খ্রীষ্টের কাছে আ
কোনো বিশ্বস্ত মণ্ডলীর কথাও না জানেন, তাহলে সেই ব্যক্তি শয়তানকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করবে, এবং সম্ভবত আপনার চেয়েও খারাপ অবস্থায় পড়বে।

শিষ্য হিসেবে প্রশিক্ষিত হওয়া, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও প্রত্যাশা বিষয়ক সবকিছু শেখা, নির্দেশনা ও শক্তি জোগানো এবং সেবা করার জন্য সেবা পাওয়ার সুযোগ পাওয়ার পরিবর্তে, তাদের অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ

কাউকে তা না দেওয়াটা মহানির্দেশ পালনের এক অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ উপায়, এটা আসলে মহানির্দেশ পালনই নয়।

আর আমি যতদূর জানি, প্রেরিত ৮ অধ্যায়ে আছে, যেখানে সুসমাচার প্রচারক ফিলিপকে একেবারে মরুভূমির মাঝখানে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং তিনি এমন একজন লোকের সাথে কথা বলেন যিনি ইথিওপি কিছুক্ষণ আগেই যিরূশালেমে উপাসনা করতে গিয়েছিলেন। ফিলিপ তার কাছে ঈশ্বরের প্রশংসা প্রচার করেন, এবং লোকটি বাপ্তিস্ম নিয়ে নিজের পথে চলে যায়।

কিন্তু আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে বিষয়টি হলো যে, ঈশ্বর সেই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জানতেন যে সেই লোকটি একজন বিশ্বস্ত মানুষ হবে, এবং তার কাছে ধর্মগ্রন্থ থাকার কারণে, আর ঈশ্বর যে তার মধ্যে বিশেষ ধারণা, তাকে শুরু থেকেই একজন নেতা হওয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল।

এবং একেবারে গোড়া থেকে নিজের কাজ শুরু করা।

কিন্তু ফিলিপ ঈশ্বরের কথা শুনছিলেন, তিনি শুধু যেখানে-সেখানে ছুটে যাচ্ছিলেন না, বরং সত্যিই ভেবে দেখছিলেন, এবং ঈশ্বর তাঁকে যেতে বললেন।

তাই এমন একটা সময় আসতে পারে যখন ঈশ্বর আমাদের কিছু করতে বলতে পারেন, কিন্তু সেটা হয়তো মানানসই মনে নাও হতে পারে, আমরা হয়তো তা বুঝতে নাও পারি, এবং আমাদের কাছে তা অগোছা

কিন্তু ব্যাপারটা এমন যে, আমার সত্যিই মনে হয় প্রভু আমাকে তা-ই করতে পরিচালিত করেছেন, আর আমি তা বুঝতে পারছি না।

এটা সেই ব্যক্তির থেকে অনেক আলাদা, যে ঠিকমতো প্রার্থনা করে না, শোনে না, পরিকল্পনাও করে না, শুধু নিজের মতো করে চলে এবং ভাবে যে সে যেখানেই যাক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না।

এক্ষেত্রে শেষের ঘটনাটি আগেরটির থেকে অনেকটাই আলাদা, এবং আমাদের বোঝা উচিত যে, কখনও কখনও প্রভু আমাদের এমন কিছু করতে পরিচালিত করতে পারেন যা আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারি ন

কিন্তু যদি না কোনো বৃহত্তর কাজ বা দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য থাকে, এবং আমাদের সেই দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যটি মাথায় রাখা উচিত,

এবং আমরা যে কাজগুলো করি, যার মাধ্যমে আমরা হয়তো বড়জোর উডহে এবং স্টাবোল্ডকে সাথে নিয়েই কিছু গড়ে তুলছি, তা শেষ পর্যন্ত বিচার দিবসে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না।

ঠিক বলেছেন ভাই। খুব ভালো বলেছেন। হ্যাঁ। আমি আমার বক্তৃতায় এটা যোগ করে নেব।

আচ্ছা, বাংলাদেশ, তোমার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে তুমি চুপ করে থেকে হ্যালো বলতে পারো। এরপর আমরা ব্রাদার উইলিয়াম, সিস্টার স্টেফানি এবং ব্রাদার ড্যানিয়েলের সাথে কথা বলার পর ফেরে প্রশ্ন থাকে।

কিন্তু বাংলাদেশের কি কোনো প্রশ্ন আছে?

আরে, আমরা আবার বাংলাদেশের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না। ওখানে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে, বন্ধুরা। আমি জানি না কী হয়েছে। ভাই উইলিয়াম, আপনি কি এখনও ওখানে আছেন?

ব্রাদার উইলিয়াম, আপনি কি মিউট করে রেখেছেন?

হ্যাঁ, আমি মিউট করে রেখেছি, ব্রাদার। আচ্ছা, তাহলে আমরা আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু ব্রাদার হিলটন, সম্ভবত আপনার হেডসেটে কোনো সমস্যা হয়েছে, কারণ আমরা ব্রাদার হিলটনের কথা শুনতে

আচ্ছা, ভাই বা বোন কোয়ালস্কি, আপনাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে?

আমার জন্য নয়। ভালো শিক্ষা। ধন্যবাদ, ব্রাদার অ্যারন। আপনার কি এখনও আছে? আমার কোনো প্রশ্ন নেই। আমরা ওখানে শুরু করার কয়েক মিনিট পরে স্টেফানি এসেছিল, কিন্তু সে এখানেই আছে।

দারুণ। আমিন। আর তুমি, ড্যানিয়েল?

আমার মনে হয় মিস্টার ড্যানিয়েলও মিউট করে রেখেছেন। না, উনি মিউট করে রেখেছেন। জানো কি, ড্যানিয়েল? আমরাও তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না। এক সেকেন্ড দাঁড়াও। আমি এই বাটনটা টি ড্যানিয়েল? তুমি কি আছো?

হ্যাঁ, আমি শিক্ষাদানের প্রশংসা করি, কিন্তু আমার মনে হয় না কোনো প্রশ্ন আছে।

বেশ, চমৎকার। আচ্ছা, তাহলে আমি এটা খুলে নিচ্ছি। আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আমি এখন যাচ্ছি। আমরা এখন সহভাগিতায় মিলিত হতে যাচ্ছি, কিন্তু অনুগ্রহ করে ঈশ্বরের বা থাকুন এবং শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরুন। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।

মথি লিখিত সুসমাচারের ফাইল-অধ্যয়ন – অধ্যায় ১৪ থেকে ১৫-২০, সপ্তাহ ১৪

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত সকলকে শুভ সন্ধ্যা এবং বিদেশে কর্মরত মিশনারিদের সুপ্রভাত। এটি আমাদের সাপ্তাহিক বাইবেল পাঠ, যা আমরা প্রতি মঙ্গলবার রাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় সময় রাত আমি বলেছি, বিদেশে আমাদের বেশিরভাগ মিশনে আমরা খুব ভোরেই এটি করে থাকি। তাই সরাসরি আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আমরা সকলকে ধন্যবাদ জানাই এবং যারা রেকর্ডিং-এ আমাদে ধন্যবাদ জানাই। আমরা জানি এটি অনেককে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত করে এবং আমরা ভাই অ্যারনকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি ঈশ্বরের বাক্যের একজন চমৎকার শিক্ষক।

তাই আমরা মথি লিখিত সুসমাচার পড়ছি। আমরা ১৩ অধ্যায় পর্যন্ত শেষ করেছি। এই সপ্তাহে আমরা ১৪ অধ্যায়ের একেবারে প্রথম পদ থেকে শুরু করছি। অ্যারন, বরাবরের মতোই আপনার সময়ের জন্য ত আমরা এখন আপনার কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করছি।

ধন্যবাদ ভাই জিমি। ইদানীং আমার মুখটা শুকিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, আর আমি এমনিতেও অনেক কথা বলি। কিন্তু আমার পাশে জল আছে। তাই যদি কথা বলতে গিয়ে আটকে যাই আ বাড়াতে হয়, তাতেও কোনো সমস্যা নেই।

তাই আপনারা যদি আমার জন্য প্রার্থনা করেন, যাতে আমি এর কারণ খুঁজে বের করে এর সমাধান করতে পারি। কিন্তু আমি এখন প্রস্তুত। আমরা মথি ১৪ অধ্যায় থেকে শুরু করছি। আমি এখান থেকেই পড়া

সেই সময়ে হেরোদ চতুর্দশের যীশুর খ্যাতির কথা মনে পড়ল এবং তিনি তাঁর দাসদের বললেন, "ইনিই হলেন যোহন বাপ্তিস্মদাতা। তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং সেইজন্য তাঁর মধ্যে মহৎ ক

কারণ হেরোদ তার ভাই ফিলিপের জীবন বাঁচানোর জন্য, অর্থাৎ হেরোদিয়ার খাতিরে, যোহনকে ধরে বেঁধে কারাগারে বন্দী করেছিলেন। যোহন তাঁকে বলেছিলেন, "তাকে তোমার কাছে রাখা আইনসম্মত নয়।"

আর যখন তিনি তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিতে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি জনতাকে ভয় পেলেন, কারণ তারা তাঁকে একজন নবী বলে গণ্য করত।

এটা লক্ষণীয় যে, নিজের শহরের লোকেরা যিশুকে প্রত্যাখ্যান করার ঠিক পরেই হেরোদ তাঁর খ্যাতির কথা জানতে পারেন। আমার কাছে বিষয়টা বেশ আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। তারা তাঁকে একজন সাধারণ তাঁর যে এত জ্ঞান আছে, তা তাদের কাছে অদ্ভুত মনে হতো। কিন্তু বাকি সবাই তাঁর দ্বারা বিস্মিত হয়েছিল।

এবং তাঁর একটা খ্যাতি ছিল। বলা যায়, তাঁর নামকে ঘিরে এক ধরনের ভীতিও ছিল।

কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, হেরোদ ভেবেছিলেন যে এই ব্যক্তিটি হলেন যোহন বাপ্তিস্মদাতা।

কারণ মার্ক ৬ অধ্যায়ে আমরা সম্ভবত এ বিষয়ে আরও কিছু ধারণা পাব। সম্ভবত হেরোদ কোনো নির্দিষ্ট নাম শোনেননি।

কিন্তু তিনি তাঁর বিবেকের দংশনে জর্জরিত ছিলেন, কারণ আমরা শীঘ্রই যা পড়তে চলেছি—তিনি যেভাবে যোহন বাপ্তাইজককে হত্যা করেছিলেন।

আর আমরা এখানে দেখতে পাই, কীভাবে অপরাধবোধ একজন ব্যক্তির মনে অযৌক্তিক ভয়ের জন্ম দিতে পারে এবং শুধুমাত্র অপরাধবোধের যন্ত্রণার কারণে তাকে এমন সব বিষয়কে সত্য বলে কল্পনা করতে সত্য নয়।

আমরা এখানে ৪ পদে দেখতে পাই যে, যোহন মূলত—যখন আমরা মার্ক ৬ অধ্যায়ে এটি পড়ি—আমরা দেখতে পাব যে হেরোদ কীভাবে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের একজন বিশ্বস্ত শ্রোতা ছিলেন এবং তিনি অনুত কিছু পদক্ষেপ নিতে ইচ্ছুক ছিলেন, যদিও তা অনেক দূরের পথ ছিল না।

কিন্তু তার জীবনে এমন পাপ ছিল যা সে ত্যাগ করতে রাজি ছিল না। আইনের এমন লঙ্ঘন ছিল যা সে সংশোধন করতে ইচ্ছুক ছিল না।

আর হেরোদ তখনকার একজন রাজনীতিবিদের মতোই ছিলেন। ভাবুন তো, আমাদের আজকের রাজনীতিবিদরা যদি তখন ততটা সাহসী হতেন,

একবার কল্পনা করুন তো, বিলি গ্রাহাম এবং হোয়াইট হাউসে তাঁর পরামর্শাধীন রাষ্ট্রপতি যদি নিজেদের পাপের ব্যাপারে জন ব্যাপটিস্ট হেরোদের প্রতি যেমন কঠোর ছিলেন, ঠিক তেমনই কঠোর হতেন।

হেরোদ তার ভাইয়ের প্রাক্তন স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন, যা মোশির বিধানে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ছিল।

আর সেটা ছিল নৈতিক আইনের একটি বিষয়। এটিকে অজাচারের মতো বিষয় বলে গণ্য করা হতো।

আর হেরোদ, মানে যোহন হেরোদকে বলেছিলেন যে, তাকে রাখা তোমার জন্য আইনসম্মত নয়। তোমাকে এর জন্য অনুতাপ করতে হবে। এটা গ্রহণযোগ্য নয়।

যতক্ষণ না তুমি এই মহিলাকে ত্যাগ করছ, ততক্ষণ তুমি নিজেকে দীনহীন, অনুতাপের যোগ্য বা অনুতাপের উপযুক্ত হিসেবে প্রমাণ করছ না।

সুতরাং, যোহনের সুসমাচারে আমরা এমন একজনের একটি উদাহরণ পাই, যিনি উঠে দাঁড়িয়ে শুধু সাধারণ মানুষের কাছেই নয়, বরং ক্ষমতাবানদের কাছেও সত্য প্রচার করেছিলেন।

আর আমরা এর মূল্য জানি, এর জন্য আপনাকে যে মূল্য দিতে হয়েছিল, সে সম্পর্কে আমরা পড়তে চলেছি। যোহন বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা হেরোদের ছিল।

কিন্তু সে, জানেন তো, এসব তাকে থামাতে পারেনি; সে তার পার্থিব জীবনের চেয়ে নিজের আত্মা, নিজের আত্মা এবং হেরোদের আত্মার বিষয়ে বেশি চিন্তা করত।

আর একজন বিশ্বস্ত প্রচারক হতে এটাই প্রয়োজন।

সুতরাং যখন আপনি এমন ধর্মপ্রচারকদের কথা শোনেন যারা রাজনীতিবিদদের সাথে পরামর্শ করছেন, অথচ সেই রাজনীতিবিদরা ভগ্নহৃদয়, অনুতপ্ত, মন্দ সঙ্গ ত্যাগকারী এবং পবিত্র জীবনযাপনে সচেষ্ট নন

আর এটা তো খুবই স্পষ্ট। তবুও তাদের জীবনে এমন কিছু ধর্মপ্রচারক আছেন যারা তাদের খুব কাছের। আপনি বুঝতে পারবেন, অন্তত দীর্ঘ সময় ধরে এমনটা চললে, আপনি বুঝতে পারবেন যে ওই ধর্মপ্রচার

আরও একটা ব্যাপার ছিল, এবং এটাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে, আমি সেদিন এক বন্ধুর সাথে কথা বলছিলাম।

এবং আমরা আলোচনা করছিলাম যে, আপনার মতবাদমূলক বিবৃতিতে সরাসরি অনুতাপ থাকাটা এক জিনিস। এবং সেটা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়।

কিন্তু প্রকৃত অনুতাপ চেনা, প্রকৃত অনুতাপের অভাব চেনা এবং অনুতাপ প্রচারের সঠিক পদ্ধতি জানা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

আর অনেক গির্জার একটা সমস্যা হলো যে, এই সমস্ত লোকদেরকে পরিত্রাণপ্রাপ্ত এবং যীশুর অনুসারী বলে ঘোষণা করা হয়। এবং তারা বলবে, জানেন, এই গির্জায় এত লোক প্রভুর দৃষ্টি লাভ করেছে এ লোক আছে।

কিন্তু তারা আসলে নিজেদের জীবনের দিকে তাকাচ্ছে না। তারা এটা উপলব্ধি করতে পারছে না যে, প্রকৃত অনুতাপের লক্ষ্য হলো আন্তরিকভাবে সেইসব ভুল সংশোধন করা, যেখানে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হয়ে হয়েছে।

আর যখন সেই বিনয় ও আকুলতা থাকে না, যার কথা আমরা ২ করিন্থীয় ৭, ১০ ও ১১ অধ্যায়ে পড়েছি—আমি এখন সেদিকে যাচ্ছি না, কারণ আমরা আগেও তা দেখেছি—কিন্তু সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সেই অর্থাৎ ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করলে তাকে সংশোধন করার জন্য ঈশ্বরের প্রতি সেই উদ্যোগ।

এবং নিজের বিরুদ্ধে পক্ষ নেওয়ার বিষয়টিকে আন্তরিকভাবে মোকাবিলা করা এবং ঈশ্বরের বিধানের সাথে একমত হওয়া, এবং সেই ভুল সংশোধন করতে ও ক্ষতিপূরণ আনতে যা যা করা প্রয়োজন তা আলোর পথে চলা এবং জীবন থেকে অন্ধকার দূর করা।

যখন ব্যাপারটা তেমন হয় না, তখন সেটা প্রকাশ পাবে। আপনি দেখতে পারেন, ১ থেসালোনিকীয় ১ অধ্যায়ে পৌল কীভাবে থেসালোনিকীয়দের বলেছিলেন যে, তাদের অনুতাপ কেমন ছিল, কীভাবে তারা প্র ঈশ্বরের সেবা করার জন্য তাঁর দিকে ফিরেছিল।

সেটা এমন একটা বিষয় ছিল যা তাদের আশেপাশের লোকেরা দেখেছিল, শুধু থেসালোনিকাতেই নয়, থেসালোনিকার বাইরের অঞ্চলগুলোতেও। এটা ছিল এমন এক আমূল ও লক্ষণীয় অনুতাপ।

তাই ব্যক্তিগত অনুতাপের ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি, সঠিক বিচারবুদ্ধি এবং সেইসাথে সঠিক মতবাদগত বিবৃতি থাকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, আমরা এখানে আলোচনা চালিয়ে যাব।

সুতরাং, যখন তিনি বাপ্তিস্মদাতাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে যাচ্ছিলেন, তখনই হেরোদ সেই জনতাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কারণ তারা তাঁকে একজন ভাববাদী বলে গণ্য করত। কিন্তু যখন হেরোদের জন্মদিন প কন্যা তাদের সামনে নৃত্য করে হেরোদকে সন্তুষ্ট করলেন।

এটা এমন একটা উদাহরণ যেখানে অনেকেই এটাকে তেমন বড় কোনো ব্যাপার বলে মনে করবে না, কিন্তু আমরা দেখব কীভাবে সামান্য একটু—পুরুষরা যাকে সামান্য কাম, সামান্য দৈহিক বিনোদন বলে পারে।

তারা বলতে পারে, "এতে ক্ষতি কী?" আসলে, এর মধ্যে একটি ধ্বংসাত্মক মন্দ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা আরও অনেক বড় পাপের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

এটি এমন এক ঝর্ণার দ্বার উন্মোচন করতে পারে যা অবর্ণনীয় অশুভের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এবং আমরা দেখব, হেরোদের লালসা তাকে কিসের দিকে চালিত করেছিল।

তখন সে তাদের সামনে নাচলো এবং হেরোদকে সন্তুষ্ট করলো, যার ফলে তিনি শপথ করে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, সে যা চাইবে তাই তাকে দেবেন। তাকে কিছু বলা হলে, তার মা বললেন, "তুমি কি শোনোনি তোলা হয়েছিল?"

তবুও রাজা শপথের কারণে দুঃখিত হলেন এবং তাদেরকে তাঁর সঙ্গে ভোজনে বসানো হলো। তিনি তাকে দেওয়ার আদেশ দিলেন এবং কারাগারে যোহনের শিরশ্ছেদ করার জন্য তাকে পাঠালেন। আর তাঁর দেওয়া হলো, এবং সে তা তার মায়ের কাছে নিয়ে গেল।

আর তাঁর শিষ্যরা এসে তাকে মৃতদেহটির কাছে নিয়ে গিয়ে কবর দিল এবং গিয়ে যীশুকে সব জানাল।

সুতরাং এখানে আরও একটি পদ। "যীশু তা শুনে জাহাজে করে এক নির্জন ও দুর্গম স্থানে চলে গেলেন। আর লোকেরা সেই কথা শুনে নগরগুলো থেকে পায়ে হেঁটে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল।"

আমি মার্কের লেখাটি দেখতে চাই, এবং মার্ক এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত বলেছেন, আর আমার মনে হয় বিষয়টি আলোচনা করা আমাদের জন্য জরুরি। আমি যথাসম্ভব পুনরাবৃত্তি এড়ানোর চেষ্টা করব, বি করতেই হবে।

তাহলে, মার্ক, আমি মার্ক ৬.১৪ থেকেই শুরু করব।

আর রাজা যখন তা শুনলেন, কারণ তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন তিনি বললেন যে, যোহন বাপ্তিস্মদাতা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং সেইজন্য তাঁর মধ্যে অলৌকিক কার্যসমূহ প্র

মনে হচ্ছে যিশুর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু পরের পদে আমরা দেখতে পাই যে, মনে হয় সে ভেবেছিল, যদিও সে যিশুর বিষয়ে শুনছিল, তবুও সে ভাবত যিশু আসলে অন্য কেউ, যাকে অন্য নামে

অন্যরা বলল, ইনি এলিয়, আবার কেউ কেউ বলল, ইনি একজন ভাববাদী অথবা ভাববাদীদের মধ্যে একজন। কিন্তু হেরোদ যখন এই কথা শুনলেন, তখন তিনি বললেন, ইনি সেই যোহন যাঁর শিরশ্ছেদ করা থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন।

কারণ হেরোদ নিজেই লোক পাঠিয়ে হেরোদিয়ার খাতিরে, অর্থাৎ তাঁর ভাই ফিলের জীবনের জন্য, যোহনকে ধরে কারাগারে বন্দী করেছিলেন। কারণ তিনি তাকে বিয়ে করেছিলেন।

কারণ যোহন হেরোদকে বলেছিলেন, তোমার ভাইয়ের প্রাণ নেওয়া তোমার পক্ষে আইনসম্মত নয়। তাই হেরোদিয়ার তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ হল এবং তিনি তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা করতে প

কারণ হেরোদ যোহনকে ভয় পেতেন, যেহেতু তিনি জানতেন যে যোহন একজন ধার্মিক ও কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যক্তি, তাই তিনি তাঁকে লক্ষ্য করতেন; এবং যখন তিনি তাঁর কথা শুনতেন, তখন নানা রকম কাজ শুনতেন।

এবং যখন একটি সুবিধাজনক দিন এল, তখন হেরোদ নিজের জন্মদিনে তাঁর সভাসদ, উচ্চপদস্থ সেনাপতি এবং গালীলের রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য একটি ভোজের আয়োজন করলেন।

আর যখন হেরোদিয়ার সহচরীর কন্যা ভিতরে এসে নাচলো এবং হেরোদ ও তাঁর সঙ্গীদের আনন্দিত করলো, তখন রাজা সেই যুবতীকে বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছা, আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে তা দেবো।'

আর তিনি তার কাছে শপথ করে বললেন, 'তুমি আমার কাছে যা কিছু চাইবে, আমি তোমাকে আমার রাজ্যের অর্ধেক পর্যন্তও দেব।'

আর সে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে বলল, 'মা, আমি কী জিজ্ঞাসা করব?'

এ ছিল এক অত্যন্ত দুষ্ট মায়ের অত্যন্ত দুষ্ট মেয়ে, এবং তারা আমাকে কয়েকটি নির্দিষ্ট কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেয়, আর এক মা ও মেয়ের কথা, যারা এখন খবরের শিরোনামে আছে, কিন্তু আমি সে বিষয়ে

আমার মনে হয় বেশিরভাগ মানুষই জানেন আমি কার কথা বলছি। তাই যখন তিনি তৎক্ষণাৎ তাড়াহুড়ো করে রাজার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি চাই যে আপনি আমাকে এখনই দিন,' তখন তিনি মস্তকের তত্ত্বাবধানে ছিলেন।

রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, তবুও নিজের বৃদ্ধ বয়সের খাতিরে এবং তাঁর সঙ্গে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের খাতিরে তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন না।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, হেরোদ তার কামনার বশে একটি মূর্খতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এবং আমরা দেখি যে, মানুষের ভয় ও জনতার ভয়ের সামনে যোহন বাপ্তাইজককে হত্যা করতে সে যে কার কারণেই এখন তার মনে এক বৃহত্তর ভয় জন্মাল—এইসব ঈশ্বরবিহীন লোকদের সামনে এবং তার কামনায় তৃপ্ত করা সেই মেয়েটির কাছে করা তার এই মূর্খতাপূর্ণ শপথটি রক্ষা করতে না পারার ভয়।

যে কারণে সে আগে জনকে হত্যা করেনি, মানুষের ভয়ই শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

খুবই পরিহাসের বিষয়, কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়।

সুতরাং ২৭ পদ, 'তখনই রাজা একজন জল্লাদকে পাঠিয়ে তার মাথা আনার আদেশ দিলেন; সে গিয়ে কারাগারে তার শিরশ্ছেদ করল এবং তার মাথাটি একটি পাত্রে এনে এক কুমারীকে দিল, আর সেই ব শিষ্যরা এই কথা শুনে এসে তাঁর মৃতদেহ তুলে একটি সমাধিতে রাখল।'

আর প্রেরিতেরা যীশুর অধীনে একত্রিত হয়ে তাঁদেরকে সমস্ত বিষয় জানালেন।' মথি ও মার্কের বিবরণে কালানুক্রম কিছুটা ভিন্ন। মনে হয়, মথি ১০ অধ্যায়ে শিষ্যদের প্রেরণের সময় থেকে বা অন্য কোনো স যীশুর কাছে ফিরে আসার সময় এবং যোহনের শিষ্যদের এসে যীশুকে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বিষয়ে বলার সময়ের মধ্যে এই সময়কালটি রয়েছে।

মনে হচ্ছে, সময়ের দিক থেকে ঘটনাগুলো মিলে গিয়েছিল।

তখন তারা যীশুকে জানাল যে তারা কী করেছিল এবং কী শিক্ষা দিয়েছিল। তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা নিজেরা এক নির্জন স্থানে চলে যাও এবং কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নাও।' কারণ সেখানে বহু লোকে খাওয়ারও অবসর ছিল না। তাই তারা গোপনে জাহাজে করে এক নির্জন স্থানে চলে গেল।

তাই আমি মথি ১৪ অধ্যায়ে ফিরে যাব। আমি এখানে একটু জল পান করে নিই। তার জন্য দুঃখিত।

সুতরাং এখন যেহেতু বাপ্তিস্মদাতা যোহনের শিরশ্ছেদ করা হয়েছে, এবং শিষ্যরা ও যীশু দীর্ঘকাল ধরে পরিচর্যার কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁরা মানসিক চাপে আছেন, তাই তাঁরা এইমাত্র যা করেছেন তার কারণে মধ্যে আছেন বলে মনে করতে পারেন।

তারা বিশ্রাম নিতে আলাদা হয়ে যায়। তারা একটু ছুটি কাটাতে কোনো নির্জন স্থানে যেতে চায়।

যখন আমরা অবসাদগ্রস্ত বা ক্লান্ত বোধ করি, তখন যদি আমাদের দায়িত্ব থেকে একটু বিরতি নেওয়ার সুযোগ থাকে এবং দায়িত্বগুলো সেই সুযোগকে একপাশে সরিয়ে রেখে বিশ্রাম নিতে বাধা না দেয়, তবে তা

মাঝে মাঝে ক্লান্ত অবস্থায় ঈশ্বরের সেবা করার জন্য আমরা সবচেয়ে ভালো যে কাজটি করতে পারি তা হলো, শুধু ঘুমিয়ে পড়া এবং আট-দশ ঘণ্টা ঘুমানো, কিংবা হয়তো এক সপ্তাহের জন্য ছুটি নিয়ে নেওয়া

আমি কোনো প্রমোদতরীতে শারীরিক ছুটি কাটানোর কথা বলছি না, বরং শুধু আরাম করার জন্য, হয়তো প্রকৃতির মাঝে একটু ঘুরে আসার জন্য। এতে কোনো সমস্যা নেই।

যদি আমাদের দায়িত্বগুলো অন্যরকম কিছু করতে বাধ্য না করে, তাহলে যিশু ও শিষ্যরা আলাদা হয়ে যাচ্ছেন এবং ভাবছেন যে তাঁরা কিছুটা বিশ্রাম নিতে পারবেন।

ওটাই ছিল তাদের পরিকল্পনা। কিন্তু সমস্যাটা হলো, আমি এটাকে সমস্যা বলব না। আমার ধারণা, যিশু সম্ভবত এটাকে একটা ভালো ব্যাপার হিসেবেই দেখেছিলেন।

কিন্তু তাদের ছুটির ব্যাপারে সমস্যাটা হলো যে, দায়িত্বও তাদের পিছু ছাড়েনি। আমরাই একরকম তাদের তাড়িয়ে মরুভূমিতে নিয়ে এসেছিলাম।

আমরা মথি ১৪ অধ্যায়ের সেখান থেকেই শুরু করব। আমি ১৩ পদ থেকে শুরু করব।

সুতরাং যীশু যখন বললেন, 'তিনি সেখান থেকে জাহাজে করে এক নির্জন মরুপ্রান্তরে চলে গেছেন,' তখন লোকেরা তা শুনে নগরগুলো থেকে তাঁর পথ আটকে যুদ্ধ করতে লাগল।

যীশু এগিয়ে গিয়ে এক বিরাট জনতা দেখলেন এবং তাদের প্রতি করুণায় বিচলিত হয়ে তাদের অসুস্থদের সুস্থ করলেন।

আর যখন সন্ধ্যা হল, তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, 'এই জায়গাটা তো জনশূন্য, আর সময়ও শেষ হয়ে গেছে। আপনি বহু লোককে পাঠিয়ে দিন, যেন তারা গ্রামগুলোতে গিয়ে নিজেদের জন্য শা

"ভিকিউলস" মানে খাদ্য, জল ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মতো।

কিন্তু যীশু তাদের বললেন, 'তাদের চলে যাওয়ার দরকার নেই, তোমরা তাদের খেতে দাও।'

যিশু কেন একথা বলেছিলেন? আমার মনে হয়, এর সাথে মথি ৬:৩৩ পদের সম্পর্ক ছিল। তিনি এই বার্তা দিতে চেয়েছিলেন যে, যখন তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য দেখবে,

এই বাকি সব জিনিস ঈশ্বর তোমাদের সাথে যোগ করবেন। আর আমার মনে হয়, তিনি তাদের কাছে এই বার্তাটিই পাঠাতে চেয়েছিলেন।

আমার মনে হয়, তিনি সম্ভবত তাঁর শিষ্যদের এই বার্তা দিতে চেয়েছিলেন যে, মানুষের আধ্যাত্মিক চাহিদার পাশাপাশি তাদের বস্তুগত, শারীরিক ও দৈহিক চাহিদাগুলো নিয়েও তাদের উদ্বিগ্ন হওয়া প্রয়োজন, ' হওয়া দরকার।

আসলে আলাদা করা যায় না। আপনি বলতে পারেন না যে আপনি শুধু আধ্যাত্মিক চাহিদা নিয়ে চিন্তিত এবং আরও তাৎক্ষণিক জাগতিক চাহিদাগুলোকে উপেক্ষা করছেন।

শিষ্যরা চিন্তিত ছিলেন, কিন্তু মনে হচ্ছিল যে তারা শিষ্যদের নিজেদের মতো করে বাইরে গিয়ে জিনিসপত্র কেনার পরিকল্পনা করছিলেন।

কিন্তু যিশু তাদের কাছ থেকে এটাই প্রত্যাশা করেছিলেন যে, আমার মনে হয়, তিনি তাদের মনে আরও গভীর উদ্বেগ জাগিয়ে তুলতে এবং প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য অন্বেষণ করার বিষয়ে একটি বার্তা দিতে চেয়েছি

সুতরাং ১৭ পদে, "তিনি তাঁকে বললেন, 'আমাদের এখানে মাত্র পাঁচটি গর্ত ও দুটি মাছ আছে।' তিনি বললেন, 'সেগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো।'"

আর তিনি জনতাকে ঘাসের উপর বসতে আদেশ দিলেন এবং পাঁচটি গর্ত ও দুটি মাছ নিলেন।

আর স্বর্গের দিকে তাকিয়ে তিনি আশীর্বাদ করলেন ও মহান করলেন এবং রুটিগুলো তাঁর শিষ্যদের ও জনগণের শিষ্যদের দিলেন।

আর তাঁরা সকলে খেয়ে তৃপ্ত হলেন। এবং যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তা থেকে তাঁরা বারো ঝুড়ি ভর্তি করে তুলে নিলেন।

আর তারা আহার করেছিল এবং নারী ও শিশু ছাড়াও প্রায় পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল।

সুতরাং এটি স্পষ্টতই খ্রিষ্টের দেবত্বের একটি প্রদর্শন। এটি শিষ্যদের কাছে একটি প্রদর্শন যে, আমার বিশ্বাস, খ্রিষ্টের পুনরুত্থান ব্যতীত এটিই একমাত্র অলৌকিক ঘটনা যা চারটি সুসমাচারেই লিপিবদ্ধ আছে।

আর আমার জানামতে, এটাই একমাত্র অলৌকিক ঘটনা, যেখানে তিনি শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

সুতরাং এখানে একটি বড় শিক্ষা রয়েছে। তাদের যা সামান্য ছিল, তা-ই তারা যিশুর কাছে নিয়ে এসেছিল।

আর যিশুর আশীর্বাদে, তাদের যা সামান্য সম্পদ ছিল, তা-ই এই সমস্ত লোকের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল।

আর তাদের কাছে বারোজন শিষ্যের জন্য বারোটি ঝুড়ি রুটি অবশিষ্ট ছিল। অর্থাৎ, প্রত্যেক শিষ্যের জন্য একটি করে ঝুড়ি ছিল।

তাই আমি মনে করি, এটি একটি চমৎকার চিত্র যে, যখন আমরা দায়িত্বের প্রয়োজনে অন্যদের সেবা করতে ও প্রভুর সেবা করতে নিজেদের উৎসর্গ করি, তখন তিনি আমাদের জোগান দেবেন, এর দ্বারা তিনি

আর এ বিষয়ে অনেক প্রবাদ আছে।

উদারমনা আত্মা কীভাবে পুষ্ট হবে, তা বলতে আমার বহু শ্লোকের গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই; যেখানে বলা হয়েছে যে, একদিকে রয়েছে তার বিক্ষিপ্ততা, তারপর তাকে বৃদ্ধি করা, এবং অন্যদিকে র মোকাবিলা ও তার যত্ন নেওয়ার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি তাকে আটকে রাখে।

হয়তো আমি এখানে হিতোপদেশগুলো গুলিয়ে ফেলছি, কিন্তু ঈশ্বর কীভাবে, সে সম্পর্কে কথা বলার জন্য নিশ্চিতভাবেই এই ধরনের অনেক অনুচ্ছেদ রয়েছে।

ঈশ্বর উদার ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করেন এবং তাদেরও, যারা লোভী; যারা শুধু নিজেদের অর্থ ও জিনিসপত্রই নয়, বরং নিজেদের সময়ও সঞ্চয় করে রাখে।

যারা সঞ্চয় করে তারা কীভাবে শূন্য হয়ে যায়। সুতরাং আমরা এখানে সেটির একটি ভালো চিত্র পেলাম, তাই আলোচনাটি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আর সঙ্গে সঙ্গেই যিশু তাঁর শিষ্যদের একটি জাহাজে উঠতে বা পদে আছি।

আর তাঁর আগে অপর পারে যাওয়ার জন্য, তিনি তাদের সবাইকে দু'জন করে পথে পাঠিয়ে দিলেন।

সে কেন এমনটা করেছিল, সে ব্যাপারে আমার একটা তত্ত্ব আছে। আমি এটা নিশ্চিতভাবে জানি না। শেষ পর্যন্ত আমি অবশ্যই যে কারো মতামতকে স্বাগত জানাই।

আমার মনে হয়, তিনি জনতাকে বলছিলেন যে এরাই সেই আধ্যাত্মিক নেতা যাদের তিনি প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন এবং যাদেরকে তিনি পৃথিবীতে রেখে গেছেন তাঁর মণ্ডলীকে পথ দেখাতে, তাঁর লোকদের নেতা হতে

এবং আমার মনে হয়, তিনি এই বারোজন শিষ্যকে, এই বারোজন প্রেরিতকে জনতার উদ্দেশে আদেশ দিচ্ছিলেন, তাদের বলছিলেন যে, তাঁর প্রস্থানের পর তিনি তাঁর মণ্ডলীর জন্য এদেরকেই পালক হি হবেন...

এবং তিনি শিক্ষক ও নেতা হিসেবে তাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, পরিত্রাণ পেতে হলে তাদেরকে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে হবে ও তাঁর কথা শুনতে হবে। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানি না।

আমার মনে হয় এটাই সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। আর এটাই যুক্তিসঙ্গত যে, যিশু হাজার হাজার মানুষের সামনে তাদেরকে ওইভাবে আদেশ দেওয়ার আগে বিদায় করে দেবেন।

আচ্ছা, তাহলে ২৩ পদ। "আর তিনি জনতাকে বিদায় দিয়ে প্রার্থনা করার জন্য মাটির এক পর্বতে উঠে গেলেন। আর যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল, তখন তিনি সেখানে একাই ছিলেন।"

কিন্তু জাহাজটি তখন পাতায় আন্দোলিত সমুদ্রের মাঝখানে ছিল, কারণ বাতাস থেমে গিয়েছিল।

আর চতুর্থ প্রহরে, সেই রাতে, যীশু সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে তাদের কাছে গেলেন। শিষ্যেরা তাঁকে সমুদ্রের উপর দিয়ে হাঁটতে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে বলতে লাগলেন, 'এ তো এক আত্মা।'

আর তারা ভয়ে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু যীশু তখনই তাদের বললেন, 'সাহস রাখো, আমিই সে; ভয় পেয়ো না।'

তখন পিতর তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'প্রভু, যদি আপনিই আমাকে জলের উপর দিয়ে আপনার কাছে আসতে আদেশ করেন।' তিনি বললেন, 'এসো।'

আর পিতর জাহাজ থেকে নেমে এসে যীশুর কাছে যাওয়ার জন্য জলের উপর দিয়ে হেঁটে গেলেন।

অ্যাডাম ক্লার্ক এখানে সেই বিষয়ে সতর্ক করছেন, যা আমাদের আগেই বলা হয়েছে যে, শয়তান যখন মন্দিরের চূড়ায় বোমা হামলা করেছিল, তখন স্বয়ং যিশু তাকে বলেছিলেন।

"তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরের পরীক্ষা নেবে না।" এটি এমন একটি দৃষ্টান্ত যেখানে একজন অপরিণত খ্রিস্টান বা অবিশ্বাসী এই গল্পটি পড়ে ভাবতে পারে যে, তারা যে বিশ্বাসে পরিপূর্ণ, তা প্রমাণ করার জন্য ত করার চেষ্টা করা দরকার।

এবং অ্যাডাম ক্লার্ক তাঁর ভাষ্যে সতর্ক করে দিয়েছেন যেন খ্রিষ্টকে পরীক্ষা করা না হয়, শুধু বৃথা কৌতূহল মেটানোর জন্য নয়,

কিন্তু আমাদের নিজেদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করার জন্য তাকে পরীক্ষা করার চিন্তাও।

এটা ঔদ্ধত্য হতে পারে। মূলত, এটা মন্দিরের চূড়া থেকে লাফ দেওয়ার মতোই একটা ব্যাপার।

এই কারণেই সাপ সামলানোর মতো বিষয়গুলো সেইসব মানুষদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, যারা সাপ সামলান।

কারণ যিশু বলেছেন যে, যারা তাঁর নামে বিশ্বাস করে, তারা অলৌকিক কাজ করবে, তারা ভূত তাড়াবে।

আমি এটা ঠিকভাবে উদ্‌ধৃত করছি না। তারা অসুস্থদের উপর হাত রাখবেন এবং তারা সুস্থ হয়ে উঠবে। আর যদি তারা কোনো মারাত্মক বিষ পান করে, তাতে তাদের কোনো ক্ষতি হবে না।

তো, এমন কিছু লোক আছেন যারা সাপ ধরেন এবং তারা বলেন যে এটি বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার বা বিশ্বাসকে প্রমাণ করার একটি অনুশীলন।

আর আমাদের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে যে, পিতর স্পষ্টতই জানতেন যে, এই ক্ষেত্রে যিশু যা করছিলেন, পিতরও যদি তাই করেন তবে তিনি খুশি হবেন।

কিন্তু মূল কথা হলো, যিশু পিতরকে আসতে বলেছিলেন।

আর যদি কোনোভাবে আমাদের কাছে ঈশ্বরের সরাসরি বাণী না থাকে, তবে আমরা স্বাভাবিক উপায়ের বাইরের কোনো কাজ কখনোই করতে পারি না, কিংবা স্বাভাবিক উপায়ের বাইরের কোনো কিছুর প্রত্যাশ

যদি এটা করার জন্য আমাদের কাছে যিশুর নিজের বাক্য না থাকে।

তাই যিশু বললেন, "পিতরকে আসতে বলো।" আর সেই কারণেই ব্যাপারটা পিতরের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল, যখন তিনি সন্দেহ করতে শুরু করলেন এবং ভেঙে পড়তে লাগলেন।

তখন যিশু বললেন, "এসো," এবং পিতর জাহাজ থেকে নেমে এসে জলের উপর দিয়ে হেঁটে যিশুর কাছে গেলেন।

কিন্তু যখন সে প্রবল বাতাস দেখল, তখন ভয় পেয়ে গেল এবং ডুবে যেতে শুরু করে চিৎকার করে বলল, 'প্রভু, আমাকে বাঁচাও।'

সুতরাং পিতরের বিশ্বাসের মাধ্যমে যিশু তাঁকে এমনভাবে ধরে রাখলেন যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু যখন পিতরের বিশ্বাস ফুরিয়ে গেল, যখন পিতর সন্দেহ করতে শুরু করলেন এবং বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করলেন না, তখন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মগুলো আবার সক্রিয় হয়ে উঠল।

সুতরাং ৩১ পদে, "তখনই যীশু হাত বাড়িয়ে তাকে ধরলেন এবং বললেন, 'তোমার বিশ্বাস এত কম কেন, তুমি কেন এত সন্দেহ করলে?'"

কারণ যিশু তাকে আসতে বলেছিলেন।" আমার মনে হয় এটাই মূল বিষয় যা আমরা করেছি, বিশেষ করে সেই সমস্ত লোকদের সাথে যারা করছে, আমি বলব না যে করছে,

কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে চাঞ্চল্যকর কিছুর প্রত্যাশা করছিল। তাদের যে মূল কথাটি জানা দরকার তা হলো, যিশু পিতরকে আসতে বলেছিলেন।

আর যখন তারা জাহাজের দিকে আসছিলেন, তখন বাতাস থেমে গেল। আর অবশ্যই, ৩১ নং পদটির উপর মন্তব্য করুন, "প্রতি মুহূর্তে আমাদের খ্রীষ্টকে প্রয়োজন,

যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি, সেখানে কেবল তাঁর শক্তিতেই আমরা টিকে থাকি। আর যখন আমরা পড়ে যাই বা পড়ে গিয়েছি, তখন কেবল তাঁর করুণাতেই আমরা রক্ষা পেতে পারি।

আসুন আমরা অন্তত এ বিষয়ে সতর্ক থাকি যে, আমরা যেন আমাদের সম্মুখীন হওয়া বিপদের চেয়ে খ্রিষ্টের সেই শক্তিকেই বেশি গুরুত্ব দিই, যা দ্বারা আমরা টিকে থাকব।

আর তখন আমাদের পর্বতটি সম্ভবত দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে।" ৩২ পদ, "আর প্রভু বলেন, 'যীশু হলেন শান্তির রাজপুত্র, এবং যেখানে তিনি আলোতে প্রবেশ করতে কৃপা করেন, সেখানে সর্বত্র শান্তি ও স্থিরত

না, আমি এইমাত্র আরেক চুমুক জল খেয়ে নিলাম, দুঃখিত। তাহলে ৩৩ নং পদ, "তখন জাহাজে যারা ছিলেন, তারা এসে তাঁকে প্রণাম করলেন,

"সত্যিই তুমি ঈশ্বরের পুত্র।" সম্ভবত এরা জাহাজের নাবিক ছিলেন।

সম্ভবত, আমরা ঠিক জানি না জাহাজটি কী ধরনের ছিল, তবে খুব সম্ভবত এটি এখনকার বাসের মতো কোনো যান ছিল।

সম্ভবত অর্থের বিনিময়ে লোকজনকে সমুদ্রপথে নিয়ে আসার জন্য এটি পরিচালিত হতো। কিন্তু এমন সম্ভাবনাই বেশি যে এরাই ছিল জাহাজটির নাবিকদল, কারণ শিষ্যরা নিজেরাও এই সত্য সম্পর্কে ইতোমধ

যদিও সম্ভবত তারা তখনও সেই দলেরই অংশ ছিল যারা এখানে তাঁর উপাসনা করছিল।

আর তাঁরা পার হয়ে গেনেসেরেত দেশে গেলেন। সেখানের লোকেরা তাঁর বিষয়ে জানতে পেরে নিজেদের চারপাশের সমস্ত দেশে লোক পাঠিয়ে সব অসুস্থ লোককে তাঁর কাছে নিয়ে এল।

আর তাঁর পাশে, যেন তারা কেবল তাঁর পোশাকের আঁচল স্পর্শ করতে পারে। আর যতজন স্পর্শ করল, তারা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

তো, আমরা এখন বইটির অর্ধেক পথে আছি এবং আমি অবাক হচ্ছি যে, এতকিছু আলোচনা ও পড়ার পরেও আমরা বইটির মাত্র অর্ধেক পথেই রয়েছি।

কিন্তু আমার মনে হয়, আমরা আজ রাতে ২০ পদটি শেষ করতে পারব। তাই আমি ১৫ অধ্যায়ের প্রথম অংশ নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাব।

তখন যীরূশালেম থেকে কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ ও ফরীশী যীশুর কাছে এসে, কী কারণে, এই বলে বললেন, 'আপনার শিষ্যরা কেন বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রথা লঙ্ঘন করে? কারণ তারা রুটি খাওয়ার আগে হাত ধোয় না।'

তো, জেরুজালেমে এরাই ছিলেন বড় মাপের ধর্মীয় পণ্ডিত। ওটাই ছিল তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান।

তাঁরা ছিলেন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁরা এমন ধরনের মানুষ ছিলেন যে, গালীলের লোকেরা, গ্রাম থেকে আসা লোকেরা যখন উৎসবে যোগ দিতে জেরুজালেমে আসত এবং এদের দেখত, তখন তাদের কাছে ম
সবচেয়ে বড় কর্তা।

এরা এমন লোক, যাদেরকে দেখে সবাই শ্রদ্ধায় নত হবে। যেমন, বাহ্, এই লোকগুলো সত্যিই পুণ্যবান এবং বাইবেল জানে।

কিন্তু, তারা অধিকাংশ মানুষের চেয়ে বাইবেল ভালো জানত না। সমস্যাটা হলো, তারা বাইবেল মান্য করত না। আর আরেকটি বড় সমস্যা হলো, তাদের এমন একটি ঐতিহ্য ছিল যার প্রতি তারা অত্যন্ত উৎস
না।

খাওয়ার আগে হাত ধোয়ার যে ধারণা, তা বাইবেলের কোনো আদেশ ছিল না। এটি ছিল তালমুদের একটি আদেশ, যা ছিল মোশির সময় থেকে, বিশেষ করে পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যবর্তী ৪০০ বছরের সম
একটি রাব্বিনীয় ঐতিহ্য।

এই রাব্বিরা বাইবেলের উপর ভাষ্য রচনা করতেন, ঠিক যেমন আজকাল বাইবেলের ভাষ্যগ্রন্থ তৈরি করা হয়।

এবং ইহুদিদের মধ্যে এই প্রথা গড়ে উঠেছিল যে, এই শ্রদ্ধেয় রাব্বিদের ধর্মগ্রন্থের ভাষ্য তাদের চোখে সমান গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থের সমতুল্য হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সেগুলো এমন মন্তব্য ছিল যা অনেক ক্ষেত্রে, সবসময় নয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই, ঈশ্বরের বাক্যকে অস্বীকার করত এবং আমরা যা পড়তে চলেছি, সেই বিষয়টিকে তুলে ধরত।

তারা জোর দিয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের বাক্যের সাথে এমন বিষয় যুক্ত করেছিলেন, যা ঈশ্বর থেকে দূরে থাকা হৃদয়ের মানুষেরাও সহ্য করতে পারে।

আর যাদের হৃদয় ঈশ্বর থেকে দূরে ছিল, তারা যে বিষয়গুলো সহ্য করতে পারত না, সেগুলোর জন্য তাদের অজুহাত দেওয়া হতো, ছাড়পত্র দেওয়া হতো, "আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে আপনাকে এটা করতে হবে ন একটি ঘটনার কথা পড়তে যাচ্ছি।"

তখন যীশু ১৫:৩ পদে তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, "তোমরাও কেন তোমাদের প্রথা অনুসারে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করো?"

এটা খুবই উত্তপ্ত একটা মুহূর্ত হতে পারত।

এটা এমন একটা ব্যাপার হতো যা দেখার জন্য লোকেরা খুব কৌতূহলী হতো, কারণ তারা যেমন যিশুর প্রতি শ্রদ্ধাবনত, তেমনি এই লোকগুলোর প্রতিও শ্রদ্ধাবনত।

আর এই লোকগুলোই হলেন প্রতিষ্ঠিত নেতা, যাঁদের সবাই সম্মান করে এসেছে। তাই এই দুই পক্ষকে এভাবে সংঘাতে জড়াতে দেখে জনতা সত্যিই হয়তো ভাবত, "ওয়াও, এটা তো একটা দারুণ ব্যাপার। এটা ত

তাই যিশু ৪ পদে তাদের বলেন, "কারণ ঈশ্বর এই আদেশ দিয়েছিলেন, 'তোমার পিতা ও মাতাকে সম্মান কর,' এবং যে তার পিতা বা মাতাকে অভিশাপ দেয়, সে যেন মৃত্যুবরণ করে।"

কিন্তু তোমরা বলো, 'যে কেউ তার পিতা বা মাতাকে বলবে, এটা একটা উপহার, আমার দ্বারা তোমার যে কোনো উপকারের জন্য।'

এবং তার পিতা বা মাতাকে সম্মান করো না, তাহলে তোমরা মুক্ত হবে।

এইভাবে তোমরা তোমাদের প্রথার দ্বারা ঈশ্বরের আদেশকে অকার্যকর করেছ।

মূলত, এই নেতাদের দ্বারা সৃষ্ট অনেক সমস্যার মধ্যে একটি ছিল যে, এই রাব্বিরা যে ভ্রান্ত ঐতিহ্য শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তা মূলত সেইসব লোকদের বলা হচ্ছিল যাদের বয়স্ক পিতামাতা ছিলেন এবং তাদের যত্নের প্র

কারণ সেই সময়ে আমাদের যা আছে, তা তাদের ছিল না। তাদের সামাজিক সুরক্ষা ছিল না। তাদের মেডিকেইড ছিল না।

আর আমার ধারণা, কিছু মিশনারি দেশে আপনাদের বয়স্কদের জন্যও হয়তো সেরকম ব্যবস্থা নেই।

আমাদের আমেরিকানদের পক্ষে এটা বোঝা কঠিন, কারণ আমেরিকার মানুষ অবসরের জন্য সঞ্চয় করে আসছে। তাদের মেডিকেইড আছে। তাদের সামাজিক নিরাপত্তা আছে।

তাই বয়স্ক মানুষদের জীবনের শেষ বয়সে প্রায়শই তাদের সন্তানদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এখানকার ইসরায়েলে ব্যাপারটা তেমন ছিল না।

আর মূলত, এই দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা লোকজনকে বলছিল যে, আপনারা মন্দিরের জন্য উপহার হিসেবে বা অন্য কোনো ধরনের সেবার জন্য আপনাদের টাকা আলাদা করে রাখতে পারেন।

আর সেই টাকাটা যা দিয়ে তুমি তোমার বয়স্ক বাবা-মাকে সাহায্য করতে পারতে। আর তারা বলছিল যে, এটা ঠিক আছে।

আপনি যা কিছু গ্রহণ করবেন না, তা সঞ্চয় করে রাখতে পারেন, যাতে আপনার মৃত্যুর পর সেই অর্থ মন্দিরে দান করা যায়।

অথবা এটি সিনাগগ বা ওই জাতীয় কোনো কিছুর সমর্থনে উৎসর্গ করা যেতে পারে।

এবং তারা মূলত বলতে চাইছিল যে, তোমার বয়স্ক বাবা-মায়ের যত্ন নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ তুমি তোমার মৃত্যুর পর মন্দির, সিনাগগ বা এই জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানে দান করার জন্য টাকা জমিয়ে

আর এটা ছিল পিতা-মাতাকে সম্মান করার বিষয়ে ঈশ্বরের আদেশের লঙ্ঘন। এবং যিশু তাদের এই ভণ্ডামির জন্য তাদের তিরস্কার করছিলেন।

তাই তিনি ১৭ পদে বলেন, "হে হিপ্পোক্রিতগণ, তোমাদের বিষয়ে যিশাইয়ের ভাববাণী ঠিকই বলেছিল, 'পুরাতন নিয়মের ভাববাদী যিশাইয় বলেন, 'এই লোকেরা মুখে মুখে তোমাকে আমার কাছে টানে এবং কে কিন্তু তাদের হৃদয় আমার থেকে দূরে।'"

কিন্তু তারা বৃথাই আমার উপাসনা করে, আজ্ঞা ও মানুষের মতবাদ শিক্ষা দিয়ে।

তারা ঈশ্বরকে ভালোবাসার দাবি করত এবং এমন সব কাজ করত যা তাঁর উপাসনা বলে মনে হতো। কিন্তু তা ছিল বৃথা। এটা ছিল কেবলই এক বাহ্যিক লোকদেখানো ব্যাপার।

তা আন্তরিক ছিল না। আর তার প্রমাণ হলো, তারা ঈশ্বরের আদেশগুলো পালন করছিল না।

তারা সেটার বদলে অন্য জিনিস ব্যবহার করছিল। বাইরের লোকেদের কাছে তাদেরকে পুরোপুরি ভিন্ন মনে হচ্ছিল।

কিন্তু এই বিষয়গুলোই তাদের নিজেদের পার্থিবতা, নিজেদের পাশবিকতা এবং নিজেদের স্বার্থপর জীবনযাত্রাকে ন্যায্যতা দিত।

তারা উপাসনার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল তা ভ্রান্ত ছিল, কারণ তা অন্তরের নীতিগুলোর সাথে সম্পর্কিত ছিল না।

এর জন্য এমনটা প্রয়োজন ছিল না যে, তারা ক্রুশ বহন করবে, নিজেদেরকে বিসর্জন দেবে, নিজেরা সরে গিয়ে ঈশ্বরের কথা শুনবে এবং আত্মস্বার্থ ত্যাগ করবে।

তাদের আপাত উপাসনায়, তাদের ঘোষিত আরাধনায়, তারা তখনও স্বার্থকে আঁকড়ে ধরে ছিল।

সুতরাং ১০ পদে, 'তিনি তাদেরকে উচ্চতা বলে ডাকলেন এবং বললেন, শোনো ও বোঝো, যা মুখে প্রবেশ করে তা মানুষকে অশুচি করে না, কিন্তু যা মুখ থেকে বের হয়, সেটাই মানুষকে অশুচি করে।'

তখন তাঁর শিষ্যরা এসে তাঁকে বললেন, 'আপনি কি জানেন যে, এই কথাটি শুনে ফরীশীরা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন?'

এর কারণ হলো, এমনকি শিষ্যরাও এই পুরুষদেরকে সাধুপুরুষ হিসেবে দেখতেন।

তারা তাদেরকে ক্ষণস্থায়ী প্রজন্ম হিসেবে দেখত না। যোহন বাপ্তিস্মদাতাই তাদের চিহ্নিত করেছিলেন। তারা তাদেরকে প্রতারক বা ভণ্ড হিসেবে দেখত না।

যদি তারা তা করেও থাকে, তবুও বলা যায়, তাদের মধ্যে এই জিনিসটা ছিল। আমি এটা জানি না।

হয়তো তাদের মধ্যে এমন এক শারীরিক আকর্ষণ ছিল যা থাকা উচিত ছিল না। সেটা তখনও ছিল, অন্তত সামান্য পরিমাণে।

ভণ্ড নবীদের ক্ষেত্রে আজকের দিনে এটা সত্যি হতে পারে। এ কারণেই তাদের মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

তাদের মধ্যে প্রায়শই ভীতিপ্রদ কিছু এবং এমনকি শ্রদ্ধাপূর্ণ কিছুও থাকতে পারে।

তারা তাদের মুখোমুখি হওয়াকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে পারে, এবং যারা তাদের ভণ্ডামির প্রতিবাদ করে, তাদেরকেই খলনায়ক হিসেবে অনুভব করাতে পারে।

আমার মনে হয়, শিষ্যরা তখনও কিছুটা সেভাবে প্রভাবিত ছিলেন।

১৩ পদ, 'কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, যে সকল চারাগাছ আমার স্বর্গীয় পিতা রোপণ করেননি, সে সকল উপড়ে ফেলা হবে।'

ওদেরকে একা ছেড়ে দাও। ওরা অন্ধদের অন্ধ নেতা। আর যদি অন্ধ অন্ধকে পথ দেখায়, তবে দুজনেই গর্তে পড়বে।

এই অনুচ্ছেদ থেকে কয়েকটি শিক্ষা রয়েছে।

প্রথমত, যারা ভণ্ড নবী ও ভণ্ড শিক্ষকদের মণ্ডলীগুলোতে যাচ্ছে, শুধু বিপথে চালিত হচ্ছে বলেই তাদের ক্ষমা করা যায় না।

তাদের কাছে বাইবেল আছে। তারা বাইবেল অধ্যয়ন করে দেখতে পারত যে, তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করা হচ্ছে না এবং তারা এক নেকড়ের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, কোনো প্রকৃত মেষপালকের দ্বা
পালিয়ে যাওয়া উচিত।

কিন্তু এটা এও দেখায় যে মানুষ সত্যিই নেতৃত্ব দিতে পারে... আমি দুঃখিত, আমার একটু জল খেতে যেতে হবে। তার জন্য দুঃখিত।

এটি আরও দেখায় যে, মানুষ হিসেবে ভণ্ড শিক্ষকরাও তাদের ভ্রান্ত মতবাদ দ্বারা মানুষকে সত্যিই পরিচালিত করতে পারে, যদিও এতে মানুষের কিছুটা দোষ থাকে।

এটা একটা গুরুতর বিষয়। এটা এমন কিছু নয় যে, 'ওহ্, ওরা সবাই তো অজ্ঞ।'

কিংবা, সবটাই শিক্ষকের দোষ, কিংবা সবটাই মানুষের দোষ।

যখন এমন কিছু লোক থাকে যারা ঈশ্বরের আদেশ বিকৃত করে এবং মানুষকে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করার অজুহাত দেয় ও তার পরিবর্তে অন্য কিছু ব্যবহার করে,

এতে জড়িত প্রত্যেকেই দোষী এবং এটা একটা গুরুতর ব্যাপার। আর বলা যেতে পারে যে এর কোনো ভালো দিক নেই।

আমরা দেখি যে, মানুষকে সমৃদ্ধির সুসমাচার প্রচারকারী গির্জা, রোমান ক্যাথলিক গির্জা, বা মানুষকে প্রতারণা করছে এমন যেকোনো গির্জা থেকে বেরিয়ে আসতে হয়।

এবং প্রকৃত বাইবেলসম্মত পবিত্রতার প্রচার করছে না এবং তাদের মাঝে ঈশ্বরীয় মান বজায় রাখছে না।

এবং আমাদের গির্জার অনুশাসন পালনের ক্ষেত্রে তারা নিরপেক্ষ নয়।

এমন কোনো গির্জা যা ঐ কাজগুলো করছে না, এমন কোনো গির্জা যা ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করছে না।

আর সত্যি বলতে... প্রচার করার জন্য বাইবেলের প্রতিটি পদই উন্মুক্ত রয়েছে।

বাইবেলের প্রতিটি শ্লোক, মানে ধর্মগ্রন্থের যেকোনো অংশ খোলা গেলেই এমন একটিও শ্লোক নেই যা এড়িয়ে যাওয়া যায়।

মানে, এটা তো স্পষ্ট যে, ধর্মগ্রন্থের প্রতিটি শ্লোকের ওপর ধর্মোপদেশ দিতে একাধিক জীবনকাল লেগে যাবে।

কিন্তু এমনটা হওয়া উচিত যে, এমন কোনো বিষয় বা ধর্মগ্রন্থ থাকবে না যা নেতারা এড়িয়ে চলবেন, যা থেকে তারা পালিয়ে যেতে চাইবেন।

কারণ মানুষ কেবল রুটি দ্বারা নয়, বরং ঈশ্বরের মুখ থেকে নিঃসৃত প্রত্যেকটি বাক্য দ্বারা জীবন ধারণ করবে।

আমার মনে হয়, 'লেট দেম অ্যালোন'-এর মধ্যেও একটি শিক্ষা রয়েছে।

এর মানে এই নয় যে তাদের ভ্রান্ত শিক্ষাগুলো প্রকাশ করা যাবে না, বা এমনকি তাদের নাম উল্লেখ করারও প্রয়োজন নেই, কারণ আমরা প্রেরিতদেরকে তা করতে দেখেছি।

ভণ্ড শিক্ষকদের নাম প্রকাশ করা এবং ভ্রান্ত শিক্ষার মুখোশ উন্মোচন করা।

কিন্তু এর মধ্যে একটি সত্য আছে। আমাদের ভণ্ড নবীদের পিছনে ছোটাছুটি করা উচিত নয়, কারণ এতে ঈশ্বর আমাদের যা করতে বলেছেন, তা থেকে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারি।

আর এত বেশি ভণ্ড শিক্ষক ও ভণ্ড নবী আছে যে, আমরা যদি তা করি,

ঈশ্বর যদি আমাদের কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মোকাবিলা করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা দেন, সেটা এক কথা।

কিন্তু শুধু বিভিন্ন গির্জায় ঘুরে বেড়ানো, বিভিন্ন লোকের মুখোমুখি হওয়া এবং দীর্ঘ সংলাপে জড়িয়ে পড়াকে আমাদের অভ্যাসে পরিণত করা উচিত নয়।

মানে, যিশু ও শিষ্যরা এই ফরীশীদের সঙ্গে এমন এক সংলাপে লিপ্ত হতে পারতেন যা বছরের পর বছর ধরে চলতে পারত।

তারা ঈশ্বর তাদের যে কাজে ডেকেছিলেন, তা থেকে তাদের মনোযোগ সরিয়ে দিতে পারত। আর যিশুও হয়তো তাঁর উদ্দেশ্য কখনো শেষ করতে পারতেন না।

প্রেরিতগণ যদি তাদের সমস্ত সময় শুধু ইস্রায়েল দেশের মধ্যে থাকা দুষ্ট রাব্বিদের সাথে বিতর্ক করেই কাটাতেন, তাহলে আমরা প্রেরিতদের কার্যবিবরণী বইটি পেতাম না।

তবে আমাদের যা করতে হবে, তা হলো পৌল ১ তীমথিয় ৪ অধ্যায়ে যা বলেছেন। তিনি ১ তীমথিয় ৪:১৬ পদে তীমথিয়কে বলেছিলেন, "নিজের ও শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগ দাও।"

কারণ তিনি বলেছিলেন, "এগুলিতে স্থির থাকো, কেননা তা করলে তুমি নিজেকে এবং যারা তোমার কথা শোনে, উভয়কেই রক্ষা করবে।"

যারা আমাদের কথা শোনেন, বিশেষ করে যারা নিয়মিত আমাদের কথা শোনেন এবং যাদের সাথে আমাদের কথা বলার সুযোগ হয়, যারা এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত নন,

যারা ভ্রান্ত মতবাদে, অথবা ঈশ্বরের বাক্যের কোনো নকল বস্তুতে, কিংবা ঈশ্বরের বাক্যের আরও প্রকাশ্য বিরোধিতায় অবিচল নন,

এরা এমন মানুষ যাদেরকে আমরা প্রভাবিত করতে পারি, যখন আমরা নিজেদের এবং মতবাদের প্রতি মনোযোগী হই।

আমরা ঈশ্বরের বাক্য থেকে মানুষের সাথে এমন হৃদয়-অনুসন্ধানকারী সত্য ভাগ করে নিতে পারি, যা বিষয়টি তাদের সামনে সত্যিই স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

আমরা তাদের সাথে এমন জ্ঞান ভাগ করে নিতে পারি যা কোনো ভ্রান্ত শিক্ষার শক্ত ঘাঁটি ভেঙে দেবে।

অথবা তাদের এমন কোনো ধারণা যা তাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্য থেকে দূরে রাখছে, কিংবা একজন খ্রিষ্টানের এমন কোনো ধারণা যা তাকে পথভ্রষ্ট হওয়ার গুরুতর ঝুঁকিতে ফেলছে।

তাই আমার মনে হয়, মথি ১৫:১৪ অধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হিসেবে ১ তীমথিয় ৪:১৬ পদটি সত্যিই একটি ভালো রচনা।

সুতরাং ১৫ পদে, "তখন পিতর তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, "আমাদের কাছে এই দৃষ্টান্তটি ব্যাখ্যা করুন।" যিশু বললেন, "তোমরাও কি এখনও বোঝো না?"

তোমরা কি এখনও বোঝো না যে, যা কিছু মুখে প্রবেশ করে, তা পেটে যায় এবং ফোঁটার মধ্যে বেরিয়ে যায়?

কিন্তু যা মুখ থেকে বের হয়, তা হৃদয় থেকেই আসে এবং মানুষকে অশুচি করে।

কারণ অন্তর থেকেই মন্দ চিন্তা, নরহত্যা, ব্যভিচার, পরকীয়া, চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য ও ঈশ্বরনিন্দার মতো বিষয়গুলো নির্গত হয়।

এইসব কাজই মানুষকে অশুচি করে। কিন্তু না ধুয়ে খাওয়া মানুষকে অশুচি করে না।

সুতরাং, এই ধারণাটি খণ্ডন করা হলো যে, পাপাচারে লিপ্ত বহু মানুষ তাদের পাপের জন্য অজুহাত দেখায়।

তাই তারা বলে, "আমি মনেপ্রাণে ভালো। বাইরে থেকে হয়তো আমি সঠিক, কিন্তু আমি অন্তরে ভালো।"

আর যিশুর এই পদগুলো মানুষের নিজেদেরকে দেওয়া সেই মিথ্যা সান্ত্বনাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়।

মালাখি ২:১৭, পুরাতন নিয়মের শেষ পুস্তক। "তোমরা তোমাদের বাক্য দ্বারা সদাপ্রভুকে ক্লান্ত করেছ, অথচ তোমরাই বল, 'কীসে আমরা তাঁকে ক্লান্ত করেছি?'"

যখন তোমরা বলো, 'যে কেউ মন্দ কাজ করে, সে প্রভুর দৃষ্টিতে ভালো,' এবং তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। কারণ বিচারের ঈশ্বর কোথায়?

অ্যাডাম ক্লার্কের একটি মন্তব্য। এটি ১৫১১ সালের ঘটনা, কিন্তু এখানে যিশু ১৬-২০ পদে ১১ নং পদের বিষয়টি আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করছেন।

তাই আমি এটা এখানে পড়ব। অ্যাডাম ক্লার্ক বলেন, "মানুষের ক্ষেত্রে, যা মুখে প্রবেশ করে তা অপবিত্র করে না।"

১৫:২ পদে উল্লেখিত ফরীশীদের সেই কার্বন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর এটি, "তোমার শিষ্যরা কেন না ধোয়া রুটি দিয়ে খায়?"

এর উত্তরে আমাদের প্রভু বলেন, যা মুখে প্রবেশ করে তা-ই অপবিত্র করে, মানুষ নয়।

অপরিষ্কার রুটি দিয়ে খাওয়ার সময় হাতে লেগে থাকা ধুলো ইত্যাদির কোনো কণা ভুলবশত খাবারের সাথে মুখে চলে যেতে পারে।

"এটা কলুষিত করে না, মানুষকে পাপী করে না।" "কারণ কেবল এই একটি বিষয়েই প্রশ্নটি আঘাত করে।"

তোমার শিষ্যরা না ধোয়া রুটি দিয়ে আহার করে, তাই তারা পাপী।

কারণ তারা পূর্বপুরুষদের প্রথা, অর্থাৎ মৌখিক আইন লঙ্ঘন করে, যেটিকে তারা লিখিত আইনের সমান কর্তৃত্বসম্পন্ন বলে মনে করত।

এই মন্তব্যগুলো নিয়েই আমরা কথা বলছিলাম।

এবং প্রকৃতপক্ষে, ফরীশীরা প্রায়শই পরেরটির চেয়ে আগেরটিকেই বেশি পছন্দ করত, যেন তারা ঈশ্বরের আইনকে নিষ্ফল করে তার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পারে।

যেমনটি আমরা পূর্ববর্তী নোটগুলিতে প্রায়শই দেখেছি।

তাই আমি এখানে ২০ নং শ্লোকের উপর অ্যাডাম ক্লার্কের মন্তব্যটি পড়ব।

আমাদের প্রভুর যুক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। যা মুখে প্রবেশ করে, তা পাকস্থলী ও অন্যান্য অন্ত্রে নেমে যায়।

দেহের পুষ্টির জন্য একটি অংশ সংরক্ষিত থাকে এবং পুষ্টি প্রদানে অনুপযুক্ত হওয়ায় অন্য অংশ বহিষ্কৃত হয়।

এই জাতীয় কোনো কিছুই আত্মাকে অপবিত্র করে না, কারণ তা আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না।

কিন্তু এর মধ্যে যে মন্দ নীতিগুলো রয়েছে, যা মন্দ চিন্তা, হত্যা ইত্যাদি উৎপন্ন করে, তা আত্মাকে কলুষিত করে, কারণ সেগুলো এর মধ্যেই সক্রিয় থাকে।

১৬ থেকে ২০ নং আয়াত মাতাল হওয়া, অভিভাবক হওয়া বা মাদকাসক্ত হওয়াকে সমর্থন করে না।

ঐসব জিনিস আমাদের মধ্যে নিয়ে আসার কারণে, যদি কেউ মাদকে আসক্ত হয়, তবে সে আগে থেকেই তার হৃদয়ে জাদুবিদ্যায় লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে।

এটা সেই ধুলোবালি ও ময়লার মতো নয়, যা নিয়ে ফরীশীরা চিন্তিত ছিলেন।

যখন কেউ মাতাল হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সে তার সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত বিচারবুদ্ধি ও সুস্থিরতার ঊর্ধ্বে নিজের আনন্দকে স্থান দেয়।

যখন কেউ অভিভাবক হতে চায়, তখন সে মূর্তিপূজক হতে চায়, খাদ্যের প্রতি এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রতি মন বসাতে চায়।

সুতরাং, তারা নিজেদের শরীরের ক্ষতি করছে, কিন্তু কেবল শরীরের ক্ষতি করাটাই পাপ নয়, বরং শরীরের প্রতি অবহেলাই সেই পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।

সেটাই একজন অভিভাবককে কলুষিত করে।

আমি ১ তীমথিয় ৪ অধ্যায়ের ১ থেকে ৫ পদ দিয়ে এখানেই শেষ করছি। আমরা গত সপ্তাহে ২ তীমথিয় ৩ অধ্যায়ে শেষকালের বিপদ সম্পর্কে পড়েছিলাম।

এবং অশ্রু সম্বন্ধে, আর কীভাবে শেষকালে যারা নিজেদের খ্রিষ্টান বলে দাবি করে, তাদের জন্য অধর্মের মধ্যে জীবনযাপন করাই স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

সেটাই হবে শেষ দিনের সবচেয়ে বড় বিপদ।

মজার ব্যাপার হলো, আগের বইটিতে আমরা ছবিটির অন্য একটি দিক, খাদটির অন্য একটি দিক দেখতে পাই।

২ তীমথিয় অধ্যায় ৩-এ পরিখাটির এক পাশের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

আপনি বলতে পারেন হয়তো এটা একই খাদ, কিন্তু এতে পড়ে যাওয়ার এটা একটা সূক্ষ্ম উপায়। হয়তো আপনি বলতে পারেন এটা রাস্তার অন্য পাশের খাদ।

আমরা ভণ্ড পবিত্রতা সম্পর্কে পড়ি। এটি খ্রিস্টীয় জগতের মধ্যেই উদ্ভূত হবে। পৌল ১ তীমথিয়তে বলেন, তিনি ১ তীমথিয় ৪ অধ্যায়ে তীমথিয়কে বলেন,

এখন আত্মারা যেন স্পষ্টভাবে আঘাত করে যে, শেষকালে কেউ কেউ প্রলোভনকারী আত্মা ও শয়তানের মতবাদের প্রতি মনোযোগ দিয়ে বিশ্বাস থেকে সরে যাবে।

"মিথ্যা ও ভণ্ডামিপূর্ণ কথা বলা, এবং উত্তপ্ত লোহা দিয়ে যাদের বিবেক দগ্ধ করা হয়েছে।" তাহলে শয়তানের এই মতবাদগুলো কী?

বিবাহ করতে এবং মাংস পরিহার করতে নিষেধ করা, যা আল্লাহ বিশ্বাসী ও সত্যজ্ঞানীদের কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।

ঈশ্বরের প্রতিটি সৃষ্টিই উত্তম এবং কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করা হলে কোনো কিছুই বর্জনীয় নয়।

কারণ তা ঈশ্বরের বাক্য ও প্রার্থনার দ্বারা পবিত্র করা হয়।

সুতরাং এটা আকর্ষণীয় যে পৌল বিবাহ নিষিদ্ধ করা এবং মাংস পরিহার করাকে শয়তানের মতবাদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

যার ফলে শেষকালে কেউ কেউ বিশ্বাস থেকে সরে যাবে।

এবং আমি বিশ্বাস করি যে, এটি কেবল এটাই প্রমাণ করে যে এটি শয়তানের তৈরি করা এক নকল পবিত্রতা।

যেন লোকেরা বস্তুগত জিনিসের অংশীদার না হয়ে, তাতে গৌরব ও আস্থা রাখে এবং তাকেই তাদের ধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে।

যা স্বয়ং ঈশ্বর মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ হিসেবে সৃষ্টি করেছিলেন, অথবা অন্তত বিবাহের ক্ষেত্রে বহু মানুষের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে।

আমরা ইব্রীয় ১৩ অধ্যায়ে পড়ি যে, বিবাহ সম্মানজনক এবং সকল বিষয়ে তাই। এমন একজন ঈশ্বর আছেন যিনি একজন পুরুষ ও একজন নারীর বিবাহকেই সমর্থন করেন।

এটা এমন একটা বিষয় যা প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, এমনকি প্রেরিতদের মতো আধ্যাত্মিক নেতারাও, যারা বিবাহিত ছিলেন।

এটি এমন একটি বিষয় যার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিই যোগ্য, যদিও সকলকে এর জন্য ডাকা হয় না। নীতিগতভাবে এটি এমন একটি বিষয় যা থেকে কাউকেই বারণ করা উচিত নয়।

এবং আমরা জানি যে রোমান ক্যাথলিক চার্চ এই অত্যন্ত সত্য বিষয়গুলোর উপর অনেক বেশি জোর দিয়েছে,

এমনকি তাদের আধ্যাত্মিক নেতাদের বিয়ে করতে এবং লেন্ট ও অন্যান্য উৎসব পালন করতেও নিষেধ করা হয়েছিল, যদিও সেগুলোকে ঠিক উৎসব বলা চলে না।

কিন্তু উপবাসের সময় ও এই জাতীয় বিষয়গুলো সেই ব্যাপারগুলোর ওপর এতটা গুরুভার চাপিয়ে দেয়।

ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বা ওই জাতীয় জিনিসের ওপর মাংসের কোনো দরকার নেই। আর এটা হলো এক ধরনের ভুয়া পবিত্রতা।

এটি প্রকৃত পবিত্রতা থেকে বিচ্যুত করে। এবং এটি জ্ঞানবাদীদের যুগের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

জ্ঞানবাদীরা বলতেন যে, হৃদয়ই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং দেহ নিজেই একটি মন্দ সত্তা।

সুতরাং কিছু জ্ঞানবাদী কেবল নিজেদের দেহকে প্রশ্রয় দিয়ে ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় জীবনযাপন করে আরেকজন জ্ঞানবাদীকে হারালো।

তারা এই ভণ্ড পবিত্রতা গ্রহণ করেছে যেখানে তারা আয়না দেখা নিষেধ এবং এই প্রতিটি নকল পবিত্রতা থেকে বিরত থাকার মতো বিষয়গুলোর উপর জোর দেয়।

যা আসলে হৃদয়কে একেবারেই স্পর্শ করে না এবং আত্মপরিচয় বা অহংকার নিয়েও কাজ করে না।

আরও অনেক পাপের সাথে, যেগুলি থেকে একমাত্র প্রকৃত অনুতাপ এবং খ্রীষ্টের উপর সত্যিকারের আস্থা আমাদের শুদ্ধ করতে পারে এবং সত্যিই পবিত্র করে তুলতে পারে।

তাই আমার মনে হয়েছিল এটাই উপযুক্ত সময়, কিন্তু আমি এখানেই শেষ করব।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, ভাই। আমি এখানে একটা প্রশ্ন দিয়েই শুরু করতে চাই, ভাই। কারণ আমি সবসময় এই প্রসঙ্গটা আমাদের দিকে ফিরিয়ে আনতে পছন্দ করি, জানেন তো, মণ্ডলী (ecclesia) বলতে

খ্রীষ্টের দেহের কাজ কী? আর তা হলো, মানুষকে খ্রীষ্টের কাছে ঘরে ফিরে আসার জন্য আহ্বান করা, বুঝলেন তো?

তাদেরকে অনুতাপ, পবিত্রতা এবং এই জাতীয় উত্তম বিষয়গুলোর দিকে আহ্বান করা। অর্থাৎ, মহানির্দেশ। সুতরাং, খ্রিষ্টীয় মণ্ডলীগুলোতে অনেক কিছুই ঘটছে।

শুধু একটা পার্থক্য, বুঝলেন তো, আমরা কখন তাদের একা ছেড়ে দেব? বুঝলেন তো, আমরা কখন অন্ধকে অন্ধের ওপর ছেড়ে দেব?

আর, জানেন, আপনি কি অতটা পার্থক্য করতে পারেন? আমি কি বিষয়টা পরিষ্কার করে বলতে পারি? সম্ভবত না। না, আমার মনে হয় আপনি পেরেছেন। আমার মথি ২৫ অধ্যায়ের কথা মনে পড়ছে। আ পাব।

না, রাস, তুমি আজ ভালো সময়ে এসেছো।

ম্যাথিউয়ের সুসমাচারে সম্ভবত ১৪ থেকে ২১ অধ্যায়ের মধ্যে ঘটনাপ্রবাহ বেশ দ্রুতগতিতে এগোয়। তাই যদিও আমি কিছুটা এলোমেলোভাবে কথা বলেছি, তবুও পুরোটা বেশ দ্রুতই শেষ হয়েছে।

এটা ভালো।

আমার হিতোপদেশের সেই লিপিটির কথা মনে পড়ছে, যা হয়তো এই মুহূর্তে খুঁজে পাব না, কিন্তু সেখানে এমন এক ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যে নিজের ধারণায় জ্ঞানী।

এবং এতে বলা হয়েছে যে, যুক্তি দেখাতে সক্ষম সাতজন মানুষের চেয়েও একজন অলস ব্যক্তি নিজের ধারণায় বেশি জ্ঞানী।

এতে সিএসএল-এর কথা বলা হয়েছে এবং সে তার কথাগুলো দেখেছে। একজন বোকার জন্য আগের চেয়ে অনেক বেশি আশা রয়েছে।

ব্যাপারটা এমন যে, যখন কেউ—যদি বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে প্রভুর একজন ভাই বিপথে চলে যাচ্ছে,

কিন্তু তাদের প্রতারণা কি কঠিন নয়, এমন একজনের জন্য সত্যিই প্রার্থনা করা উচিত।

এবং সত্যিই তাদের এমন কিছু বলার সুযোগ চাই যা তাদের ফিরিয়ে আনবে। তাই আপাতত এটুকুই বলব।

আচ্ছা, ভালো। হ্যাঁ, আমার মনে হয় আপনি সম্ভবত হিতোপদেশ ২৬ অধ্যায়টিই খুঁজছেন।

কিন্তু হ্যাঁ, তাই কখন তিরস্কার করতে হবে, ভর্ৎসনা করতে হবে এবং উপদেশ দিতে হবে, এই পার্থক্যটা জানা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এবং কখন বিষয়টাকে তার মতো থাকতে দিতে হয়। মাঝে মাঝে এমন একটা সময় আসে যখন আমরা—যেটাতে আমি তেমন পারদর্শী নই। তবে চুপ থাকতে আমি এখন অনেক ভালো হয়ে উঠছি, তাই ঈশ্বরে

অন্য কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে? উইলিয়াম আর স্টেফানি, তোমাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে? এদিক থেকে কোনো প্রশ্ন নেই।

আচ্ছা, দারুণ। ঠিক আছে, তাহলে আমি রেকর্ডিংটা বন্ধ করে দিচ্ছি।

শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা আমাদের সকল মিশনারিদেরও ধন্যবাদ জানাই, সেখানে থাকা আমাদের প্রিয় মিশনারিদের।

কেনিয়া, বাংলাদেশ এবং ভারতে। শোনার জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ, এবং আপনারা যা করছেন তার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা সবাই একসাথে কাজ করছি, এবং আমাদের সকল পৃ
আর যারা আমাদের জন্য প্রার্থনা করছেন তাদেরও।

তাই আমি রেকর্ডিংটি বন্ধ করছি এবং এরপর আমরা আলোচনায় বসব। ঈশ্বর মঙ্গল করুন।

মথি লিখিত সুসমাচারের ফাইল-অধ্যয়ন – অধ্যায় ১৫-২১ থেকে ১৬, সপ্তাহ ১৫

শুভ সন্ধ্যা সবাইকে এবং ইউনাইটেড-এ অনুষ্ঠিতব্য আরেকটি মঙ্গলবার সন্ধ্যার বাইবেল পাঠ অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগতম।

যুক্তরাষ্ট্র এবং বুধবার সকালে বিদেশে আমাদের সাথে যোগদানকারী সকল মিশন সহযোগীদের আমরা ধন্যবাদ জানাই।

আমার মনে হয় কেনিয়া থেকে আরও একজন বা দুজন আমাদের সাথে যোগ দেবেন এবং বাংলাদেশ থেকে আমাদের ভাই হিলটনও আছেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আপনাদের সবাইকে এখানে পেয়ে আমরা সত্যিই

অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস থেকে একজন আছেন, প্রিয় ভাই এবং সারা বিশ্বের অন্যান্য লোকজন।

বিশ্ব। তাই আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা মথি লিখিত সুসমাচার পড়ছি, আমরা ১৫তম সপ্তাহে আছি, বিশ্বাস করুন।

আমার ঠিক মনে পড়ছে না এটা কবে শুরু হয়েছিল, মনে হচ্ছে মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগের কথা। আমরা এখন ১৫তম সপ্তাহে আছি।

এবং আমরা এখন ১৫ অধ্যায়ের মাঝামাঝি আছি এবং ২১ পদ থেকে শুরু করতে যাচ্ছি। তাই আমরা ধন্যবাদ জানাই।

ভাই অ্যারন কেরি, যিনি একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান শিক্ষক, বাইবেল খুব ভালোভাবে জানেন এবং সক্ষম।

পুরাতন ও নতুন নিয়মকে এমনভাবে সমন্বয় করুন যা আমরা খুব সহজে বুঝতে পারি। তাই আমরা সত্যিই ধন্যবাদ জানাই।

ভাই অ্যারন, প্রতি সপ্তাহে অধ্যয়নের প্রতি তাঁর নিষ্ঠার জন্য এবং ভাই অ্যারন, আমি পাঠাতে যাচ্ছি

এবার আপনার পালা। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ভাই জিমি। আপনি যদি আমার কথা ঠিকমতো শুনতে না পান, তাহলে আমাকে জানাবেন।

মনে হচ্ছে আমার ফোনটা এটার চেয়ে একটু কম শক্তিশালী বা এরকম কিছু একটা। কিন্তু আমি শুধু চাই

যারা আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। যারা শুনছেন এবং রেকর্ড করছেন, তাদের আমি আবারও শুভেচ্ছা জানাতে চাই।

তোমাকে অবশ্যই ভোলা হয়নি। এছাড়াও এই সপ্তাহে আমার মুখের শুষ্কতা কিছুটা কমেছে, যা বেশ কিছুদিন ধরেই ছিল।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যারা এ বিষয়ে প্রার্থনা করেছেন, আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই, কিন্তু আমার এখনও হয়তো একটু চুমুক দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

মাঝে মাঝে জল। কিন্তু এটা নিয়ে আমার কী করতে হবে তা আমি তোমাকে জানাবো এবং হয়তো শুধু নিয়ে যেতে হবে।

১০ সেকেন্ডের জন্য ফোনটা কান থেকে দূরে রাখলাম। তাহলে চলুন সরাসরি শুরু করা যাক, মথি ১৫:২১ থেকে।

তখন যীশু গেলেন। সুতরাং তিনি সেখান থেকে ট্রয়ের ও সাদানের উপকূলে চলে গেলেন।

অ্যাডাম ক্লার্ক মনে করেন, এর অনুবাদ এমনও হতে পারত যে, যিশু হয়তো এখানেই ইসরায়েল দেশ ত্যাগ করেননি। যদি তিনি তা করে থাকেন, তবে এটি হতো তাঁর দেশ ছাড়ার মাত্র দুটি ঘটনার মধ্যে একটি

ইসরায়েলের ভূমি। এর আগে কেবল একবারই তিনি গাদিরার উপকূলে অবস্থিত ডেকাপলিসে গিয়েছিলেন এবং

আঙ্গুরগাসার কথা অধ্যায় ৮-এ বলা হয়েছে। সেই কাহিনী যখন তিনি এই অঞ্চলে ভূত তাড়িয়েছিলেন। তাই তিনি ইসরায়েলকে এখানে রেখে গিয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত নই, তবে তিনি
আসছিলেন।

ট্রয়ার ও সাদানের উপকূলের নিকটবর্তী ভূখণ্ডে এবং সেটিই রোমান প্রদেশ হতো।

ফৈনীকীয়দের মধ্য থেকে এক নারী—দেখো, কনানীয় এক নারী সেই অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর কাছে এই বলে আর্তনাদ করতে লাগল।

হে প্রভু, আমার প্রতি করুণা করুন। আমরা মার্কের সুসমাচার থেকে জানি যে ইনি ছিলেন সুরফৈনীকিয়ার একজন মহিলা, যিনি ছিলেন

ট্রয়ার ও সাদানের এলাকা, কিন্তু মনে হয় তিনি জাতিতে একজন কনানীয় ছিলেন।

এবং স্পষ্টতই, ইসরায়েল যখন এসেছিল, তখন এই জাতিকেই হত্যা করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

কনান দেশে। তবে শর্তটি অবশ্যই ছিল যে তারা তাদের প্রতিমা পূজা থেকে ফিরে আসবে না, কিন্তু

মনে হচ্ছে এটি কানান দেশ থেকে ভিজে ফিনিসিয়ায় ডুবে গিয়েছিল এবং সম্ভবত এই মহিলাটি ছিলেন

সম্ভবত সে সময় যারা পালিয়ে গিয়েছিল তাদের বংশধর। আচ্ছা, তাহলে মহিলাটি একই উপকূল থেকে এসেছিলেন।

এবং তাঁর কাছে কেঁদে বলে উঠল, "হে প্রভু, আমার উপর দয়া করুন। হে দাউদের পুত্র, আমার কন্যা অত্যন্ত ব্যথিত।"

শয়তানের সাথে। কিন্তু তিনি তাকে একটি কথাও উত্তর দিলেন না এবং তাঁর শিষ্যরা এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, তাকে পাঠিয়ে দাও।

সে আমাদের পিছনে কেঁদে চলে গেল। কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, আমি কেবল শেষ মেষটির কাছেই প্রেরিত হয়েছি।

ইস্রায়েলের বংশ। তখন সে তাঁর আরাধনা করে বলল, প্রভু আমাকে সাহায্য করুন। কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে বললেন তিনি

তা মাংস নয়, কিংবা সন্তানদের রুটি নিয়ে কুকুরদেরকে ফেলে দেওয়ারও যোগ্য নয়। আর সে বলল, সত্য প্রভু।

তবুও কুকুরগুলো তাদের প্রভুর টেবিল থেকে পড়ে যাওয়া টুকরো খাবার দেয়। তখন যিশু উত্তর দিয়ে বললেন

হে নারী, আমার বিশ্বাস, তোমার প্রতি তাই হোক, যেমনটা তুমি সর্বান্তকরণে চেয়েছিলে। এবং তার কন্যা সুস্থ হয়ে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে। এটি এমন একটি অনুচ্ছেদ যা আমি যখনই পড়তাম, আমি খুব খুব...

এই মহিলাটি যখন যিশুর দিকে এগিয়ে আসছিলেন, তখন তিনি যে এমন আচরণ করবেন, তাতে তিনি হতবাক ও অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

এবং আমার মনে হয়, অনেকেই এমনটা অনুভব করেন। আমার মনে হয়, এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে।

আর ব্যাপারটা হলো এই যে, যিশু এই মহিলাকে হয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য একরকম উপেক্ষা করছিলেন।

তার জন্য এমন একটি শিক্ষা যা তার শেখা প্রয়োজন ছিল, অথবা তার শেখা সেই শিক্ষাটিকে সামনে নিয়ে আসা যা সে ইতিমধ্যেই শিখেছিল।

সে ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে থাকার এবং ঈশ্বরের লোকদের দেওয়া আশীর্বাদগুলো পাওয়ার যোগ্য ছিল না।

আর সেই শিক্ষাটি ছিল এমন একটি শিক্ষা যা ইসরায়েলিদের নিজেদেরই শেখা প্রয়োজন ছিল। এটি এমন একটি শিক্ষা যা আমাদের সকলেরই শেখা প্রয়োজন যে, ঈশ্বর তাঁর আশীর্বাদ ও করুণা বর্ষণ করেন।

এবং তিনি তাঁর প্রজাদের মধ্যে কেবল তাদেরকেই গণ্য করেন, যারা প্রকৃত অর্থে নিজেদের স্বীকার করে এবং নিজেদেরকে সত্যিই বিনয়ী করে তোলে।

এবং স্বীকার করা যে তারা তার লোকদের মধ্যে থাকার যোগ্য নয়। এটা অনেকটাই সেই লোকটার মতো।

বাইবেলের ১৮ অধ্যায়ে, যে ফরীশী প্রার্থনা করার জন্য মন্দিরে গিয়েছিলেন, তিনি ঈশ্বরকে বলেছিলেন, আমার মনে হয়

যে আমি তার অন্য লোকদের মতো নই, সে যা যা করেছিল তার কোনো তালিকা সে দিয়েছিল এবং জানেন, সে বলেছিল, আমি সপ্তাহে দু'বার উপবাস করি, আমার যা কিছু আছে তার দশমাংশ দান ক
জানিয়েছিল যে সে তাদের মতো নয়।

অন্যান্য পুরুষদের মতো নয়, বরং জনসাধারণের মধ্যে থাকা সেই কর সংগ্রাহক, যে চোখ সামান্যও তুলতে অনিচ্ছুক ছিল।

স্বর্গ বলেছিল, "ঈশ্বর দয়া করুন," এবং তার সর্বোত্তম ভঙ্গিতে বলল, "ঈশ্বর আমার মতো পাপীর প্রতি দয়া করুন।"

এবং যিশু বললেন যে, অন্যজনের চেয়ে এই লোকটিই বরং ধার্মিক বলে গণ্য হয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

সুতরাং, যে কোনো কিছুর অধিকারী, তার নিজেকে বদলানোর বা বাধ্য হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই—ব্যাপারটা ছিল এমনই।

ইহুদিদের মধ্যে একটি বড় সমস্যা ছিল, যেমনটা আমরা দেখেছি, তারা ভাবত যে যেহেতু তারা ছিল

আব্রাহাম এবং যেহেতু তারা জন্মগতভাবে ইসরায়েলি ছিল, তাই ঈশ্বর তাদের সেভাবেই গ্রহণ করবেন।

তাদের মধ্যে এক ধরনের অধিকারবোধের মানসিকতা ছিল যা প্রকৃত অনুশোচনা ও আনুগত্যের বিরোধী ছিল।

কিন্তু যে ব্যক্তি সত্যিই নিশ্চিত যে তার কোনো কিছু পরিবর্তন হওয়ার বা ঈশ্বরের দ্বারা শাসিত হওয়ার যোগ্যতা নেই।

এমন শব্দ যা কষ্টের সাথে জড়িত, তারা তা করতে এবং গ্রহণ করতে খুশি, এবং তা গ্রহণ করার মাধ্যমে।

বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি এই সত্যটিও গ্রহণ করতে হয় যে, আমি কেবল বিচারের যোগ্য কারণ আমি ইতিমধ্যেই...

সেই বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে এবং সেই কারণেই এমন একজন আছেন যিনি খ্রীষ্টের জোয়াল গ্রহণ করছেন।

ক্ষমা লাভের জন্য এটি একটি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত শর্ত এবং সেই শর্ত পূরণ করা নয়

যখন কারও হৃদয় সত্যিই ভগ্ন ও অনুতপ্ত হয়, তখন সে কোনো কিছু উপার্জন করতে পারে না। শিষ্যরা যখন যিশুকে জিজ্ঞাসা করলেন

তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করার জন্য লূক ১৭ অধ্যায়। আমি ওটা পড়ব, অর্থাৎ লূক ১৭:১ থেকে ১০।

এখানে আরেকটি অনুচ্ছেদ খুব প্রাসঙ্গিক। তাই লূক ১৭:১ পদে তিনি শিষ্যদের বললেন, এটা হলো

অপরাধ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব, কিন্তু যার মাধ্যমে তা আসে, তার প্রতিই তা ঘটবে। তার জন্য এটাই শ্রেয় হতো।

তার গলায় একটি মাইলফলক ঝুলিয়ে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হোক, তার চেয়ে বরং এটাই ভালো যে সে

এই ছোটদের মধ্যে একজনকে পাওয়া গেছে। তোমার ভাই যদি তোমার বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় করে, তবে তোমরা নিজেদের বিষয়ে সতর্ক থেকো।

তাকে তিরস্কার করো এবং যদি তুমি অনুতপ্ত হও তবে তাকে ক্ষমা করো এবং যদি সে দিনে সাতবার তোমার বিরুদ্ধে অন্যায় করে।

এবং দিনে সাতবার তোমার কাছে ফিরে এসে বলবে, আমি অনুতপ্ত, তুমি তাকে এবং প্রেরিতকে ক্ষমা করবে।

তারা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে বলল, "আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করুন।" তারা বলছিল, "কেউ যদি আমাদের বিরুদ্ধে একাধিকবার অন্যায় করে, তবে তাকে ক্ষমা করা সত্যিই খুব কঠিন।" আর যারা ক্ষমা চাইছে
তারা বলছিল, "হে ঈশ্বর, এটা করার জন্য আমাদের আরও বিশ্বাস দিন।" এবং যিশুর সেই দৃষ্টান্তমূলক গল্পটি শুনতে বলল—আচ্ছা, হয়তো ঠিক দৃষ্টান্তমূলক গল্প নয়, কিন্তু যিশু তাদের যে শিক্ষাটি দিয়েছিলেন

শ্লোকগুলোর মাধ্যমে তিনি তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে যথাযথ ধারণা দিয়ে তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন।

এবং নিজেদের প্রাপ্যতার বিষয়ে নিজেদের ধারণাকে খাটো করতে। আর প্রভু বললেন, যদি তার বিশ্বাস থাকতো

সর্ষের দানার মতো তিনি ডুমুর গাছকে বলতে পারেন, "তুই শিকড়সুদ্ধ দাঁড়িয়ে থাক।"

এবং তুমি সমুদ্রে রোপিত হও, তাহলে তা তোমার আজ্ঞা পালন করবে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কার একজন অনুগামী দাস আছে?

গরু চরানো মহিলাটি তাকে বলবে, কিছুক্ষণের মধ্যে যখন সে মাঠ থেকে ফিরে আসবে, গিয়ে দেখা করতে বসো।

এবং বরং তাকে বলবে না, 'আমার জন্য প্রস্তুতি নাও, কোমর বাঁধো এবং আমার সেবা করো যতক্ষণ না আমি...'

খেয়েছে ও পান করেছে এবং তারপরে তুমিও খাবে ও পান করবে যে সে মনে করে যে দাস কারণ

তাকে যা আদেশ করা হয়েছিল, তিনি তাই করেছিলেন। আমি চেষ্টা করি না, বা বিশ্বাস করি না, বা ভাবি না। তেমনিভাবে

যখন তোমরা আদিষ্ট সমস্ত কাজ করেছ, তখন তোমরা বলছ আমরা অলাভজনক।

আমাদের যে সেবকরা আছেন, আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করেছি। এবং সেই অনুযায়ী সঠিক আলোকে উপস্থাপন করা যাক।

কেউ কি দাবি করতে পারে যে তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়ার যোগ্য?

ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে থাকা, না, এবং কেউ কি বলতে পারে যে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা এবং সত্য

অনুশোচনা ও পবিত্রতা অবশ্যই অযৌক্তিক নয় এবং আমি বিশ্বাস করি এটাই সেই শিক্ষা যা...

আমরা এখানে যে আরেকটি ছোট শিক্ষা দেখতে পাচ্ছি, তা আমার ভাইয়ের সাথে আমার একটি কথোপকথনের সাথে সম্পর্কিত।

গত রাতে জিমি যা দেখেছি, তাতে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটা তো জানা কথাই যে কুকুররা তাদের খাবারের উচ্ছিষ্ট খায়।

মনিবের টেবিল এবং কুকুররা টেবিলে বসে একই অনুপাতে একই খাবার খায় না।

লোকেরা যা করে, সেটা অনেকটা সেইসব সহজাত বিষয়গুলোর মধ্যে একটা যেটা...

তোমার নিঃসন্দেহে তাই হওয়া উচিত এবং এটি সমাজে একটি চিহ্ন যে সমাজটি ঈশ্বর থেকে সরাসরি অনেক দূরে।

যখন এমন একটা ব্যাপার ঘটে যা স্পষ্ট নয়, যখন মানুষ তাদের পশুদের মানুষের মতো আচরণ করতে শুরু করে এবং শুরু করে

জানেন তো, ওদেরকে কুকুরের খাবার না দিয়ে বরং দামী খাবার কিনে দেওয়া আর আদর-যত্ন করা শুরু করা।

তাদেরকে উচ্ছিষ্ট খাবার দেওয়া, মেঝেতে পড়ে থাকা খাবারের টুকরো খেতে দেওয়া—উম, এটা অবশ্যই একটা দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের লক্ষণ, যখন পশুরা, যখন মানুষ...

তারা নিজেদের পশুদের মানুষের চেয়েও ভালো যত্ন নেয় এবং পশুদের পেছনে প্রচুর খরচ করতে শুরু করে।

প্রকৃত দরিদ্র ও অভাবী মানুষদের সাহায্য করার পরিবর্তে...

মানে, আমি জানি জেমি গত রাতে আমাকে বলেছিল যে সে বাইবেলের চোখ নিয়ে একটি গবেষণা করেছে।

এটা অবশ্যই সেইসব পঙক্তিগুলোর মধ্যে একটা, যেগুলো হবে...

এই ধরনের অধ্যয়নের জন্য উপযুক্ত, তাই ২৯ নং পদে বলা হচ্ছে যে, যিশু লেন্স থেকে বেরিয়ে এসে কাছে আসলেন।

গালীল সাগরে প্রবেশ করলেন এবং উপরে উঠে একটি পর্বতে আরোহণ করলেন এবং সেখানে বসে পড়লেন এবং মহান

বহু লোক তাঁর কাছে এল, তাদের সঙ্গে ছিল অন্ধ, বোবা, পঙ্গু অবস্থায় শায়িত ব্যক্তি এবং আরও অনেকে।

এবং তাদেরকে যিশুর চরণে নত করলেন ও সুস্থ করলেন, এবং তিনি তাদের সুস্থ করলেন, উম, যখন অন্ধদের পালা এলো এবং

পঙ্গু বলতে আক্ষরিক অর্থেই তাদের বোঝানো হতো, যারা শরীরের এমন কিছু অংশ হারিয়েছিল যা তাদের ছিল না।

হাত বা পা বা পায়ের আঙুলের মতো কিছু একটা কেটে ফেলা হয়েছিল, তাই এটিও এক ধরনের অলৌকিক ঘটনা ছিল, ঠিক যেমন

পুরাতন নিয়মের নবীদের সময়ে যখন অন্ধদের আরোগ্য এবং কুষ্ঠরোগীদের নিরাময়ের প্রসঙ্গ আসত, উম তাছাড়া

নামকরণ, আরোগ্যদান, আরোগ্যলাভ, উম, এলিশার দ্বারা আরোগ্য লাভ করা, উম, এছাড়া এগুলো ছিল অলৌকিক ঘটনা যা

পুরাতন নিয়মের সময়ে অপরিচিতদের চেয়েও, এগুলো খুব জোরালো প্রমাণ যে যিশু আছেন...

ঈশ্বর যে তিনি শুধু একজন সাধারণ নবী নন, যদি কোনো নবীকে সাধারণ বলাও যায়, উম... সুতরাং আয়াত

৩১ আর তাতে জনতা বিস্মিত হল, যখন তারা দেখল বোবা কথা বলছে আর পঙ্গুরা দেখছে।

পঙ্গুদের হাঁটার এবং অন্ধদের দেখার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এবং তারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করেছিল। তারা ইস্রায়েল দেশের উপকূলে ছিল এবং যিশু স্পষ্টতই এটা পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে

তিনি ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সেবা করছিলেন, সেই ঈশ্বর যিনি মোশির সাথে কথা বলেছিলেন এবং জ্বলন্ত তাড়না।

সেই ঈশ্বর যিনি নবীদের মাধ্যমে কথা বলেছেন এবং বাইবেলকে অনুপ্রাণিত করেছেন, বা কী?

হিব্রুদের কাছে বাইবেলের যে অংশটি ছিল, তাকে আমরা এখন পুরাতন নিয়ম বলে বিবেচনা করি।

বাইবেলের ৩২ নং পদে বলা হয়েছে, তখন যিশু তাঁর শিষ্যদের ডেকে বললেন, আমার তাদের প্রতি করুণা আছে।

কারণ তারা এখন তিন দিন ধরে আমার সাথে আছে এবং তাদের খাওয়ার কিছুই নেই এবং আমি পাঠাবো না।

তাদেরকে দ্রুত তাড়িয়ে দাও, যদি না তারা পথে থাকে এবং তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বলে, আমরা এত কিছু কখন পাব?

মরুপ্রান্তরে রুটি মানে এত বিশাল জনসমুদ্র অনুভব করা... উম... এটা অবশ্যই একটা দুর্বলতা ছিল

তাদের প্রতি এটা নিঃসন্দেহে আস্থার অভাব ছিল, কারণ তারা খুব সম্প্রতিই...

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তারা প্রায় একই রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল, যেখানে প্রান্তরে তাদের বহু লোক ছিল এবং

তাঁর কাছে মাত্র পাঁচটি নেকড়ে ও দুটি মাছ ছিল, আর যিশু পাঁচ হাজারেরও বেশি লোককে খাইয়েছিলেন।

নারী ও শিশু ছাড়াও পাঁচ হাজার পুরুষ—যা এই মুহূর্তে তাদের যা ছিল তার চেয়েও বৃহত্তর এক জনসমষ্টি।

এবং উম, তাই এটা ছিল মূলত তাদের শেখার ধীরতা এবং তাদের নিজেদের, উম, আমরা বলতে পারি অপরিণত মানসিকতা।

এরকমই কিছু একটা যে, উম, যিশু যে তাদের খাওয়াবেন, সেই ব্যাপারে তাদের আস্থা ছিল না।

যীশু তাদের প্রতি ধৈর্যশীল ছিলেন (পদ ৩৪): যীশু তাদের বললেন, তোমাদের কাছে কয়টি রুটি আছে?

তিনি বললেন সাতটি ও কয়েকটি ছোট মাছ এবং তিনি জনতাকে মাটিতে বসতে আদেশ দিলেন এবং তিনি

তিনি সাতটি রুটি ও মাছ নিয়ে সেগুলো ভাঙলেন এবং তাঁর শিষ্যদের দিলেন।

জনসাধারণের কাছে এবং তারা সকলে খেল ও পরিতৃপ্ত হল এবং অবশিষ্ট ভাঙা মাংস থেকে তারা সাত ঝুড়ি ভর্তি করে তুলে নিল। সুতরাং তাদের শেষ অলৌকিক ঘটনাটি ছিল, সেখানে তারা তুলে নিল।

১২টি ঝুড়ি ভর্তি, প্রত্যেক শিষ্যের জন্য একটি করে, এবং এখন তারা সাতটি ঝুড়ি ভর্তি নিয়েছে যা হতো...

শ্লোক ৩৪-এ তাদের কাছে যে পরিমাণ রুটি ছিল, ঠিক সেই একই পরিমাণ। তাই এটা বেশ আকর্ষণীয়।

ওটা ওখানে মিলে যায়, এবং তারা তা করেছিল, এবং তারা তা করেছিল, পাশে চার হাজার লোক ছিল।

নারী ও শিশুদেরকে বিদায় দিয়ে তিনি জাহাজে চড়ে মেগালার উপকূলে এসে পৌঁছালেন।

উম মেগালাহ সম্ভবত সেই জায়গা যেখান থেকে মেরি ম্যাগডালিন এসেছিলেন, এবং তাকে যে নামে ডাকা হতো

ম্যাগডালিনী বলতে বোঝানো হতো যে তিনি শহর বা তার আশেপাশের এলাকা থেকে এসেছিলেন।

অ্যাডাম ক্লার্কের ম্যাথিউ ১৫:৩৮ এর উপর উক্তি: দরিদ্ররা যেন এই অলৌকিক ঘটনাগুলো থেকে শিক্ষা নেয়।

সমর্থনের জন্য ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখলে, তাঁর সাধারণ বিধান যা-ই অস্বীকার করুক না কেন, তাঁর অলৌকিক শক্তি তা সরবরাহ করবে।

যিশুর চার হাজার ও পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানো থেকে আমরা যে মূল শিক্ষাটি পেতে পারি তা হলো, যিশু কেবল জীবনদাতাই নন, তিনি জীবনের ধারকও।

কারণ শুধু জীবন পাওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং সেই জীবনকে টিকিয়ে রাখতে হয় এবং তাকে হতে হয়

শারীরিকভাবে টিকে থাকা এবং আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য এবং এই সত্য যে সে

তিনি তাঁর শিষ্যদের এই অলৌকিক ঘটনাগুলোতে জড়িত করেছিলেন, উম... এর মধ্যে তাদের জন্য একটি আধ্যাত্মিক শিক্ষা রয়েছে, বিশেষ করে

কারণ তাদেরকেই তার প্রধান মেষপালক হওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

মণ্ডলী এবং তাঁর দেহ সম্পর্কে প্রথম পিতরের পঞ্চম অধ্যায়ে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, উম, তাই আমি জানি যে সেখানে আছে

এখানে অনেকেই আছেন যারা আমাদের পালক এবং ঈশ্বরের লোকেদের প্রতি মেষপালকের দায়িত্ব পালন করেন।

খুবই প্রাসঙ্গিক, বিশেষ করে আপনার জন্য। প্রথম পিটার পাঁচ এক-এ পিটার এমনটাই বলেন এবং পিটার ছিলেন।

যারা এই অলৌকিক ঘটনায় অংশ নিয়েছিল এবং এই অলৌকিক ঘটনাটি দেখেছিল, তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠরা যারা

তোমাদের মধ্যে যে প্রাচীনরা আছেন, আমি তাঁদেরকে অনুরোধ করছি, আমিও একজন প্রাচীন এবং দুঃখভোগের সাক্ষী।

খ্রীষ্টের এবং সেই মহিমারও অংশীদার হও যা প্রকাশিত হবে; তোমাদের মধ্যে থাকা ঈশ্বরের মেষপালকে প্রতিপালন করো।

এর তত্ত্বাবধান গ্রহণ করা, বাধ্য হয়ে নয় বরং স্বেচ্ছায়, কোনো কলুষিত লাভের জন্য নয়, বরং

ইতিমধ্যেই আমার লুক্রে মানে টাকা ও ধনসম্পদ, উম, ঈশ্বরের উত্তরাধিকারের উপর মজুদ করাও নয়।

কিন্তু মেষপালের জন্য নমুনাস্বরূপ হয়ে এবং যখন প্রধান মেষপালক আবির্ভূত হবেন, তখন তোমরা পাবে

মহিমার সেই মুকুট যা কখনও ম্লান হয় না, উম, যদি আপনি কলসীয় ১ অধ্যায়ের ২২ ও ২৩ পদে ফিরে যান

উম

ঈশ্বরের লোকদের খাদ্যের প্রয়োজন, কারণ বিশ্বাসে অবিচল থাকার জন্য তাদের খাদ্যের প্রয়োজন।

পৌল কলসীয়দের প্রতি লেখা ১ অধ্যায়ে তাদের পুনর্মিলিত হওয়ার বিষয়ে কথা বলেন, এবং পথ দেখানোর জন্য...

আমি ২১ পদ থেকে শুরু করব এবং তোমরা যারা মাঝে মাঝে মন্দ কাজের দ্বারা তোমাদের মনে বিচ্ছিন্ন অ্যানিমোন ফুল ছিলে।

কিন্তু এখন যদি তিনি তোমাদেরকে তাঁর দৃষ্টিতে পবিত্র, অবিশ্বাস্য এবং নির্দোষরূপে উপস্থাপন করার জন্য মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁর রক্ত-মাংসের দেহে মিলন ঘটান, তবে যদি সে বিশ্বাসে অবিচল থাকে, তবে কি এই

তিনি সুসমাচারের যে আশা শুনেছেন এবং যা থেকে তিনি বিচ্যুত হননি, তা থেকে তিনি স্থির ও অবিচলিত।

স্বর্গের নিচে থাকা প্রত্যেক প্রাণীর বিষয়ে প্রচার করা হয়েছিল, যার জন্য পৌল দ্বিতীয় অধ্যায়ে একজন পরিচারক নিযুক্ত করেছিলেন।

একই পুস্তকে পৌল কলসীয়দের প্রতি আহ্বান জানান, যেহেতু তিনি খ্রীষ্ট যীশুকে গ্রহণ করেছেন।

প্রভু তাকে এমনভাবে পরিচালনা করছিলেন, তার মধ্যে তাকে প্রোথিত ও নির্মিত করছিলেন এবং বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন, যেমনটি তিনি ছিলেন।

থ্যাঙ্কসগিভিং-এর সময় দৌড়ঝাঁপ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছি, তাই এই হাঁটা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন।

খ্রীষ্টে চলার বিশ্বাসে, যেমন আমরা তাঁর সঙ্গে চলেছি, আর এই কারণেই ঈশ্বরের লোকদের হওয়া প্রয়োজন।

এবং এই কারণেই মেষপালকরা হলেন তারা, যাদের উপর নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

বিশেষ করে ঈশ্বরের লোকদের এই দায়িত্ব রয়েছে যে, তাঁর লোকেরা যেন উন্নত মানের খাদ্য পায়।

তাঁর বাক্য থেকে শিক্ষা দেওয়াটা এই প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে, যেহেতু আমরা সবাই এক অর্থে একে অপরের মেষপালক।

এটি অন্যদের কথা বিবেচনা করার এবং তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কথা বলার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

যে আমরা মিলিত হই এবং এটি এই প্রয়োজনও দেখায় যে, আমাদের যদি সুযোগ থাকে তবে ঈশ্বরের বাক্য সত্যিই ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা।

কোথাও ভালোভাবে ধর্মোপদেশ দেওয়া হচ্ছে বা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এবং আমাদেরও সেখানে উপস্থিত থেকে সেই ধরনের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ আছে।

সঙ্গ এবং শিক্ষার অধীনে বসা, যেখানে প্রভু সত্যিই উপস্থিত থাকেন, তাঁর আত্মা কাজ করে এবং তিনি তাঁর লোকদের পুষ্ট করেন—সেখানে আমাদের একটি দায়িত্ব আছে...

আমাদের দায়িত্ব হলো সেখানে উপস্থিত থাকা, আহার লাভ করা, ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করা এবং অন্বেষণ করা।

আমাদের জীবনে অন্যদের কাছে সেই বাণী প্রচার করতে হবে, কারণ যিশু তাঁর শিষ্যদের এক অধ্যায়ে বলেছিলেন।

১০. তোমরা কি বিনামূল্যে পেয়েছ, সত্যিই দিয়েছ... আমি হয়তো কথাটা নিখুঁতভাবে উদ্ধৃত করতে পারিনি, কিন্তু মূল কথা হলো, ঈশ্বরের সত্য আমাদের কাছে বিনামূল্যে পরিবেশিত হয়, তাই আমাদেরও উচিত।

তো, অধ্যায় ১৬-এর কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করি আজ রাতের মধ্যেই অধ্যায়টা শেষ করতে পারব।

এবং ভাই, আমাদের কাছে এইমাত্র কয়েকটি কথা ছিল... ভাই অ্যারন, খুব সংক্ষেপে বলছি, আমরা ম্যাথিউ-এর সাথে আছি।

অধ্যায় ১৬, যারা দেরিতে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন তাদের জন্য। আমাদের সাথে অন্য দেশ থেকেও কয়েকজন আছেন, তাই আমি শুধু...

নিশ্চিত হতে চাই, ঠিক আছে? ধন্যবাদ ভাই। ওহ্ ধন্যবাদ জিম। উম, ফরীশীরাও সদূকীদের সাথে এসেছিল।

এবং প্রলুব্ধকরভাবে তিনি কামনা করলেন যে, তিনি যেন তাদেরকে স্বর্গ থেকে একটি চিহ্ন দেখান, যা অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

ফরীশী ও সদ্দূকীরা, যারা একে অপরের ঘোর বিরোধী এবং মতবাদের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল, তারা যিশুর বিরোধিতা করার জন্য একজোট হয়েছিল। অধ্যায় ২৩-এ আমরা ফরীশী ও সদ্দূকীদের মধ্যকার পাই।

ফরীশীদের আরও মৌলিক ধরনের বিশ্বাস ছিল যা পুরাতন বাস্তবতার প্রতি সত্য ছিল।

পক্ষান্তরে সদূকীরা ছিল উদারপন্থী যারা অস্বীকার করত, উম, তারা মূলত ছিল

আজকের উদারপন্থী ভণ্ড খ্রিস্টানরা, যারা বিচার ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে, যারা খ্রিস্টকে অলৌকিক ঘটনা ও রূপক হিসেবে উপস্থাপন করে, যারা খ্রিস্টধর্মের অতিপ্রাকৃত দিককে অস্বীকার ক প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে, এই ধরনের বিষয়গুলোকে অস্বীকার করে। সুতরাং x23-এ

শুধু আবার নিজেকে ঘুরিয়ে নাও উম

আচ্ছা, তাহলে x23 6 পল সান হাদ্রোনের ইহুদিদের সামনে বিচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন, যে পরিষদ শাসন করত

ইস্রায়েলের দেশ এবং তাই ষষ্ঠ পদে কিন্তু যখন পৌল উপলব্ধি করলেন যে এক অংশ ছিল সদূকী এবং

অন্যান্য ফরীশীরা জড়ো হয়ে পরিষদে চিৎকার করে বলল, "হে পুরুষগণ ও ভ্রাতৃগণ, আমি একজন ফরীশী।"

একজন ফরীশীর পুত্র, মৃতদের পুনরুত্থান ও আশার বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করা হয় এবং যখন সে

এমন কথা বলার পর ফরীশী ও সদ্দূকীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল এবং জনতা ছিল

বিভক্ত ছিল, তাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে তাদের মধ্যে এই বিরোধিতা ছিল এবং এটি খুব একটা ছিল না।

সুসমাচারগুলোতে আমরা যা পড়ছি তার তুলনামূলকভাবে অনেক পরে, সদুকীরা বলে যে সেখানে

স্বর্গদূত বা আত্মা, কারোরই পুনরুত্থান নেই, কিন্তু ফরীশীরা উভয়কেই স্বীকার করে। উম, তাহলে ব্যাপারটা হলো এই।

মূলত, মথি ১৬ অধ্যায়ে আমরা যা পাই, এক বছরে এটা মূলত এরকম যে, যারা সঠিক

তাদের মতবাদে কিন্তু যাদের মন্দ হৃদয় আছে, যাদের হয়তো... হয়তো তারা ঠিকই বলছে

তাদের সামগ্রিক মৌলিক মতবাদগত বিবৃতি আছে, কিন্তু তাদের আরও কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাসও রয়েছে এবং তারা যে বাক্যে বিশ্বাস করে তার অনুগত নয়। এটা অনেকটা সেই মৌলবাদী, অধার্মিক খ্রিস্টানদের সাথে জোট বাঁধে যারা সরাসরি বাইবেলের সত্যকে অস্বীকার করে। এটা মূলত এমন, যখন ওই ধরনের গির্জাগুলো...

একত্রিত হয়ে এমন একটি মণ্ডলীকে নির্যাতন করছে যা পবিত্রতার প্রচার করে এবং সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করে।

এখানে আমাদের কাছে সেটাই আছে, সুতরাং দ্বিতীয় পদে তিনি তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, যখন সন্ধ্যা হবে

সে বলে আবহাওয়া ভালো থাকবে কারণ আকাশ লাল এবং সকালে আজ শরতের আবহাওয়া হবে কারণ আকাশ লাল এবং ওহ্ ভণ্ডরা, সে আকাশের চেহারা চিনতে পারে।

কিন্তু তোমরা কি সময়ের লক্ষণগুলো বুঝতে পারছ না? উম... মূলত যিশু তাদের এটাই বলছিলেন যে...

তারা আবহাওয়ার ধরণ দেখে আসন্ন আবহাওয়া সম্পর্কে ধারণা করতে পারে।

আকাশে তারা প্রাকৃতিক ঘটনা এবং সেগুলোতে কী ঘটতে চলেছে তা অনুধাবন করতে পারে।

এবং তারা জাগতিক বিষয়ের জন্য কীভাবে প্রস্তুত হতে হয় তা জানে, কিন্তু তারা মসিহের জন্য প্রস্তুত নয়।

যখন শাস্ত্র অনুসারে তাদের জানা উচিত ছিল, যেমনটা আমরা শুরুতে আলোচনা করেছিলাম যে, উম... ভূমিকা

এই বই অনুসারে কীভাবে মসিহ বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করবেন, তিনি যদি...

দ্বিতীয় মন্দিরে এসে তিনি দাউদের আসনের অধিকারী হবেন এবং তাঁকে ডাকা হবে।

একজন নাসরতীয় যিনি থাকবেন এবং এমনকি দানিয়েলের ৭০ সপ্তাহের দ্বারা মসিহের আগমনের সময়ও।

তাদের জানা উচিত ছিল যে এটা মসিহের সময় ছিল, তাদের উপলব্ধি করতে পারা উচিত ছিল।

পুরাতন নিয়মের সতর্কবাণী ও ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁর অলৌকিক কাজের দ্বারা।

তাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই এটা করা হয়েছে যে, তিনিই হলেন ধর্মগ্রন্থে প্রতিশ্রুত মসিহ এবং তারা

এবং এবং তারা আরেকটি চিহ্ন চাইছিল যা খুবই অযৌক্তিক ছিল, যখন তাদের কাছে ইতিমধ্যেই চিহ্ন ছিল।

তারা নিদর্শন দেখেছিল এবং তারা তা আগেই দেখেছিল, আর তাদের কাছে ধর্মগ্রন্থও ছিল, যা যথেষ্ট হওয়ার কথা ছিল।

কোনো চিহ্ন ছাড়া... তাই তিনি চতুর্থ পদে বলেন, জাগ্রত ব্যভিচারী প্রজন্ম একটি চিহ্নের অন্বেষণ করে।

এবং একে নবীর চিহ্ন ব্যতীত আর কোনো চিহ্ন দেওয়া হবে না এবং এই এবং

সেটার কথা ১২ নম্বর অধ্যায়ে বলা হয়েছিল এবং সে তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল... উম... এটা স্পষ্টতই একটা

তার পুনরুত্থানের প্রসঙ্গে বলি, ওটা ছিল তার করা একমাত্র অলৌকিক কাজ।

তার পরিচয় নিশ্চিত করা তখনও প্রয়োজন ছিল... উম... যারা... তাদের সাথে বিতর্ক করার ব্যাপারে এখানে একটা শিক্ষা আছে।

যারা বাইবেলের সত্যতার বিরোধিতা করে, যারা প্রকাশ্যে যিশুর মসিহ হওয়ার বিরোধিতা করে।

পুনরুত্থানের দিকে যাও, কারণ সেটাই তাঁর দেবত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ।

এটাই চূড়ান্ত চিহ্ন যে, তিনিই সেই মসিহ, যার প্রতিশ্রুত কথা পুরাতন নিয়মে বলা হয়েছে।

এবং সে যে ঈশ্বরের পুত্র, যেমনটা সে দাবি করেছে, উম... এরকম অনেক সুস্পষ্ট সত্য রয়েছে।

এখনও তারা নিশ্চিত করে যে সংশয়বাদীদেরকে খুব জোরালো ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে যে তিনি একজন মসিহ, তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বা পুত্র। যদি আপনি শুধু এই বিষয়টির দিকে তাকান যে...

তাঁর শিষ্যরা, যাঁরা সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ নতুন নিয়ম লিখেছিলেন, তাঁরা দাবি করেছিলেন যে তাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন।

জীবিত এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত; যদি তা সত্য না হতো, তাহলে তারা মিথ্যাবাদী হতো এবং পুরো বাইবেলটাই মিথ্যা হয়ে যেত, বিশেষ করে নতুন নিয়মের পত্রাবলী। খ্রিষ্ট

তারা কি উপলব্ধি করেছিল যে খ্রিস্ট জেরুজালেমে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, ঠিক সেই শহরেই যেখানে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল?

তাকে ক্রুশবিদ্ধ করার কিছুক্ষণ পরেই যদি তারা... যদি তারা কোনো গুজব রটাতো তাহলে...

এটা যুক্তিসঙ্গত যে তারা হয় দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করবে অথবা অন্য শহরে চলে যাবে

রোমে যেত, তারা ইফাসিসে যেত, তারা সেই সমস্ত শহরে যেত যা আপনি জানেন যে

প্রেরিত পৌল অবশেষে গিয়েছিলেন, কিন্তু তারা জেরুজালেমেই প্রচার শুরু করেছিলেন যে খ্রীষ্টই ছিলেন

যেখানে তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল ঠিক সেখানেই তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন এবং এটি একটি অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য যে

খ্রিস্টধর্মের শুরু হয়েছিল ইসরায়েলের জেরুজালেমে, মানে আশির দশকের গোড়ার দিকে বা ত্রিশের দশকে। এটা একটা ব্যাপার।

সেটা এমন একটা বিষয় যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না এবং এবং এবং তাই, স্পষ্টতই এগুলো মাত্র কয়েকটি বিষয়।

আমরা অবশ্যই আরও অনেক বিস্তারিত হতে পারতাম, কিন্তু সেই সত্য এবং তার অন্তর্নিহিত অর্থ যদি যিশু পুনরুত্থিত হয়ে থাকেন, যদি তিনি প্রভু হন, তাহলে তাঁর আত্মত্যাগমূলক মৃত্যু...

ক্রুশে তাঁর মৃত্যুর অর্থ অবশ্যই শাস্ত্রের মতো প্রায়শ্চিত্তকারী ব্যক্তি হওয়া হতে হবে।

তা শেখানো হবে এবং তা প্রমাণ করবে যে মানুষ দোষী এবং তার একজন প্রায়শ্চিত্তকারী ব্যক্তির প্রয়োজন।

প্রমাণ যে তিনি ধর্মগ্রন্থের মসিহ এবং এটি প্রমাণ হবে যে তিনি...

তিনিই এখন প্রভু এবং মানুষের উপর শাসন ও রাজত্ব করার অধিকার তাঁর আছে।

এই মুহূর্তে এবং তাদের অনুতপ্ত হওয়া এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন।

সে ফিরে আসবে এবং চিন্তিত থাকবে, ঠিক যেমনটা সে বলেছিল, এবং এর সাথে সম্পর্কিত আরও অনেক সত্য।

এবং এবং এবং তাই রোমীয় ১০:৯ থেকে ১৩ অধ্যায়ের এই অংশটি প্রায়শই অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ করা হয়। উম, পৌল বিশ্বাসের বাণী সম্পর্কে বলেন, যা আমরা উপলব্ধি করি যে, যদি তুমি...

তোমার মুখ দিয়ে যীশুর বাক্য স্বীকার কর এবং বিশ্বাস করবে যে, যে আঘাত থেকে কসাই তাকে তুলেছিল।

মৃতরা পরিত্রাণ পাবে, এটা শুধু বলার জন্য নয়, আমি বিশ্বাস করি যিশু প্রভু কারণ তিনি

তিনি বললেন যে, যারা আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে ডাকে, তাদের প্রত্যেকেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে না, কিন্তু

সারা বিশ্বে আমার পিতা যিনি স্বর্গে আছেন, তাঁকে তোমার মুখ দিয়ে স্বীকার করো এবং

তোমার হৃদয়ে বিশ্বাস করো যে ক্যাডেথ তাকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন, এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে তুমি আত্মসমর্পণ করেছো।

তাঁকে তোমার হৃদয়ে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করো এবং তুমি তাঁর কর্তৃত্ব লাভ করেছো।

এবং তুমি তাকে গ্রহণ করেছো এবং তোমার সমগ্র সত্তা তার প্রতি উৎসর্গ করেছো, যেটা হলো...

প্রকৃত বিশ্বাস হলো... কারণ পৌল বলেন, মানুষ হৃদয় দিয়ে তা বিশ্বাস করে, ধার্মিকতার অধীনে।

এবং যখন পরিত্রাণের জন্য মুখে স্বীকারোক্তি করা হয়, উম যখন মুখে স্বীকারোক্তি করা হয়

পরিত্রাণের জন্য মূলত এটাই বলা হচ্ছে যে, শুধু নিজের উপর বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট নয়।

হৃদয়, কিন্তু তা তোমার জীবন দিয়ে প্রকাশ পেতে হবে, তাঁর বাক্য স্বীকার করার মাধ্যমে তা প্রকাশ পেতে হবে।

তাঁর বাক্যের পক্ষে দাঁড়ানোর মাধ্যমে এবং তাঁর বাক্য দ্বারা শাসিত হওয়ার মাধ্যমে, কারণ পৌল পাপ করেছিলেন।

সবচেয়ে আঁটসাঁট ১১৬ উম, সে বলেছিল যে কীভাবে কেউ কেউ কোনো ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না কিন্তু তাদের কাজে তারা তাঁকে অস্বীকার করে।

ঘৃণ্য ও অবাধ্য এবং প্রত্যেক সৎকাজের অনুকরণ করো, সুতরাং রোমীয়দের ১১ পদ।

১০ কারণ শাস্ত্র বলে, যে কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস করে, সে লজ্জিত হবে না, কেননা কোনো

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এবং একই শব্দের গ্রিক রূপটি সামগ্রিকভাবে আহ্বানকারী সকলের জন্য সমৃদ্ধ।

যে কেউ প্রভুর নামে ডাকবে, সে পরিত্রাণ পাবে। উম, তাহলে চলো একটু জল পান করি।

মাফ করবেন, আচ্ছা, তাহলে মথি ১৬ অধ্যায়ে ফিরে আসি।

পঞ্চম পদে, আচ্ছা, তাহলে চতুর্থ পদে বলা যাক, তিনি তাদের ছেড়ে চলে গেলেন এবং যখন তাঁর শিষ্যরা এলেন...

অপর পারে তারা রুটি নিতে ভুলে গিয়েছিল, তখন যীশু তাদের বললেন, "মনোযোগ দাও।"

এবং ফরীশীদের ও সদূকীদের খামির থেকে সাবধান থেকো, এবং তারা নিজেদের মধ্যে তর্ক করে।

এবং এর কারণ হলো আমরা কোনো রুটি গ্রহণ করিনি, যা যীশু উপলব্ধি করে তাদের বললেন।

হে অল্পবিশ্বাসীগণ, তোমরা কেন নিজেদের মধ্যে তর্ক কর, কারণ তোমরা কিনেছ, কারণ তোমরা

তোমাদের কাছে রুটি নেই, তোমরা এখনও বোঝো না, আর পাঁচটি নেকড়ে বা পাঁচ হাজারের কথাও মনে রেখো না।

এবং তুমি কয়টি ঝুড়ি তুলেছিলে, সাতটি নেকড়েও না, চার হাজারও না, এবং কয়টি ঝুড়ি

তুমি তুলে ধরেছ, এটা কেমন কথা যে তুমি বোঝো না যে আমি তোমার সাথে রুটি নিয়ে কথা বলছি না।

ফরীশীদের ও সদ্দূকীদের খামির সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত ছিল, তখন তারা বুঝল, তখন তারা বুঝল।

কীভাবে তিনি তাদেরকে রুটির খামির সম্পর্কে নয়, বরং ফরীশীদের শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন হতে আদেশ দিয়েছিলেন।

আর সদ্দুকীদের ব্যাপারে বলতে গেলে, শিষ্যদের মধ্যে এটা ছিল আরেকটি দুর্বলতা যে তারা...

খ্রিস্টের আগমনের পর তারা জাগতিক জগৎ এবং তাদের প্রাকৃতিক চাহিদা পূরণের দিকে এতটাই মনোনিবেশ করেছিল।

তিনি তাদের প্রাকৃতিক চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে নিজের ক্ষমতার এমন এক চমৎকার প্রদর্শন করলেন...

পাঁচ হাজার এবং চার হাজারকে যেভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে, আমরা অবশ্যই তা গ্রহণ করার মতো করে নিতে পারি।

জাগতিক বিষয় দিয়ে, যখন প্রকৃতপক্ষে প্রভু আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতে চাইছেন।

আমাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য এবং জাগতিক বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন হওয়া, যেমনটা যিশু বলেছিলেন

আগের কথা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা কী খাই, কী পান করি, এমনকি কী মাখি—আপনি জানেন, এমনকি...

অন্যান্য জিনিস যেগুলোর হয়তো কিছু মূল্য আছে এবং স্পষ্টতই সেই জিনিসগুলোর কিছু অর্থও রয়েছে।

কিন্তু আমরা প্রাকৃতিক বিষয় নিয়ে এতটাই মগ্ন হয়ে পড়ি যে, আমরা আসলটা শুনতে অবহেলা করি।

ঈশ্বর আমাদের যে শিক্ষাগুলো দিতে চান এবং এটা আমাদের একটা দুর্বলতা যখন আমরা...

যখন আমরা ওইরকম থাকি এবং এটাই ছিল শিষ্যদের সমস্যা, কিন্তু ১২ পদে তারা বুঝতে পেরেছিল।

যিশু তাদের কাছে আসল খামির ও রুটির বিষয়ে নয়, বরং ফরীশীদের মতবাদের বিষয়ে কথা বলছিলেন।

এবং সদ্দূকীদের মধ্যে, উম, আমি অ্যাডাম ক্লার্কের কাছ থেকে এই ঘরটা পুরোপুরি বুঝতে পারিনি, আমি বুঝতে পারিনি

এটা নিখুঁতভাবে লেখা আছে কিন্তু তিনি আলোচনা করেছেন কীভাবে ভ্রান্ত মতবাদ আত্মাকে তার নিজের প্রকৃতির সাথে একীভূত করে ফেলে।

ঠিক যেমনটা পৌল প্রথম করিন্থীয় ৫ অধ্যায়ে বলেছিলেন, সামান্য খামির কি পুরো তালটাকে ফুলিয়ে তোলে?

আপনি এমন এক ভ্রান্ত মতবাদ ও শিক্ষা পান যা সামান্য অধার্মিকতাকে প্রশ্রয় দেয়।

একটুখানি দুষ্টুমি করলেই আপনি ভাবতে শুরু করেন যে, তা আপনাকে সহজেই কলুষিত করতে পারে।

সব মিলিয়ে, উম, এবং সেই কারণেই পৌল তীমথিয়কে নিজের এবং অন্যদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছিলেন।

এই সুসমাচার পালন করার জন্য প্রথমে মতবাদ জানা, নিজেকে রক্ষা করা এবং তারপর মতবাদ শোনা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।

এবং ক্লার্ক এও বলেছিলেন যে, উম, খারাপ মতবাদ কীভাবে মানুষের আচরণ ও মেজাজকে প্রভাবিত করে।

তারা যতটা জানে তার চেয়েও বেশি এবং এটা খুবই সত্যি। উম, আমি এমন একজনকে চিনি যিনি বলেন যে আপনি পারবেন না।

নিজের মতবাদের ঊর্ধ্বে বাঁচুন, তাহলে আমি হয় তার সাথে একমত হব অথবা অন্তত বুঝব যে এটা অত্যন্ত কঠিন।

এবং উম এবং এবং সেটা যায় এবং এবং আমি দ্বিতীয় তীমথিয় অধ্যায় দুই থেকে পাঠ করব, উম একটি শাস্ত্রপদ যা আমি

আমার মনে হয় আমরা এটা আগেও দেখেছি, কিন্তু এখানে আবার দেখাটা অবশ্যই মূল্যবান। উম, দ্বিতীয় তীমথিয়, ২ পদ।

আমি এই বিষয়গুলির ১৪ পদ থেকে শুরু করব: সেগুলিকে স্মরণ করিয়ে দাও এবং প্রভুর সামনে তাদের এই আদেশ দাও যে, তারা যেন এমন কথার বিষয়ে তর্ক না করে যা কোনো লাভ দেয় না, বরং
নিজেকে তাড়ানোর জন্য অধ্যয়ন করো; তাদেরকে কর্মের দেবতা হিসেবে অনুমোদন করো, এমন মানুষ যাকে লজ্জিত হতে হবে না।

সত্যের বাণীকে সঠিকভাবে ভাগ করো, কিন্তু অপবিত্র ও অসার দুর্গম স্থান পরিহার করো, কারণ সেগুলো বৃদ্ধি পাবে।

তারা আরও অধার্মিকতা বৃদ্ধি করবে, যা ফরীশী ও সদ্দূকীদের খামিরের মতো।

আরও অধার্মিকতা ঘটবে যদি আমরা তা গ্রহণ না করি এবং খারাপ বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন না হই।

মন্দ মতবাদ, মন্দ ধারণা যা বাইবেলের শিক্ষাকে দুর্বল করে দেয়, উম, ১৭ পদ এবং তাদের

জাগতিকভাবে থোথিক নোঙর, যার মধ্যে তিনি হলেন তিনি, থিউস এবং ফিলিটাস এবং এবং তাই এটি একটি উদাহরণ

একটি বিছানা একটি খারাপ মতবাদ যা বাইবেলের শিক্ষাকে দুর্বল করে দেয় পদ ১৮ উম যিনি সত্য বিষয়ে

যে আমরা বলছি যে পুনরুত্থান ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে এবং কয়েকজনের বিশ্বাসকে উল্টে দেওয়া...

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে তারা শেখাচ্ছে যে পুনরুত্থানের সময় ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গেছে।

একটি সাধারণ বিচার নিয়ে আপনাকে চিন্তিত হতে হবে না এবং আপনি জানেন যে তারা যাই করুক না কেন।

তারা যা যা বলছিল, তা এইটা প্রমাণ করার জন্যই করছিল যে, এটা মানুষকে উদাসীন করে তুলছে...

পাপ এবং এটা মানুষকে তৈরি করছিল, মানে অন্তত ধীরে ধীরে, এটা মানুষকে তৈরি করছিল...

অধার্মিক এবং এবং এবং আপনি ১৯ পদ থেকে দেখতে পাবেন কিভাবে তাদের বিশ্বাস উৎখাত হয়েছিল।

তথাপি এই ঢাল থাকায় ঈশ্বরের ভিত্তি সুদৃঢ় থাকে; প্রভু তাদের সঙ্গে জানেন যে

তাঁরই এবং যারা খ্রীষ্টের নাম নেয়, তারা যেন অধর্ম, কৃপণতা ও পাপ থেকে দূরে থাকে। আর আমরা জানি যে, এটা এমন কিছু নয় যা

তুমি পাপ থেকে সরে আসতে এবং নিজেকে পাপ থেকে দূরে রাখতে পারবে না, যদি না তুমি হও... যদি না তুমি হও

সংযত, সতর্ক এবং অধ্যবসায়ী হওয়া, কারণ তা না হলে এটি তোমাকে গ্রাস করে ফেলবে, পিটার বলেছিল।

প্রথম পিতরের পাঁচ পদে আছে, তোমরা সংযত ও সতর্ক থাকো, কারণ তোমাদের বিপক্ষ শয়তান গর্জন করছে।

সিংহ শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, উম, আছে, উম এবং আরও অনেক অনেক কিছু।

ধর্মগ্রন্থে এমন উদাহরণ রয়েছে যে কীভাবে সামান্য খামির পুরো তালকে ফুলিয়ে তুলতে পারে, সুতরাং মূল কথা হলো...

এটা ছন্দে ছন্দে বলা যায় না এবং আপনি কাউকে এমন কোনো মতবাদ শেখাতে দেখেন যা হয়তো আপনারও পছন্দের।

আদতে এটা ততটা খারাপ মনে হচ্ছে না, কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এটি কোন দিকে যেতে পারে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আপনি

জানি যদি এটা গৃহীত হয় তাহলে অন্য জিনিসগুলো একটা খারাপ বীজের মতো কাজ করতে পারে, এটা সত্যিই হতে পারে।

বেড়ে ওঠো, তাই কাউকে এটা বলা ছন্দের মতো নয় যে, "উম, আরে, আপনি তো এটা শেখাচ্ছেন, কিন্তু বাইবেল বলে..."

এই বিষয়ে আপনাকে যা দেখতে হবে অথবা কোনো সংশোধনীর কথা বলতে চাই।

দুর্বলতা এবং মানুষের খারাপ ধারণা ও ভ্রান্ত মতবাদগুলো দেখতে পাওয়া।

আপনার ফেলোশিপ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে তারা সত্যিই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে শিক্ষা দেয়, যাতে

ঐসব মতবাদকে খণ্ডন করা যেতে পারে এবং জনগণ সেগুলোর আসল রূপ দেখতে পারে।

সেগুলো আরও অনেক অনেক খারাপ কিছুতে পরিণত হওয়ার আগে, উম... তাই ১৩ নং পদে যখন যিশু এলেন...

সিজারিয়ার উপকূলে ফিলিপ্পি তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, "লোকেরা কাকে বলে যে আমি, মনুষ্যপুত্র?"

এবং তারা বলত, কেউ কেউ যোহন বাপ্তাইজক, কেউ এলিয়াস বা এলিয় এবং অন্যরা যিরমিয় হলেন অন্যতম নবী।

তিনি তাদের বললেন, "কিন্তু তোমরা আমাকে কে বলো?" আমরা ১৪ পদে দেখতে পাই যে, সেখানে একটি খারাপ পরিস্থিতি ছিল।

ইসরায়েল দেশে যে মতবাদ প্রচলিত ছিল, তা ঈশ্বরের বাক্যের সাথে যুক্ত করা হচ্ছিল।

এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, মানুষের মধ্যে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করাটা সাধারণ ব্যাপার ছিল এবং এই কারণেই

অনেকে বলছিল যে যিশুই ছিলেন এলিয় বা যিরমিয়। এলিয়কে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

যিরমিয় এবং অন্যান্য নবীরা যা বলেছিলেন তার শত শত বছর আগেই তারা স্বর্গে গমন করেন।

অনেক দিন ধরেই কিছু লোক বলছিল যে, যিশু তাদেরই একজন ছিলেন এবং আমি পারি, আমি পারি

বুঝতে পারছি না তারা ওটা কোথা থেকে পেয়েছে, ওটা মেলেচাইয়ের চতুর্থ অধ্যায় থেকে নেওয়া হয়েছে।

যখন ঈশ্বর বলেছিলেন, "দেখো, আমি তোমাদের পাঠাচ্ছি," সেই মহান ও উল্লেখযোগ্য দিনের পূর্বে নবী এলিয়াহ।

প্রভুর বিষয়ে তারা সেটা আক্ষরিকভাবে নিয়েছিল, যদিও ঈশ্বর তা বোঝাননি।

কারণ আমরা তা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখতে যাচ্ছিলাম এবং আমরা তা ১১ নম্বর অধ্যায়েই দেখেছিলাম।

যিশু সরাসরি বলেছিলেন যে বাপ্তিস্মদাতা ছিলেন এলিয়, এবং তিনি আক্ষরিক অর্থে এলিয় ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন...

আমরা লূকের প্রথম অধ্যায় থেকে দেখতে পাই, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কাছে সেই পদটি নেই এবং আমি সেদিকে যাবও না।

কিন্তু উম, আপনি যদি লূক ১-এর অধ্যায়টি পড়েন, তাহলে দেখতে পাবেন যে

স্বর্গদূত গাব্রিয়েল বলেছিলেন যে, যোহন বাপ্তাইজক এলিয়র আত্মা ও শক্তিতে আসবেন।

সুতরাং তিনি এলিয়া ছিলেন না, কিন্তু তাঁর এলিয়ার মতো একটি পরিচর্যা ছিল।

অভিষেক এবং এলিয়র মতো একটি বার্তা, কিন্তু এমন অনেকেই ছিল যারা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি উদাসীন ছিল।

যদি তারা অধ্যবসায়ী হতো, তাহলে তারা বলত, তোমরা তো বাইবেল জানো, বাইবেলে আর কোনো শ্লোক নেই।

যে শিক্ষা দেয় যে পুনর্জন্ম বা আত্মার স্থানান্তর এরই আরেকটি নাম, তাই আমাদের সতর্ক থাকা উচিত।

এই একটি অনুচ্ছেদ নিয়ে এমন সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন এবং এভাবেই অনেকগুলো খারাপ কাজ হয়।

এই লোকেরা বাইবেলের এমন একটি অনুচ্ছেদ তুলে ধরে যা হয় এর মূল প্রসঙ্গের বাইরে, অথবা অন্ততপক্ষে যার সত্যতা যাচাই করা কঠিন এবং বাইবেলে এমন কোনো অনুচ্ছেদ নেই যা এটিকে সমর্থন ক
গ্রহণ করে। তারা নির্বোধের মতো এমন একটি বিষয় নির্ধারণ করে ফেলে যা সঠিক নয়।

শুধুমাত্র একটি অনুচ্ছেদ থেকে নির্ধারিত এবং এর ফলে ওইরকম বছরগুলো কেটে যেতে পারে, উম কিন্তু সেটা মূল বিষয় ছিল না।

যীশু শিষ্যদের যে প্রশ্নটি করেছিলেন, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল তিনি যা শুনেছিলেন তা পুনরায় শোনা।

পিতরের ১৬ পদে বলা হয়েছে, পিতর উত্তর দিয়ে বললেন, তুমিই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র।

ঈশ্বর ও যিশু তাকে উত্তর দিয়ে বললেন, "ধন্য তুমি শিমোন বারযোনা, কারণ তুমি রক্ত-মাংসের তৈরি, যদি না..."

তিনি তোমার কাছে তা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু আমার পিতা যিনি স্বর্গে আছেন... উম, আমরা এখানে জানতে পারি যে ঈশ্বর হলেন যিশুর পুত্র।

জন চ্যাপারের মতে, ঈশ্বর হলেন এক আত্মা; ঈশ্বর হাত-পাওয়ালা কোনো মানুষ নন... উম... আমার মনে হয়

সেই প্রশ্নটি শাশ্বত সংঘাত বিষয়ক অধ্যয়নে উঠেছিল এবং এটি আরেকটি শ্লোক যা ব্যবহার করা যেতে পারে।

এবং এবং এবং আমি বিশ্বাস করি যে মরমনরা সেরকম কিছু বিশ্বাস করে কিন্তু এটি একটি অনুচ্ছেদ

তা প্রমাণ করবে যে ঈশ্বর স্বর্গে তাঁর যে রূপে আছেন, তিনি আত্মা, রক্ত-মাংসের মানুষ নন। আর তাই ১৮ পদে আমি তোমাকেও বলছি যে, তুমিই পিতর।

এবং এই শিলার উপরে আমি আমার মণ্ডলী নির্মাণ করব এবং পাতালের দ্বারসমূহ তার বিরুদ্ধে জয়ী হবে না।

এবং আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবি এবং পৃথিবীতে যা কিছু পাবে, তার সবই দেব।

স্বর্গে বাঁধা পড়বে এবং পৃথিবীতে তুমি যা কিছু মুক্ত করবে, তা স্বর্গেও মুক্ত হবে।

সুতরাং এটি একটি অত্যন্ত বিতর্কিত অনুচ্ছেদ।

এখানে আলোচনা করার মতো অনেক বিষয় আছে, কিন্তু চলুন এটা দেখানোর জন্য শুরু করা যাক যে, রোমান ক্যাথলিক চার্চ বিশ্বাস করে, শিলাটি পিটার নন।

যে ইনিই ছিলেন জেসাস ম্যাসন পিটার, প্রথম পোপ এবং পিটারই হলেন সেই ভিত্তি যার উপর...

উম, মণ্ডলী হলেন যিশু, এই মণ্ডলী নির্মিত হয়েছে এবং তা প্রমাণ করা যায়। আমি জানি না তারা কীভাবে করবে।

এই অনুচ্ছেদটি থেকেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, কারণ এটা স্পষ্ট যে পিটার বলতে পাথর বোঝানো হয়েছে, শিলা নয়।

এবং রকের জন্য একটি ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়। আমার মনে হয়, আমি এই বিষয়ে বিস্তারিত বলব না কারণ আমি আগে থেকে এটি নিয়ে গবেষণা করিনি, কিন্তু পিটার এবং রকের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই
আপনি যদি ফিরে যান...

আচ্ছা, আপনি যদি ইফিষীয় ২ অধ্যায়ে যান, চলুন সেখান থেকেই শুরু করি।

রোমান ক্যাথলিক চার্চ যদি বাইবেলকে বাইবেলেরই ব্যাখ্যা করতে দিত, তাহলে তারা...

তারা পোপের পুরো পদটি এবং পিটার প্রথম পোপ হওয়াটা এমন কিছু মনে করত না যা

তারা আপ্যায়ন করতে পারছিল না, তাই ইফিষীয় ২ অধ্যায় ১৯ পদে পৌল ইফিষীয় খ্রীষ্টানদের বলছেন কিভাবে

তাদের বেশিরভাগই অ-ইহুদি এবং কীভাবে তাদেরকে ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে।

এবং প্রকৃত ইস্রায়েল, ঈশ্বরের প্রকৃত প্রজাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তারা ঈশ্বরের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে।

খ্রীষ্টে এবং খ্রীষ্টের মাধ্যমে ইহুদি ও অ-ইহুদিদের মধ্যে বিভাজন কীভাবে নেওয়া হয়।

সুতরাং ১৯ পদে তিনি বলছেন, "অতএব তোমরা আর পরদেশী বা বিদেশী নও, বরং সহনাগরিক।"

সাধুগণের সঙ্গে এবং ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য হিসেবে, এবং প্রেরিত ও ভাববাদীদের ভিত্তির উপর নির্মিত; স্বয়ং যিশু খ্রিষ্টই হলেন প্রধান কোণার পাথর, সুতরাং স্বয়ং যিশুকেই হতে হবে...

স্পষ্টতই প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর হলো সেই শিলা যার উপর বাকি ইমারতটি নির্মিত হয়। সুতরাং, গির্জা যে শিলার উপর নির্মিত, তা অবশ্যই যিশু খ্রিস্ট হবেন, পিটার নন।

আপনি যদি এই বিষয়ে পিটারের নিজের কথাগুলো পড়েন, বিশেষ করে 'ফার্স্ট পিটার'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে, তাহলেই সত্যটা দেখতে পাবেন।

খুবই স্পষ্টভাবে আবার প্রকাশ করা হলো, উম, তিনি ১ পিতর ২ এর ৩ নং পদে প্রভুর বিষয়ে কথা বলছেন এবং তারপর

৪র্থ পদে তিনি বলেন, যাঁর কাছে এসো এবং হ্যাঁ, এক জীবন্ত পাথরের কাছে, যা মানুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলেও মনোনীত।

ঈশ্বরের এবং মূল্যবান তোমরাও জীবন্ত পাথরের মতো আত্মিক গৃহ ও পবিত্র যাজকত্ব দ্বারা নির্মিত।

আত্মিক বলিদানের উৎসর্গ যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য, সেইজন্য শাস্ত্রেও লেখা আছে, "দেখো, আমি তোমার ভিতরে এক প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি; তুমি মূল্যবান এবং যে বিশ্বাস করে...

তাঁর উপর লজ্জিত হওয়া যাবে না, তোমাদের কাছে যারা বিশ্বাস করো যে তিনি মূল্যবান।

যারা অবাধ্য, তাদের জন্য সেই পাথরটি, যা নির্মাতারা অগ্রাহ্য করেছিল, সেটিই প্রধান পাথর হিসেবে তৈরি করা হলো।

কোণাটা, তো এটা শুধু একটা ভাবনা যা এতটাই স্পষ্ট যে... আপনি জানেন রোমান

ক্যাথলিক চার্চ, যদি লোকেরা মনোযোগ সহকারে বাইবেল অধ্যয়ন করত এবং ঈশ্বরের বাক্যকে গুরুত্ব দিত।

ঈশ্বরের কৃপায় রোমান ক্যাথলিক চার্চ সিম ১৮-এ আর টিকে থাকতে পারছিল না, আমি আর যাবো না।

সেখানে কিন্তু সিম ১৮-এ বলা আছে কে একজন ত্রাণকর্তা ঈশ্বর, তাই এটা স্পষ্ট যে যিশুর আছে

শিলা হওয়া এবং সেই সাথে সিম ১৮-এর ঐ পদটিও আরও একটি প্রমাণ হবে যে যিশুই ঈশ্বর।

কারণ ঈশ্বরই একমাত্র শিলা এবং স্বয়ং যিশুই প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর, যিনিই হবেন সেই শিলা যার উপর তিনি থাকবেন।

যার উপর মণ্ডলী নির্মিত হয়েছে, আচ্ছা, তাহলে ১৯ পদে এর অর্থ কী: আমি তোমাকে চাবিগুলো দেবো

স্বর্গরাজ্য এবং তুমি যা কিছুতে সম্মান পাবে তা স্বর্গে আবদ্ধ থাকবে এবং যা কিছু

স্বর্গে তোমার সম্মান উন্মোচিত হবে, উম আমি বিশ্বাস করি যে এটাই উম

এটি পরিত্রাণ সম্পর্কিত মতবাদগুলো ঘোষণা করার একটি উল্লেখ, মানে ঈশ্বর কীভাবে করবেন তা ঘোষণা করার।

পাপীদের রক্ষা করা এবং কারা স্বর্গ থেকে বাদ পড়বে ও কী কারণে বাদ পড়বে তা ঘোষণা করা, এটাই হলো...

অ্যাডেমক্লয়েডের ভাবানুবাদ: উম, তো এটা সুসমাচার প্রচারের কর্তৃত্ব নিয়ে আলোচনা করছে এবং

মণ্ডলীকে সুশৃঙ্খল করতে, আমরা প্রথম করিন্থীয় পুস্তকে দেখি যে প্রেরিত পৌল আদেশ দিয়েছিলেন যে

যে লোকটি পাপে জীবনযাপন করছিল তাকে গির্জা থেকে বের করে দেওয়া হোক এবং তিনি মূলত বলেছিলেন যে...

গির্জার কাজ হলো ভেতরের লোকদের বিচার করা, কিন্তু যারা বাইরের তাদেরও বিচার করা।

ঈশ্বর এর বিচার করুন, উম, যখন একটি সত্যিকারের নতুন নিয়মের মণ্ডলী থাকে, তখন সেটা হওয়া উচিত, উম

এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ হওয়া উচিত, এমন কিছু যা প্রদত্ত, এমন কিছু যা উহ্য থাকে।

গির্জার ভেতরে থাকাটা তোরণের ভেতরে থাকার মতো এবং যারা... উম... যারা...

খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসীরা যারা তাঁর বাক্য পালন করে এবং তাঁর চুক্তিতে অংশীদার হয়...

তারা তাঁর প্রকৃত প্রজাদের মধ্যে অন্যতম এবং তাদের স্বর্গের আশা আছে, তাদের একটি আশা আছে

তাঁর আগত রাজ্যে অংশীদার হওয়া এবং যারা বঞ্চিত, এমনকি যদি তারা স্বীকার নাও করে

যাদের নেই, তারা নিজেরা তা স্বীকার না করলেও, তাদের সেই আশাটা থাকে না।

কিন্তু যখন গির্জায় এমন কেউ আসে যে ঈশ্বরের লোক হওয়ার চেষ্টা করে, অথচ সে আসলে তা নয়...

ঈশ্বরের লোকেদের মতো জীবনযাপন করা নয়, কিন্তু কে করছে?

কে প্রকাশ্যেই ঈশ্বরের অবাধ্য হচ্ছে এবং কে ঈশ্বরের বাণীর শিক্ষাকে সম্মান করছে না?

করিন্থের যে ব্যক্তি ঈশ্বরীয় পবিত্রতার মানদণ্ড বজায় রাখছে না, তাকে মণ্ডলী থেকে বহিষ্কার করা প্রয়োজন।

তাদেরকে এটা দেখানোর জন্য যে এভাবে জীবনযাপন করা অগ্রহণযোগ্য, উম, এর সাথে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকাটা অগ্রহণযোগ্য।

ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে এবং এইভাবে জীবনযাপন করতে এবং যারা... এবং যারা মিলিত হবে না...

ঈশ্বরের লোক হওয়ার শর্তগুলো ঈশ্বরের লোকদের আশা ধারণ করতে পারে না এবং তাই শেষ পর্যন্ত

মণ্ডলীর সাক্ষ্য রক্ষা করার জন্য এক করুণা এবং বিতাড়িত পাপীর প্রতিও এক করুণা।

এটা দেখানোর জন্য যে তোমার অনুতাপ করা প্রয়োজন, ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্ক ঠিক করা প্রয়োজন এবং সঠিক পথে ফিরে আসা প্রয়োজন।

সংকীর্ণ পথ এবং প্রভুর কাছে সত্যিকারের আত্মসমর্পণ করে শিষ্য হওয়া।

এটা অনেকটা এমন যে, একজন বাবা-মা তার সন্তানকে বলছেন যে, তুমি এই বাড়িতে থাকতে পারবে না এবং এর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে না, যদি না তুমি ইচ্ছুক হও।

পরিবারের নিয়মকানুন মেনে চলো এবং বাবা, বাবা-মা ও তাদের কর্তৃত্বকে সম্মান করো।

এবং এই বাড়ির একজন বাসিন্দা হিসেবে যেভাবে জীবনযাপন করার কথা, সেভাবেই জীবনযাপন করো; আর স্পষ্টতই এটি ঈশ্বরের ঘর। এই নিয়মটি পালন না করলে কেউ প্রভুকে দেখতে পাবে না। ইজেকি মনে হয় এটা ৪৩ অধ্যায়ে আছে, কিন্তু এর একটি অংশে বাড়ির আইন সম্পর্কে বলা হয়েছে, যা এর সীমানার ভেতরের সবকিছুর উপর প্রযোজ্য।

ঘর পবিত্র হবে, আমি কথাটা নিজের মতো করে বলছি, কিন্তু এটাই ঈশ্বরের ঘরের প্রতি ভালোবাসা।

তো, ১৯ পদে যিশু পিতরকে এবং সুসমাচারের এমন কিছু পরিচারককে দিচ্ছেন যারা...

প্রেরিত পিতর ও প্রেরিতগণ যে প্রেরিতীয় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, তা অনুসরণ করতে; তিনি সুসমাচারের পরিচারকদের কর্তৃত্ব দিচ্ছেন মণ্ডলীর মধ্যে মূলত পরিত্রাণের পথ কী, তা ঘোষণা করার এবং জন্য।

তারা যা দেখতে পায়, যা তাদের মানবিক জ্ঞানে তারা জানতে পারে এবং আরও অনেক কিছু।

পবিত্র আত্মা তাদের কাছে প্রকাশ করবেন যে, উম, এটাই হলো সঙ্গতি

ঈশ্বরের কাছে, তাঁর সুসমাচারের মাধ্যমে এবং এটি মানুষকে গির্জার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য নয়।

যেগুলো মূলত মানুষের তওবা এবং তার আন্তরিকতা বিচার করার জন্য।

এবং সেইসাথে বিচার করা যে কখন কেউ প্রকৃত অর্থে অনুতপ্ত নয় এবং প্রকৃত অর্থে পবিত্র নয়, কিন্তু স্পষ্টতই

এটাকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাণীর উপর ভিত্তি করে হতে হবে, ঠিক যেমন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি।

তিনি বলেন যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তার নেই, তার কেবল আইন প্রয়োগ করার ক্ষমতা আছে।

তিনি মূলত দেশের প্রধান নির্বাহী, অর্থাৎ প্রধান আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তার মতো।

যখন একজন রাষ্ট্রপতি আইন প্রয়োগের পরিবর্তে আইন তৈরিতে জড়িয়ে পড়েন, তখন তিনি নিজেই আইনহীন হয়ে পড়েন।

এবং সেটাই স্পষ্টতই আমেরিকার আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমেরিকা এবং সম্ভবত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনেক দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা ছিল এবং তাই...

এবং এই মুহূর্তে বিশ্বে কিন্তু উম এবং তাই যখন একটি গির্জার নেতা এই ক্ষমতার অপব্যবহার করে তৈরি করতে

তার নিজের আইন এবং রায়ে পক্ষপাতিত্ব করার কারণে তিনি আর ঈশ্বরের প্রকৃত সেবক নন।

সুসমাচার, কে অনুসরণ করার যোগ্য এবং কাকে অনুসরণ করা উচিত, উম সিলভার কিছু চলমান

অধ্যায় ১৬ উম তারপর তিনি শিষ্যদের বললেন যে, তারা যেন কোনো মানুষকে না বলে যে সে

তিনি কি যিশু খ্রিষ্ট ছিলেন? উম, এটা অনেকটাই সেরকম যা আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাব।

যে অধ্যায়ে, পিতার দেওয়া সম্মান পাওয়ার পর,

রূপান্তরের পরবর্তী অধ্যায়: সে শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা কোনো মানুষকে এই বিভাজনের কথা বলবে না।

মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, কারণ তাঁকে প্রকাশ্যে মহিমান্বিত করার এবং মসিহ হিসেবে ঘোষণা করার সময় এসে গিয়েছিল।

প্রকাশ্যে তখনও শান্ত ছিল না।

এখন স্পষ্টতই, যারা মনোযোগ দিচ্ছিল এবং যারা...

যারা তাঁর অলৌকিক কাজ ও শিক্ষাগুলো সঠিকভাবে পড়ছিল, তাদের এটা বোঝা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তা ঘোষণা করছিলেন না। তিনি প্রকাশ্যে এটা বলছিলেন না যে, 'আমিই মসিহ'। তিনি এই কাজটি তাঁর জন্য রেখে গিয়েছিলেন।

এবং স্বর্গে আরোহণ, যেমনটা আমরা পরবর্তী দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহাবিস্ফোরণের দিনে তাদের করতে দেখি।

এখন তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া এবং তাঁর আসন্ন যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, তাই আমরা সেদিকেই এগোচ্ছি।

২১ পদে প্রবেশ করতে, সেই সময় থেকে যিশু তাঁর শিষ্যদের দেখাতে শুরু করলেন যে কীভাবে

তাকে অবশ্যই জেরুজালেমে যেতে হবে, কারণ ধর্মগ্রন্থ অনুসারে তাকে যা করতে হবে তা হলো...

শাস্ত্র বলে যে, খ্রীষ্টকে অবশ্যই প্রাচীনবর্গ ও প্রধান যাজকদের দ্বারা বহু দুঃখভোগ করতে হয়েছিল এবং

শাস্ত্রবিদরা নিহত হবেন এবং তৃতীয় দিনে আবার পুনরুত্থিত হবেন। এখানে আমরা ঈশ্বরের লোকদের প্রধান উৎপীড়কদের তিনটি শ্রেণী দেখতে পাই। ইস্রায়েলের প্রাচীনরা ধনী ও শক্তিশালী হতেন।

সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুরুষেরা, উম, প্রধান যাজকেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাই ছিলেন।

সদূকীদের অংশ হলেও, ধর্মগ্রন্থের ব্যাপারে তারা মূলত উদারপন্থী ছিলেন। কিন্তু তাই আমরা মূলত ধনী ব্যক্তিদের দেখি এবং যারা...

আমরা ধনী ব্যক্তিদের দেখি, আমরা ধর্মীয় নেতাদের দেখি যারা নিজেদের ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে এবং যারা সত্যকে দেখে

সুসমাচার এবং খ্রীষ্ট ও তাঁর প্রজাদেরকে তাদের নিজেদের ক্ষমতা ও রাজ্যের প্রতি হুমকি হিসেবে এবং

লিপিকাররা হলেন সেইসব পণ্ডিত যাদের কোনো উদ্দেশ্য থাকে, যারা নিজেদের সর্বজ্ঞ মনে করেন এবং যথেষ্ট বিনয়ী নন।

সংশোধন করা হবে এবং যারা নিজেদের পছন্দের শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় এবং

ঈশ্বরের বাণীর বিপরীতে নির্দেশনা হলো, সেগুলোই সর্বদা প্রধান তিনটি বিষয় ছিল।

ঈশ্বরের লোকদের উপর অত্যাচারের বিভিন্ন ধরন আমরা বাইবেলের দশম অধ্যায়ে দেখতে পাই।

ফিলিপাইনের ব্যবসায়ীরা যারা প্রেরিত পলকে তার...

তার ধর্মোপদেশ তাদের ব্যবসার জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল, যা সম্পর্কিত ছিল

ফিলিপাইনের সেই মেয়েটি, যে একজন ভবিষ্যদ্বক্তা ছিল, তার গুরুর সাথে গুপ্তবিদ্যার ধরনের অনুশীলনের সম্পর্ক ছিল।

যারা অনেক যন্ত্রণার প্রভুদের বিরক্ত করেছিল এবং সেইসাথে এক্স১৯-এ ডায়ানার তেলের নির্মাতারাও, উম আমরা দেখি

আমরা প্রধান যাজক ও শাস্ত্রীদের দেখতে পাই, আমরা উভয়কেই দেখি—ইহুদিদের ধর্মীয় নেতা।

এবং প্রেরিতরা যে বিভিন্ন শহরে গিয়েছিলেন এবং উম, একটা উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করি, আমি এই মুহূর্তে সেটার কথা ভাবতে পারছি না।

আমার মাথায় আসছে কিন্তু উম, আমার এটা আগে থেকে লিখে রাখা উচিত ছিল কিন্তু কিন্তু নিঃসন্দেহে যে উম

কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে ধর্মীয় নেতারা ঈশ্বরের লোকদের উপর অত্যাচার করে, তাদের নিজস্ব লিপিকার রয়েছে যারা...

তাদের সবসময় লিপিকার থাকেন যারা তাদের সাহায্য করেন এবং আমরা এ বিষয়ে পরে আরও আলোচনা করব।

পরবর্তী অধ্যায়, ২২ নং পদে, যিশু বলার পর যে তিনি দুঃখভোগ করবেন ও নিহত হবেন

যিরূশালেমে তৃতীয় দিনে তিনি আবার পুনরুত্থিত হবেন। তখন পিতর তাঁকে ধরে তিরস্কার করতে লাগলেন, বললেন...

প্রভুর থেকে দূরে, এটা তোমার প্রতি হবে না; কিন্তু তিনি ঘুরে পিতরকে বললেন, "পিছন থেকে সরে যাও।"

আমার এই কথা বলা যে, তুমি আমার জন্য এক আপত্তির কারণ, কারণ তোমার আস্বাদন ঈশ্বরের বিষয় নয়, বরং সেইসব বিষয় যা...

পুরুষদের ক্ষেত্রে এখানে অনেক অনেক শিক্ষা রয়েছে।

আমি শুধু ১৯ নং পদের একটি উল্লেখ করব এবং গির্জা সম্পর্কে আমি যা বলছিলাম, সেটার কথাই বলব।

শৃঙ্খলা এবং স্বর্গরাজ্যের চাবি, যারা এ বিষয়ে আরও তথ্য জানতে চান...

লিভিদিকাস ১৩ অধ্যায়ের ৩ ও ২৩ পদ হলো ইস্রায়েলের যাজকদের বিষয়ে একটি শিক্ষা।

এবং তাদের কর্তব্য কী ছিল, আমার মনে হয় আমরা আপনাকে আরও অন্তর্দৃষ্টি দেব, সেটা হলো লিভিদিকাস ১৩ অধ্যায়ের ৩ ও ২৩ পদ।

আচ্ছা, ২২ এবং ২৩ নং পদে অনেক কিছু আছে এবং আমি আমার নোটগুলো গুছিয়ে নিচ্ছি... তো...

এখানে শিখলাম যে, কারো প্রতি মানবিক স্নেহ পোষণ করার মাধ্যমেও খ্রিষ্টের বিরোধিতা করা সম্ভব।

এবং কীভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা কষ্ট ডেকে আনতে পারে এবং যখন আমাদের প্রিয়জন থাকতে পারে

যাদের আমরা কষ্ট পেতে দেখতে চাই না এবং যদি আমরা তাদের প্রতি আমাদের মানবিক স্নেহকে সঠিক পথে চালিত না করি

ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে আমরা প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টের বিরোধিতা করতে পারি এবং তাঁর তিরস্কার লাভ করতে পারি এবং আমাদেরও করতে হবে

তাদের সম্পর্কে সচেতন থাকুন যাদের আমাদের প্রতি মানবিক স্নেহ থাকার কথা, তা যেভাবে প্রবাহিত হয় না

ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে এবং কীভাবে তা আমাদের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে এবং আমাদের বিপথে চালিত করতে পারে।

নিউরাল লীগের বাইরে, জিমি গত রাতে আমাকে তার এক বোনের কথা বলছিল যে হয়তো এই তালিকায়ও থাকতে পারে।

ফোন করেছিলাম কিন্তু তার নাম বলব না, যিনি সম্প্রতি একটি মিশনে গিয়েছিলেন। কীভাবে... তার পরিবার...

তারা চায়নি সে যাক, সে তার বাবা-মায়ের কর্তৃত্বের অধীনে ছিল না, তারা তাকে আটকাতে পারেনি।

কিন্তু তারা শুধু বিপদকে ভয় পেত এবং এই মিশনারি সফরটি তার জন্য এক বিরাট আশীর্বাদ ছিল।

এবং ভ্রমণে সে এক বিরাট আশীর্বাদ ছিল, কিন্তু তার পরিবারের বিরোধিতাটা আসলে একটা ভালো দিক।

সে তাদের উদ্বেগকে তার পথে বাধা হতে দেয়নি, কারণ তাতে এমনটা হতো।

সেটা একটা ক্ষতিকর ব্যাপার হতে পারত, আমরা এখানে ২৩ নং পদ থেকে শিখেছি যে...

এটা একটা সুস্পষ্ট সত্য, কিন্তু মানবতাবাদে প্রভাবিত মানুষদের এটা বোঝা দরকার যে, ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ম অন্যের সৃষ্টিকর্মকে ভক্ষণ করে না।

ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং মানুষ যা চায়—উম, কারাধ্যক্ষ একই জিনিস চাইছেন না।

ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং মানুষের ইচ্ছা প্রকৃতপক্ষে একে অপরের বিপরীত হতে পারে এবং প্রায়শই তা-ই হয়।

যখন যিশু পিটার সিডেনকে এখানে ডাকেন, অ্যাডাম ক্লার্ক বলেছিলেন যে প্রতিপক্ষ আরও ভালো হতো।

তার জন্য একটি শব্দ এবং আমি বিশ্বাস করি তিনি ঠিক বলছেন কারণ সিডেন নামের সারমর্ম হলো...

ধর্মগ্রন্থে শয়তানকে দেওয়া অনেকগুলো নামের মধ্যে এটি কেবল একটি এবং আপনি দেখতে পারেন

প্রকাশিত বাক্য ১২ কীভাবে বীজ বপন করা হলো সর্প, নাগ, শয়তান—এগুলো সবই ভিন্ন ভিন্ন।

একই সত্তার একাধিক নাম আছে, কিন্তু সিডেন নামটি এসেছে প্রতিপক্ষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর ধারণা থেকে।

এমনটা নয় যে যিশু এখানে শয়তানের সাথে পিটারকে খালাস করে দিচ্ছিলেন এবং

ব্যাপারটা এমন নয় যে যিশু পিতরকে বলছিলেন যে স্বয়ং শয়তান তার মাধ্যমে কথা বলছিল।

সে ছিল কিন্তু সে তাকে বলছিল যে তুমি আমার বিরোধিতা করছো, তুমি... এটা একটা শয়তানি মানসিকতা, যা দেখা যাচ্ছিল।

মানুষের তৈরি জিনিসগুলোর স্বাদ গ্রহণ করা, মানুষের জিনিসপত্রে আনন্দ পাওয়া, এমন এক পর্যায়ে যে...

ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধিতা করার পর্যায়ে, অথবা তার মানবিক স্নেহের বশে তাকে তার পিতার অবাধ্য হতে এবং ধর্মগ্রন্থের বিধান পালন না করতে প্ররোচিত করার পর্যায়ে—এটাই ছিল সেই ঘটনা।

এটা আসলেই একটা অধার্মিক মানসিকতা ছিল, যার জন্য পিটারকে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

সুতরাং ২৪ পদে যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "যদি কেউ আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে যেন নিজেকে অস্বীকার করে।"

এবং তাঁর ক্রুশ তুলে নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করো, কারণ যে কেউ তাঁর জীবন বাঁচাতে গিয়ে তা হারাবে এবং যে কেউ...

আমার জন্য সে তার জীবন হারাবে, সে তা খুঁজে পাবে, কারণ মানুষ লাভবান হয়, কর্মকর্তা সমগ্র বিশ্ব লাভ করে।

এবং নিজের আত্মা হারাবে অথবা মানুষ তার আত্মার বিনিময়ে কী দেবে, কারণ মনুষ্যপুত্র...

তিনি তাঁর পিতার মহিমায় তাঁর স্বর্গদূতদের সঙ্গে আসবেন এবং তখন তিনি প্রত্যেককে তাঁর বিধান অনুসারে পুরস্কৃত করবেন।

আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তাঁর কার্যসমূহের মধ্যে এখানে এমন কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে যারা তার আস্বাদ পাবে না।

সুতরাং তারা মনুষ্যপুত্রকে তাঁর রাজ্যে আসতে দেখবে... উম... এখানে অনেক কিছু আছে... উম... আচ্ছা, তাহলে এখানে একটা...

আমক্লার উদ্‌ধৃতি: এই বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিল পিতর এবং বাকি শিষ্যদেরকে প্রকৃতি দেখানো।

তার রাজ্য এবং যারা জাগতিক সম্মান প্রত্যাশা করত না

যারা খ্রিষ্টকে অনুসরণ করত, আমি এখনই বলতে পারি যে বহু বহু মানুষ যারা বিপথে যায়, তারা বিপথে যায় কারণ তারা

কিছু মতবাদ লাভ করেছে এবং এটি আমাদের পূর্বের আলোচনার সাথে সম্পর্কিত যা তাদের প্রতিশ্রুতি দেয়।

যাতে তারা সেই দুঃখভোগ এড়াতে পারে যা খ্রীষ্ট এবং প্রেরিতগণ সম্মুখীন হয়েছিলেন, যাতে তারা এড়াতে পারে

খ্রিস্ট ও প্রেরিতগণ জাগতিক যে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা নানা রূপে দেখা দিতে পারে।

এটা এই ধারণার মধ্যে ঘটতে পারে যে আধিপত্যবাদের ধারণা, অর্থাৎ গির্জার উচিত...

বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ এবং বিশ্বকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা—যা খ্রিস্টের ফিরে আসার আগেই ঘটতে পারে।

সেটা ঘটবে খ্রিষ্টের ফিরে আসার পরে, কিন্তু সেটা তখন নয় যখন পৃথিবীর রাজ্যগুলো...

আমাদের প্রভু খ্রীষ্টের রাজ্যসমূহ, কিন্তু এটা এখন গির্জার কাজ নয় এবং সামাজিক আশা একটি বৃথা আশা, যা সমৃদ্ধির সুসমাচার থেকে আসতে পারে, যা সমস্ত দুঃখকষ্ট সৃষ্টি করে।

ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী এবং স্বাস্থ্য ও সম্পদকে স্বাভাবিক খ্রিস্টধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে যা আসতে পারে।

নানা রকম জিনিসের মাধ্যমে এটা আসতে পারে, যেমন নিরাময়ের মাধ্যমে, সেইসব ভণ্ড নবীদের কাছ থেকে যারা বলে যে, আমেরিকা পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াবে এবং

আর বিচারের মুখোমুখি হতে হবে না, এটা অনেক অনেক ভিন্ন উপায়ে আসতে পারে কিন্তু উম... কী আর করা!

এই ধারণা যে, আপনি কোনো বিরোধিতা বা প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন না হয়েই খ্রিষ্টকে অনুসরণ করতে পারেন।

আর এই পৃথিবীতে কষ্ট হলো একটি মন্দ ধারণা এবং বহু মানুষ যারা বিপথে যায়

বিপথগামী, কারণ তারা নিজেদেরকে এটা বিশ্বাস করিয়েছে যে তারা খ্রিস্টকে অনুসরণ করে কষ্ট এড়াতে পারবে এবং এটা তাদের বিচারবুদ্ধিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়, এটা তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন

তাদেরকে আরও বড় প্রতারণার দিকে ঠেলে দেওয়া... উম... অনেক সময় লোকেরা কথা বলবে... উম... আপনার কি হওয়ার দরকার আছে?

বাধ্য থাকা অথবা নিজের এবং নিজের কাজের উপর আস্থা না রাখার প্রয়োজন আছে কি এবং তারা

এমনভাবে দেখানো হচ্ছে যেন ঐ দুটি বিষয় একে অপরের বিপরীত, কিন্তু আসল সত্য হলো দুটোই সত্যি। আমাদের প্রয়োজন

আমাদের নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করতে হবে এবং আমাদের নিজেদের আত্মনির্ভরশীলতাকেও অস্বীকার করতে হবে।

রোমানদের ১১ অধ্যায়ের ৩৫ এবং ৩৬ নং অনুচ্ছেদে দেখানো হয়েছে যে...

এটা দেখায় যে ঐ জিনিসগুলো একসাথে... এবং এটা হলো... এবং পল একরকম সারসংক্ষেপ করছেন...

সুসমাচার বার্তার মতবাদগত দিক, রোমীয় ১১:৩৩ থেকে ৩৬, ওহ্ প্রজ্ঞার মরণঘাতক এবং

ঈশ্বরের জ্ঞান, তাঁর বিচার ও পথ কতই না অগম্য, যা অনুধাবন করা যায় না, কারণ কে জেনেছে?

প্রভুর মন অথবা যিনি তাঁর পরামর্শদাতা ছিলেন অথবা যিনি তাঁকে প্রথম দিয়েছিলেন এবং তা হবে

তাঁকে পুনরায় প্রতিদান দেওয়া হয়েছে, কারণ সমস্ত কিছু তাঁর, তাঁর মাধ্যমে এবং তাঁরই জন্য; যাঁর মহিমা হোক।

চিরকাল আমেন, তাই আমাদের সবকিছু অস্বীকার করতে হবে, উম, আমাদের নিজেদের এজেন্ডা অনুযায়ী জীবনযাপন করা অস্বীকার করতে হবে।

সবকিছু তাঁর এবং তাঁর মাধ্যমেই হতে হবে, যা আমাদের আত্মনির্ভরশীলতা ও আমাদের উচ্চতাকে অস্বীকার করার শামিল।

আমাদের নিজেদের সম্পর্কে ভাবনা, আমাদের নিজেদের সাফল্যের অনুভূতি, আমাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস এবং আমাদের নিজেদের শক্তি।

এবং এবং এবং তার কাছে আমাদের নিজেদের আমাদের নিজেদের উম আমাদের নিজেদের লক্ষ্য, আমাদের নিজেদের অন্বেষণ, আমাদের নিজেদের উম আমাদের জন্য কর্মসূচি

জীবনে এই বিষয়গুলো হলো নিজেদেরকে অস্বীকার করার এবং নিজেদের ক্রুশ বহন করারই বিভিন্ন দিক।

আমাদের জীবন বাঁচাতে, মানে আমাদের আত্মাকে বাঁচাতে, শেষ পর্যন্ত অ্যাডাম ক্লার্ক ভেবেছিলেন যে সেটাই হতো একটি

আরও ভালো অনুবাদ, কিন্তু যদি আমরা আত্মাকে বাঁচানোকে একটি অনন্ত জীবন লাভের উপায় হিসেবে বুঝি...

সেখানে জীবনে এমনিতেও কোনো বিরোধ থাকত না, এবং তাই ২৮ নং পদে যেখানে যিশু বলেছেন যে থাকবে

এখানে এমন কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছেন, যাঁরা মনুষ্যপুত্রকে তাঁর রাজ্যে আসতে না দেখা পর্যন্ত মৃত্যুর স্বাদ পাবেন না।

২৭ পদটি স্পষ্টতই শেষ বিচারের কথা বলছে, কিন্তু ২৮ পদটি স্পষ্টতই সে বিষয়ে কিছু বলছে না।

অনুগ্রহ আগমন বিষয়ে আমরা রোমীয় ১৪:১৭ পদে পড়ি যে, ঈশ্বরের রাজ্য ভোজন ও পানীয় নয়।

পবিত্র আত্মার মধ্যে ধার্মিকতা, শান্তি ও আনন্দ, ঈশ্বরের রাজ্যের পূর্ণতা যখন তা

যখন পবিত্র আত্মা এলেন, তখন এই যুগের নতুন নিয়মটি আসে।

এবং মনুষ্যপুত্র তাঁর প্রজাদের হৃদয়ে সরাসরি বাস করতে এলেন, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে।

আমরা যেমন x5 থেকে জানি, ৩২ পদটি তাদের সকলকে দেওয়া হয়েছে যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে এবং তাই আমি বিশ্বাস করি ২৮ পদটি হলো যিশুর প্রতিশ্রুতি।

উম, তা থেকে যে মহিমা আসে, তা থেকে যে আশীর্বাদ আসে এবং যে বিস্ময়, বুঝলেন তো...

দেখা যাচ্ছে, আপনি উত্তেজনাটা দেখতে পেতেন, সেটা ভণ্ড পেন্টেকস্টাল উত্তেজনা নয়, বরং আসল উত্তেজনা।

কিন্তু পঞ্চাশত্তমীর দিনে যে প্রকৃত উত্তেজনা ঘটেছিল এবং যেভাবে পবিত্র আত্মা বর্ষিত হয়েছিল।

এবং তারা অন্য ভাষায় কথা বলছিল, অর্থহীন বকবকানি নয়, বরং প্রকৃত ভাষায়।

যিরূশালেমের বাসিন্দারা এবং পিতর তাদের কাছে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করলেন এবং অনেকে অনুতপ্ত হলেন এবং

এবং সেটি ছিল গির্জা প্রতিষ্ঠার দিন, যেদিন ৩০০০ লোক তাদের সাথে যুক্ত হয়েছিল।

আর তাই সেখানে ছিল এক সত্যিকারের আশীর্বাদ এবং সত্যিকারের উত্তেজনা, এবং সেটাই এক সত্যিকারের আশীর্বাদ ও উত্তেজনা।

সুসমাচারের দুঃখভোগের সাথে, আত্ম-অস্বীকার করে এবং আমাদের ক্রুশ বহন করে

যা আমরা উৎসাহের উৎস হিসেবে এবং এমন একটি বিষয় হিসেবে ধারণ করতে পারি, যা প্রভু খুঁজছেন।

আমাদের মাধ্যমে তিনি যে তত্ত্বটি বাস্তবায়ন করতে চান, তা হলো তিনি তার গির্জা এবং তার... নির্মাণ করতে চান।

রাজ্য হলো রাজ্যের সেই দিক যা এখন মানুষের হৃদয়ে তাঁর রাজত্ব ও শাসনকে বোঝায়।

আমাদের মাধ্যমে এবং এবং এবং সেটাই এবং সেটাই শেষ পর্যন্ত আশীর্বাদপূর্ণ পরিণতিতে পরিণত হবে।

তাঁর প্রত্যাবর্তনের আশা, যখন সেই রাজ্য প্রকাশিত হবে এবং সেই রাজ্য...

সেই রাজ্যটি মহিমান্বিত এবং খ্রীষ্টের অনুসারীরা...

তাঁর সাথে থাকুন, তাই আমি ইব্রীয় ১২ অধ্যায়ের ২৫ থেকে ২৯ পদ দিয়ে শেষ করব, দেখুন যেন আপনি তাঁর কথা বলতে অস্বীকার না করেন।

কারণ যারা পৃথিবীতে তাঁর সাথে কথা বলতে অস্বীকার করে, তারাই যদি রক্ষা না পায়, তবে আমরা আরও কত বেশি রক্ষা পাব যদি আমরা...

তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বর্গ থেকে তা বলুন, যার কণ্ঠস্বর পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল কিন্তু এখনও প্রতিশ্রুতিশীল।

তবুও আরও একবার আমি শুধু পৃথিবীকেই নয়, স্বর্গকেও কাঁপিয়ে দিই এবং এই শব্দটি আরও একবার বোঝায়...

যে জিনিসগুলো নড়বড়ে হয়ে গেছে সেগুলো সরিয়ে ফেলা, যে জিনিসগুলো তৈরি করা হয়েছে, সেটাই একটা উল্লেখ।

২৭ পদে অনুগ্রহ ফিরে আসছে এবং প্রত্যেককে তার কর্ম অনুসারে বিচার করছে, যে বিষয়গুলো

যা টলানো যায় না, তা স্থির থাকতে পারে, অতএব আমরা এমন এক রাজ্য লাভ করছি যা সরানো যায় না, আসুন আমরা অনুগ্রহ লাভ করি।

যার দ্বারা আমরা শ্রদ্ধা ও ঈশ্বরভয়ের সাথে গ্রহণযোগ্যভাবে ঈশ্বরের সেবা করতে পারি, কারণ আমাদের ঈশ্বর একজন ভোক্তা।

নিয়োগকর্তা, জানেন তো, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন ভাই আরিন। উম, প্রশ্নোত্তর পর্বে যাওয়ার আগে আমার কয়েকটি মন্তব্য আছে।

উম, এই শিক্ষার জন্য ধন্যবাদ ভাই, এটাও দারুণ। উম, জানেন, এটা অসাধারণ। উম, জানেন...

আমরা গত রাতের আমাদের আড্ডা নিয়ে কথা বলছিলাম, আর আমি এমন এক দম্পতির কথা বলছিলাম যারা...

আমার বিশ্বাস, তারা সম্ভবত একজন ঈশ্বরভক্ত দম্পতির সেরা উদাহরণ এবং একটি দারুণ দৃষ্টান্ত।

অনেক মানুষ এবং জানেন তো, শয়তান সবসময় আমাদের পথে বাধা দেওয়ার এবং নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করে। আর আমার মনে হয়, আমি গত রাতে ভাই আরিনকে বলেছিলাম, যদি না বলে থাকি, তাহলে

এখানে কিন্তু জানেন, এমনকি আমার নিজের মা-ও মোরিঙ্গার নিউজলেটার পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি...

উত্তরে লেখে, তুমি জানো তোমার ৭৫ করা উচিত না, মিশনের জন্য এটা অনেক বেশি।

জেনে রাখুন, কারণ আমি লাভের ৭৫ শতাংশ দান করছি, আর সবসময়ই বলা হয় এটা করবেন না, ওটা করবেন না।

এবং জাগতিক বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাওয়ার কথা, তার কাছ থেকে পাওয়া শেষ ইমেইলে স্পষ্টতই সে তার পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করছিল এবং তখনও... আর... মানে, আমাকে আর বাইবেলের কোনো শ্লে
ভালোবাসি এবং তিনি আমার সাথে ২৪/৭ আছেন, বুঝলেন? একদম হুবহু এই কথাগুলোই ছিল।

শয়তান আমাদের নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করবে, আমাদের পথে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে এবং সাধারণত সবচেয়ে কাছের মানুষদের থেকেই।

আমাদের জীবনে থাকা মানুষজন—অবশ্যই পরিবার, প্রাক্তন বন্ধু-বান্ধব এবং এই ধরনের লোকজন। তো, আমি শুধু...

এই বিষয়টি উল্লেখ করতে চেয়েছিলাম এবং আমাদের সর্বদা তার উপর মনোনিবেশ করতে হবে, আমাদের কখনই কোনো কিছুকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়।

এই দুনিয়া আমাদেরকে বাম ও ডানপন্থার বিতর্ক থেকে এবং এর রাজনীতির কথা বলা থেকে বিভ্রান্ত করে।

জানো এই দুনিয়াটা, আমার খুব মন খারাপ করে দেয় যে, দিনের আর এক মিনিটও বাকি নেই।

জানেন, আমি যখন ফেসবুকে পোস্ট করি, তখন সাধারণত আমি কারো সাথে কথা বলি, কাউকে পরামর্শ দিই বা আলাপ করি।

সারাদিন ধরে একজন মিশনারির সাথে এবং আমি বাইবেলের সেই পদগুলো তুলে ধরব যেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি।

এই ধরনের জিনিস এবং মিশনটা নিয়ে পোস্ট করা, মানে প্রতিটা মুহূর্তকে রিডিম করার চেষ্টা করা।

যিশু খ্রিস্টের মহিমা প্রকাশ করার জন্য দিনের মধ্যে আমার যে সময়টুকু থাকে, তা যেন প্রতিদিনই ফুরিয়ে যায়, জানেন তো।

আমি দেখছি লোকজন এর রাজনীতি নিয়ে ভিডিও এবং দীর্ঘ গবেষণাপত্র পোস্ট করছে।

এই পৃথিবীতে, জানেনই তো, মানুষ মারা যাচ্ছে আর চলে যাচ্ছে—এটা আমাকে ভীষণ কষ্ট দেয়।

নরকীয় ব্যাপার, প্রতিদিন ২১,০০০ শিশু এবং ৯,০০০ প্রাপ্তবয়স্ক মারা যাচ্ছে। তো ভাই, আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম...

ঐ ক্যাথলিক শ্লোকটা, যেটাকে আমি ম্যাথিউ ১৬:১৮ বলি, সেটা আলোচনা করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

শ্লোকটা, তুমি তো সবাইকে চেনোই, যদি তুমি ওখানে নোট নিয়ে থাকতে, আর আমি এটাও একটা পোস্টে গুছিয়ে দেবো।

আমার ক্যাথলিক শিক্ষার সাথে যোগ করতে, ক্যাথলিক ধর্মকে খণ্ডন করার জন্য, অবশ্যই আমি ক্যাথলিক ধর্ম থেকে বেরিয়ে এসেছি, যদিও...

আমি ধর্ম পালন করতাম না, কিন্তু আমার পুরো পরিবার ক্যাথলিক ধর্মে এতটাই উদাসীন ছিল যে তাদের আর কিছু বলার নেই।

এমনকি সেটার মধ্যেও ছিল কিন্তু উম এবং এখনও অনেককে যেতে বাকি আছে কিন্তু সেই ইফিষীয়, প্রথম পিতর এবং ইত্যাদি।

যিশু প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর হওয়ার বিষয়ে এবং যদি আপনি বিশ্লেষণ করতে পারেন, যেমনটা ভাই আরান মথিকে করেছিলেন।

১৬ ১৮ কারণ ক্যাথলিক চার্চ এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত, বিশ্বাস করুন বা না করুন, এটি সেই একটি পদ এবং

ভাই আরান মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই এটাকে একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, তাই ওরা যদি শুধু তাদেরটা পড়ত...

তাদের নিজেদের, মানে, তাদের সামনে যে বাইবেলটা আছে বলে মনে করা হয়, তারা দেখবে যে...

এটা পিটারের হাতে তুলে দিয়ে বলা হচ্ছিল না যে পিটারই ছিল মূল ভিত্তি, কীভাবে একজন অভ্রান্ত ব্যক্তি...

মানে, ভুলপ্রবণ ব্যক্তিরা মনে করে যে তারা গির্জার ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে উঠতে পারবে, বুঝলেন তো।

যিশু আমাদের প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর, আমেন। তাই ভাই, এই বিষয়টি এবং তারপর অন্যটি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

এই একটি কারণে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ আমাদের দলে একজন নতুন সদস্য এসেছেন এবং আমি নিশ্চিত নই যে তিনি এখনও আছেন কিনা।

এখন আমাদের সাথে থাকাটা মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে যায়। আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি ভাই উইলিয়াম, আমরা শীঘ্রই আপনার কাছে পৌঁছাব।

এক মিনিট, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন ভাই। উইলিয়াম এখানে মাঝে মাঝে আসছেন এবং আমার মনে হয়, থাই রোবি থেকে ভাই জোসেফও কিছুক্ষণের জন্য আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। আর শুধু জ

রোমীয় ১০:৯ ভাই, বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। তুমি তোমার মুখ দিয়ে প্রভুর কাছে স্বীকারোক্তি করবে।

যিশু তোমার হৃদয় ত্যাগ করবেন এবং তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ঈশ্বর, যেন তুমি পরিত্রাণ পাও।

বেশ, যদি আপনি এটাকে শুধু ওই একটি শ্লোক হিসেবে নেন, তাহলে তো সবই ভালো শোনাচ্ছে, কিন্তু আমাদের অবশ্যই প্রচার করতে হবে এবং আমাদের অবশ্যই...

ঈশ্বরের সমগ্র পরিকল্পনায় বিশ্বাস করো, তাই শুধু শয়তানের কথায় বিশ্বাস করলেই হবে না। বিশ্বাস করো এবং কম্পিত হও, আমেন।

এবং তারপর উল্লাসকারী উদ্ঘাটন উম আহ ৩১৬ বলে আহ তাই কারণ তাহলে তোমার উষ্ণ দেখা উচিত, গরম নয়।

কিংবা ঠান্ডায় আমি তোমাকে আমার মুখ থেকে উগরে দেব না। কর্মবিহীন বিশ্বাস মৃত। তোমাকে তোমার প্রমাণ করতে হবে।

কাজের মাধ্যমে অনুতাপ এবং আমরা দ্বিতীয়, তৃতীয় যোহনের পুরো অধ্যায়গুলো নিয়ে এভাবেই বলে যেতে পারি।

রোমীয়দের প্রতি লেখা পত্রের সপ্তম অধ্যায় বাদে বাকি সব অধ্যায়, যেখানে তিনি তাঁর ধর্মান্তরিত হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ের কথা বলছেন।

পবিত্রতা, পবিত্রতা, পবিত্রতা এবং আনুগত্য নিয়ে কথা বলে, তো উম, এটা আশ্চর্যজনক যে উম...

আমি এটা আট বছর ধরে করেছি, তাই এটা আসলে তেমন আশ্চর্যজনক কিছু না। জানেন, যখন আপনি পাপে আটকে থাকেন, তখন আপনি পারেন...

এই একক পঙক্তিগুলো বেছে নাও আর এগুলো তোমাকে সান্ত্বনা দেবে, তুমি জানো তুমি চাইবে তোমার কানে সুড়সুড়ি লাগুক যখন

তুমি পাপে আছো, তুমি পুরো বাইবেল পড়তে চাও না, তুমি বেরিয়ান হয়ে পড়াশোনা করতে চাও না, তাই

আমি শুধু এই কথাটা বলেই এখানে শেষ করতে চেয়েছিলাম এবং আমি এখন এটা এমন কারো কাছে হস্তান্তর করব যার কোনো মতামত আছে।

সুতরাং, আপনাদের যা যা প্রশ্ন আছে, দয়া করে ভাই আরিনকে জিজ্ঞাসা করুন। ভাই হেডেন, উইলিয়াম এবং স্টেফানির কি কোনো প্রশ্ন আছে?

হ্যাঁ, দুঃখিত ব্রাভো, আপাতত আমার কোনো প্রশ্ন নেই। আমেন, আমার শুধু একটা মন্তব্য আছে।

ভাই জিমি, ম্যাথিউ ১৫ অধ্যায় সম্পর্কে, একজন ক্যানি নেট মহিলার সাথে এবং এমনকি মার্ক মার্ক সপ্তম অধ্যায়।

একই গল্প, আমার মনে হয় ওটা সপ্তম অধ্যায়। সেখানে বলা আছে যে যিশুও... এটা একটা...

পশুদের ঘর এবং সে হ্যাঁ, শুধু ফরীশীদের, শাস্ত্রবিদদের এবং সেখানকার ফরীশীদের সাথে মোকাবিলা করেছিল যাদের

উম তাকে প্রত্যাখ্যান করল এবং তারপর সে এখানে লুকিয়ে পড়ছে এবং তারপর একজন অ-ইহুদি মহিলা তার পিছনে আসে এবং সে

তার সাথে কথোপকথন শুরু করে সে যা করছে তার মাধ্যমে কার্যত কনানীয় নারীটিকে প্রত্যাখ্যান করছে।

তাকে বলার সময়, আপাতদৃষ্টিতে আমার মনে হয় কথাটা ঠাট্টা করে বলা হয়েছিল, কিন্তু সে তো তাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যানই করছে।

মূল্য এবং এটা এক ধরনের বৈপরীত্য দেখায়, মানে তিনি ফরীশীদের কাছে যাচ্ছেন...

তিনি প্রায় দিনরাত তাদের কাছে প্রচার করেন, কিন্তু তারা এর সাথে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না, তাই না? তাঁকে ইস্রায়েলের সন্তানদের হারানো মেষদের কাছে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু অ-ইহুদিদের ক্ষেত্রে এই

ভেতরের যে ঘরে সে লুকিয়ে আছে, সেখানে একজন অ-ইহুদি মহিলা তার পিছু পিছু আসছে এবং সে তখনও নাছোড়বান্দা।

সে তাকে প্রত্যাখ্যান করার পর এবং এবং এবং এটাই হলো বৈপরীত্য, জানেন তো ইহুদিরা নয়

এর সাথে কোনো সম্পর্ক না থাকলেও, যারা ঈশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত ছিল না, তারা আসছে।

তাঁর পরে এবং রাজ্যে প্রবেশ করছে এবং এটা প্রায় আপনার জন্য এক ধরণের খেলার মতো।

এক অর্থে ফরীশীরা মনে করে যে, ইনিই তোমাদের নিজেদের মসিহ যাকে তোমরা প্রত্যাখ্যান করছ এবং এই বিদেশীরা

তার পিছনে আসছে, আমিও একই কথা ভাবি। আমি যিশাইয় ৪২ থেকেও একই জিনিস বুঝি। উম, কোথায় ছিল সেটা?

সে বলে সে চিৎকার করবে না কিন্তু যদি আপনি ওদিকে তাকান, দেখবেন উপকূলরেখাগুলো তার জন্য অপেক্ষা করছে এবং

এখানে অ-ইহুদিদের কথা বলা হচ্ছে; সে অ-ইহুদিদের কাছে আর্তনাদ করবে না, কারণ তার করার কোনো প্রয়োজন নেই।

তারা ইতিমধ্যেই তার পিছনে আসছে এবং তারপর যিশাইয় ৪২ অধ্যায়ের ২১ পদে বলা হচ্ছে যে কীভাবে ইসরায়েল...

কারণ এখানে আবার বর্ণনা করা হচ্ছে কীভাবে ইসরায়েল ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সুতরাং এটি কেবল একটি বৈপরীত্য।

তো, যদিও যিশু আপাতদৃষ্টিতে তোমার মতোই, তিনি তার সাথে বেশ রূঢ় আচরণ করছেন বা তাকে প্রত্যাখ্যান করছেন।

তার এই পুরো ব্যাপারটা এক অর্থে যিশুর প্রতি ইহুদিদের করা আচরণকে তুলে ধরার মতো।

হ্যাঁ, যাইহোক, একটা জিনিস আমার আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। দারুণ কথা বলেছ ভাই, দারুণ কথা। হ্যাঁ, খুব ভালো। উম

আমি দেখছি আমরা পারি কিনা... আচ্ছা, আমি ওর আনমিউটটা বন্ধ করি, তারপর দেখব ভাই উইলিয়াম কথা বলতে পারেন কিনা।

উইলিয়াম, তুমি কি কিছু বলতে পারো? দেখি আমরা তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি কিনা। ওহ, ধন্যবাদ ভাই, ঈশ্বর।

তাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আরও...

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন ভাই। আমি আপনাকে আবার মিউট করে দিচ্ছি। উম...

আমরা আপনার কথা পুরোপুরি শুনতে পাইনি, কিন্তু ভাই উইলিয়াম এমন এক জায়গায় আছেন যেখানে বেশিরভাগ মানুষ হেঁটে যাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাববে না, এমনকি সম্ভবত ৩০,০০০ ফুটের বেশি উচ্চতা আপনার জন্য প্রভুর প্রশংসা করি, ভাই। উম, উইলিয়াম, ইনি উইলিয়াম ওয়ারিও, উনি আমাদের মিশন লিডার।

মায়ালি কেনিয়া বেশ কাছাকাছি, এটি উত্তর কেনিয়ার কিছুটা পূর্ব-উত্তরপূর্ব অংশে অবস্থিত।

কেনিয়া এবং সে আসলেই ওখানকারই ছেলে। আমরা তার সাথে প্রায় তিন বছর আগে কাজ শুরু করেছিলাম।

সে ওখানে যা করছে তা সত্যিই অলৌকিক। তার কিছু ভিডিও আছে।

আমাদের ইউটিউব সাইটে আমরা যে সাক্ষ্য পোস্ট করেছি, তা দেখতে আপনি আমাদের 'গ্লোবাল মিশনস ফর চিলড্রেন' ওয়েবসাইটে যেতে পারেন।

ডট অর্গ পেজে যান এবং একদম নিচে ইউটিউব লিঙ্কটি দেখুন, সেখানে আপনি 'ব্রাদার' লিখে সার্চ করতে পারেন।

উইলিয়াম ওয়ারিও বা ব্রাদার উইলিয়াম এবং সে ওখানে থাকে, সেখানে কোনো বিদ্যুৎ নেই।

ওখানে তার পুরো অস্তিত্ব জুড়ে একদমই জল ছিল না, আমরা এইমাত্র ওখান থেকে একটা দারুণ খবর পেয়েছি।

তার কাছ থেকে জানা গেছে যে সে একটা বোরহোল পেয়েছে যেটা এখনও শেষ হয়নি, কিন্তু তারা এটা নিয়ে কাজ করছে।

আক্ষরিক অর্থেই এমন একটি পুকুর থেকে জল পান করা যেখানে গাধারা এবং অন্যান্য প্রাণীরাও জল পান করে।

অবস্থাটা এতটাই খারাপ ছিল এবং আমরা এই ব্যাপারে মাত্র সাত-আট মাস আগে জানতে পেরেছি এবং উম...

হৃদয়বিদারক, তাই আমরা প্রভুর প্রশংসা করি যে ভাই উইলিয়ামের কারণে মুসলমানরা যিশুর কাছে আসছে।

এবং ভাই জোশুয়া, যারা ওখানে দলের নেতা, এবং আমরা এর চেয়ে বেশি খুশি হতে পারতাম না, ভাই উইলিয়াম।

মানে, আমি গুনে বলতে পারি, ওর সংযোগ চার-পাঁচবার বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

আমি অতটা খুঁটিয়ে দেখিনি, তবে তাকে মাঝে মাঝে আসতে ও যেতে দেখেছি এবং শুনেছি।

এখানে স্ক্রিনে চার-পাঁচবার দেখুন, প্রভুর প্রতি তিনি এতটাই নিবেদিতপ্রাণ। আর আমি...

ভাই উইলিয়াম, আমি সবসময় আপনার জন্য প্রার্থনা করি এবং আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো, আমি রেকর্ডিং বন্ধ করার আগে, ভাই আরিনের কাছে আর কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে?

ওহ, আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ স্যার, আপনি কি বললেন যে আমরা... আমরা... ব্রাদার উইলিয়ামের নামটা টাইপ করতে পারি?

ইউটিউবে তার ধর্মোপদেশের ভিডিওগুলো দেখুন। হ্যাঁ, আমি রেকর্ডিংটা থামাই এবং এখন আমরা...

আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব। সবাইকে ধন্যবাদ। উম, ভাই আরিন, আপনার চমৎকার শিক্ষার জন্য আপনাকেও অবশ্যই ধন্যবাদ।

এবং আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের সকল মিশন সহযোগীদের ধন্যবাদ জানাই। যারা এটি শুনছেন, তাদের প্রত্যেককেও আমরা ধন্যবাদ জানাই।

রেকর্ডিং করার জন্য, আপনার পেন্সিল ও কাগজ বের করুন এবং এই পদগুলো লিখে নিন, কারণ ভাই আরিন এর মধ্য দিয়ে যাবেন।

প্রতি সপ্তাহে আমরা যে অধ্যায়গুলো পড়ছি, তার পাশাপাশি আরও অনেক কিছু।

বাইবেল, তাই ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন, আমরা আপনাদের সবাইকে ভালোবাসি এবং শীঘ্রই কথা হবে।

মথি লিখিত সুসমাচারের ফাইল-অধ্যয়ন – অধ্যায় ১৭ – সপ্তাহ ১৬

– শুভ সন্ধ্যা সবাইকে এবং গ্লোবাল মিশন ফর চিলড্রেন'স বাইবেল স্টাডি-তে আমরা আপনাদের স্বাগত জানাই।

আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে ব্রাদার অ্যারন কেরি, একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান শিক্ষক, প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এখানে আমেরিকায় এবং প্রতি বুধবার সকালে বিদেশে আমাদের সাথে থাকেন।

আজ রাতে এই কলে যুক্ত থাকা কেনিয়া ও বাংলাদেশ থেকে আগত আমাদের মিশন পার্টনারদের আমরা স্বাগত জানাই।

এছাড়াও আমাদের কিছু অত্যন্ত প্রিয় নতুন ভাই-বোন আজ রাতে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন। আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।

তাই আমরা ভাই হারোনের কথা শুনব এবং বাইবেলের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী গ্রন্থ, মথি লিখিত সুসমাচার পড়া শুরু করব ও চালিয়ে যাব।

নতুন নিয়মের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি।

আমি সবসময় লোকেদের বলি, নতুন জন্ম লাভ করার পর যেন তারা এখান থেকে শুরু করে এবং এটা ভালোভাবে অধ্যয়ন করে। তাই এটা যে আমাদের কাছে টেপে রেকর্ড করা আছে, তা খুবই ভালো।

সুতরাং আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব এবং তারপরে আপনি যত খুশি প্রশ্ন করতে পারেন।

আপনি আমাকে বা ব্রাদার অ্যারনকে ইমেলও করতে পারেন এবং আমরা আপনাকে শেষে সেই তথ্যটি দিয়ে দেব। তো, আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, আজ রাতে আমরা মথি ১৭ অধ্যায়ের ১ নং অধ্যায়, মানে

তাহলে আমি এখন আপনার কাছে দায়িত্বটা হস্তান্তর করছি, ভাই অ্যারন। ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ ভাই জিমি।

যদি আমার কথা ভালোভাবে শুনতে না পান, তাহলে আমাকে জানাবেন, কারণ আজ রাতে হয়তো আমিও আপনার কথা ভালোভাবে শুনতে পাচ্ছি না।

কিন্তু যতক্ষণ তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, আমিও তোমাদের কথা খুব দ্রুত শুনতে পাচ্ছি। ওহ, একদম স্পষ্ট।

দুঃখিত, কী বললেন ভাই?

ভাই, একদম পরিষ্কার।

আমার মনে হয় ওটা একটা নতুন হেডসেট, যেটা সম্ভবত তেমন ভালো না। আচ্ছা।

ভালো।

এই কলে উপস্থিত সবাইকে আমি স্বাগত জানাই।

আপনাকে এবং সেইসাথে যারা রেকর্ডিংয়ে শুনছেন, তাদের সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাই।

আমি এখান থেকেই শুরু করছি যে, আমরা গত সপ্তাহে ১৬ নম্বর অধ্যায়ের শেষটা শেষ করেছি।

আর তাই আমরা মথি ১৭:১ থেকে শুরু করতে যাচ্ছি এবং আশা করি আজ রাতে আমরা পুরো অধ্যায়টিই শেষ করব।

সুতরাং মথি ১৭ অধ্যায়ের ১ পদ থেকে শুরু।

আর ছয় দিন পর যিশু পিতর, যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে সঙ্গে নিয়ে এক নির্জন উঁচু পাহাড়ে গেলেন।

এরাই সেই তিনজন লোক, যাঁদেরকে তিনি অন্য শিষ্যদের থেকে আলাদা করে গেৎশিমানির বাগানে নিয়ে যাবেন।

আর তারাই বাগানে যিশুর যন্ত্রণার সাক্ষী হবে।

এর উদ্দেশ্য হলো, তাদেরকে একটি অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ পরিচর্যার জন্য প্রস্তুত করা, যা আপনি অম্মোনীয়ের ক্ষেত্রে দেখতে পারেন।

তিনি তাদের কাছে তাঁর মহিমার বিশেষ প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, কিন্তু এর সাথে এক অভিজ্ঞতাও জড়িত ছিল।

রোগীদের মধ্যে যারা তার যন্ত্রণার সাথে জড়িত।

রোমীয় ৮:১৭ অধ্যায়ে একটি নীতি আছে যা ঈশ্বরের সন্তানদের সম্পর্কে বলে, আমি দুঃখিত, আমাকে সেদিকে আসতে দিন।

আপনাকে ওদিকে ঘুরতে হবে না।

আপনি শুধু ওখানে যান, রোমীয় ৮:১৭।

আর যদি সন্তান হই, তবে আমরা ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী এবং খ্রীষ্টের সহযোগী; যদি আমরা তাঁর সঙ্গে দুঃখভোগ করি, যেন আমরাও একসঙ্গে মহিমান্বিত হই।

সুতরাং একটি নীতি রয়েছে যে, খ্রীষ্টের দুঃখভোগে অংশীদার হওয়ার মাধ্যমেই তাঁর মহিমা লাভ করা যায়। কিন্তু এই জীবনেও বিশেষ কিছু সময়ে সেই মহিমার একটি পূর্বাস্বাদ পাওয়া যায়।

আর আপনি বলতে পারেন, এটি ছিল এক অত্যন্ত বিশেষ সময়, যখন যিশু পিতর ও যাকোবকে নিয়ে এসেছিলেন।

এবং জন দেখার জন্য আলাদা হয়ে গেল।

সুতরাং ২ পদ, "আর যীশু তাদের সামনে রূপান্তরিত হলেন, এবং তাঁর মুখমণ্ডল সূর্যের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আর তাঁর পোশাক, তাঁর বস্ত্র, হালকা ওজনের হয়ে গেল।"

এই পদটির উপর অ্যাডাম ক্লার্ক একটি মন্তব্যে বলেছেন, "ঈশ্বরত্বের সেই মৃত অবস্থা যা বাস করত

খ্রীষ্টে দৈহিকভাবে, তিনি এখন মানব প্রকৃতির মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হলেন এবং তাঁর শিষ্যদের কাছে কেবল সেই দেবত্বই প্রকাশ করলেন না যা পিতর পূর্বে স্বীকার করেছিলেন, বরং সেই মহিমান্বিত পুনরুত্থিত ে তাঁরা অনন্তকাল ধরে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকবেন।

আমি নিশ্চিতভাবে জানি না যে তারা খ্রিষ্টকে তাঁর পুনরুত্থানের দেহে ঠিক যেমন দেখতে পাবেন, তেমনভাবেই দেখেছিলেন কিনা, কিন্তু তিনি যে আসলে কে, সেই বাস্তবতাটা অবশ্যই ছিল।

তিনিই ছিলেন, বলা যায়, যিনি সশরীরে থাকাকালীন মানুষের ঘুমের আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন এবং তাঁর অবতারকে তাদের সামনে আনা হয়েছিল।

এখানে তার কেবল বাহ্যিক রূপেই পরিবর্তন এসেছিল, সত্তায় নয়।

এটা আমাকে গত সপ্তাহে ইব্রীয় ১২ অধ্যায়ে পড়া সেই পদগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে বলা হয়েছে যে যখন ঈশ্বর

যা আকাশ ও পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তোলে, এর অর্থ হলো দৃশ্যমান বস্তুসমূহের অপসারণ, যেন যা কম্পিত নয় তা অবশিষ্ট থাকে।

আমি ওটা হুবহু উদ্‌ধৃত করিনি, তবে আমার বিশ্বাস, ওটা হিব্রু ১২, ২৭ ও ২৮ অধ্যায়ের একটি ভাবানুবাদ।

অবশ্যই সবকিছুর একটি বাস্তবতা থাকতে পারে, এক আধ্যাত্মিক বাস্তবতা যা মানুষের চোখে দেখা যায় না।

আমার মনে হয় হিতোপদেশ ৭ অধ্যায়ের সাথে সবাই পরিচিত, সেখানে এক বেশ্যা এবং তার দ্বারা প্রতারিত যুবকের কথা বলা হয়েছে।

তিনি এই সুন্দরী, মিষ্টিভাষী মহিলাটিকে দেখলেন, কিন্তু শলোমন মন্তব্য করলেন, "সে উচ্চকণ্ঠী, ধূর্ত ও একগুঁয়ে এবং তার পা ঘরে থাকে না।"

এমন এক আধ্যাত্মিক উপলব্ধি আছে যা প্রলুব্ধ হওয়া সেই যুবকটির ছিল না। এটা অনেকটা একই নীতির মতো, তবে তা মঙ্গলের জন্য।

শিষ্যদের সামনে খ্রীষ্টের মহিমা ঠিক যেমনটি ছিল, সেভাবেই প্রকাশিত হচ্ছিল। "দেখো, মোশি ও এলিয়, অথবা এলিয় তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁদের সামনে আবির্ভূত হলেন।

তখন পিতর যীশুকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'প্রভু, আমাদের এখানে থাকা ভালো।'

"যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমরা তোমার জন্য তিনটি তাঁবু তৈরি করি—একটি তোমার জন্য, একটি মোশির জন্য এবং একটি এলিয়র জন্য।"

আপনি যদি লূক ৯:৩১ পদে যান, দেখবেন মার্কের ৯ অধ্যায় এবং লূকের ৯ অধ্যায়েও এই একই কাহিনী বর্ণিত আছে।

লূক ৯:৩১ পদে বলা হয়েছে যে, মোশি ও এলিয় মহিমায় আবির্ভূত হয়ে তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে বলেন, যা তিনি যিরূশালেমে সম্পন্ন করবেন।

এটা খুবই সম্ভব যে সেই কথোপকথনের সময় পিটার, জেমস এবং জন ঘুমিয়ে ছিলেন, কারণ... আমার মনে হয় আমরা এগোলে এর প্রমাণ দেখতে পাব, কিন্তু আমাকে এখনও সেখানে যেতে হবে। যাই হোক, মৃত্যুর বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছিলেন যা তিনি জেরুজালেমে সম্পন্ন করতে যাচ্ছিলেন।

সে আগে থেকেই নিশ্চিতভাবে জানত যে এমনটা ঘটতে চলেছে, কিন্তু এখন সে পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

আরও সম্ভবত এমন কিছু নির্দেশাবলীর বিষয়ে যা তার জানা দরকার ছিল, যেমন—কীভাবে নিজেকে সামলাতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

অ্যাডাম ক্লার্ক ৩ নং পদে বলেন যে, মোশি ও এলিয় আমাদের প্রভুর মৃত্যুকালে তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করেছিলেন, যা

তিনি যা সম্পন্ন করতে যাচ্ছিলেন, কারণ এতে বিধানের সঠিক অনুষ্ঠান ও বলিদান তো ছিলই, সেই সাথে নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছিল।

স্পষ্টতই, মুসা ও এলিয় নবীদের বিধানের প্রতীক।

এটাও লক্ষণীয় যে, ইসরায়েল যখন মরুপ্রান্তরে ছিল, তখন ঈশ্বর মোশিকে প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছিলেন এবং ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে পাথরের সাথে কথা বলার সময় তিনি দুবা
মোশিকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।

সেই কারণেই তিনি প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করতে পারেননি, কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এখানে আমরা মোশিকে প্রতিশ্রুত দেশেই দেখতে পাই।

আমার মনে হয়, এটি এমন একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার একটি দৃষ্টান্ত, যাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, কারণ

সে ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু তবুও সে সেই জিনিসটি পেয়েছিল যা সে শেষ পর্যন্ত চেয়েছিল, যার জন্য সে পাহাড়ে যিশুর সাথে কথা বলে কঠোর পরিশ্রম করেছিল; যা ইস্রায়েলের সন্তানদের সাথে প্রবেশ করার চেয়ে

অ্যাডাম ক্লার্ক মনে করেন যে, ৪ নং পদে পিতর মোশি ও এলিয়কে আটকে রাখতে চেয়েছিলেন, এই ভেবে যে খ্রিষ্ট পৃথিবীতে একটি জাগতিক রাজ্য স্থাপন করবেন এবং মোশি ও এলিয় ছিলেন

তাতে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে, সেটা সত্যি কি না, আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু আমরা সামনে এগোলে অবশ্যই দেখতে পাব যে শিষ্যরা প্রায়শই তখনও বুঝতে পারেননি যে তাদের গৌরবের সময়, খ্রীষ্ট

পৃথিবীতে কর্তৃত্ব তখনও আসার কথা ছিল না, এবং তারা তখনও মসিহকে একজন পার্থিব রাজা হিসেবেই দেখত, যিনি সশরীরে ইসরায়েলের শত্রুদের পরাজিত করতে আসবেন, এবং আমরা এখানে আরও
বিষয়টি আরও দেখতে পাব।

সুতরাং আমি এখানে ৫ নং পদে আলোচনা চালিয়ে যাব।

তখন পিতর বললেন, "দেখো, এক ঘন মেঘ তাদের ঢেকে ফেলল, আর দেখো, মেঘের মধ্য থেকে এক বাণী এল, 'এই আমার সূর্য-ষাঁড়, আর আমি এতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট; তোমরা তাঁর কথা শোনো।'"

শিষ্যরা এই কথা শুনে ভয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল। তখন যীশু এসে তাঁদের স্পর্শ করে বললেন, 'ওঠো, ভয় পেয়ো না।'

আর যখন তারা চোখ তুলে তাকাল, তখন যিশু ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না।

আর তারা যখন পাহাড় থেকে নেমে আসছিল, তখন যিশু তাদের আদেশ দিয়ে বললেন, 'কারও কাছে টেলিভিশন নয়।'

যতক্ষণ না মনুষ্যপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হন।'"

এখানে অবশ্যই একটি শিক্ষা রয়েছে যে, কীভাবে যিশু হলেন পুরাতন নিয়মের বলিদান ব্যবস্থার পূর্ণতা, এবং কীভাবে সেই ব্যবস্থা, মন্দিরের অনুষ্ঠানসমূহ, বলিদান এবং প্রভু মোশির আচার-অনুষ্ঠানগুলে
সেগুলোর তাৎপর্য কেবল এই কারণেই ছিল যে, সেগুলো চূড়ান্তভাবে তাঁর দিকেই নির্দেশ করত।

সুতরাং আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, এখানে সেটিরই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু আমি আপনাদের বলব, লোকেরা প্রায়শই এই আয়াতগুলোকে একটি ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করে, যা সত্য নয়, এবং এমন অনেক গোষ্ঠী আছে যারা এই কাজ করে থাকে।

যে কোনো গোষ্ঠী যারা মনে করে যে যিশু মোশিকে সংশোধন করেছিলেন এবং পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মোশির চেয়ে উন্নতি সাধন করেছিলেন।

পুরাতন নিয়মের জীবনের নৈতিকতা ও ধার্মিকতা, তারা এই অনুচ্ছেদটি গ্রহণ করবে।

বলা হয় যে, যেহেতু মোশি ও এলিয় যিশুর সামনে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন, তাই এটাই প্রমাণ যে আমাদের পুরাতন নিয়মের কোনো প্রয়োজন নেই, আমাদের কেবল নতুন নিয়মে যিশুর কথাই শোনা উচি
অবশ্যই এভাবে বোঝেননি।

পিতর ২ পিতর অধ্যায় ১-এ এই বিষয়ে উল্লেখ করবেন।

এবং তিনি এটিকে পুরাতন নিয়মের ধর্মগ্রন্থগুলো ছুঁড়ে ফেলার শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেননি এবং শুধুমাত্র

সুসমাচারগুলো শোনার বিষয়টিকে তিনি পুরাতন নিয়মের ধর্মগ্রন্থের কর্তৃত্বের একটি শক্তিশালীকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

আর যেহেতু পিতর যখন ২ পিতর লিখেছিলেন, তখন বাইবেল বলতে কেবল সেগুলোই ছিল, তাই তিনি তাঁর লেখা খ্রিষ্টানদের আরও বেশি মনোযোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ধর্মগ্রন্থ, পুরাতন নিয়ম।

এবং তিনি বিশ্বাসীদেরকে ধর্মগ্রন্থের দিকে আহ্বান জানাতে এবং এর নিশ্চিততা, নিশ্চয়তা ও সত্যের ওপর জোর দিতে, রূপান্তরের পর্বতে তাঁর অভিজ্ঞতার গল্পটি ব্যবহার করেছিলেন।

এই নিশ্চয়তা দেয় যে, ধর্মগ্রন্থ ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তা হওয়াই উচিত, এবং তা মান্য করা উচিত। ২ পিতর অধ্যায় ১ পদ ১৬, "কারণ আমরা চতুরভাবে উদ্ভাবিত কল্পকাহিনীর অনুসরণ করিনি, যখন

তোমাদের কাছে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের পরাক্রম ও আগমনের কথা জানানো হয়েছিল, কিন্তু আমরা ছিলাম প্রত্যক্ষদর্শী।

মহামান্য রাজার।

কারণ তিনি পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে সম্মান ও গৌরব লাভ করেছিলেন, যখন সেই মহিমান্বিত গৌরব থেকে তাঁর কাছে এমন এক বাণী এসেছিল।

ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এবং আমি তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট।

মথি ১৭ অধ্যায়ে আমরা ঠিক এই বিষয়টি নিয়েই পড়ছি, এটি তারই একটি উল্লেখ।

আর স্বর্গ থেকে আসা এই রব আমরা পবিত্র পর্বতে তাঁর সঙ্গে থাকাকালীন শুনেছিলাম। আমাদের কাছে ভাববাণীর আরও নিশ্চিত বাক্যও আছে, যে বিষয়ে তোমরা মনোযোগ দিলে মঙ্গল হবে।

অন্ধকার স্থানে জ্বলে ওঠা আলোর মতো, যতক্ষণ না দিন উদিত হয় এবং তোমাদের হৃদয়ে প্রভাতী তারা উদিত হয়।

এবং সেই আলো যা আমরা ২০ পদে দেখতে পাব, তা হলো ধর্মগ্রন্থ।

এই পদটি জেনে রাখো যে, শাস্ত্রের কোনো ভবিষ্যদ্বাণীই ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার বিষয় নয়। কারণ ভবিষ্যদ্বাণী প্রাচীনকালে মানুষের ইচ্ছায় আসেনি, বরং ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে কথ

সুতরাং বলা যায় যে, পুরাতন নিয়মের সেই অনুষ্ঠানগুলোর তাৎপর্য, যেগুলো চূড়ান্তভাবে খ্রিষ্টের বলিদানের দিকে নির্দেশ করে, তা নতুন নিয়মের আগমনের সাথে সাথে ম্লান হয়ে গিয়েছিল এবং সেগুলোর আ

চুক্তিটি সত্য, কিন্তু এটা বলা ঠিক নয় যে পুরাতন নিয়মের ধর্মগ্রন্থগুলোই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল।

এটি একটি গুরুতর, গুরুতর ভুল।

কারণ ছাড়া আমরা নতুন নিয়ম সঠিকভাবে বুঝতে পারি না এবং যীশু কী বোঝাতে চেয়েছিলেন তাও বুঝতে পারি না।

পুরাতন নিয়ম বোঝা।

আর সবকিছু মিলে যায় এবং কোনো কিছুই, জানেন তো, যিশু কখনো এমনটা করতেন না, যদি তিনি কখনো তা করতেন।

পুরাতন নিয়মের ধর্মগ্রন্থের পরিপন্থী কথা বলেছিল এবং সেগুলোকে অপ্রচলিত বা অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছিল,

এর মানে দাঁড়াবে যে যিশুর নিজের বাণীই অপ্রচলিত বা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে, কারণ যিশু নিজেই মোশি এবং পুরাতন নিয়মের লেখকদের ঠিক সেভাবেই অনুপ্রাণিত করেছিলেন, যেভাবে তিনি নতুন
করেছেন।

তীমথিয় অধ্যায় তিনে, আমি জানি আমি এই পদগুলো আগেও দিয়েছি, কিন্তু এই বিষয়টির উপর জোর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

২ তীমথিয় ৩:১৫ পদে পৌল তীমথিয়কে বলেন যে, তিনি বাল্যকাল থেকেই পবিত্র শাস্ত্র জানতেন, যা সেই সময়ে কেবল পুরাতন নিয়ম নামেই পরিচিত ছিল; যা খ্রীষ্ট যীশুর প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে জ্ঞানীদের পরি

তারা বোঝেন যে, আমরা এখন যা জানি তা দিয়েই কেবল পুরাতন নিয়মের শাস্ত্র থেকে সুসমাচার বোঝা সম্ভব।

সমস্ত শাস্ত্র ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় প্রদত্ত এবং তা মতবাদ ও শিক্ষার জন্য, তিরস্কার, সংশোধন, নির্দেশনা ও ধার্মিকতার জন্য উপকারী, যেন ঈশ্বরের লোক সিদ্ধ বা সম্পূর্ণ হতে পারে এবং সমস্ত সৎকাজের জন্য

দেখা যাক, এবং আমি এর সাথে এটাও যোগ করতে চাই যে, কয়েক সপ্তাহ আগে আমার এক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, সে বলেছিল, ঈশ্বরের অনুষ্ঠানগুলোকে তাঁর ধার্মিকতা থেকে আলাদা করার
'আনুষ্ঠানিক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে?

উচ্চস্বরের মোশির অংশ হিসাবে ইসরায়েলকে দিয়েছিলেন কি, তাঁর নিজের ধার্মিক ও চিরন্তন নৈতিক মানদণ্ড থেকে?

এবং আমি তাকে বললাম, বাইবেলে কখনো 'আনুষ্ঠানিক', 'উচ্চস্বর বনাম নৈতিক'—এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি, কিন্তু অনেক জায়গায় এটি অবশ্যই সেই ইঙ্গিত দেয়, এবং আমি আপনাকে এখানে সেরকমই

১ করিন্থীয় ৯:২১ পদে পৌল বলছেন, এবং ১ করিন্থীয় ৯:১৯ পদে, আমি এখানে ১৯ এবং ২০ সংখ্যা দুটিকে উল্টে দিচ্ছি, কারণ যে কেউ পাতা উল্টালেই দেখতে পাবে, "কারণ যদিও আমি সকল মানুষের কাছ

আমি আমার সমমনা সকলের দাস হলাম আরও বেশি লাভ করার জন্য, এবং আমি ইহুদিদের দাস হয়ে উঠলাম।

একজন ইহুদি হিসেবে, যেন আমি ইহুদিদেরকে লাভ করি; যারা ব্যবস্থার অধীনে আছে, তাদের কাছে ব্যবস্থার অধীনে থাকা ব্যক্তির মতো, যেন আমি তাদেরকে লাভ করি; যারা ব্যবস্থা ছাড়া, তাদের কাছে ব
তারা ঈশ্বরের কাছে ব্যবস্থা ছাড়া নয়, বরং খ্রীষ্টের কাছে ব্যবস্থার অধীনে; যেন আমি তাদেরকে লাভ করি যারা ব্যবস্থা ছাড়া।

সুতরাং পৌল ইহুদিদের উপর আরোপিত সেই আইনকানুনগুলো অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলেন, যার মধ্যে পুরাতন নিয়মের যাজকদের পালন করা এবং ত্বকচ্ছেদ করার মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তিনি সেই পার্থক্যটি অবশ্যই দেখেছিলেন, যার মধ্যে ঈশ্বরের নৈতিক বিধান তো অবশ্যই ছিল, কিন্তু তার সাথে সেইসব অনুষ্ঠান ও বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল যা বিশেষভাবে ইসরায়েলের জন্য দেওয়া হয়েছিল।

এবং পৌল যখন বলেছিলেন আইন ছাড়া, তখন তিনি যে আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া বোঝালেন, তা তিনি স্পষ্টভাবেই বুঝেছিলেন।

এবং যে বিষয়গুলো একটি জাতি হিসেবে ইসরায়েলকে স্বতন্ত্র করবে, এবং তিনি এটা খুব স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, ঈশ্বরের বিধান ছাড়া নয়, বরং খ্রীষ্টের বিধানের অধীনে থাকার মধ্যে এখনও একটি নৈতিক দি

আইন অনুসারে, তখনও একটি ন্যায়সঙ্গত মানদণ্ড ছিল যে, যখন সে ইহুদিদের আইন অনুসারে জীবনযাপন করত না, তখনও সে তার অধীনে ছিল এবং তা মানতে বাধ্য ছিল।

আর আজ আমাদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি তেমনই।

রোমীয় ৮:৪ পদে বলা হয়েছে, যারা দৈহিকতার পথে নয়, বরং আত্মার পথে চলে, তাদের মধ্যে ব্যবস্থার ধার্মিকতা পূর্ণ হয়। আর এটা মূলত মোশির ব্যবস্থার নৈতিক আজ্ঞাগুলোর মধ্যে প্রকাশিত ধার্মিকতারই এ
কাছে প্রকাশিত হয়েছে, কারণ ঈশ্বরের নৈতিক ব্যবস্থা প্রত্যেকের হৃদয়েই লেখা আছে।

এবং রোমীয় ১ অধ্যায়ে প্রদত্ত আলোর বিষয়ে বলা হয়েছে; এর ১৮ থেকে ৩২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, যারা ঈশ্বরের দেখানো আলোর পথে চলে না, তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ রয়েছে।

সেই সত্যের অনুসরণ করে জীবনযাপন করে যা তারা সৃষ্টি থেকে এবং সাধারণ উপলব্ধি থেকে সহজাতভাবে জানে।

যা ঈশ্বর সকল মানুষকে দিয়েছেন, সকলের জন্য সহজলভ্য করেছেন, যদিও সকলে তা অনুসরণ করে না। সুতরাং ১৭ পদে এর ধারাবাহিকতায় বলা হয়েছে।

৫ নং পদে যখন বলা হয়েছে একটি মেঘ তাদের ঢেকে ফেলেছিল, সেটি একটি উজ্জ্বল মেঘ।

স্পষ্টতই একটি উজ্জ্বল মেঘ ছায়া ফেলতে পারে, তাই সম্ভবত এটি পরিবেষ্টিত বা পরিবেষ্টনকারী বা আবৃত।

ওখানে আরও ভালো শব্দ হবে।

মথি ৩:১৭ পদে শিষ্যরা পিতার এই সাক্ষ্য শুনেছিলেন যে, যিশু তাঁর পুত্র।

যোহন বাপ্তাইজকের দ্বারা যীশু যখন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন, তখনও তারা সেই একই কথা শুনেছিল, "ইনি আমার প্রিয় পুত্র এবং তাঁর প্রতি আমি অধিক সন্তুষ্ট।"

৬ নং পদের একটি আকর্ষণীয় বিষয় হলো, শিষ্যরা যখন পিতার কণ্ঠস্বর শুনলেন, তখন তাঁরা উপুড় হয়ে পড়লেন এবং অত্যন্ত ভীত হলেন।

দানিয়েল ৮:১৭ এবং প্রেরিত ৯:৪ পদে দেখা যায়, ঈশ্বরের মহিমা দেখে দানিয়েল ও পৌল উপুড় হয়ে পড়েন।

আর এটাই সেই বিষয় যা আত্মায় নিহত হওয়ার পেন্টেকস্টাল ধারণা সম্পর্কে আমাদের অত্যন্ত সন্দিহান করে তোলে, কারণ সাধারণত এই লোকেরা যারা আত্মায় নিহত হওয়ার দাবি করে...

তারা পেছন দিকে এবং পা প্রথমে পড়ে, এবং এমনভাবে পড়ে যে তারা মুখ থুবড়ে সামনের দিকে না পড়ে পেছন দিকে পড়ে।

আর লোকেরা যখন বাইবেল থেকে ঈশ্বরের মহিমা দেখল, তখন তারা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল। আমার মনে হলো, বিষয়টা উল্লেখ করার মতো।

লূক ৯:৩৭ থেকে বোঝা যায় যে, রূপান্তর পর্বতের এই সম্পূর্ণ ঘটনাটি সম্ভবত ছিল

রাতে, কারণ লূক ৯:৩৭ পদে বলা হয়েছে যে পরের দিন তারা পর্বত থেকে নেমে এসেছিলেন।

এবং ৯ নং পদ দিয়ে এখানে শেষ করতে চাই, আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করেছিলাম যে কীভাবে ১৬২০ সালে যিশু শিষ্যদের এই আদেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যে যিশু খ্রিষ্ট, এ কথা যেন তারা কাউকে না ব

শিষ্যরা খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করছিলেন যে, যদিও ইস্রায়েলের প্রত্যেকেরই তা অনুধাবন করা উচিত ছিল, তবুও তারা খোলাখুলিভাবে বলছিলেন যে, তা করলে ইহুদি নেতারা পিতার ইচ্ছার আগেই খ্রীষ্টকে হত এবং তা করার অনুমতিও দেওয়া হতে পারত।

আর এটা মোটেই যথাযথ ছিল না।

এটা এমন একটা সময় ছিল যখন তাকে কষ্ট ভোগ করার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল এবং এই সময়ে বিষয়টি নিয়ে খোলাখুলি কথা না বলাটা মোটেই সমীচীন হতো না।

তবে তাঁর পুনরুত্থানের পর তা যথাযথ হতো, কারণ এতে তিনি যে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, এই দাবি আরও জোরালো হতো।

দুই বা তিনজন সাক্ষী ছিল, যিশু তিনজন লোকের কথা বলেছিলেন এবং কোনো ঘটনা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাইবেল দুই বা তিনজন সাক্ষীকে মানদণ্ড হিসেবে দেয়।

সুতরাং, যিশুর মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের পর যা ঘটেছিল সে বিষয়ে এই তিনজন লোকের সাক্ষ্য।

রূপান্তর পর্বতে তাঁর উপস্থিতি এই দাবিকে আরও শক্তিশালী করত যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং তিনি একজন মসিহ।

অ্যালবার্ট বার্নস এ সম্পর্কে বলেন, এই রূপান্তরের একমাত্র নকশা, অন্ততপক্ষে

আমি আরও যোগ করব, শিষ্যদের দৃষ্টিকোণ ছিল তাদেরকে বোঝানো যে, তিনিই খ্রিষ্ট, এবং তিনি আরও মহান।

নবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠের চেয়েও, যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন, সেই আলবার্ট বার্নস।

আমি এখানে ১-৯ পদ সম্পর্কে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, অনেক পথপ্রচারক এবং যারা মৌখিক শাসন ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাসী বলে পরিচিত, তারা এই কথা ঘোষণা করে ঠিকই করছেন যে, আমাদের পাপ থেকে ফিরে আসতে হবে।

কিন্তু প্রায়শই তারা শুধু এই একটি কথাই প্রচার করবে।

আর আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু, যিশু খ্রিস্ট, যাঁর দিকে আমাদের ফিরতে হবে এবং যাঁকে বিশ্বাস ও অনুসরণ করতে হবে, তাঁকে তারা প্রায়শই সঠিকভাবে তুলে ধরে না।

আর যদি তিনি মহিমান্বিত না হন এবং তাঁর যথাযথ স্থানে প্রভু হিসেবে ঘোষিত না হন, তবে জীবনে কেউ কীভাবে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে?

আর আমি মনে করি যে, এখানে ১-৯ পদ অনুযায়ী, তাদের প্রচারে সুসমাচারের এই ধরনের গল্পের কোনো স্থান না থাকাটা তাদের প্রচারের একটি বড় ত্রুটি।

আর আমি জানি যে আমাদের মধ্যে অনেকেই এই ধরনের মানুষের সাথে পরিচিত এবং আমি তাদের আক্রমণ করতে চাইছি না, আমি এটা বলছি আমাদের নিজেদের জন্য এবং আমাদের নিজেদের বিচার আমাদের প্রচারে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারি।

যোহন ৫:২২-২৪ পদে যীশু বলেছেন, "কারণ পিতা কারও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচারের ভার পুত্রের হাতে অর্পণ করেছেন, যেন সকলে পিতাকে যেমন সম্মান করে, তেমনি পুত্রকেও সম্মান করে।"

যে পুত্রকে সম্মান করে না, সে তাঁকে প্রেরণকারী পিতাকেও সম্মান করে না।

আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, যে আমার বাক্য শোনে এবং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর উপর বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন লাভ করে এবং দণ্ডপ্রাপ্ত হবে না, বরং মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হয়।

পরিশেষে, যখন লোকেরা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করার দাবি করে কিন্তু নিজেদের পাপ থেকে ফিরে আসে না, তখন অবশ্যই এই বিষয়টির উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন যে, পাপকে প্রশ্রয় দিয়ে তাঁর উপর প্রকৃত বিশ্বাস

আর অন্ধকারে চলার পথে, যদি আমরা সত্যিই তাঁর দিকে ফিরতে চাই, তবে আমাদের নিজেদের বিবেককে ত্যাগ করতে হবে।

পাপের কথা প্রচার না করে শুধু পাপ ত্যাগের প্রচার করা এবং তাঁকে তাঁর প্রকৃত রূপে মহিমান্বিত না করা, এবং যিনি বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত তাঁকে মানুষের সামনে তুলে ধরা, তাঁকে তাঁর সঠিক স্থ ঠিক নয়, অর্থাৎ সুসমাচার সম্পূর্ণরূপে প্রচার না করা।

সুতরাং, বিষয়টি সেখানে উল্লেখ করার মতো ছিল।

সুতরাং ১০-১৩ পদে বলা হয়েছে, "তাঁর শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে শাস্ত্রবিদরা কেন বলেন?'"

তাহলে কি এলিয়াস বা এলিয়কে প্রথমে আসতে হবে?

তারা এইমাত্র পর্বতের উপরে এলিয়কে দেখেছিল এবং মজার ব্যাপার হলো, "যীশু তখন তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, এলিয়ই প্রথমে আসবেন এবং সমস্ত কিছু পুনরুদ্ধার করবেন।"

কিন্তু আমি তোমাদের বলছি যে, এলিয় ইতিমধ্যেই এসে গেছেন, অথচ তারা তাঁকে চিনতে পারেনি, বরং নিজেদের ইচ্ছামত তাঁর প্রতি আচরণ করেছে।

তালিকাভুক্ত মানে নির্বাচিত বা কাঙ্ক্ষিত, "যেমন মনুষ্যপুত্রও কেন তাদের দ্বারা দুঃখভোগ করবেন?" তখন শিষ্যরা বুঝলেন যে, তিনি তাদের যোহন বাপ্তাইজকের বিষয়ে বলছেন।

সুতরাং ১০ পদে, তারা পূর্ববর্তী ঘটনায়, অর্থাৎ পর্বতে যা দেখেছিল, তাতেই সন্তুষ্ট হয়েছিল।

যিশুই ছিলেন খ্রিষ্ট।

পিটার এটা আগে থেকেই জানতেন এবং আমার মনে হয়, ততদিনে অন্য সব প্রেরিতরাও অন্তত এ ব্যাপারে জোরালোভাবে সন্দেহ করতেন, কিন্তু যা তারা দেখেছিলেন তাতে তাদের মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল তবে তাদের মধ্যে তখনও একটি মতবাদগত দ্বিধা ছিল যা তাদের পীড়া দিচ্ছিল এবং তারা সেই বিষয়েই কথা বলছেন।

শাস্ত্রবিদরা বলছিলেন যে, খ্রীষ্ট আবির্ভূত হতে পারবেন না, কারণ বাইবেলে বলা আছে যে প্রথমে এলিয়কে আবির্ভূত হতে হবে এবং তিনি তা হয়েছিলেন।

আর এলিয় সবেমাত্র পর্বতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং পিতর ভেবেছিলেন যে তিনি থেকে যাবেন, এবং আমি ভাবি যে পিতর কি ভেবেছিলেন যে এলিয়কে সেভাবেই থাকতে হবে এবং তিনি কি ধর্মগ্রন্থের উল্লেখ

মালাখি ৪-এ।

তাই শাস্ত্রবিদরা বলছিলেন যে, যিশু খ্রিষ্ট হতে পারেন না, কারণ মালাখি ৪ অধ্যায়ে এমনটাই বলা আছে।

কলে উপস্থিত যারা হয়তো বিষয়টির সাথে ততটা পরিচিত নন, তাদের জন্য আমি এটা পড়ে শোনাবো।

পুরাতন নিয়মের একেবারে শেষ অংশ, সমগ্র পুরাতন নিয়মের শেষ তিনটি পদ।

মালাখি ৪:৪-৬, "আমার দাস মোশির সেই ব্যবস্থা স্মরণ কর, যা আমি হোরেবে তাঁকে আদেশ করেছিলাম,

সমস্ত ইস্রায়েলের জন্য বিধি ও বিচারসমূহ সহ।

দেখো, প্রভুর সেই মহাদিন ও ভয়ংকর দিন আসার পূর্বে আমি তোমাদের কাছে এলিয় ভাববাদীকে পাঠাবো; আর তোমরা মানুষের হৃদয় ঈশ্বরের সন্তানদের প্রতি এবং সন্তানদের হৃদয় তাদের পিতাদের প্
পৃথিবীকে অভিশাপ দিয়ে আঘাত করি।"

তাই শাস্ত্রবিদরা বলছিলেন যে, যিশু খ্রিষ্ট হতে পারেন না, কারণ প্রথমে এলিয়কে আসতে হয়েছিল।

এখন বাপ্তিস্মদাতা যোহন স্পষ্টতই এলিয় ছিলেন না এবং কিছু লোক ভুলভাবে পুনর্জন্মের শিক্ষা দিত,

এর মাধ্যমে বাইবেল পুনর্জন্মের শিক্ষা দেয়।

আমি বুঝতে পারি কেন শাস্ত্রবিদরা বলেছিলেন যে এলিয়কে প্রথমে আসতেই হতো, কারণ দেখুন, বাইবেলে তো তাই বলা আছে।

কিন্তু ঈশ্বর স্পষ্টতই আক্ষরিক অর্থে এলিয়কে বোঝাননি, বরং তিনি লূক ১:১৭ পদে যা বলা আছে, অর্থাৎ স্বর্গদূত গাব্রিয়েল যা বলেন, সেটাই বুঝিয়েছেন। আমরা গত সপ্তাহে এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা ক
বলিনি।

সরাসরি শ্লোকটি।

কিন্তু লূক ১:১৭ ও ১:১৬ এবং আরও অনেক পদে স্বর্গদূত গাব্রিয়েল বাপ্তিস্মদাতা যোহনের পিতা সখরিয়কে সেই শিশুটির বিষয়ে বলছেন, যার জন্ম হবে।

পদ ১৬ "আর তিনি ইস্রায়েলের অনেক সন্তানকে তাঁর প্রভু ঈশ্বরের দিকে ফেরাবেন, ঠিক যেমন আমরা মালাখি ৪ অধ্যায়ে এলিয় যা করবেন সে বিষয়ে পড়ি।"

আর তিনি এলিয়র আত্মা ও শক্তিতে তাঁর আগে আগে যাবেন, যেন তিনি পিতাদের হৃদয় সন্তানদের প্রতি এবং অবাধ্যতাকে ধার্মিকদের প্রজ্ঞার দিকে ফেরান, আর প্রভুর জন্য একটি প্রস্তুত জাতি গড়ে তোলেন

সুতরাং যদিও ঈশ্বর এলিয়র কথা বলেছিলেন এবং মনে হচ্ছিল যে তিনি হয়তো বলতে চাইছিলেন যে এলিয় আক্ষরিক অর্থেই ফিরে আসবেন, কিন্তু তিনি যখন তাঁর পরিত্রাণের পরিকল্পনা উন্মোচন করতে
করে দিলেন যে খ্রীষ্টের আগে যিনি আসবেন, তিনি আক্ষরিক অর্থে এলিয় হবেন না।

কিন্তু তিনি এলিয়া লেকের মতো একটি পরিচর্যা শুরু করতে যাচ্ছিলেন; ঠিক যোহন বাপ্তাইজকের মতোই, অনুতাপের উদ্দেশ্যে সেই একই অগ্নিশিখা ও আহ্বান এবং তাঁর প্রচারের সঙ্গে সেই একই, হুবহু সেই
থাকবে।

আর তাই এলিয় অবশ্যই আসবেন—এই শিক্ষা দিয়ে তারা ঠিকই করেছিল, কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারেনি এবং যিশু ১২ পদে এটাই বলেন, "এলিয় এসেছেন, কিন্তু এলিয় তো আগেই এসে গেছেন, অথচ তার

তারা তার প্রতি সেই সমস্ত কিছুই করত যা তারা তালিকাভুক্ত করেছিল, যা ইস্রায়েলের নেতারা বাপ্তিস্মদাতার ক্ষেত্রে পায়নি এবং অবশেষে হেরোদ যখন তাকে হত্যা করেন, তখন তারা হেরোদের বিরোধিতা কে

সুতরাং তারা এলিয়কে দেখে চিনতে পারল না, কিন্তু তাঁর উপর অত্যাচার করল।

সুতরাং এখন ১৩ পদে, শিষ্যরা অবশেষে বিষয়টি বুঝতে পারলেন, তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে বাপ্তিস্মদাতার কাজ ছিল আত্মায় এলিয়র মতো হওয়া, যার বিষয়ে পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

সুতরাং, বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আরও একটি পদ এখানে দেওয়া হলো। আপনি যদি মথি ২১:৩২ পদে যান, তাহলে দেখবেন, যিশু ইস্রায়েলের নেতাদের তিরস্কার করেন কারণ তারা বাপ্তিস্মদাতা যোহ
কারণ, যদি তারা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কর্তৃত্বকে স্বীকার করত, তাহলে তাদের...

তাঁকে খ্রীষ্ট বলে স্বীকার করো, কারণ বাপ্তিস্মদাতা যোহনই তাঁকে ইস্রায়েলের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

তাই মথি ২১:৩২ পদে যীশু বলেন, "কারণ যোহন ধার্মিকতার পথে তোমাদের কাছে এসেছিলেন এবং তোমরা

তারা তাকে বিশ্বাস করেনি, কিন্তু কর আদায়কারীরা ও বেশ্যারা তাকে বিশ্বাস করেছিল এবং তা দেখার পরেও তারা অনুতপ্ত হয়নি, যেন তোমরা তাকে বিশ্বাস করো।

তিনি ১১ নং অধ্যায়ে প্রায় একই রকমভাবে বলেছিলেন, "কিন্তু প্রজ্ঞা তার সন্তানদের দ্বারা সমর্থিত হয়।"

তিনি বলছিলেন যে, যারা দেখছিল জনের কথা বিশ্বাস করা উচিত ছিল, তারা তা-ই করছিল এবং তিনি ইসরায়েলের নেতাদের সমালোচনা করছিলেন তার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত সমালোচনা করার জন্য

তাদের কাছ থেকে এমনটা আশা করা হয়নি যে তারা শুধু এটাই বিশ্বাস করবে যে, "এলিয়া আসলে আসবেন না, কিন্তু তিনি এমন কেউ আসবেন যার এলিয়া লেকের মতো পরিচর্যা থাকবে।"

তারা তাঁর এলিয়া হ্রদের পরিচর্যার সাক্ষী ছিল এবং তার ফলও দেখেছিল।

তারা কর আদায়কারী, বেশ্যা, সৈন্য এবং অন্যান্য ইস্রায়েলীয়দের দেখেছিল যারা ঈশ্বরভক্ত ছিল।

তারা অনুতাপ করল এবং উত্তম ফল দেখতে পেল।

তারা দেখল যে এই লোকেরা এখন সত্যিই আব্রাহামের বিশ্বাসে জীবনযাপন করছে, যা আমিও বিশ্বাস করি।

সন্তানদের হৃদয় পিতাদের প্রতি এবং পিতাদের হৃদয় সন্তানদের প্রতি ফেরানোর কথা বলতে আসলে কী বোঝায়।

এর মধ্যে পিতামাতাকে সম্মান করা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বিষয়টি তার চেয়েও বেশি কিছু।

এটি ইহুদি পূর্বপুরুষ আব্রাহাম, আইজ্যাক এবং জ্যাকবের বিশ্বাসে চলা, যাঁরা হতে পারতেন

ইসরায়েলিদের নিজেদের বংশধর হওয়ার কারণে তাদের মালিক হতে লজ্জিত।

সেই সময়ে যোহন বাপ্তিস্মদাতা এসে উপস্থিত হলেন এবং তিনি অনুতাপের প্রচার করতে লাগলেন ও লোকেদের অনুতাপে প্ররোচিত করতে লাগলেন, এই বলে যে, খ্রীষ্ট আছেন এবং তাঁর রাজ্য সন্নিকট।

তারা দেখেছিল, তাঁর পরিচর্যার আত্মা ও শক্তির দ্বারা কতজন অনুতপ্ত হয়েছিল। তাদের জানা উচিত ছিল যে, যোহন বাপ্তিস্মদাতাই সেই এলিয়, যাঁর বিষয়ে তাঁর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। এই কথাটি আং

যখন আমরা ঈশ্বরের কাজ দেখি এবং দেখি যে, যারা ধার্মিক পথে ছিল তারা সত্যিই অনুতপ্ত হচ্ছে এবং

আপনি এর ফল দেখতে পান এবং আপনার সামনে এই সমস্ত প্রমাণ থাকে যে ঈশ্বর সত্যিই এর মধ্যে আছেন এবং তাঁর বাক্য সত্যিই প্রচারিত হচ্ছে এবং আমরা এর উত্তম ফল দেখতে পাই।

অবশ্যই এর নকল করা যেতে পারে, কিন্তু যখন তা আসল হয়, ঈশ্বর চান আমরা যেন তা চিনতে পারি। দেখা যাক, এই পদগুলো নিয়ে আমার আর কিছু বলার আছে কি না।

সুসমাচারের প্রতি শাস্ত্রীদের অপব্যবহার বিষয়ে সামান্য কিছু কথা।

খ্রিস্ট যে আক্ষরিক অর্থেই কষ্টভোগ করেছিলেন, তা স্পষ্ট, কারণ ইসরায়েলের শাস্ত্রবিদরা তা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

তাকে হত্যা করার জন্য, তারা অবশ্যই ধর্মগ্রন্থের অপব্যবহার করে দাবি করেছিল যে তিনি মসিহ ছিলেন না এবং তারা

আমি এমন একটি বিবাদ সম্পর্কে পড়তে চলেছি যা এর একটি উদাহরণ হতে পারে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শাস্ত্রবিদরা, যারা নিজেদের ভুল শুধরে নিতে ইচ্ছুক নন, তারা সুসমাচারের বড় বিরোধী হতে পারেন।

প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকে পৌল যখন এক শহর থেকে অন্য শহরে প্রচার করছিলেন, তখন তিনি ক্রমাগত বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছিলেন।

ইহুদি উপাসনালয়গুলোতে এবং প্রায়শই নেতাদের ভেতরে বদলি করা হতো কারণ লোকেরা

পৌল ও তাঁর সঙ্গে থাকা প্রেরিতদের দেখে লোকেরা তাদের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছিল এবং তারা ভয় পাচ্ছিল যে, যিশুর সময়ে ইসরায়েলের ইহুদি নেতাদের মতো তাদের কর্তৃত্বের স্থান ও সম্মানের স্থান বিপন্ন হ

কিন্তু তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনও শিক্ষা দিত, যেমনটা আমরা আগে আলোচনা করেছি, যে মসিহ হবেন একজন রাজা, যিনি দৈহিক শক্তি নিয়ে আসবেন এবং ইসরায়েলকে রোমানদের হাত থেকে উদ্ধার ব

আর তাই ইহুদি উপাসনালয়ের একজন নেতার জন্য যিনি উপাসনালয়গুলিতে প্রচার ও শিক্ষা দিয়ে আসছিলেন

যখন পৌল বা প্রেরিতেরা তাদের কাছে এসে খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রচার করতেন যে, মসিহকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল ও তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং তাঁর মৃত্যু হবে না, কিন্তু তা এখনই হবে না।

এবং এখন তাঁকে অনুসরণ করার অর্থ হবে কষ্টভোগ ও জগতের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়া, আর আমরা মহিমার দিক থেকে মসিহের রাজ্য তৎক্ষণাৎ লাভ করি না।

সেটা তাদের প্রতি একটি অপরাধ হতো, কারণ এর অর্থ হতো যে তাদেরকে

সংশোধন করা হবে।

আর তাই প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকে ইহুদিদের মধ্যকার সমস্ত বিরোধিতার মধ্যে এবং এমনকি আজও কিছু পরিমাণে দেখা যায় যে, শাস্ত্রবিদরা খ্রীষ্টকে তাড়না করছেন এবং তিনি কে ও কী করেছেন তা ' অপব্যবহার করছেন।

এই হাজার হাজার ভ্রান্ত মতবাদ ও ভ্রান্ত ধর্মতত্ত্বের মধ্যেই এখন আপনি দেখতে পাবেন যে, খ্রিস্ট শাস্ত্রীদের হাতে ঠিক সেভাবেই কষ্টভোগ করছেন, যেভাবে আমি বিবেচনা করি ক্যালভিনিস্টরা করবে...

তারা পূর্বজ্ঞান, পূর্বনির্ধারণ এবং মনোনয়নের মতো শব্দগুলোকে এমন সব অর্থ বোঝাতে অপব্যবহার করেছে, যা ধর্মগ্রন্থে মোটেও বোঝানো হয় না এবং যা ধর্মগ্রন্থ থেকেই প্রমাণ করা যায়।

ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান অনুসারে একটি জাতি হিসেবে ইসরায়েলকে কীভাবে মনোনীত বলা হয়।

এর সহজ অর্থ হলো, মনোনীত হওয়া এবং পূর্বজ্ঞান ঈশ্বরের পরিত্রাণ পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত, এবং এর মাধ্যমে খ্রিষ্ট পরিত্রাণের পথ দেখাবেন ও সেই পূর্বনির্ধারণে প্রবেশ করার শর্তাবলী নির্ধারণ করবেন

রোমীয় ৮, ২৮ ও ২৯ অধ্যায়ের মতো বিষয়কে বোঝায়।

এর সম্পর্ক রয়েছে ঈশ্বরের সেই অভিপ্রেত গন্তব্যের সাথে, যেখানে সকল বিশ্বাসী তাঁর পুত্রের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হবে।

সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর কর্তৃক যথেচ্ছভাবে ও নিঃশর্তে মানুষ বেছে নেওয়ার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

বিশ্ব রক্ষা পাবে না অথবা রক্ষা পাবে অথবা পাবে না।

এর কারণ হলো, ঈশ্বরের একটি গন্তব্য আছে যেখানে তিনি সকল বিশ্বাসীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করছেন এবং যদি তারা বিশ্বস্ত থাকে, তবে তিনিও তাঁর অংশ পালনে বিশ্বস্ত থাকবেন এবং আমরা শুধু পারি।

কীভাবে শাস্ত্রবিদরা অপ্রয়োজনীয়ভাবে শাস্ত্রকে জটিল করে তোলার মাধ্যমে খ্রীষ্টের সরল সুসমাচারের বিরোধিতা করেন, সে বিষয়ে সপ্তাহব্যাপী অধ্যয়ন।

তাহলে এবার মথি ১৭:১৪ পদে আসা যাক, "আর তাঁরা যখন জনতার কাছে পৌঁছলেন, তখন এলেন...

এক ব্যক্তি তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, 'প্রভু, আমার ছেলের ওপর দয়া করুন, কারণ সে উন্মাদ এবং অত্যন্ত পীড়িত; কেননা সে প্রায়শই আগুনে এবং প্রায়ই জলে পড়ে যায়।'

এবং আমি তাঁকে তোমার শিষ্যদের কাছে নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু তাঁরা তাঁকে সুস্থ করতে পারলেন না।

তখন যীশু উত্তর দিয়ে বললেন, 'হে অবিশ্বাসী ও বিপথগামী প্রজন্ম, আর কতকাল আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব?'

আর কতকাল আমি তোমাকে সহ্য করব? তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

সুতরাং মার্ক ৯:১৫ পদে, আপনি যদি এখানে মার্ক ৯:১৫-তে যান, তাহলে দেখতে পাবেন যে, আচ্ছা, আমি দুঃখিত, মার্ক ৯:১৪। তো, যীশু যখন পর্বত থেকে নেমে এসে তাঁর শিষ্যদের কাছে এলেন, তখন তি জনতা এবং শাস্ত্রীদেরকে তাঁদের সঙ্গে প্রশ্ন করতে দেখলেন।

মনে হচ্ছে, সম্ভবত অ্যাডাম, ক্লার্ক বা অলিভার বার্নসের মধ্যে কেউ একজন তার মসিহ হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলছিল।

তাহলে এটা হবে তিনি কিছুক্ষণ আগে যে বিষয়ে কথা বলছিলেন তার একটি উদাহরণ।

এটাও সম্ভব যে তারা ভূত তাড়ানোর বিষয়ে কিছু একটা বলে প্রশ্ন করছিল।

এছাড়াও।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, লিপিকারদের তাদের সাথে প্রশ্ন করাটা সত্যিই অনুচিত ছিল।

এমন সময়ে এমন একজন ছেলে ছিল যার সাহায্যের খুব প্রয়োজন ছিল এবং তারা একটি দারুণ সময়কে কাজে লাগাচ্ছিল।

একটি মতবাদগত ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক উত্থাপন করার জন্য চরম সংকটময় সময়ের প্রয়োজন।

যারা কারো চরম প্রয়োজন ও প্রকৃত জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে মতবাদগত ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক বা আলোচনা শুরু করে, তাদের সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন থাকা জরুরি।

যদি কোনো জরুরি অবস্থা তৈরি হয়, যেমন ধরুন কোনো ছেলে তার ভেতরের অসুরগুলোকে প্রকাশ করছে এবং তার বাবা তাকে সুস্থ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে, তাহলে তাদের নম্বর বা ওই জাতীয় কিছু এ

তাদের ইমেইলে বলুন, এই বিষয়টির সমাধান হয়ে গেলে আগামীকাল আলোচনাটি চালিয়ে যাওয়া যাক। আর তাই যারা বিতর্ক পছন্দ করে, তাদের চিহ্নিত করা ভালো।

সুতরাং মার্ক ৯:১৫, "আর তখনই সমস্ত লোক তাদের দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে ছুটে গেল, তাঁকে অভিবাদন জানাল, এবং তিনি তাদের সঙ্গে আপনার করা প্রশ্নে সায় দিলেন।"

এটা কৌতূহলোদ্দীপক যে তিনি এখানে তাঁর শিষ্যদের পরিবর্তে শাস্ত্রবিদদের প্রশ্ন করা বেছে নিয়েছিলেন।

মনে হচ্ছে, তিনি তাদের বিব্রত করতে চাননি এবং তার সন্দেহ ছিল যে লিপিকাররাই অন্যায় করেছিল।

তখন ভিড়ের মধ্য থেকে একজন উত্তর দিয়ে বলল, "প্রভু, আমি আমার বোবা আত্মাগ্রস্ত ছেলেকে আপনার কাছে এনেছি।"

আর, "তিনি তাঁকে যেইমাত্র গ্রহণ করেন, তাঁকে ছিঁড়ে ফেলেন, ফুঁ দেন, দাঁত দিয়ে কড়কড় করেন এবং খেয়ে ফেলেন।

আর আমি তোমার শিষ্যদের বলেছিলাম যেন তারা তাঁকে বের করে দেয়, কিন্তু তারা তা পারল না।" তখন তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, "হে অবিশ্বাসী প্রজন্ম, আর কতকাল আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব? আর ক আমার কাছে নিয়ে আসতে দেব?"

আর তারা তাঁকে তাঁর কাছে নিয়ে এল, আমি মার্ক ৯২০-এর কথা বলতে চেয়েছি।

আর তাকে দেখামাত্রই আত্মা তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল, এবং সে মাটিতে পড়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য আকুল হয়ে উঠল।

আর সে তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করল, "তাঁর কাছে এই ঘটনা ঘটার পর কতদিন হবে?" তিনি একটি শিশুর বিষয়ে বললেন।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, যিশু আর কিছু বলেননি।

তিনি এটা অস্বীকার করেননি যে, একটি শিশু ভূতে ভর করতে পারে।

আর আমার মনে হয়, যদিও আমি এটা নিশ্চিতভাবে জানি না, কিন্তু পরে যিশু যখন বলেন যে কীভাবে কেবল প্রার্থনা ও উপবাসের মাধ্যমেই এই ধরনের আত্মা প্রকাশিত হতে পারে, তখন আমার মনে হয় গুণটি তাঁর শৈশব থেকেই ছিল।

এবং আমি যদি বিষয়টা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারতাম, কিন্তু আমার মনে হয় যে এর মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে বলে সন্দেহ করাটা অযৌক্তিক নয়।

আর বহুবার তা তাকে ধ্বংস করার জন্য সভাকক্ষে ও জলে নিক্ষেপ করত। কিন্তু তুমি যদি কিছু করতে পারো, তবে আমাদের প্রতি করুণা করো এবং সাহায্য করো।

যীশু তাঁকে বললেন, "যদি তুমি বিশ্বাস করতে পারো, তবে যে বিশ্বাস করে তার জন্য সবকিছুই সম্ভব।"

আর তখনই শিশুটির পিতা কেঁদে উঠে বললেন, "প্রভু, আমার বিশ্বাস, তুমি আমার সমস্ত অবিশ্বাস দূর করেছ।"

অ্যালবার্ট বার্নস এখানে বলেছেন, "এর মানে এই নয় যে তার বিশ্বাস যীশুকে তাকে সুস্থ করার ক্ষমতা দেবে, বরং এর অর্থ এই যে, যীশুর পক্ষেই সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করা সমীচীন হবে।"

"একমাত্র এইভাবেই এবং এইভাবেই বিশ্বাসীদের জন্য সবকিছু সম্ভব।" - আলবার্ট বার্নস।

তাহলে দেখি, দুঃখিত, মার্কের মধ্যে আমি তাল হারিয়ে ফেলেছি।

বিভিন্ন সুসমাচার—মথি, মার্ক ও লূক যে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর জোর দিতে চেয়েছেন—সেগুলো সবই সত্য এবং একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

আমার মনে হয়, মথি লিখিত সুসমাচার পড়ার সময় মাঝে মাঝে মার্ক ও লুকের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য জেনে নেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং মথি ১৭ ও ১৮ অধ্যায়ে ফিরে গেলে দেখা যায়, সেখানেও মূলত একই কথা বলা হয়েছে।

যখন যিশু শয়তানকে ধমক দিলেন, তখন সে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল এবং শিশুটি সেই সময় থেকে সুস্থ হয়ে গেল।

এখন যদি আপনি লূক ৯ অধ্যায়ে যান, তাহলে দেখবেন লূক আরও কিছু বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন, যা আমার মনে হয় এখানে আলোচনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং ৪৩ পদে, যীশুকে শয়তান তাড়িয়ে দেওয়ার পর, (লূক ৯:৪৩), "আর তারা সকলে ঈশ্বরের পরাক্রমশালী শক্তিতে বিস্মিত হল।"

কিন্তু যীশু যা করলেন, তা দেখে তারা সবাই যখন অবাক হচ্ছিল, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, "এই কথাটি তোমাদের কানে গেঁথে নাও, কারণ মনুষ্যপুত্রকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে।"

কিন্তু তারা এই কথাটি বুঝতে পারল না, এবং তা তাদের কাছে গোপন ছিল, ফলে তারা তা উপলব্ধি করতে পারল না, আর তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে ভয় পেল যে তারা কী বলছে।

সুতরাং দেখে তো মনে হচ্ছে, মানে, শুধু মনে হচ্ছে না, বরং ব্যাপারটা নিশ্চিতভাবেই তাই।

তারা এমন এক সময়ে ছিলেন যখন তারা কিছুটা সম্মান ও প্রশংসা পাচ্ছিলেন।

এবং জনগণের মধ্যে কিছু বিস্ময়।

এবং আমি মনে করি যে ৯৪৪ সংখ্যাটি আমাদের নিজেদেরকে মনে করিয়ে দেওয়ার মতো একটি বিষয়।

মাঝে মাঝে খ্রিষ্টান হিসেবে আমরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা ও সম্মান পেতে পারি, কারণ লোকেরা হয়তো দেখবে যে আমরা সত্যিই কাউকে সাহায্য করছি।

আপনি সত্যিই ভালো কাজ করছেন।

এবং এমনকি অনেক পথভ্রষ্ট মানুষও তা স্বীকার করবে।

হয়তো ঈশ্বর সত্যিই কোনো অলৌকিক কাজ করেন এবং মানুষ তা নিয়ে বিস্মিত হয়। এটা এমন একটা সময় যখন মানুষের প্রশংসার প্রতি আসক্ত হওয়াটা খুব সহজ।

সুতরাং লূক ৯:৪৪ অধ্যায়টি এক্ষেত্রে মনে রাখার মতো একটি বিষয়।

এই কথাটি তোমাদের কানে গেঁথে যাক, কারণ মনুষ্যপুত্রকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

যখন যারা প্রকৃত অর্থে অনুতপ্ত নয় এবং যারা সত্যিই খ্রীষ্ট ও তাঁর পক্ষ নেয়নি

সরকার এখনও, জানেন তো, ক্রুশবিদ্ধ করার মতো কাজে জড়িয়ে পড়া থেকে মাত্র একটি প্রতিকূল পরিস্থিতি দূরে আছে।

যেমনটা আমরা পরে জানতে পারি, এবং তার নিজের লোকদের ওপর অত্যাচারের ক্ষেত্রে বিষয়টি এখনও এমনই।

তাহলে আবার মথি ১৭ অধ্যায়ে ফেরা যাক। আচ্ছা, মথি ১৭, ১৯।

আচ্ছা, তখন শিষ্যরা যিশুর কাছে একান্তে এসে বললেন, "আমরা কেন নিক্ষেপ করতে পারলাম, কেন পারলাম না?"

"তোমাদের অবিশ্বাসের কারণে আমি তোমাদের সত্যি কথাই বলছি, যদি তোমাদের সর্ষের দানার মতোও বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পর্বতকে বলবে, 'এখান থেকে সরে যাও, ঐ স্থান থেকে,' আর তা সরে যা অসম্ভব হবে না, যদিও এই ধরনের ভূত প্রার্থনা ও উপবাস দ্বারা দূর হয় না।"

১৯ নং পদে, অ্যাডাম ক্লার্ক এটিকে একটি শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন যে, যখন আমাদের প্রচেষ্টা ও পরিচর্যা ব্যর্থ হয়, তখন প্রার্থনা করতে ও অনুসন্ধান করতে হবে যে, কোনোভাবে এর জন্য আমরাই দায়ী ভালো শিক্ষা যা আমরা এখানকার শিষ্যদের কাছ থেকে শিখতে পারি।

২০ এবং ২১ নং পদ বুঝতে আমার সবসময়ই কষ্ট হতো, এবং অ্যাডাম ক্লার্ক ও অ্যালবার্ট বার্নস যেভাবে এটি ব্যাখ্যা করেছেন তা আমার কাছে বোধগম্য হয়েছে। আমি যে তাদের কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে।

আমার মনে হয় না আমি তাঁদের দুজনের কারও কথাই সরাসরি উদ্ধৃত করছি, কিন্তু তাঁদের মন্তব্যগুলো পড়ে আমি মোটামুটি এটাই বুঝেছি।

ক্ষুদ্রতম বিশ্বাসও প্রসারিত হয়ে মহত্তম কাজ করতে পারে, কিন্তু ঠিক যেমনটা ১৩ নং অধ্যায়ে হয়েছিল যখন

যিশু তাঁর রাজ্য সম্বন্ধে কথা বলেছিলেন, স্বর্গরাজ্যকে তিনি একটি সর্ষের বীজের সাথে তুলনা করেছেন যা শুরুতে ছোট থাকে, কিন্তু বড় হয়ে উঠলে সমস্ত গাছের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়, এবং আমরা

আলোচনা করা হয়েছিল যে কীভাবে উষ্ণ জলবায়ুর তুলনায় মধ্যপ্রাচ্যে সরিষা গাছ অনেক বড় হতে পারে।

এবং শীতল জলবায়ুতে।

যিশু এখানে সম্ভবত বলতে চাইছেন যে, যদি তোমার মধ্যে সামান্যতম বিশ্বাসও থাকে, তবে তা শক্তিশালী হয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে যে তুমি মহত্তম কাজ করতে পারবে, এমনকি পর্বতও সরিয়ে ফেলতে

সম্ভবত তিনি সেই পর্বতটির দিকেই ইঙ্গিত করছিলেন, যেখান থেকে তিনি শিষ্যদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেই এসেছিলেন। তিনি এখানে রূপক অর্থে কথা বলছিলেন না, যেমনটা আমি প্রায়শই লোকেদের কর বলছেন, "আমি এই ধরনেরই থাকব, যা প্রার্থনা ও সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা উৎপন্ন হয় না।"

বিশ্বাসকে এমনভাবে বৃদ্ধি করা যাতে তা শয়তান বিতাড়নের মতো মহান কাজ সম্পন্ন করতে পারে, এর জন্য আমি অন্য কোনো শিক্ষা দেখি না, কিন্তু এর জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে এক গভীরতা এবং ঈশ্বর-সম্পর্কি

তা সহজে আসে না, এর জন্য প্রয়োজন উপবাসের সময়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর অন্বেষণ করা এবং তাঁকে জানা।

যখন নিজেকে সত্যিই সংযত করতে হয়, কঠিন পরিস্থিতির কাছে সত্যিই নতি স্বীকার করতে হয়।

মনে হচ্ছে তিনি এমন এক মহান বিশ্বাসের কথা বলছেন যা তা দূর করতে পারত।

শয়তানকে বশে আনতে প্রচুর শৃঙ্খলা এবং ঈশ্বরের প্রতি গভীর আন্তরিক অন্বেষণের প্রয়োজন হবে, আর স্পষ্টতই এটাই উপবাস করার প্রধান কারণ।

২২ ও ২৩ পদ, "আর তাঁরা কফরনাহুমে এসে পৌঁছালে, লোকেরা জন্মগ্রহণ করল ও তাঁদের জল দিয়ে পেটানো হল, এবং যীশু তাঁদের বললেন, মনুষ্যপুত্রকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে, আর তারা তাঁকে তিনি আবার পুনরুত্থিত হবেন।"

এবং তারা অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন।

মসিহকে এভাবে কীভাবে হত্যা করা যেতে পারে, তা দেখা তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ছিল।

তারা এ বিষয়ে শুনেছিল, কিন্তু সম্ভবত তার প্রতি মানবিক আকর্ষণের কারণে তারা তা করেনি, এবং যেমনটা আমরা ২৩ নং পদে দেখতে পাই যে তারা দেখছিল, এটা শুনে দুঃখ পেলাম, তাদের ছিল

তার প্রতি একটি মানবিক আকর্ষণ।

তারা এটা শুনতে চায়নি, এবং ধর্মগ্রন্থ পুরোপুরি না বোঝার কারণে তাদের পক্ষে এটা বোঝা কঠিন ছিল যে, কীভাবে মসিহ এবং যিনি এইমাত্র ভূত তাড়ানোর মতো এত বড় একটি কাজ করেছেন, তিনি এমন তাঁকে হত্যা করা হবে, এবং শুধু

ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এবং এই সত্যকে মেনে নেওয়া যে, তারা তখনও তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেনি। আর খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের আগ পর্যন্ত তারা তা কখনোই পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেনি।

সুতরাং ২৪ পদ, "আর তাঁরা কফরনাহুমে এসে পৌঁছালে, যারা কর আদায় করত, তারা পিতরের কাছে এল,

এবং বললেন, 'তুমি যদি তোমার মনিব না-ও হও, কর প্রদান করো।' সে বলল, 'হ্যাঁ।'

আর তিনি যখন বাড়ির দিকে আসছিলেন, তখন যীশু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি কী ভাবছ,

শিমোন, পৃথিবীর রাজারা আপন সন্তানদের কাছ থেকে অথবা বিদেশীদের কাছ থেকে কাদের কাছ থেকে শুল্ক বা কর আদায় করেন?

পিতর তাঁকে বললেন, "তাহলে শিশুরা মুক্ত।" তবুও, পাছে আমরা তাদের অসন্তুষ্ট করি, তিনি সমুদ্রে গিয়ে একটি বড়শি ফেললেন এবং যে মাছটি প্রথমে উঠে এল, সেটি ধরলেন।

আর যখন তুমি তার মুখ খুলবে, তখন তুমি একটি মুদ্রা পাবে যা তারা তাকে দিতে পারবে।

আমার ও তোমার জন্য সেগুলো।'"

এরা রোমান কর আদায়কারী ছিল না।

বাইবেল ভাষ্যকারদের সম্পর্কে আমি যা বুঝতে পেরেছি, তাতে আমি এ বিষয়ে একমত ছিলাম।

এটা স্বেচ্ছামূলক ছিল, আমি জানি না এটা স্বেচ্ছামূলক ছিল কিনা, আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু যদি আপনি হতেন

যাত্রাপুস্তক ৩০:১৩ পদে গিয়ে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পদগুলো পড়লে দেখা যায়, এটাই ছিল মন্দিরের কর।

আমার মনে হয়, এই অর্থ শুধু ইসরায়েলের সন্তানদের মধ্যে ২০ বছরের বেশি বয়সী পুরুষদেরই পরিশোধ করার কথা ছিল, কিন্তু হয়তো প্রত্যেক ইসরায়েলিকেই তা পরিশোধ করতে হতো।

সেটা নিশ্চিতভাবে জেনে নেওয়ার মতো বেশি সময় আমার ছিল না।

কিন্তু যাত্রাপুস্তক ৩০ অধ্যায় থেকে আপনারা দেখতে পান যে, তা নিশ্চিতভাবেই কেবল বিশ বছরের বেশি বয়সী ইস্রায়েলীয়দের জন্য ছিল এবং মন্দিরের সেবার জন্য তা যাজকদেরকে দেওয়া হতো।

তারা যিশু ও প্রেরিতদেরকে উত্যক্ত করছিল কি না, তা আমরা জানি না। হয়তো করছিল না।

কিন্তু মূল কথা হলো, এটি ছিল মন্দিরের জন্য একটি কর, যা ছিল যিশুর পিতার ঘর, এবং যা যিশু করেননি, আমরা তা শুরুতে তাঁর মন্দির শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে জানি।

এবং তাঁর পরিচর্যার শেষে, তিনি একথা বলতে দ্বিধা করেননি যে মন্দিরটি ছিল তাঁর পিতার গৃহ, সুতরাং এই মন্দিরটি যা পিতা ইস্রায়েলীয়দের কাছ থেকে নিচ্ছিলেন, যিশু ছিলেন সেই গৃহের কর্তা।

বাবা, এটা দেওয়ার কথা ছিল না, কারণ রাজারা নিজেরা কর নেন না। আমি রাষ্ট্রপতি বা আমাদের সরকারের কথা বলছি না।

যখন কোনো দেশে একজন রাজা বা রানী রাজত্ব করেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই রাজা নিজে কর প্রদান করেন না।

করের টাকা সরাসরি রাজার কাছে যেত এবং তার পরিবারকে কর দিতে হতো না। দেখুন, ইসরায়েলের রাজা শৌলের ক্ষেত্রে, যিনি গোলিয়াথকে হত্যা করবেন, তাকে তিনি যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছিলেন তার মেয়েকে তার স্ত্রী হিসেবে দেবেন এবং

সে তার বাবাকে সেই মানুষে পরিণত করবে যে তাকে হত্যা করেছিল, যে গোলিয়াথকে হত্যা করেছিল, সে তাকে তৈরি করবে

ইসরায়েলে তার পিতার পরিবার স্বাধীন ছিল। রাজাদের তা করার ক্ষমতা ছিল।

এটি এমন একটি কর ছিল, যার বিষয়ে যিশু এই বলে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন যে, 'আমাকে এটা দিতে হবে না, কারণ এটা আমার পিতার পরিবারের জন্য কর,' এবং তিনি সেটিকে নিজের ছিলেন না।

এটি এমন একটি কর ছিল, যার বিষয়ে তিনি আইনত এই যুক্তি দিতে পারতেন যে, আমাকে এটি পরিশোধ করতে হবে না এবং যারা আমার সেবক, তাঁর শিষ্য, তাদেরও এটি পরিশোধ করতে হবে না।

মিশনারিদের দেশগুলোতে ব্যাপারটা কেমন তা আমি জানি না, কিন্তু আমি জানি আমেরিকায় আছে

একটি বড় আন্দোলন চলছে এটা বলার জন্য যে, প্রযুক্তিগতভাবে ও আইনত আমাদের আয়কর দিতে হবে না। তারা বলার চেষ্টা করে যে, আমার মনে হয়, যে সংশোধনীতে আয়করের কথা বলা হয়েছে, তা শুধু

এটি আপনার প্রকৃত আয় এবং মূলধারার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এমন মানুষদের নিয়ে কথা বলছে না।

যেসব গণমাধ্যমে খ্রিস্টান এবং রক্ষণশীল ধরনের মানুষেরা থাকেন, তারাই সাধারণত জোর দিয়ে থাকেন।

এইটা।

আমার সন্দেহ হচ্ছে যে তারা হয়তো ঠিকই বলছে।

কিছু আদালতের মামলায় তাদের পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছে, যদিও তারা জানে যে তাদের কাছে তা নেই।

আয়কর প্রদান করতে।

তা যদি সত্যিও হয়, তবুও তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না এবং আমাদের কর পরিশোধ করা উচিত। এটাই যিশু ও প্রেরিতদের দৃষ্টান্ত।

যিশু অনিচ্ছুক ছিলেন, পাছে তিনি অর্থ সংগ্রহকারী লোকদের অসন্তুষ্ট করে ফেলেন, পাছে তিনি

ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে।

তিনি তাদের সামনে কোনো খারাপ ভাবমূর্তি তৈরি করতে চাননি; এমনটা দেখাতে চাননি যে তারা চেষ্টা করছে, বরং তারা কৃপণ এবং তাদের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করছে না।

তাই যিশু পিতরকে একটি মাছ ধরতে বললেন এবং জানালেন যে কর দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দেওয়া হবে।

আর এটিও স্পষ্টতই যিশুর দেবত্বের একটি প্রমাণ।

আপনি বলতে পারেন এটা একটা অলৌকিক ঘটনা যা হয়তো তিনি সঠিকভাবে করেননি কিন্তু নিশ্চিতভাবেই যে

তিনি পিতরকে আদেশ দিয়ে এটিকে প্রভাবিত করতেন এবং পিতা, যিশুর প্রার্থনার মাধ্যমে,

উত্তর দিত এবং তাকে এই উত্তরটিই দিত। সুতরাং এখানে একটি বড় শিক্ষা রয়েছে।

খ্রিষ্টান হিসেবে, কখনও কখনও আইনগতভাবে বা আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো কিছুর ওপর আমাদের অধিকার থাকলেও, তা নিশ্চিত করা সঠিক, তা যিশুকে অনুসরণ করা এবং প্রেরিতদের কর্তব্য।

কাউকে আঘাত করার কোনো ন্যায্য সুযোগ দেবেন না।

পৌল ১ করিন্থীয় ১০ অধ্যায়ে এই নীতিটি দিয়েছেন।

কিছু লোক শিক্ষা দেয় যে, পৌল বলছিলেন যে, যদি বিবেক সায় দেয় তবে ইউদালের মন্দিরে মাংস খাওয়া ঠিক আছে, কিন্তু তিনি এমনটা বলেননি।

সে বলছিল যে, এসব ব্যাপারে তোমার বিবেকই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়।

অন্যদের কাছে একটি সাক্ষ্য রয়েছে যা বিবেচনা করতে হবে।

আর সেই কারণেই যখন পৌল ১ করিন্থীয় অধ্যায়ে প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা মাংস সম্বন্ধে কথা বলেছিলেন

১০, তিনি ১০.২৫ পদে এই নির্দেশ দেন, "ওহ, ১০.২৪, কেউ যেন নিজের স্বার্থ না খোঁজে, বরং প্রত্যেক মানুষ..."

অন্যের যা কিছু সম্পদ, তা মাংসের বাজারের ধ্বংসস্তূপে বিক্রি হয়, কোনো প্রশ্ন না করে খেয়ে নাও।

বিবেকের খাতিরে, কারণ এই পৃথিবী এবং এর সমস্ত কিছু প্রভুর।

মাংসের ক্ষেত্রে, যখন কেবল আপনার বিবেকেই জড়িত থাকে, তখন আপনি বিবেক দ্বারা পরিচালিত হতে পারেন।

কিন্তু যখন অন্য মানুষের সাক্ষ্যের প্রশ্ন আসে, তখন একটি উচ্চতর নীতি রয়েছে।

এরপর যা আসবে, সে বিষয়ে তিনি এখানে কথা বলবেন।

২৭ পদে বলা হয়েছে, "যদি অবিশ্বাসীদের মধ্যে কেউ তোমাদের কোনো ভোজে যেতে ডাকে এবং তোমরা যেতে ইচ্ছুক হও, তবে বিবেকের খাতিরে কোনো প্রশ্ন না করে তোমাদের সামনে যা পরিবেশন করা ব্যক্তি তোমাদের বলে যে এটি প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে, তবে তার খাতিরে খেয়ো না।"

বিবেকের খাতিরে এর অবসান হওয়া উচিত, কেননা এই পৃথিবী ও তার সমস্ত কিছু প্রভুর।

আমি বিবেকের কথা বলছি না, তোমার নিজের বিবেকের কথা বলছি, বরং অন্যের বিবেকের কথা বলছি; কারণ কেন আমার স্বাধীনতাকে অন্যের বিবেকের ওপর বিচার করা হবে?

নিরপেক্ষ বিষয়, মাংসের মতো জিনিসের ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতাকে অন্য কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা উচিত নয়।

মানুষের বিবেক, কিন্তু আমাদের তাদের বিবেকের কথাও বিবেচনা করতে হবে, নইলে আমরা খ্রিষ্টকে অনুসরণ করছি না, এবং পৌল এখানে এই কথাটাই বলবেন।

সুতরাং ৩০ পদে বলা হয়েছে, "কারণ আমি যদি অনুগ্রহে অংশীদার হই, তবে যে বিষয়ে আমি ধন্যবাদ দিই, সেজন্য কেন আমার নিন্দা করা হয়?"

অতএব তোমরা খাও বা পান করো, অথবা যা কিছুই করো না কেন, সবই ঈশ্বরের মহিমার জন্য করো।" ৩২ পদে ঠিক সেটাই বলা হয়েছে যা যীশু ২৭ পদে বলছিলেন, "কাউকে অসন্তুষ্ট করো না, বা ঈশ্বরের

আমি ইহুদিদের বা অ-ইহুদিদের অথবা ঈশ্বরের মণ্ডলীর প্রতি কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব করি না; বরং আমি সকল মানুষ ও সকল বস্তুকে আমার ইচ্ছাতেই দেখি; আমি নিজের লাভের চেষ্টা করি না, কিন্তু পরিত্রাণ পায়।

কর প্রদানের ক্ষেত্রে, আমরা আইনত বলতে পারি, "এমন যুক্তি দিন যে আমাদের তা পরিশোধ করতে হবে না,

কিন্তু অন্যদের সামনে আমাদের সাক্ষ্যের কী হবে, যদি এর ফলে আমাদেরকে এমন দেখায় যে আমরা...

সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ না করা প্রধান স্কেট এবং কম অবহিত ব্যক্তিরা।

অথবা আমাদের উপর ন্যায্যভাবেই ক্ষুব্ধ হতে পারে, আমাদের উচিত সেই ক্ষোভকে প্রতিহত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং বিশ্বাস রাখা।

ঈশ্বর আমাদের জন্য জোগান দেবেন এবং আমাদের যে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে, তা তিনি পূরণ করে দেবেন, যেমন যিশু পিতরের ক্ষেত্রে করেছিলেন।

আর আমি মনে করি এটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জিমির সাথে আমার অনেক কথাবার্তা হয়ে আসছে।

সম্প্রতি।

এমন অনেকেই আছেন যারা মনে করেন যে, শুধু নির্যাতিত হওয়ার কারণে, শুধু সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কারণে,

তারা নিশ্চয়ই সঠিক কাজটিই করছে।

কিন্তু যখন আমরা নিজেদেরকে কঠিন লোক হিসেবে তুলে ধরার জন্য বিপদে ফেলি, তখন আমরা চাই

এমন অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানো, যা নিয়ে মানুষ ভুল বুঝতে পারে এবং তা একটি খারাপ দৃষ্টান্ত হতে পারে।

হয়তো আমরা নিজেদের একটি কঠোর ব্যক্তিত্বের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে চাই এবং এর ফলে আমাদের এমন সব জায়গায় যেতে হয় ও এমন সব মানুষকে উস্কে দিতে হয় যাদের উস্কে দেওয়াটা অপ্রয়োজনীয়, আরও ভালোভাবে ধর্মপ্রচার করতে পারতাম এবং নিজেদেরকে অহেতুক ঝামেলায় না জড়াতে পারতাম।

তা জাগতিক হতে পারে এবং যখন পবিত্রতার চক্রের কথা আসে, তখন এটা বোঝা যায় যে আমাদের হতে হবে

আরে, মানুষ তো এভাবেই বিপথে যেতে পারে।

নিজেদের অর্জন, নিজেদের সাফল্য এবং স্থায়িত্বের জন্য কাজ করা।

এইসব বিষয় এবং এই ধরনের সূক্ষ্ম জাগতিক ধারণাগুলো তখনই প্রমাণিত হয়, যখন লোকেরা এমন সব সমস্যায় পড়ে যা এড়ানো যেত, যদি তারা ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রীয় নীতিগুলোর প্রতি আরও মনোযোগী হ অকারণে অন্যদের উত্যক্ত না করার ও অন্যকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করত, এবং এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাত যেখানে তারা প্রভু ও তাঁর সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য একান্ত প্রয়োজন না হলে অন্য কাউকে আঘা

অন্যথায়, আমরা কেবল নিজেদের উপর এমন কষ্ট ডেকে আনতে পারি যা আমাদের বা অন্য কারোরই কোনো ভালো করবে না এবং ঠিক তখনই আপনি পবিত্রতার পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেন যেখানে এই বি

আমাদের পবিত্র হতে হবে এবং এর সাথে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ জড়িত। এগুলো এমন কিছু সূক্ষ্ম উপায় যার মাধ্যমে মানুষ বিপথে যেতে পারে এবং আমাদের অবশ্যই সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। জিমি। হ্যালো জিমি।

হ্যালো?

আমরা এখানে আছি।

আমি জানি না জিমির কী হয়েছে। ওহ, আশা করি 'ওকে' ব্যবহার করা যাক।

ওয়াও, আমি শুধু ওয়াও বলতে পারি। ঈশ্বর নিশ্চয়ই আপনার মাধ্যমে কথা বলছেন, কারণ আপনি প্রতিটি বিষয়, প্রতিটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং আপনি ঠিক সেই বিষয়গুলোই তুলে ধরেছেন যা আমি গত দু-এক দিন ধরে অধ্যয়ন করছিলাম। এটা সত্যিই অবিশ্বাস্য।

ঈশ্বরের প্রশংসা করুন।

বাহ্।

চমৎকার।

যাইহোক, আমি আশা করি জিমি ভালো আছে, কিন্তু আমরা ওদের জন্য অপেক্ষা করার সময় আর কারো কি কোনো মন্তব্য বা প্রশ্ন আছে?

দুঃখিত বন্ধুরা, আমি মিউট করে রেখেছিলাম।

কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে, অনুগ্রহ করে রেকর্ডিং চলাকালীনই জিজ্ঞাসা করুন, যাতে আমরা তা রেকর্ড করতে পারি।

আমি নিশ্চিত নই আপনারা আগে আমার কথা শুনেছেন কিনা, কিন্তু ভাই অ্যারন, আপনার শিক্ষাটা বরাবরের মতোই খুব ভালো ছিল। আপনারা কি আমার কোনো কথা শুনেছেন, নাকি শেষ মুহূর্তে শুধু নিজে

ভাই, শুধু নিজের সাথেই কথা বলছি।

আমি ভেবেছিলাম আমি ওই অভ্যাসটা ছেড়ে দিয়েছি, তবুও আমি ভাই অ্যারনকে তাঁর চমৎকার শিক্ষার জন্য ধন্যবাদ জানাই। জানেন, খ্রিষ্টে আমাদের স্বাধীনতা আছে বটে, কিন্তু 'স্বাধীনতা' শব্দটি এখন যেভাবে

এতটাই, এতটাই, এতটাই খারাপভাবে বিকৃত করা হচ্ছে যে ধর্মপ্রচারকরা, তথাকথিত ধর্মপ্রচারকরা বলছেন

অন্যান্য প্রচারকরা দুর্বল পাত্র, কারণ তারা যেভাবে প্রচার করে তা তারা বোঝে না। তারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের বাক্যের সাথে নতুন কিছু যোগ করছে এবং নিজেদের নিয়ম তৈরি করছে।

তারা তিরস্কারের ঊর্ধ্বে, তারা অহংকারী এবং এই বিষয়টি নিয়েই আমরা ভবিষ্যতে কিছু ভিডিও, শিক্ষা এবং এই জাতীয় অন্যান্য মাধ্যমে আলোচনা করব।

এটা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই কাজ চলছিল, কিন্তু তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে অন্য কাউকে আঘাত না দেওয়া হয়, এবং আমি খুশি যে আপনি এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন ভাই অ্যারন, আপনার।

জানুন।

এটা সুসমাচারের বার্তা, অর্থাৎ খ্রীষ্টের সুসংবাদকে ধ্বংস করে দেয়।

আমরা ধার্মিক ফরীশীদের পর্যালোচনা করতে পারি, জানেন তো, যেমনটা আমি এর শুরুতে উল্লেখ করেছিলাম,

দুজন অত্যন্ত প্রভাবশালী খ্রিস্টান ব্লগার ছিলেন, দুজন মহিলা যাদের সম্পর্কে আমি এইমাত্র জানতে পারলাম, দুজনেই

ইন্টারনেটে তাদের ছয় লাখেরও বেশি ফলোয়ার আছে, বুঝতেই পারছেন, এই ব্যাপারে তারা বেশ বড় মাপের একজন।

দুঃখের বিষয় হলো, তারা দুজনেই ধর্মদ্রোহী।

একজন, যেমনটা আমি বলেছিলাম, তার স্বামীর সাথে আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে এবং এখন সে একজন লেসবিয়ানে পরিণত হয়েছে।

আর সে তার ব্লগে সারা বিশ্বকে বলছে যে বাচ্চারা নতুন লেসবিয়ান মা-বাবা, বা যা-ই হোক, তাকে এমঅ্যান্ডএম বলে ডাকে, কারণ সে বাইরে থেকে কঠিন হলেও তার মনটা খুব নরম আর এটা...

এই ব্লগ পোস্টটি পড়তে পড়তে আমার আক্ষরিক অর্থেই শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে সবাই তা নয়, এবং আমার মনে হয় এখানে যারা আছেন, আমি ওই পোস্টে তাদের ট্যাগ করেছি, তাদের সবার ক্ষেত্রেই এটা খ্রিষ্টে মুক্তি নয়।

এটা আপত্তিকর।

এটা তো রীতিমতো ধর্মদ্রোহিতা।

তাই আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে যাতে অন্যদের অনুভূতিতে আঘাত না লাগে, কিন্তু আমরা একেবারে নরমও হতে চাই না, আমেন।

আমরা এমন অতি-অনুগ্রহ বা অতি-ভালোবাসা হতে চাই না, যারা মানুষের পাপ নিয়ে তাদের সাথে কখনোই কথা বলে না। সুসমাচার বার্তার মূল উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে অনুতাপে নিয়ে আসা এবং তাদের দুঃখের মাধ্যমে, যার দ্বারা তারা ঈশ্বরের কাছে সত্যিই অনুতপ্ত হয়।

তাই আমাদের তাদের পাপ তুলে ধরতে হবে, কিন্তু তা সঠিক উপায়ে করতে হবে। আর এটা এমন একটা বিষয় যা নিয়ে ব্রাদার অ্যারন ও আমি কাজ করে আসছি এবং ভবিষ্যতেও কাজ করে যাব। আর আম শিক্ষাও প্রদান করব।

তো, ভিডিও বা অডিও রেকর্ডিং নিয়ে আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আমার মনে হয় আমার আর কিছু লাগবে না।

আমার মনে হয় এই মুহূর্তে ব্যাপারটা পুরোপুরি পাল্টে গেছে। আচ্ছা, বেশ।

আচ্ছা, আমি অডিও রেকর্ডিংটা বন্ধ করে দিই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মঙ্গলবার রাত এবং বিদেশে বুধবার সকালের অনুষ্ঠানটি শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।

ব্রাদার অ্যারন ক্যারির সাথে শিক্ষাদান। আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ।

যারা রেকর্ডিং-এ শুনছেন, আমরা আপনাদের অনেক ভালোবাসি। আমরা জানি যে আপনারা সারা বিশ্বে প্রভুর জন্য পরিশ্রম করছেন। আমরা আমাদের সাধ্যমতো সব উপায়ে আপনাদের সমর্থন করতে পে

আমরা আমাদের সর্বান্তকরণে, মন, আত্মা ও শক্তি দিয়ে এই কাজটি চালিয়ে যাব। তাই শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ এবং আগামী সপ্তাহে আবার কথা হবে।

মথি লিখিত সুসমাচারের ফাইল-অধ্যয়ন – অধ্যায় ১৮ – সপ্তাহ ১৭

শুভ সন্ধ্যা সবাইকে এবং গ্লোবাল মিশন ফর চিলড্রেন বাইবেল স্টাডির ধারাবাহিক পর্বে আপনাদের স্বাগত জানাই।

আমাদের ভাই অ্যারন কেরি আছেন, যিনি দয়া করে প্রতি মঙ্গলবার রাতে এখানে আমেরিকায় এবং বুধবার সকালে, মাফ করবেন, বিদেশে আমাদের শিক্ষা দেন।

আমি আপনাকে বলি, আমি নোট নিচ্ছি এবং বাইবেলের এক অসাধারণ গ্রন্থ মথি-র বইটি পড়তে গিয়ে এ পর্যন্ত অনেক কিছু শিখেছি।

আমার মনে হয় সবগুলোই অসাধারণ, কিন্তু এটিই সম্ভবত নিউ টেস্টামেন্টের সবচেয়ে বিস্তৃত গ্রন্থ।

আমি সবসময় মানুষকে উৎসাহিত করি, শুধু এই কারণে নয় যে এটি নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম বই, বরং এই কারণে যে

প্রকৃতপক্ষে এটিই নতুন নিয়মের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এবং এতে প্রায় প্রতিটি বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

খ্রিস্টের সঙ্গে চলার পথে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে পারি।

আর অবশ্যই, আমার সবচেয়ে প্রিয় অধ্যায়, অর্থাৎ ২৫ নম্বর অধ্যায়টি, প্রায় শেষের দিকে আসছে।

কিন্তু আমরা এখনও সেখানে পৌঁছাইনি।

আমরা ১৮ নম্বর অধ্যায়ে আছি।

সুতরাং ভাই অ্যারন, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আমরা এগিয়ে যাব। ধন্যবাদ ভাই জিমি।

হ্যাঁ, তাহলে আমি সরাসরি মূল বিষয়ে চলে যাচ্ছি, মথি ১৮ অধ্যায়।

গত সপ্তাহে আমরা ১৭২৭ শেষ করেছি, তাই এখন ১৮:১-এ এগিয়ে যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ, আজ রাতেই আমরা ১৮ নম্বর অধ্যায়টি শেষ করে ফেলব।

সুতরাং, মথি ১৮:১, "সেই সময়ে শিষ্যেরা যীশুর কাছে এসে বললেন, 'শ্রেষ্ঠ কে?'"

স্বর্গরাজ্যে?

আর যীশু তাদের মাঝখানে একটি ছোট শিশুকে নিজের কাছে ডেকে বললেন।

আর তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা মন পরিবর্তন করো এবং ছোট শিশুদের মতো হয়ে যাও।'

তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

অতএব, যে কেউ এই ছোট শিশুর মতো নিজেকে নম্র করবে, সে-ই সর্বশ্রেষ্ঠ।

স্বর্গরাজ্য, এবং যে কেউ এই ধরনের একটি শিশুকে গ্রহণ করবে, সে আমার সঙ্গে তা গ্রহণ করবে।"

সুতরাং, এখানে ১ নং পদে এটা উল্লেখ করা আকর্ষণীয় যে, যদি যিশু ১৬ খ্রিস্টাব্দে পিতরকে প্রথম পোপ নিযুক্ত করতেন, তাহলে আমরা দুই সপ্তাহ আগের অধ্যয়নে ১৬ অধ্যায়ের ১৮ ও ১৯ নং পদে সেই ধার

আর এটা উল্লেখ করা আকর্ষণীয় যে, শিষ্যরা যদি বুঝতেন যে যিশু ১৬ অধ্যায়েই পিতরকে প্রথম পোপ নিযুক্ত করেছিলেন, তাহলে এই ধরনের প্রশ্নের কোনো প্রয়োজনই হতো না, যেমনটা আমরা ১ পদে ে ছিলেন রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ।

এই পর্যায়েও শিষ্যরা একটি পার্থিব রাজ্যের প্রত্যাশা করতেন। তাঁরা ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন।

তারা যিশুর আজ্ঞাবহ ছিল।

তারা সেই সত্যের পথে চলছিল যা তারা জানত ও বুঝত।

কিন্তু ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা ছিল যে মসিহ একজন বিজয়ী হবেন এবং তিনি ছিলেন

তাঁর প্রথম আগমনেই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি নিয়ে তখনও তাদের আশা ছিল এবং তারা তা মনে মনে ভেবে রেখেছিল।

এবং আমরা ভূমিকাতেই আলোচনা করেছিলাম যে, এমনকি একজন ইহুদিও, যিনি ধর্মগ্রন্থ ভালোভাবে জানতেন এবং সঠিক কারণে, ধার্মিকতার খাতিরে, এই সময়ে মসিহকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন,

তুলনামূলকভাবে যুক্তিসঙ্গত, হয়তো বুঝতে পারেননি যে খ্রিষ্টের প্রথম আগমনের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য কী ছিল।

দুঃখভোগ করা এবং একটি আধ্যাত্মিক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, জাতিসমূহের উপর শাসন করার মাধ্যমে রাজত্ব করা নয়।

এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত সমগ্র ইসরায়েল জাতিকে একটি রাজ্যে পরিণত করা। কিন্তু তারা প্রায়শই, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, বিষয়টি বুঝতে পারত না।

আর এই পর্যায়ে শিষ্যরাও তা বুঝতে পারছিলেন না। তাঁরা ইতিমধ্যেই অনেক কষ্ট ভোগ করেছিলেন।

এই সময়ে তারা প্রায় তিন বছর ধরে যিশুর সঙ্গে চলছিলেন।

তাদের কাছে সম্ভবত তিন বছরের চেয়ে অনেক বেশি সময় বলে মনে হয়েছিল।

ম্যাথিউ-এর ঘটনাপ্রবাহ থেকে আমরা দেখেছি তারা কতটা ব্যস্ত ছিলেন।

এই পর্যায়ে তাদের মানসিক ও শারীরিক শক্তির সামগ্রিক প্রয়োগ বিপুল হতে পারত।

এবং আমি বিশ্বাস করি, এটা আমাদের জন্য একটা শিক্ষা যে, আমরা অনুভব করতে পারি যে আমরা ইতিমধ্যেই অনেক কষ্ট ভোগ করেছি। এবং আপনাকে মান্য করতে গিয়ে এর ফলে আমাদের কী পরিণতি খতিয়ে দেখেছি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, এটা হয়তো আমাদের জন্য কেবল শুরু। আর তাদের জন্য তো এটা মূলত শুরুই ছিল।

কিন্তু তাদের তখনও সেটা বুঝতে হতো।

আর ৩ নং পদে যিশু সেই বিষয়টির কথাই উল্লেখ করছেন।

আর তিনি বলেন, "যদি তোমরা মন পরিবর্তন করে ছোট শিশুদের মতো না হও, তবে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।"

তিনি এমন লোকদের সাথে কথা বলছিলেন যারা ইতিমধ্যেই ধার্মিকতায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন এবং

আজ্ঞাবহ শিষ্য হওয়ার দিক থেকে।

কিন্তু বিশ্বাসে অবিচল থাকতে এবং বাধ্য শিষ্য হিসেবে নিজেদের ভূমিকা বজায় রাখতে হলে, এই পর্যায়ে মসিহের রাজ্য ও তার প্রকৃতি সম্বন্ধে তাদের উপলব্ধির পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক ছিল।

অবশেষে তাদের অন্তরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য, যখন খ্রীষ্ট পেন্টেকস্টের দিনে তাঁর পবিত্র আত্মা প্রেরণ করবেন, এবং অবশেষে খ্রীষ্টের সাথে রাজত্ব করার জন্য যখন

সে ফিরে এলে, তাদের এই সত্যটা মেনে নিতে হবে যে তারা অনেক কষ্ট ভোগ করেছে।

এবং এই জীবনে তারা তাঁর সঙ্গে রাজা হিসেবে উন্নীত ও রাজত্ব করতে পারবে না।

আর এই বিষয়টি নিয়েই আমরা ১৬ অধ্যায়ে আলোচনা করেছিলাম যে, বহু লোক বিপথে চলে যায়, কারণ তারা কোনো না কোনোভাবে এই ভেবে প্রতারিত হয় যে তারা বিশ্বস্ত খ্রিষ্টান হতে পারে।

এবং তবুও অনুগ্রহের জন্য অনুগ্রহ সহকারে কষ্টভোগ না করা, বলতে গেলে, তা সমৃদ্ধির সুসমাচার হোক বা না হোক

ব্যাপারটা আসলে এই যে, পরিস্থিতি আর আগের মতো নেই – পরিস্থিতি আর আগের মতো নেই – যে পৃথিবীটা কোনোভাবে বদলে গেছে, যখন এটি খ্রিস্ট ও প্রেরিতদের ওপর অত্যাচার করেছিল। সেই ভ্রান্তি বিপথে চলে যায় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তাদের

খ্রিষ্টান হিসেবে দুঃখকষ্টের সময় শেষ হয়েছে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাই হলো তাদেরকে এমন এক জায়গায় নিয়ে আসা যেখানে

সমৃদ্ধি এবং এমন এক স্থানে যেখানে তারা যিশুকে অনুসরণ করতে পারে এবং কোনো প্রকার নিপীড়ন ভোগ করতে হবে না।

এবং ১ পিতর অধ্যায় ২-এ যেমন মানসিকতার কথা বলা হয়েছে, তেমন মানসিকতা রাখার প্রয়োজন নেই।

পিটার সতর্ক করেন—তিনি খ্রিষ্টানদের তীর্থযাত্রী ও আগন্তুক হিসেবে বলেন—যেন তারা দৈহিক কামনাবাসনা থেকে বিরত থাকে, যা আমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

আর যদি আমরা নিজেদেরকে তীর্থযাত্রী ও আগন্তুক ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে শুরু করি, তাহলে আমরা আমাদের সেই দৈহিক কামনার কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি যা আমাদের সকলের বিরুদ্ধে

সুতরাং ৩ নং পদে যিশু যা বলছেন তা হলো—এমন নয় যে তারা আগে থেকেই রূপান্তরিত হয়নি, বরং এই বিষয়ে তাদের বোঝাপড়ার পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন ছিল।

এবং এটি একটি গভীর বিষয়, যেমনটা আমরা ১৩ নম্বর অধ্যায়ে আলোচনা করেছিলাম, যে এর একটি গভীরতর দিক রয়েছে।

উপলব্ধি, এর মধ্যে এক গভীরতর শক্তি আছে, এক গভীরতর স্তর আছে—আমি ভাবার চেষ্টা করছি

সঠিক শব্দটা হলো—খ্রিস্ট ও তাঁর দুঃখভোগের সঙ্গে এক গভীর একাত্মতা এবং এক শক্তি।

একজন খ্রীষ্টানের জীবনে এর বিকাশ ঘটানো আবশ্যক, যাতে সে বিশ্বাসে অবিচল থাকতে পারে এবং অবশেষে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। কারণ যীশু পরে ২৪:১৩ মিনিটে বলবেন যে, যে শেষ পর্যন্ত অবিচল

তাহলে ৩ নং পদ প্রসঙ্গে অ্যাডাম ক্লার্কের একটি উক্তি এখানে দেওয়া হলো, "যদি না তোমরা এই কুসংস্কারগুলো থেকে রক্ষা পাও

যা বর্তমানে তোমাদের জাতির জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক" – বেদনাদায়ক মানে ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক – "এবং সেই কুসংস্কারগুলো এক জাগতিক রাজ্যের সন্ধান করছে, আধ্যাত্মিক রাজ্যের নয়; যদি তোমরা না হও, তবে তোমরা এর মর্ম, উদ্দেশ্য এবং সুযোগ-সুবিধায় প্রবেশ করতে পারবে না।"

আমার আধ্যাত্মিক ও অনন্ত রাজ্য।" এবং অ্যাডাম ক্লার্কও বলেন, "স্বর্গরাজ্য নামটি আপনাকে এর প্রকৃতি স্মরণ করিয়ে দেবে।" আর তাই, ৩ নং শ্লোক প্রসঙ্গে অ্যালবার্ট বার্নসের আরেকটি উক্তি এখানে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অহংকার এবং দাম্ভিকতা থেকে মুক্ত।"

তারা স্বভাবগতভাবেই নম্র ও শিক্ষণীয়। শিষ্যদের তাদের মতো হতে বলার মাধ্যমে, যীশু শিশুদের সহজাত চরিত্র সম্পর্কে কোনো মতামত প্রকাশ করতে চাননি। কিন্তু কেবল এই দিকগুলোতেই তাদের তা তাদের অবশ্যই তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী দৃষ্টিভঙ্গি ও অহংকার ত্যাগ করতে হবে এবং তাদের উপযুক্ত স্থান, অর্থাৎ এক অতি দীন স্থান, গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হতে হবে।" সুতরাং এখানে ৪ নং পদে বলা হয়েছে সন্তানের ন্যায় নিজেকে নম্র করবে,

স্বর্গরাজ্যেও তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।" অ্যাডাম ক্লার্ক বলেন, "এভাবেই আমাদের প্রভু তাদের দেখান।"

যে তারা সকলেই সমান ছিল, এবং তাদের মধ্যে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব থাকতে পারত না, যা কেবল গভীরতম নম্রতা থেকেই আসতে পারে। তিনি এও ইঙ্গিত দেন যে, যেখানেই এই নীতিটি পাওয়া যাবে, তা এর জাগতিক নবী খোঁজা থেকে এবং তার ভাইদের উপর শাসক বা ঈশ্বরের উত্তরাধিকারের প্রভু হওয়ার চেষ্টা থেকে রক্ষা করবে।" যে সেগুলো ছিল

এখানে কিছু অত্যন্ত অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ চিন্তাভাবনা রয়েছে। সুতরাং, আমরা ৫ নং পদে যা দেখি, যীশু বলেছেন, "এরপর তিনি এই শিশুটিকে তাঁর শিষ্যদের জন্য একটি দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা হিসেবে ব্যবহার করলে অহংকার না রাখার ক্ষেত্রে তাদের কেমন হওয়া উচিত, বিশেষ করে পার্থিব উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং দখল করার ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত অহংকার।

তোমার উপযুক্ত স্থান, যা নত, যা মানুষের চোখে এক সম্মানজনক স্থান।" তাই ৫ পদে যখন তিনি বলেন, "আর যে কেউ আমার নামে এমন সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করে, সে আমাকে গ্রহণ করে," তার ঠিক ৪ প যে কেউ তার ছোট সন্তানের মতো নিজেকে নম্র করবে,

"স্বর্গরাজ্যে যা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়।" তাই তিনি এখানে সরাসরি শিশুর কথা বলা থেকে সরে এসে একজন শিশুসুলভ শিষ্যের কথা বলছেন, যা একজন প্রকৃত খ্রিস্টানের সমতুল্য। সুতরাং

৫ নং পদে, এখন থেকে যীশু যখন সন্তানদের বিষয়ে কথা বলবেন, তখন তিনি প্রধানত সেই শিষ্যদের বিষয়েই কথা বলবেন যারা নিজেদেরকে তাঁর ছোট সন্তানের মতো নম্র করেছে, এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং ৬ পদে বলা হয়েছে, "কিন্তু যে কেউ এই বিশ্বাসী ছোটদের একজনকে আঘাত করবে...

আমার মতে, তার জন্য ভালো হতো যদি তার গলায় একটি জাঁতাকল বেঁধে তাকে সমুদ্রের গভীরে ডুবিয়ে দেওয়া হতো; পাপের কারণে এই জগতে তার পতন অবশ্যম্ভাবী।

অপরাধ সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু ধিক্ সেই ব্যক্তিকে যার দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হয়; অতএব, যদি তোমার হাত বা পা তোমাকে পাপে লিপ্ত করে, তবে তা কেটে ফেলো এবং তোমার থেকে দূরে ফ হলো...

জীবনে প্রবেশ করার জন্য, তোমার প্রচেষ্টা থামিয়ে দাও, বরং দুই হাত বা দুই পা নিয়ে অনন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে; এবং যদি তোমার চোখ তোমাকে পাপের পথে চালিত করে, তবে তা উপড়ে ফে করো। দুই চোখ নিয়ে জীবনে প্রবেশ করাই তোমার জন্য শ্রেয়।

দুটি চোখ জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। সাবধান, তোমরা এই ছোটদের কাউকেই তুচ্ছ কোরো না।

কারণ আমি তোমাদের বলছি যে, স্বর্গে দূতগণ সর্বদা আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখ দর্শন করেন; কেননা মনুষ্যপুত্র যা হারিয়ে গিয়েছিল, তা উদ্ধার করতে এসেছেন।" সুতরাং বাকি অংশ

এই অধ্যায়ে যিশু এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছেন, এবং তা হলো, যদি আপনি শর্তহীন অনন্তকালীন সুরক্ষায় বিশ্বাস করেন, যেমনটা আমাদের বেশিরভাগই করে থাকি।

ইভাঞ্জেলিক্যাল খ্রিস্টান জগৎ যা করে, এবং সত্যিই করত, এই অধ্যায়ের বাকি অংশ থেকে

৬ নং পদের পরের অংশগুলো আপনার কাছে সত্যিই কোনো অর্থ বহন করবে না, কারণ আপনি যদি শর্তহীন অনন্তকালীন সুরক্ষায় বিশ্বাস করেন, তবে আপনাকে এও বিশ্বাস করতে হবে যে কোনো প্রকৃ পারে না। এবং তবুও পদগুলো

অধ্যায় ৬ থেকে ৩৫ পর্যন্ত, একজন খ্রিষ্টান কীভাবে পথভ্রষ্ট হতে পারে সে বিষয়ে আমাদের নির্দেশনা, মূলত আমাদের ভাইদের রক্ষক হওয়ার জন্য তাঁর শিষ্যদের প্রতি নির্দেশনা, এবং খ্রিষ্টে আমাদের ভাই ও নিশ্চিত করার সর্বোত্তম উপায়। তিনি এই বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা করছেন। তাই তিনি কথা বলেন,

৬ পদে, "কিন্তু যে কেউ এতে বিশ্বাসকারী এই ছোটদের একজনকে আঘাত করবে,

তার জন্য এর চেয়ে ভালো হতো যে, তার গলায় একটি জাঁতাকল ঝুলিয়ে দেওয়া হতো এবং তাকে সমুদ্রের অতলে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো।" জাঁতাকল দিয়ে মৃত্যুদণ্ড ছিল এক প্রকারের, এটি ছিল এক প্রকারের

মৃত্যুদণ্ড প্রথা প্রচলিত ছিল। গ্রীক, সিরীয় এবং সম্ভবত রোমানরাও এর চর্চা করত। এটি করার বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল। পদ্ধতি একাধিক ছিল, এবং আমি সে সম্পর্কে খুব বেশি অবগত নই। কিন্তু নিঃসন্দেহে এটি এ ছিল, মানে, এমন কোনো ব্যাপার নেই যে...

আমার মনে হয়, সুখে মৃত্যুবরণ করা খুবই বিরল। যদি হতো...

গলায় এই ভারি পাথর বেঁধে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়াটা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হতো। তাই যিশু মূলত বলছেন যে, একজন ব্যক্তির জন্য আগে থেকেই...

এমন কোনো জায়গায় থাকার চেয়ে মৃত্যুবরণ করা ভালো, যেখানে তারা একজন খ্রিষ্টানকে আঘাত করেছে এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাকে আর ছোট শিশুর মতো নম্র থাকতে দেয়নি। ৭ পদে, যিশু যখন বলে ধিক্, কেননা অপরাধ সংঘটিত হওয়া আবশ্যক ছিল," এর দ্বারা এটা বলা হচ্ছে না যে কাউকে কোনো কিছু করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এটা ক্যালভিনিস্টিক 'ঈশ্বরের অতিরিক্ত কর্তৃত্ব' নয়।

সবকিছু। তিনি কেবল এটাই বলছেন যে, এই বিষয়ে আমার কাছে অ্যাডাম ক্লার্কের একটি উক্তি আছে, "এই ধরনের

মানুষের দুষ্টতা এমনই, তাদের একগুঁয়েমি, তাদের জেদ এমনই যে, তারা খ্রীষ্টের কাছে আসবে না। যিনি দেন, হায় আমি দুঃখিত, যে তারা খ্রীষ্টের কাছে আসবে না, যে তারা

জীবন থাকতে পারে, কিন্তু মরিয়া হয়ে প্রতারণা করা এবং প্রতারিত হওয়া চালিয়ে যায়। এমন অবস্থায়,

অপরাধ, প্রতিবন্ধকতা ও নিপীড়ন অনিবার্য।" সুতরাং মানুষের দুষ্টতা, মানুষের কামনা-বাসনা, অহংকারের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং অনুতপ্ত হতে অস্বীকার করার প এইরকম জগতে, এটা অনিবার্য যে সেখানে

পাপের জন্য শক্তিশালী প্রভাবক হয়ে উঠবে। যিশু যা বলেন, "কিন্তু ধিক্ সেই ব্যক্তিকে, যার দ্বারা অপরাধ ঘটে।" সেই অপরাধের কারণ হওয়াটা এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে।

অতএব পরবর্তী পদগুলিতে লক্ষ্য করো, "অতএব যদি তোমার হাত বা তোমার পা তোমাকে পাপের পথে চালিত করে, তবে সেগুলিকে কেটে ফেলো।"

"বন্ধ।" আমি বিশ্বাস করি এখানে দুটি শিক্ষা আছে। এক, অন্যদের কাছ থেকে পাপ করার প্রবল প্রভাব থাকলেই, আমরা তাতে সাড়া দিলে অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাই না। যদি পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায়...

তার জন্য, কিছু না দেওয়ার পরিবর্তে আমাদের নিজেদের হাত বা পা কেটে ফেলতে হবে।

প্রলোভন এতটাই প্রবল ছিল যে, আমরা যদি তাতে পা দিই, তাহলে তা করাটা যুক্তিযুক্ত হবে। আমি মনে করি, এর পেছনে আরও একটি নীতি আছে যে, যদি আমরা নিজেরা আঘাত পাই এবং প্রলোভনের আমরা নিজেরাও পাপ করি। আমাদের উদাহরণ অন্যদের জন্য একটি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে এবং এটি অন্যদের বিপথে চালিত করার সম্ভাবনা রাখে। আমি এখানে এই দুটি বিষয়ই দেখতে পাচ্ছি। আমি ৮ পড়ব, যদিও আমি সেগুলো আগেও পড়েছি। "নৃত্যশিল্পীর জন্য দুটি হাত বা দুটি পা থাকার চেয়ে বরং আমার জীবন পরিবর্তন করাই শ্রেয়।"

সম্পর্কিত নিয়োগকর্তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। আর যদি তখন আমি তোমাকে আঘাত করি, তবে তা উপড়ে ফেলে দাও এবং নিক্ষেপ করো।

তোমার কাছ থেকে। দুই চোখ নিয়ে সম্পূর্ণ আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে এক চোখ নিয়ে জীবনযাপন করা নর্তকের জন্য শ্রেয়।" আলবার্ট বার্নস ৮ ও ৯ নং পদের উপর বলেন, "এর অর্থ হলো, যে বিষয় সেগুলো ভোগ না করে স্বর্গে যাওয়া শ্রেয়, এখানে সেগুলো উপভোগ করে পরে হারিয়ে যাওয়ার চেয়ে।" এটিও একটি প্রমাণ যে, আমরা খ্রীষ্টকে পেয়েও জীবনযাপন করতে এবং পাপ করতে পারি না। এটি প্রম পাপ দ্বারা কলুষিত হয়, তবে আমরা নরকে যাই। এটি একটি তিরস্কার।

এই ধারণা যে, শরীরে পাপ করার পরেও হৃদয়ে ভালো থাকা যায়, যা হলো জ্ঞানবাদের (Gnosticism) মিথ্যার সারমর্ম এবং যা প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে খুব তাড়াতাড়ি প্রবর্তিত হয়েছিল।

শতাব্দী ধরে চলে আসছে এবং এখন নানা নামে নতুন মোড়কে পরিবেশিত হচ্ছে। দেহের পবিত্রতার সাথে অবশ্যই পবিত্রতা থাকতে হবে।

আত্মার। প্রকাশিত বাক্য ২১-২৭ অধ্যায়ে আমাদের বলা হয়েছে যে নতুন যিরূশালেম অবশেষে রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে, যখন শিষ্যরা যা খুব তাড়াতাড়ি খুঁজছিলেন তা সত্যিই এসে যাবে এবং ঈশ্বরের লোকে প্রকাশিত বাক্য ২১-২৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "আর এমন কিছুই তাতে প্রবেশ করতে পারবে না যা অপবিত্র করে, আধিপত্য করে না বা মিথ্যা বলে না, কিন্তু তারাই প্রবেশ করতে পারবে যাদের নাম মেষশাবকে পরে ২২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "ধন্য তারা যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে, যেন তারা জীবন-বৃক্ষের অধিকার পায় এবং নগরের দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে পারে; কারণ আমাদের ছাড়া যাদুকর, যুদ্ধবাজ, খুনী, প্রতি করে, তারা জীবন লাভ করে।" আমরা আরও জানতে পারি

এখানে সেই অনন্তকালীন আগুনের কোনো অর্থই থাকত না, যদি দেহ ও আত্মা সেই আগুন দ্বারা পীড়িত না হত। ৮ ও ৯ পদও নরকের চিরস্থায়ী প্রকৃতি এবং যিশুর বিষয়ে একটি প্রমাণ।

১০২৮ সালেই বলা হয়েছিল যে, তাঁকে ভয় করতে হবে যিনি নরকে আত্মা ও দেহ উভয়কেই ধ্বংস করতে সক্ষম। সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে, যদি দুষ্টদের কেবল আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হতো, তবে এই ধরনের হুমকি

এবং এটি স্পষ্টতই এমন একটি মতবাদ যা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং যা গতি লাভ করছে।

এই বিষয়টি জানতে পেরে আমার ভালো লাগছে। অ্যালবার্ট বার্নস এবং অ্যাডাম ক্লার্ক ১০ নং শ্লোক বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন।

এটা অভিভাবক স্বর্গদূতদের বিষয়ে শিক্ষা কিনা। যখন যিশু বলেন, "সাবধান হও যেন তোমরা অবজ্ঞা না করো

"এই ছোটদের মধ্যে একজনও নয়, কারণ আমি তোমাদের কাছে পাঠাই যেন তোমরা স্বর্গে দূতগণের দ্বারা সর্বদা আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখ দর্শন করতে পারো।" আমি নিশ্চিতভাবে লোকেদের বলতে শুনেছি যে সত্যি বলতে, যদি আমাকে অনুমান করতে হয়, আমি তেমনটা দেখি না।

সেইভাবে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এখানকার মূল শিক্ষা হলো এই যে, স্বর্গদূতেরা সাধারণভাবে ঈশ্বরের লোকদের সুরক্ষা, যত্ন এবং সাহায্যের দায়িত্বে নিয়োজিত। আর তাই যিশু মূলত বলছেন যে, প্রত্যেক খ্রি ঘৃণিত হোক না কেন, পিতার যত্ন ও মনোযোগের এক বিশেষ পাত্র। আর তাই অ্যালবার্ট বার্নস ১০ নং পদে বলেন, "আমাদের সবচেয়ে অখ্যাত খ্রিস্টানকেও তুচ্ছ করা উচিত নয়, কারণ তিনি সর্বোচ্চ ও মহৎ যারা সর্বদা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও বন্ধুত্ব উপভোগ করেন।" সুতরাং আমি এই অনুচ্ছেদটির এর চেয়ে বেশি কোনো অর্থ করব না এবং এর উপর ভিত্তি করে অভিভাবক স্বর্গদূতদের বিষয়ে শিক্ষা দেব না।

আমি এটা উড়িয়ে দিতে পারি না। তাই ১১ পদে যখন যিশু বলেন, "কারণ মনুষ্যপুত্র যা হারিয়ে গিয়েছিল, তা উদ্ধার করতে এসেছেন," তখন তিনি স্পষ্টতই কোনো এককালীন ঘটনার কথা বলছেন না। তিনি কথ

কীভাবে যদি তারা তাঁর রাজ্যে, তাঁর জগতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তাহলে তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ

মূল কথা হলো, তারা যেন টিকে থাকে, যেন তারা এগিয়ে চলে। খ্রিষ্ট যদি তাদেরকে শয়তানের ফাঁদ থেকে টেনে বের করার জন্য এতদূর গিয়ে থাকেন, তবে তাদেরকে রক্ষা করা এবং তাদের অসন্তুষ্ট না করা ক

আর তাই এখন আমরা সামনে এগোনোর সাথে সাথে এই নির্দেশনায় যাব যে, একজন খ্রিষ্টান যদি...

বিপথে যাওয়া? এটাই কি তাদের শেষ? কোনোভাবেই তা আবশ্যিক নয়। যাকোবের ৫, ১৯ ও ২০ অধ্যায়ে,

জেমস

তিনি তার পত্রটি এই বলে শেষ করেন, "হে ভ্রাতৃগণ, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ এক মনঃসংযোগে সত্যের বাণী শোনো, তবে সে যেন জানে যে, যিনি পার্থিব পথ থেকে পাপীকে মনঃসংযোগ করেছেন, তিনি করবেন এবং বহু পাপ আবৃত করবেন।" সুতরাং, শাশ্বত সুরক্ষার পক্ষের লোকেরা বলবে যে,

আচ্ছা, তারা যদি তাদের পাপের মধ্যেই মারা যায়, তাহলেও তারা পরিত্রাণ পাবে। অথবা তারা বলতে পারে যে, যদি তারা বিপথে চলে যায়, তাহলে তারা আসলে শুরু থেকেই খ্রিস্টান ছিল না। এবং এই দুটি প্রথম কথাটি সত্য নয় এবং দ্বিতীয় কথাটিও আবশ্যিকভাবে সত্য নয়। একজন খ্রিস্টান সাময়িকভাবে বিপথে যেতে পারে এবং তাকে ফিরিয়ে আনা হতে পারে।

তারা এমন এক অবস্থায় ফিরে আসে যেখানে ঈশ্বর তাদের প্রতি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন, তাদের হৃদয় নত হয়ে যাওয়ার আগে এবং তারা পাপে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে তাদের আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

ফিরিয়ে আনা বা এমন এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া, যেখানে তাদের ফিরিয়ে আনাটা, জানেন তো, হয়তো আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে,

তারা চলে গেছে কিনা তা আমরা বলতে পারি না। কিন্তু এই সত্যটা অবশ্যই আছে যে এমনটা হওয়া সম্ভব।

একজন খ্রিষ্টানের পক্ষে সাময়িকভাবে বিপথে যাওয়া এবং পুনরায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু তাদের ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন এবং তাদের ফিরিয়ে আনাটা কোনো নিশ্চয়তা নয়। তাই যিশু যা বলতে যাচ্ছেন...

ভবিষ্যতে আমরা যেভাবে এগিয়ে যাব, তাতে প্রশ্ন উঠবে যে যখন কোনো বিপথগামী সন্তান থাকবে, তখন তার মণ্ডলী কীভাবে সেই পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে।

যে দল ছেড়ে চলে গেছে অথবা যে দলের অংশ থাকার চেষ্টা করার পাশাপাশি পাপকে ন্যায্যতা দিচ্ছে।

মণ্ডলীর। এবং বিশেষ করে যখন কোনো ভাই আপনাকে কোনোভাবে আঘাত দিয়েছেন, তখন আমাদের কী করা উচিত?

সেটা কীভাবে করা যায়? সুতরাং, যীশু এখানে সেই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করবেন। তাই ১২ পদ, "তোমরা কী মনে করো, যদি কোনো মানুষের একটি ছোট ঘর থাকে এবং তার মধ্যে একটি হারিয়ে যায়, তে না।"

সে নিরানব্বই জন এবং পর্বতে গমন করে এবং যা হারিয়ে গেছে তার সন্ধান করে।

এবং

যদি তিনি তা পেয়েও থাকেন, তবে আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি সেই মেষটি পেয়ে অন্য যেকোনো মেষের চেয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছিলেন।

"যারা বিপথে যায়নি, সেই নিরানব্বই জনের মধ্যে।" সুতরাং আমরা এখানে একটি শিক্ষা দেখতে পাই যে, ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কে থাকা এবং বিপথে না যাওয়া সম্ভব। এটাই থাকার জন্য আদর্শ অবস্থা। পি

২ পদে তিনি খ্রীষ্টানদেরকে বলেছিলেন, "কারণ তোমরা বিপথগামী মেষের ন্যায় ছিলে, কিন্তু

এখন তোমরা তোমাদের আত্মার মেষপালক ও অধ্যক্ষের কাছে ফিরে এসেছ।" যদি আমরা ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হয়ে থাকি, তাঁর আজ্ঞা পালন করি এবং তিনি আমাদের যে আলো দিয়েছেন সেই পথে চ মধ্যে ধার্মিকতা, শান্তি ও আনন্দ লাভ করতে পারি এবং ঈশ্বর আমাদের অধার্মিক বলে গণ্য করেন না।

ঈশ্বর বিপথে। এবং এর কোনো প্রয়োজনও থাকবে না... এবং ১৩ নং পদে খ্রীষ্টের কথাগুলো অর্থহীন হয়ে পড়বে।

যদি তাঁর চোখে এমন লোক না থাকত যারা... লূক ১৫ অধ্যায়ে তিনি তাদের কথা উল্লেখ করেছেন যারা গিয়েছিল

পথভ্রষ্ট নয়, যেমন ধার্মিক ব্যক্তি যাদের অনুতাপের প্রয়োজন নেই, কারণ তারা অনুতপ্ত হয়েছে এবং

তারা সেই অনুতাপ অব্যাহত রাখছে এবং সেটিকে আরও উন্নত করছে। তাই বিষয়টি উল্লেখ করার মতো ছিল। সুতরাং পদটি হলো...

১৪, "তবুও স্বর্গে অবস্থিত তোমাদের পিতার ইচ্ছা এই নয় যে, এই ছোটদের মধ্যে একজনও বিনষ্ট হোক।" সুতরাং, ক্যালভিনিস্টরা যেমন বলে, ব্যাপারটা তেমন নয় যে, যেহেতু ঈশ্বর চান তাই এটা ঘটবেই, এট ঈশ্বর... আমাদের ১ তীমথিয় ২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, তিনি চান যেন সকল মানুষ পরিত্রাণ পায় এবং সত্যের জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু যখন মানুষের কথা আসে, এবং যখন নৈতিক সত্তাদের কথা আসে, যারা নির্দেশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাড়া দেয় না, যখন মানুষের কাছে পছন্দ করার সুযোগ থাকে যে তারা প্রভুকে অনুসরণ করবে কি করবে না, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়াটা সম্ভব। আর এটাই পাপকে পাপ ভয়ঙ্কর করে তোলে।

কিন্তু যিশু এখানে প্রকাশ করছেন... তিনি শিষ্যদের মনে এই বিষয়টি গেঁথে দিচ্ছেন যে তাদের কীভাবে সতর্ক থাকা উচিত।

অন্যান্য খ্রিষ্টানদের আত্মার জন্য এবং তাদের রক্ষা করার জন্য নিজেদের সাধ্যের মধ্যে সবকিছু করা।

তাদেরকে বিপথে যাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য। তাই তিনি এ বিষয়ে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন।

যখন অন্য কোনো খ্রিষ্টান আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করে অথবা যখন আমরা মনে করি অন্য কোনো খ্রিষ্টান... তখন আমাদের কীভাবে তা করা উচিত।

১৫ পদে আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করেছে। অধিকন্তু, যদি তোমার ভাই তোমার বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় করে, তবে তুমি তার কাছে যাও এবং একান্তে তার কাছে তার দোষের কথা বলো। যদি সে তোমার কথা শ ফিরে পাবে। যীশু এখানে যে নির্দেশ দিচ্ছেন তা তোমার ভাইকে পুনরুদ্ধার করার সাথে সম্পর্কিত।

যে... যে আপনার বিরুদ্ধে পাপ করেছে, তাকে অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত লোককে হিসাবে না এনেই বলছি।

যদি সেই অন্য ভাইটি সত্যিই তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে থাকে, তবে অন্য লোকেরা তা জানতে পারলে ঈশ্বরের নামের উপর বড় কলঙ্ক আসতে পারে। তাই অবিলম্বে সেই ব্যক্তির কাছে যাওয়া এবং

তোমরা দুজন নিজেদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলো, কারণ হতে পারে তুমি তাদের কথা ভুল বুঝেছো।

হয়তো তারা আসলে তোমার বিরুদ্ধে কোনো পাপ করেনি। হয়তো কোনো কিছুর ওপর ভিত্তি করে এমনটা মনে হয়েছে।

তুমি তাদের কোনো কথা ভুল বুঝেছো অথবা হয়তো তারা কোনো বিষয়ে ভুল তথ্য পেয়েছিল এবং

সেটা তাদের কাজের কারণেই হয়েছিল। আর এখন যেহেতু আপনি জানেন যে তারা তখন কী সত্য বলে মনে করত।

সেই সময়ে, হয়তো শেষ পর্যন্ত সেটা মোটেও পাপ ছিল না। আর আমি নিশ্চিত যে যদি আমি সত্যিই ধ্যান করতাম

এই বিষয়ে, আপনি যদি সত্যিই গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে এর অনেক কারণ থাকতে পারে।

প্রয়োজনের চেয়ে বেশি লোককে কোনো কিছু না জানানোই খুব ভালো। তাই শ্লোকটি হলো...

১৬. এখন এই বিষয়ে আমি আরও একটি কথা বলব যে, এটি স্পষ্টতই সম্পর্কিত

যে বিষয়গুলো ইতিমধ্যে সর্বজনবিদিত নয়। যখন কোনো ভণ্ড শিক্ষক প্রকাশ্যে ধর্মদ্রোহিতা শিক্ষা দেয়,

এই পুরো প্রক্রিয়াটি অর্থহীন হবে। যখন কেউ এমন কিছু করে যা সবাই এমনিতেই জানে, তখন যেমনটা ১ করিন্থীয় ৫ অধ্যায়ের সেই লোকটির ক্ষেত্রে হয়েছিল...

করিন্থের মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত সেই ব্যভিচারী ব্যক্তিটি কে ছিল, এটা এমন একটা বিষয় যা আগে থেকেই সর্বজনবিদিত। মণ্ডলীকে এই বিষয়টি এবং এর সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির মোকাবিলা করতে হতো।

একটা নেওয়া, অথবা একা কোনো ব্যক্তির কাছে গিয়ে দুই-তিনটে নেওয়া, সেটা ইতিমধ্যেই অপ্রয়োজনীয়।

যখন বিষয়টি ইতিমধ্যেই সর্বজনবিদিত। কিন্তু অনেক বিষয়ই সর্বজনবিদিত নয়, সেগুলো দুজন ব্যক্তির মধ্যকার ব্যাপার। এমন কিছু বিষয় থাকে যা কেবল একজনই জানে এবং যিশু এখানে মূলত সেই বি
১৬ পদে বলা হয়েছে, "কিন্তু যদি সে রাজি না হয়..."

"শুনুন, তারপর আপনার সঙ্গে আরও এক বা দুজনকে নিন।" যিশু যখন বলেন "শুনুন", তখন তিনি স্পষ্টতই বোঝান যে, তিনি যে প্রতারিত হয়েছিলেন তা স্বীকার করতে হবে, অনুতাপ করতে হবে এবং প্র
যথাসম্ভব উপযুক্ত। আর যদি তিনি কেবল আপনার বিরুদ্ধেই পাপ করে থাকেন, তবে আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং আপনার প্রতি করা অন্যায় সংশোধন করাই হবে উপযুক্ত অনুতাপ। এবং তা নয়

এমন কোনো অন্ধকার বা গোপন বিষয় যা অন্য কেউ জানবে না, কারণ সেখানে কোনো অসততা নেই।

ব্যাপারটা ছিল এমন যে, এটা এমন একটা বিষয় ছিল যেখানে কেবল একজন ব্যক্তি জড়িত ছিল এবং এর মধ্যে আর কাউকে আনার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আর তাই আদর্শগতভাবে, যে বিষয়গুলে
সেগুলো সেভাবেই মিটে যাওয়া উচিত। আর যখন এমনটা হয়, তখন তা চমৎকার। সুতরাং ১৬ নং পদের ক্ষেত্রে, যদি সে অনুতপ্ত না হয়, যদি সে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং আপনি তখন
পথেই আছে, ১৬ নং পদ, "কিন্তু যদি তুমি না শোনো, তবে তোমার সঙ্গে একজনকে নাও।"

অথবা আরও দুজন।" যাতে দুই বা তিনজন সাক্ষীর মুখে প্রতিটি কথাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সেই দুই বা তিনজন সাক্ষী, ঘটনার উভয় পক্ষের কথা শুনে, এই সিদ্ধান্তে আসতে পারে যে সে আসলে কোনে
করেও থাকে, তাহলে তারা সাক্ষ্যপ্রমাণ শুনে ফেলবে এবং যদি সে তারপরেও অনুতপ্ত না হয়, তবে তারা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে।

সেই প্রমাণ মণ্ডলীর সামনে পেশ করো। যাতে মণ্ডলী জানতে পারে যে, তিনি যদি সত্যিই সেই ছন্দে থেকে থাকেন, তবে তিনি আসলেই ছিলেন। তাই ১৭ পদ, "আর যদি তিনি তাদের কথা শুনতে অবহেলা করে

মণ্ডলীর প্রতি। কিন্তু যদি সে মণ্ডলীর কথা শুনতে অবহেলা করে, তবে তাকে তোমার কাছে একজন সাধারণ মানুষ ও কর আদায়কারীর মতো গণ্য করো।" অন্য কথায়, তার সাথে কোনো আধ্যাত্মিক সম্প
তার সাথে কোনো সাহচর্য রেখো না। তবুও, যখন তার সত্যিই প্রয়োজন ছিল এবং অন্য যেকোনো ব্যক্তির মতো তাকে সাহায্য করার সুযোগ ছিল, তখন তার প্রতি দয়া দেখানোকে তা নাকচ করে দেয় না। কি
অবহেলা করে, তবে তাকে যেন গণ্য করা না হয়

সে আর একজন খ্রিষ্টান ভাই নয়, কারণ সে কঠোর পরিশ্রমী ও কাঙ্ক্ষিত এবং এই মুহূর্তে সে অন্ধকারে চলছে না। আর যতক্ষণ না সে অনুতপ্ত হয়, সে পুনরায় প্রভুর ভোজ গ্রহণ করতে পারবে না। এখন,
কাজ করেন যিনি আপনার নির্দিষ্ট মণ্ডলীর সদস্য নন,

আপনি যা করতে পারেন তা হলো, একা তাদের কাছে যাওয়া এবং ১৫ নং পদ অনুসারে তাদের প্রত্যেকের কাছে এক এক করে যাওয়া, আর হয়তো আপনার সাথে আরও দুই-তিনজনকে নিয়ে যেতে পারেন।
হতো,

আপনি বিষয়টি জানতেন এবং জানতেন যে এটি একটি বিশ্বস্ত সঙ্গ ছিল, আপনি তখনও তার গির্জার সাথে কাজ করতে পারতেন। কিন্তু যদি ব্যাপারটা এমন হয় যে, তাহলে...

আমেরিকায় প্রায়শই দেখা যায় যে, সে এমন একটি বিপথগামী মণ্ডলীর অংশ যা বাইবেলসম্মত পবিত্রতা বা এর প্রয়োজনীয়তা অথবা এর মূল পাঠ শিক্ষা দেয় না, সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিকে নিজে তিরস্কার ব
করার থাকে না। কিন্তু আবারও বলছি, এই কারণেই ১৫ থেকে ১৭ পদ, আসলে ১৫ থেকে ২০ পদগুলো কেবল একটি দৃষ্টান্ত। আমি বলব এই পুরো

এই অধ্যায়টি প্রকৃতপক্ষে একটি শক্তিশালী দৃষ্টান্ত যে, ঈশ্বরের অভিপ্রেত পরিকল্পনা পূর্ণ করার জন্য ঈশ্বর যেভাবে চেয়েছেন সেভাবে কীভাবে খ্রীষ্টীয় জীবনযাপন করতে হয়। আমাদের একটি বাইবেলসম্মত

মণ্ডলী। যদি আমাদের জন্য কোনো বাইবেল-ভিত্তিক মণ্ডলী না থাকে, এবং আমি জানি আমার ক্ষেত্রে এটা কঠিন, আমি কেবল একটি পরিবারের সাথেই মেলামেশা করি, কেবল সেই একটি পরিবার এবং ত
আলো ও সুযোগ আছে, তা দিয়েই আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করতে হবে এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে যেন তিনি আমাদের একটি বাইবেল-ভিত্তিক মণ্ডলীতে পাঠান অথবা আমাদের এলাকার পরি
মাধ্যমে একটি মণ্ডলী শুরু করেন।

তারাও সেটাই চাইবে। এবং এটা সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবং এটা কেবল একটি উদাহরণ যে, একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকলে কর্মসূচিটি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা যেত না।

বাইবেলীয় মণ্ডলী। কথাটা বলার মতো ছিল। ১৮ পদ, "কারণ আমি তোমাদের বলছি, পৃথিবীতে তোমরা যা কিছু বাঁধবে, তা স্বর্গে বাঁধা হবে এবং পৃথিবীতে তোমরা যা কিছু খুলবে, তা খোলা হবে।"

স্বর্গে মুক্ত করা হয়েছে।" আবার, আমি তোমাদের বলছি যে, যদি তোমাদের মধ্যে দুই বা তিনজন পৃথিবীতে একমত হয়ে যা কিছু চাইবে, তা আমার পিতার কাছে প্রার্থনা করিলে তাদের জন্য তা পূর্ণ করা হবে।

স্বর্গে আছেন। কারণ যেখানে দুই বা তিনজন আমার নামে একত্রিত হয়, সেখানে তারা স্মরণ করিয়ে দেয়...

তাদের। দেখা যাক। আমি ১৮ নং পদটির ব্যাখ্যা করি এভাবে যে, পৃথিবীতে তোমরা যা কিছু বাঁধবে।

আমি এটাকে ১৫ নং পদে উল্লিখিত 'তোমার ভাইকে লাভ করা'-র সমতুল্য বলে মনে করি।

যদি তুমি এখানকার নির্দেশনা অনুসারে পৃথিবীতে তোমার ভাইকে পেয়ে থাকো, তাহলে সে হয়েছে

স্বর্গে লাভ করা যাবে। "আর তোমরা পৃথিবীতে যা কিছু মুক্ত করবে, স্বর্গেও তা মুক্ত করা হবে।"

আমি এটিকে ১৭ নং পদের সাথে তুলনা করব। যদি তুমি মণ্ডলীর কথা শুনতে অবহেলা করো, তবে সে তোমার কাছে এমন হোক যেমন

একজন বিধর্মী ও কর আদায়কারী। তাকে মুক্ত করা হয়েছে। তাকে খ্রিষ্টানদের থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সমাবেশ, খ্রিষ্টীয় সহভাগিতা, এবং সেই কারণে স্বর্গের দৃষ্টিতে তিনি হলেন দেহ

আর যিশু নয়। এখন স্পষ্টতই এটা নির্দেশাবলী অনুযায়ী করতে হবে।

বাইবেল, নইলে তা হবে ঈশ্বরের সত্যে মানুষের হস্তক্ষেপ এবং তাঁর মণ্ডলীকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা।

বিষয়টা ঠিক এমনই হবে। ১৯ ও ২০ পদে যিশু প্রার্থনা করার এবং যখন অন্য কোনো খ্রিষ্টান জেগে ওঠে বা সত্যের বাণী শোনে, তখন তাকে খুঁজে বের করার প্রয়োজনের ওপর বিশেষভাবে জোর দিচ্ছেন। ত
বাক্য অনুসারে কোনো বিচ্ছিন্ন ভাইয়ের জন্য মধ্যস্থতা করা হয়, তখন ঈশ্বর সবকিছু সম্পন্ন করবেন।

সেই ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা তাঁর আছে। আমি ১৯ ও ২০ পদকে একটি আদেশ হিসেবে দেখি, কিন্তু এটা

যারা ঈশ্বরের সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং তাঁর রাজ্যকে মূল্য দেয়, তাদের জন্যও এটি একটি উৎসাহ।

বালাহর এবং তাদের অগ্রাধিকার ও মূল্যবোধ ঈশ্বরের ফিরিয়ে আনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ভাইয়ের বিষয়টি তাদের জন্য ঠিক তেমনই আনন্দের কারণ হবে, যেমনটা স্বর্গে হয়ে থাকে। অর্থাৎ

যখন একজন পাপী অনুতপ্ত হয় এবং যখন একজন সান্ত্বনাপ্রার্থী খ্রিষ্টান তার পথে ফিরে আসে, তখন আমরা অন্তরে সত্যিই আনন্দিত হই কি না, তার একটি মূল কারণ এটি। ১৯ এবং ২০ পদ নিয়ে আরও
পোপ ছিলেন না, তা আরও প্রমাণ করার জন্য, ১৮১৯ সালে যিশু তাঁর ১২ জন শিষ্যকে যা বলেছিলেন, তা-ই তিনি ১৬ অধ্যায়ে পিতরকে বলেছিলেন। এটি প্রমাণ করে যে যিশু প্রতিজ্ঞা করেছেন, "তোমরা পৃথি
বাঁধা হবে এবং তোমরা যা কিছু..."

পৃথিবীতে যা মুক্ত করা হয়েছে, স্বর্গেও তা মুক্ত করা হবে। এটা শুধু পিতরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং বিশেষ করে প্রেরিতদের জন্য এবং আমি বিশ্বাস করি, যেকোনো যুগের তাঁর বিশ্বস্ত সেবকদের জন্য
সুতরাং, এটি আরও প্রমাণ করে যে পিতর প্রথম পোপ ছিলেন না এবং ২০ নং পদে আমরা খ্রীষ্টকে দেখতে পাই

উপস্থিত এবং তাঁর কর্তৃত্বের অধীনে খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাসীরা একত্রিত হতে পারে।

সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, এবং তবুও তিনি তাদের সকলের মাঝে থাকতে পারেন। সুতরাং এটি একটি জোরালো প্রমাণ যে খ্রীষ্ট সর্বত্র বিরাজমান এবং সেই কারণে এটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা
উল্লেখ করার মতো ছিল। সুতরাং ২১ পদ, "তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, 'প্রভু, আমার ভাই কতবার আমার বিরুদ্ধে পাপ করবে?' আর আমি তাকে সাত বছর পর্যন্ত ক্ষমা করি।"

যিশু বললেন, "আমি কি তোমাদের সাতবার পর্যন্ত বলছি?" কিন্তু ৭০ গুণ সাতবার পর্যন্ত। সেই সময়ে ইহুদিরা, বিশেষ করে ইহুদি শিক্ষকরা, তাদের ঐতিহ্যের মাধ্যমে ঈশ্বরের বাক্যকে নিষ্ফল করে তুলেছিল
কীভাবে ইহুদি রাব্বিরা...

তারা প্রায়শই ধর্মগ্রন্থের উপর নিজেদের চিন্তাভাবনা চাপিয়ে দিত এবং নিজেদের ঐতিহ্যকে স্বয়ং ধর্মগ্রন্থের সমান বলে গণ্য করত, এবং যখন তাদের চিন্তাভাবনা ধর্মগ্রন্থের সাথে মিলত না

মোটেই না এবং তাই ঈশ্বরের বাক্যের সাথে কিছু যোগ করার মাধ্যমে তারা এর শক্তি কমিয়ে দিত এবং একটি

সেই সময়ে অনেক ইহুদি রাব্বি যে বিষয়গুলো শিক্ষা দিতেন, তার মধ্যে একটি ছিল যে আপনার কাছে কেবল ক্ষমা করার উপায় ছিল।

একজন ব্যক্তিকে তিনবার। অর্থাৎ, কেউ যদি আপনাকে তিনবার আঘাত করে ক্ষমা চাইতে আপনার কাছে আসে, তবে চতুর্থবার ফিরে এলে আপনাকে তার প্রতি আর করুণা দেখাতে হবে না। আর এভাবে
এবং ধর্মগ্রন্থে নতুন বিধান যোগ করেছিল।

এবং তারা ঈশ্বরের আদেশের শক্তিকে অগ্রাহ্য করেছিল। "ভাকন লেভিতিকাস ১৯, লেভিতিকাস ১৯.১৭।" আমি দুঃখিত,

লেবীয় পুস্তক ১৯:১৮। "তুমি তোমার স্বজাতির সন্তানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবে না বা কোনো বিদ্বেষ পোষণ করবে না, কিন্তু তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসবে; আমিই সদাপ্রভু।" সুত
তোমার স্বজাতির সন্তানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবে না বা কোনো বিদ্বেষ পোষণ করবে না, তখন তিনি সেই বিষয়গুলোর উপর কোনো শর্ত আরোপ করেননি। যখন প্রতিশোধ নেওয়া আমাদের কাজ নয়, তখ

প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার আছে এবং যখন কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা আমাদের কাজ নয়

যখন কেউ আমাদের কাছে ক্ষমা চাইতে ফিরে আসে এবং আমাদের বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে তারা সত্যিই অনুতপ্ত, তখন আমাদের তাদের ক্ষমা করতে হবে এবং যিশু এখানে ঠিক এটাই বলছেন। তিনি

পিটার ভেবেছিলেন যে সাতবার বলে তিনি উদারতা দেখাচ্ছেন, কারণ ইহুদি নেতারা

তিনি তিনবার শিক্ষা দিচ্ছিলেন, কিন্তু যিশু তাকে দেখাচ্ছিলেন, না, পিতর, এটাকে সাতবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখারও তোমার কোনো অধিকার নেই। এবং আমার বিশ্বাস, তাঁর 'সত্তর গুণ সাতবার পর্যন্ত' ব
বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, যতবারই এমনটা ঘটুক না কেন, তোমার বিন্দুমাত্রও বিদ্বেষ পুষে রাখার অধিকার নেই। তো এখন যিশু বিষয়টি বোঝানোর জন্য একটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প বলবেন, কিন্তু আমি একটু জল

আমি তাতে প্রবেশ করার আগে জল। তাই ২৩ পদে বলা হয়েছে, "অতএব স্বর্গরাজ্য ফুটো হয়ে যাচ্ছে।"

এক নির্দিষ্ট রাজার কাছে।" স্পষ্টতই এখানে যীশু যখন বলেন, "অতএব স্বর্গরাজ্য তার কাছে বর্ষিত হচ্ছে," তখন তিনি বলতে চাইছেন যে স্বর্গরাজ্য এভাবেই কাজ করে এবং পরিচালিত হয়।

এইভাবেই ঈশ্বরের, এই বিষয়ে ঈশ্বরের শাসন ও রাজত্বের মূলনীতিটি হলো এই।

যা তাদের জানা প্রয়োজন। "অতএব স্বর্গরাজ্য এক নির্দিষ্ট রাজার কাছে প্রবাহিত হচ্ছে, যা...

তিনি তাঁর দাসদের হিসাব নেবেন।" আর যখন তিনি হিসাব নিতে শুরু করলেন, তখন একজনকে আনা হলো।

যে তার কাছে দশ হাজার ট্যালেন্ট ঋণী ছিল। সুতরাং আমরা এখানে শিখি যে, দৃষ্টান্তমূলক গল্প খুব কঠোরভাবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, কিন্তু এখানে আমরা একটি নীতি অবশ্য
নাকি অন্য কিছু?

এবং আমরা দেখতে পাব যে, এই ভৃত্য রাজার কাছে যে ঋণী ছিল তা ছিল অনেক, অনেক, অনেক বেশি।

তার সহকর্মী দাসের কাছে এই দাসের যা পাওনা ছিল, তার চেয়ে বেশি। তাই ২৫ পদে বলা হয়েছে, "কিন্তু যেহেতু তার পরিশোধ করার মতো সামর্থ্য ছিল না, তাই তিনি তাকে, তার স্ত্রী, সন্তান ও সকলকে বিক্রি ক

যেহেতু তার কাছে তা ছিল এবং পরিশোধ করার ছিল, তাই দাসটি নতজানু হয়ে তাঁকে প্রণাম করে বলল,

'প্রভু, আমার প্রতি ধৈর্য ধরুন, আমি আপনার ঋণ শোধ করে দেব।' তখন মৃত্যুর প্রভুর দাস

"করুণায় বিচলিত হয়ে তাকে মুক্ত করলেন এবং তার ঋণ ক্ষমা করে দিলেন।" আমরা এখানে অনুতাপ সম্পর্কে কিছু শিখি; যদিও এটি স্পষ্টতই অনুতাপের উপর কোনো সম্পূর্ণ মতবাদমূলক বিবৃতি নয়,
দৃষ্টান্ত যা একটি উপমার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে এবং যা আমরা হাজার হাজার ঘটনা থেকে জানি।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর কেবল তখনই কোনো মানুষকে ক্ষমা করেন যখন সে সত্যিই অনুতপ্ত হয় এবং এখানে এই ভৃত্যের দ্বারা তা চিত্রিত হয়েছে, যে রাজার সামনে নতজানু হয়, যাঁকে ঈশ্ব
পূজা করা হয়।

এবং তাকে বলে, 'প্রভু, আমার প্রতি ধৈর্য ধরুন এবং আমি আপনার ঋণ শোধ করব।' প্রকৃত অনুতাপে এই ক্ষমা আসে, আমরা দেখি কীভাবে এর মধ্যে ঈশ্বরের উপাসনা করা এবং আমাদের প্রাপ্য গ্রহণ করা

তার প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা এবং কীভাবে সেটাও মৃত্যুর অভাব পূরণ করতে পারে না, কারণ প্রতিদিন আমরা সবাই

ঈশ্বরকে জানো, আমাদের দেহ, আমাদের সেবা এবং আমাদের যা কিছু আছে, সবকিছু দিয়েই ঈশ্বরকে ভালোবাসার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আমাদের সমস্ত আত্মিক শক্তি ও মন। তাই যদিও আমরা নিখুঁত আনুগত্য প্রদান করতে পারতাম

আমাদের বাকি জীবনও আমাদের অতীতের সঞ্চিত পাপের ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না। তাই আমরা এখানে একটি নীতি দেখতে পাই যে, এই লোকটি তার ধার্মিকতা অর্জন করেনি, এটি একটি সুসমাচারের
ধার্মিক বলে গণ্য হতে হবে, কোনো নিকৃষ্ট উপায়ে নয়। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ একটি বাধ্য হৃদয়ের উপর নির্ভরশীল, এটি আমাদের সত্যিকারের অনুতাপের উপর নির্ভরশীল এবং এর জন্য আমাদের দায়বদ্ধত

ঈশ্বরের উপাসনা করা, তাঁর দাস হওয়া এবং তাঁর অনুগ্রহকে অবজ্ঞা না করা। অ্যাডাম ক্লার্ক এই পদটি সম্পর্কে বলেছিলেন, সম্ভবত অ্যালবার্ট বার্নসও হতে পারেন, কিন্তু তিনি এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছিলে

এখানে একজন পাপীর পরিত্রাণের জন্য, হৃদয়ের গভীর নম্রতা, আন্তরিক প্রার্থনা, ঈশ্বরের প্রতি আস্থা।

ঈশ্বরের করুণা, তাঁর সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজের আত্মা ও দেহ উৎসর্গ করার দৃঢ় সংকল্প এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রভু যীশুর বলিদান ঈশ্বরের সিংহাসনে নিবেদন করা, যা তার প্রার্থিত ক্ষমার সমতুল্য মূল্য। সুত
ছিল এবং আমরা তা দেখতে পাই।

অনুতাপ ও ক্ষমা সম্পর্কে এটি আবারও একটি নিখুঁত মতবাদমূলক বিবৃতি নয়, কিন্তু তবুও এটি একটি চিত্র।

ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রস্তাবের প্রতি একজন পাপীর কেমন সাড়া দেওয়া উচিত, তার সাথে তুলনা করার জন্য এটি উপযুক্ত এবং

খ্রীষ্ট এবং উত্তম করুণা। তাই ২৭ পদ, "এবং মৃত দাসের প্রভু করুণায় বিচলিত হলেন।"

এবং তাকে মুক্ত করে দিলেন ও তার ঋণ ক্ষমা করে দিলেন, কিন্তু সেই দাসটি বাইরে গিয়ে তার এক সহদাসকে খুঁজে পেল, যে তার কাছে একশো প্যাট ঋণী ছিল, এবং সে তার উপর হাত রেখে তার গলা
তোমার যা পাওনা আছে, তা পরিশোধ কর।' আর তার সহদাসটি মাটিতে পড়ে গেল।

তাঁর চরণে ও পাশে বসে বলতে লাগলাম, 'আমার প্রতি ধৈর্য ধরুন, আমি সব পরিশোধ করে দেব।'

সুতরাং লক্ষ্য করুন, যে চাকরের কাছে তার টাকা ধার ছিল, তার প্রতি সহকর্মী চাকরটিরও একই প্রতিক্রিয়া ছিল।

যেমনটা সেই ভৃত্যের রাজার প্রতি ছিল। তাই তারা দুজনেই সেই সময়ে মিনতি করেছিল।

কারণ ধৈর্য ও করুণা সত্যিই অনুতপ্ত ছিল এবং তারা একই ভাবে অনুতপ্ত ছিল। আর এটাই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটাতে আমরা আসব। সুতরাং ৩০ পদ, "আর তিনি যেতে চাইলেন না কিন্তু গেলেন।

এবং ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করুন।" সুতরাং, যখন সে একই বিষয়ে মিনতি করছিল, তখন রাজা তার প্রতি যেভাবে সাড়া দিয়েছিলেন, সেভাবে সে তার সহচরের প্রতি সাড়া দেয়নি

তাঁর সামনে। তাই যখন তার সঙ্গী যা করা হয়েছিল তা দেখল, তারা খুব দুঃখিত হল এবং এসে তাদের প্রভুকে যা যা করা হয়েছিল তার সব বলল। তারপর তার প্রভু তাকে ডেকে বললেন, 'হে দুষ্ট দাস, আমি
দিলাম, কারণ তুমি তোমার পাপ ক্ষমা করে দিয়েছিলে।'

'আমার প্রতি। আমি যেমন তোমার প্রতি করুণা করেছিলাম, তোমারও কি তোমার সহদাসের প্রতি করুণা করা উচিত ছিল না?' তাই তারা তা লক্ষ্য করল না, 'আমি যেমন তোমার প্রতি করুণা করেছিলাম, তোম
করুণা করা উচিত ছিল না?' আর তার প্রভু বরং ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাকে নির্যাতনকারীদের হাতে তুলে দিলেন, যতক্ষণ না সে তার সমস্ত পাওনা পরিশোধ করে।

"সেইরূপে আমার স্বর্গীয় পিতা তোমাদের প্রতিও করবেন, যদি তোমরা অন্তর থেকে প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা না করো।" সুতরাং আমরা ৩৫ পদে দেখতে পাই যে, যে ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হ
হয়েছিল, কারণ সে অন্যদের প্রতি একই রকম ক্ষমা প্রদর্শন করতে রাজি হয়নি।

আরেকজন লোক যে একইভাবে তাঁর কাছে এসেছিল। যিশু মথি অধ্যায়ে পিছনে বসেছিলেন।

৬. তিনি মথি ৬:১৪-১৫ পদে বলেছিলেন, "কারণ তোমরা যদি মানুষের অপরাধ ক্ষমা করো, তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতাও তোমাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু তোমরা যদি মানুষের অপরাধ ক্ষমা না করো, তে
অপরাধ ক্ষমা করবেন না।" সুতরাং, অনন্তকালীন সুরক্ষার বিরুদ্ধে এটি একটি প্রধান প্রমাণ যে, আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বরের দ্বারা ক্ষমা লাভ করার পরেও একজন মানুষের পক্ষে নির্দয় হওয়া সম্ভব।

অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতি করা ক্ষমা বাতিল হয়ে যেতে পারে। আর যিশু ঠিক তাই।

সতর্কবাণী। ঠিক এই ব্যাপারটি সম্পর্কেই তিনি শিষ্যদের এবং আমাদের সতর্ক করছেন। তাই এই দৃষ্টান্ত থেকে আমরা যে শিক্ষাগুলো পেতে পারি, তা আমি লিখে রেখেছি। এবং আমি উল্লেখ করতে চাই যে
আমাদের বলা হয়নি যে, যে অনুতপ্ত হয় না, তাকে আমাদের ক্ষমা করতে হবে।"

লূকের ১৭ অধ্যায়ে যিশু এই বিষয়টি এত স্পষ্টভাবে বলেছেন, এবং আমি জানি না কীভাবে এত লোক এত জঘন্যভাবে এর অপব্যবহার করে।

যাতে এই শিক্ষা দেওয়া যায় যে, মানুষ অনুতপ্ত হওয়ার আগেই আমাদের তাদের ক্ষমা করতে হবে। আমাদের শুধু ক্ষমা করে দিতে হবে।

যারা অনুতপ্ত নয়, তারা প্রায়শই, জানেন তো, পদমর্যাদায় তাদের বাঁচানোর কথাটাও স্বীকার করবে না।

অথবা তারা স্বীকার করলেও, এর জন্য যে তারা সত্যিই অনুতপ্ত, তা দেখানোর জন্য তারা কিছুই করতে চায় না। লূক ১৭ অধ্যায়ে যিশু বলেন, "তোমরা নিজেদের বিষয়ে সতর্ক থেকো, যেন তোমাদের ভাই তে
না করে; তাকে তিরস্কার করো। আর যদি তোমরা অনুতপ্ত হও, তবে তাকে ক্ষমা করো। আর যদি সে অন্যায় করে..."

দিনে সাতবার তোমার বিরুদ্ধে যাবে, এবং দিনে সাতবার তোমার বিরুদ্ধে গিয়ে বলবে, 'আমি অনুতপ্ত, তুমি তাকে ক্ষমা করবে।' আর প্রেরিতরা দেখলেন যে এটা অত্যন্ত কঠিন, তাই তারা যীশুকে তাদে
পিতরের কাছে এই ধারণাটি কঠিন মনে হয়েছিল যে

অত্যন্ত কঠিন স্বভাবের হতে হলে তাকে তার ভাইকে সাতবারেরও বেশি ক্ষমা করতে হবে।

আর সেই কারণেই যিশু এই দৃষ্টান্তটি দিয়েছিলেন। সুতরাং, মানুষকে ক্ষমা করার বিষয়ে এই দৃষ্টান্তটি বেশ চমকপ্রদ।

আমাদের বিশ্বাস করার কারণ আছে যে তারা সত্যিই অনুতপ্ত। এবং ধর্মগ্রন্থের কোথাও আমাদের বলা হয়নি যে আমরা

যারা অনুতপ্ত নয়, তাদের ক্ষমা করা প্রয়োজন। আর তাই অনেক গির্জা, যাদের অনেকেই বাইবেলসম্মত পবিত্রতার শিক্ষাও দেয় না, যারা নানাভাবে ঈশ্বরের মানদণ্ডকে লঘু করে, তারা তখন বলে যে, আচ্ছা,
এবং তারা সত্যিই অনুতপ্ত কি না, তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ, অনেক সময় খ্রিষ্টানরা মানুষের কাছে গিয়ে বলে, 'আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম', অথচ তারা অনুতপ্ত হয় না। আর এটা তো শুধু দোষারে

শূকরের সামনে মুক্তা ছড়ানো। আর লোকেদের এমন লোকদের ক্ষমা করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়, যারা নিজেদের ভুল স্বীকারও করে না এবং যারা পাষাণহৃদয়। আর তারা এটা দেখে এবং তাদের সামনে এ
যা ধর্মগ্রন্থের চেয়ে অনেক উঁচু। আর এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, এটা তাদের জন্য এত কঠিন। যারা সত্যিই অনুতপ্ত, তাদের ক্ষমা করা, বিশেষ করে যখন তারা আপনার বিরুদ্ধে একাধিকবার পাপ করে

এটা এমনিতেই যথেষ্ট কঠিন। অনুতপ্ত নয় এমন কাউকে ক্ষমা করা একটি অত্যন্ত খারাপ বার্তা দেয়। এটি এই বার্তা দেয় যে, এতে ঈশ্বরের ভুল চিত্রায়ন করা হয়। স্বয়ং ঈশ্বরও মানুষকে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষ
সত্যিকারের অনুতপ্ত হয়।

আর আসল কথা হলো, ঈশ্বর মানুষের অন্তর দেখেন। ঈশ্বর দেখেন যে কেউ হয়তো তাঁকে বলতে পারে যে তারা

দুঃখিত এবং ঈশ্বর হয়তো অন্তরের গভীরে দেখতে পান যে তারা আসলে কোনো না কোনোভাবে নিজেদেরকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করছে,

যে তারা আসলে তাদের সাধ্যমতো ব্যাপারটা ঠিক করার কোনো ইচ্ছাই রাখে না বা এই জাতীয় কিছু একটা।

আমরা সবসময় সেই বিষয়গুলো দেখতে পাই না। তাই আমাদের মানুষকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখতে হয়। কিন্তু এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও নীতিটি একই যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে, খ্রীষ্ট যা করেছেন এবং ঈশ্বরে
কেউ আমাদের সত্যিকারের অনুতপ্ত অবস্থায় দেখলে, যেই মুহূর্তে তারা তাঁর কাছে এসে ক্ষমা চায়, তিনি আমাদের ক্ষমা করে দেন।

এটা আসলে পরিষ্কার নয়, আর আমি ভাবছি, তাহলে তুমি এটা সমর্থন করছ না কেন? তাই তারা তোমাকে অধিকার দেয়।

বাড়ি ফিরতে। তো একটা... ঠিক আছে, তোমার শরীর খারাপ লাগছে। এই ভাই, হেইডেন, তোমার মাইক্রোফোন তো মিউট করা নেই, ভাই।

দুঃখিত, ওই লোকটা। ঠিক আছে। এগিয়ে যাও, ভাই অ্যারন।

সুতরাং হ্যাঁ, যখন কেউ সত্যিই অনুতপ্ত হয়, ঠিক সেই মুহূর্তে যখন তারা ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চায়, ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করে দেন। তাই আমাদের ক্ষেত্রেও একই নীতি হওয়া উচিত। আমাদের একটি ইচ্ছা থাকে

যে আমাদের সাথে অন্যায় করেছে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। আর যে মুহূর্তে তারা আমাদের কাছে আসে এবং আমরা ক্ষমা করার কারণ খুঁজে পাই।

যদি আমরা বিশ্বাস করি যে তারা সত্যিই অনুতপ্ত, তাহলে সেই মুহূর্তে আমাদের তাদের ক্ষমা করে দিতে হবে। কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করা ঠিক নয়, ধরা যাক কেউ খুব অস্পষ্টভাবে শুধু বলছে, "আমি দুঃখি জিজ্ঞাসা করা ঠিক নয়, "আচ্ছা, আপনি কী করেছিলেন?" এবং যদি তারা তা স্বীকার না করে, তবে সতর্ক থাকতে হবে। যদি তারা প্রতারণা করে আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে থাকে, তবে তাদের জিজ্ঞাসা ক কী করবেন?" এবং যদি তারা বলে, "আমি আপনাকে টাকা ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা রাখি,"

তাহলে আমাদের তাদের ক্ষমা করে দিয়ে তা করার একটা সুযোগ দিতে হবে। আর যদি আমরা উপযুক্ত মনে করি, তাহলে হয়তো তাদের ঋণটাও মাফ করে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেটাও ঠিক নয়, এমনকি যে তাদের কাছে ঋণ আছে।

আমাদের টাকা। তাদের টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য কোনো পরিকল্পনা চালু করা ঠিক নয়। এটা তাদের জন্যও সবচেয়ে ভালো হতে পারে। তাদের একটি সুযোগ দেওয়াটাই তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হতে প

এটা দেখানোর জন্য যে তারা দুঃখিত, তারা অনুতপ্ত, এবং এটা দেখানোর জন্য যে... এবং এই শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁর শাসনকে বাতিল করে না, এটা দেখানোর জন্য যে অনেক কি বললেই সব শেষ হয়ে যায় না। এমনকি ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই। আমরা... আপনি এটা রাজা দাউদের জীবনে দেখতে পাবেন। এবং আমার মনে হয় আমাদের সকলেরই সম্ভবত এমন অভিজ্ঞতা হ

আমি কিছুটা অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, রাজা দাউদ ব্যভিচার করেছিলেন এবং পরে অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

এবং ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি তাকে কিছু ভয়ানক পরিণতি দিয়েছিলেন। কিছু স্বাভাবিক পরিণতি ছিল। দায়ূদ যদি সেগুলো এড়াতে পারতেন, তবে তা এক অলৌকিক ঘটনাই হতো। তা যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতিদান দিতে বলাটা... এমনকি সেটাও নয়।

স্বয়ং করুণা অপরিহার্যভাবে নির্দয় নয়। যারা মিথ্যা করুণায় বিশ্বাস করে, তারা এই খারাপ বার্তাটিই পেতে চায় যে, তারা কেবল অন্যকে নির্যাতন করতে পারে এবং তারপর আশা করতে পারে যে অন্য ব্যক্তিটি করে দেবে অথবা দুঃখ প্রকাশ করলেই ক্ষমা করে দেবে।

যখন তারা অনুতাপের প্রয়োজন প্রকাশ করতে, তাদের দুঃখ প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় মূল্য দিতে, এবং যাদের সাথে প্রতারণা করেছে তাদের সুদসহ অর্থ ফেরত দিতে ইচ্ছুক নয়, যেমন

ব্যাপারটা ছিল এমন। লোকেরা... এই বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর মানুষকে ক্ষমা করে দেবেন, সত্যিটা ছাড়াই... ছাড়াই

সত্যিকারের অনুশোচনা এবং তা প্রমাণ করার বিষয়টি মানুষ বিশ্বাস করতে চায়, কারণ তারা ঈশ্বরের প্রতি এবং প্রায়শই তাদের সহমানুষের প্রতিও সেরকম হতে চায়। কিন্তু এখানে ঠিক তা শেখানো হচ্ছে ন একসাথে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রও করতে পারে। লোকেরা বলতে পারে, "আচ্ছা, আমি যদি সবাইকে ক্ষমা করে দিই, তাহলে ঈশ্বরকেও আমাকে ক্ষমা করতে হবে।" কিন্তু

এটা তো রাজ্যের মাত্র একটি দিক। আমরা এটাকে নিয়ে অন্য সব আদেশ বাতিল করতে পারি না।

এবং রাজ্যের অন্য সমস্ত আইন ও অন্য সবকিছু যা ঈশ্বর আমাদের কাছে চান, শুধুমাত্র এই কারণে যে আমরা মানুষকে ক্ষমা করি। যারা আমাদের প্রতি অন্যায় করেছে, তাদের ক্ষমা করা, এমনকি যখন আম

সঠিক শর্তাবলী আমাদেরকে অন্য সকল দায়িত্ব এবং ঈশ্বর আমাদের কাছে যা কিছু চান, তা থেকে অব্যাহতি দেয় না। আমরা ২১ থেকে ৩০ পদেও দেখি... আচ্ছা, ২১ থেকে ৩৫ পদকে পূর্ববর্তী পদগুলোর মিলিয়ে দেখলে, যদি এটা এমন কিছু হয় যে... যদি

বিষয়টা এমন যে আমরা বিশ্বাস করব যে... যদি কেউ আমাদের প্রতি করা অন্যায় স্বীকার না করে, যদি আমাদের বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে তারা দোষী এবং তাদের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।

অনুতপ্ত হতে হলে, আমাদের তাদের কাছে যেতে হবে। তারা কী করেছে, সে বিষয়ে আমাদের তাদের সচেতন করতে হবে। আর যদি ব্যাপারটা এতই সামান্য হয়, আমাদের মনে হয় না যে তারা এর চেয়ে ভালে মূল্য না থাকে

তাদের কাছে গিয়ে তাদের ভুলগুলো বলে দেওয়ার পর, আমাদের শুধু ব্যাপারটা ছেড়ে দিতে হয়। আর ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনই একটা ব্যাপার আছে। তিনি মানুষের কাছ থেকে অনেক কিছুই ছেড়ে দেন

আমাদের প্রাপ্ত আলোর প্রতি অনুগত থাকলেও, এমন কিছু বিষয় থাকে যা আমরা এড়িয়ে যাই এবং যেগুলোতে আমরা ব্যর্থ হই, যা ঈশ্বর কেবল উপেক্ষা করেন, কারণ তিনি সেই মুহূর্তটি দেখতে পান যা আম

এর চেয়ে ভালো কিছু নয়। আর যতক্ষণ আমরা যা জানি তা মেনে চলব, যতক্ষণ আমরা আলোর পথে চলব, যিশুর রক্ত আমাদের সেইসব বিষয় থেকেও শুচি করবে যা আমাদের চেতনার বাইরে। তাই ওই ধর দেখানোই ঠিক। কিন্তু যদি আমরা মনে করি যে কারও আরও ভালোভাবে জানা উচিত ছিল এবং আমরা যদি বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার মতো বলে মনে করি, তাহলে...

যতক্ষণ না তারা এটা ঠিক করছে, আমি এই ব্যক্তির সাথে মেলামেশা করতে পারব না। আচ্ছা, তাহলে তো আমাদের তাদের কাছে গিয়ে জানাতে হবে। নইলে রিবুট না করার জন্য আমরাও দোষী হব।

সুতরাং আমি এখানেই শেষ করছি। চমৎকার শিক্ষা, ভাই। আমি শুধু কয়েকটি বিষয় যোগ করতে চাই। এটা এমন...

একটি চমৎকার অধ্যায়। খুব সংক্ষেপে, যে পরিত্রাণ পেয়েছে, সে সর্বদাই পরিত্রাণ পাবে, বনাম মথি ১৮:১২। যখন আমরা খুঁজে বের করি

যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, তারা কোথা থেকে পথভ্রষ্ট হয়? তারা পথভ্রষ্ট হয়

বিশ্বাস। সুতরাং, এটি আরেকটি পদ যা অনন্তকালীন নিরাপত্তাকে ধ্বংস করে দেয়। এছাড়াও, আমার আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করার আছে এবং তারপর আমরা প্রশ্নোত্তরে যাব। কিন্তু মথি ১৮ অধ্যায়ের অনেকেই বলেন, না, না, আপনি কারো কাছে না গিয়ে তাকে প্রশ্ন করতে পারেন না, এবং তারপর আপনি দুই বা তিনজনকে নিয়ে এসে বিষয়টি সাধারণভাবে মণ্ডলীর কাছে তুলে ধরেন, যা

তারা মনে করে এটা ফেসবুক বা ওই জাতীয় কিছু। কিন্তু মূলত মথি ১৮ অধ্যায় অনুযায়ী, অবশ্যই, যদি আমরা কোনো ভাইকে দেখি

পাপের ক্ষেত্রে, আমাদের উচিত তাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করা অথবা প্রথমে নম্রভাবে তাদের কাছে যাওয়া। কিন্তু যদি তারা পাপে লিপ্ত থাকে, তবে তাদেরকে পাপ থেকে বের করে আনার এবং পরামর্শ দে চেষ্টা করতে হবে।

যে কোনো উপায়ে তাদের কাছে পৌঁছানো। এটাই ঈশ্বরের ভালোবাসা। কিন্তু মথি ১৮ অধ্যায়, এবং ভাই অ্যারন, আমরা কয়েক সপ্তাহ আগে এ বিষয়ে কথা বলেছিলাম, মথি ১৮ অধ্যায়ের ১৮, ১৫, ১৬ এবং ১ বলছে।

স্থানীয় মণ্ডলীর একটি বিষয় নিয়ে। আমেন? হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাই আমি এই বিষয়টি আবার উল্লেখ করতে চাই। এবং আরও কয়েকটি বিষয়ও, যেহেতু আমরা প্রচার এবং বাইবেল আমাদের কীভাবে প্রচার ক পার্শ্ব-অধ্যয়ন চালিয়ে যাচ্ছি। এমন অনেক বিষয় আছে যা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যা আমরা আগে ব্যবহার করতাম।

আমরাও দুষ্ট পাপী, তাই না? আর আমাদের সবসময় এটা মনে রাখতে হবে। সুতরাং মথি ১৮, ২১ এবং ২২ অধ্যায়ে স্পষ্টতই বলা হয়েছে, যখন কোনো ভাই আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করে, তাই না?

তাদের ক্ষমা করার একটা উপায় আছে। অবশ্যই, তাদের সত্যিকারের অনুতপ্ত হতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই আমরা প্রার্থনা করি যেন আমাদের ভাইদেরকে প্রায়শই ক্ষমা করতে না হয়, কারণ তাদের প
এখানে এটা খুব স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যদি তারা পাপ করে, তাহলে হয়তো তাদের মধ্যে একজনের কোনো সমস্যা আছে।

রাগ বা অন্য কিছুর সাথে, বুঝলেন তো, আমরা যেন তাদের ক্ষমা করি, তাদের শুধরে দিই এবং তাদের দলে ফিরিয়ে আনার মতো যথেষ্ট ভালোবাসা দেখাই, তাই না? আর অন্যটি হলো মথি ১৮:৩৩, ৩৪ ও ৩
কীভাবে রাজা তাঁর সহদাসদের ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি সেই উপকারের প্রতিদান দেননি, বলতে গেলে। আর আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, আমরাও একসময় সেই অবস্থানে ছিলাম এবং অ
অবশ্যই, যেখানে করুণা প্রাপ্য, ভাই, আপনি কি এ ব্যাপারে আরেকটু উদার হতে পারেন? আমার মনে হয়, আমি যে শেষ দুটি অংশের কথা উল্লেখ করলাম,

মথি ১৮, ২১ ও ২২, এবং সেইসাথে মথি ১৮, ৩৩, ৩৪ ও ৩৫, আমরা তা অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

প্রচারের মাধ্যমেও জানা যায় কখন ঈশ্বরের মঙ্গলভাব ও কঠোরতা প্রদান করতে হবে, আমেন? যখন মানুষেরা

আমি শুধু এটা বোঝানোর চেষ্টা করছি যে, যখন মানুষ সত্যিকারের অনুশোচনা দেখায়, তখন আমাদের মতো করে। হ্যাঁ, অবশ্যই। মানে, আমার মনে হয় এখানে একটা সাধারণ নীতি আছে।

যে যদি আপনি সুসমাচার প্রচার করেন, জানেন তো, যদি আপনি অপরিচিতদের কাছে প্রচার করেন,

স্পষ্টতই তারা এমনিতেও আমাদের কখনো শোষণ করত না, কিন্তু এমন একটা দিক আছে যখন আপনি

কাউকে অনুতপ্ত হতে দেখা, বা অন্তত এটা দেখা যে, কেউ কাঁদছে বা আপনার কথা শুনছে মানেই এই নয় যে সে এখনও অনুতপ্ত হয়েছে। এটাই সত্যি যে কাউকে সান্ত্বনা দেওয়ার একটা সময় আছে, অ
আছে।

জানো, তুমি যিশুর কাছে প্রার্থনা করতে পারো এবং যদি তুমি সত্যিই চাও যে তিনি তোমার প্রভু হোন এবং তুমি

তাঁর শিষ্য হও, তারপর তাঁর কাছে এসো এবং তিনি তোমার উপর তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন ও তুমি সান্ত্বনা পাবে। আর কখনও কখনও মানুষের এই ধরনের উৎসাহের প্রয়োজন হয়। আমেন।

হ্যাঁ।

হ্যাঁ। আমি ঐ দুটি পদগুচ্ছকে একটা ছবির মতো দেখি, যা আমরা আশা করি ঘটবে, তাই না? যখন আমরা বাইরে গিয়ে মানুষের কাছে প্রচার করি। আমি জানি এখানে ভাইদের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু এটা অনে

আমরা যে চিত্রটি তুলে ধরতে চাই, সে সম্পর্কে। আচ্ছা। এখন পর্যন্ত আর কারো কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য আছে? আমরা সানন্দে তা জানাব। আমি শুধু আর একটা কথা বলব। বলুন। ওহ, আমি শুধু এটুকু বলব,

শুধু বলতে চাইছি যে এর মধ্যেও একটা সত্যতা আছে যে, যখন কেউ সত্যিই, আপনি বলতে পারবেন যে

তারা অনুতপ্ত হয়েছে এবং ঈশ্বর তাদেরকে জীবিত করেছেন। এমন একটি দিকও আছে যেখানে আমাদের উচিত নয়

তাদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া যে, আমাদের যা আছে তা মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

বিশ্বাস করার কারণ আছে যে তারা অনুতপ্ত হয়েছে। আমেন। আমেন। চমৎকার। আর কারো কি কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য আছে? আচ্ছা। ঠিক আছে, আমরা এখানেই শেষ করব, কিন্তু আমি বলতে থাকব।

আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন। আমরা এখানে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপচারিতায় যেতে পারি। তাই আমি এখানেই শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

বিদেশে আমাদের মিশন ক্ষেত্রের সহযোগীদের উদ্দেশ্যে আমাদের কথা শোনার জন্য ধন্যবাদ। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন। আমরা জানি, আপনাদের বেশিরভাগই আগামী কয়েকদিন ধরে এটি শু
আপনারা উপকৃত হবেন এবং আগামী সপ্তাহে সবার সাথে আবার দেখা হবে। ঈশ্বর মঙ্গল করুন। বন্ধুরা, এক সেকেন্ড অপেক্ষা করুন। আমি দুঃখিত।

মথি লিখিত সুসমাচারের ১৯-২০ অধ্যায়, সপ্তাহ ১৮

শুভ সন্ধ্যা, সবাইকে, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্লোবাল মিশন ফর চিলড্রেন-এর মঙ্গলবার রাতের বাইবেল পাঠ এবং বিদেশে বুধবার সকালের অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাই। ব্রাদার অ্যারন

কেরি আমাদের বাইবেলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মথি লিখিত সুসমাচারের মাধ্যমে শিক্ষা দিচ্ছেন।

তারা

সবগুলোই দারুণ, কিন্তু এই একটিতে একজন বিশ্বাসীর প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছুই রয়েছে।

জানা দরকার। আমি সবসময় নতুন বিশ্বাসীদের এই বইটির কথা বলি, কারণ এটি সত্যিই বেশ সম্পূর্ণ। তো আমরা ১৯তম সপ্তাহে আছি এবং আমরা আসলে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, না, মাফ করবেন, আমরা ১৮
এগোতে যাচ্ছি। ভাই অ্যারন, আমি এখন আপনার কাছে হস্তান্তর করছি। একটু ধরুন।

আমরা কিছু পেয়েছি, এক সেকেন্ড দাঁড়ান ভাই। আমরা কিছু পেয়েছি, এক সেকেন্ড দাঁড়ান ভাই।

মিঃ ড্যানিয়েল, যদি আপনিই হন, মিঃ ড্যানিয়েল, যদি আপনিই হন, আপনি কি একটু... হ্যাঁ, আমি ড্যানিয়েলই বলছি, একটু ধরুন।

আচ্ছা, আমি ওকে পেয়ে গেছি। এগিয়ে যান, অ্যারন ভাই, আমি ওকে এইমাত্র মিউট করেছি। আচ্ছা, ধন্যবাদ জিমি। আমরা সবার পাশেই আছি।

কলে যারা আছেন এবং যারা রেকর্ডিংটি শুনছেন, তারা যদি একটি প্রবন্ধ পড়তে চান...

কখন কাউকে ক্ষমা করা উচিত, তা নিয়ে আমি একটু গবেষণা করেছিলাম।

এবং যারা এই বিষয়ে জড়িত তাদের প্রতি আমাদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিত, কারণ আমরা ২০১৮ সালের শেষের দিকে বিষয়টি নিয়ে কাজ করছিলাম।

সুতরাং, যদি এমন কেউ থাকেন যার ইমেল ঠিকানা আমার কাছে নেই এবং তিনি তার লেখাটি পড়তে চান, তাহলে শুধু জিমিকে ইমেল করুন এবং তিনি...

তিনি আমাকে আপনার ইমেল ঠিকানাটি পাঠাতে পারেন এবং তারপর আমাকে জানাতে পারেন যে, আমি সময়ে সময়ে যে ছোট ছোট গবেষণাগুলো প্রকাশ করি, সেগুলো শুধু আপনাকে পাঠিয়ে দেবো কি ন

আর আসলে ভাই অ্যারন, আমি যদি একটু কথা বলি, আমি এই কলের ঠিক পরেই ওটা ফেসবুকেও পোস্ট করব, ঠিক আছে?

আচ্ছা। আমিন।

তাই আমি আজ ১৯ এবং ২০ নম্বর অধ্যায়গুলো শেষ করতে চাই, কারণ আপনারা ১৯ নম্বর অধ্যায়ের শেষে দেখতে পাবেন এবং...

মানে, বাইবেলে তো কোনো অধ্যায় বিভাজনই নেই। এগুলো শুধুই বই, আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে অনেকেই তা জানি।

কিন্তু অধ্যায় ২০-এর প্রথম অংশের বিষয়বস্তু অধ্যায় ১৯-এর শেষের সাথে এতটাই সরাসরি সম্পর্কিত যে আমার মনে হয়েছে অধ্যায় ১৯ এবং ২০ একসাথেই শেষ করার চেষ্টা করা ভালো হবে।

কিন্তু ইনশাআল্লাহ, এরপর থেকে শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা প্রতি সপ্তাহে প্রায় একটি করে অধ্যায় পড়ার চেষ্টা করব।

আর ইনশাআল্লাহ, যদি সবকিছু ঠিকঠাকভাবে এগোয়, তাহলে সম্ভবত জানুয়ারির শেষের দিকে আমাদের কাজ শেষ হবে।

তবে সেটা দেখা যাবে।

তাই হ্যাঁ, আমি একটু দ্রুত এগোতে চাইব, কিন্তু অধ্যায় ১৯ শেষ করতে সম্ভবত অধ্যায় ২০-এর চেয়ে বেশি সময় লাগবে।

তাই যখন আমি ২০ নম্বর অধ্যায়ে প্রবেশ করব এবং আপনি যদি কিছুটা ক্লান্ত থাকেন, তবে জেনে রাখবেন যে অধ্যায়টি বেশ দ্রুত শেষ হয়ে যাবে।

সুতরাং ১৯ অধ্যায়ের ১ পদ থেকে শুরু করা যাক।

আর যীশু এই সকল কথা শেষ করে গালীল ত্যাগ করে যর্দানের ওপারে যিহূদিয়ার উপকূলে এসে গেলেন।

এবং বহু লোক তাঁর অনুসরণ করল এবং তিনি সেখানে তাদের সুস্থ করলেন।

সম্ভবত ১৮৩৫ এবং ১৯.১ এর মধ্যে বেশ খানিকটা সময় ছিল।

এবং অন্যান্য সুসমাচারগুলোতে এই সময়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে।

এখন যিশু শেষবারের জন্য যিরূশালেমে যাচ্ছেন, যেখানে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে এবং তিনি পুনরুত্থিত হবেন।

ফরীশীরাও তাঁর কাছে এসে তাঁকে প্রলুব্ধ করতে লাগল এবং বলতে লাগল, "মানুষের পক্ষে তার পথ চিরকালের জন্য ত্যাগ করা বৈধ, কারণ..."

এটা বেশ মজার ব্যাপার যে, যিশু যখন লোকজনকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন ও সুস্থ করছিলেন, তখন ফরীশীরা তাঁকে প্রলুব্ধ করতে আসত।

ব্যাপারটা তাকে বিচলিত করেছে বলে মনে হলো না, তিনি যেভাবে লোকদের আশীর্বাদ করছিলেন তাতে বাধা দিতেও তার আপত্তি ছিল না। তারা তাকে অভিযুক্ত করতে এবং বিতর্ক তৈরি করতে চাইছিল।

তাই তারা জিজ্ঞাসা করে, "মানুষের পক্ষে তার পথ চিরকালের জন্য ত্যাগ করা কি বৈধ, কারণ..." লক্ষ্য করুন, তারা বলছে চিরকালের জন্য, কারণ...।

আর সেই সময়ে ইহুদিদের সম্পর্কে এই বিষয়টি নথিভুক্ত করা হয়েছে।

তারা বিশ্বাস করে যে, একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে যদি সে কোনো তুচ্ছ কারণে তার ওপর বিরক্ত হয়।

অথবা যদি সে আরও আকর্ষণীয় কোনো মহিলাকে দেখত।

বিবাহ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই হালকা। আর যিশু এখানে সেই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করছেন।

এটি বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহের খুঁটিনাটি বিষয়ে কোনো বিশদ আলোচনা হবে না।

এমন অনেক বিষয় আছে যা যিশু এখানে আলোচনা করবেন না। পৌল সেই বিষয়গুলো ১ করিন্থীয় ৭ অধ্যায়ে আলোচনা করবেন।

এবং পৌল যীশুকে পুরোপুরি বুঝেছিলেন।

সুতরাং ৪ পদে, "তিনি তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, 'তোমরা কি পড়নি যে, যিনি শুরুতে তাদের সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি তাদের পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছিলেন?'"

এবং বললেন, 'এই ঈশ্বরের জন্যই মানুষ তার পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করে আপন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে, এবং তারাও এক দেহ হবে।'

অতএব তারা আর দুজন নয়, বরং এক দেহ।

"অতএব ঈশ্বর যা একত্রিত করেছেন, মানুষ যেন আমাদের তার অধীন না করে।" অনেকে ৬ নং পদটি ভুলভাবে উদ্ধৃত করবে।

তারা বলবে, "ঈশ্বর যা একত্রিত করেছেন, মানুষ তা আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে না।" কিন্তু যীশু এমনটা বলেননি।

তিনি বললেন, "মানুষ যেন আমাদের বশীভূত করতে না পারে।" এটা সম্ভব।

ঈশ্বর যা একত্রিত করেছেন, তার অধীনে আমাদের রাখা সম্ভব। নইলে বিবাহবিচ্ছেদ বলে কোনো ব্যাপারই থাকত না।

এবং এমনকি স্বয়ং ঈশ্বরও দ্বিতীয় বিবরণ ২৪ অধ্যায়ে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা রেখেছেন।

ব্যাপারটা হলো, তিনি খুব সংকীর্ণ একটি কারণে সেই ব্যবস্থাটি করেছিলেন, যে বিষয়ে যিশু এখন কথা বলবেন।

আর ফরীশীরা সেই সংকীর্ণ বিধানটিকে সবকিছুর অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নিয়েছিল। এবং এমনটা করা তাদের ভুল ছিল।

আর যিশু এখানে দেখাচ্ছেন যে, বিবাহবিচ্ছেদে জড়িত দুই ব্যক্তির মধ্যে অন্তত একজনের পাপ সর্বদাই জড়িত থাকবে।

বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া এবং উভয় ব্যক্তির পক্ষে পাপমুক্ত ও ঈশ্বরের কাছে সঠিক অবস্থানে থেকে বিবাহ থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব।

বিবাহবিচ্ছেদ হতে হলে তাদের মধ্যে অন্তত একজনকে পাপে লিপ্ত থাকতে হবে এবং মন্দ কাজ করতে হবে।

সুতরাং ৭ম পদে, "তারা তাঁকে বলল, 'তাহলে মোশি কেন তালাকের লিখিত দলিল দিতে ও তাকে ত্যাগ করতে আদেশ দিয়েছিলেন?'"

তারা মোশির অপব্যবহার করছে। ঈশ্বর মোশির মাধ্যমে যে বাণী দিয়েছেন, তারা তার অপব্যবহার করছে। আমরা আলোচনা করেছি যে বাইবেলের সবকিছুই ঈশ্বরের বাণী।

আর মোশি, যিনি বাইবেল লিখছিলেন, তিনি ছিলেন ঈশ্বরের বাণী প্রচারের একটি মাধ্যম মাত্র।

আর দ্বিতীয় বিবরণ ২৪ অধ্যায়ে যখন তারা মোশির মাধ্যমে কথা বলেছিলেন, তখন ঈশ্বর আসলে যা বলেছিলেন, আমরা শুধু সেটাই পড়ব, যার কথা তারা উল্লেখ করছে।

দ্বিতীয় বিবরণ ২৪, যখন এক পুরুষ তাকে বিয়ে করে নিয়ে গেল, এবং এমন হল যে সে তার চোখে অনুগ্রহ হারাল,

কারণ সে তার মধ্যে কোনো অশুচিতা পেয়েছে, অতএব সে যেন তাকে একটি তালাকনামা লিখে তার হাতে দেয় এবং তার বাড়ি থেকে তাকে বের করে দেয়।"

ফরীশীরা পবিত্রতা বলতে যৌন অশুচিতা না বুঝিয়ে, নিজেদের ইচ্ছামতো যেকোনো অর্থ নিত।

যিশু যা বলতে যাচ্ছিলেন, এখানে সেটাই বোঝানো হয়েছিল।

আর যখন সে তার ঘর থেকে চলে যাবে, তখন সে গিয়ে অন্য পুরুষের স্ত্রী হতে পারে।

সুতরাং স্বয়ং ঈশ্বর পুনর্বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু যদি কোনো নারীকে সত্যিই সেই কারণে বিদায় দেওয়া হয়, তবে তাকে পাপের মধ্যেই বিদায় দেওয়া হয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পুনরায় বিয়ে করতে পারেননি।

আর তাই তিনি ৩ নং পদে বলেন, "আর যদি স্বামীর দ্বিতীয় ভাগ তাকে ঘৃণা করে এবং তাকে তালাকনামা লিখে দেয়,

এবং তা তার হাতে দিয়ে তাকে তার বাড়ি থেকে বের করে দিন, অথবা যদি তার পরবর্তী স্বামী, যিনি তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, মারা যান,

তার প্রাক্তন স্বামী, যে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, মামলা দায়ের হওয়ার পর তাকে আর স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে না।

কারণ তা প্রভুর দৃষ্টিতে ঘৃণ্য। আর তুমি পাপের দেশ সৃষ্টি করবে না, যা প্রভু তোমার ঈশ্বর তোমাকে উত্তরাধিকার সূত্রে দিয়েছেন।

সুতরাং মথি ১৯ অধ্যায়ে যিশু এখানে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পরের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছেন না, সেটা ন্যায্যভাবে হোক বা অন্যায়ভাবে।

তিনি বিবাহ বিষয়ে ফরীশীদের বিলম্বিত মনোভাব নিয়ে আলোচনা করছেন এবং শুরু থেকেই দেখাচ্ছেন যে, যখন পুরুষ ও নারী একত্রিত হয়েছিল, তখন ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কী ছিল।

যেন তাদের বিচ্ছিন্ন করা না হয়। এবং বিবাহের বিষয়ে ফরীশীদের বিলম্বিত মনোভাব, এবং ঈশ্বর মোশির মাধ্যমে যা অনুমোদন করেছিলেন তার চেয়ে কম কারণে স্ত্রীকে ত্যাগ করা।

সেই কারণে তারা পাপ করছিল। তাই ৮ পদে লেখা আছে, "তিনি তাদের বললেন, 'হে মোশি, তোমাদের হৃদয়ের কঠোরতার কারণে, তোমাদের স্ত্রীদের ত্যাগ করার জন্য কষ্ট ভোগ করো।'"

কিন্তু শুরু থেকে এমনটা ছিল না। আর আমি তোমাদের বলছি যে, যে কেউ ব্যভিচারের কারণ ছাড়া নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করবে,

এবং সে ব্যভিচারিণী অন্য এক নারীকে বিবাহ করবে, এবং যে সেই ব্যভিচারিণীকে পরিত্যাগ করেছে তাকে বিবাহ করবে।"

তাই বিষয়টিকে সঠিকভাবে গ্রহণ করা এবং এর থেকে কোনো সতর্কবার্তা বা সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ।

এমন কিছু গির্জা আছে যারা শিক্ষা দেয় যে একজন তালাকপ্রাপ্ত পুরুষ বা একজন তালাকপ্রাপ্ত নারী

যারা অবিশ্বাসী থাকাকালীন বিবাহবিচ্ছেদ করেছিলেন এবং পরে খ্রিস্টান হয়ে পুনরায় বিয়ে করেন। এমন কিছু গির্জা আছে যারা শিক্ষা দেয় যে তাদের আবার বিবাহবিচ্ছেদ করতে হবে।

এবং তারা এই অনুচ্ছেদটি ব্যবহার করে। অথচ আসল সত্য হলো, এই অনুচ্ছেদটি মোটেও তা শেখাচ্ছে না। এটি শেখাচ্ছে যে, যিশু প্রতিটি পরিস্থিতির জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছেন না।

তালাক ও পুনর্বিবাহের পর। তিনি কেবল এটাই বলছেন যে, যদি কোনো ফরীশী যেকোনো কারণে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চায়,

যদি সে তা করে এবং তার কারণ নারীর যৌন অশুচিতা না হয়, যেটিকে গ্রিক ভাষায় ব্যভিচার বলা হয়, তা হলো "pornaia",

এখান থেকেই আমরা পর্নোগ্রাফি শব্দটি পেয়েছি। যদি তারা বা অন্য কেউ সেই কারণে তাদের স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে বিয়ে করে,

তারা ব্যভিচার করবে, শুধু এই কারণে যে মানুষের চোখে তাদের কাছে সঠিক কাগজপত্র আছে এবং তারা মানুষের কাছে তা ন্যায্য প্রমাণ করতে পারে।

ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এটিও ব্যভিচার এবং সংঘটিত ব্যভিচারের কারণেই 'লুসিল'কে বর্জন করা হয়। যিশু সম্ভবত এমন একজন নারীর কথা বলছেন, যাকে ব্যভিচারের চেয়ে কম গুরুতর অপরাধের জন্য তার হয়েছে।

সে এমন এক অবস্থায় আছে যেখানে সে তার স্বামীর সাথে পুনর্মিলিত হতে পারে। আপনি যদি ১ করিন্থীয় ৭ অধ্যায়ে যান,

পল, সুতরাং মূলত আমরা এখান থেকে যে শিক্ষা নিতে পারি তা হলো, যখন কোনো খ্রিষ্টান দম্পতি ঈশ্বরের সামনে খ্রিষ্টান হিসেবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন,

পক্ষদ্বয়ের কোনো একজন ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ না করলে বিবাহটি সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব হতো।

ব্যভিচার করেছিল অথবা অন্য কোনোভাবে ধর্মত্যাগ করেছিল।

এভাবেই পৌল যীশুকে ব্যাখ্যা করেন এবং নিঃসন্দেহে পৌল পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত, ঠিক যেমন ১ করিন্থীয় ৭ অধ্যায় ১০ পদের বাকি শাস্ত্রও অনুপ্রাণিত।

পৌল বিবাহ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেন, "আর বিবাহিতদের প্রতি আমি এই আদেশ দিচ্ছি, কিন্তু আমি নই, বরং প্রভুই চান, স্ত্রী যেন তার স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়।"

কিন্তু যদি সে চলে যায়, তবে সে অবিবাহিত থাকবে অথবা তার স্বামীর সাথে পুনর্মিলিত হবে, এবং স্বামী যেন তার স্ত্রীকে ত্যাগ না করে।

১০ পদে পৌল যখন বলেন, "আমি নই কিন্তু প্রভু," তখন তিনি এটা বলছেন না যে এই অধ্যায়ে তাঁর লেখা বাকি সবকিছুই অরক্ষিত।

তিনি পৃথিবীতে থাকাকালীন প্রভুর বাক্যের বিষয়ে কথা বলছেন, যা আমরা মথি ১৯ অধ্যায়ে পড়ছি।

সুসমাচারগুলোতে অন্যান্য ভিন্নতা রয়েছে। পৌল অন্য যা কিছু বলেন, তাতে তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়েই আলোচনা করেন।

তিনি ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত, কিন্তু তিনি এমন কিছু বিষয় নিয়ে কাজ করছেন যা যিশু সুসমাচারগুলোতে সরাসরি আলোচনা করেননি।

সুতরাং ১২ পদে বলা হয়েছে, "কিন্তু বাকিদের আমি বলছি, প্রভু নন, যদি কোনো ভাইয়ের এমন স্ত্রী থাকে যে বিশ্বাস করে না, এবং সে তার সঙ্গে থাকতে রাজি থাকে, তবে সে যেন তাকে ত্যাগ না করে।"

আর যে নারীর স্বামী অবিশ্বাসী, এবং সে যদি তার সঙ্গে থাকতে রাজি থাকে, তবে সে যেন তাকে ত্যাগ না করে।

কারণ অবিশ্বাসী স্বামী স্ত্রীর দ্বারা পবিত্র হয়, এবং অবিশ্বাসী স্ত্রী স্বামীর দ্বারা পবিত্র হয়।

নইলে তোমাদের সন্তানরা অশুচি ছিল, কিন্তু এখন তারা পবিত্র।

কিন্তু অবিশ্বাসীরা যদি চলে যায়, তবে তাকে যেতে দাও। এক্ষেত্রে কোনো ভাই বা বোন দাসত্বের অধীন নয়, বরং ঈশ্বর আমাদের শান্তির জন্য আহ্বান করেছেন।

তুমি কী করে জানো কখন তোমার স্বামীকে দেখতে পাবে, কিংবা তুমিই বা কী করে জানো কখন তোমার স্ত্রীকে দেখতে পাবে?

ঈশ্বর প্রত্যেককে কী দিয়েছেন, যেমন প্রভু প্রত্যেককে ডেকেছেন? সে চলুক, তাহলেই সকল গির্জায় আমাদের ডিএনএ-ও চলবে।

যারা পৌলস্তকের আগে পুনর্বিবাহ করেছিলেন তাদের জন্য এখানে কোনো নির্দেশনা নেই। ১ করিন্থীয় ৭ হলো বিবাহ এবং বিবাহের প্রতি খ্রিস্টানদের মনোভাব বিষয়ক একটি ব্যাপক শিক্ষা।

আর এই অধ্যায়ে এমন একটিও নির্দেশনা নেই যা সেইসব লোকদের জন্য প্রযোজ্য, যারা খ্রীষ্টে আসার আগে বিবাহিত ছিলেন এবং এখন খ্রীষ্টান হিসেবে পুনরায় বিবাহ করেছেন।

এখানে এমন একটিও নির্দেশনা নেই যে, সম্ভব হলে তাদের বর্তমান স্ত্রীকে তালাক দিয়ে প্রথম স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে হবে।

আর এটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এমন কিছু গির্জা আছে যারা শিক্ষা দেয় যে খ্রিষ্টানদের ঠিক তাই করতে হবে।

আর এর ফলে তারা অকারণে পরিবারগুলো ভেঙে দিয়েছে এবং অকারণে অনেক ঝামেলার সৃষ্টি করেছে।

তাই পৌল ১৮ পদে আরও বলেন, "যাকে ত্বকছিন্ন বলা হয়, সে যেন ত্বকছিন্ন না হয়। আর যাকে ত্বকছিন্ন নয় বলা হয়, সে যেন ত্বকছিন্ন না হয়।"

খৎনা এবং অখৎনা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রত্যেকে যে আহ্বানে আহূত হয়েছে, সেই আহ্বানেই স্থির থাকুক। তুমি কি দাস হিসেবে আহূত হয়েছ? এখানে তার জন্য নয়, বরং যদি তুমি মুক্ত হতে পারো, তবে সেই পথই অবলম্বন করো।

তাই আমি সরাসরি ২৭ নং পদে চলে যাচ্ছি।

তুমি কি স্ত্রীর সাথে আবদ্ধ, মুক্তি লাভের চেষ্টা করো না?

আচ্ছা, তিনি তো আগেই বলেছিলেন যে, অবিশ্বাসীরা যদি চলে যায়, তবে সে চলে যাক।

তুমি যদি স্ত্রীর থেকে বিচ্ছিন্ন হও, তবে নতুন স্ত্রীর অন্বেষণ কোরো না; কিন্তু যদি বিবাহ করো, তবে তুমি পাপ করোনি। আর যদি কোনো কুমারী বিবাহ করে, তবে সেও পাপ করে না।

তথাপি, তাদের শারীরিক কষ্ট হবে, কিন্তু আমি তোমাদের রেহাই দিলাম।"

সুতরাং বাইবেলে নির্দোষ পক্ষের পুনর্বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদের কথা উল্লেখ আছে।

আর বাইবেল এমন লোকদের বিষয়ে কিছু বলে না, যারা খ্রীষ্টের কাছে আসার আগে বিবাহিত ছিলেন, এবং তাদের বলে না যে তাদের আলাদা হয়ে তাদের প্রথম সঙ্গীর কাছে ফিরে যেতে হবে, অথবা প্রথম অবিবাহিত থাকতে হবে।

এবং এমন গির্জাও আছে যারা এই বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়। রোমান ক্যাথলিক গির্জা এক্ষেত্রে আরও খারাপ, কারণ তারা কোনো অবস্থাতেই পুনর্বিবাহের অনুমতি দেয় না।

কিন্তু তারা বিয়ে বাতিল করার অনুমতি দেয়, যার জন্য টাকা লাগে এবং এর মাধ্যমে গির্জাও অর্থ উপার্জন করে, যার মূল কথা হলো, বিয়েটা শুরু থেকেই বৈধ ছিল না।

আর এটা নির্লজ্জ ভণ্ডামি, কারণ তারা মূলত এটাই শেখাচ্ছে যে রোমান ক্যাথলিক চার্চে এমন দম্পতি থাকতে পারে যাদের বিয়ে চার্চ স্বীকৃতি দেয়, এবং তারপরের বছরই তাদের একজন অন্যজনকে ছেড়ে চ

এবং সত্যিই ব্যভিচার করে। আর তারা শুধু টাকা দিয়ে বিয়েটা বাতিল করিয়ে নিতে পারে এবং বলতে পারে যে বিয়েটা শুরু থেকেই বৈধ ছিল না।

আর এখন উভয় পক্ষই আবার বিয়ে করতে পারবে। আর এটা এক ধরনের ভণ্ডামি।

সুতরাং মূল কথা হলো, দুজন বিশ্বস্ত বিশ্বাসী ছাড়া কোনো বিবাহের সমাপ্তি ঘটতে পারে না।

কিন্তু মথি ১৯ অধ্যায়ে যিশু যা বলেছেন, তা বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে কোনো সম্পূর্ণ শিক্ষা নয়।

এবং এমনকি ফরীশীরাও সেই উপসংহারটিকেই সত্য বলে মনে করতেন। সুতরাং ১০ নং পদে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, যদি স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক এমনই হয়, তবে বিয়ে করা উচিত নয়।

অ্যালবার্ট বার্নস ১৯১০ সালে বলেন, শিষ্যরা ইহুদি ধারণায় পূর্ণ ছিলেন। তারা মনে করতেন যে, ঝগড়াটে স্বভাব বা অন্য কোনো কারণে দাম্পত্য জীবন অসুখী হলে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার অধিকার একটি বিরা

আর এমন ক্ষেত্রে স্ত্রীর সঙ্গে আজীবন থাকতে বাধ্য থাকাটা এক বিরাট দুর্ভাগ্য। তাই তারা বলল যে, যদি পরিস্থিতি এমনই হয়, এই শর্তেই মানুষ বিয়ে করে, তবে বিয়ে না করাই ভালো।

এবং এটাই ১৯১০ সাল নিয়ে অ্যালবার্ট বার্নসের মন্তব্য। আর আমি তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে পারি না।

শিষ্যরা তখনও ফরীশীদের শিক্ষায় প্রভাবিত ছিলেন, যা শেখাতো যে অতি তুচ্ছ কারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া বৈধ।

আর তা করতে না পারার এবং কারও সাথে আটকে থাকার চিন্তাই তাদেরকে ১০ নং পদে ওই কথাগুলো বলতে বাধ্য করেছিল।

কিন্তু তিনি তাদের বললেন, "যাকে এই কথা বলা হয়েছে, তারাই বলে যে সকলে এই কথা গ্রহণ করতে পারে না। কারণ এমন কিছু নপুংসক আছে, যারা মাতৃগর্ভ থেকেই নপুংসক হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে।"

এবং এমন কিছু নপুংসক আছেন, যাঁদেরকে মানুষেরা নপুংসক করেছে। আবার এমন নপুংসকও আছেন, যাঁরা স্বর্গরাজ্যের জন্য নিজেরাই নিজেদেরকে নপুংসক করেছে। যে তা গ্রহণ করতে সক্ষম, সে তা গ্র

স্পষ্টতই, যারা জন্ম থেকেই নপুংসক, তারাই বিবাহের অন্যতম প্রধান কর্তব্য পালনে সক্ষম, যা আমার বলার প্রয়োজন নেই।

আমার মনে হয় সবাই জানে এটা দিয়ে কী বোঝানো হচ্ছে। তারা জন্ম থেকেই এতে অক্ষম ছিল। এবং এমন কিছু খোজা আছে যাদেরকে মানুষের দ্বারা খোজা বানানো হয়েছিল।

এবং এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে প্রাচীন সংস্কৃতিগুলোতে প্রায়শই শৈশবে পুরুষদের খোজাকরণ করা হতো এবং তাদের রাজকোষাধ্যক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা হতো।

আর সেখান থেকেই 'ইউনাক' (eunuch) শব্দটি এসেছে, কারণ এটি 'চেম্বারলেইন' (chamberlain) শব্দটিরই আরেকটি রূপ। তাদের ওপর রানি এবং প্রাসাদের অন্যান্য নারীদের গৃহপরিচারিকার দায়িত্ব অর্পণ

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, এই ধরনের কাজের জন্য একজন নপুংসক পুরুষকে রাখা অনেক বেশি নিরাপদ ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই, যৌবনে তাদের সাথে যা ঘটেছিল, সেই ব্যক্তিকেই 'বিয়ে না করাই ভালো'—এ

আর এমন নপুংসকরাও থাকবে যারা স্বর্গরাজ্যের জন্য নিজেদেরকে নপুংসক করেছে। আমাকে বিশ্বাস করতেই হবে যে, যিশু এখানে রূপক অর্থে কথা বলছেন।

তিনি ১ করিন্থীয় ৭ অধ্যায়ে উল্লিখিত পৌলের মতো লোকদের কথা বলছেন, যারা চাইতেন যেন সকল মানুষ তাদের মতোই অবিবাহিত অবস্থায়, বিবাহের ঝামেলা ছাড়াই প্রভুর সেবা করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু এখানে যিশুর মূল বক্তব্যটি সেই একই, যা পৌল ১ করিন্থীয় ৭ অধ্যায়ের প্রথম নয়টি পদে তুলে ধরেছিলেন—আর তা হলো, বিবাহযোগ্য কোনো ব্যক্তির উপর অবিবাহিত জীবন চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়

আর এটি আরেকটি দিক, যেখানে রোমান ক্যাথলিক চার্চ তাদের যাজক ও নেতাদের ব্রহ্মচারী হতে বাধ্য করে মারাত্মক ভুল করে।

আর তারা যদি গির্জার যাজক ও নেতা হতে চায়, তবে এ ব্যাপারে তাদের কোনো বিকল্প থাকে না। আবারও বলছি, এটি অবিবাহিত জীবন সম্পর্কে কোনো পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি বা শিক্ষা নয়।

যিশু এখানে এমন বলছেন না যে, আঠারো বছর বয়সে ফিরে আসার দিনই তোমাকে হয় বিয়ে করতে হবে, অথবা স্বর্গরাজ্যের জন্য সারাজীবনের জন্য নিজেকে নপুংসক বলে ঘোষণা করতে হবে।

তিনি কেবল এটাই শেখাচ্ছেন যে অবিবাহিত থাকা বা ব্রহ্মচর্য কারও উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। এবং ১০ নং পদে শিষ্যদের উদ্বেগ সত্ত্বেও বিবাহ প্রকৃতপক্ষে একটি বৈধ বিকল্প।

এটা প্রত্যেক খ্রিস্টানের ক্ষেত্রেই কিছুটা সত্য, বিশেষ করে যদি আপনি কৈশোরের একজন বিশ্বাসী হন।

এমন একটা সময় অবশ্যই আসবে যখন আপনাকে শুধু অপেক্ষা করে দেখতে হবে যে ঈশ্বর আপনার জন্য বিবাহের দরজা খুলে দেন কি না।

এবং এমন একটা সময় আসবে যখন আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন না যে আপনি শেষ পর্যন্ত বিয়ে করবেন, নাকি অবিবাহিত থেকে প্রভুর সেবা করবেন।

সুতরাং আবারও বলছি, ১২ পদটি অবিবাহিত জীবন সম্পর্কে কোনো পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা নয়। এটি কেবল ১০ পদে শিষ্যদের আপত্তির একটি উত্তর।

সুতরাং ১৩ পদে বলা হয়েছে, "আর তখন তাঁর কাছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনা হল, যেন তিনি তাদের উপর হাত রাখেন,

এবং প্রার্থনা করলে শিষ্যরা তাদের তিরস্কার করেন।

কিন্তু যিশু বললেন, 'ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আসতে দাও, কিন্তু আমার কাছে আসতে বারণ কোরো না, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই প্রাপ্য।'

এবং তিনি তাদের উপর হাত রাখলেন ও তাদের ছেড়ে চলে গেলেন। সুতরাং সেখান থেকে চলে গেলেন।

আমার মনে হয়, এর সময়টা গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা এইমাত্র যে অংশটি পড়লাম, তার ঠিক পরেই বিবাহের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ দেখানো হয়েছে। স্পষ্টতই, বিবাহের মাধ্যমে সন্তানের জন্ম হওয়া ঈশ্বরেরই ইচ্ছা।

যদি তারা বিবাহের বাইরে গর্ভধারণ করে, তবে তাদের গর্ভধারণ পাপপূর্ণ হবে। এতে সন্তানের কোনো দোষ নেই।

কিন্তু স্পষ্টতই পিতামাতার জন্য নয়, তারা পাপ করেছে, তাদের বিবাহের মাধ্যমেই গর্ভধারণ করতে হতো।

আর আমরা গত পাঠে ১৪ পদ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, "কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।"

এর মানে এই নয় যে, শিশুদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হবে, তাদের পাপীর প্রার্থনার সুযোগ দেওয়া হবে এবং বলা হবে যে তারা চিরকালের জন্য পরিত্রাণ পাবে।

কারণ তারা বলেছিল, পাপীর প্রার্থনা একটি ছোট শিশুর মতো।

এর সহজ শিক্ষা হলো এই যে, শিশুদের মধ্যে এমন অনেক গুণাবলী রয়েছে যা ঈশ্বর খ্রিষ্টের একজন শিষ্যের মধ্যে খোঁজেন, যিনি ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবেন।

তিনি কোনোভাবেই এটা শেখাচ্ছেন না যে ছোট বাচ্চাদের পুনর্জন্ম নিতে হবে বা নেওয়া উচিত; যিশুকে আহ্বান করা হয়েছে পুনর্জন্ম নিতে, তাঁকে অনুসরণ করতে এবং অনুতাপ করতে।

আমাদেরকে সবসময় প্রাপ্তবয়স্কদের দেওয়া হয়।

আর ইহুদি সংস্কৃতিতে, এবং আমার মনে হয় এটা মূলত আজকের পরিস্থিতির সাথেও মিলে যায়, তারা ১৩ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত কাউকে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে গণ্য করত না।

আর বার মিৎজভা ধারণাটির অর্থ হলো, যখন কোনো ইহুদি ছেলের বয়স ১৩ বছর হয়, তখন তার জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেটিকে বার মিৎজভা বলা হয়।

এবং এর আক্ষরিক অর্থ হলো আইনের পুত্র, অথবা কোনো মেয়ের ক্ষেত্রে যা একটি অনুচিত কাজ, আইনের কন্যা।

আর এর মানে হলো, এখন বেশিরভাগ ইহুদি পরিবারের কাছে এটি কেবলই একটি অনুষ্ঠান, যা পার্থিব আনন্দ উপভোগের একটি অজুহাত মাত্র।

কিন্তু ধারণাটি বেশ ভালো যে, এখন তোমার বয়স ১৩ হওয়ায় তুমি ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করার মতো যথেষ্ট বড় হয়েছ।

আর এখন ঈশ্বরের আদেশ পালন না করলে আপনি শাস্তির ঝুঁকিতে আছেন। পুরো বিষয়টি অত্যন্ত গুরুগম্ভীর হওয়া উচিত।

আর তাই যিশু মূলত এই শিক্ষাই দিচ্ছেন যে, আমাদের শিশুদের কদর করা উচিত, কারণ যে শিষ্যরা এই লোকদের পর্যালোচনা করছিলেন, তারা ভেবেছিলেন যে যিশু তাদের ওপর হাত রেখে আশীর্বাদ করবে

এবং তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন যে, শিশুরা যে পুরোপুরি নিষ্পাপ বা কোনোভাবেই কলুষিত নয়, তা নয়, কিন্তু তারা অবশ্যই নিন্দার পাত্রও নয়।

আর তাদের অবশ্যই ছোট শিশু হিসেবে পুনরায় জন্ম নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি কেন তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা উচিত, এবং হ্যাঁ, আমাদের উচিত তাদের যিশুর বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া, আমাদের উচিত তাদের বাইবেল সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া।

এটা সহজেই বোঝা যায় যে, তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা এবং তাদের দিয়ে পাপীর প্রার্থনা করানো, এবং তারপর যখন তারা কিশোর বা কিশোরী হয় ও তার পরেও তাদের বলা যে, যেহেতু তারা ছোট তাই তারা পরিত্রাণ পেয়েছে।

এটা একটা বিরাট প্রতারণা।

এবং এই অনুচ্ছেদটি সেই প্রতারণাকে আরও এগিয়ে নিতে ব্যবহার করা উচিত নয়। তার জন্য কোনো অনুমোদন থাকবে না।

সুতরাং ১৬ পদে বলা হয়েছে, "আর দেখ, একজন লোক তাঁকে বলল, 'হে উত্তম গুরু, আমি কোন ভালো কাজ করলে অনন্ত জীবন লাভ করতে পারব?'"

আর তিনি তাঁকে বললেন, "তুমি আমাকে ভালো বলছ কেন? একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই ভালো নন। কিন্তু যদি তুমি জীবনে প্রবেশ করতে চাও, তবে আজ্ঞাগুলো পালন করো।"

চলুন এখানে দেখি।

সুতরাং, অনেকে ১৬ ও ১৭ পদ ব্যবহার করে বলবে যে, এটাই প্রমাণ যে যিশু ঈশ্বর নন।

তারা বলবে, আমরা তো মার্ক ও লুকের বিবরণ থেকে জানি যে তিনি একজন ধনী যুবক শাসক ছিলেন।

তারা বলবে যে, সেই ধনী যুবক যীশুকে ভালো বলেছিল এবং যীশু বলেছিলেন, "তুমি আমাকে ভালো বলছ কেন? একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই ভালো নয়।"

যিশু এটা শেখাচ্ছেন না যে তিনি ঈশ্বর নন। তিনি শেখাচ্ছেন যে এই যুবকটি বুঝতে পারেনি যে যিশুই ঈশ্বর।

আর তাকে ভালো বলার মাধ্যমে, মানব প্রকৃতি সম্পর্কে তার একটি অতি উচ্চ ধারণা ছিল।

এবং যিশু আসলে কে, তা না জেনে, তিনি তাঁকে এমন একটি উপাধি দিলেন যা একজন ভালো প্রভুর না হলে তাঁকে দেওয়ার জন্য অনুচিত হতো।

কেউ যদি সত্যিই ঈশ্বর না হন, তবে তাকে এমন কথা বলা অনুচিত হবে।

আর যেহেতু যীশু জানতেন যে এই যুবকটি তা জানে না, তাই তিনি একথা বলার জন্য তাকে তিরস্কার করলেন। এমন অনেক লোক আছে যারা বড্ড বেশি তাড়াহুড়ো করে। তারা মানুষকে নিয়ে যত্রতত্র ধারণা

আর তারা ভালো, ধার্মিক এবং এই জাতীয় শব্দগুলো যত্রতত্র ব্যবহার করবে।

আর ব্যাপারটা এমন নয় যে, মানে, যোহন ৩ যোহন ১১ অধ্যায়ে বলেছেন যে, তিনি ঈশ্বরের কাজ হিসেবে তা ভালো করেছিলেন এবং ঈশ্বরকে না দেখলে তা ভালো করেননি।

এমন নয় যে মানুষ তা হতে পারে না; মানুষ প্রকৃতপক্ষে পবিত্র, বাধ্য, সত্যিকারের অনুতপ্ত হতে পারে এবং এমনভাবে জীবনযাপন করতে পারে যা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু এমন একটা ব্যাপার আছে যে, ঈশ্বরকে ছাড়াই মানুষের ভালোত্ব সম্পর্কে অনেকের এতটাই উঁচু ধারণা থাকে যে, তারা যথেচ্ছভাবে ওই শব্দগুলো ব্যবহার করে।

এবং এটা না বুঝে, এটা উপলব্ধি না করে যে, স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া কোনো মঙ্গলের উৎস নেই।

আর মানুষ সম্পর্কে তাদের একটি মানবতাবাদী, একটি মানবতাবাদী অতিরঞ্জিত দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে। এবং যীশু ১৬ ও ১৭ পদে এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করছেন।

তাই ১৮ পদে যীশু বললেন, "কিন্তু যদি তুমি সেই জীবনে প্রবেশ করতে চাও, তবে আজ্ঞাগুলি পালন করো।" তিনি তাকেই এই কথা বলছেন।

যিশু বললেন, "তুমি নরহত্যা করবে না। তুমি ব্যভিচার করবে না। তুমি চুরি করবে না। তুমি মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।"

তোমার পিতা ও মাতাকে সম্মান করো। আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসবে। যুবকটি তাঁকে বলল,

এই সব কিছু আমি তোমার যৌবনকাল থেকেই পালন করে আসছি। হায়, মানুষের কপালে কী আছে।" আচ্ছা, তাহলে এখানে অনেক কিছুই বলার আছে।

ভাবুন তো, যিশুর মতো করে বিলি গ্রাহাম বা অন্য কোনো জনপ্রিয় ধর্মপ্রচারক যদি তাঁদের ধর্মপ্রচার অভিযানে পরিত্রাণের প্রতি আগ্রহ প্রকাশকারী কোনো ধনী যুবকের সম্মুখীন হতেন।

লোকেরা হতবাক হয়ে যাবে। তারা বলবে, "আপনি এটা কী করছেন?" পরিত্রাণ কিন্তু যীশুকে গ্রহণ করার মাধ্যমেই হয়।

ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো পালন করার মাধ্যমে নয়, বরং তারা বোঝে না যে খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস কীভাবে অনেক কিছু প্রতিষ্ঠা করে।

এই প্রতারণাই এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, ইভানজেলিক্যাল জগতে সঠিক বাইবেলভিত্তিক সুসমাচার প্রচারকে অদ্ভুত বলে মনে হয়।

এবং সুসমাচার প্রচারের গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিটি বাইবেলের এবং যিশু ও প্রেরিতদের প্রচার পদ্ধতির পরিপন্থী।

অ্যাডাম ক্লার্ক উল্লেখ করেছেন যে, ১৭ পদে "রাখা" বোঝাতে যিশু যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন, ২০ পদে ধনী যুবকটি "রাখা" বোঝাতে সেই একই শব্দ ব্যবহার করেনি।

আর যাদের কাছে কনকর্ডেন্স আছে, তারা দেখবেন যে ১৭ পদে যিশু যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন, গ্রিক ভাষায় তা হলো "strangs 5083"।

আর ২০ পদে ধনী যুবক শাসক যে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তা হলো "strangs 5442"।

যিশু যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন তার অর্থ হলো দৃঢ়ভাবে ধরে থাকা, সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখা, সম্পূর্ণ সতর্ক থাকা।

কখনো সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ না করে, কখনো দৃষ্টি না সরিয়ে। এবং ২০ পদে ধনী যুবক শাসক যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তার সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করা, রক্ষা করা,

কিন্তু এটি ১৭ পদে ব্যবহৃত শব্দটির মতো একই কঠোরতা নয়।

আমি গ্রিক ভাষার গভীরে যাব না, কারণ আমি নিজে গ্রিক পণ্ডিত নই, কিন্তু এটা উল্লেখ করার মতো যে তারা সেখানে ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করত।

আর ধনী যুবক শাসকের ব্যবহৃত 'রক্ষা করা' শব্দটির তুলনায় যিশু যে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, তা ছিল আরও গুরুতর ও গভীর অর্থবহ।

দেখা যাক।

অ্যাডাম ক্লার্ক ২০ নং পদের পত্র অংশে ধনী যুবক শাসকের সমস্যা সম্পর্কে বলেন, "তিনি এক পীড়িত বিবেক এবং ঈশ্বরের অনুমোদন বিষয়ে অনিশ্চিত এক মন অনুভব করলেন,

কিংবা ঈশ্বরের সন্তুষ্টি, এবং তিনি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেন যে তাঁকে সত্যিকারের সুখী করার জন্য কোনো কিছুর অভাব ছিল।

আচ্ছা, তাহলে আমি এটা নিয়েই কথা চালিয়ে যাব। মজার ব্যাপার হলো, আমি শুধু ১৮ ও ১৯ পদের কথাই বলব, যিশু দশটি আজ্ঞার সবগুলো উদ্ধৃত করেননি।

তিনি ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ৫ নং আজ্ঞা উদ্ধৃত করলেন। অর্থাৎ তিনি ৫ থেকে ৯ পর্যন্ত উদ্ধৃত করলেন। এবং তারপর তিনি উদ্ধৃত করলেন, "আর তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসবে।"

সুতরাং দশটি আজ্ঞা ঈশ্বরের জীবনের একটি প্রধান নমুনা। এগুলো ছিল ইসরায়েলের সঙ্গে তাঁর চুক্তির ভিত্তি এবং ভূমিকা।

ঈশ্বর তাদের যেভাবে চলার প্রত্যাশা করেছিলেন, এটি ছিল তার ভিত্তিপ্রস্তর। কিন্তু ঈশ্বরের সমস্ত চাহিদার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এটি নয়।

যিশু বলেছিলেন যে, আমরা ২২ অধ্যায়ের যে আয়াতে পড়ব, সেই আজ্ঞাগুলো যিশু একটি পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি হিসেবে দিয়েছিলেন।

তোমার সমস্ত হৃদয়, আত্মা, শক্তি ও মন দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসো এবং তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে ভালোবাসো।

আর স্পষ্টতই, অন্য প্রতিটি আদেশই হলো সর্বান্তকরণে, সর্বপ্রাণে, সর্বশক্তিতে ও সর্বমনে ঈশ্বরকে ভালোবাসার অর্থ প্রকাশের একটি মাধ্যম।

এবং প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসার অর্থ কী।

সুতরাং যদিও এই ধনী যুবকটি ঈশ্বরের আদেশ-নির্দেশকে কিছুটা সম্মান করত, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত আনুগত্য আসলে কী, তা সে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেনি।

আর সে আন্তরিকভাবে বাধ্য ছিল না। সে তার সমস্ত হৃদয়, আত্মা, শক্তি ও মন দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসেনি এবং তার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসেনি।

আর সেই কারণেই সে অপরাধবোধে ভুগছিল এবং সে উপলব্ধি করল যে, যদিও তার আচরণ অধিকাংশ মানুষের চেয়ে বেশি সৎ ছিল,

তিনি উপলব্ধি করলেন যে তা যথেষ্ট ছিল না, তা প্রকৃত ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকারের অনুতাপ, আন্তরিক আনুগত্য, উপাসনা এবং মোহ ছিল না।

সুতরাং ২১ পদে যিশু যা বলতে যাচ্ছেন, তিনি তার সাথে এই বিষয়ে তর্ক করবেন না যে, আচ্ছা, আপনি তো জানেনই,

আমি নিশ্চিত, তোমার ১৪ বছর বয়সে এমন একটা সময় ছিল যখন তুমি তোমার মায়ের কথা শোনোনি।

যিশু ২১ পদে তাকে এমন কিছু বলবেন যা তার কাছে প্রমাণ করে দেবে যে, সে তার হৃদয়, আত্মা, শক্তি ও মন দিয়ে ঈশ্বরকে সত্যিই ভালোবাসে না।

এবং সে তার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসবে, এবং সে রাজ্যের এমন কোনো প্রজা নয় যে রাজ্যের উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্য।

আর যিশু এখানে তাকে যে নির্দেশ দেবেন, তার উদ্দেশ্য হলো তাকে তিরস্কার করা, যেন সে তার মূর্তিপূজা ও অবাধ্য হৃদয় দেখতে পায়।

এবং এর মোকাবিলা করার জন্য, সত্যিকারের অনুতাপ করার জন্য এবং যিশুর এমন একজন শিষ্য হওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠার জন্য, যিনি অনন্ত জীবনের প্রার্থী এবং ঈশ্বরের রাজ্যে উত্তরাধিকারী হবেন—এই প্রয়োজন ছিল।

তাই ২১ পদে যীশু তাঁকে বললেন, তুমি যদি সিদ্ধ হতে চাও, তবে তারা সম্পূর্ণ। তিনি সম্পূর্ণ পাপহীন হতে বলছেন না। এই 'সিদ্ধতা' শব্দটি ইয়োব অধ্যায় ১-এ ব্যবহৃত হয়েছিল।

ফিলিপীয় ৩ অধ্যায়ে সেইসব খ্রীষ্টানদের বিষয়ে কথা বলা হয়েছে যারা সঠিক পথে জীবনযাপন করছেন। এখানে এমন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যার হৃদয় সত্যিই ঈশ্বরের দিকে ফিরেছে, যিনি সত্যিই নি আত্মায় ও সত্যে ঈশ্বরের উপাসনা করছেন।

যীশু তাঁকে বললেন, "যদি তুমি সিদ্ধ হতে চাও, তবে যাও, তোমার যা কিছু আছে তা বিক্রি করে গরীবদের দান কর, তাহলে স্বর্গে তোমার ধন সঞ্চিত হবে এবং এসে আমার অনুসরণ কর।"

সুতরাং পরিশেষে, যিশু তার এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং এই সত্যটি নিয়েই কাজ করছেন যে, সে ঈশ্বরের চেয়ে তার টাকাকে বেশি ভালোবাসে এবং তার ধনসম্পদের প্রতি এই মনোভাবই তাকে ঈশ্বরের রাজ্য ও ম দিতে বাধা দিচ্ছে।

সুতরাং ২২ পদে, যুবকটি যখন সেই কথা শুনল, তখন সে দুঃখিত হতে চাইল, কারণ তার প্রচুর ধনসম্পদ ছিল। এ বিষয়ে অ্যাডাম ক্লার্ক বলেন, জাগতিক ভালোবাসা এবং আত্মিক ভালোবাসার দোটানায় থাব যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যায়।

যখন প্রথমটি সম্পূর্ণরূপে প্রাধান্য পায়, তখন তারা এক মিথ্যা শান্তির মাধ্যমে কাল্পনিক বিশ্রাম উপভোগ করে। যখন দ্বিতীয়টি প্রাধান্য পায়, তখন তারা ঈশ্বরের স্বীকৃত শান্তির মাধ্যমে মনের প্রকৃত প্রশান্তি লা

মার্ক বোলিন, একজন বাইবেল শিক্ষক যাঁকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়, তিনি "মুক্তি, বন্ধন এবং স্বাধীনতা" শিরোনামে একটি বার্তা প্রচার করেছিলেন।

এবং মূলত, সেই বার্তাটিতে বলা হচ্ছে যে একজন ব্যক্তি তিনটি মৌলিক অবস্থায় থাকতে পারে।

আর এর মধ্যে একটি হলো স্বেচ্ছাচারিতার অবস্থা, যেখানে কেউ নিজেকে এই বলে বোঝায় যে সে-ই সঠিক এবং তার পবিত্র জীবনযাপন করার কোনো প্রয়োজন নেই, অথবা সে পবিত্রতার এমন এক ভ্রান্ত ধ পবিত্র মনে করে, অথচ আদতে সে কেবল নিজের ইচ্ছামতো জীবনযাপন করে।

আর সেই উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় মানুষ নিজেকে মুক্ত মনে করে। কিন্তু এটা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। তার দৃষ্টিতে এটা আসলে এক ধরনের বন্ধন, কিন্তু সে তার দৈহিক চাহিদা মেটাতে এবং জাগতিক ভালোবাসাবে স্বাধীনতা অনুভব করে।

আর যে ব্যক্তি ওই অবস্থায় থাকে, সে পুরোপুরি প্রতারিত। এবং ঈশ্বরের বিধানের কাজ হলো ওই অবস্থায় থাকা মানুষের মুখোমুখি হওয়া এবং তাকে তার প্রকৃত দুর্দশা ও প্রাপ্ত মিথ্যা স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে সচে

কিন্তু যখন সে সেই স্বেচ্ছাচারী অবস্থায় থাকে, তখন তাকে দেখে সুখী ও আনন্দিত মনে হতে পারে; ঠিক যেমন বাইরে থেকে তা একজন সত্যিকারের খ্রিস্টানের আনন্দকে মনে হয়।

আর তারপর আসে এক ধরনের দাসত্বের অবস্থা, যেখানে আপনি জানেন আপনার কীভাবে জীবনযাপন করা উচিত। আপনি সেই সত্য থেকে পালাতে পারবেন না। ঈশ্বরের বিধান আপনার মনে গেঁথে আপনি তা করতে চান না।

আর তুমি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছ। আর তাই তা তোমাকে দুর্দশাগ্রস্ত করে তোলে। এই যুবকটি ঠিক সেই অবস্থাতেই আছে। সে দুঃখিত হয়ে চলে যায়।

আর তারপর আসে স্বাধীনতার এমন এক অবস্থা, যেখানে আপনি সত্যিই অনুতপ্ত হন। আপনি ঈশ্বরের বিধানের সাথে একমত হন। হ্যাঁ, ঈশ্বরের পথই সঠিক। আর আমি ভুল পথে ছিলাম।

আর তারপর হঠাৎ করে যখন আপনি অনুতপ্ত হন, ঈশ্বর আপনাকে এখন যা কিছু করছেন, অর্থাৎ যে আদেশগুলোর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করেছেন, তা পালন করার জন্য অনুগ্রহ দান করেন এবং তিনি ও সুখ দেন।

আর তাই এই যুবকটির অবস্থার মধ্যে সেই তিনটি অবস্থাই দেখা যায়। যদি সে যিশুর সঙ্গে এই সাক্ষাৎটি পুরোপুরি ভুলে যায়, তবে সে স্বেচ্ছাচারিতার অবস্থায় থাকবে।

আর যতক্ষণ সে অনুতাপ করতে অস্বীকার করবে, ততক্ষণ সে নিজেকে এক বন্ধনের মধ্যে আছে বলে মনে করবে। আর যদি সে সত্যিই অনুতাপ করত, এবং হয়তো সে পরে অনুতাপ করেছিলও, তবে সে এবং খ্রীষ্টের শক্তিতে ঈশ্বরের বিধান পূর্ণ করার জন্য পাপের উপর প্রকৃত স্বাধীনতা খুঁজে পেত।

এবং এটা জানুন, সত্যি করে জানুন যে তার পাপ ক্ষমা করা হয়েছিল এবং সে যদি সত্যিই অনুতপ্ত হতো, তবে তার আসল উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সে সুসমাচারের প্রকৃত স্বাধীনতায় জীবনযাপন করত।

দেখা যাক এখানে আমার কাছে আর কিছু আছে কিনা। ২১ নং পদের উপর অ্যালবার্ট বার্নসের মন্তব্যটি যিশুর কথারই ভাবানুবাদ, "যদি তুমি সিদ্ধ, সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত হতে চাও। যদি তুমি আজ্ঞা পালনের য যাও, ইত্যাদি, অবাধ্যতাকে পূর্ণতা দান করো।"

২১ পদ, যেখানে যিশু বলেন, "আমার অনুসরণ কর।" তিনি যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তখন লোকেরা সশরীরে যিশুর অনুসরণ করত এবং তাঁর পরিচর্যায় অংশ নিত।

আর প্রাপ্তি এমন একটা বিষয় ছিল যা যিশু মানুষের কাছে চাইতেন, কিন্তু এখন যেহেতু তিনি আর সশরীরে নেই, তাই স্বাভাবিকভাবেই আমরা আমাদের হাত দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে পারি না, মানে, শারীরি হিসেবে দেখতে পারি না।

তাঁর মতে, এটি একটি গভীরতর ধারণা যা তাঁর আদেশ মান্য করার একটি প্রতিষ্ঠিত অভ্যাসের সাথে সম্পর্কিত। আমার বিশ্বাস, এ. ডব্লিউ. টোজার এই সংজ্ঞাটি দিয়েছিলেন।

আমি একবার একটি বার্তা শুনেছিলাম যেখানে বলা হয়েছিল একজন সত্যিকারের শিষ্য হওয়ার অর্থ কী। আর তা হলো, খ্রীষ্টের প্রতি এমন একটি হৃদয় থাকা যেখানে তাঁর শাসনের কোনো বিরোধিতা নে আদেশ অমান্য করা হয় না এবং পিছু হটা হয় না।

যা-ই ঘটুক না কেন, তুমি তাঁর আজ্ঞা পালন করতে এবং তাঁকে তোমার জীবনের প্রভু হিসেবে মেনে নিতে বদ্ধপরিকর, এবং তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তোমার কোনো বিকল্প পরিকল্পনা নেই।

কেবলমাত্র প্রকৃত শিষ্যরাই অনন্ত জীবন লাভ করেন। একজন প্রকৃত বিশ্বাসী এবং একজন শিষ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

আর যোহন ৮:৩১-৩৬ একটি ভালো অনুচ্ছেদ যা তা পুরোপুরি প্রমাণ করে। আমি এখন সেদিকে যাব না।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে এই লোকটির উপাস্য ছিল তার সম্পদ, এবং একই সাথে ঈশ্বরের সেবা ও ধন-সম্পদের সেবা করা যায় না।

মথি ৬:৬ অধ্যায়ের ২৪ পদে যিশু ম্যামনকে এই জগতে ঈশ্বরের পথে সবচেয়ে বড় বাধা এবং মানুষের প্রধান প্রতিমা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। স্পষ্টতই, ঈশ্বরের মন্দিরের সাথে প্রতিমার কোনো সামঞ্জস্য নে

আমার মনে হয়, এখান থেকে আমরা আরেকটি শিক্ষা নিতে পারি যে, ঈশ্বর কেবল এক ধরনের আনুগত্যই গ্রহণ করেন, যদিও মানুষ ঈশ্বরকে আনুগত্যের নানা রূপ প্রদর্শন করার চেষ্টা করে।

১ শমূয়েল অধ্যায় ১৫-তে, ঈশ্বর শৌলকে বলেছিলেন, "তুমি অমালেকীয়দের এবং তাদের মধ্যে থাকা সমস্ত কিছুকে উচ্চস্বরে ধ্বংস কর, কারণ আকাশপথে তাঁর প্রজাদের প্রতি আচরণের প্রতিশোধ নিতে নিচ্ছিলেন।"

আর অমালেকীয়দের বিষয়ে শৌল ঈশ্বরের কথাই বলছিলেন। তিনি অধিকাংশ অমালেকীয়কে হত্যা করেছিলেন এবং খুব অল্প কয়েকজনকে জীবিত রেখেছিলেন, কিন্তু তিনি কিছু লোককে জীবিত রেখেছিলে উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন।

আর ঈশ্বর এতে এতটাই অসন্তুষ্ট হলেন যে, তিনি শৌলকে ইস্রায়েলের রাজার পদ থেকে অপসারণ করলেন।

সুতরাং ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য শর্তহীন হতে হবে। এই উক্তিটি সম্পর্কে আমি সম্প্রতি অবগত হয়েছি।

এমন নয় যে যিশুই স্বর্গে ও ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার একমাত্র পথ, বরং যিশুকে পাওয়ারও একটিই পথ আছে। আর তা হলো তাঁর প্রভুত্ব ও তাঁর রাজ্যের প্রতি পবিত্র আত্মসমর্পণ। এবং তা প্রকাশ পায় তাঁর বাব তাঁর ঝরে পড়া রক্তের দ্বারা প্রদত্ত করুণার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা ও আশার মাধ্যমে।

তাহলে, এখানে দেখা যাক।

সুতরাং ২৩ পদে বলা হয়েছে, "তখন যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, একজন ধনী ব্যক্তি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে প্রায় পারবেই না।"

আমি তোমাদের আবার বলছি, একজন ধনী ব্যক্তির ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে একটি উটের পক্ষে সূঁচের ছিদ্র দিয়ে যাওয়া সহজতর।

তাঁর শিষ্যরা তা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলতে লাগলেন, "তবে কে পরিত্রাণ পেতে পারে?"

যীশু তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মানুষের পক্ষে এটা অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে সবই সম্ভব।"

তাই, এ বিষয়ে অ্যাডাম ক্লার্ক যেমনটা বলেন, "পার্থিব প্রাপ্তি পরিত্রাণের পথে এক বিরাট বাধা, কারণ সেগুলো অর্জন করা এবং সেগুলোর প্রতি মন না দেওয়া প্রায় অসম্ভব।"

আর মার্ক ১০:২৪ হলো আরেকটি শাস্ত্রপদ যেখানে যিশু বলেছেন, "ঈশ্বরের রাজ্যে তাঁর কেন্দ্রে আস্থা স্থাপন করা ও পৌঁছানো তাদের জন্য কতই না কঠিন?" তাই অ্যাডাম ক্লার্ক বলতে থাকেন,

আর যারা জগৎকে ভালোবাসে, তাদের অন্তরে পিতার ভালোবাসা নেই। এটি ১ যোহন ২:১৫-১৭ পদের একটি উল্লেখ।

সুতরাং ধনী হওয়া সাধারণভাবে এক বিরাট দুর্ভাগ্য, কিন্তু কোন ধনীকে এ বিষয়ে বোঝানো যায়? একমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরই করুণার অলৌকিকতায় তা করতে পারেন।

খ্রিস্ট স্বয়ং একজন ধনী ব্যক্তির পরিত্রাণের কঠিনতার কথা শপথ করে স্বীকার করেছেন, যখন তিনি ২৩ পদে 'সত্যিই' বলেছিলেন।

কিন্তু ধনীদের মধ্যে কে তার কথা শোনে বা বিশ্বাস করে? ইনি হলেন অ্যাডাম ক্লার্ক।

মজার ব্যাপার হলো, আপনি যদি হিতোপদেশ ১৯ অধ্যায়ে যান, তাহলে ধন-সম্পদের প্রতি মানুষের মনোভাবের একটি সাধারণ প্রবণতা দেখতে পাবেন, যা তাকে প্রভুর উপর সত্যিকারের আস্থা স্থাপন থেকে বি

হিতোপদেশ ১৮:১১, "সদাপ্রভুর নাম এক দৃঢ় দুর্গ, ধার্মিকেরা তাতে আশ্রয় নিয়ে নিরাপদে থাকে।"

সুতরাং ১১ পদে বৈপরীত্যটি লক্ষ্য করুন, "ধনীর ধন তার সুদৃঢ় নগরী, এবং তার আত্ম-ধারণা এক উঁচু প্রাচীরের মতো।"

তার নিজের ধারণা অনুযায়ী, তার সম্পদই তার রক্ষাকবচ। তাই সে মনে মনে যুক্তি দেখায়, "আমার ঈশ্বরের প্রয়োজন কী?" এটা প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির ক্ষেত্রে সত্য নয়, কিন্তু এই প্রবণতাটি এতটাই প্রবল যে কথাকে সত্য প্রমাণ করে।

অ্যাডাম ক্লার্কের মতে, একজন ধনী ব্যক্তি হলেন তিনি, যিনি নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উপার্জন করেন এবং বাকিটা নিজের কাছে রেখে দেন।

স্পষ্টতই, ধনী ব্যক্তি বলতে কী বোঝায়, সে বিষয়ে শিষ্যদের ধারণা বেশ শিথিল ছিল।

আমি জানি জিমি বলেছেন যে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশিরভাগ আমেরিকানই ধনী।

আমরা যা ভাবি, তার চেয়েও বড় সংগ্রাম ও বাধা আমাদের সামনে থাকতে পারে।

সুতরাং আমরা একটা জিনিস শিখতে পারি যে, সত্যের সাথে আপোস না করা এবং বেঁচে থাকার জন্য যখন আমাদের যথেষ্ট আছে, তখন আরও ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা না করাই গুরুত্বপূর্ণ।

পৌল ১ করিন্থীয় ৬ অধ্যায়ে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমরা এই জগতে কিছুই কিনে আনিনি।

১ করিন্থীয় ৬ নয়, ১ তীমথিয় ৬, কীভাবে আমরা এই জগতে কিছুই কিনে আনিনি এবং এটা নিশ্চিত যে আমরা খাদ্য ও বস্ত্রসহ কিছুই এই জগৎ থেকে নিয়ে যেতে পারব না।

সেখানে আমাদের প্রতি অবজ্ঞা থাকবে, কিন্তু যারা ধনী হতে চায়, যারা প্রয়োজনের চেয়েও বেশি পাওয়ার জন্য জেদ করে,

প্রলোভন ও বিদ্রূপ এবং বহু মূর্খতাপূর্ণ ও ক্ষতিকর লালসার বশবর্তী হওয়া, যা মানুষকে বিনাশ ও ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করে; কারণ অর্থের প্রতি ভালোবাসাই সকল মন্দের মূল, যার লোভে কেউ কে এবং বহু দুঃখে নিজেদের বিদ্ধ করেছে।

কিছু মানুষ হয়তো মনেপ্রাণে কোনো আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই প্রচুর উপার্জন করে ধনী হতে পারে, কিন্তু তাদেরও দানে উদার হওয়া প্রয়োজন এবং এটা প্রকাশ করা দরকার যে তাদের চূড়ান্ত আস্থা ঈশ্বরের ওপর, নি

পরে পৌল ১ তীমথিয় ৬:১৭ পদে বলবেন, "যারা এই জগতে ধনী, তাদের আদেশ দাও যেন তারা অহংকারী না হয়।" হিতোপদেশে আমরা এইমাত্র ঠিক এই বিষয়টিই পড়লাম।

অনিশ্চিত সম্পদে নয়, বরং জীবন্ত ঈশ্বরের উপর ভরসা করো, যিনি আমাদের উপভোগ করার জন্য প্রচুর পরিমাণে সমস্ত কিছু দেন, যেন আমরা সৎকর্ম করি, সৎকর্মে সমৃদ্ধ হই, দান করতে প্রস্তুত থাকি, ত ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের জন্য একটি ভালো ভিত্তি গড়ে তুলি, যেন আমরা অনন্ত জীবন লাভ করতে পারি।

আর অবশ্যই, ২৬ নং পদে বলা হয়েছে, কথাগুলো থেকে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, একজন ধনী ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য সর্বশক্তিমানের সাধারণ প্রচেষ্টার চেয়েও বেশি কিছুর প্রয়োজন হয়।

সুতরাং এটা একটা সতর্কবাণী, আমার সন্দেহ হয় যে অনেক গির্জাই বিষয়টিকে সত্যিই গুরুত্ব সহকারে নেয়। কিন্তু আমরা নিজেরা অবশ্যই ঈশ্বরের সম্পূর্ণ পরামর্শ প্রচার করতে চাই।

২৭ পদে, তখন পিতর তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, "দেখুন, আমরা সবকিছু ত্যাগ করেছি, আর আপনি তা-ই চান। তাহলে আমরা কী পাব?"

যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যারা পুনর্জন্মের সময়ে আমার অনুগামী হয়েছ, যখন মনুষ্যপুত্র তাঁর মহিমার সিংহাসনে বসবেন, তখন তোমরাও ইস্রায়েলের বারোটি গো সিংহাসনে বসবে।"

আর যে কেউ আমার নামের জন্য ঘরবাড়ি, ভাই, বোন, মা, বাবা, স্ত্রী, সন্তান বা জমিজমা ত্যাগ করেছে, সে শতগুণ প্রতিদান পাবে এবং অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হবে।

কিন্তু যারা প্রথম, তাদের অনেকেই শেষ হবে এবং যারা শেষ, তারা প্রথম হবে।

২০ পদে যিশু স্পষ্টভাবে পুনরুত্থান এবং পুনরুত্থানের পর তাঁর সঙ্গে রাজত্ব করার বিষয়ে কথা বলছেন।

বলা কঠিন, আমার অনুমান যে এমন একটি সহস্রাব্দ আসবে যেখানে খ্রিষ্ট ও তাঁর অনুগামীরা জাতিসমূহের উপর রাজত্ব করবেন, এবং খ্রিষ্টের প্রত্যাবর্তনের সময় প্রত্যেক বিধর্মী ধ্বংস হয়ে যাবে না।

এবং খ্রিষ্ট এই জগৎকে সেভাবেই শাসন করতে যাচ্ছেন, যেভাবে তা শাসিত হওয়ার কথা ছিল।

যদি মানুষ কখনো শয়তানের কথা না শুনত, এবং যদি শয়তান তার এই বিপুল ক্ষমতা না পেত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, কেউ যদি বিষয়টিকে সেভাবে না-ও দেখে, বাইবেল জুড়ে অবশ্যই একটি সত্য চিত্র রয়েছে যে, যারা খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বস্ত, তারা এই জীবনে এবং ভবিষ্যতে কোনো না কোনোভাবে তাঁর সাথে অন

এই অধ্যয়নে আমি রোমীয় ৮-১৭ অধ্যায়ের কথা অনেকবার উল্লেখ করেছি, তাই আমি শুধু ২৬ পদ পর্যন্ত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাটি দেব।

যিশু বলেন, "আর যে জয়ী হয়, সে আমার কাজ শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন করে। আমি তাকে জাতিসমূহের উপর কর্তৃত্ব দেব এবং সে তাদের লৌহদণ্ড দিয়ে শাসন করবে।"

বারুদের পাত্রের মতো সেগুলো চূর্ণবিচূর্ণ বা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, ঠিক যেমনভাবে আমি আমার পিতার কাছ থেকে সেগুলো পেয়েছিলাম।

এবং বারোজন প্রেরিতকে—অন্তত এগারোজনকে, এবং সম্ভবত মথিয়াসকে, যিনি অবশেষে যিহূদার স্থান নিয়েছিলেন, অথবা হয়তো পৌলকে—বলা হয়েছিল যে, বারোজন প্রেরিতের তালিকায় তাদেরও গণনা

পিটার প্রথম পোপ ছিলেন না, এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ হয়তো তাদেরকে অতিরিক্ত উচ্চ মর্যাদা দেয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা সত্য যে নতুন জেরুজালেম এবং পরবর্তীতে খ্রিষ্টের সাথে রাজত্ব করার ক্ষেত্রে করবেন।

প্রকাশিত বাক্য ২১ অধ্যায়ে আমরা পড়ি যে, দেখি, তাহলে সেটা হলো ২২।

সুতরাং প্রকাশিত বাক্য ২১ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "নগরের প্রাচীরের মধ্যে, নতুন যিরূশালেম, প্রকাশিত বাক্য ২১:১৪, এবং নগরের প্রাচীরের ১২টি ভিত্তি ছিল, এবং সেগুলির মধ্যে মেষশাবকের ১২ জন প্রেরিতে

তাই তাদের একটি বিশেষ স্থান এখনও রয়েছে। তাদেরকে ভিত্তি বলা হয়; ইফিষীয় ২ অধ্যায়ে পৌল প্রেরিতদের এবং ভাববাদীদের মণ্ডলীর প্রধান ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি খ্রীষ্ট যীশুকে প্রধান করেছেন।

চূড়ান্তভাবে তিনিই সেই ভিত্তি যার উপর সবকিছু দাঁড়িয়ে আছে, এবং তাঁর তুলনায় প্রত্যেকেই এক একটি ছোট পাথর। প্রত্যেকেই এক একটি ছোট পাথর, আর তিনি হলেন সেই শিলা যা তাঁর মণ্ডলী ও তাঁর রাখে।

গ্যারি, তুমি কি চাও আমি ২০ নম্বর অধ্যায়টা করি? আমি সম্ভবত ২০ মিনিটের মধ্যে এটা করে ফেলতে পারব, অথবা এখনই শেষ করে দিতে পারি। এটা তোমার উপর নির্ভর করছে, আর তুমি চাইলে অন্যদের

যদি অন্য কারো এতে আপত্তি না থাকে, তাহলে এটা করতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

অন্য কারো কি কোনো আপত্তি আছে? এই মুহূর্তে যদি কেউ অতিরিক্ত চাপে থাকেন, তবে আমি অবশ্যই আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

তাই সবাই বলে যাও। আচ্ছা, তাহলে যিশু ২০ অধ্যায়ে একটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প বলবেন, যা ৩০ পদে তাঁর বলা কথারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবে।

কারণ স্বর্গরাজ্য এমন একজন গৃহকর্তার মতো, যিনি খুব ভোরে তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করতে বেরিয়েছিলেন।

লক্ষ্য করুন যে, সুসমাচার প্রচার এবং মানুষকে খ্রীষ্টের দিকে আহ্বান করাকে একটি দ্রাক্ষাক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগ করার সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রকৃত বিশ্বাসের ফলস্বরূপ ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য বাধ্য হবে।

মূর্খতাপূর্ণ পরিশ্রম নয়, এমন পরিশ্রম নয় যা দিয়ে নির্বোধের মতো নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করা হয় এবং ক্রুশে খ্রিস্টের রক্তপাতের কাজকে অস্বীকার করা হয়, বরং যেমনটা রোমান ক্যাথলি দেয়।

কিন্তু ঈশ্বরের মসিহের অধীনে একজন বাধ্য নাগরিক হিসেবে যে শ্রম, অর্থাৎ রোমীয় পুস্তকে আমরা যেমন দেখেছি, সকল জাতির প্রতি বিশ্বাসের বাধ্যতাই হলো সুসমাচারের মূল উদ্দেশ্য।

যাকোব ২ অধ্যায়ে আমাদের বলা হয়েছে, আন্তরিক বাধ্যতার কাজ এবং ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি বিশ্বাস ছাড়া যে বিশ্বাস, সেই ধরনের বাধ্যতা ছাড়া বিশ্বাস মৃত। তাহলে ২ কোথায়?

আর তিনি শ্রমিকদের সঙ্গে দৈনিক এক পেনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সম্মত হয়ে তাদেরকে তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন। প্রায় তৃতীয় প্রহরে তিনি বাইরে গিয়ে হাটে তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন এব দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও এবং যা ন্যায্য, আমি তোমাদেরকে তা দেব।'

এবং তারা নিজেদের পথে চলে গেল। তিনি আবার প্রায় ষষ্ঠ ও নবম ঘণ্টায় বাইরে গিয়ে অনুরূপ কাজ করলেন। আর প্রায় একাদশ ঘণ্টায় তিনি বাইরে গিয়ে অন্য কয়েকজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তা এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছ?"

তারা তাঁকে বলল, 'যেহেতু কেউ আমাদের কাজে নেয়নি,' তিনি তাদের বললেন, 'তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও এবং যা ন্যায্য, তা তোমরা পাবে।'

সুতরাং সন্ধ্যা হলে, দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিক একজন তত্ত্বাবধায়ককে বললেন, 'শ্রমিকদের ডাকো এবং শেষ থেকে প্রথম পর্যন্ত তাদের মজুরি দাও।'

সুতরাং এটি স্পষ্টতই ১৯ অধ্যায়ের ৩০ পদের একটি উল্লেখ।

আর প্রায় একাদশ প্রহরে যারা শুনল, তারা যখন এল, তখন প্রত্যেকে এক পেনি করে পেল। কিন্তু যখন প্রথমে এল, তারা ভাবল যে তারা আরও বেশি পাবে, এবং তারাও প্রত্যেকে এক পেনি করে পেল।

এবং তা গ্রহণ করার পর, তারা সভার শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলতে লাগল, 'এই কয়েক ঘণ্টা তো মাত্র এক ঘণ্টা।' আর তাতেই তারা আমাদের সমকক্ষ হয়ে গেল, যারা দিনের বোঝা ও উত্তাপ

কিন্তু তিনি তাদের একজনকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'বন্ধু, আমি তোমার সাথে কোনো ছলচাতুরী করছি না। তুমি কি আমার সাথে এক পয়সার জন্য রাজি হওনি? তোমার যা প্রাপ্য তা নিয়ে নাও এবং নিজের প দেব, ঠিক যেমন তোমাকে দিয়েছি।'

আমার আপনজনদের নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করা কি আমার জন্য বৈধ নয়? আমি ভালো বলে কি তোমার কাছে মন্দ? সুতরাং শেষ হবে প্রথম এবং প্রথম হবে শেষ। কারণ অনেককে ডাকা হলেও অল্প কয়েকজন

ব্যাপারটা মজার যে সে একজন ভয়ংকর... আমি তোমার কথা বুঝতে পারলাম না, ভাই।

তিনি এমন কিছু ব্যাখ্যা করছেন যা... আপনি তো জানেনই তিনি কীসের বিশদ ব্যাখ্যা করছেন, অর্থাৎ আগের অধ্যায়ের শেষ শ্লোকগুলো।

আর মজার ব্যাপার হলো, আমি যতটুকু বুঝতে পারছি, তিনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন সে বিষয়ে বাইবেল ভাষ্যকারদের মধ্যে আসলেই মতৈক্য নেই।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এখানে ব্যাবিলনের একটি দিক রয়েছে যা বারোজন প্রেরিতের মতোই ইহুদি খ্রিষ্টানদের জন্য একটি সতর্কবাণীস্বরূপ; আর তা হলো, শুধুমাত্র ইহুদি হওয়ার কারণে বা সর্বপ্রথম মণ্ডলীর মধ্যে তাদের শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হবে না।

এটা ঈশ্বরেরই পরিকল্পনা যে, সুসমাচার প্রথমে ইহুদিদের কাছে এবং পরে অ-ইহুদিদের কাছেও প্রচার করা হবে। আমরা রোমীয় পুস্তকে এই বাক্যটি একাধিকবার দেখতে পাই।

কিন্তু ইফিষীয় ২ অধ্যায় থেকে আমরা দেখতে পাই যে, মণ্ডলীর মধ্যে যিহূদী ও পরজাতীয়দের মধ্যকার পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

এমন নয় যে এ বিষয়ে কোনো সচেতনতা নেই, বরং সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে, ঈশ্বরের নৈকট্যের ক্ষেত্রে, তাঁর চুক্তির ক্ষেত্রে—খ্রিস্টে উভয়েই সমান।

সুতরাং এটি ইহুদিদের জন্য একটি সুস্পষ্ট সতর্কবাণী, যেন তারা মনে না করে যে ইহকালে বা পরকালে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে তারা অ-ইহুদিদের চেয়ে বেশি প্রাপ্য হবে।

যারা জীবনের শুরুতে অথবা তাদের বর্তমান সাহচর্যে থাকা অন্য লোকেদের চেয়ে অনেক আগে প্রভুর কাছে আসেন, তাদের প্রতিও এটি একটি সতর্কবাণী যে, তারা যেন নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে না করেন।

এবং পরিশেষে এটি একটি সতর্কবাণী যে, ঈশ্বর যদি অন্য কোনো বিশ্বাসীকে মহিমান্বিত করার এবং তাকে আরও প্রকাশ্য ও সম্ভবত আরও উপকারী কোনো পরিচর্যার দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন,

অথবা তিনি কোনো একজন বিশ্বাসীর জন্য এমন বিশেষ কিছু করেন যা অন্যদের জন্য করেন না, এটি তাদের প্রতি ঈর্ষা না করার একটি সতর্কবাণী, কারণ ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

আর যখন আমরা সুসমাচারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর সেবা করি, তখন তিনি আমাদের প্রতি কোনো অবিচার করবেন না।

আর তিনি অন্যদের সাথে কেমন আচরণ করেন তা দেখে আমাদের এটা বলার চেষ্টা করা উচিত নয় যে, "এটা তো ঠিক না। এই খ্রিষ্টীয় ঈশ্বরের দিকে তাকাও। তিনি এমন কিছু পেয়েছেন যা আমি পাইনি।"

এবং ঈশ্বর তাঁকে এমনভাবে আশীর্বাদ করেছেন যেভাবে তিনি আমাকে করেননি, কিংবা এমনটা ভাবেননি যে, শুধু অন্য বিশ্বাসীরা পাচ্ছে বলেই আমরাও কোনো কিছুর অধিকারী, এবং ঈশ্বরের সেবার আমাদের চেয়ে বেশি পদোন্নতি দেওয়া হয় বলে মনে হয়, তখন আমরা অভিযোগ করি।

এটি ঈশ্বরের সামনে জীবনযাপন করার এবং তাঁর প্রতিজ্ঞার উপর আস্থা রাখার একটি সতর্কবাণী, এবং ঈশ্বর আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন, আর সেটাই যথেষ্ট। সুসমাচারগুলোর একেবারে শেষ পর্বে, যি এবং মূলত তাঁকে বলবেন যে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে।

এবং পিতর যীশুকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি দেখেন প্রেরিত যোহন দেখছেন, এবং তিনি যীশুকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই লোকটির বিষয়ে কী?"

আর যিশু তাকে মূলত বলেন যে, আমি তার সাথে কেমন আচরণ করি তা তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি শুধু এটা পড়ব।

যোহন ২১:১৮, যীশু পিতরকে বলেন, "আমি তোমাকে সত্যি সত্যি বলছি, যখন তুমি যৌবনে ছিলে, তখন তুমি নিজেই নিজের কোমর বাঁধতে, কারণ তুমি নিজেকে ধরে রাখতে এবং কোথায় তুমি শুকিয়ে যাচ্ছে যখন তুমি বৃদ্ধ হবে, তখন তুমি তোমার হাত বাড়াবে, আর অন্য কেউ তোমার কোমর বাঁধবে এবং তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে যেখানে তুমি শুকিয়ে যাবে না।"

এর দ্বারা তিনি বোঝালেন, কেমন মৃত্যু দ্বারা তিনি ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করবেন, এবং এই কথা বলার পর তিনি তাকে বললেন, "আমার অনুসরণ কর।" তখন পিতর ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন, যীশুর প্রিয় শি নৈশভোজের মতো তাঁর বুকে মাথা রেখেছিল, এবং বলল, "প্রভু, যে আপনাকে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তার কী পরিণতি হবে?"

যোহন পিতরকে ঠিক এটাই বলেছিলেন। মানে, শেষ ভোজের সময় যোহন যীশুকে ঠিক এটাই বলেছিলেন। পিতর তাঁকে দেখে যীশুকে বললেন, "প্রভু, এই লোকটি কী করবে?"

যীশু তাঁকে বললেন, "আমার ইচ্ছানুসারেই যদি আমার আসার আগ পর্যন্ত তিনি তোমাকে ছিন্নভিন্ন করেন, তাতে তোমার কী আসে যায়? তুমি আমার অনুসরণ করো।"

সে তাকে মূলত এটাই বলছে যে, আমি জনের সাথে যেভাবে আচরণ করি তা তোমার জন্য প্রাসঙ্গিক নয়; জন যদি কখনো মারা নাও যায়, তবুও তোমার একটি দায়িত্ব পালন করার আছে, এবং শেষে তোমাকে

এটাই হবে অনন্ত জীবন ও ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাওয়ার তোমার পথ, আর তোমার শুধু আমাকে অনুসরণ করা উচিত, এবং সেটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত।

সুতরাং ২৩ পদ, "তখন ভাইদের মধ্যে এই কথা ছড়িয়ে পড়ল যে, সেই শিষ্যটি মরবে না, কিন্তু যীশু তাকে বললেন না, সে মরবে না। কিন্তু আমার ইচ্ছানুসারেই যদি তিনি আমার আসা পর্যন্ত তোমাকে ছিন্নভিন্ন যায়?"

আর ২৩ পদটি হলো শাস্ত্র যা বলে ঠিক তা-ই মেনে চলার একটি শিক্ষা, কারণ আমরা দেখতে পাই যে কেবল প্রতিটি কথার প্রতি মনোযোগ না দিলেই কত সহজে একটি ভ্রান্ত প্রথা গড়ে উঠতে পারে।

আর তারপর যোহন ২৪ ও ২৫ পদে তাঁর সুসমাচার তুলে ধরেন। ২০১৬ সালে এই পুরো অলৌকিক ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে অ্যাডাম ক্লার্ক একটি মন্তব্য করেছিলেন,

যেমন যারা পরিবারের আমন্ত্রণে দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করতে আসেনি, তারা মজুরি পায়নি। তেমনি যারা সুসমাচারের আহ্বান পালন করে না এবং খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস করে না, তারা অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে

ইনি হলেন অ্যাডাম ক্লার্ক, যিনি এখানে একজন বিশপকে ডাকছেন। সুতরাং, এখান থেকে আরেকটি শিক্ষা হলো এই যে, লোকদের বিভিন্ন সময়ে ডাকা হয়েছিল, কিন্তু যখন ডাকা হতো, তখন তাদের সা আবার ডাকা হবে, এমন কোনো অকাট্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতো না।

আমার মনে হয়, শেষ প্রহরের লোকদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বিশেষ করে অ-ইহুদিদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, কারণ আমরা দেখি যে ৯ ও ৬ পদে, শেষ প্রহরে তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "হে অ-ইহ কেন দাঁড়িয়ে আছ?"

তারা তাঁকে বলল, "যেহেতু কেউ আমাদের কাছে কিছু বলেনি," তিনি তাদের বললেন, "তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও এবং জাতিগতভাবে যা কিছু পাওয়া যায়, তা গ্রহণ করো।" এবং আমি মনে করি, এই কথ প্রযোজ্য হবে, যাদের কাছে ঈশ্বরের কোনো নবী বা সুসমাচার প্রচারক কখনো আসেননি।

এবং বলা যেতে পারে, তাদের ততটা করতে হয়নি, কিন্তু তাদের সুযোগও কম ছিল, এবং যে আলো ও সুযোগ তাদের ছিল, তার প্রতি সাড়া দেওয়ার জন্য তাদের একই পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

সুতরাং, যাদের কাছে অধিক জ্ঞান আছে, তাদের জন্য এটি একটি সান্ত্বনা ও সতর্কবাণী হওয়া উচিত যে, যাকে বেশি দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশিই চাওয়া হবে—যা যিশু, আমার বিশ্বাস, লূক ১৬ অধ্যা

এবং এটা জানা যে, যাদের হয়তো অনেক সুযোগ-সুবিধা নেই, তারাও যদি বাধ্য থাকে এবং তাদের প্রাপ্ত আলো ও সুযোগ-সুবিধাগুলোর সদ্ব্যবহার করে, তাহলে তারাও অনন্ত জীবন লাভ করবে।

তাহলে আমার মনে হয় আমরা এখন এগিয়ে যেতে পারি।

আচ্ছা, তাহলে এবার ১৭ পদে আসা যাক। "যীশু যিরূশালেমে যাওয়ার পথে বারোজন শিষ্যকে একান্তে ডেকে বললেন, 'দেখো, আমরা যিরূশালেমে যাচ্ছি, আর সেখানে মনুষ্যপুত্রকে প্রধান যাজক ও শাস্ত্রীদে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেবে এবং পরজাতিদের হাতে তুলে দেবে, যেন তারা তাঁকে উপহাস করে ক্রুশে দিতে নিরুৎসাহিত করে।'"

আর তৃতীয় দিনে তিনি আবার পুনরুত্থিত হবেন।" যেন যীশুকে প্রতিটি অধ্যায়েই এই কথাটা বলতে হয়। আর কোনো এক কারণে, বিষয়টা তাদের পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন ছিল।

তারা তখনও একটি পার্থিব রাজ্যের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে মসিহ অবিলম্বে পৃথিবীতে রাজত্ব করতে আসবেন।

এবং কোনো এক কারণে, যীশুকে তাদের এই কথাটি বারবার বলতে হচ্ছিল, যা আমাদের পক্ষে বোঝা কঠিন, কিন্তু শিষ্যদের সঙ্গে একাত্ম হওয়াও আমাদের জন্য কঠিন; কারণ আমরা এখন যা জানি, ত আমাদের মনে রাখতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি যে, যিশু যে তাদের এই কথা বারবার বলেছিলেন এবং তারা অবশেষে তা দেখতে পাচ্ছিল—অর্থাৎ ঈশ্বরকে তাদের মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করতে দেখছিল—সেটাই প্রেরিতদের নির্ভীক হওয়ার একটি বড় কারণ ছিল।

কারণ যিশু যে দুঃখভোগের বিষয়ে কথা বলছিলেন, যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছিল, যা ঘটা অসম্ভব বলে তারা মনে করত, তা-ই ঘটেছিল; তবুও তারা দেখেছিল কীভাবে ঈশ্বর যিশুকে পুনরুত্থিত করেছে

এবং তাদের নিজেদের বিষয়েও সেই একই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল; এই নয় যে মৃত্যুর পর তারা আক্ষরিকভাবে পুনরুত্থিত হবেন, বরং এই যে, সুসমাচারের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার কারণে ঈশ্ব

এবং প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকে খ্রিস্টের পুনরুত্থানের পর তারা যে এতটা ভিন্ন ছিল, তার পেছনে এটি অবশ্যই একটি বড় কারণ ছিল।

এরপর, ২০ পদে, "তখন জেবেদির সন্তানদের মাতা তাঁর পুত্রদের সঙ্গে তাঁর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং তাঁর কাছে একটি বিশেষ জিনিস চাইলেন।

তিনি তাকে বললেন, "তুমি কী চাও?" সে তাঁকে বলল, "অনুগ্রহ করুন যেন আমার এই দুই পুত্র আপনার রাজ্যে একজন আপনার ডান পাশে এবং অন্যজন আপনার বাম পাশে বসতে পারে।"

কিন্তু যিশু উত্তর দিয়ে বললেন, তোমরা যা চাইছ, তা জানো না। আমি যে পেয়ালা থেকে পান করব, তোমরা কি সেই পেয়ালা থেকে পান করতে পারবে; যে বাপ্তিস্মে আমি বাপ্তাইজিত হই, সেই বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজি

তারা তাঁকে বলল, "আমরা সক্ষম।" তিনি তাদের বললেন, "তোমরা অবশ্যই আমার পেয়ালা থেকে পান করবে এবং যে বাপ্তিস্মে আমি বাপ্তাইজিত হয়েছি, সেই বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হবে।"

কিন্তু আমার ডান পাশে ও বাম পাশে বসার অধিকার দেওয়ার অধিকার আমার নেই। বরং তা তাদেরই হবে, যাদের জন্য আমার পিতা তা প্রস্তুত করে রেখেছেন।

জেবেদীর পুত্ররা স্পষ্টতই, সম্ভবত ১৯২৮ সালে যিশুর কথার ভুল ব্যাখ্যা করেছিল।

তিনি বলছিলেন যে, পুনর্জন্মের সময়ে তারা তাঁর সঙ্গে বারোটি সিংহাসনে বসে ইস্রায়েলের বারোটি গোত্রের বিচার করবেন।

তারা হয়তো ভেবেছিল যে তিনি পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। তাঁর পুনরুত্থানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যই হয়তো তারা পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছিল।

এই পর্যায়ে তারা হয়তো বিশ্বাস করেছিল যে, মৃত্যুর পর যিশু আবার রোমানদের জয় করবেন।

তারা সেই রাজ্যে একটি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেতে চেয়েছিল।

আমাদের কাছে এটা অদ্ভুত শোনাতে পারে, কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, যাকোব ও যোহন এবং পিতরই ছিলেন সেই ব্যক্তিরা, যাঁদেরকে যীশু রূপান্তর পর্বতে তাঁর সঙ্গে গেৎশিমানির উদ্যানে নিয়ে গি

অন্যান্য শিষ্যদের থেকে দূরে। তারা ইতিমধ্যেই অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিল এবং তারা অপরিণত ছিল।

তাদের এই প্রশ্ন করাটা অবশ্যই ভুল ছিল, কিন্তু ব্যাপারটা হয়তো ততটা পাগলামি বা আত্মম্ভরিতাপূর্ণ ছিল না, যতটা এখন আমাদের কাছে মনে হচ্ছে।

যিশু ২২ ও ২৩ পদে মূলত তাদের বলেন যে, তাঁর রাজ্যে রাজত্ব করার মাধ্যমে এবং তারা যা চেয়েছিল তা পাওয়ার মাধ্যমে,

আমরা প্রকাশিত বাক্য ২ অধ্যায়ে দেখি যে, যিশু প্রত্যেককে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যারা জয়ী হবে তারা তাঁর ডান পাশে বসবে।

এক অর্থে, জয়ী প্রত্যেক বিশ্বাসীর মধ্যেই কোনো না কোনোভাবে এটি থাকবে।

যিশুর মূল বক্তব্য হলো, তিনি তাদেরকে অন্য সবার চেয়ে বড় কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে বলছেন না, এমনকি পুনরুত্থানের পরেও।

তিনি মূলত তাদের বলছেন যে, গৌরবের পথ হলো দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে, এবং তারা মনে করে যে তাদের দুঃখভোগ প্রায় শেষ হয়ে গেছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তা কেবল শুরু হচ্ছিল।

এই কারণেই তিনি তাদের বলেন যে, তাঁর অন্য একজন আছেন, এবং ২২ পদে লেখা আছে, "আমি তাদের কাছ থেকে যে পেয়ালা পান করব, তোমরা কি তা পান করতে এবং যে বাপ্তিস্মে আমি বাপ্তাইজিত হ হতে সক্ষম?"

মূলত, মূল কথাটি হলো এই যে, গৌরব ও মহিমান্বিত হওয়ার পথ হলো দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে; তবে তা অপ্রয়োজনীয় দুঃখভোগ নয়, বরং ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা থেকে সৃষ্ট দুঃখভোগ।

তিনি তাদের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করছেন।

যখন তিনি ২৩ পদে বলেন, "কিন্তু আমার ডান বা বাম পাশে বসার অধিকার আমার দেওয়ার নয়, বরং তা তাদেরই হবে, যাদের জন্য আমার পিতার কাছে তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে," তখন তিনি মূলত তাদের বল তিনি তাঁর রাজ্যে চূড়ান্তভাবে তাদের কিছুই দিতে পারেন না।

এরা এমন মানুষ ছিলেন যারা তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন না, সশরীরে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে সেভাবে চিনতেন না, যেভাবে তাঁর স্বর্গে আরোহণের পর আর কেউ কখনো চেনেনি।

অনেকের মনেই এমন একটি আবেগঘন ধারণা থাকে যে, তাদের মনের মধ্যে থাকা এক কাল্পনিক যিশুর সাথে তাদের একটি সম্পর্ক রয়েছে, যিনি মূলত তাদের এক কাল্পনিক বন্ধুর মতো এবং তারা মনে কা জন্য।

তারা সুসমাচারের শর্তগুলো উপেক্ষা করে এবং তারা মনে করে যে যিশু শুধু বলেছেন, "ওহ, সে আমার বন্ধু।" কিন্তু আসল সত্য হলো, তিনি যদি সত্যিই বন্ধু হতেন, এমনকি যদি তা শুধু আপনার কল্পনা ন কারো পরিত্রাণের নিশ্চয়তা দিত না।

কারণ তিনি শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে কাউকে বিশেষ সুবিধা দিতে পারেন না।

সুতরাং ২৪ পদ, "সেই দশজন তা শুনে ঐ দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল। কিন্তু যীশু তাদের কাছে ডেকে বললেন, 'তোমরা জানো যে, অ-ইহুদিদের অধ্যক্ষরা তাদের উপর কর্তৃত্ব করত এবং তাদের ছিল।'"

কিন্তু তোমাদের মধ্যে তেমন হবে না। বরং তোমাদের মধ্যে যে মহান হতে চায়, সে যেন তোমাদের পরিচারক হয়, এবং যে তোমাদের মধ্যে প্রধান হতে চায়, সে যেন তোমাদের দাস হয়। যেমন মনুষ্যপুত্র সে সেবা করতে এবং অনেকের মুক্তির মূল্য হিসেবে নিজের জীবন দিতে এসেছেন।

এটা বেশ মজার ব্যাপার যে, অধ্যায়ের ২৪ পদে শিষ্যদের বিষয়ে যে কথা বলা হয়েছে—যে দশজন শিষ্য যাকোব ও যোহনের দিকে এগিয়ে যান—তা আসলে ২ করিন্থীয় ৭:১১ পদে ব্যবহৃত 'ক্রোধ' শব্দ আমাদের নিজেদের পাপের জন্য নিজেদের প্রতি যে রাগ থাকা উচিত, সে বিষয়ে বলা হয়েছে, যা প্রকৃত অনুতাপের একটি বৈশিষ্ট্য।

এটাও মজার বিষয় যে, আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই, যেমনটা আমরা গত অধ্যায়ে পড়েছিলাম, পিতর কীভাবে যীশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমার ভাই কতবার আমার বিরুদ্ধে পাপ করবে?"—এই বিষ

আর আমি তাকে সাতবার পর্যন্ত ক্ষমা করি, এবং যিশু বলেছিলেন সাতবার পর্যন্ত নয়, বরং সত্তর গুণ সাতবার পর্যন্ত। খ্রিষ্টানদের একে অপরের প্রতি সত্যিকারের ধৈর্যশীল ও সহনশীল হওয়া প্রয়োজন, এটি তা

ব্যাপারটা এমন নয় যে, এই কাজ করার মাধ্যমে যাকোব ও যোহন প্রভুকে ত্যাগ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন এবং শয়তানের অনুসরণ করেছিলেন। তাদের একটি অপরিণত ও মূর্খতাপূর্ণ উ করতে চেয়েছিল। আর যীশু তাদের তিরস্কার না করে, বরং তাঁকে অনুসরণ করার অর্থ কী, সে বিষয়ে তাদের আরও ভালো নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

আর যখন আপনি ঘনিষ্ঠ হন, মানে আমার মনে হয় আমরা সবাই এটা জানি, যখন আপনি অন্য খ্রিষ্টানদের সাথে ঘনিষ্ঠ হন, বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রী, রুমমেট বা এই ধরনের মানুষের সাথে, যারা গির্জায় ঘনিষ্ঠভা ধরনের মনোমালিন্য হতে পারে। এর কারণ এই নয় যে কেউ পথভ্রষ্ট হয়ে প্রভুর এবং তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে চলে যায়,

কিন্তু শুধুমাত্র অপরিণামদর্শিতা, ভুল বোঝাবুঝি, মানুষের তথ্যের অভাব, যেমন জোরে কথা বলে রাতে কাউকে জাগিয়ে দেওয়া, এই ধরনের বিভিন্ন কারণে এমনটা হয়। আর এই কারণেই আমাদের বলা হয় যে

আর যখন এই ধরনের বিষয় আসে, তখন আমাদের হয়তো সত্যিই অন্য লোকেদের শত শত বার ক্ষমা করতে হতে পারে এবং শত শত বার ক্ষমা পেতে হতে পারে। ইফিষীয় ৪ অধ্যায়ের ১ পদে পৌল বলে তোমাদের এই মিনতি করি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তার যোগ্যরূপে জীবনযাপন কর; সমস্ত পবিত্রতা ও নম্রতার সঙ্গে, দীর্ঘসহিষ্ণু হয়ে, প্রেমে পরস্পরকে সহ্য কর এবং শান্তির বন্ধনে আত্মার ঐক্য

একই দেহ ও একই আত্মা, যেমন তোমরা আহূত হয়েছ; একই আশা, যেমন তোমরা আহ্বান করছ; একই প্রভু, একই বিশ্বাস, একই বাপ্তিস্ম; সকলের একই ঈশ্বর ও পিতা, যিনি সকলের উপরে, সকলের মধ্য মধ্যে আছেন।

তাই পৌল যখন একজন খ্রীষ্টীয় আহ্বানের যোগ্য জীবনযাপনের বিষয়ে কথা বলেছিলেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম যা বলেছিলেন তা হলো, "সম্পূর্ণ পবিত্রতা ও নম্রতার সঙ্গে, দীর্ঘসহিষ্ণুতার সঙ্গে এবং প্রেমে পরস্প

আর এটি একটি উদাহরণ যে কীভাবে তা শিষ্যদের মধ্যে অর্থবহ ও প্রয়োজনীয় হতে পারে। এটাও আকর্ষণীয় যে, অনেক সময়ই দেখা যায় যিশু কীভাবে নিজের কাজের মাধ্যমে নেতৃত্ব দিতেন এবং কীভাবে

আমরা জানি, যিশু মাঝে মাঝে তাদের তিরস্কার করতেন, কিন্তু তিনি বরং তাদের আরও ভালো শিক্ষা দিতেই বেশি পছন্দ করতেন, এবং এখানে তিনি তাই করেছিলেন।

এবং আমি মনে করি, এখানে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব সম্পর্কে একটি শিক্ষা রয়েছে এবং তা হলো, কঠোর তিরস্কারের চেয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন ও মৃদু উপদেশ প্রায়শই শ্রেয়। তাই কখনও কখনও কঠোর তিরস্কারের প্রয়ো

২৮ পদে উল্লেখ্য যে, মনুষ্যপুত্র সেবা গ্রহণ করতে আসেননি, বরং সেবা করতে এবং অনেকের জন্য মুক্তিপণ হিসেবে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে এসেছিলেন। যিশু পরিশেষে আমাদের পাপ থেকে মুক্ত এসেছিলেন।

এবং আমাদের বলা হয়েছে, এবং এই বিষয়ে ১ তীমথিয় ২ অধ্যায়েও আলোচনা করা হয়েছে, যে তিনি সকলের জন্য নিজেকে মুক্তিপণ হিসেবে উৎসর্গ করেছেন, যেন যথাসময়ে তার সাক্ষ্য দেওয়া হয়। যেখা হয়েছে যে, মৃত্যুর দুঃখভোগের জন্য তাঁকে স্বর্গদূতদের চেয়ে সামান্য নিম্ন করা হয়েছিল।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি যেন প্রত্যেক মানুষের জন্য মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেন। তাই এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটা শুধু পরিত্রাণের মূল ভিত্তিই নয়, বরং এটি দেখায় যে পাপ কতটা গুরুতর এবং একে কোনো

ঈশ্বর এতটাই ধার্মিক ও পবিত্র যে, এর ন্যায্য বিচার করার জন্য তাঁকে তাঁর পুত্রকেও ক্রুশের মৃত্যু থেকে রেহাই দিতে হয়নি।

আর এটাই হওয়া উচিত যে, যদি এটা আমাদের অনুতপ্ত হতে, পাপকে ঘৃণা করতে এবং এর শক্তি ও অপরাধবোধ থেকে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করতে উদ্‌বুদ্ধ না করে, তবে আর কিছুই করবে না।

পরিশেষে, ২৯ থেকে ৩৪ পদ, "আর তাঁরা যিরীহো থেকে বেরোনোর সময় এক বিরাট জনতা তাঁর অনুসরণ করল; আর দেখ, পথের ধারে বসে থাকা দুজন অন্ধ লোক, যীশুকে পাশ দিয়ে যেতে শুনে, চিৎক দায়ূদের পুত্র, আমাদের উপর দয়া করুন।'"

আর জনতা তাঁদের ধমক দিল, কারণ তাঁদের চুপ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তারা আরও জোরে চিৎকার করে বলল, 'হে প্রভু, দাউদের পুত্র, আমাদের প্রতি করুণা করুন।' আর যিশু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এটা আকর্ষণীয়, আপনি তাঁকে সেবা করতে দেখেন, এখানে আপনি একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পান যে তিনি কীভাবে এসেছিলেন; তিনি সেবা গ্রহণ করতে আসেননি, বরং সেবা করতে এসেছিলেন।

এবং তিনি তা-ই করছিলেন, কিন্তু একজন রাজা হিসেবে, একজন মনুষ্যসন্তান হিসেবে তিনি তাঁর মর্যাদা বজায় রেখেছিলেন, যে তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাদেরকে তাঁর কাছে আসতে দিয়েছিলেন।

তখন যীশু থেমে গিয়ে তাদের ডাকলেন এবং বললেন, "তোমরা কী চাও যে আমি তোমাদের জন্য করি?" তারা তাঁকে বলল, "প্রভু, আমাদের চোখ যেন খুলে যায়।" তখন যীশুর তাদের প্রতি করুণা হল এবং তিনি

আর তৎক্ষণাৎ তাদের চোখে দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল এবং তারা তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল।

এবং স্পষ্টতই খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের প্রতি একটি যথাযথ প্রতিক্রিয়া রয়েছে; সেই পরিত্রাণের প্রতি, যা অর্জন করার জন্য তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

আমি ৩১ নং পদের উপর অ্যাডাম ক্লার্কের মন্তব্যটা পড়ব এবং ৩৪ নং পদের বিষয়ে আরও একটি বিষয় দেখব।

যখনই কোনো আত্মা লয়েড ও পরিত্রাণের জন্য যিশুর কাছে আকুল হয়ে কাঁদে, জগৎ ও শয়তান একজোট হয়ে তার আর্তনাদকে স্তব্ধ করে দেয়। তারা নীরব থাকতে বাধ্য হয়, কিন্তু এমন সকলে যেন মনে যাচ্ছেন।

যদি তিনি তাদের পরিত্রাণ না দেন, তবে তাদের আত্মা চিরকালের জন্য বিনষ্ট হবে। এবং তারা হয়তো আর কখনও এমন ভালো সুযোগ পাবে না। যখন কোনো ভগ্ন ও অনুতপ্ত হৃদয় থাকে, তখন তা যেন ঈশ্বরে

তাই তিনি এখানে অ্যাডাম ক্লার্ককে উত্তর দিলেন, "যখন জগৎ ও শয়তান তিরস্কার করতে শুরু করে, এক্ষেত্রে তা এই প্রমাণ যে ঈশ্বরের পরিত্রাণ নিকটবর্তী। অতএব, এমন ব্যক্তিরা আরও উচ্চস্বরে আর্তনাদ

আমার এটা ভালো লাগে।

এবং আমি এখানে শুধু এটুকুই বলব যে, ৩৪ নং পদ দিয়ে শেষ করার জন্য, খ্রীষ্টীয় জীবনের সঙ্গেই ঈশ্বরের দ্বারা আমাদের আত্মিক অন্ধত্ব দূর করার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আর যারা প্রভুর অন্বেষণ করে এবং তাঁর বাক্যে সাড়া দেয়, তারা তাঁর মহিমার এক বৃহত্তর ঝলক পায় এবং অবশেষে যে মহিমা প্রকাশিত হতে চলেছে, তাও লাভ করে, এবং যারা শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকে।

১ পিতর ৮ ও ৯ অধ্যায়ে পিতর বলেন, "৮ পদে পিতর পরীক্ষার মধ্যে থাকা খ্রীষ্টানদের যীশুর বিষয়ে বলছেন, 'যাঁকে তোমরা না দেখেও ভালোবাসো; যাঁকে এখন না দেখেও তোমরা বিশ্বাস করো, তাঁর উপর আনন্দ ও পূর্ণ গৌরবে উল্লাস করো এবং তোমাদের বিশ্বাসের ফল, অর্থাৎ তোমাদের আত্মার পরিত্রাণ লাভ করো।'"

১ যোহন অধ্যায় ৩, আমি এখানে ১ যোহন অধ্যায় ৩ এর ১ থেকে ৪ পদ দিয়ে শেষ করছি।

সেই প্রাচীন সত্তা, অর্থাৎ পিতা, আমাদের এই অনুগ্রহ করেছেন যেন আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হতে পারি। অতএব, জগৎ আমাদের চেনে না, কারণ সে তাঁকে চিনত না।

প্রিয়তমগণ, আমরা এখন ঈশ্বরের সন্তান, এবং আমরা ভবিষ্যতে কী হব, তা এখনও প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু আমরা জানি যে, যখন তিনি আবির্ভূত হবেন, তখন আমরা তাঁরই মতো হব, কারণ তিনি যেমন, দেখব।

অবশেষে তখনই বিশ্বাস দৃষ্টিতে পরিণত হবে। সেটাই হবে বিশ্বাসীদের জন্য চূড়ান্ত চোখ খুলে যাওয়া।

আর যার নিজের মধ্যে এই আশা আছে, সে নিজেকে পবিত্র করে, যেমন তিনি পবিত্র। অন্যথায়, যদি আমরা তাঁর মতো নিজেদেরকে পবিত্র না করি, তবে তা এক বৃথা আশা মাত্র।

অপরদিকে, যে কেউ নিজের পাপ স্বীকার করে, সে বিধানও লঙ্ঘন করে। কারণ পাপ হলো বিধানের লঙ্ঘন। আর আমি শুধু ৫ পদটি পড়ব। "আর তোমরা জানো যে, তিনি আমাদের পাপ হরণ করার জ তাঁর মধ্যে কোনো পাপ নেই।"

আমরা ৬ নং পদটি পড়ব। "যে তাঁর মধ্যে থাকে, সে পাপ করে না; যে পাপ করে, সে তাঁকে দেখেনি, আর তাঁকে জানেও না।" সুতরাং, আমি এখানেই শেষ করছি, জিমি।

প্রভুর প্রশংসা হোক, ভাই অ্যারন। চমৎকার শিক্ষা। আমি জানি আমরা এর চেয়ে একটু বেশি সময় ধরে কথা বলেছি। আমাদের ভারত থেকে আসা মিশন লিডার ভাই উইলসন সারাপেলি এখনও আমাদের সা

হ্যালো, ব্রাদার উইলসন। আমাদের সাথে আরও আছেন বাংলাদেশের ডাকার থেকে ব্রাদার ড্যানিয়েল বিশ্বাস, যিনি সেখানে আমাদের মিশন লিডার। তিনি ব্রাদার হিলটনের ভাই।

ব্রাদার ড্যানিয়েল এবং উইলসন, আপনাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে, যতক্ষণ আপনারা অনুষ্ঠানে আছেন? ব্রাদার। হ্যাঁ, স্যার। না, কারণ ইনি ব্রাদার।

ব্রাদার উইলসন, শোনার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা আপনাকে ভালোবাসি এবং অবশ্যই শীঘ্রই আপনার সাথে কথা বলব। এটি আরও একটি চমৎকার শিক্ষা ছিল। ব্রাদার ড্যানিয়েল, আপনার কী

ভাই, আমি ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এবং আপনাকে ধন্যবাদ, ভাই। উনি খুব ভালো পড়ান, এবং আপনাকে ধন্যবাদ, ভাই। আপনি উনি স্কাইপে আমার সাথে যোগ দিন, কারণ পড়ানোর মাঝখানে আ

তাই সবাইকে ধন্যবাদ, এবং সবকিছু আমার কাছে পরিষ্কার। সুতরাং আমার মনে কোনো প্রশ্ন নেই।

আচ্ছা, খুব ভালো। রেকর্ডিং বন্ধ করার আগে, যারা ফোন করেছেন তাদের আর কোনো প্রশ্ন আছে কি?

ঠিক আছে, এরপর আমরা কিছুক্ষণ সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপচারিতায় যাব। আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। এর মাধ্যমেই আজকের রাতের আমাদের অধ্যয়নের রেকর্ডকৃত পর্বটি শেষ হচ্ছে

এবং যারা রেকর্ডিং-এ আমাদের কথা শুনবেন, যা আমি এখনই পোস্ট করব, আপনাদের সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। সারা বিশ্বে আমাদের সকল মিশন সহযোগীদের আমরা ভালোবাসি, এবং মথি লিখি এই ধারাবাহিক আলোচনা চলতে থাকায় আপনারা অনুগ্রহ করে আধ্যাত্মিকভাবে পুণ্যবান হোন।

ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। ধন্যবাদ, ভাই। ধন্যবাদ, ভাই।

মথি লিখিত সুসমাচারের ফাইল-অধ্যয়ন – অধ্যায় ২১, সপ্তাহ ১৯

শুভ সন্ধ্যা সবাইকে এবং বাইবেল অধ্যয়নের ১৯তম সপ্তাহে আপনাদের স্বাগত জানাই, যেখানে আমরা মথি লিখিত সুসমাচার নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের প্রিয় ভাই অ্যারন কেরি এখানে আমাদের সাথে শব্দে আলোচনা করছেন, যা আমাদের জন্য এক আশীর্বাদ। তিনি একটি চমৎকার কাজ করছেন। তাই আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাই এবং শোনার জন্য আপনাদেরও ধন্যবাদ। আমরা শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের ভাইদের এবং বিদেশে বসবাসকারী মানুষদের শুভ সন্ধ্যা। আপনাদের জানাই শুভ বুধবার সকাল।

আপনারা যেখানেই থাকুন না কেন, ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন। আর যারা আমাদের অনুষ্ঠান শুনছেন, জেনে রাখুন আমরা আপনাদের জন্য প্রার্থনা করছি এবং আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য সম্প্রচারে না হলেও, আমি জানি এখন মাঝরাত। তাই আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এই সপ্তাহে আমরা মথি লিখিত সুসমাচারের ২১ অধ্যায়ের প্রথম পদ থেকে শুরু ব তাই আমি এখন আপনার কাছে বিষয়টি তুলে দিচ্ছি, ভাই অ্যারন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ ভাই জিমি। তাহলে আমরা সরাসরি মূল বিষয়ে চলে যাচ্ছি। তো এখন আমরা দেখতে পাই যে, যিশু আসলে প্রতিটি অধ্যায়েই—আমি জানি না প্রতিটি অধ্যায়ে কিনা—তবে সাম্প্রতিক অধ্যায়গুলে শিষ্যদের বারবার সতর্ক করছিলেন যে, তিনি জেরুজালেমে যাবেন এবং সেখানকার মানুষের হাতে নিহত হবেন, তাদের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হবেন।

ইহুদি নেতারা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে রোমানদের হাতে তুলে দেয় এবং তাঁকে হত্যা করা হয়, আর তিনি তৃতীয় দিনে আবার পুনরুত্থিত হন। সুতরাং এখন আমরা সপ্তা যেখানে আমরা বলতে পারি যে 'খ্রিস্টের যাতনা' (Christ's Passion) একটি বাইবেল-বহির্ভূত শব্দ নয়, কারণ 'যাতনা' শব্দটি প্রায়শই 'দুঃখভোগ' (susman) শব্দের সাথে সম্পর্কিত।

আপনি যদি ইংরেজিতে এর আদি অর্থ এবং মূল গ্রিক ভাষায় শব্দটির ব্যবহার পর্যালোচনা করেন।

এবং যাত্রাপুস্তক অনুসারে, নিস্তারপর্বের পশু বধ করার আগে, সেই পশুটিকে নিস্তারপর্বের মাসের দশ তারিখে লোকেদের ঘরে নিয়ে যাওয়া হতো এবং তারপর যে পরিবারে পশু বধ করা হতো, সেই পরিবারে

আর তারপর তারা মাসের ১৪ তারিখ রাতে সেটিকে হত্যা করত। এবং আমাকে এখনও সঠিক দিনগুলোর যথাযথ প্রমাণ খুঁজে বের করতে হবে, কিন্তু আমরা জানি যে খ্রিস্টকে হত্যা করা হয়েছিল তার পরের রাতটি ছিল নিস্তারপর্বের রাত।

এবং তিনি পাঁচ দিনের জন্য যিরূশালেমে ইহুদিদের মধ্যে থাকবেন, তাঁর সিদ্ধতা প্রদর্শন করতে যে তিনি নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ; ঠিক যেমন নিস্তারপর্ব উদযাপনের আগে নিস্তারপর্বের ভূমি ইস্রায়েলীয়দের গৃহে থা

সুতরাং আমি মথি ২১ অধ্যায় থেকে শুরু করছি, আর যখন তারা যিরূশালেমের নিকটবর্তী হলেন, এবং জলপাই পর্বতের বেথফেজে এসে পৌঁছালেন, তখন যীশু শিষ্যদের কাছে এই বলে পাঠালেন, "তোম সেখানেই তোমরা একটি গাধার পিঠ ও তার সাথে একটি বাচ্চা দেখতে পাবে; সেগুলোকে খুলে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

আর যদি কেউ তোমাদেরকে ডাকে, তবে তোমরা প্রভুর কাছে তাঁর প্রয়োজনের কথা বলবে এবং তখনই, তখনই তোমরা তাদেরকে পাঠিয়ে দেবে।

এখন, এই নিয়ে কিছু প্রশ্ন আছে যে খ্রিস্ট পূর্ণবয়স্ক গাধাটির উপর লিখেছিলেন, নাকি তার বাচ্চাটির উপর। এটা স্পষ্ট যে দু'জনকেই তাঁর কাছে আনা হয়েছিল।

আমি চারটি সুসমাচার বিশ্লেষণ করে বিশ্বাস করি যে, খ্রিস্ট কেবল অশ্বশাবক, কনিষ্ঠ গাধাটির উপরেই লিখেছিলেন।

ডাচি ও খচ্চর ছিল শান্তির প্রতীক, যার উপর রাজারা শান্তিকালীন সময়ে লিখতেন। ইসরায়েলের রাজা সলোমন, যাঁর নামই শান্তির পরিচায়ক এবং যিনি শান্তিকালীন সময়ে রাজত্ব করেছিলেন, তিনি ১ কিংস হওয়ার সময় একটি খচ্চরের উপর লিখেছিলেন।

আর খচ্চর, আমার মনে হয়, অনেকেই জানেন যে এটি ঘোড়া ও গাধার সংকর। ঘোড়া নিজেও যুদ্ধের প্রাণী হিসেবে পরিচিত।

এবং খ্রীষ্ট তাঁর প্রথম আগমনে শান্তির বাণী প্রচার করতে এসেছিলেন, এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা। তিনি তাঁর প্রথম আগমনে বিচার কার্যকর করতে আসেননি।

আর তাই, তিনি যে ঘোড়ার পরিবর্তে গাধার পিঠে চড়ে লিখতে এসেছিলেন, সেই ঘটনাটির অনেক তাৎপর্য রয়েছে।

আমরা আরও দেখতে পাই যে, এই দুটি ডাচির মালিক যেই হোক না কেন, তারা নিশ্চয়ই প্রথমে শিষ্যদের চোর ভেবেছিল।

কিন্তু আমার কাছে এটা সুস্পষ্ট মনে হয় যে, যিশু জানতেন যে এরা শিষ্য ছিলেন।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল জলপাই পর্বতে এবং পর্বতের অপর পাশে, ঠিক জলপাই পর্বতের উপরে অবস্থিত দুটি শহরে।

এর এক পাশ জেরুজালেমের দিকে চলে গিয়েছিল, কিন্তু পাহাড়ের অপর পাশে ছিল বেথফেজ ও বেথানি গ্রাম।

আর বেথানিতেই যিশু সম্প্রতি লাসারকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছিলেন।

সুতরাং জলপাই পর্বতের উপর অবস্থিত এই শহরগুলিতে এমন অনেকেই ছিলেন যারা সত্যিই তাঁর উপর বিশ্বাস করতেন।

সুতরাং, আমি বিশ্বাস করি, এটা ধরে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত যে এই ডাচিগুলোর মালিকরা খ্রিস্টের শিষ্য ছিলেন, অথবা অন্ততপক্ষে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।

আর যখন তারা শুনল যে যিশুর এই প্রাসাদগুলোর প্রয়োজন আছে, তখন তারা যখন বলল যে প্রভুর তাকে প্রয়োজন, তখন তারা স্পষ্টতই তা জানত।

তারা জানত তারা কাদের সাথে দেখা করেছে। তারা সাথে সাথেই তাদের ধরিয়ে দিল।

আর খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়ার একটি অংশ হলো, যখনই প্রভু চাইবেন, তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজের সম্পত্তি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা।

যখনই পরিস্থিতি দেখিয়ে দিত যে এই ধরনের মনকে সুসমাচারের প্রসারে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আর আমার একটা বাড়তি গাড়ি আছে, কিন্তু তাদের এখনই একটা গাড়ি দরকার, এবং আমার একটা বাড়তি গাড়ি আছে, সুতরাং প্রভুরও তাকে প্রয়োজন, তাই তুমি এটা দিয়ে দাও।

আর প্রভুর ব্যবহারের জন্য নিজের সম্পত্তি প্রস্তুত রাখাই হলো প্রকৃত শিষ্য হওয়ার একটি অংশ।

আচ্ছা, তাহলে ৪ নং পদে বলা হয়েছে, "এই সমস্ত কিছু করা হয়েছিল যেন ভাববাদীর বলা কথা পূর্ণ হয়, তিনি বলেছিলেন,

আমি তোমাকে আমার কন্যাদের কথা বলি, আর দেখো, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন, নম্রভাবে, এবং গাধার পিঠে চড়ে, যা এক শাবকের উপর স্থাপিত।

আর শিষ্যরা গিয়ে যীশুর আজ্ঞা অনুসারে কাজ করল, এবং গাধাগুলোকে বাচ্চাগুলোর উপর নিয়ে এসে সেগুলোর উপর কয়লা রাখল ও সেগুলোকে তার উপর বসিয়ে দিল।

এই ধর্মগ্রন্থগুলো প্রসঙ্গে অ্যাডাম ক্লার্ক বলেন, "ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অহংকার কতটা ঘৃণ্য, তা আমাদের দেখানোর জন্যই যিশু ক্রমাগত নিজেকে নত করেন।"

কিন্তু তিনি তাঁর বিনয়ের মাধ্যমে সর্বদা তাঁর সর্বশক্তিমান ক্ষমতার প্রমাণ দিয়ে যান, যাতে তাঁর দেবত্বের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়।

আর সেটা প্রকাশ পাবে জেরুজালেমে প্রবেশ করার সময় জনগণের কাছ থেকে তার প্রশংসা গ্রহণের ধরনে, এবং সেইসাথে এই সত্যে যে, তিনি জানতেন এই গাধাগুলোর মালিকরা সেগুলো তার ব্যবহারের ড

অ্যাডাম ক্লার্ক বলেন, "৪ ও ৫ পদে উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণীটি জাকারিয়া ৯:৯ থেকে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু নবীর হুবহু কথায় নয়।"

"ইহুদিরা সবসময় এই কথাটা মসিহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করত।" আর এই উক্তিটি অ্যালবার্ট বার্নসের।

আর তারা তা বুঝেছিল।

ইহুদিদের এই ধারণা ছিল যে মসিহ একটি দলিলে লিখে জেরুজালেমে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করবেন।

জাকারিয়া ৯:৯ অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল এবং তারা সঠিক ছিল।

চলুন এখানে দেখি।

অ্যালবার্ট বার্নস বলেন, "তিনি রাজাদের লেখার রীতিতেই লিখতেন, কিন্তু তাঁদের মতো কোনো অহংকার বা উচ্চাকাঙ্ক্ষী অনুভূতি তাঁর মধ্যে ছিল না।"

মূলত তিনি আসছিলেনই, যদিও এখানকার লোকেরা তাঁকে জেরুজালেমে পাঠানোর সময় ভেবেছিল যে তিনি যাচ্ছেন; অন্তত তাদের বেশিরভাগই ভেবেছিল যে তিনি অবিলম্বে তাদের রাজা হতে এবং রোম প্রতিষ্ঠা করতে আসবেন।

আর এই গবেষণা জুড়ে আমরা সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসটি নিয়েই কাজ করে আসছি।

প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর আপনজনদের দ্বারা শিকড় গেড়ে বসছিলেন এবং নিজের মৃত্যুর মাধ্যমে তাদের আত্মার মুক্তিপণ হয়ে উঠছিলেন।

যোহন অধ্যায় ১-এর মতোই, তিনি নিজের লোকেদের কাছে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর নিজের লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করেনি, বরং যতজন তাঁকে গ্রহণ করেছিল, তারা তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র হওয়ার ক্ষমতা দিয়েছিল।

আর তা কেবলমাত্র এই কারণেই সম্ভব হয়েছিল, কারণ সে স্বেচ্ছায় নিজেকে এমন এক পরিস্থিতিতে জড়িয়েছিল যেখানে পিতা তাদেরকে তাদের হাতেই ছেড়ে দিতে যাচ্ছিলেন, এমন এক মুহূর্তে যখন তাদে পাবে।

অ্যাডাম ক্লার্ক বলেন, গাছের অন্য ডালে তালপাতা বহন করার ধারণাটি বিজয় ও সাফল্যের প্রতীক ছিল। আমি এখন সেদিকে যাচ্ছি না, কিন্তু ২ রাজাবলি অধ্যায় ৯:১৩-তে, যেহুকে রাজা হিসেবে ঘোষণা ব করা হয়েছিল।

লোকেরা তাঁর সামনে নিজেদের পোশাক বিছিয়ে দিল। এটি ছিল কাউকে রাজবংশীয় হিসেবে সম্মান জানানো এবং তাঁর বিজয়, সমৃদ্ধি ও আশীর্বাদ কামনা করার একটি রীতি।

সুতরাং, হান, ৮ নং পদে বলতে থাকো।

আর এক বিরাট জনতা পথে তাদের পোশাক বিছিয়ে দিল। তো আমরা সেই ব্যাপারটাই করলাম। অন্যরা গাছ থেকে ডালপালা কেটে পথের উপর দিয়ে হেঁটে গেল। আর যে জনতা তাদের আগে আগে যাচ্ছি করছিল।

দায়ূদের পুত্রকে হোশান্না। ধন্য তিনি যিনি প্রভুর নামে আসছেন। ঊর্ধ্বে হোশান্না।

আর তিনি যখন যিরূশালেমে আসছিলেন, তখন সমস্ত নগরবাসী উদ্বিগ্ন হয়ে বলতে লাগল, "ইনি কে?" তখন জনতা বলল, "ইনি গালীলের নাসরতের ভাববাদী যিশু।"

হোশান্না, আমার মনে হয় আমরা ভূমিকা অংশে এ নিয়ে আলোচনা করেছি, অথবা আগের কোনো একটি পাঠে অন্তত একবার করেছি। হোশান্না মানে হলো এখন পরিত্রাণপ্রাপ্ত। এটি গীতসংহিতা ১১৮ থেকে

আর তাই লোকেরা নিয়মিতভাবে স্বীকার করে এসেছে যে, যিশু হলেন মসিহ, দাউদের পুত্র এবং তিনি তাঁর প্রজাদের পরিত্রাণ করতে এসেছেন।

কিন্তু তিনি কীভাবে তা করতে যাচ্ছিলেন, তা তারা বুঝতে পারেনি। তারা এখন তাঁর কাছে পরিত্রাণের জন্য কাঁদছে। এবং তারা মূলত রোমানদের হাত থেকে পার্থিব মুক্তিকেই বোঝায়, যদিও তাঁর একটি ম
উদ্দেশ্য রয়েছে।

এবং তিনি ঠিক সেই কাজটিই করতে যাচ্ছেন যা তাদের পরিত্রাণের এবং প্রত্যেক ব্যক্তির পরিত্রাণের সম্ভাবনা তৈরি করবে।

লূকের ২৪ অধ্যায়ে, যীশুর মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের পর, এই বিষয়ে একজন প্রকৃত শিষ্যের মনোভাব দেখা যায়। এক্ষেত্রেও ইনি হলেন ক্লিওফিস নামের একজন ব্যক্তি। ইনি এমন একজন ব্যক্তি য
প্রথম আগমনের সময় খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর সঠিক উপলব্ধি ছিল না।

সুতরাং লূক ২৪:১৮ অধ্যায়ের ১৫ পদ থেকে আমি শুরু করব।

দুজন শিষ্য যিরূশালেম থেকে ইম্মাউসের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন, এবং ১৫ পদে লেখা আছে, "আর এমন হল যে, যখন তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিলেন ও তর্ক করছিলেন, তখন যীশু স্বয়ং ভুল করে তাঁদে

কিন্তু তাদের দৃষ্টি এমনভাবে নিবদ্ধ ছিল যেন তারা তাঁকে চিনতে না পারে। তখন তিনি তাদের বললেন, "তোমরা চলতে চলতে একে অপরের সঙ্গে কী ধরনের কথা বলো এবং তোমাদেরকে কী বলা হয়?"

তখন তাদের মধ্যে ক্লিয়োপাস নামে একজন তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, "আপনি কি যিরূশালেমে কেবল একজন আগন্তুক, আর এই দিনগুলিতে সেখানে যা যা ঘটেছে, তা কি আপনি জানেন না?"

তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ব্যাপার?" তখন তারা তাঁকে ইস্রায়েলীয় বংশের যীশুর বিষয়ে বলল, যিনি ছিলেন একজন ভাববাদী, সত্যিই পরাক্রমশালী এবং ঈশ্বর ও সমস্ত লোকের কাছে এক বাক্যস্বরূ
যাজক ও আমাদের শাসকেরা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য ধরিয়ে দিয়েছে এবং ক্রুশে বিদ্ধ করেছে।

কিন্তু আমরা বিশ্বাস করতাম যে তিনিই ইসরায়েলকে উদ্ধার করবেন। তিনি ভেবেছিলেন যে খ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে ইসরায়েলের মুক্তি সমাপ্ত হয়েছে, অথচ খ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়াই ছিল ইসরায়েলে
জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত আশা করছিলেন।

তিনি ঠিক বুঝতে পারছিলেন না এটা কীভাবে ঘটবে। তাই তিনি বললেন, আমরা বিশ্বাস করতাম যে তিনিই ইসরায়েলকে উদ্ধার করবেন। আর তাছাড়া, এই সব ঘটনা ঘটার পর আজ তৃতীয় দিন।

আর আমরা তো গল্পের বাকি অংশ জানি, কীভাবে তিনি আসলে যিশুর সঙ্গে কথা বলছিলেন এবং সেদিনই পরে তিনি নিজেই তা উপলব্ধি করবেন।

এবং আমরা আমাদের শেষ অধ্যায়ে সেই অংশে ফিরে আসতে পারি।

সুতরাং এখানে উল্লেখ করার মতো আরেকটি বিষয় হলো, ডিসপেনসেশনালিজম নামে একটি প্রচলিত ধর্মদ্রোহিতা রয়েছে, যা মূলত শিক্ষা দেয় যে তারা সমগ্র পুরাতন নিয়ম এবং অধিকাংশ সুসমাচারকে অ
সুসমাচার ও পুরাতন নিয়ম কেবল ইহুদিদের জন্য ছিল।

এবং তারা বলে যে, যিশুর পুনরুত্থানের পর থেকে একটি ভিন্ন সুসমাচার প্রচলিত হয়েছে। এবং এর সপক্ষে তারা যে যুক্তি দেয় তা হলো, যিশু ইহুদিদেরকে রাজ্যটি দিতে এসেছিলেন এবং ইহুদিরা সেই রাজ্য প্র

আর যেহেতু ইহুদিরা রাজ্যটি প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাই তিনি অ-ইহুদিদের জন্য এক ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে নতুন করে শুরু করলেন।

আর তাই, এর চেয়েও আরও অনেক কিছু আছে। কিন্তু ডিসপেনসেশনালিজমের একটি মূল ধারণা হলো, খ্রিষ্ট ইহুদিদের পার্থিব রাজা হতে চেয়েছিলেন এবং ইহুদিরা তাঁকে তাদের পার্থিব রাজা হিসেবে প্রত্যাখ্য

এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, ব্যাপারটা তেমন নয়। তিনি যে ইহুদিদের উপর নিজেকে রাজা ঘোষণা করতে এবং রোমানদের দখল করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজত্ব করতে চেয়েছিলেন, তিনি তা করতে

আর তারপর যোহন অধ্যায় ৬-এ আরেকবার লোকেরা যীশুকে প্রায় জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে পার্থিব রাজা বানাতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি তখন তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

সুতরাং, ডিসপেনসেশনালিস্টরা এখানেই আসল কথাটি বলে। এবং তারপর তারা সেই ভ্রান্ত ধারণাটিকে ব্যবহার করে মূলত এই শিক্ষা দেয় যে, সুসমাচারগুলোতে অনুতাপ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, পুরা
সম্পর্কে যা শেখানো হয়েছে, সেই বিষয়গুলো কেবল ইহুদিদের জন্য নয়।

তাদের কাছে সুসমাচারের একটি সহজ ধারণা আছে, যেখানে আপনাকে কেবল যীশুকে আপনার পাপের জন্য মৃত্যু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আপনাকে সত্যিই অনুতাপ করতে, যীশুর বাধ্য হতে এবং পবি

আর তাই এটি এমন একটি আধুনিক ধর্মদ্রোহিতা যা আমরা দেখতেই পারি, যেমনটা এই অনুচ্ছেদটি প্রমাণ করে, যে এটি অন্যান্য অনেক অনুচ্ছেদের মতোই সম্পূর্ণ অর্থহীন।

সুতরাং, এখানে ১২ নং পদে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি যা করতে যাচ্ছি তা হলো, আমি খুব দ্রুত মার্ক ১১ এবং লূক ১৯ অধ্যায়ে চলে যাব, কারণ ১১ নং পদের পরে মার্ক এবং লূকের লেখায় আরও কিছু বি

সুতরাং ১১ পদে, অর্থাৎ ১০ ও ১১ পদে, শহরের লোকেরা উপরের তলায় ঘুরে ঘুরে জিজ্ঞাসা করছিল, ইনি কে? এবং জনতা বলল, ইনি হলেন নাসরত ও গালীলের ভাববাদী যিশু।

আর তারপর মার্ক ১১ অধ্যায়ের ১৫ পদে আমরা পড়ি, তাঁরা যিরূশালেমে আসলেন। দেখি, আমি দুঃখিত, আমি বরং লূক ১৯ অধ্যায়ে যাব। তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি।

আচ্ছা, তাহলে লূক ১৯:৩৭ পদে আছে, যখন তিনি বিধি-পর্বতের অবতরণস্থলে পৌঁছালেন, তখন শিষ্যদের সমগ্র জনতা উচ্চস্বরে ঈশ্বরের প্রশংসা ও আনন্দ করতে লাগল, কারণ তারা তাঁর সমস্ত পরাক্রমশালী

এই বলে, ধন্য সেই রাজা যিনি আসছেন, প্রভুর নামে শান্তি, স্বর্গ এবং সর্বোচ্চ স্থানে মহিমা। তখন ভিড়ের মধ্য থেকে কয়েকজন ফরীশী তাঁকে বললেন, গুরু, আপনার শিষ্যদের তিরস্কার করুন।

আর তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, আমি তোমাদের বলছি, যদি তিনি চুপ করে থাকেন, তবে পাথরগুলোই আর্তনাদ করে উঠবে। আর তিনি কাছে এসে নগরটি দেখে তার জন্য কাঁদলেন এবং বললেন, যদি
তোমার শান্তির বিষয়গুলো।

কিন্তু এখন তারা তোমার দৃষ্টি থেকে আড়ালে আছে, কারণ সেই দিন তোমার উপর আসবে, ডিনামাইট দিয়ে চারিদিকে পরিখা খনন করা হবে, স্বর্গদূত এসে তোমাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলবে এবং তে
রাখবে, আর তোমাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে এবং তোমার সন্তানদের তোমার ভেতরে রাখবে।

আর তারা তোমার মধ্যে একটি পাথরের উপর আরেকটি পাথরও অবশিষ্ট রাখবে না, কারণ তুমি তোমার পরিদর্শনের সময় জানোনি।

আর তিনি মন্দিরে প্রবেশ করে সেখানে যারা বেচাকেনা করছিল ও যারা কিনছিল, তাদের বের করে দিতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, 'শাস্ত্রীয় বাণী আছে, আমার গৃহ প্রার্থনার গৃহ, কিন্তু তোমরা একে
আমরা মথি লিখিত সুসমাচারে এই বিষয়ে শীঘ্রই আলোচনা করব।

আর তিনি মন্দিরে প্রতিদিন শিক্ষা দিতেন যে, প্রধান যাজক, শাস্ত্রবিদ ও জনগণের প্রধানরা তাঁকে ধ্বংস করার জন্য যা যা করতে চেয়েছিল, সেই সমস্ত লোকের জন্য তারা কিছুই করতে পারেনি, যারা অত্যন্ত
শুনত।

আচ্ছা, তাহলে মথি ২১ অধ্যায়ে ফিরে আসা যাক। এবং যীশু ১২ পদে গেলেন।

আর যীশু ঈশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করে সেখানে যারা বেচাকেনা করছিল, তাদের সকলকে বের করে দিলেন এবং মুদ্রা বিনিময়কারীদের টেবিল ও বিক্রেতাদের আসন উল্টে দিয়ে তাদের বললেন, "শাস্ত্রশা
প্রার্থনার গৃহ বলা হবে,' কিন্তু তোমরা একে এইসব করে একটি আড্ডাখানা বানিয়ে ফেলেছ।"

এটি যিশাইয় ৫৬:৭ পদের ১৩ নং শ্লোকের একটি উল্লেখ। মূলত, যে লোকেরা মন্দিরে টাকা বিনিময় করত এবং বিক্রি করত, মন্দিরের কর হিসেবে লোকেরা মন্দিরে বিভিন্ন নৈবেদ্যের যে অর্থ প্রদান করত,
যেত না।

এবং জেরুজালেমে আগত বিভিন্ন দেশের লোকদের মুদ্রাতেই তা পরিশোধ করতে হতো।

হয় ইহুদিরা গ্রিক মুদ্রা ব্যবহার করত, নয়তো তাদের নিজস্ব মুদ্রা ছিল। আমি এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত নই, কিন্তু এটা পরিবর্তন করতেই হতো।

আগত বেশিরভাগ লোকেরই মুদ্রাগুলো অন্য মুদ্রায় পরিবর্তন করতে হয়েছিল।

সুতরাং তাদের মন্দিরে কর প্রদান করতে এবং বিভিন্ন ঐচ্ছিক নৈবেদ্য নিবেদন করতে হয়।

সুতরাং এই লোকেরা মূলত পরিস্থিতিকে মানুষের অর্থ পরিবর্তনের একটি সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাচ্ছিল।

আর অবশ্যই, এর জন্য তারা একটি ফি ধার্য করবে।

সুতরাং তারা ধনী হওয়ার জন্য মন্দিরের সবচেয়ে বাইরের কেন্দ্রভাগ ব্যবহার করছিল।

তো এই বিষয়টি তাদের সম্পর্কিত, এবং সেইসাথে অন্যান্য পশুদের কথাও বলা হচ্ছে যাদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি, যেমন—ভেড়া, গরু, ষাঁড়, মেষ, অর্থাৎ বলিদানে ব্যবহৃত বিভিন্ন পশু।

দূর-দূরান্ত থেকে তাদেরকে জেরুজালেমে নিয়ে আসাটা যে খুবই অসুবিধাজনক ছিল, তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্কদের।

সুতরাং যখন লোকেরা এসে বলিদান করতে চাইত, তখন এই লোকেরা বলত, আমরা মন্দিরের প্রবেশপথেই তাদের কাছে এই জিনিসগুলো বিক্রি করব।

আর হ্যাঁ, স্পষ্টতই তারা অনেক বেশি দাম নিতে পারত, কারণ মানুষের সেগুলোর প্রয়োজন ছিল।

আর তাই, তাদের মূলত এই পরিকল্পনাটি ছিল যে, তারা একটি মন্দির এবং তৎকালীন পরিস্থিতি ও মন্দিরে আগত মানুষদের প্রয়োজনকে কাজে লাগাবে।

তারা তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত এবং সম্ভবত বেশ ভালোভাবেই করত।

অ্যাডাম ক্লার্ক এখানে বলেছেন, "যারা আত্মার সেবা করার জন্য খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে নিযুক্ত হয়েও তা করে না, এবং যারা মণ্ডলীর আয় ভোগ করে ও এর সেবায় অবহেলা করে, তারা চোর, ডাকাত এবং এ জাতীয়

এখানে আমাদের প্রভুকে তাঁর মন্দির শুদ্ধ করতে দেখানো হয়েছে।

আর আমরা তাঁর প্রকৃত মন্দির, অর্থাৎ মণ্ডলীর প্রসঙ্গে এর বিচার করতে পারি, এটা দেখানোর জন্য যে, জাগতিক বা অপবিত্র কোনো কিছুরই তাঁর অনুগামীদের মধ্যে কোনো স্থান থাকা উচিত নয়।

অথবা যা তিনি পারেন, অথবা সেই হৃদয়ে যা তিনি পারেন, অথবা সেই হৃদয়ে যা তিনি প্রকাশ করতে সম্মত হয়েছিলেন, অ্যাডাম ক্লার্ক।

স্পষ্টতই এই লোকেরা যদি মন্দির থেকে তাদের সেবা সরিয়ে নিয়ে অন্য কোথাও তা করত।

আমি বিশ্বাস করি না যে যিশুর তাদের সাথে কোনো বিবাদ হতো, বিশেষ করে যদি তারা তাদের লেনদেনে সৎ থাকত এবং সত্যিই লোকদের ঠকাতো না বা তাদের সুযোগ নিত না।

কিন্তু তারা মূলত ঈশ্বরের ধর্ম এবং তাঁর নির্ধারিত উপাসনা পদ্ধতিকে অর্থ উপার্জনের সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করছিল।

আর স্পষ্টতই আমরা এর সাথে আজকের দিনে খ্রিষ্টের নামে ঘটে চলা বহু বহু মন্দ কাজের সম্পর্ক খুঁজে পাই।

এখানে আমাদের আরেকটি প্রশ্ন করা উচিত, "ইহুদি নেতারা এর আগে কেন এই লোকদের মন্দির থেকে বের করে দেননি?"

তারা কেন এই পুরো সময়টা ধরে এটা চলতে দিল?

স্পষ্টতই তারা অনুসারী থাকার মাধ্যমে নিজেদের পদকে অনেক বেশি মূল্য দেয়, অথবা অন্তত এই অপব্যবহারকে তারা ততটা গুরুতর বলে মনে করেনি, কারণ তাদের মূল্যবোধ ও অগ্রাধিকারগুলো এতটাই

আর আমি বিশ্বাস করি, ভণ্ড নবী ও ভণ্ড শিক্ষকদের বিষয়ে এখানে একটি শিক্ষা নেওয়ার আছে।

তারা হেসে বলল, "এই লোকেরা যীশুকে নির্যাতন করতে চলেছে এবং মন্দিরের চোরদের বিষয়ে ও তাঁর করা আরও অনেক কাজের ব্যাপারে তিনি যে সঠিক কাজটি করেছিলেন, তা নিয়ে তাঁর উপর বিরক্ত হতে

কিন্তু যেসব বিষয়ে তাদের সত্যিই বিচলিত হওয়া উচিত ছিল, সেসব বিষয়ে তারা বিচলিত হয়নি।

কেউ ভণ্ড নবী কি না, তা যাচাই করতে হলে একটি মূল বিষয় হলো, "তারা কী নিয়ে বিরক্ত হন? তারা কীসের তিরস্কার করেন?"

আর তাদের গির্জায় এবং গির্জা-সম্পর্কিত কার্যকলাপে চালিয়ে যাওয়ার জন্য তারা কোন বিষয়গুলোকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে?

এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

সুতরাং ১৪ পদে আরও বলা হয়েছে, "আর অন্ধ ও খোঁড়ারা মন্দিরে তাঁর কাছে এল এবং তিনি তাদের সুস্থ করলেন।"

যিশু কখনো নম্রতা ও ভালো কাজকে প্রথমে স্থান দেননি, এমনকি এমন কিছু করার পরেও যার জন্য অনেকে তাঁকে নম্র না হওয়ার অভিযোগ করত।

অবশ্যই, এ ব্যাপারে তাদের একটি ভুল সংজ্ঞা থাকবে।

কিন্তু নিজের এখতিয়ারভুক্ত স্থানে কঠোরতা প্রয়োগ করার সময়েও তিনি অভাবীদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও প্রকৃত নম্রতা বিসর্জন দেননি।

আর প্রধান যাজক ও শাস্ত্রবিদরা যখন তাঁর করা আশ্চর্য কাজগুলো দেখলেন এবং মন্দিরে শিশুদের 'হে দায়ূদের সন্তান, হোশান্না' বলে চিৎকার করতে দেখলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন।

এতদিন ধরে মন্দিরে যা ঘটছিল তাতে তারা অসন্তুষ্ট ছিল না, কিন্তু এখন তারা এমন একটি বিষয় নিয়ে অসন্তুষ্ট হলো, যা নিয়ে স্বর্গের সাথে যোগাযোগ আছে এমন কারো আনন্দিত হওয়ার কথা।

আর তিনি তাঁকে বললেন, 'এরা কী বলছে, তা কি আপনি শুনছেন?' যীশু তাদের বললেন, 'হ্যাঁ, তোমরা কি কখনও শিশু ও ছোট বাচ্চাদের মুখ থেকে কথা পড়োনি?'

'তুমি প্রশংসা সিদ্ধ করেছ।' আর তিনি তাদের ছেড়ে বেথানি নগরীর বাইরে চলে গেলেন এবং সেখানেই রাত্রিযাপন করলেন।

পেঁচা পর্বতের উপর অবস্থিত বেথানির অপর শহরটি ছিল বেথানি।

সুতরাং, ১৬ পদে, যিশু গীতসংহিতা ৮২ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমি একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই যে, এই দুই শিশুর মধ্যে পার্থক্যটি তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ: এই শিশুরা যিশুর মহান কাজগুলোর জন্য তাঁ

এবং তারা সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তিনি যা করছিলেন তাকে সত্যিই ভালো ও চমৎকার একটি কাজ হিসেবে দেখেছিলেন।

আর সে কারণেই তারা এভাবে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিল।

এই অনুচ্ছেদটির অপব্যবহার হবে যদি, ধরা যাক, কোনো গির্জায় শিশুদের গায়কদলকে নেওয়া হয়।

আর আমি এটা বলছি না যে এটা শিশুদের দৃশ্য রাখার জন্য মনে করিয়ে দেওয়া, কিন্তু আমি যা বলতে চাইছি তা হলো, শিশুদের দিয়ে একটা বড় গায়কদল তৈরি করানো এবং এমনভাবে দেখানো যে আমর শেখাব আর ক্যামেরা চালু করে দেব—এটা সেই দৃশ্য হবে না।

এবং আমরা এই বিশাল আয়োজনটি করতে যাচ্ছি, যা সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রচেষ্টার ফল এবং যা মূলত সকলের বিনোদনের জন্যই করা হচ্ছে।

আবারও বলছি, আমি এটা বলছি না যে শিশুদের জন্য আলাদা দৃশ্য রাখার কথা মনে করিয়ে দেওয়া উচিত, কিন্তু শিশুদের দিয়ে এমন কাজ করানোই ঠিক নয় যা সবাইকে খুশি করবে; বরং এমন একটি মুহূ মুগ্ধ হয়েছিল এবং ঈশ্বর তাদের মাঝে আছেন—এই চমৎকার একটি বিষয়ের জন্য তাঁর মহিমা কীর্তন করছিল।

যদি এমনটা সম্ভব হয়, যদি কোনো গির্জায় এমন একটি সত্যিকারের পুনরুজ্জীবন ঘটে যেখানে শিশুরা কাউকে কিছু শেখানো বা প্রশিক্ষণ দেওয়া ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঈশ্বরের প্রশংসা করে চিৎকার ক চমৎকার ব্যাপার।

এবং সেটার নকল করার চেষ্টা করা—আমি বলছি না যে বাচ্চাদের দিয়ে গান গাওয়ানোই নকল, কিন্তু সেটার নকল করার চেষ্টা করা সম্ভব এবং সেই নকল করার চেষ্টা করাটা, জানেন তো, ঠিক নয়।

১৫ ও ১৬ পদ থেকে আমরা আরও একটি বিষয় শিখতে পারি, ক্যালভিনিস্টরা, আমি জানি আপনাদের মধ্যে অনেকেই ক্যালভিনিজমের সাথে পরিচিত, কিন্তু যারা পরিচিত নন, তাদের জন্য বলছি, এটি ও অনেক ধর্মবিরোধী বিষয় শিক্ষা দেয়।

আর এর থেকে যে শিক্ষাটা পাওয়া যায়, তা হলো মানুষ এতটাই অধঃপতিত যে, পুনর্জন্ম লাভের আগে এমন কোনো কাজই করা সম্ভব নয়, যার মধ্যে বিন্দুমাত্র ভালো কিছু থাকতে পারে।

এখন, এটা সত্যি যে আমাদের গ্রহণযোগ্যভাবে জীবনযাপন করার আগে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে, যেমনটা আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করেছিলাম, যিশু কোনো মানুষের কাছে অনুতাপ ও পুনর্জন্মের কথা

এবং ইহুদিরা বুঝত যে এর অর্থ হলো কমপক্ষে ১৩ বছর বয়সী কেউ। কিন্তু অনেক ক্যালভিনিস্ট এই শিক্ষাই দেন।

সুতরাং এটা অবশ্যই সত্য যে, ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য কাজ করার আগে আপনাকে অনুতপ্ত হতে হবে, ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং প্রকৃত অর্থে পরিবর্তিত হতে হবে।

কিন্তু ক্যালভিনিজম শিক্ষা দেয় যে, প্রথমত, মানুষ এতটাই সম্পূর্ণরূপে অধঃপতিত যে, ঈশ্বর এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি দ্বারা তোমাকে পরাভূত না করা পর্যন্ত তুমি অনুতাপও করতে পারো না।

এটাই তাদের অপ্রতিরোধ্য অনুগ্রহের ধর্মদ্রোহিতা।

কিন্তু তারা তাদের চরম অধঃপতনের মতবাদে এও শিক্ষা দেয় যে, শিশুরা শৈশবেই ঈশ্বরের শত্রু এবং তারা কলুষিত বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়, যারা শৈশবেই সম্পূর্ণরূপে কলুষিত হওয়ার ফল।

আর আমরা এখানে যা দেখছি, তা হলো, যিশু পুরাতন নিয়ম থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন যে, এখানে শিশুরা যেভাবে ঈশ্বরের প্রশংসা করছে, তা আসলে ঈশ্বরের প্রশংসা করার প্রকৃত অর্থ কী, তার এ

আর স্পষ্টতই, যদি শিশুরা পুরোপুরি দুষ্ট ও ঈশ্বরের শত্রু হতো এবং তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র নিষ্পাপতা না থাকতো, যেমনটা অনেক ক্যালভিনিস্ট শিক্ষা দেয়, তাহলে যিশু এখানে যা বলেছেন তা বলতেন না।

আর এটাও আরও একটি প্রমাণ যে, মৃত শিশু এবং তার সন্তানেরা সত্যিই নিষ্পাপ হতে পারে এবং স্বর্গে যেতে পারে।

এবং অনেক ক্যালভিনিস্ট শিক্ষা দেন যে, শিশুরা, এমনকি মৃত ছোট শিশুরাও নরকে যায়।

আমি বলছি না যে সবাই করে, আমি ক্যালভিনিস্টদের নিজেদের মধ্যেও এই বিষয় নিয়ে তর্ক করতে শুনেছি, কিন্তু কেউ কেউ তাদের নিজস্ব ধর্মতত্ত্বকে তার যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে গিয়ে এটা করে থাকে।

সুতরাং, এরপর ১৮ নং পদ।

পরদিন সকালে তিনি শহরে ফিরে এলেন, তাঁর খিদে পেয়েছিল, এবং যখন তিনি একটি ডুমুর গাছ ও তার কাছে যাওয়ার পথ দেখতে পেলেন, তখন সেখানে পাতা ছাড়া আর কিছুই পেলেন না এবং গাছটি তাঁকে ওঠো, এখন থেকে চিরকালের জন্য থাকো।"

আর তখনই ডুমুর গাছটি শুকিয়ে গেল, এবং শিষ্যরা তা দেখে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলেন, "ডুমুর গাছটি এত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গেল কেন?"

যীশু উত্তর দিয়ে তাঁদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যদি তোমাদের বিশ্বাস না থাকে, তবে ডুমুর গাছের প্রতি যা করা হয়েছে, শুধু তাই তোমরা করতে পারবে না, বরং যদি তোমরা এই পর্বতকে বলো হও,' তবে তাই ঘটবে।"

আর তোমরা বিশ্বাস সহকারে প্রার্থনায় যা কিছু চাইবে, সবই পাবে। তাহলে দেখা যাক।

১৯ পদে যিশু যখন ডুমুর গাছটিকে অভিশাপ দেন, তখন গ্রিক শব্দটি ক্রোধ বা বিদ্বেষ বোঝায় না।

এর অর্থ কেবল এটাই যে, সে মূলত ডুমুর গাছটিকে মৃত্যু ও ধ্বংসের জন্য উৎসর্গ করেছিল।

অ্যাডাম ক্লার্ক এখানে বলেছেন যে, যখন আত্মা ক্রমাগত নিষ্ফল থাকে, তখন ঈশ্বরের কৃপার প্রভাব অপসারিত হয় এবং বৃক্ষটি একেবারে গোড়া থেকে দ্রুত শুকিয়ে যায়।

অনেকে এটিকে ইসরায়েল জাতির ক্ষেত্রে একটি প্রতীক হিসেবে প্রয়োগ করেন, যা আসন্ন ঘটনার ইঙ্গিত দেয়—কীভাবে ঈশ্বর একটি রাজনৈতিক রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের মাধ্যমে কাজ করা বন্ধ ক করবেন।

এবং এতে আমার অবশ্যই কোনো আপত্তি নেই। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ধর্মগ্রন্থে এমনকি মণ্ডলীকেও প্রকৃত ইস্রায়েল বলা হয়েছে, কারণ এটি জাতি হিসেবে ইস্রায়েলের উপাসকদের উপর ভিত্তি করে নি

এবং এমন একটি ধারণা সবসময়ই ছিল যে, একমাত্র প্রকৃত ইসরায়েলই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসক ছিল, এমনকি যখন ঈশ্বর একটি জাতি হিসেবে ইসরায়েলের মাধ্যমে কাজ করছিলেন।

তাই আমি মনে করি না যে এটা বলা অযৌক্তিক হবে যে, এই বিষয়টি ইসরায়েলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; যে ঈশ্বর বলতে চলেছেন যে, একটি জাতি হিসেবে তারা তাদের মসিহকে গ্রহণ করেনি, ঈশ্বর যে ফ উৎপন্ন করছিল না, এবং যিশু শীঘ্রই এই বিষয় নিয়ে একটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প বলতে চলেছেন।

এবং তাদের জাতি শীঘ্রই ধ্বংস হতে যাচ্ছিল।

এবং ঈশ্বর ইসরায়েল নামক ভৌত, রাজনৈতিক রাষ্ট্র ও ভৌত মন্দিরের মাধ্যমে কাজ করার পরিবর্তে, প্রকৃত ইসরায়েলিদের মধ্য থেকে একটি নতুন জাতি গঠন করতে যাচ্ছিলেন।

তিনি থেকে গেলেন এবং অ-ইহুদিদের নিয়ে এসে সেই প্রকৃত ইস্রায়েলের সঙ্গে যুক্ত করলেন, আর একই সাথে অবিশ্বাসী ইহুদিদের তাঁর চুক্তিবদ্ধ প্রজাদের তালিকা থেকে বাদ দিলেন, যাদের মাধ্যমে তিনি কাজ

সুতরাং এতে আমার অবশ্যই কোনো সমস্যা নেই। লূক ১৩ অধ্যায়, ৬-১০ পদ।

যিশু অনুতাপের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কথা বলছিলেন এবং লূক ১৩:৬ পদে তিনি এই দৃষ্টান্তটিও বলেছিলেন।

এক ব্যক্তির তার আঙুর ক্ষেতে একটি ডুমুর গাছ লাগানো ছিল, এবং তিনি এসে তাতে কোনো ফল দেখতে পেলেন না।

এখন তিনি এখানে স্পষ্টতই একটি জাতি হিসেবে ইসরায়েলের কথা বলছেন, তারপর তিনি তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ককে বললেন, "দেখো, এই তিন বছর ধরে আমি এই ডুমুর গাছে ফল খুঁজতে আসি, কিন্তু

ক্ষুধার্তরা যেমন মাটিতে আছড়ে পড়ে, সেভাবেই কেটে ফেলো।

তখন তিনি তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, "প্রভু, এ বছরও এটাকে থাকতে দিন, যতক্ষণ না আমি এর চারপাশ খুঁড়ে সার দেব। যদি এতে ভালো ফল ধরে, তবে এরপর আমি এটা কেটে ফেলব।"

এবং এর পরেও, যদিও ঈশ্বর পঞ্চাশত্তমীর দিন থেকে মণ্ডলীর মাধ্যমে কাজ করছিলেন, তবুও তিনি ইস্রায়েল জাতিকে দান করেছিলেন।

রোমানদের দ্বারা জাতিটি চূড়ান্তভাবে ধ্বংস হওয়ার আগে, তিনি দেশের জনগণকে অনুতাপ করার জন্য ৪০ বছর সময় দিয়েছিলেন।

এবং ঈশ্বর যিরূশালেমে অবস্থানরত খ্রীষ্টানদেরকে যিরূশালেমের ধ্বংসের মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করলেন।

তারা যীশুর সেই কথাটি গ্রহণ করেছিল, যা আমরা ২৪ অধ্যায়ে পড়ব—যখন তোমরা দেখবে যিরূশালেম সৈন্যবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত, তখন পালিয়ে যাও।

তারা সেই কথাগুলো মেনে নিয়েছিল এবং অনাহার ও সমস্ত ভয়াবহ জিনিস থেকে মুক্তি পেয়েছিল এবং অবশেষে রোমানদের দ্বারা শহরটি ধ্বংসের ফলে যে মৃত্যু ও বিনাশ নেমে এসেছিল, তা থেকেও রক্ষা পে

আর তাই, এটি এমন একটি ঘটনা ছিল যেখানে যীশুকে বিশ্বাস করা কেবল মানুষের আত্মাকেই রক্ষা করেনি, বরং এই স্থানে মানুষের দেহকেও বিচার থেকে বাঁচিয়েছিল।

২১ নং পদে, অ্যাডাম ক্লার্ক বলেন, এটি একটি বিতর্কিত অংশ, "যার বিশ্বাস আছে, সে সকল অসুবিধা ও জটিলতা থেকে মুক্তি পাবে। তার সামনে পর্বতমালা সমতল ভূমিতে পরিণত হবে।"

এই কথাটিকে আক্ষরিক অর্থে বা অতিশয়োক্তিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। এটি একটি প্রবাদতুল্য বাচনভঙ্গি যা কোনো ইহুদি ভুল বুঝতে পারে না এবং যা নিয়ে কোনো খ্রিস্টানেরও বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়

এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ১ যোহন ৫ অধ্যায়ে, যোহন আলোচনা করেছেন কীভাবে ১ যোহনের ৫, ১১ থেকে ১৫ পদে,

১৪ পদ, এবং এটি একটি আশ্বাস। তিনি ঈশ্বরের পুত্রের ওপর বিশ্বাসীদের সঙ্গে কথা বলছেন।

আর তাঁর প্রতি আমাদের এই আস্থা আছে। সুতরাং আমরা যদি তাঁর ইচ্ছানুসারে কিছু চাই, তবে তিনি আমাদের কথা শোনেন।

আর যদি আমরা জানি যে আমরা যা কিছুই চাই, তিনি তা শোনেন, তবে আমরা জানি যে আমরা তাঁর কাছে যা চেয়েছিলাম, তা আমরা পেয়েছি।

সুতরাং বিশ্বাস করা, অর্থাৎ প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে চাওয়া, এই বিশ্বাস আমাদের নিজেদের বাধ্যতা এবং আমাদের নিজেদের দ্বিচারিতার অভাবকে বোঝায়, যেমনটা যাকোব ১ অধ্যায়ে বলেছেন।

এর অর্থ হলো, আমরা ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছি, তাঁর সন্তোষজনক কাজগুলো করছি এবং তা অব্যাহত রাখার জন্য মূল্য দিতেও প্রস্তুত।

আর এর থেকে এটাও বোঝা যায় যে, তাঁর বাক্য ও তাঁর প্রতিজ্ঞাই আমাদের প্রার্থনার ভিত্তি।

ব্যাপারটা তেমন নয়, তাই সমৃদ্ধির সুসমাচার এবং বিশ্বাসের বাণীর প্রবক্তারা যেমনটা শেখান, ব্যাপারটা তেমন নয় যে আপনি শুধু কোনো কিছু চাইলেই, তার নাম দিলেই তা দাবি করতে পারবেন।

এর শিক্ষা হলো এই যে, যদি আপনি ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন এবং এমন কোনো বাধা আসে যা আপনাকে অতিক্রম করতে হবে, তাহলে আপনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারেন পারেন যে, বিশ্বস্ত থাকার জন্য আপনার যা প্রয়োজন, তিনি তা আপনাকে দেবেন।

এবং এই জীবনের জন্য আপনার আর যা কিছু প্রয়োজন। তাই আমি ২৩ নং পদে সে বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যাব।

আর যখন তিনি মন্দিরে গেলেন, তখন প্রধান যাজকগণ ও জনগণের বয়োজ্যেষ্ঠরা তাঁর কাছে এসে বললেন, 'আপনি কোন অধিকারে এই সব করছেন এবং কে আপনাকে এই অধিকার দিয়েছে?'

যিশু উত্তর দিয়ে তাঁদের বললেন, 'আমিও তোমাদের একটি প্রশ্ন করব, যার উত্তর দিলে আমিও তোমাদের বলব, কোন অধিকারে আমি এই সব কাজ করি।'

যোহনের বাপ্তিস্ম কি একবার হয়েছিল, অথবা তা কোথা থেকে এসেছিল—স্বর্গ থেকে নাকি মানুষের কাছ থেকে।

আর তারা মনে মনে বলতে লাগল, 'যদি আমরা স্বর্গ থেকে বলি, তবে তিনিই আমাদের বলবেন ও জানিয়ে দেবেন, কেন তিনি তখন তাঁকে বিশ্বাস করেননি।'

'কিন্তু যদি লোকদের বিষয়ে আমাদের বলতেই হয়, তবে আমরা সেই লোকদের ভয় করি, যারা যোহনকে ভাববাদী বলে মনে করে।' তখন তারা যীশুকে উত্তর দিয়ে বলল, 'আমরা বলতে পারি না।'

আর তিনি তাদের বললেন, 'আমি কোন অধিকারবলে এই কাজগুলো করি, তাও তোমাদের বলব না।'

যোহনকে একজন সত্য নবী হিসেবে স্বীকার করার অর্থ হতো যীশুকে একজন মসিহ হিসেবে স্বীকার করা।

যারা যিশুকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, তাদের কাছে তিনি যে স্বর্গ থেকে প্রেরিত একজন মসিহ, তার সমস্ত প্রমাণই ছিল।

যাঁর মন্দির শুদ্ধ করার অধিকার ছিল, মন্দিরে শিক্ষা দেওয়ার অধিকার ছিল, যাঁদের নিজেদের উপর অধিকার ছিল এবং যাঁদের নিজস্ব কর্তৃত্ব ও পদের উপর দাবি ছিল।

তাদের উচিত ছিল নিজেদের এবং নিজেদের অবস্থান তার কাছে সমর্পণ করা, কিন্তু তারা তা করতে চায়নি।

আর তাই তারা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য তার সাথে পলকে খুঁজে চলেছিল।

তাই যিশু তাদের এই প্রশ্নটি করলেন। তারা যিশুকে জিজ্ঞাসা করল, তিনি কোন অধিকারবলে এই কাজগুলো করেন।

আর যোহন বাপ্তাইজক সম্বন্ধে যীশু তাদের যে প্রশ্নটি করেছিলেন, তা তাদেরকে এই ফাঁদে ফেলেছিল যে, তিনি জ্ঞানীদের তাদের নিজেদের ধূর্ততার ফাঁদেই ফেলছিলেন।

এটি তাদেরকে একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলেছিল, কারণ যোহন বাপ্তিস্মকারী এবং সাধারণ মানুষ তাঁকে একজন নবী হিসেবে গণ্য করত।

আর তারা যোহন বাপ্তাইজককে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং লোকদের ভয় পেত।

এবং স্বয়ং বাপ্তিস্মদাতা যোহন যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন। এবং যোহন প্রকাশ্যে যীশুকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন ও একথা বলেছিলেন।

সুতরাং এখন সিদ্ধান্তটা তাদের হাতে ছিল।

তাদের তা করতেই হতো, এবং এটাই তাদের যুক্তির উৎস যে, যদি যোহন বাপ্তাইজক স্বর্গ থেকে এসে থাকেন, তবে তাদের উচিত ছিল যোহন বাপ্তাইজককে বিশ্বাস করা এবং তারপর তাঁর সঙ্গে বাপ্তিস্ম দেওয়া।

এবং তাদের স্বীকার করতে হতো যে, যিশু যা যা করছিলেন, তা করার কর্তৃত্ব তাঁর ছিল।

কিন্তু যদি তারা বলত যে, যোহন বাপ্তিস্মদাতা একজন মানুষ ছিলেন এবং যোহন বাপ্তিস্মদাতার কাছ থেকে যিশু কখনো কোনো কর্তৃত্ব পাননি, আর তিনি যদি একজন সত্যিকারের ভাববাদী না হতেন, তাহলে পড়ত।

এবং তারা তা করতে চায়নি, প্রশ্নটির মূল প্রকৃতিই ছিল যে তারা নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চাইছিল।

তাহলে তারা কীভাবে প্রকাশ্যে এই কথা বলে শুধু নিজেদের কর্তৃত্বই নয়, নিজেদের জীবনকেও ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারত যে, বাপ্তিস্মদাতা যোহন স্বর্গ থেকে আসেননি, বরং তিনি মানুষ থেকে এসেছেন?

তাই এই প্রশ্নটি তাদের সত্যিই হতবাক করে দিয়েছিল। সৎ হলে তাদের বলা উচিত ছিল যে তারা বলবে না, এটা নয় যে তারা বলতে পারবে না, কারণ তারা বলতে পারত যে যোহন বাপ্তিস্মদাতা একজন সত্য ন আগত মসিহ ছিলেন।

তারা কি সততার সাথে সমস্ত প্রমাণ বিবেচনা করেছিল? অ্যাডাম ক্লার্ক ২৭ নং পদে বলেন, "সরলতা," এবং আমার মনে হয় তিনি নিষ্পাপতার কথাই বলছেন, "এক চমৎকার আস্থা ও মানসিক শান্তি দেয়, কি কষ্টের কারণ হয়।"

হিংস্র অহংকার নিজের স্বার্থ অনুসারে হয় সবকিছু জানার ভান করে, অথবা কিছুই না জানার ভান করে বা এমন অভিনয় করে।

আমার মনে হয়, এটি খুবই অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ।

মাঝে মাঝে কেউ কেউ পারে; একজন ভণ্ড ও ভানকারী ব্যক্তির পক্ষেও এমন ভান করা সম্ভব যে সে সবকিছু জানে।

মাঝে মাঝে তাদের পক্ষে বোকার মতো আচরণ করাও সম্ভব, যখন তারা দেখে যে এতে তাদের নিজেদের স্বার্থ রয়েছে। আবার যখন কোনো সত্য সামনে এসে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের ক্ষুব্ধ করে এব তখন না বোঝার ভান করাটাও তাদের স্বার্থে হতে পারে।

এটা বেশ আকর্ষণীয়, আমার মনে হয়েছে তাঁর উক্তিটি চমৎকার। তো, ২৮ নং পদে এসে তিনি একটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প বলেন, যা পূর্ববর্তী পাঁচটি পদের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

কিন্তু তোমরা কী মনে করো, এক ব্যক্তির দুজন পুত্র ছিল। তিনি প্রথম পুত্রের কাছে এসে বললেন, 'বৎস, আজ আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গিয়ে কাজ কর।' সে উত্তর দিয়ে বলল, 'আমি করব না।'

কিন্তু পরে তার অনুশোচনা হলো এবং সে চলে গেল। এবং সে দ্বিতীয় জনের কাছে এসে বলল, 'সম্ভবত।' তখন সে উত্তর দিয়ে বলল, 'আমি যাচ্ছি, মহাশয়।'

এবং গেল না। তাদের মধ্যে দুজন, না দুইজন, তার পিতার ইচ্ছা পালন করেছিল? তারা তাকে বলল, প্রথমজন।

যীশু তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি যে, কর আদায়কারী ও বেশ্যারা তোমাদের আগে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করবে।'

কারণ এক দয়ালু ব্যক্তি ধার্মিকতার পথে তোমাদের কাছে এসেছিলেন। কিন্তু তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করোনি, বরং কর আদায়কারী ও বেশ্যারা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল।

আর তোমরা তা দেখার পরেও পরে অনুতাপ করোনি, যেন তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করতে পারো।

অ্যালবার্ট বার্নস, 'সং অফ দ্য স্পিরিটেবল', বক্তৃতার একটি বিশেষ ভঙ্গি যা শ্রোতাদেরকে বিশেষভাবে তাঁর বক্তব্যের দিকে পরিচালিত করার জন্য পরিকল্পিত ছিল, যাতে তারা আত্ম-দৃঢ় প্রত্যয়ে আবদ্ধ হতে প

তিনি তাদের এই প্রশ্ন করলেন, তাদের দুজনের মধ্যে কে তাঁর পিতার ইচ্ছা পালন করেছিল। তারা তাঁকে বলল, প্রথমজন।

আর তারা মূলত নিজেদেরকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিল, যা যিশু ৩১ ও ৩২ পদের বাকি অংশে তাদের কাছে প্রমাণ করেন।

এখান থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। প্রথমত, খ্রিষ্টের প্রতি আনুগত্যের স্বীকারোক্তি নিজে থেকেই অর্থহীন।

লূক ৬:৪৬ পদে যিশু বলেছেন, "তোমরা কেন আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে ডাকো, অথচ আমি যা বলি তা করো না?"

যিশুর দ্বারা পরিত্রাণ পাওয়া, ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং তাঁকে জানার বিষয়ে একজন ব্যক্তি যতই দাবি করুক না কেন, যদি তারা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বাধ্য না হয়, তাঁর বাক্য যা বলে তা গ্রহণ না করে এবং তাঁ

তাহলে পেশাটির নিজেরই কোনো অর্থ থাকে না। এটা আসলে আত্ম-অবমাননাকর, কারণ যদি আমি বলি, "যিশু আমার প্রভু,"

যদি আমি বলি, "তিনিই প্রভু এবং তিনিই আমার প্রভু," অথচ তাঁর আজ্ঞা পালন না করি, তাহলে আমি কেবল এটাই জাহির করছি যে, আমিই সঠিক পথ জানি।

সঠিক পথ কোনটি, তা আমার খুব ভালোভাবে জানা আছে, তবুও আমি তা করছি না। তীত ১:১৬ পদে বলা হয়েছে, "ভণ্ড শিক্ষকরা মণ্ডলীগুলোকে কলুষিত করছে।"

তিনি তীত ১:১৬ পদে বলেন, "তারা মুখে বলে যে তারা ঈশ্বরকে জানে, কিন্তু কাজে তারা তাঁকে অস্বীকার করে; তারা ঘৃণ্য ও অবাধ্য এবং প্রত্যেক উত্তম বাক্যের কাছে অযোগ্য বা প্রত্যাখ্যাত।"

সুসমাচারের আহ্বান কী, তা জানাটাও গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমরা গত অধ্যায়ে সে বিষয়ে আলোচনা করেছি যে, যিশু সুসমাচারের আহ্বান, অর্থাৎ পরিত্রাণের আহ্বানকে অনুমোদন করেছেন।

এবং ঈশ্বরের আঙিনায় কাজ করতে যাওয়ার আহ্বান হিসেবে আব্রাহামের প্রকৃত বিশ্বাস।

আমরা আলোচনা করেছি যে, সকল জাতির প্রতি বিশ্বাসের বাধ্যতাই হলো সুসমাচারের মূল উদ্দেশ্য, প্রকৃত বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা, এবং সেইসব কাজ যা অনুতাপের যোগ্য, আর যে কাজগুলো প্রমাণ বিশ্বাস করে।

এবং সত্যিই স্বর্গীয় পিতার আজ্ঞাবহ।

হার্লিনসন ও ইসরায়েল দেশের কর আদায়কারীরা তাদের জীবনযাপনের মাধ্যমে পিতার প্রতি প্রকাশ্যেই 'না' বলেছিল।

কিন্তু যখন বাপ্তিস্মদাতা যোহন আসলেন, যখন তিনি ঈশ্বরের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা প্রচার করতে ও তাদের উপর আরও আলোকপাত করতে আসলেন, এবং তারা তাঁর সাক্ষ্যের মধ্যে তাঁর কথা শুনল,

তাদের মধ্যে অন্তত অনেকেই অনুতপ্ত হয়ে প্রভুকে গ্রহণ করেছিল এবং নিজেদের কাজের দ্বারা তা প্রমাণও করেছিল।

অপরদিকে, এবং আমি মনে করি এর মধ্যে একটা বড় শিক্ষা আছে যে আমেরিকা একটি খুবই পথভ্রষ্ট জাতি, এবং হার্লিনসনের সমতুল্য লোক সর্বত্রই রয়েছে।

কিন্তু আমরা সত্যনিষ্ঠ হতে চাই, এবং আপনি যে দেশেই থাকুন না কেন, আপনি এমন একজন প্রকৃত কর্মী হতে চাইবেন যিনি সুসমাচারের প্রকৃত আলো ছড়ান, যার দ্বারা ঈশ্বরের কথা শুনে মানুষ উদ্দীপ্ত হয়

এবং তারা যখন ঈশ্বর প্রদত্ত আপনার প্রজ্ঞা শোনে, এবং আপনার ও আপনার মণ্ডলীর সাক্ষ্য দেখে, তখন এটা অস্বাভাবিক হবে না যে অনেক প্রকাশ্য নাস্তিকও বলবে,

জানেন, আমার যীশুর দিকে ফিরতে হবে এবং বাইবেল মান্য করতে হবে। আর সেটা হবে এক চমৎকার দৃশ্য, এবং সেই দৃশ্যটিই ফরীশী ও শাস্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

তারা দেখেছিল, যোহনের প্রচারে হতাশ ও আশাহীন বলে মনে হওয়া লোকেরাও অনুতপ্ত হয়েছিল।

এবং তারা জানত যে, তাদের অনুতাপের দ্বারাই তারা প্রমাণ পেয়েছিল যে যোহন একজন সত্য নবী ছিলেন।

তারা তাঁর প্রচারের ফলে উৎপন্ন ধার্মিকতা ও ধার্মিকতার ফল দেখতে পেল।

এবং তাদের এই বার্তাটি পাওয়া উচিত ছিল যে, এটা স্পষ্টতই ঈশ্বরের কাজ, আমরা এর ফল পাব, এবং আমরা এর সঙ্গে একমত নই।

আমাদের নিজেদের অনুতাপ করতে হবে। আমাদের যোহনের কথা বিশ্বাস করতে হবে এবং তাঁকে গ্রহণ করতে হবে, যাঁর উপর বিশ্বাস করার জন্য তিনি সকল মানুষকে আহ্বান করছেন।

কিন্তু তারা তা করেনি, এবং এই কারণেই যিশু তাদের তিরস্কার করছেন যে, যখন তারা দেখেছিল, তিনি ১১১৯ সালে একই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন,

প্রজ্ঞা তার সন্তানদের দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে যারা যোহনকে উত্তপ্ত করেছিল এবং তাঁর জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল, তারা এখন তাঁর শিষ্য হয়ে উঠেছে।

শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীদের তা দেখা উচিত ছিল, কিন্তু যারা যিশুর বিরোধিতা করছিল, তাদেরও তা দেখা উচিত ছিল।

এবং দেখল যে তাদের অনুতপ্ত হওয়া প্রয়োজন, যদিও তারা তাদের পেশা ও বাহ্যিক আচরণের দ্বারা হ্যাঁ বলেছিল,

এবং তারা যে ভান করছিল, যদিও তারা প্রভুর প্রতি হ্যাঁ বলার ভান করেছিল, তারা তাঁর বাক্যের বিরোধী ছিল।

তিনি যে পরিত্রাণের কাজ করছিলেন এবং তাদের একেবারে মাঝেই যার প্রচার করছিলেন, তারা তার বিরোধিতা করছিল।

এবং তাদের এই বার্তাটি পাওয়া উচিত ছিল যে, আমাদের অনুতাপ করতে হবে এবং পিতার ইচ্ছা সত্যিই পালন করতে হবে, যেমনটা আমরা এতদিন মুখে মুখে বলতাম, কিন্তু করতাম না।

আর আসল ধর্মদ্রোহিতা হলো সেই ব্যক্তি যে বলে কিন্তু করে না, সে নয় যে বলে এবং সত্যিই করেও।

আর দানিয়েল ১২:২ পদে আরও একটি বিষয় আছে, এবং আমরা ২৩ অধ্যায়ে ফরীশীদের বিষয়ে আরও আলোচনা করব,

এবং তাদের সাথে যিশুর বিতর্ক, কিন্তু দানিয়েল ১২:২-এ সেখানে পৌঁছানো একটু কঠিন, আমি অবশ্য মজা করছিলাম, দুঃখিত, দানিয়েল ১২:২ এবং ৩।

সুতরাং এটি পুনরুত্থান বিষয়ে কথা বলছে, এবং ঈশ্বর দানিয়েলকে পুনরুত্থানের মাধ্যমে শেষ সময় সম্পর্কে দেখিয়ে আসছেন।

এবং দানিয়েল ১২:২ ও ৩ পদে লেখা আছে, "আর যারা পৃথিবীর ধূলিতে ঘুমিয়ে আছে, তাদের মধ্যে অনেকেই জেগে উঠবে; কেউ অনন্ত জীবনের জন্য, আর কেউ লজ্জা ও অনন্তকালীন অবজ্ঞার জন্য।"

লজ্জা ও চিরস্থায়ী অবজ্ঞার এটি একটি ভালো বর্ণনা। "আর যারা জ্ঞানী, তারা চিরস্থায়ী বা আকাশের উজ্জ্বলতার মতো দীপ্তিমান হবে।"

এবং যারা অনেককে ধার্মিকতার পথে ফেরায়, তা অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে।

প্রকৃত সুসমাচার প্রচার সম্পর্কে ভাবার সঠিক উপায় হলো, এর লক্ষ্য অনেককে ধার্মিকতার পথে ফেরানো।

আর বাপ্তিস্মদাতা যোহন ঠিক তাই করেছিলেন, এবং যোহনের বার্তা, এবং পরিশেষে যোহনের কাছ থেকে তাঁর নিজের বার্তা স্বীকার ও গ্রহণ না করার এবং প্রচার না করার জন্যই যিশু এখানে তাদের নতুন করে

সুতরাং ৩৩ পদে বলা হয়েছে, "এখানে আরেকটি দৃষ্টান্ত।" অর্থাৎ, যিশু সেই নেতাদের সঙ্গে কথা বলা চালিয়ে যাচ্ছেন, যাদেরকে তিনি আগের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তিরস্কার করেছিলেন।

তাই তিনি বলেন, "এখানে আরেকটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প। এক গৃহকর্তা ছিলেন।"

এটা বেশ মজার ব্যাপার যে, যিশু কীভাবে—মথির সুসমাচারে এটা তৃতীয়বার—একজন গৃহকর্তার দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ এমন একজন গৃহকর্তা যাকে একটি বাড়ির দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে।

এক গৃহকর্তা ছিলেন যিনি একটি দ্রাক্ষাক্ষেত্র তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন এবং এর জন্য তাঁকে অনেক ঘুরপথে এগোতে হয়েছিল; যেমন—সেখানে দ্রাক্ষারস তৈরির যন্ত্র খোঁড়া, একটি মিনার নির্মাণ করা কাছে ভাড়া দেওয়া।

আমার মনে হয়, তাদেরকে 'স্বামী পুরুষ' বলা হতো, কারণ কিং জেমস বাইবেলে এই শব্দটির অনুবাদ 'স্বামী পুরুষ' করা হয়েছে। এর কারণ হলো, কৃষক বোঝাতে তাদের ব্যবহৃত শব্দটি সেই ব্যক্তিকে বোঝাতো

আর তাই তিনি তা কৃষকদের কাছে ছেড়ে দিয়ে এক দূর দেশে চলে গেলেন।

আর যখন ফল তোলার সময় ঘনিয়ে এল, তখন তিনি তাঁর দাসদের কৃষকদের কাছে পাঠালেন, যেন তারা তার ফল গ্রহণ করতে পারে।

সুতরাং কৃষকদের কাজ ছিল মালিকের জন্য দ্রাক্ষাক্ষেত্রটির যত্ন নেওয়া।

আর পারিশ্রমিকস্বরূপ তারা দ্রাক্ষাক্ষেত্রের একটি নির্দিষ্ট অংশ এবং তার ফল লাভ করবে।

কিন্তু বাকিদের তা করার কথা ছিল, এবং আমি এর প্রাকৃতিক দৃষ্টান্তের কথা বলছি।

স্পষ্টতই দৃষ্টান্তমূলক গল্পটি বাস্তবতার সাথে পুরোপুরি সমান্তরাল নয়, কিন্তু যীশুও তা করেননি, এবং গল্পটির উদ্দেশ্যও নিখুঁত ও শতভাগ সমান্তরাল হওয়া নয়।

সুতরাং দ্রাক্ষাক্ষেত্রের রক্ষকদের একটি নির্দিষ্ট অংশ পাওয়ার কথা, কিন্তু বাকি অংশ মালিককে ফেরত দেওয়ার কথা।

আর তাই এখানে সেই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা হচ্ছে।

এবং স্বামী, ৩৫ পদ, এবং মালিকেরা তাদের প্রত্যাশিত ফল দেওয়ার পরিবর্তে তার দাসদের নিয়ে গেল।

জমিদাররা তার দাসদের ধরে একজনকে মারধর করল, আরেকজনকে হত্যা করল এবং অন্যজনকে পাথর ছুঁড়ে মারল। আবার, তিনি প্রথম দলের চেয়ে বেশি সংখ্যক অন্য দাস পাঠালেন, এবং তাদের সাথে

কিন্তু সবশেষে, তিনি তাদের কাছে তাঁর পুত্রের নাম পাঠালেন। তারা আমার পুত্রকে শ্রদ্ধা করবে।

কিন্তু যখন মালিকেরা পুত্রটিকে দেখল, তারা নিজেদের মধ্যে বলল, এ তো এখানে, এসো আমরা একে হত্যা করি এবং এর উত্তরাধিকার দখল করি।

আর তারা তাঁকে ধরে দ্রাক্ষাক্ষেত্র থেকে বের করে দিল এবং হত্যা করল।

অতএব দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রভু যখন আসবেন, তখন তিনি ঐ কৃষকদের প্রতি কী করবেন?

তারা তাঁর প্রশংসা করে। তিনি ঐ দুষ্ট লোকদের শোচনীয়ভাবে ধ্বংস করবেন এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্রটি অন্য কৃষকদের কাছে ইজারা দেবেন, যারা তাঁকে যথাসময়ে ফল দেবে।

সুতরাং যারা বিষয়টি নোট করে রাখতে চান, তাদের জন্য বলছি, এই দৃষ্টান্তটি যিশাইয় অধ্যায় ৫-এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

যিশাইয় অধ্যায় ৫-এর প্রথম অংশটি প্রায় একই রকম একটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প। যার রচয়িতা যে স্বয়ং যিশুও ছিলেন, তা স্পষ্ট।

আর তাই যে কেউ এটা শুনলে তা চিনতে পারত।

তার একই গল্পটা একটু ভিন্নভাবে বলার স্বাধীনতা আছে, যেমনটা তিনি এখানে করেছেন।

৩৩ থেকে ৩৬ পদের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে আমার বলা উচিত শুধু ৩৩ পদেই, আমার মনে হয় আমরা নিশ্চিতভাবে সাদৃশ্য খুঁজে পেতে পারি।

কিন্তু এখন টীকাগুলোর সাথে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ঈশ্বর ইহুদি জাতির প্রতি যত্নশীল ছিলেন এবং কীভাবে তিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে তাদেরকে নিজের জন্য এক বিশেষ জাতি হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

আর তিনি আজ ৩৩ পদে বর্ণিত বিভিন্ন কাজগুলো করেছেন।

এবং পরিশেষে তিনি সেই জাতির কাছ থেকে ধার্মিকতার ফল লাভ করবেন।

সুতরাং, যখন ঈশ্বর নবীদের মাধ্যমে তাদেরকে তাদের দুষ্টতা থেকে অনুতপ্ত হয়ে ঈশ্বরের দিকে ফিরতে এবং তাদের আহ্বান অনুযায়ী জীবনযাপন করতে ডাকলেন, তখন সাধারণত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, নবীর

আর ৩৪ থেকে ৩৬ পদে এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং ৩৭ পদে বলা হয়েছে, "সর্বশেষে তিনি তাদের কাছে তাঁর পুত্রদের পাঠালেন, এবং তারা আমার পুত্রকে শ্রদ্ধা করবে।"

এখানে মূল ধারণাটি হলো, আমাদের চিন্তাভাবনা, অনুভূতি এবং প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অন্যতম প্রভাবশালী চরিত্রের প্রাপ্য সম্মানের প্রতি এটি একটি ইঙ্গিত।

অ্যাডাম, আমি আগে একজন ভালো বাইবেল শিক্ষককে ৩৭ নং পদের প্রকৃত অর্থ নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছি। এরপর আমি অ্যাডাম ক্লার্কের উক্তিটি খুঁজে পেলাম, এবং আমার মনে হয় তিনি একদম স

তারা শ্রদ্ধা করবে। আমার ছেলেকে দেখে তারা নিজেদের আচরণের বিষয়ে চিন্তা করবে এবং তার জন্য লজ্জায় মুখ লাল করবে।

এবং তিনি বলেন যে ধর্মগ্রন্থের সিরীয় ও ফারসি সংস্করণে এই কথা সরাসরি বলা আছে, আমার বিশ্বাস তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন।

৩৮ পদে আমরা দেখতে পাই যে, খ্রীষ্টের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস হলো তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করা, তাঁর শিক্ষায় বশ্যতা স্বীকার করা এবং নিজেদের স্বীকারোক্তি অনুসারে ফল উৎপন্ন করা।

আর আমরা এখানে যোহন ১৫:১-৬ এর উল্লেখ করতে পারি।

দুঃখিত, ওই শব্দটা নয়। হ্যাঁ, হয়তো মোটামুটি ৩৮ পদ পর্যন্ত নয়, কিন্তু এই পুরো দৃষ্টান্ত অনুসারে, খ্রীষ্টের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস হলো তাঁর কর্তৃত্বকে স্বীকার করা।

তাঁর শিক্ষা মেনে চলা এবং নিজেদের পেশা অনুযায়ী ফল উৎপন্ন করা।

আর যোহন ১৫:১-৬ এখানে আরেকটি ভালো সাদৃশ্য তুলে ধরে যে, শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর ধার্মিকতার ফলই প্রত্যাশা করেন।

ইসরায়েলকে নিজের জন্য পৃথক করা এবং অনুগ্রহ নিয়ে আসাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।

পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলের জন্য এটাই তাঁর সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল, এবং এই মুহূর্তে মণ্ডলীর জন্যও এটাই তাঁর সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য।

ঈশ্বর ঠিক এই চূড়ান্ত পরিণতিই চান, এবং যারা সুসমাচার প্রচার করার সময় এর থেকে কম কিছু বলে এর বিকল্প কোনো প্রস্তাব দেন, তারা মিথ্যা সুসমাচার প্রচার করছেন।

অ্যাডাম ক্লার্ক ৩৯ নং পদের বিষয়ে বলেন, "এ কী এক অদ্ভুত ও অব্যাখ্যেয় ব্যাপার? একজন পাপী তার মিথ্যা শান্তি ও পাপপূর্ণ কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তি আরও কিছুক্ষণ উপভোগ করার জন্য যীশু সুসমাচারের উপর অত্যাচার করে যা তার পাপপূর্ণ বিশ্রামকে বিঘ্নিত করে।"

এবং ৩৯ নং পদে এই নেতারা ঠিক সেটাই করছিলেন, যা এই দৃষ্টান্তের প্রতিনিধিত্ব করে।

তারা সর্বশ্রেষ্ঠ আলোর বিরুদ্ধে এই কাজ করছিল, যিনি তাদের মধ্যে নিজের প্রশংসা করেছিলেন।

তারা শুধু দৃষ্টান্তমূলক গল্পটিতেই এটা করেনি, বরং যিশু যখন এই কথা বলছিলেন, ঠিক তখনই তারা তাঁর মৃত্যুর হার গণনা করার পরিকল্পনা করছিল এবং এর কিছুক্ষণ পরেই তারা আসলে এটাই করতে যাচ্ছি

তাই যিশু নিজেই তাদের একটি প্রশ্ন করলেন।

৪০ পদে, তাদের কাছে এই বিষয়টি বর্ণনা করার পরিবর্তে, বা "এরা তোমরাই" বলার পরিবর্তে, তিনি তা বলতে পারতেন, এবং তাতে কোনো অনুচিত হতো না।

কিন্তু তিনি আরও ভালো কিছু করেন। তিনি তাদের প্রশ্নটি করেছেন। তিনি এখনও তাদের বলেননি যে তিনি তাদের কথাই বলছেন।

তাই তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, যখন তিনি তাদের জানা মতে একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বলছেন, যখন প্রভু দ্রাক্ষাক্ষেত্রে আসবেন, "তিনি ঐ কৃষকদের প্রতি কী করবেন?"

তারা তাঁকে বলল, "তিনি ঐ দুষ্ট লোকদের শোচনীয়ভাবে ধ্বংস করবেন এবং তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্রটি অন্য কৃষকদের কাছে ইজারা দেবেন, যারা তাঁকে তাদের মৌসুমের ফল দেবে।"

এখন ৪২ থেকে ৪৬ পদে, যিশু মূলত তাদের বলতে যাচ্ছেন, "তোমাদের পদ থেকে কেন অপসারণ করা উচিত এবং কেন ঈশ্বরের বিচার তোমাদের উপর নেমে আসা উচিত, তার উত্তর তোমরা এইমাত্র দিয়ে

অধ্যায়ের শেষ পাঁচটি পদে তিনি মূলত এটাই বলতে চলেছেন।

অন্য কেউ যা করেছে তা নিয়ে কথা বলার এই পদ্ধতি, এমন কারো সাথে কথা বলা যে দোষী এবং যাকে তিরস্কার করা প্রয়োজন,

কিন্তু অন্য কেউ যা করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কথা বলা, এবং যার সাথে কথা বলছেন তাকে দিয়ে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে একটি মন্তব্য করানো, এবং তারপর বলা, "আমি আপনার কথাই বলছি।"

ভাবুন তো, তা কতটা কার্যকর হতে পারে। ২ শমূয়েল ১২ অধ্যায়ে ভাববাদী নাথান দায়ূদের সাথে ঠিক এটাই করেছিলেন।

সুতরাং আমি সেখানে যাব।

২ শমূয়েল ১২। আর সদাপ্রভু নাথানকে দায়ূদের কাছে পাঠালেন। দায়ূদ বাৎশেবার সঙ্গে ব্যভিচার করেছিলেন। তিনি তাকে গর্ভবতী করেন।

তাদের ব্যভিচারের সম্পর্কে সে তার স্বামীকে হত্যা করালো এবং তারপর বাথশেবাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলো।

এবং এর আগে হয়তো পুরো এক-দুই বছর এমন ছিল যখন সে কঠোর মনোভাবের মধ্যে ছিল এবং তার কোনো অনুশোচনা ছিল না।

সুতরাং ১ পদে আছে, "সদাপ্রভু নাথানকে দায়ূদের কাছে পাঠালেন, এবং তিনি তাঁর কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'এক শহরে দুজন লোক ছিল, একজন ধনী এবং অন্যজন গরীব।

ধনী লোকটির প্রচুর ভেড়া ও গবাদি পশুর পাল ছিল। কিন্তু গরীব লোকটির একটি ছোট্ট ভেড়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যেটি সে কিনে এনে লালন-পালন করেছিল।

এবং সে তার ও তার সন্তানদের সঙ্গে বেড়ে উঠল। সে তার নিজের মাংস বা খাবার খেত এবং তার নিজের পাত্র থেকে পান করত, আর তার কোলে শুয়ে তার কাছে এক কন্যার মতো ছিল।

আর একজন পথিক সেই ধনী ব্যক্তির কাছে আসলেন, এবং তিনি তাঁর কাছে আগত সেই পথিকের জন্য নিজের মেষপাল ও গবাদি পশু থেকে কিছু নিয়ে পরিবেশন করতে কার্পণ্য করলেন।

কিন্তু তিনি সেই গরীব লোকটির মেষশাবকটি নিয়ে তাঁর কাছে আসা লোকটির জন্য তা রান্না করলেন। এতে লোকটির প্রতি দায়ূদের ক্রোধ অত্যন্ত প্রজ্বলিত হলো।

আর তিনি নাথানকে বললেন, 'জীবন্ত প্রভুর নামে শপথ করে বলছি, যে ব্যক্তি এই কাজ করেছে, সে নিশ্চয়ই মরবে।'

আর যদি ইনি ইসরায়েলের কোনো প্রকৃত ব্যক্তি হতেন, তবে রাজা হিসেবে দায়ূদের তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আদেশ দেওয়ার অধিকার থাকত।

এবং তিনি মেষশাবকটিকে পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করবেন, কারণ তিনি এই কাজ করেছিলেন এবং তাঁর কোনো করুণা ছিল না।

তখন নাথান দায়ূদকে বললেন, 'তুমিই সেই ব্যক্তি, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা বলেন। আমিই তোমাকে ইস্রায়েলের রাজা হিসেবে অভিষেক করেছি এবং শৌলের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করেছি।'

আর আমি তোমাকে তোমার প্রভুর গৃহ ও তাঁর চালচলন তোমার অন্তরে দিলাম এবং ইস্রায়েল ও যিহূদার বংশকে দান করলাম।

আর যদি তা প্রয়োজনের তুলনায় কম হতো, তবে আমি তোমাকে আরও অমুক অমুক জিনিস দিতাম।

কেন তুমি প্রভুর আজ্ঞা অগ্রাহ্য করে তাঁর দৃষ্টিতে মন্দ কাজ করেছ? তুমি তরবারি দিয়ে হিত্তীয় উরিয়াকে হত্যা করেছ, তার স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং অম্মোনীয়দের তরবারি দিয়ে তাকে বধ ব

অতএব তরবারি তোমার গৃহ থেকে কখনও দূর হবে না, কারণ তুমি আমাকে অবজ্ঞা করেছ এবং হিত্তীয় উরিয়ার স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছ।

প্রভু এই কথা বলেন, দেখ, আমি তোমার নিজ গৃহ থেকেই তোমাদের বিরুদ্ধে অমঙ্গল সৃষ্টি করব, তোমার চোখের সামনেই তোমার স্বর কেড়ে নিয়ে তা তোমার প্রতিবেশীকে দিয়ে দেব, এবং তোমরা সূর্যোদয়ে শয়ন করবে।

কারণ তুমি তা গোপনে করেছ, কিন্তু আমি এই কাজ সমস্ত ইস্রায়েলের সামনে এবং সূর্যের পূর্বে করব। তখন দায়ূদ নাথানকে বললেন, আমি প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি।

কোনো প্রচারমূলক বিবৃতি ছিল না, তিনি নিজেকে নত করলেন এবং অনুতপ্ত হলেন। তখন নাথান দায়ূদকে বললেন, "সদাপ্রভুও তোমার পাপ দূর করেছেন, তুমি মরবে না।"

ঈশ্বর নাথানকে একটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প দিয়েছিলেন, যেন দায়ূদ যা করেছিলেন তার স্বরূপ তিনি বুঝতে পারেন; ফলে, দায়ূদ যখন প্রথমে এ বিষয়ে রায় দেবেন, তখন তা অন্য কাউকে উদ্দেশ্য করে দেবেন এ যুক্ত করবেন।

তাই কাউকে তিরস্কার করার প্রয়োজন হলে তা ভালো, এবং কাউকে তিরস্কার করা কখনোই আনন্দের বিষয় হওয়া উচিত নয়।

কিন্তু যদি আমাদের তা করার প্রয়োজন হয়, তবে ঈশ্বর আমাদের এমন একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারেন যা দিয়ে আমরা যাকে তিরস্কার করতে চাই, তার বিষয়টি অন্য কারো ওপর প্রয়োগ করতে পারি এবং তারপ বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার পরেই কেবল বিষয়টি তার সাথে যুক্ত করতে পারি।

সেটা অবশ্যই কাজ করার একটি বাইবেলসম্মত উপায়, যদি আপনাকে তা করার জন্য প্রজ্ঞা দেওয়া হয়ে থাকে।

এখানে আমরা একটি শিক্ষা দেখতে পাই, যা গালাতীয় ৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছে: যদি কোনো ব্যক্তি কোনো দোষে ধরা পড়ে, তবে তোমরা যারা আত্মিক, সেই ব্যক্তিকে বোবার আত্মায় পুনরুদ্ধার করো এবং নি তুমিও প্রলোভিত হও।

যখন কেউ পাপী হয়ে পড়ে, তখন আমরা জানতে পারি যে সে ভয়ানক কিছু করেছে, এবং তার কৃতকর্মের জন্য আমাদের তাকে তিরস্কার করা প্রয়োজন। অন্যের প্রতিটি ভয়াবহ প্রকাশে আমাদের বিবেচনা ক্ষেত্রে কীভাবে প্রযোজ্য এবং কীভাবে তা আমাদের প্রলুব্ধ ও ধ্বংস করতে পারে।

আমরা হয়তো একই কাজ ভিন্নভাবে করছি। এই ব্যক্তি 'আমি তাদের মতো হব না' বলার পর আমরা হয়তো তার কথায় অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছি এবং ভিন্নভাবে অন্যায় করছি।

এর ফলে ওই ব্যক্তিটির প্রতি আমাদের অত্যন্ত ভয়াবহ ও হতাশাজনক মনোভাব তৈরি হতে পারে।

আমি এটাকে মানব প্রকৃতি বলব না, তবে অন্যদের প্রতি বেশি কঠোর হওয়া এবং নিজেদের প্রতি ততটা কঠোর না হওয়াটা মানুষের একটি প্রবণতা।

এই নীতিটি অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার পাশাপাশি আমাদের নিজেদের জন্যও মনে রাখতে হবে এবং অন্য কেউ পাপে লিপ্ত থাকলে নিজেদের কথাও বিবেচনা করতে হবে।

যখন অন্য কেউ পাপে লিপ্ত থাকে, তখন আমাদের নিজেদের কথা বিবেচনা করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে আমাদের নিজেদের মধ্যেও সেই একই জিনিস নেই, এবং এর প্রতিক্রিয়ায় আমরা যেন এ

কারণ এমন পরিস্থিতিতে মানুষ বিপথে যায়, আর সে কারণেই আমাদের সেখানকার সতর্কবাণী মেনে চলতে হবে।

সুতরাং শেষ পাঁচটি শ্লোক ধরে এগিয়ে যান।

সুতরাং, তারা নিজেদের বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার পর যিশু এখন তাদের উপর এই দৃষ্টান্তটি প্রয়োগ করবেন।

৪২ পদ, "যীশু তাদের বললেন, তোমরা কি শাস্ত্রে কখনো পড়নি? যে পাথরটি নির্মাতারা অগ্রাহ্য করেছিল, সেটিই কোণের প্রধান পাথর হয়েছে।"

এ সবই প্রভুর কাজ, এবং তা আমাদের চোখে বিস্ময়কর। তাই আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে, যারা তার ফল উৎপন্ন করবে।

আর যে কেউ এই পাথরের উপর পড়বে, সে চূর্ণবিচূর্ণ হবে; কিন্তু যার উপর এটি পড়বে, তাকে পিষে শক্তিতে পরিণত করবে।

আর প্রধান যাজক ও ফরীশীরা তাঁর দৃষ্টান্তমূলক গল্পগুলো শুনে বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাদের বিষয়েই বলছেন।

কিন্তু যখন তারা তাঁকে ধরতে চাইল, তখন তারা জনতাকে ভয় পেল, কারণ তারা তাঁকে লাভের উদ্দেশ্যে ধরেছিল।

স্পষ্টতই, যিশু যখন প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর হওয়ার বিষয়ে কথা বলেছেন, তখন এর অর্থ হলো ঈশ্বরের মণ্ডলীর, অর্থাৎ সেই জাতির প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর হওয়া, যার মাধ্যমে ঈশ্বর এখন কাজ করবেন।

এক অর্থে তিনি সবসময়ই এমন ছিলেন, কিন্তু এখন যেহেতু তিনি এভাবে ইসরায়েল ও মানবজাতির কাছে প্রকাশিত হয়েছেন, তাই এই ভিত্তিপ্রস্তরটি যে কে, তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা গেছে।

এবং পিতা তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের দ্বারা নতুন চুক্তির মধ্যস্থ হওয়ার জন্য মহিমান্বিত করবেন।

গীতসংহিতা ১৮ মূলত সেই বিষয়টির কথাই বলছে, অর্থাৎ এই নির্মাণকর্মীদের হাতে নিহত হওয়ার পর খ্রীষ্টের পুনরুত্থান।

যে পাথরটি নির্মাতারা অগ্রাহ্য করেছিল, তিনিই কোণের প্রধান পাথর হয়েছেন। তিনি প্রকাশ্যে মহিমান্বিত হলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, প্রেরিত ৪:১২ অধ্যায়ে পিতর যেমন বলেছিলেন,

অন্য কাহারও মধ্যে পরিত্রাণ নাই, কেননা স্বর্গের নীচে এমন কোন নাম নেই, যাহাকে সেই লোক হইতে দিয়াছেন, যাঁর দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ পাইতে হবে।

সুতরাং তিনিই পরিত্রাণ ও মানবজাতির বিশ্রামের উপাসনার প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর।

এবং পরিশেষে, ইস্রায়েল জাতি যারা তাঁকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করেনি, যেমন আমরা আলোচনা করেছি, তাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের রাজ্য কেড়ে নিয়ে এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে যারা তার ফল উৎপন্ন ক

১ পিতর ২ অধ্যায়ের ৫-১২ পদ একটি ভালো প্রাসঙ্গিক শাস্ত্রপদ। আমি এখন তা পড়ব না, কিন্তু আপনি এটি সেখানে লিখে রাখতে পারেন।

প্রকাশিত বাক্য ২ এবং ৩ অধ্যায়ের কথা ভাবুন। যে সাতটি মণ্ডলীর প্রদীপাধার ছিল এবং খ্রীষ্ট তাদের সঙ্গে কথা বলতেন, যারা তাঁর তিরস্কারে সাড়া দেয়নি।

এবং ঈশ্বরীয় উপায়ে জীবনযাপন করেনি ও তাঁর বাক্যে সাড়া দেয়নি এবং ঈশ্বরীয় ফল উৎপন্ন করা অব্যাহত রাখেনি।

তাদের গির্জাগুলো থেকে প্রদীপাধারটি সরিয়ে নেওয়া হবে। ঈশ্বরের কাছে কোনো ব্যক্তিবিশেষের স্থান নেই।

তাঁর প্রকৃত লোকদের কাছ থেকে তিনি প্রকৃত ফল প্রত্যাশা করেন। আর ঠিক এখনকার ডেনজেলের মতোই, যদি কোনো ব্যক্তি বা মণ্ডলী ফল উৎপন্ন না করে এবং নিজেদের সম্পদ রক্ষা না করে,

তিনি তাদের থেকে সরে এসে অন্যদের সঙ্গে কাজ করবেন, যারা বিশ্বস্তভাবে তাঁর বাক্যে সাড়া দিচ্ছে এবং তাঁর প্রত্যাশিত সঠিক ফল উৎপন্ন করছে।

সুতরাং এখানে ৪৬ নং পদে, আমি এই বলে শেষ করব যে, আমার মনে হয়, যখন তারা তাঁর উপর হাত রাখতে শুরু করে, তখন তারা জনতাকে ভয় পায়, কারণ তারা তাঁকে একজন ভাববাদী বলে ধরে নিয়েছি

যোহন ৫:৪৩ ও ৪৪ অধ্যায়ে, যীশু ইহুদি নেতাদেরও পর্যালোচনা করছিলেন। তিনি তাদের বললেন, "আমি আমার পিতার নামে আসছি, কিন্তু তোমরা আমাকে গ্রহণ করছ না।"

যীশু যা কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা ঈশ্বরের বাক্য অনুসারেই ছিল। আর যদি অন্য কেউ নিজের নামে আসে, তোমরা তাকে গ্রহণ করবে।

তোমরা কীভাবে বিশ্বাস করতে পারো, যারা একে অপরের কাছ থেকে সম্মান গ্রহণ করে, অথচ কেবল ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা সম্মান অন্বেষণ করে না?

ভণ্ড নবীদেরকে জনগণের মতামতের ভয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করতে হয়।

একজন মণ্ডলী নেতার জন্য এটা সঠিক যে তিনি তাঁর মণ্ডলীর অন্যান্য খ্রিষ্টানদের সাথে পরামর্শ করবেন এবং খুঁজে বের করবেন যে, তারা এমন কিছু দেখতে পান কি না যা তিনি দেখতে পান না।

কিন্তু জনগণকে খুশি করার জন্য কোনো নেতার পক্ষে ঈশ্বরের বাক্য ও সত্যের সঙ্গে আপোস করা ঠিক নয়।

এবং আপনি এই ইহুদি নেতাদের অস্থিরতা দেখতে পান, যাদের একটি পদ বজায় রাখতে এবং সেই পদ ধরে রেখে নিজেদের রক্ষা করতে হতো।

তাদেরকে ক্রমাগত চক্রান্ত করতে হতো। তাদেরকে ক্রমাগত ছলনা করতে, ভান করতে এবং নিজেদের আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখতে হতো।

শুধু এই একটি ব্যাপারেই তাদের একরকম ছোটখাটো দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল।

তাছাড়া, তাদের জাতির উপর এবং বিচার দিবসে তাদের নিজেদের উপর যে চূড়ান্ত বিচার আসতে যাচ্ছিল, সে কথাও উল্লেখ করার মতো, যে বিষয়ে যিশু ৪৩ পদে কথা বলেছিলেন।

এখন গির্জাগুলোতে অনেক ভ্রান্ত মতবাদ ঢুকে পড়েছে। এর মধ্যে অনেক কিছুই নারীবাদ সম্পর্কিত, প্রকৃত পবিত্রতার মানের অভাব সম্পর্কিত।

একজন খ্রিষ্টানের কেমন পোশাক পরা উচিত সেই মানদণ্ডের সাথে সম্পর্কিত, মণ্ডলী কেমন হওয়া উচিত সেই মানদণ্ডের সাথে সম্পর্কিত, এমন একটি সময় যেখানে ঈশ্বর উপবিষ্ট থাকেন, এমন একটি স
করা হয়, যেখানে তাঁর লোকেরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করে এবং তাঁর প্রশংসা করে।

এবং তাঁকে আরও ভালোভাবে জানার চেষ্টা করুন এবং পরিকল্পনা করুন, কীভাবে এটি জগতের কাছে সুসমাচারের প্রভুর সাক্ষ্য হয়ে উঠবে; এমন একটি স্থান নয় যেখানে পথভ্রষ্ট লোকেরা কেবল মনোরঞ্জ
নয় যেখানে লোকেরা প্রাথমিকভাবে সামাজিক ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক খুঁজতে আসে।

এবং এমন অনেক গির্জা আছে যা কলুষিত হয়ে গেছে, কারণ সেখানে এমন আপোষকামী নেতারা ছিলেন যারা ঈশ্বরের চেয়ে মানুষকে বেশি ভয় পান।

এবং নিজেদের পদ টিকিয়ে রাখার জন্য তারা নতি স্বীকার করে এবং ঈশ্বরীয় মানদণ্ডের সাথে আপোস করে। আর আমরা ঠিক তারই মাঝে আছি।

এবং আমাদের নিজেদের জীবনে ও আমাদের নিজেদেরকে যে মূল্য দিতে হয়, তা হলো এইসব অধার্মিক প্রথা ও মতবাদ থেকে অধ্যয়ন করে বেরিয়ে আসা, যা আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

স্পষ্টতই, যে কেউ দূষণ বা আপোষ ছাড়াই সত্যকে অনুসরণ করবে, সে-ই হবে সেই ব্যক্তি। এটা যে ব্যয়বহুল হবে, তা স্পষ্ট।

কিন্তু আমাদের যে ধরনের হৃদয় থাকা দরকার, তা হলো এমন একটি হৃদয় যা বিষয়গুলোকে মূল্যায়ন করে; যখন আমরা কোনো কিছুর মুখোমুখি হই, তা ঈশ্বরের বাক্য থেকে আসা কোনো মতবাদ হোক, বা
অনুশীলন, কিংবা কোনো ধারণা—তখন তার বিচার-বিশ্লেষণ করে না।

যদি আমরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি মূল্যায়ন করি যে, এটি আমাকে কীভাবে প্রভাবিত করবে—এবং আপনার হয়তো ধর্মীয় সেবায় কোনো পদ নাও থাকতে পারে, কিন্তু প্রশ্নটি হতে পারে যে, এটি আম
প্রভাবিত করবে?

এটা আমার ব্যবসাকে কীভাবে প্রভাবিত করবে? সেটা যা-ই হোক না কেন, তা এখানে সেই একই ফাঁদে পড়ার শামিল হবে, যে ফাঁদে ইহুদি নেতারা পড়েছিলেন।

আর সঠিক হৃদয়ের মূল প্রশ্নটি হলো—এটা কি সত্য? এটা কি ঈশ্বরের কাছে সন্তোষজনক? এবং ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে, ঈশ্বর যা বলেন ও তাঁর প্রতি আমার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তার সাথে এর সম্পর্ক ক

আর কেবল তারাই ঈশ্বরের সেই লোকদের অংশ হতে পারে, যারা সৎভাবে এই ধরনের বিষয়গুলো মূল্যায়ন করে সেইভাবে সাড়া দেবে এবং ঈশ্বরের সন্তানদের জন্য উপযুক্ত ফল উৎপন্ন করবে।

সব হয়ে গেছে, জিম।

ঈশ্বর আপনার ভাই অ্যারনের মঙ্গল করুন। জানেন, আমি এই প্রশ্নটা করতে চাই। অনেকের জন্য বেশ দেরি হয়ে যাচ্ছে, হয়তো আমরা এটা অন্য কোনো সময়ের জন্য রেখে দেব, কিন্তু আমি রেকর্ডিংয়েই প্র

আর জানেন, আপনি পেশাদারিত্বের প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন। আর আমি এই বিষয়ে নানা ধরনের মানুষ দেখেছি। মানে, আসলে এর দুটো দিক আছে, কিন্তু আমি এর অনেক রকমফের দেখেছি।

অবশ্যই, মথি ২১:৪৩, অতএব, ঈশ্বরের রাজ্যের আমাদের নগরী তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে, তাই না? স্বাভাবিক ইস্রায়েলকে সেই জাতিকে দেওয়া হবে যারা এর ফল উৎপন্ন করে।

আর তারপর আমরা কি সেটিকে ১ পিতর ২:৯ এর সাথে মেলাতে পারি, যা হলো এক নতুন জাতি, এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজকগোষ্ঠী, এক পবিত্র জাতি, তাঁর নিজের বিশেষ লোক, যেন তোম পারো; অন্ধকারের বছরের আহ্বান তাঁর আলোর মধ্যেই রয়েছে।

আচ্ছা, বুঝতেই পারছেন, আমাদের শুধু ডিসপেনসেশনালিজমই নেই, চাঞ্চল্যকর জায়নবাদও আছে, তাই না? এবং আবারও বলছি, এটা সম্ভবত সম্পূর্ণ অন্য একটি গবেষণার বিষয়, যা কয়েক মাস দীর্ঘ হ সপ্তাহ লাগবে।

কিন্তু আমি দেখেছি মানুষ এই দুটোর যেকোনো একটাতেই বাড়াবাড়ি করে ফেলে। আমিন।

অবশ্যই। হ্যাঁ, তাই আজ রাতে আমাদের এ নিয়ে খুব বেশি গভীরে যাওয়ার দরকার নেই। তবে হ্যাঁ, অধ্যায়টা খুব ভালো ছিল। আর ওই দৃষ্টান্তমূলক গল্পগুলো খুবই শক্তিশালী এবং অবশ্যই আমাদের সেগুলো য

তাহলে, ব্রাদার অ্যারনের জন্য আর কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে? আমরা যখন এই রেকর্ডিংয়ে আছি, তখন এমন কিছু প্রশ্ন করতে পারেন যা শুধু এই ফোন কলে উপস্থিত শ্রোতাদেরই নয়, ভবিষ্যতেও তাদে করতে পারে।

হ্যাঁ, আমিই র‍্যাচেল। ঠিক আছে, শুরু করো।

মথি ২১:১২ পদে ফিরে গেলে, যেখানে তিনি ফরীশীদের সঙ্গে কথা বলছেন, আমি অনেক প্রচারককে তাদের কঠোর তিরস্কারের পক্ষে যুক্তি দিতে এই পদটি ব্যবহার করতে দেখেছি। আমি বিষয়টাকে হালকাভ যা বোঝাতে চাইছি তা হলো, তিনি সত্যিই ফরীশীদের সঙ্গেই কথা বলছিলেন।

গির্জার সদস্যদের সাথে টাকা পরিবর্তন এবং অন্যান্য সবকিছুর ব্যাপারে। তিনি পাপীদের সাথে সেভাবে কথা বলছিলেন না, যেভাবে আমি লোকেদের এটা ব্যবহার করতে দেখেছি। বুঝতে পারছেন আমি কী ব

প্রচারকরা যেন পাপীদের কাছে গিয়ে মূলত তিরস্কার করছেন। এবং তারা এই পদটিতে ফিরে এসে বলবেন, "আচ্ছা, যীশু ভিতরে গেলেন এবং তিনি টেবিলগুলো উল্টে দিলেন, এবং তিনি ক্রুদ্ধ ছিলেন,

এবং এই সেই।" কিন্তু এখানে তো শুধু গির্জার ওপর তার রাগের কথাই বলা হচ্ছে, তাই না? পাপীদের কথা নয়। সুতরাং, আমি আসলে এমন কিছু বলতে চাইছি না যা তাদের কাজে লাগতে পারে।

হ্যাঁ, এটা আসলেই একটা চমৎকার প্রশ্ন। আমার মনে হয় আমরা এদেরকে পাপী মণ্ডলী বলব, তাই না? এটাই আমার প্রশ্ন।

হ্যাঁ, ভাই অ্যারন, তিনি এই বিষয়ে আমাদের আলোকপাত করবেন, কারণ এমনটাই ঘটে থাকে। লোকেরা যিশুর দেওয়া এই তিরস্কারগুলোকে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষকে ব্যবহার করে, তাই না?

আর যারা প্রভুর নাম ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করছে বা আসন পূরণ করছে, তাদের চেয়ে বেশি তিরস্কার করার মতো আর কেউ নেই। আর মূলত, এর সবকিছুই টাকার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু আপনি ি একটা চমৎকার প্রশ্ন, বোন।

একদম ঠিক। মানে, এরা এমন লোক ছিল যারা বিশেষভাবে ঈশ্বরের উপাসনা এবং ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করে টাকা কামাতো এবং সম্ভবত এর মাধ্যমে খুব ধনীও হয়ে যাচ্ছিল।

সুতরাং ব্যাপারটা এমন নয় যে, যেহেতু যিশু পার্থিব অর্থে বিচারক বা রাজা হননি, তাই মন্দিরই ছিল একমাত্র জায়গা যেখানে তাঁর কর্তৃত্ব ছিল, কারণ সেটি ছিল তাঁর পিতার ঘর।

এটি এমন একটি স্থান ছিল যা সকল জাতির জন্য প্রার্থনার গৃহ হিসেবে শতভাগ নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল। আর তাই, হ্যাঁ, এটা সেই ধরনেরই একটা ব্যাপার যখন লোকেরা ঈশ্বরের নামে বিভিন্ন কাজ করে থা

যখন লোকেরা নামেসাঁটো কাজ করে এবং তার মাধ্যমে ধনী হয়, তখন তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি শ্রেণীতে পড়ে। আমি বলব না যে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তবে এটি তাদের এমন একটি ভিন্ন শ্রেণীতে ফেলে যেখানে অনেক বেশি।

এবং ঈশ্বরের গৃহ থেকেই যে বিচার শুরু হয়, সে বিষয়ে একটি শাস্ত্রপদ রয়েছে। যিহিষ্কেল অধ্যায় ৯, ১ পিতর ৪, ১৭ থেকে ১৯ পদে আপনি দেখতে পাবেন যে, মূল বিচার ঈশ্বরের গৃহ থেকেই শুরু হয়।

আর তাই, যারা নির্লজ্জভাবে অর্থ উপার্জনের জন্য এবং অন্যান্য স্বার্থপর উদ্দেশ্যে খ্রিষ্টের নাম ব্যবহার করছে, তাদের প্রতি সবচেয়ে কঠোর তিরস্কার হওয়া উচিত।

এবং আমি আরও যোগ করতে চাই যে, আমি জানতে পেরেছি এই তিনজন প্রচারকের মধ্যে অনেকেই তাদের নিজেদের পরিমণ্ডলের লোকদের তিরস্কার করছেন না, এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ খ্রীষ্টের না অত্যন্ত, অত্যন্ত, অত্যন্ত জঘন্য।

এবং তারা সেইসব কাজের জন্যও তাদের জবাবদিহি করছে না। সুতরাং এটা তাদের চরম ভণ্ডামি।

আমেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ড্যানিয়েল, আমার মাইক্রোফোন মিউট করা আছে।

কোনো সমস্যা নেই, ভাইয়া। ঠিক আছে। আসলে, আমার একটা প্রশ্ন আছে, ভাইয়া।

আমার প্রশ্ন হলো, রাজা হিসেবে জেরুজালেমে আসার সময় তিনি কেন যিশুকে বহন করে এনেছিলেন? আসলে, তিনি মথির কথা উল্লেখ করেননি, কিন্তু তিনি কেন বহন করে এনেছিলেন?

তিনি যখন যিরূশালেমের সামনে এলেন, তখন তিনি বহন করে আনলেন। ভাই হারোণ, আপনি কি তা বুঝতে পেরেছেন?

সত্যি বলতে, আমি করিনি।

ঠিক আছে, ভাই ড্যানিয়েল।

আপনি কি কথাটা আরেকবার বলতে পারেন? আমি কি এটা আবার বলব?

হ্যাঁ।

রাজা হিসেবে যিরূশালেমে এসে যিশু কেন কেঁদেছিলেন? কেন?

আসলে, উনি মথি লিখিত সুসমাচারের কথা উল্লেখ করেননি। বুঝতে পারলেন, ভাই?

আমি বুঝতে পারিনি।

আচ্ছা। দাঁড়ান। আমি ওর মাইক্রোফোনটা আবার মিউট করে দিই। আমার মনে হয় ও বলেছিল, যিশু কেন কেঁদেছিলেন? আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

হ্যাঁ, ভাই।

কেন?

এগিয়ে যান।

এগিয়ে যান, ভাই অ্যারন।

আমি মার্ক ১১ অধ্যায়টা দেখি। আমার মনে হয়, সেখানে আরও কিছুটা মুক্তি থাকতে পারে।

আমার মনে হয়, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আপনি যদি লূক ১৩ অধ্যায়ে যান, তাহলে বুঝবেন আমি সেই শাস্ত্রাংশটির কথাই ভাবছি।

যিশুর জীবনের শেষ পর্যায়ে লূক এবং যোহন উভয়েরই একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

আমার মনে হয়, লূক অধ্যায়ের ৩৪ ও ৩৫ পদে একটি ভালো উত্তর রয়েছে।

যিশু বলেন, "হে জেরুজালেম, জেরুজালেম, তুমিই তো ভাববাদীদের হত্যা করো এবং তোমার কাছে প্রেরিতদের পাথর ছুঁড়ে মারো।"

কতবার আমি তোমার সন্তানদের একত্রিত করতে চেয়েছি, যেমন এক হাত তাকে জড়িয়ে ধরেছিল তার ডানার নিচে,

আর তোমাদের জন্য রেখে যাওয়া ঘরবাড়িগুলোকে তোমরা কি জনশূন্য করে রাখবে না?

আমি তোমাদের বলছি, সেই সময় না আসা পর্যন্ত তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না, যখন তোমরা বলবে, "ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসছেন।"

ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসেন এবং তিনি আছেন; মানুষ যখন তাদের পাপে অবিচল থাকে এবং দেরিতে প্রত্যাখ্যান করে, তখন তিনি ব্যথিত হন।

যিশু নিঃসন্দেহে তাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর ছিলেন, তবুও জেরুজালেম নগরী এবং সমগ্র ইসরায়েল জাতি অনুতপ্ত না হয়েই রইল।

যদিও তিনি প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে তাদের মাঝে ছিলেন।

আর তাই-ই হয়েছিল, যদিও বলা যেতে পারে যে তাদের কাজে সে অবাক হয়নি, এবং তাদের প্রত্যাখ্যানের পর কী ঘটবে তার একটা পরিকল্পনাও তার ছিল।

এটা এখনও তাকে ব্যথিত করে, এখনও কষ্ট দেয় যে তারা এতটা একগুঁয়ে হবে এবং তাঁর ধার্মিকতায় তাদের এমন এক ভয়ঙ্কর বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।

তাই আমি মনে করি, এর মধ্যে ঈশ্বরের ব্যক্তিগত দিকটি সম্পর্কে একটি শিক্ষা রয়েছে এবং তিনি যে একজন ব্যক্তিগত ঈশ্বর, যাঁর অনুভূতি আছে।

যদিও তাঁর অনুভূতিগুলো সত্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তবুও ঈশ্বরের অনুভূতি আছে, এবং আমার মনে হয়, এই ধরনের সত্যের মাধ্যমে আপনি তা দেখতে পারেন।

হ্যাঁ, আমার মনে হয় মথি ১৮:১৪:২, "স্বর্গস্থ তোমাদের পিতার ইচ্ছা এই নয় যে, এই ছোটদের মধ্যে একজনও বিনষ্ট হোক।" আমেন।

ড্যানিয়েল, আমি তোমাকে এখনই মিউট থেকে বের করে দিচ্ছি।

আমার মাইক্রোফোন মিউট করা আছে। ধন্যবাদ, ভাই। হ্যাঁ, আমারও কিছু প্রশ্ন আছে, কিন্তু সেটা ম্যাথিউর সুসমাচার নয়।

আমার প্রশ্নটি দানিয়েলের পুস্তক থেকে। পরে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করব, আমি আপনাকে ইমেল করব, সেইসাথে ভাই অ্যারন এবং ভাই জিমিকেও।

আমাকে বাইরে যেতে হবে বলে আমি দানিয়েলের পুস্তক থেকে আমার প্রশ্নটি আপনাকে লিখে জানাব। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, ভাই। ধন্যবাদ, ভাই জিমি। ধন্যবাদ।

ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, ভাই। ধন্যবাদ।

আমি রেকর্ডিংটা বন্ধ করতে যাচ্ছি। বেলটানকে দেখুন।

মথি লিখিত সুসমাচারের ফাইল-অধ্যয়ন – অধ্যায় ২২, সপ্তাহ ২০

শুভ সন্ধ্যা সবাইকে এবং গ্লোবাল মিশন ফর চিলড্রেন-এর মঙ্গলবার রাতের বাইবেল পাঠ অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের শিক্ষক হলেন ব্রাদার অ্যারন কেরি, যিনি অত্যন্ত সদয়ভাবে মথি লিখি
আমরা আজ রাতেও তা চালিয়ে যাব। আমরা মথি লিখিত সুসমাচারের ২১টি অধ্যায় পাঠ করেছি, তাই আমরা এখন শেষের দিকে চলে এসেছি এবং আমাদের কাছে কিছু সত্যিই, সত্যিই, সত্যিই...

সামনে ভালো কিছু চ্যাপ্টার আসছে। আমার ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে প্রিয় হলো ২৫ নম্বর চ্যাপ্টার, কিন্তু আমি চ্যাপ্টারের তেমন তোয়াক্কা করি না।

তাই আমি নিশ্চিত যে, আজ পর্যন্ত যা পড়েছি, ২২তম অধ্যায়টিও ঠিক ততটাই শক্তিশালী হবে।

সুতরাং আর দেরি না করে, ভাই অ্যারন, আপনার জ্ঞানগর্ভ উপদেশের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমরা এখন আপনার কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করছি। ধন্যবাদ জিমি। এই কলে উপস্থিত সবাইকে

এবং যারা এই রেকর্ডিংটি শুনবেন, তাদের সবার জন্য। আমি যদি নিজে অধ্যায়কে সম্মান করতাম, তাহলে সম্ভবত ২২ নম্বর অধ্যায়টি আমারও অন্যতম প্রিয় অধ্যায় হতো; কিন্তু আমি তা হতে চাই না।

কিন্তু আমার কাছে এই অধ্যায়টি পড়তে বেশ মজাদার মনে হয়েছে এবং স্পষ্টতই বাইবেল পাঠের মূল উদ্দেশ্য তা হওয়া উচিত নয়। তবে এখানে ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে কিছু অত্যন্ত প্রজ্ঞা রয়েছে এবং তা এ
ফুটে উঠেছে। আর এখানে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়ও আছে।

এই অধ্যায়ে একগুঁয়ে এবং আত্মধার্মিক ব্যক্তিদের সাথে আচরণ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ঈশ্বরের বাক্যের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যারা নিজেদের চালাক মনে করে এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে,

এমনকি ঠিক সেইভাবেই, যেসব পণ্ডিত বাইবেলকে অস্বীকার করেন, তারা প্রকাশ্যে করুন বা হয়তো বলেন যে তারা এটি গ্রহণ করেন, কিন্তু এর সাথে নিজেদের মনগড়া বিষয় যোগ করেন এবং মূল পাঠের স

আর তারাই হলো আরও বিপজ্জনক ধরনের পণ্ডিত। যিশুকে এমন লোকদের সাথে মোকাবিলা করতে হবে যারা...

এই অধ্যায়ে যা আছে। আর তাই, যদিও আমরা এটা পড়ে বুঝতে পারি যে এখানে এক ধরনের স্বর্গীয় বিনোদনও রয়েছে, তবুও এটি ছিল খুবই উত্তেজনাপূর্ণ।

পরিস্থিতি। যিশু ২১ অধ্যায়ের শেষে গৃহকর্তার দ্রাক্ষাক্ষেত্র রোপণের দৃষ্টান্তটি এইমাত্র বলেছিলেন। এবং তিনি তা চালিয়ে যাবেন, তিনি ঠিক মন্দিরের মাঝখানে আছেন। যে ইহুদি নেতারা তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষিং চাইছে, তারা খুঁজছে...

তাকে ক্রুশবিদ্ধ করার একটি কারণ, তার চারপাশে সবাই রয়েছে। তাদের মুখগুলো নিশ্চয়ই ঠিক মানুষের মতোই ছিল।

প্রায়শই গির্জার সভায় এমন লোক থাকে যারা সত্যের বিরোধিতা করে। তারা হয়তো মুখে একটা ভালো ভাব দেখানোর চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের ভেতরে এমন রাগ থাকে যা লুকানো তাদের জন্য কঠিন। এবং ত

স্পষ্টতই, আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ ওই ধরনের পরিবেশটা খুব ভালোভাবে অনুভব করেছেন।

এটা ছিল ঠিক সেই ধরনের পরিবেশের চরম রূপ। যখন অনেক নেতা এবং নিজেদেরকে নেতা মনে করা অনেক লোক একত্রিত হয়, তখন তার মধ্যে একটা বিপজ্জনক ব্যাপার থাকে।

খ্রিস্টান সমাজে তারা বড় মাপের লোক হোক, তারা আসল হোক বা না হোক, যদি তারা সত্যিই ঈশ্বরভক্ত মানুষ না হয় যাদের হৃদয়ে রক্ষা করার মতো কিছুই নেই এবং যারা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে...

হে প্রভু, আমি বিশ্বাস করি, যদি তারা সেরকম মানুষ না-ও হন, তবে এমন মানুষদের সাথে থাকা আমাদের জীবনের অন্যতম আধ্যাত্মিকভাবে কঠিনতম পরিস্থিতি হতে পারে।

জানেন তো, ধর্মীয় সম্মেলন আর ওই ধরনের ব্যাপার। হয়তো এর মধ্যে অনেক ধার্মিকতা আছে।

সেখানে লোকজন আছে, কিন্তু আপনি সেখানে এমন কিছু লোকও পাবেন যাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে। তারা চালাক লোক, কিন্তু তারা...

নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখার জন্য ঈশ্বরের বাক্যের বিরোধিতা করা এবং আমরা এখানে ঠিক সেই পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হচ্ছি।

শুধুমাত্র ২২ অধ্যায়েই, উত্তাপ হাজার গুণ বেড়ে গেছে। যিশু এইমাত্র গৃহকর্তা ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দৃষ্টান্তটি বলেছেন, যার মাধ্যমে তিনি মূলত এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, ঈশ্বর ইসরায়েল জাতির মধ্যে তাঁর কা সালে ঈশ্বরের রাজ্যে যাবেন।

তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে যারা ফলের রস উৎপাদন করে এবং যারা অবিশ্বাসী।

ইহুদিরা বিচারের অধীনে আসবে এবং যার খণ্ডাংশ পাথরের উপর পড়বে, সে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, কিন্তু যার খণ্ডাংশের উপর তা পড়বে, তাকে গুঁড়ো করে ফেলবে। এবং যখন

প্রধান স্বাধীন ভৃত্য ও ফরীশীরা তাঁর দৃষ্টান্তমূলক কথাগুলো শুনেছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছিল যে তিনি তাদের বিষয়েই কথা বলছেন। কিন্তু যখন তারা তাঁকে ধরতে চাইল, তখন তারা জনতার ভয়ে ভীত আশায় মনে করেছিল। তাই আমরা ২২ অধ্যায়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি, এটা হুবহু একই, জানেন তো, এই...

এটা ভিন্ন কোনো দৃশ্য নয়। আমাদের জানামতে, এটা এক মিনিট পরেই তৈরি করা হয়েছে। তো, বুঝতেই পারছেন,

২২ অধ্যায়ের ১ পদে, যীশু আবার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের উত্তর দিলেন এবং বললেন, রাজ্য

স্বর্গের বিধান এক নির্দিষ্ট রাজার মতো, যিনি তাঁর পুত্রের জন্য বিবাহ স্থির করে প্রেরণ করলেন

তাঁর দাসেরা বিবাহে আমন্ত্রিতদের ডাকতে গেল, কিন্তু তারা এল না। আবার তিনি অন্য দাসদের পাঠিয়ে বললেন, "যাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তাদের বলো। দেখো, আমি প্রস্তুত করেছি..."

আমার নৈশভোজ, আমার উচ্চারণ ও ত্রুটিসমূহ দূর হয়েছে, এবং সবকিছু প্রস্তুত, বিবাহে এসো।

কিন্তু তারা বিষয়টিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নিজ নিজ পথে চলে গেল, একজন তার খামারে, অন্যজন তার ব্যবসার জায়গায়। আর অবশিষ্টরা তার দাসদের ধরে তাদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করল এবং হত্যা ক শুনলেন, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁর সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে সেই হত্যাকারীদের ধ্বংস করলেন ও তাদের নগর পুড়িয়ে দিলেন। আর ঈশ্বরের দ্বারা সেই পরিকল্পনা আক্ষরিকভাবেই পূর্ণ হয়েছিল।

প্রেরিত, যেহেতু ঈশ্বরই চূড়ান্তভাবে তাঁর সার্বভৌম, তাই তিনিই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। তিনি, ব্যাপারটা এমন নয় যেমনটা ক্যালভিনিস্টরা বলতে পারেন, এমন নয় যে তিনিই অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন।

রোমান সেনাবাহিনীতে থাকা অশুভ শক্তি, কিন্তু তিনি এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে দিয়েছিলেন যেখানে ক্ষমতা এবং ক্রোধ

ঈশ্বরের প্রতি তাদের অবাধ্যতা, তাঁর মসিহকে প্রত্যাখ্যান এবং ঈশ্বরের বাক্য ও তাঁর দেওয়া সুযোগ-সুবিধার প্রতি তাদের সার্বিক অবজ্ঞার কারণে রোমানরা ইহুদি জনগণের উপর আক্রমণ করেছিল। আগমনের মাধ্যমে এটি আক্ষরিকভাবে পূর্ণ হয়েছিল।

তারা জেরুজালেম আক্রমণ করে লুণ্ঠন করল এবং বহু, বহু, প্রায় সকলেই হয় মারা গেল অথবা দাসত্বে নিয়ে যাওয়া হলো।

শহর থেকে পালিয়ে আসা খ্রিস্টানরা ছাড়া। যিশু যেমন সতর্ক করেছিলেন, এবং আমরা ২৪ অধ্যায়ে সেই সতর্কবাণীতে আসব, শহরটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তারপর জেরুজালেম মূলত ইহুদিদে শতাব্দী পর্যন্ত।

সুতরাং ৮ নং পদে, "তোমাদের মধ্যে অনেকে আমাদের, দাসদের, বলছ যে বিবাহ প্রস্তুত, কিন্তু যারা ছিল

"যারা ডাক দিয়েছিল কিন্তু যোগ্য ছিল না। অতএব তোমরা রাজপথে যাও এবং যতজনকে পাবে, বিবাহের জন্য ডাক দাও।" তখন সেই দাসেরা রাজপথে গিয়ে সকলকে একত্রিত করল।

তারা ভালো-মন্দ নির্বিশেষে অনেককেই সেখানে পেল এবং বিবাহসভায় অতিথিতে পরিপূর্ণ ছিল। রাজা যখন অতিথিদের দেখতে এলেন, তখন তিনি সেখানে এমন একজনকে দেখলেন, যার গায়ে বিয়ের বললেন, "বন্ধু, বিয়ের পোশাক না পরে তুমি এখানে কী করে এলে?" লোকটি নির্বাক হয়ে গেল। তখন রাজা তাঁর ভৃত্যদের বললেন, "তার হাত বেঁধে ফেলো এবং..."

তাকে নিয়ে যাও এবং বাইরের অন্ধকারে নিক্ষেপ করো। সেখানে কান্না ও হাহাকার হবে, সেখানে কান্না ও হাহাকার হবে, কারণ অনেককে ডাকা হয়েছে, কিন্তু অল্প কয়েকজনকেই মনোনীত করা হয়েছে।" এটি

স্পষ্টতই, এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্তমূলক গল্প। যিশু এখানে কথা বলছেন, তিনি বলছেন যে ঈশ্বরের রাজ্য ইহুদিদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে, এবং তিনি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে চলে যাবেন।

অ-ইহুদিদের কাছে। এবং স্পষ্টতই, তিনি যে মণ্ডলীটি খুঁজে পেয়েছিলেন, তা ইহুদি ও অ-ইহুদি উভয়ের কাছেই যাচ্ছিল।

তাকে এবং তাকে এক করে দেওয়া হবে। কিন্তু রাজনৈতিক রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েল রাষ্ট্রটি ছিল

ঈশ্বরের কাজের কেন্দ্রবিন্দু আর থাকবে না। তাই এটা ছিল এক বিরাট তিরস্কার। এটা ছিল এক বিরাট

এই তিরস্কার যে, ঈশ্বর সেই ইস্রায়েলীয়দের প্রত্যাখ্যান করবেন যারা তাদের মসিহে বিশ্বাস করেনি এবং অ-ইহুদিদের দিকে অগ্রসর হবেন। কিন্তু সুসমাচার সম্পর্কে এখানে প্রত্যেকের জন্য আরও একটি শিক্ষ

এরকম অনেক বিষয় আছে, তাই আমি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। ৬ নং পদে, অ্যাডাম ক্লার্কের মন্তব্যটি হলো, ৫ ও ৬ নং পদে যখন অনেকে বিবাহের আমন্ত্রণ পেয়েছিল, তখন স্পষ্টতই এ প্রতিজ্ঞাগুলোর কথা বলছে। এটি শেষ পর্যন্ত মেষশাবকের সেই বিবাহ ভোজে পরিসমাপ্ত হবে, যা আমরা প্রকাশিত বাক্য ১৯ অধ্যায়ে পড়েছি। এটি ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলন এবং ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হওয়া এবং পরিশেষে,

অনন্তকালের জন্য তাঁর প্রজা হিসেবে তাঁর সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু শুধু আমন্ত্রণ পাওয়াই যথেষ্ট নয়।

অনেকে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত থাকে যে, যিশু তাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাদের এসে বিশ্বাস করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

তাঁর উপর। এবং তারা মনে করে যে, যেহেতু যিশু মারা গেছেন এবং তারা তা মেনে নিয়েছে, তাই তারা যাবে।

ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত থাকা। কিন্তু আমন্ত্রণ পেলেই তা যথেষ্ট নয়, যদি না আপনি সেই আমন্ত্রণে সাড়া দেন।

আর শুধু আমন্ত্রণ গ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়। আপনাকে বিয়ের পোশাকে আসতে হবে। আর এটাই দেখায় যে, সুসমাচারের আহ্বান হলো ঈশ্বরের সামনে পবিত্র, নির্মল ও নির্দোষ হওয়ার আহ্বান। এবং আমরা আর আসল কথা হলো, এটি এমন কোনো পবিত্রতা ও নির্মলতা ছিল না যা অর্জন করার জন্য কাউকে পরিশ্রম করতে হতো। এটি আমন্ত্রণের অংশ হিসেবেই দেওয়া হয়েছিল। এবং আমরা এ বিষয়ে কিছু সকলের জন্য দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কেবল তারাই এটি পেয়েছিল যারা এর জন্য আবেদন করেছিল এবং মনস্থির করেছিল।

বিয়েতে আসলে তাদের গ্রহণ করা হবে, বর্জন করা হবে না। অ্যাডাম ক্লার্ক

মথি ২২:১১ পদে, অ্যাডাম ক্লার্ক বিবাহের পোশাক বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন, "মধ্যে

প্রাচ্যবাসীরা গণউৎসবগুলিতে লম্বা সাদা পোশাক পরত, এবং যারা উপস্থিত হত

এই ধরনের অনুষ্ঠানে অন্য কোনো পোশাকের সাথে নারীদের পোশাক পরা কেবল অত্যন্ত দোষী হিসেবেই গণ্য হতো না,

দোষী কিন্তু শাস্তির যোগ্য। আমাদের প্রভু এখানে সফনিয় ১, ৭ এবং ৮ অধ্যায়ের প্রতি ইঙ্গিত করছেন বলে মনে হয়।

প্রভু এক বলি প্রস্তুত করেছেন, তিনি তাঁর অতিথিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আর প্রভুর বলিদানের দিনে এমন ঘটবে যে, আমি রাজপুত্রদের ও শিশুদের রাজাকে শাস্তি দেব।

এবং আমাদের অঙ্গারের মতো সকলেই অদ্ভুত পোশাকে সজ্জিত ছিল। যিনি অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তিনি সেই সময়ের জন্য প্রত্যেকের জন্য এমন একটি পোশাক প্রস্তুত করতেন, এবং ভো করার পর তাকে সেটি সরবরাহ করা হতো। এই কারণেই তাদের আচরণটি বিশেষ হয়ে উঠেছিল।

পাঠ্যাংশে উল্লেখিত ব্যক্তির কাজটি অমার্জনীয়। সে যদি আবেদন করত, তাহলে হয়তো একটি উপযুক্ত বিবাহের পোশাক পেত।" সুতরাং স্পষ্টতই এখানে একটি শিক্ষা রয়েছে যে, যিশু বিনামূল্যে পরিত্রাণ প্রদা

পাপ থেকে। কিন্তু আমাদের পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায়, পবিত্র ও শুচি হওয়ার চেষ্টায় এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর কাছে আসতে হবে। তাঁর অনুগ্রহ আমাদের ধৌত করবে এবং পাপের উপর ক্ষমতা দে বিশ্বাসে অবিচল থাকি, তবে তিনি আমাদের ঈশ্বরের সামনে শুচি ও নির্দোষরূপে উপস্থিত করবেন।

শেষ দিন। কিন্তু এমন লোকও ছিল যারা ভেবেছিল যে শুধু আমন্ত্রণই যথেষ্ট ছিল বা ভেবেছিল

যাতে তারা পাপ থেকে পরিত্রাণ এবং সত্যের সন্ধান না করেই আমন্ত্রণে সাড়া দিতে পারে

পবিত্রতা। আর তারা প্রতারিত হয়েছিল। এবং যখন বিবাহের পোশাকবিহীনদের খুঁজে পাওয়া গেল, তখন তারা

পোশাকটি ছাড়া তাদের পাওয়া গেল, তাদের কাছে কোনো উত্তর ছিল না। লোকটি নির্বাক হয়ে গেল। অ্যাডাম

ক্লার্ক বলেন, "আমি ২২১২। তিনি তাকে বললেন, বন্ধু, বরং সঙ্গী।" সুতরাং গ্রীক শব্দটির অনুবাদ হওয়া উচিত: "যেহেতু এই লোকটি দৃশ্যমান মণ্ডলীর একজন ব্যক্তির অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে, ১২ পদের সে কাছে বিবাহের পোশাকের জন্য আসতে অবহেলা করে, সেই পরিত্রাণের জন্য যা খ্রীষ্ট অর্জন করেছেন, সেই পরিত্রাণের জন্য যা খ্রীষ্ট দিয়েছেন।"

সংগৃহীত। তাকে কোনোভাবেই বন্ধু বলা যায় না, তবে সঙ্গী বলা যেতে পারে।

দৃশ্যমান মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে এবং সেই সমস্ত বিধি-বিধানে উপস্থিত থাকা, যেখানে পরিত্রাণের জন্য আন্তরিকভাবে তাঁর অপেক্ষায় থাকা সকলের দ্বারা খ্রীষ্টের উপস্থিতি ও আশীর্বাদ লাভ করা যায়।

তুমি কীভাবে এখানে এলে? আমার নাম ধরে ডাকার দাবি কেন করো, যখন তুমি আমার সাহায্য ছাড়াই বেঁচে আছো?

আমার রাজ্যের জন্য প্রস্তুতি? সে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। তার মুখে আক্ষরিক অর্থেই কাপড় গুঁজে দেওয়া হয়েছিল। তার ছিল

তার অবহেলার সমর্থনে বলার মতো কিছুই নেই। একটি পোশাক দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে তা পরেনি বা তার জন্য আবেদনও করেনি। সুতরাং তার আচরণ ছিল চরম অপমানজনক।

এবং অশোভন বা অনুপযুক্ত। যেহেতু এই লোকটি যুবক, শেষ দিনে যারা বিনষ্ট হবে তাদের সাধারণ সম্মতি অনুসারে, আমরা কি আপত্তি ছাড়াই জিজ্ঞাসা করতে পারি না? তার ক্ষেত্রে পরম প্রত্যাখ্যান বা আসে? সে ক্যালভিনিস্টিক পূর্বনির্ধারণের কথা বলছে। যদি খ্রীষ্ট তার জন্য কখনও মৃত্যুবরণ না করতেন, অথবা যদি সে সেই পোশাকের জন্য আবেদন করত।

এবং প্রত্যাখ্যাত হলে, তিনি কেন তাঁর আত্মার পক্ষে এই অভিযোগ উত্থাপন করেননি। ক্যালভিনিস্টরা শিক্ষা দেন যে, খ্রিস্ট প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য মৃত্যুবরণ করেননি, বরং কেবল তাদের জন্যই করেছেন যা হয়েছিল।

জগতের ভিত্তি। এবং তারপর, অবশ্যই, বলা হচ্ছে যে যদি এটা সত্যি হতো, তাহলে এই লোকটির নিজের পক্ষে সাফাই গাওয়ার একটি ন্যায্য কারণ থাকতো, এবং সেই পোশাকটি না থাকার জন্য তার একটি যেহেতু খ্রীষ্ট প্রত্যেক মানুষের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং প্রত্যেক মানুষকে সেই পোশাকটি প্রদান করেন, তাই এই লোকটির কোনো অজুহাত ছিল না এবং এ বিষয়ে তার বলার কিছুই ছিল না। এবং, অ তার জন্য বিন্দুমাত্র অজুহাতও নেই। খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁর জন্য বলিদান উৎসর্গ করা হয়েছিল। সুসমাচারের প্রচারকরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, পবিত্র আত্মা তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সে হয়তো পায়নি। এবং পতনটি এতটাই সুস্পষ্টভাবে তার নিজের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল যে, ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর তাকে নরকে পাঠানোর সময় তার আচরণকে নির্দোষ প্রমাণ করেছেন। কোনো কিছুর অভাবের জ

যা সে পায়নি, বরং যা তার থাকতে পারত, তার অভাবের কারণেই সে হয় তা অবহেলা করেছে অথবা প্রত্যাখ্যান করেছে। ১৩ নং পদ, "বাহিরের অন্ধকার বলতে নরককে বোঝানো হয়েছে।" যদি আপনি ফিরে যে এটি এক ধরণের অস্থায়ী, অনেকটা শুদ্ধিকরণ স্থানের মতো, যেখানে লোকেরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যায় যে... আর আমি জানি না তারা এটা কীভাবে পায়,

কারণ তারা মনোযোগ সহকারে বাইবেল অধ্যয়ন করছে না। ৩১, ৪১ এবং ৪২ সালে, যিশু তাঁর আগমন সম্বন্ধে কথা বলেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, "মনুষ্যপুত্র তাঁর দূতদের পাঠাবেন এবং তারা একত্রিত ব

তাঁর রাজ্য থেকে তারা সকল কিছুকে রক্ষা করে এবং যারা অধর্ম বা আইনহীনতা করে,

এবং তিনি তাদেরকে আইনজ্ঞদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে ক্রন্দন ও দাঁত কিড়মিড় করা হবে। তখন ধার্মিকেরা পুত্ররূপে এবং তাদের পিতার রাজ্যরূপে প্রকাশিত হবে। যে শোনার জন্য সেখ ভোজের কথা বলতে গেলে, আপনি যদি প্রকাশিত বাক্য ১৯ অধ্যায়ে যান, তবে দেখবেন যে, শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্য এবং স্বর্গের আদি রাজ্য একই লোক। শেষ পর্যন্ত এর সমাপ্তি ঘটবে খ্রীষ্টের ফিরে আসার অধিকার করে রাজত্ব করবেন এবং তাঁর বিশ্বস্ত লোকেরাও তাঁর সাথে রাজত্ব করবে। আর সেই বিবাহ ভোজ, অর্থাৎ মেষশাবক হবে সেই সময়ের উদযাপন। সুতরাং আপনি যদি পড়েন... তাহলে খ্রীষ্ট

অধ্যায় ১৯-এ ফিরে আসা হচ্ছে এবং এর ৫ পদে বলা হয়েছে, "আর সিংহাসন থেকে এক বাণী এল, এই বলে, 'হে সকল দাস, এবং তোমরা যারা তাঁকে ভয় কর, ছোট ও বড় নির্বিশেষে, আমাদের ঈশ্বরের প্রশংস

আমি যেন এক বিরাট জনতার রব, বহু জলের রব এবং প্রচণ্ড বজ্রের ধ্বনি শুনলাম, যা বলছিল, 'আউলুলিয়া, কারণ সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর রাজত্ব করেন।'

আমরা যেন আনন্দিত ও উল্লসিত হই এবং তাঁকে সম্মান জানাই, কারণ মেষশাবকের বিবাহ এসে গেছে এবং তাঁর

স্ত্রী নিজেকে প্রস্তুত করেছে।'" পরিত্রাণ লাভের ক্ষেত্রে মানবিক দায়িত্ব, নিজের পরিত্রাণ অর্জনের ক্ষেত্রে নয়।

এবং নিজের প্রোগ্রাম তৈরি করে তা অর্জন করা, নিজের পরিশ্রমে ও নিজের চেষ্টায় তা অর্জন করা... এমনভাবে অর্জন করা যেন ঈশ্বর আপনার কাছে ঋণী থাকবেন, কিন্তু অনুগ্রহে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি লা অনুগ্রহকে আপনার মধ্যে কাজ করতে দেওয়া, যা তাঁর পরম উদ্দেশ্য।

যা হলো এক বিশুদ্ধ ও পবিত্র জাতি, যাদের বিশ্বস্ত প্রজা হিসেবে পেতে খ্রিষ্ট মৃত্যুবরণ করেছেন। "সুতরাং চলো

আমরা যেন আনন্দিত ও উল্লসিত হই এবং তাঁকে সম্মান দিই, কারণ মেষশাবকের বিবাহ এসে গেছে এবং তাঁর স্ত্রী নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। আর তাঁকে এই অনুগ্রহ করা হয়েছিল যে তিনি হবেন এক মহৎ বস্ত্র।" এটাই সেই বিবাহের পোশাক যার বিষয়ে আমরা ২২ অধ্যায়ে পড়েছি। "কারণ সেই সূক্ষ্ম মসীনা বস্ত্র হলো ধার্মিকতার..." এখন এই পর্যায়ে, অধিকাংশ ইভাঞ্জেলিক্যাল খ্রিস্টান

কেউ কেউ বলতে পারে যে মিহি মসলিন হলো খ্রীষ্টের ধার্মিকতা, কিন্তু বাইবেল এমনটা বলে না।

কারণ সূক্ষ্ম মসলিন হলো সাধুদের ধার্মিকতা। একটি ভ্রান্ত মতবাদ প্রচলিত আছে।

যাকে 'খ্রীষ্টের অন্তর্নিহিত ধার্মিকতার মতবাদ' বলা হয়, যা শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বর তাদের দেখেন

যারা খ্রীষ্টকে স্বয়ং যীশুর মতোই পবিত্র বলে বিশ্বাস করে, এবং বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর যীশুর ধার্মিকতা গ্রহণ করে তা তাদের উপর অর্পণ করেন, যেন তারাও যীশুর মতোই নিখুঁত ও পবিত্র। আর এটাই এমন বি

বাইবেল শুধু এটুকুই শেখায় না। বাইবেল শেখায় যে, খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের গুণে এবং তাঁর উপর আস্থা রাখা ও আজ্ঞাবহ হওয়ার কারণে ঈশ্বর আমাদের ধৌত করেন এবং ধার্মিক বলে গণ্য করেন।

তাঁর প্রতি, এবং খ্রীষ্টের রক্ত তাদের জীবনপঞ্জি শুদ্ধ করেছে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছে।

তাঁর এবং যারা তাঁর উদ্দেশ্যের সাথে একমত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এটা যিশুর ধার্মিকতা।

তাদের উপর আরোপিত হচ্ছে। যিশুর ধার্মিকতা নিজেই কেবল তাঁকে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য নিখুঁত বলিদান করতে সক্ষম করেছিল। কিন্তু যিশুর ধার্মিকতা আমাদের উপর আরোপিত হয়, আমাদের বাধ্য হওয়ার প্রয়োজন নেই, আমাদের পবিত্র হওয়ার প্রয়োজন নেই, আমাদের

বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে, নিজেদের পরিত্রাণ সাধনের জন্য আমাদের ভয় ও কম্পনের সাথে ঈশ্বরের অন্বেষণ করা প্রয়োজন।

যে আমাদের বিশ্বাসে অবিচল থাকতে হবে না এবং বিশ্বস্ত থাকতে হবে না এবং ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলো প্রয়োগ করতে হবে না

আমাদের নিজেদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করা এবং নিজেদেরকে নির্দোষ করে তোলা। এটাই এই মতবাদের সবচেয়ে বড় প্রতারণা।

খ্রিস্টের আরোপিত ধার্মিকতার ধারণাটি এই বিষয়টিকে অস্বীকার করে যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমাদের নিজেদের প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক ও পবিত্র হওয়ার প্রয়োজন আছে। এটি শিক্ষা দেয় যে, আপনি কেবল করতে পারেন।

'ঠিক আছে, আমি আমন্ত্রণটি গ্রহণ করছি' বলার মুহূর্ত, কিন্তু আপনাকে আসলে তা পরার দরকার নেই।

বিয়ের পোশাক, কারণ তারা শিক্ষা দেয় যে স্বয়ং যিশুই আপনার বিয়ের পোশাক এবং তিনিই...

তার কৃতকর্ম ও পরিচয়ের কারণে সে তোমাকে জাদুবলে চিরকালের জন্য ধার্মিক বানিয়ে দিয়েছে। এটা ঠিক না।

সুসমাচারের বার্তা। তাঁর অনুগ্রহ আমাদেরকে বিবাহের পোশাক পরানোর জন্য দেওয়া হয়, যেন আমরা শুচি ও নির্দোষ হতে পারি। আপনি যদি প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের ৭ম অধ্যায়ে ফিরে যান, তবে এটি শুচি পোশাকই আমাদের রক্ষা করবে না, বরং আমাদের যে সাদা পোশাক আছে, তা-ই আমাদের রক্ষা করবে।

আমাদের নিজেদের পোশাকই সাদা হতে হবে। যিশু ক্রুশে যা করেছেন এবং আমাদের মহাযাজক হিসেবে তাঁর রক্ত ও পরিত্রাণকারী শক্তির প্রয়োগের কারণেই কেবল তা শুদ্ধ হতে পারে। কিন্তু আ প্রকৃতপক্ষে সাদা করতে হবে। যদি আপনি যান

প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় ৭, যোহন ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে এক বিশাল জনতার দর্শন পান এবং তারা

ঈশ্বরের প্রশংসা। ১৩ পদে, "তখন প্রাচীনদের মধ্যে একজন আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, এইগুলি কী যা...

আমাদের অভিযান এবং সাদা পোশাক কি?" ঠিক যেমনটা আমরা এইমাত্র মথি ২২ অধ্যায়ে পড়লাম এবং

প্রকাশিত বাক্য ১৯। "তখন প্রাচীনদের মধ্যে একজন আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, আমাদের এইগুলি কী?

"অভিযান ও শ্বেতবস্ত্র?" আর একবার তারা এসে বলল, "আমি তাঁকে বললাম, মহাশয়, আপনি জানেন।"

আর তিনি আমাকে বললেন, এরাই তারা যারা মহাক্লেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং নিজেদের ধৌত করেছে।

মেষশাবকের রক্তে তাদের পোশাক পরিয়ে ও প্রহার করে। অতএব তারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে থাকবে এবং তাঁর মন্দিরে দিনরাত তাঁর সেবা করবে, আর যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, তিনি তাদের ক্ষুধার্ত হবে না, আর তৃষ্ণার্তও হবে না। তার উপর সূর্যের আলো বা কোনো উত্তাপ পড়বে না। কারণ সিংহাসনের মাঝখানে যে মেষশাবক আছেন, তিনি...

তিনি তাদের আহার করাবেন এবং জীবন্ত জলের ঝর্ণার কাছে নিয়ে যাবেন, আর ঈশ্বর তাদের চোখ থেকে অশ্রু মুছে দেবেন। তাই এখানে ৭ম অধ্যায়ের ১৪ পদে লক্ষ্য করুন যে, ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে আছে, তা মেষশাবকের রক্তে ধৌত করে সাদা করা হয়েছে, যা থেকে বোঝা যায় যে সেগুলো একসময় নোংরা ছিল। সুতরাং, যদি সেগুলো স্বয়ং যিশুর পোশাক হতো যা তারা পরতে পারত, তবে তা কখনোই নে

তাঁরা নিজেদের শুভ্র করা পোশাক পরে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। যিশু তাঁদের শুচি করলেন,

কিন্তু সেগুলো ছিল তাদের নিজেদেরই পোশাক। স্বয়ং যিশুর পোশাকটি তাদের গায়ে পরানো হয়নি।

আর এটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ২২ অধ্যায়ের সেই লোকটি, যার বিয়ে হয়নি, সে নির্বাক ছিল।

পোশাক, সে ভেবেছিল যে তাকে আসলে নিজে পবিত্র হতে হবে না, যীশু যা করেছিলেন এবং যেভাবে বলেছিলেন ও তাকে ভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, সে ভেবেছিল যে কেবল আমন্ত্রণ গ্রহণ করে উ ভোজের আয়োজকের দেওয়া বিবাহের পোশাকটি তাকে আসলে পরতে হবে না। আমরা এগিয়ে যাওয়ার আগে, এই সম্পর্কিত আরও কিছু শাস্ত্রপদ এখানে দেওয়া হলো। ২ পিতর অধ্যায় ৩ পদ ১৪। পিতরের

নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবীতে প্রভুর আগমন সম্বন্ধে তিনি বলেন, তথাপি,

তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমরা এক নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবীর প্রতীক্ষায় আছি এবং ধার্মিকতার সঙ্গে বাস করছি। অতএব, হে প্রিয় রাজা, আপনি যেন এই সকল বিষয়ের প্রতীক্ষায় থাকেন, সেজন্য সচেষ্ট হোন

তোমরা যেন তাঁর কাছে নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ অবস্থায় শান্তিতে প্রাপ্ত হও। সুতরাং, এটাই হলো খ্রিষ্টানদের পোশাক।

আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে যে, যখন আমরা সত্যই খ্রীষ্টের দিকে ফিরি, তখন তিনি আমাদের অতীত পাপমোচন করেন এবং আমাদেরকে তাঁর বিশ্বস্ত প্রজা হিসেবে বিশ্বাসে চলতে হবে, যে বিশ্বাসে আমরা শু হবে এবং বাধ্য থাকতে হবে।

তাঁর দিকে ফিরে যেতে হবে এবং জগতে ফিরে যাওয়া যাবে না; তিনি যেন আমাদের তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত করেন এবং এই অশুচি জগতের মাঝে আমাদের পবিত্র রাখেন। আর আমাদের অবশ আমাদের শান্তিতে, নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ অবস্থায় দেখতে পান; কারণ যদি আমরা পাপের দিকে ফিরে যাই, তবে আমরা আমাদের আত্মাকে কলুষিত করি।

পোশাক এবং আমরা ভিত্তির সামনে পড়ে যাই। ইফিষীয় অধ্যায় ৫ পদ ৩০ থেকে ৩৩। আমি দুঃখিত। পদ

২৫. স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে ভালোবাসো, যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে ভালোবেসে তার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। যেন তিনি বাক্যরূপ জলের দ্বারা তাকে পবিত্র বা পৃথক করতে, শুচি করতে তিনি তাকে নিজের কাছে এক মহিমান্বিত মণ্ডলীরূপে উপস্থিত করতে পারেন, যার কোনো...

দাগ বা কুঞ্চন বা এই জাতীয় কোনো কিছুই নয়, বরং তা যেন পবিত্র ও নির্দোষ হয়। আর তারপর কলসীয় ১ অধ্যায়। পৌল কলসীয় খ্রীষ্টানদের কাছে লেখা চিঠিতে ২১ পদে বলেন,

আর তোমরা, যারা একসময় মন্দ কাজের দ্বারা মনে মনে শত্রুতে পরবাসী হতে, এখন তোমাদের আছে...

তিনি মৃত্যুর মাধ্যমে নিজ রক্ত-মাংসের দেহে তোমাদেরকে পুনর্মিলিত করেছেন, যেন তোমাদেরকে তাঁর দৃষ্টিতে পবিত্র, নির্দোষ ও নিন্দার অযোগ্য রূপে উপস্থিত করতে পারেন, যদি তোমরা সেই দৃঢ় ও সুপ্র এবং বিচ্যুত না হও।

সে সুসমাচারের সেই আশা থেকে সরে গেল যা সে শুনেছিল, যা প্রত্যেক প্রাণীর কাছে প্রচার করা হয়েছিল।

স্বর্গের নিচে কোথায় আমি, পৌল, একজন পরিচারক নিযুক্ত করেছি? সুতরাং, শয়তান জগৎকে যে মিথ্যা সুসমাচারে সংক্রমিত করেছে, তাকে পুনরায় ইন্ধন জোগানোর জন্য এটি একটি অত্যন্ত, অত্যন্ত গুরু ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রকৃতপক্ষে পবিত্র, ধার্মিক এবং নির্দোষ হওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে, বরং শুধু এটুকু বলে যে, যিশু আমাদের জন্য যা করেছেন তা আমরা গ্রহণ করি। এবং

যদিও আমরা অপবিত্র ও অধার্মিক, তবুও তাঁর অনুগ্রহ তা ঢেকে দেবে—এটা নিশ্চিতভাবেই একটা মিথ্যা। আর আমরা যে অনুচ্ছেদগুলো দেখেছি, সেগুলোর ওপর যারা আরও গভীরভাবে জানতে চান, আরও দুটি অনুচ্ছেদ দিচ্ছি। তীত ২:১১-১৪ এবং ১ যোহন অধ্যায় ৩ পদ।

৩ এবং ৪। আচ্ছা, তাহলে এবার ২২ নং অধ্যায়ে যাওয়া যাক। ২২ নং পদটি পড়ার পর আমি ১৬ নং পদের উপর অ্যালবার্ট বার্নসের একটি উক্তি পড়ব, এবং সেটিই পরিস্থিতিটি ব্যাখ্যা করবে।

আরও। সুতরাং স্পষ্টতই, এই দৃষ্টান্তমূলক গল্পটি এবং গত অধ্যায়ের শেষের দৃষ্টান্তমূলক গল্পটি শেষ করার পর, তিনি চারপাশে থাকা এই ধর্মীয় বড় বড় ব্যক্তিত্বদের সত্যিই ক্ষুব্ধ করেছেন।

তিনি তাদের তিরস্কার করেছেন, তাদের আসল রূপ প্রকাশ করেছেন এবং তাদের উপর আসন্ন নিশ্চিত বিচারের কথা বলেছেন। এতে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করতে চায়।

কিন্তু তারা তাকে অভিযুক্ত করার জন্য একটা কারণ খুঁজছে। আর সেটাই হবে এর উৎস।

এরপর আমরা এই তিনটি পরিস্থিতি সম্পর্কে পড়ব। সুতরাং ১৫ পদ, তখন ফরীশীরা গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল, কীভাবে তাঁকে তাঁর বংশে ফাঁসানো যায়। আর তারা হেরোদীয়দের সঙ্গে তাদের শিষ্যদের তাঁ আমরা জানি যে আপনি সত্যবাদী এবং সত্যে আমাদের ঈশ্বরের পথ শিক্ষা দিন। আপনি কোনো মানুষের জন্য চিন্তা করবেন না, কারণ আপনি ব্যক্তিবিশেষকে গ্রাহ্য করেন না।"

পুরুষদের। অতএব আমাদের বলো, তুমি কী মনে করো? দান করা কি বৈধ?

সিজারকে কর দেওয়া হবে কি হবে না? কিন্তু যিশু তাদের দুষ্টতা বুঝতে পেরে বললেন, তোমরা কেন আমাকে পরীক্ষা করছ,

ভণ্ড? আমাকে করের টাকা দেখাও। আর তারা তাকে এক পেনি কিনে দিল। হ্যাঁ, এক পেনি।

সম্ভবত সেটা একটা রোমান ডেনারিয়াস হতো, যা আমেরিকায় আমরা পেনি বলি এমন কোনো সামান্য মূল্যহীন মুদ্রা ছিল না। এটা প্রায় এক দিনের মজুরির সমতুল্য ছিল। আমরা অধ্যায় ২০-এ এ বিষয়ে পড়ে "এই লিপিযুক্ত মূর্তিটি কার?" তারা তাঁর কাছে সিজারের মূর্তি পাঠাল, তখন তিনি তাদের বললেন, "অতএব, সিজারের প্রাপ্য সিজারকে দাও, এবং ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও।" এই কথা শুনে তারা বিস্মিত হ পথে চলে গেল। এটা ছিল

খুবই, খুবই কঠিন প্রশ্ন। সেই সময়ে ইহুদিদের মধ্যে এটি একটি বিতর্ক ছিল, একটি অত্যন্ত উত্তপ্ত বিতর্ক।

রোমানদের কর দেওয়া তাদের জন্য সমীচীন ছিল কি না, সে বিষয়ে। আর তাই এখানে অ্যালবার্ট বার্নসের একটি উদ্ধৃতি রয়েছে। তিনি ১৬ পদে উল্লেখিত হেরোদীয়দের বিষয়ে কথা বলছেন। তিনি বলেন, জানা যায় না। সম্ভবত তারা হেরোদ দ্য গ্রেটের নাম থেকে তাদের নাম নিয়েছিল। হেরোদ দ্য গ্রেট ছিলেন সেই রাজা যিনি যিশুর জন্মের সময় তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। আমরা যে হেরোদের বি রাজত্বকারী হেরোদ সম্ভবত প্রথমে একটি রাজনৈতিক দল ছিল।

এবং তখন তারা হেরোদের কিছু বিশেষ মতামত পোষণ করার জন্য বিশিষ্ট ছিলেন। ডক্টর প্যারেটো মনে করেন যে, সেই মতামতগুলো দুটি বিষয়কে নির্দেশ করে। প্রথমটি ছিল একটি বিদেশী শক্তির অধীনতা বিদেশীকে যিহূদীদের উপর রাজা হিসেবে নিযুক্ত করা উচিত নয়, দ্বিতীয় বিবরণ ১৭:১৫। হেরোদ, যিনি নিয়োগের মাধ্যমে যিহূদিয়ার রাজ্য লাভ করেছিলেন

রোমানরা মনে করত যে, মোশির আইন কেবল একজন রাজার স্বেচ্ছায় নির্বাচনের কথাই বলত এবং

বলপূর্বক পরাভূত হওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি আবশ্যিক আত্মসমর্পণকে নির্দেশ করে না। তার অনুসারীরা

তাই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, এই ধরনের ক্ষেত্রে কোনো বিদেশী রাজপুত্রকে কর প্রদান করা আইনসম্মত ছিল।

তবে এই মতামতটি ড্রুজদের মধ্যে এবং বিশেষ করে ফরীশীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে অজনপ্রিয় ছিল।

যারা এটিকে তাদের আইনের লঙ্ঘন হিসেবে দেখত। এবং মজার ব্যাপার হলো, তারা ছিল ফরীশীরা।

এবং হেরোদীয়রা এখানে তার উপর চড়াও হচ্ছিল কারণ যদিও তারা সম্ভবত দ্বিমত পোষণ করছিল

এই বিষয়ে, তারা দুজনেই যীশুকে অভিযুক্ত করার জন্য একটি কারণ খুঁজছিল। তাই ফরীশীরা এটিকে তাদের আইনের লঙ্ঘন বলে মনে করত এবং এর থেকে উদ্ভূত সমস্ত কাজকে অন্যায় বলে গণ্য করত।

নিপীড়নমূলক হিসেবে, যার অর্থ হলো একজন বিদেশী রাজার দ্বারা ইহুদিদের পরাধীন করার ফলে উদ্ভূত কার্যকলাপ। এই কারণেই তাদের উত্থাপিত প্রশ্নটি জটিল ছিল। তারা মনে করত, তিনি যে প সমস্যায় পড়বেন। যদি তিনি বলতেন যে এটি আইনসম্মত নয়, তাহলে হেরোদীয়রা...

তাকে সিজারের শত্রু বলে অভিযুক্ত করতে প্রস্তুত ছিল। যদি তিনি বলতেন যে এটি বৈধ, তাহলে ফরীশীরা

তারা জনগণের কাছে তাঁকে এমন এক মত পোষণ করার জন্য এবং তাদের অধিকারের শত্রু হিসেবে অভিযুক্ত করতে প্রস্তুত ছিল, যা তাদের কাছে অত্যন্ত অজনপ্রিয়। তাই, যিশু যদি বলতেন যে সিজারে তবে হেরোদীয়রা তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারত, যাতে রোমানরা এর জন্য তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে। আর যদি তিনি এর উল্টোটা বলতেন, যে

সিজারকে কর প্রদান করা বৈধ ছিল, জনগণ তার বিরুদ্ধে চলে যেতে পারত। অন্যটি

এখানকার যে মতটি তারা অনুসরণ করত বলে মনে হয়, তা হলো, যখন কোনো জনগোষ্ঠীকে পরাধীন করা হতো

একটি বিদেশী শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হলে, তাদের ধর্মের অধিকার ও রীতিনীতি গ্রহণ করা সঠিক ছিল।

মার্ক ৮:১৫-এ হেরোদের খামির বলতে এটাই বোঝানো হয়েছিল। হেরোদীয় ও সদ্দূকীরা মনে হয়

অধিকাংশ প্রশ্নেই ঐক্যবদ্ধ থাকার কথা। এটা কৌতূহলোদ্দীপক যখন যীশুকে এদের দ্বারা প্রশংসা করা হয়েছিল।

যারা ব্যক্তিবিশেষকে অসম্মান করা এবং মানুষকে ভয় না করার ব্যাপারে আন্তরিক ছিল না। তারা আসলে

তারা নিজেদের খুশি করার জন্য তাকে দিয়ে কাজ করানোর চেষ্টা করছিল এবং মূলত তাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিল।

সম্ভবত সে তাই করবে যা তারা তাকে দিয়ে করাতে চাইছিল, যাতে তাকে ফাঁসানো যায়।

যখন লোকেরা আমাদের আন্তরিক এবং প্রভাবিত না হওয়ার জন্য প্রশংসা করে, তখন আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

দুনিয়া ইত্যাদির দ্বারা। বিশেষ করে যদি তারা এমন লোক না হন যারা দৃশ্যত আন্তরিক খ্রিস্টান,

তারা হয়তো আমাদের দিয়ে বোকার মতো বা দোষ স্বীকারমূলক কিছু বলানোর জন্য ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছে। যিশু প্রমাণ করেছিলেন

তার প্রলোভনকারীদের গ্রাহ্য না করে এবং তার কথায় তাদের দ্বারা নিহত হতে না দিয়ে তারা তাদের কথাকে সঠিক প্রমাণ করেছিল।

আমরা ২০ পদে দেখতে পাই যে, যিশুর কাছে রোমানদের দেওয়া করের টাকা ছিল।

এর মধ্যে একটা বিচক্ষণতা ছিল যে, তিনি তাদের দিয়েই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ালেন, যাতে সেখানে

এ নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকত না। যদি সে শুধু ওই কথাটাই বলত, তাহলে তারা তার যুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারত।

তার প্রশ্ন করার মাধ্যমে এবং তাদের সেভাবে উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে, তারা মূলত ইতিমধ্যেই

উত্তর দেওয়া হয়েছে। তারা তাকে বলেছিল, "সিজারের।" তাদের শেষে বলো, "অতএব প্রদান করো।"

যা সিজারের, তা সিজারের প্রাপ্য এবং যা ঈশ্বরের, তা ঈশ্বরের প্রাপ্য।" এই কথা শুনে তারা বিস্মিত হল এবং তাঁকে ছেড়ে নিজেদের পথে চলে গেল। আমরা শিখি

এখানে একটি শিক্ষণীয় বিষয় হলো, তৎকালীন রোমান সম্রাট ছিলেন টাইবেরিয়াস সিজার। অগাস্টাস সিজার ছিলেন প্রথম রোমান সম্রাট। অগাস্টাস ছিলেন জুলিয়াস সিজারের ভাগ্নে, যাঁকে হত্যা করা হয়েছিল যে তিনি সম্রাট হওয়ার চেষ্টা করবেন। এরপর যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে জুলিয়াসের ভাগ্নে অগাস্টাসই প্রথম রোমান সম্রাট হয়েছিলেন। আমি জানি না টাইবেরিয়াস অগাস্টাসের পুত্র ছিলেন, নাকি তাঁর

কিন্তু তার পরে টাইবেরিয়াস ছিলেন সম্রাট। তিনিই হতেন যার ভাবমূর্তি ও কুসংস্কার

এই মুদ্রায় ছিল। আমরা ইতিহাস থেকে জানি, টাইবেরিয়াস একজন অত্যন্ত দুষ্ট লোক ছিলেন। তথাপি, যিশু,

যখন তিনি বলেন, "যা কিছু সিজারের, তা সিজারের অধীনে দাও," তখন আমি শাস্ত্রের অনুচ্ছেদগুলোর দিকে ফিরব না।

রোমীয় ১৩ এবং ১ পিতর ২ অধ্যায়ে এই বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, আমরা বেসামরিক নেতাদের প্রতি সম্মান ও আনুগত্য প্রদর্শন করতে বাধ্য।

কর এবং আইন অনুযায়ী তারা যে নথি সংগ্রহ করে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে

ঈশ্বর নাগরিক সরকারকে তাঁর নিজের সরকারের সহজাতভাবে বিরোধী বলে মনে করেন না। রোমীয় ১৩ অধ্যায় এ কথা বলে।

এই বিষয়ে। আমার মনে হয় আমরা সম্ভবত এটা আগেও দেখেছি। অ্যাডাম ক্লার্ক ২১ পদে বলেন, "অতএব ঈশ্বরের জিনিস সিজারকে দিও না এবং সিজারের জিনিস ঈশ্বরকে দিও না।" যিশু, "ঈশ্বরের জি বলেছিলেন, "সিজারের জিনিস সিজারকে দাও," কারণ আমার সন্দেহ, এর একটি কারণ হলো একজন ইহুদির পক্ষে তা দেওয়া মূর্খতা হবে।

মন্দিরে অথবা সরকারের কাছে আমাদের যে দেনা আছে তা সুসমাচারের জন্য দান করা। আমাদের উচিত

আইন অনুযায়ী কর এবং অন্যান্যদের কাছে থাকা ঋণ পরিশোধ করার আগে

আমরা ঈশ্বরের কাজের জন্য দান করি, কারণ ঈশ্বর চান না যে তাঁর কাজে বা অন্য কোনো জিনিসের জন্য কিছু দেওয়া হোক।

যা তার কাছ থেকে আসে এবং যা ন্যায়সঙ্গতভাবে অন্য লোকেদের প্রাপ্য। আমরা এখানে প্রকৃত অনুতাপের একটি শিক্ষা দেখতে পাই।

২১ পদে বলা হয়েছে, প্রকৃত অনুতাপ হলো সত্য ঈশ্বরের কাছে আমাদের সর্বস্ব সমর্পণ করা। আমাদের আত্মার উপর তাঁর প্রতিচ্ছবি ও তাঁরই লিপি রয়েছে। তাঁর কাজের প্রমাণ আমাদের মধ্যে এবং আমা করে...

কীভাবে আমাদের দেহ, মন এবং আত্মার সেবার উপর ঈশ্বরের অধিকার রয়েছে, এবং আমরা এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে সে বিষয়ে আলোচনা করব। সেখানে একটি ভালো অনুচ্ছেদ হলো লূক ১৭:৫-১০, আলোচনা করব না। আমরা এটি অন্য একটি প্রসঙ্গে দেখেছি।

এর আগে, যিশু মূলত সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন যা এই লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, সিজারকে কর দেওয়া বৈধ কি না। প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া কঠিন ছিল, কিন্তু তিনি তা করেছিলেন।

যেভাবে তিনি বিষয়টি উত্থাপন করলেন এবং দেখিয়ে দিলেন যে এটি সিজারের ছিল, তাতেই বিষয়টি এতটাই স্বতঃসিদ্ধ ছিল।

এই ধারণা যে, জনগণের কাছ থেকে তিনি যে কোনো বিরোধিতা পেতে পারতেন, সেই বিষয়ে তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

বিরোধিতা করাটা অন্যায় হতো, আর তাই তারা বিস্মিত হয়ে তাদের ছেড়ে নিজেদের পথে চলে গেল।

পথ। ২৩ পদে আরও বলা হয়েছে, "সেই দিন সদ্দূকীরা তাঁর কাছে এসে, যারা বলে যে পুনরুত্থান নেই, তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'গুরু, মোশি বলেছেন, 'যদি কোনো পুরুষ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়, তবে তার ভ তার ভাইয়ের জন্য বংশধর উৎপন্ন করবে।' এখন তারা সাত ভাইয়ের সঙ্গে ছিল, এবং তাদের মধ্যে প্রথম জন যে স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল সে হয় মৃত ছিল অথবা মারা গিয়েছিল,

এবং নিঃসন্তান হওয়ায় তিনি তাঁর স্ত্রীকে তাঁর ভাইয়ের কাছে রেখে গেলেন; একইভাবে দ্বিতীয়জনকেও, এবং তৃতীয়জনকে সপ্তমজনের কাছে; আর সবশেষে সেই নারীটিও মারা গেল। অতএব পুনরুত্থানের স
স্ত্রী হবে, কারণ তারা সকলেই তাকে পেয়েছিল? যীশু তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, তোমরা শাস্ত্র বা ঈশ্বরের শক্তি না জেনেই শুনছ। পুনরুত্থানের পর তারা বিবাহ করে না বা তাদের বিবাহ দেওয়াও হয় না, বি
মতো হয়, তবে মৃতদের পুনরুত্থানের বিষয়ে। ঈশ্বর তোমাদের কাছে যা বলেছিলেন, তা কি তোমরা পড়নি, এই বলে যে, 'আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর'?

ঈশ্বর মৃতদের ঈশ্বর নন, বরং জীবিতদের ঈশ্বর। আর জনতা যখন এই কথা শুনল,

তারা তাঁর মতবাদে বিস্মিত হয়েছিলেন।" সদ্দুকীরা মূলত তৎকালীন ধর্মীয় উদারপন্থী ছিলেন এবং তারাই ছিলেন প্রধানত মহাযাজক ও সবচেয়ে ক্ষমতাশালী যাজকদের মধ্যে অন্যতম।

প্রকৃতপক্ষে তারা অধিকাংশই সদ্দূকী ছিলেন। সুতরাং এটি ছিল সদ্দূকী ও ফরীশীদের মধ্যে একটি বিবাদ।

যা আমরা প্রেরিত ২৩ অধ্যায়ে দেখেছি। এই বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড মতভেদ ছিল। সদ্দূকীরা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করত এবং মানুষের আত্মা আছে, মানুষ ঈশ্বর থেকে পৃথকভাবে থাকতে পা
করত।

তার দেহ। আর তাই এটি সেই সময়ে ইসরায়েলে একটি উত্তপ্ত ধর্মীয় প্রশ্ন ছিল, যেমনটা হতো

যদি একদল রক্ষণশীল এবং একদল উদারপন্থী পণ্ডিত কোথাও একত্রিত হতেন,

জানেন, আজ গির্জার সম্মেলন বা ওইরকম কিছু একটা ছিল। সদ্দূকীরা যে কারো দিকে তাকাতে বাধ্য করছিল।

যারা মৃতদের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে, এই প্রশ্নটি করে তাদের বোকা মনে হয়। সুতরাং এর মধ্যে একটি শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু প্রথমত, আমি মনে করি এটা উল্লেখ করা ভালো যে, আমার মতে এটি সত্যিই একটি

একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা আমরা এই উদাহরণ থেকে দেখতে পাই, পূর্ববর্তী উদাহরণটি, সিজারকে অনুদান দেওয়া বৈধ কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, এবং পরবর্তী প্রশ্নটি যা তিনি ছিলেন

সর্বশ্রেষ্ঠ আজ্ঞা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। লক্ষ্য করুন, যিশু কীভাবে তাঁর প্রতিপক্ষের মতামতের বিরুদ্ধে নিজের কথা রেখেছিলেন। কোনো মতবাদের পক্ষে যুক্তি দেওয়া শুরু করার সময় এবং সেই স

যা আমরা বিশ্বাস করি অথবা আমাদেরকে করা কোনো প্রশ্নের অন্য কোনো উত্তর, হতে পারে।

বোঝাই যায় যে লোকটি আন্তরিক নয়, অথবা সে আপনাকে ফাঁদে ফেলে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে।

বোকার মতো দেখাবে। হিতোপদেশ ১৭, ২৭ এবং ২৮। হিতোপদেশ ১৭, ২৭ এবং ২৮। তাঁর জ্ঞান, আত্মা ও বাক্য ছিল, এবং একজন বুদ্ধিমান লোক উত্তম আত্মার অধিকারী। এমনকি একজন বোকাও যখন ধ

তাঁর কাজকে বিজ্ঞ বলে গণ্য করা হয়, এবং যে নিজের মুখ বন্ধ রাখে, তাকে বুদ্ধিমান বলে বিবেচনা করা হয়। যিশু ঈশ্বরের পুত্র হওয়ায়, তাঁর ছিল নিখুঁত প্রজ্ঞা, প্রতি মুহূর্তে পবিত্র আত্মার কাছ থেকে তাঁ
কোনো বাধা ছিল না, শাস্ত্র এবং তার শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ছিল পরম ও সম্পূর্ণ বোধগম্যতা, এবং তিনি তাঁর পিতার প্রেম ও সুরক্ষায় সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ছিলেন।

শত্রুদের সামনে চ্যালেঞ্জের মুখেও তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন।

আমরা পড়ি যে, তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে তিনি বেশ দীর্ঘ উপদেশ ও বার্তা দিতেন, এবং এমনকি যখন

তিনি সেখানে উপস্থিত শ্রোতাদের সামনে প্রচার করছিলেন, কিন্তু যখন তিনি তাঁর শত্রুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হচ্ছিলেন, তখন তিনি তাঁর কথা সংক্ষিপ্ত রেখেছিলেন। তাই সদুকীরা যীশুকে হাস্যকর প্রমাণ কর
পরিস্থিতি তুলে ধরছে তা নিজেই একটি ভ্রান্ত ধারণা।

হাস্যকর এবং এতটাই উদ্ভট যে, কথা বলার পরেই তাদের বোকার মতো শোনাচ্ছে। ২৪ নং শ্লোকটি একটি ইঙ্গিত।

দ্বিতীয় বিবরণ ২৫:৫ অনুসারে, এটি ইস্রায়েল জাতিকে উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য দেওয়া একটি অংশ ছিল।

ইস্রায়েল জাতির মধ্যে এই নিয়ম ছিল যে, যদি কোনো পুরুষ নিঃসন্তান অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি ছাড়া মারা যায়, অর্থাৎ উত্তরাধিকার গ্রহণের মতো কোনো সন্তান না থাকে, তবে তার ভাইকে বিবাহ করতে হবে।

যে নারী তার স্ত্রী ছিল, এবং তাদের প্রথম সন্তানটি হবে

মৃত ব্যক্তির পুত্র বা কন্যা হিসাবে গণ্য করা, যদিও সে তার প্রকৃত সন্তান ছিল না। সুতরাং মনে রাখবেন যে সদ্দূকীরা পুনরুত্থানকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। এবং আমরা দেখি

কীভাবে মানুষ ধর্মগ্রন্থের অপব্যবহার করতে পারে, সে সম্পর্কে একটি শিক্ষা। তারা বাইবেলের একটি শিক্ষার সাথে বাইবেলের শিক্ষা যোগ করেছে।

শিক্ষা হলো মৃতদের পুনরুত্থান। তারা এর সাথে আরও যোগ করেছে এই ধারণা যে, পুনরুত্থানে বিবাহও থাকবে, এবং এটা একটা মূর্খতাপূর্ণ অনুমান ছিল যে, পুনরুত্থানেও এখানকার মানুষের মতো বিবাহিত ম
বলেন, "এই দুষ্ট লোকদের দ্বারা উত্থাপিত এই প্রশ্নটি একজন লম্পটের মুখে যেমন মানায়, ঠিক তেমনই।" একজন লম্পট

সে এমন একজন ব্যক্তি যে কম উদ্বিগ্ন, যে স্বেচ্ছায় দৈহিক পাপে লিপ্ত হয়, যে নিজেকে মাতাল হওয়া, ব্যভিচার করা এবং অন্যান্য মন্দ কাজ করার অধিকারী ও স্বাধীন মনে করে। যারা জগতে ঈশ্বরকে ছাড়া
ছাড়া অন্য কোনো ঈশ্বর নেই, এবং যাদের আছে

ঈশ্বরের সান্নিধ্য থেকে যে সুখ আসে তা পাইনি, এবং তা ছাড়া অন্য কোনো আনন্দও নেই।

ইন্দ্রিয়গত কামনার পরিতৃপ্তি থেকে আসে। স্রোতধারা উৎসের চেয়ে উঁচু হতে পারে না।

এই পুরুষেরা এবং তাদের কনিষ্ঠ ভাইয়েরা—নাস্তিক, ঈশ্বরবাদী এবং সকল প্রকার স্বেচ্ছাচারীরা—গঠন করতে পারে।

স্বর্গকে আশীর্বাদের স্থান হিসেবে ভাবার কোনো সুযোগ নেই, যদি না তারা সেখানে পরিতৃপ্তি লাভের আশা করতে পারে।

তাদের ইন্দ্রিয়গত বাসনার। শেষে তিনি কী বলেন তা লক্ষ্য করুন। প্রত্যক্ষ করার জন্য এটি একটি ভালো জিনিস।

মুসলমানরা ঠিক এই ভূমিতেই মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জান্নাত নির্মাণ করেছিলেন, অ্যাডাম ক্লার্ক। এটা এর বিরুদ্ধে একটি প্রমাণ।

ইসলামে জান্নাত হলো পার্থিব আকাঙ্ক্ষা এবং এমনকি বস্তুসমূহ পূরণ করতে সক্ষম হওয়া।

যা পৃথিবীতে তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু প্রকৃত স্বর্গ এবং বাইবেলের ঈশ্বর অনুসারে যারা সত্যিই স্বর্গীয় মনোভাবাপন্ন, তারা এমন এক পুরস্কারের প্রত্যাশা করে যা আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা, ন্যায়বিচার
ঈশ্বরের সাথে গভীরতর ঘনিষ্ঠতার সাথে সম্পর্কিত।

এবং এই জাতীয় বিষয়। কল্পকাহিনীগুলো কেবল মোশির পাঁচটি গ্রন্থকেই স্বীকার করে। তাই যিশু তাদের উত্তর দেন।

মুসার পাঁচটি গ্রন্থ থেকে, অর্থাৎ মুসার পাঁচটি গ্রন্থকে পঞ্চাশত্তমী বলা হয়,

আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনাপুস্তক এবং দ্বিতীয় বিবরণ, বাইবেলের প্রথম পাঁচটি গ্রন্থ।

আছে

আজকাল এমন অনেক লোক আছে যারা নানা ভ্রান্ত মতবাদ শিক্ষা দেয় এবং বলে যে তারা কেবল ঈশ্বরের বাক্যই শোনে।

লাল অক্ষরে লেখা যিশুর কথা এবং সুসমাচারগুলো। আর সেই একই লোকেরা, তাদের ভ্রান্ত মতবাদগুলো

সুসমাচারে যিশুর কথার দ্বারা তাদের ভুল প্রমাণ করা যায়। তারা বলে যে যিশু কেবল ভালোবাসা, করুণা এবং ক্ষমার প্রতীক এবং তিনি পাপের বিরুদ্ধে প্রচার করেন না, বিচার বা এই জাতীয় কোনো বিষয়েও আপনি সুসমাচারে যিশুর নিজের কথায় ফিরে গিয়ে, ঠিক সেই কথাগুলো থেকেই তাদের ভুল প্রমাণ করতে পারেন, যেগুলোকে তারা মেনে চলার দাবি করে। যারা শিক্ষা দেয়

পুরাতন নিয়মে মোশির বিপরীতে, যিশুকে এই কারণে ভুল প্রমাণ করা যায় যে যিশু

যেমনটা আমরা অধ্যায় ১৫-তে এবং আরও অনেক জায়গায় দেখেছি, তিনি মোশির কথাকে ঈশ্বরের কথার সঙ্গে এক করে দেখেছেন।

তিনি বললেন, "মনে করো না যে আমি বিধান ধ্বংস করতে এসেছি, বরং তা পূর্ণ করতে এসেছি।" সুতরাং মূলত,

বিবাহ এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে তারা যেগুলোকে অযৌক্তিক বলে দাবি করত, সেই নিষ্ঠুর আপত্তির জবাবে যিশু তাদের বলেন, "তোমরা ২৯ পদে পরিধান করো না, না

শাস্ত্র বা ঈশ্বরের শক্তি সম্পর্কে জ্ঞান না রেখে, কারণ পুনরুত্থানে তারা বিবাহ করে না বা তাদের বিবাহ দেওয়া হয় না, বরং স্বর্গে ঈশ্বরের দূতদের মতো হয়।" কিন্তু স্পর্শ করার ক্ষেত্রে

মৃতদের পুনরুত্থান, তোমরা কি ঈশ্বরের সেই কথা পড়োনি, যা তিনি তোমাদের কাছে বলেছেন, "আবার লক্ষ্য করো, যীশু বলেছেন যে, যাত্রাপুস্তকে মোশির লেখা ঈশ্বরের বাক্যই ঈশ্বরের বাক্য। আমি আব্র এবং যাকোবের ঈশ্বর। ঈশ্বর মৃতদের ঈশ্বর নন, বরং জীবিতদের ঈশ্বর।" আর জনতা যখন এই কথা শুনল, তারা ছিল

তাঁর শিক্ষায় বিস্মিত। যাত্রাপুস্তকে যখন ঈশ্বর ঝোপের মধ্যে মোশির সঙ্গে কথা বলেছিলেন, আব্রাহাম, ইসহাক,

এবং যাকোব মৃত ছিলেন। আমি যে ভাষ্যগুলো পড়েছিলাম, তার মধ্যে একটিতে সংখ্যাগুলো দেখেছিলাম। আমার মনে হয়, আব্রাহাম প্রায় ৩২৯ বছর, ইসহাক ২২৪ বছর এবং যাকোব ১৯৮ বছর ধরে মৃ নিজেকে আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর বলে অভিহিত করলেন...

যাত্রাপুস্তকে মোশির বিবরণ অনুযায়ী, যখন এই তিনজন লোক ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছিলেন, তখন এটা স্পষ্ট যে যদি তারা থেমে যেত

অস্তিত্ব থাকত, যদি তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হতো, যেমনটা ফরীশীরা তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করার মাধ্যমে শিখিয়েছিল।

পুনরুত্থান হলে, ঈশ্বর নিজেকে তাদের ঈশ্বর বলে ডাকতেন না, কারণ সেই মুহূর্তে তাদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যেত। তাহলে ঈশ্বর কীভাবে তাদের ঈশ্বর হতে পারেন? আর লোকেরা বুঝতে পারল যে, মাধ্যমেই প্রশ্নটির সমাধান করে দিয়েছেন, যা এই সদ্দুকীরা ব্যবহার করত।

দাবিগুলো ছিল এমন, যা সদ্দুকীরা নিজেরাও বিশ্বাস করত বলে দাবি করত। আর তাই জনতা তাঁর শিক্ষায় বিস্মিত হয়েছিল। লূক ২০:৩৮-এ যিশু বলেছেন, "কারণ তিনি মৃতদের ঈশ্বর নন, কিন্তু জীবিতদের ঈ জীবিত।" আর তাই এটি একটি খুব, "কারণ

"সকলেই তাঁর জন্য জীবনযাপন করে"—এই কথাটি তিনি আপনার ঈশ্বর হওয়ার অর্থ কী, তার একটি খুব ভালো বর্ণনা। এবং স্পষ্টতই, যারা দুষ্ট এবং তাঁর জন্য জীবনযাপন করে না, তাদেরও তাঁর জন জবাবদিহি করতে হবে এবং বিচার করা হবে। ঈশ্বর করেন না, বাইবেলের দুষ্ট লোকেরা, আমার মনে হয়...

পুরাতন নিয়মে রাজা আহাজের কথা বলা হয়েছে, যেখানে বলা হয় তিনি ঈশ্বররূপে প্রভুর বিরুদ্ধে সীমা লঙ্ঘন করেছিলেন। এবং আমার মনে হয়, এবং বাইবেলের একজন ভাষ্যকার, আমার ঠিক মনে নেই নিজেকে অস্বীকার করেছিলেন বলেই ঈশ্বর তাঁর উপর থেকে সার্বভৌম অধিকার ত্যাগ করেননি।" আর এটাই হলো...

যখন আমরা যীশুকে প্রভুদের প্রভু এবং রাজাদের রাজা বলি, তখন বিষয়টা ঠিক এমনই হয়। যীশু সকলের।

প্রভু এবং সকলের রাজা, কিন্তু সবাই তা স্বীকার করে না এবং সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করে না। কিন্তু তাতে এই সত্য বদলায় না যে, তিনি এখনও তোমাদের শাসক। এবং যখন তিনি ফিরে আসবেন, তখন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু যারা এই জীবনে তাঁর শাসনের কাছে নত হয় না এবং তাঁকে অনুসরণ করে না, তাদের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর বিজিত শত্রু হিসেবে তাদের ধ্বংস করে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা কর প্রতি তাঁর নিজের লোকদের মতো দয়া করবেন না। দেখা যাক, এখানে আর কিছু আছে কি? বাইবেলের একটি অংশে, এটি অ্যাডাম কোয়ার্ক বা অন্য কারো লেখা, কিন্তু এটি ৩৩ নং পদে নেই, "ঈশ্বর ত করেন..."

অন্যদের আধ্যাত্মিক উন্নতি।" সুতরাং, ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করার ক্ষেত্রে এটি আমাদের জন্য একটি শিক্ষা। যখন কেউ কোনো ভ্রান্ত মতবাদ নিয়ে আসে এবং আপনার মণ্ডলীর লোকেরা সে সম্পর্কে অবগত দেওয়ার এটি একটি চমৎকার সুযোগ। কিন্তু আসল সত্যটা কী, আসল সত্যটা কী?

এ ব্যাপারে সত্যটা কী? আর খ্রিষ্টানদের বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত করার এটা একটা খুব ভালো উপায় হলো... আমি বলছি না যে ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত।

এমন মানুষদের কাছে যাদের তারা চেনে না, কারণ কেন, বুঝতেই পারছেন, কেন, কেন মানুষকে মিথ্যার সম্মুখীন করা হবে।

অপ্রয়োজনে। কিন্তু যদি আপনি জানেন যে মানুষ অনিবার্যভাবে কোনো না কোনো মিথ্যার সম্মুখীন হবে, অথবা তারা ইতিমধ্যেই সেই মিথ্যার সম্মুখীন হয়েছে, তাহলে সেই বিষয়টির আসল সত্যটা কী, তা তা চমৎকার সুযোগ।

যে বিষয়ে তাদের কাছে মিথ্যা বলা হয়েছে। সুতরাং, এরপরে ৩৪ পদে বলা হয়েছে, "কিন্তু যখন ফরীশীরা

শুনল যে তিনি সদ্দূকীদের নীরব করে দিয়েছেন, তারা একত্রিত হল। তখন তাদের মধ্যে একজন,

একজন উকিল তাঁকে প্রলুব্ধ করার জন্য একটি প্রশ্ন করে বললেন, 'গুরু, শ্রেষ্ঠ আদেশ কোনটি?'

'ব্যবস্থার মধ্যে?' যিশু তাঁকে বললেন, 'তুমি তোমার ঈশ্বরের বাক্য সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রচার করবে।'

এবং তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, এবং তোমার সমস্ত মন দিয়ে।" এটি গ্রিক আজ্ঞাগুলোর মধ্যে প্রথম। "এবং

দ্বিতীয়টি হলো, তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে প্রণাম করবে।" এবং এই দুটি আদেশ

তারা বলছিল, "ওহ, নবীদের বিধান।" যিশু তা শিক্ষা দিচ্ছিলেন না, কিছু লোক তাঁর বলা কথাটিকে ব্যবহার করে তা শেখাতে চেয়েছিল; তারা ভুলভাবে ধরে নিয়েছিল যে যা কিছু বলা হয়েছিল তার সবই সত্য।

এখন পুরাতন নিয়মে, সেই আদেশগুলো তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন শুধু আছে, "ভালোবাসা

"তোমার সমস্ত হৃদয়, আত্মা ও মন দিয়ে তোমার ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করো এবং তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসো।" কিন্তু যিশু এটা শেখাচ্ছিলেন না যে এখন থেকে এমনটাই হবে। তিনি শেখাচ্ছিলেন যে, এমন কোনো সময় ছিল না যখন সমস্ত আদেশগুলো প্রযোজ্য ছিল না।

এই দুটি মহান আজ্ঞার উপর নির্ভর করুন। এবং ঈশ্বরের বাক্যে সম্পর্কিত অন্য সকল আজ্ঞার উপরও।

নৈতিকতার প্রতি, অথবা প্রকৃতপক্ষে এটি যে চুক্তির অধীনে আমরা আছি, তা হলো একটি উদাহরণ, একটি শিক্ষা যে সর্বস্ব দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে ভালোবাসার অর্থ কী উপাসক, ঈশ্বরের রাজ্যের একজন বিশ্বস্ত প্রজা, ঈশ্বরের বাক্য শুনে কম্পিত হবে, কারণ তারা...

বিষয়টা সেভাবে দেখুন। ঈশ্বর যদি আমার পোশাক কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কোনো আদেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে সেটা একটা

আমার সময় কীভাবে কাটানো উচিত সে সম্পর্কে কোনো নির্দেশ, বা যেকোনো বিষয়ে কোনো নির্দেশ,

সেই আদেশের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত এই ইঙ্গিত দেয় যে, আমরা সত্যিই ঈশ্বরকে আমাদের সর্বস্ব দিয়ে ভালোবাসি কি না এবং আমাদের প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে ভালোবাসি কি না, এ উদ্দেশ্য কি না। আর ঈশ্বরের বাক্যের প্রত্যেকটি আদেশকে আমাদের এভাবেই দেখা উচিত। এই দুটি কাজ কীভাবে করতে হয়, তার একটি শিক্ষা সেখানে রয়েছে। ৩৫ পদের এই লোকটি সম্ভবত ব্যবস্থার সেই অর্থে আইনজীবী ছিলেন না, যেভাবে আমরা ফৌজদারি আইনজীবীকে বুঝি।

তিনি একজন জেলা অ্যাটর্নি ছিলেন। তিনি মোশির আইনের শিক্ষক ছিলেন। তিনি একজন লিপিকার ও লিপিকার ছিলেন এবং সম্ভবত কেরয়েডস নামক একটি সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন, যারা ভ্রান্ত মৌখিক এ

ইহুদি বয়োজ্যেষ্ঠরা কেবল ঈশ্বরের লিখিত বাক্যকেই ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করতেন। এবং তা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবেই উত্তম ছিল। অনেক ইহুদি মনে করত যে বলিদান, ত্বকচ্ছেদ বা ধৌতকরণই হলো ধর্মগ্রন্থ।

এটা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ আদেশ। এবং আমরা আলোচনা করেছি যে কীভাবে সেটা একটা বড় সমস্যা ছিল।

এবং সেই সময়ে ইসরায়েলে একটি বড় ভ্রান্তি ছিল এই যে, আনুষ্ঠানিক আইনের অনেক কিছুর প্রতিই উচ্চ শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের নৈতিক আইন এবং পরিশেষে মনোভাব...

মহান আদেশগুলো, যার উপর অন্য সকল আদেশ নির্ভরশীল ছিল, তা ছিল অত্যন্ত নীচু। এবং এটাই একটা বড় ব্যাপার।

এই কারণেই কিছু দিক থেকে অত্যন্ত ধার্মিক এই লোকেরা শেষ পর্যন্ত পাপে জীবনযাপন করত।

এবং বলিদান ও খৎনার মতো বিষয়ে তাদের গভীর ভক্তি থাকা সত্ত্বেও

এবং ধৌতকরণ, আমরা ৩৭ ও ৩৮ পদে দেখতে পাই যে, ঈশ্বরের কাছে সেই সমস্ত জিনিস নিবেদন করার অর্থ কী, যা

ঈশ্বর হোন, যার বিষয়ে যিশু ২১ পদে কথা বলেছিলেন। তাই অ্যালবার্ট বার্নসের কিছু খুব ভালো যুক্তি আছে।

ধর্মগ্রন্থের এই অংশের উপর মন্তব্য, যা আমি এখানে পড়তে যাচ্ছি। ২২, ৩৭, যীশু তাঁকে বললেন, মার্ক বলেন যে তিনি একত্বের মতবাদের উল্লেখ করে এর সূচনা করেছিলেন।

ঈশ্বরের বিষয়ে, "হে ইস্রায়েল, তোমার ঈশ্বরের বাক্যই এক প্রভু," দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪ থেকে নেওয়া। এই কথাটি বলা হয়েছিল, এবং আমি এখানে অ্যালবার্ট বার্নস যা বলেছেন তার প্রতি গভীর মনোযোগ দে বিষয়ে মানুষকে ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এই কথাটি সম্ভবত বলা হয়েছিল কারণ...

সকল প্রকৃত আনুগত্য ঈশ্বর সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কেউই তাঁর আদেশ পালন করতে পারে না যে...

তাঁর স্বভাব, তাঁর পূর্ণতা এবং তাঁর আদেশ দেওয়ার অধিকার সম্পর্কে অবগত নন। প্রেরিত ১৭ অধ্যায়ে মনে রাখবেন

মার্সেল দ্বীপে এথেন্সবাসীদের কাছে প্রচার করার সময় পৌল প্রথম যে কথাগুলো বলেছিলেন। তিনি তাদের অজানা ঈশ্বরের বেদি দেখে বললেন, "অতএব তোমরা স্বভাবতই তাঁরই উপাসনা কর।"

সমস্ত গৌরব আপনারই।" তারপর তিনি বলতে শুরু করলেন যে, ঈশ্বরই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের হাতে তাঁর উপাসনা করা হয় না। তিনি বললেন, আমাদের এমনটা ভাবা উচিত নয় যে ঈশ্বর রূপ কারুকার্য ও নকশা দিয়ে খোদাই করা। তিনি ঈশ্বরের মহিমা নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন এবং বললেন যে তাঁকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তেলরঙ কতটা অনুপযুক্ত। অ্যালবার্ট বার্নস এখানে ঠিক এই বিষয়গুলো

আমি এটা নিজের ভাষায় বলছি, কিন্তু মার্সেল দ্বীপে পল এথেন্সবাসীদের কী বলেছিলেন তা অধ্যয়ন করা ভালো।

প্রেরিত ১৭ অধ্যায়ে, "অতএব অ্যালবার্ট বার্নস বলতে থাকেন, 'আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসব।'"

এর অর্থ হলো, "তুমি তাকে তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় বা শক্তি দিয়ে ভালোবাসবে। তুমি তাকে অন্য সকল সত্তা ও বস্তুর ঊর্ধ্বে সর্বোপরি ভালোবাসবে, এবং সম্ভাব্য সকল তীব্র আবেগ দিয়ে তাকে ভালোবাসবে; সমস্ত তোমার অনুরাগ চূড়ান্তভাবে, আরও দৃঢ়ভাবে স্থাপন করবে।"

অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি, এবং তাঁর আদেশে আমাদের প্রিয় সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকা, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, অথবা তোমার সমস্ত জীবন দিয়ে।" এর অর্থ হলো জীবন ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকা।

তাঁর প্রতি এবং তাঁর সেবায় সবকিছু উৎসর্গ করা, তাঁর জন্য বাঁচা এবং তাঁর জন্য মরতে প্রস্তুত থাকা।

তাঁর আজ্ঞা পালন করো, তোমার সমস্ত মন দিয়ে বুদ্ধিকে তাঁর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করো, আমাদের নিজেদের মনের সিদ্ধান্তের চেয়েও তাঁর দীর্ঘ সুসমাচারকে বেশি ভালোবাসো, আমাদের সমস্ত সামর্থ্যকে উ উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক হও এবং আমাদের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জন ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার সমস্ত ফল তাঁর প্রতি উৎসর্গ করো, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে।

আমাদের আত্মা ও দেহের সামর্থ্যসমূহকে, তাঁর মহিমার জন্য চিহ্নিত করতে ও পরিশ্রম করতে এবং সেটিকে বাস্তবে পরিণত করতে

আমাদের সকল প্রচেষ্টার মহান উদ্দেশ্য। ২২৩৮-এ, প্রথম এবং মহান আদেশ, এই আদেশটি দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৫-এ পাওয়া যায়, "এটি সবকিছুর মধ্যে প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রথম, ক্রমানুসারে নয়।

সময়ের দিক থেকে নয়, বরং গুরুত্বের দিক থেকেও সর্বশ্রেষ্ঠ; মর্যাদা, উৎকর্ষ, ব্যাপ্তি এবং স্থায়িত্বে সর্বোচ্চ। এটিই অন্য সবকিছুর উৎস। সকল সত্তাকে তাদের উৎকর্ষ অনুসারে ভালোবাসা উচিত।

কারণ ঈশ্বর সকল সত্তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত। তাঁকেই সর্বাগ্রে ভালোবাসা উচিত।

"যদি তিনি লিখতে ভালোবাসেন, তাহলে আমাদের অনুরাগ সকল সৃষ্ট বস্তুর প্রতি সঠিক পথে পরিচালিত হবে।" এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ উক্তি। আমি এটা আবার পড়ব। "যদি তিনি লিখতে ভালোবাসেন,

তাহলে আমাদের অনুরাগ সকল সৃষ্ট বস্তুর প্রতি সঠিক উপায়ে পরিচালিত হবে।" ২২৩৯, দ্বিতীয়টি এর সাথে সম্পর্কিত। লেবীয় পুস্তক, এটি লেবীয় পুস্তক ১৯-১৮ থেকে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, এটি সাদৃশ্যপূর্ণ

গুরুত্ব, মর্যাদা, পবিত্রতা এবং উপযোগিতার দিক থেকে। আইনজীবী এই প্রশ্নটি করেননি যে কী

এটি ছিল দ্বিতীয় প্রধান আজ্ঞা। কিন্তু যিশু তাকে এর মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করার জন্য একটি সুযোগ নিলেন।

সমগ্র ব্যবস্থার, রোমীয় ১৩-৯ অধ্যায়ের সাথে তুলনা করে। মার্ক আরও বলেন, "অন্য কোনো আজ্ঞা নেই

এদের চেয়েও মহান। ত্বকচ্ছেদ বা বলিদানের বিষয়ে কেউই মহান নয়। তারাই উৎস।

সকলের।" অ্যাডাম ক্লার্ক ২২৩৯-এ বলেন, "তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে। আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা থেকেই উৎসারিত হয়।" প্রকৃত অর্থেই আমাদের প্রতি
দৃষ্টিতে পরিণত হওয়া। আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি ন্যায়সঙ্গত ভালোবাসা হওয়া। "এর মূলনীতি হিসেবে ঈশ্বরের ভালোবাসার মধ্যেই এটি পাওয়া যায়,

আদর্শ এবং সমাপ্তি। আর ঈশ্বরের ভালোবাসা আমাদের প্রতিবেশীর ভালোবাসার মধ্যেই তার ফল, প্রতিরূপ এবং অভ্রান্ত চিহ্ন হিসেবে পাওয়া যায়। প্রতিবেশীর প্রতি এই ভালোবাসা হলো ন্যায্যতা, করুণা, নি
ভালোবাসা। প্রতিবেশীর কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করার অধিকার আমাদের আছে, তার প্রতিও আমাদের সেই ঋণ রয়েছে। "সকলের প্রতি তেমন আচরণ করো, যেমনটা তাদের তোমার প্রতি করা উচিত," যি
"এটি আমাদের ধন্য ত্রাণকর্তার একটি সুস্পষ্ট আদেশ।" অতএব, এই নিয়ম অনুসারেই আমাদের প্রত্যেক মানুষের বিষয়ে কথা বলা, চিন্তা করা এবং লেখা উচিত। সমস্ত কথা ও কাজের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা প্রদান

আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি সাধ্যমতো সবকিছু করতে হবে। এই নিয়ম অনুসারে আমাদের শেখানো হয় তাকে সহ্য করতে, ভালোবাসতে ও ক্ষমা করতে; তার সুখে, নিজের সুখে আনন্দিত হতে; তার দুর্দিনে
করতে ও তাতে আনন্দিত হতে এবং আমাদের সাধ্যমতো তা এগিয়ে নিয়ে যেতে। তার অজ্ঞতা দূর করতে, তার দুর্বলতায় তাকে সাহায্য করতে এবং তার জন্য ও জনকল্যাণের জন্য এমনকি নিজের জী
সম্ভাব্য সকল উপায়ে আমাদের সাধ্যের মধ্যে সবকিছুই করতে হবে।

আমাদের প্রতিবেশীদের এমন পরিস্থিতির জন্য, যা আমরা চাইব তারা আমাদের জন্য করুক।

পরিস্থিতি উল্টে গেছে।" ২২৪০-এ রবার্ট বার্নস আরও বলেন, "এই দুটি আদেশের বিষয়ে,

এই বলে যে, যদি এগুলি মুসা, বিধান এবং নবীদের বাণীর সারমর্ম অনুধাবন করে

তাঁরা যা বলেছেন তা হলো—মানুষকে জয় করার চেষ্টা করা, ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং পরস্পরকে ভালোবাসা। ঈশ্বরের বিধানের শিক্ষার মূল কথা এটাই—মানুষকে জয় করার চেষ্টা করা।

ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং পরস্পরকে ভালোবাসা। ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি ভালোবাসাই সমগ্র ধর্মকে পরিবেষ্টন করে আছে।

আর এটি সম্পন্ন করাই ছিল মুসা, নবীগণ, ত্রাণকর্তা এবং প্রেরিতগণের পরিকল্পনা।

মার্ক ১২:৩২-৩৪ অধ্যায়ে আরও বলা হয়েছে যে, শাস্ত্রজ্ঞ বললেন, "বেশ, গুরু, আপনি সত্যই বলেছেন," এবং যে

তিনি এটিকে যিশুর বলা কথার সাথে মিলিয়েছেন এবং স্বীকার করেছেন যে, এইভাবে ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসা ছিল

সমস্ত হোমবলি ও উৎসর্গের চেয়ে এটি যে অধিক মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উত্তরে যিশু তাকে বললেন যে, সে স্বর্গরাজ্য থেকে দূরে নয়। অন্য কথায়, দ্বারা

তার উত্তরে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, তিনি সুসমাচারের শিক্ষাসমূহ গ্রহণ করার জন্য প্রায় প্রস্তুত ছিলেন। তিনি আইনের সাথে এমন পরিচিতি প্রদর্শন করেছিলেন যা প্রমাণ করে যে, তিনি যিশুর শিক্ষা গ্রহণ
মার্ক ও লুক বলেন যে, এর এমন প্রভাব পড়েছিল যে...

লূক ২৪, মার্ক ১২৩৪ অনুসারে, এরপর আর কোনো মানুষ তাঁকে কোনো প্রশ্ন করেনি। এর মানে এই নয় যে...

তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কেউই তাঁকে কোনো প্রশ্ন করেনি, কিন্তু ইহুদিদের মধ্যে কেউই করেনি। তিনি তাদের সমস্ত সম্প্রদায়কে—হেরোদীয়দের (মথি ১৫-২২), সদ্দূকীদের (পদ ২৩-৩৩)—অবাক করে দিয়েছিলে

এবং সবশেষে ফরীশীরা, ৩৪-৪০, তাঁকে হতবাক করতে সক্ষম হলো। সবাই হাল ছেড়ে দিল।

অবশেষে চেষ্টা। আমার মনে হয়েছে, ওই কথাগুলো খুবই অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ছিল।

তাই আমি বলব যে আমার বয়স ২২-৩৯। প্রতিবেশীকে ভালোবাসা ছাড়া ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা সম্ভব নয়, কিন্তু প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করে, নইলে আসলে কোনোটিই থাকে না।

আমাদেরকে প্রথমে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হবে এবং ঈশ্বরের আদেশের মাধ্যমে প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের ভালোবাসাকে চালিত করতে হবে।

ঈশ্বরের সন্তান না হলে আমরা আমাদের প্রতিবেশীকে ন্যায়সঙ্গতভাবে ভালোবাসতে পারি না। কিন্তু যদি আমরা সত্যিই ঈশ্বরকে ভালোবাসি, তবে আমরা আমাদের প্রতিবেশীকেও নিজের মতো করে ভালোবা
যখন সঠিকভাবে বোঝা যায় এবং

আঁকড়ে ধরা এবং অবিচ্ছেদ্য। এই লোকটি ঈশ্বরের রাজ্য থেকে দূরে ছিল না। আমি মনে করি, অ্যালবার্ট বার্নসের কথার পাশাপাশি এর আরও একটি অর্থ ছিল যে, এই উপলব্ধির দ্বারা তার অজুহাত এবং অন
হয়ে গিয়েছিল। আমি মনে করি, সে কিছু কাজ করেছিল এবং এটাও মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সে তখনও ঈশ্বরের রাজ্যে ছিল না।

ঈশ্বরের, যদিও তিনি এই সত্যটি বুঝেছিলেন এবং তা দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছিলেন বলে মনে হচ্ছিল। তবুও তাঁকে এর উপর ভিত্তি করে কাজ করতে, অনুতাপ করতে এবং তা পালন করে জীবনযাপন করতে
সত্যিই অনুতাপ করে থাকেন,

তিনি খ্রিষ্টকে মসিহ হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকতেন। তিনি তা করেছিলেন কি না, তা আমরা জানি না। কিন্তু

আমার মনে হয় আমরা অন্তত এটা দেখতে পারি যে, তার অজুহাতটা হলো—মানুষের কাছে অনুতাপের জন্য অজুহাত ও বিকল্প থাকে।

এই উপলব্ধিটি সত্যিই লাভ করার ফলে, প্রকৃত অনুতাপের অজুহাত, বিকল্প এবং নকল বিষয়গুলোর অবসান ঘটাতে অনেক সাহায্য হয়েছিল। সুতরাং অধ্যায়টি শেষ করার সময়, ৪১ থেকে ৪৬ পদে বলা হ
হয়েছিলেন, তখন যীশু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'খ্রীষ্টের বিষয়ে তোমরা কী ভাবছ, তিনি কার পুত্র?'" এখন, যীশু যখন এখানে খ্রীষ্টের কথা বলছেন, তখন তিনি কথা বলছেন

মসিহের বিষয়ে, যিনি হলেন ঈশ্বরের প্রজাদের রাজা ও ত্রাণকর্তা। তিনি তাদের সাথে কথা বলছেন। তারা তাঁকে খ্রীষ্ট হিসেবে স্বীকার করছে না, কিন্তু তারা তখনও খ্রীষ্টের আগমনের প্রত্যাশা করছে। তাই যী
ধারণা খুঁজছেন। তাই তিনি ৪২ পদে বলেছেন, "কী চিন্তা...

"তিনি খ্রীষ্টের কার পুত্র?" তারা তাঁকে বলল, "দাউদের পুত্র।" তিনি তাদের বললেন, "তবে দায়ূদ ও পবিত্র আত্মা কীভাবে তাঁকে প্রভু বলে ডাকেন? এই বলে যে, প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, 'আমার ডান পাশে
শত্রুদের তোমার পদতলে রাখি।'" যদি দায়ূদ তখন তাঁকে প্রভু বলে ডাকেন,

তুমিই তাঁর পুত্র।" আমি পড়ব, সেটা করার পর ৪৬ পদটি শেষ করব। যিশু স্পষ্টতই

এখানে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে মসিহ কেবল একজন মরণশীল মানুষ নন, বরং তার চেয়েও বেশি কিছু। এবং স্পষ্টতই, তিনিই মসিহ এবং তিনি তাদের কাছে এই কথা বলেছিলেন, এটা জেনে যে তিনিই মসি
তারা তাঁকে সেভাবে স্বীকার করছিল না। স্বয়ং যীশুকে লোকেরা অবতারবাদ এবং ত্রিত্ববাদ সম্পর্কিত প্রশ্ন করবে। এবং লোকেরা প্রায়শই এমনভাবে এই ধরনের প্রশ্ন করে যেন এগুলো খ্রিস্ট এবং খ্রিস্টধর্মের
স্বয়ং যীশুই তাদের এ বিষয়ে একটি প্রশ্ন করেছিলেন।

এবং স্পষ্টতই, তিনি জানতেন উত্তরটা কী। কিন্তু তিনি তাদের সাথে এমনভাবে কথা বলছিলেন যেন তারা নিজেদের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে অতিরঞ্জিত ধারণা পোষণ করে এবং ভাবে যে তারা অত্যন্ত জটিল কোনো
স্পষ্টতই, খ্রীষ্টে ঈশ্বরের দেহধারণের রহস্য এবং ত্রিত্বের রহস্য—পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার তিনটি স্বতন্ত্র সত্তা হওয়ার বিষয়টি।

সকল ব্যক্তি এক ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করবে। নিঃসন্দেহে, এটি এক বিরাট রহস্য। কিন্তু এই ধর্মীয় পণ্ডিতরা নিজেদের বুদ্ধিমত্তা এবং উপলব্ধির উপর অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ছিলেন।

আর যিশু তাদের এই প্রশ্নটি করছেন, অনেকটা স্নেহের সাথে তাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন, "তোমরা কি নিজেদের খুব চালাক ভাবো?" আচ্ছা, হ্যাঁ, যদি মসিহ দায়ূদের পুত্র হন, তাহলে দায়ূদ এবং পবিত্র আত্মা কী আর ৪৪ পদে, প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, "আমার কোলে বসো।"

"আমার ডান হাত, যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের কাঠের খুঁটির মতো করে দিই।" এটি গীতসংহিতা ১১০ থেকে নেওয়া, যা একটি অত্যন্ত মসিহ-কেন্দ্রিক গীত এবং আমরা তা আলোচনা করেছি। আমি এ অবশ্যই...

গভীরভাবে অধ্যয়নের যোগ্য। তাই তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "যদি দায়ূদ তাঁকে প্রভু বলে ডাকেন, তবে তিনি কীভাবে তাঁর পুত্র হন?" এর দ্বারা তাদের যে সিদ্ধান্তে আসতে হতো তা হলো, মসিহ সম্পর্কে তাদের ফিরে গিয়ে পুনর্মূল্যায়ন করতে হতো যে ঠিক কাকে এবং কী খোঁজা উচিত। এবং একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত যা তারা বিবেচনা করেনি তা হলো, মসিহ, যিনি দায়ূদের পুত্র ছিলেন, তিনিই দায়ূদের প্রভুও।

এবং তাদের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না... এবং তাদের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না...

তারা বলতে পারত যে গীতসংহিতা ১১০ মসিহের কথা উল্লেখ করছিল না, কারণ এটি ছিল অনেকের মতোই

পুরাতন নিয়মের সেই অনুচ্ছেদগুলো যেখানে মসিহের উল্লেখ আছে। ইহুদিরা ইতিমধ্যেই বুঝে গিয়েছিল

এটি একটি মসিহ-সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ। এটি আদতে... এটি হয়তো পুরাতন নিয়মের সময়ের কোনো ব্যক্তির কথা বলছে, কিন্তু চূড়ান্তভাবে এটি মসিহ কে, সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। এবং ইহুদিরা

তারা অস্বীকার করতে পারতেন না যে গীতসংহিতা ১১০ মসিহের বিষয়ে কথা বলছিল। তাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে হয়েছিল যে, যদি তারা

এই প্রশ্নের ব্যাপারে এবং গীতসংহিতা ১১০-এ যা বলা হয়েছে তার সাথে সৎ থাকলে, তাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে হতো যে মসিহ ঐশ্বরিক হওয়ার পাশাপাশি মানবিকও। আর তাই আমরা ৪৬ পদে পড়ি, " উত্তর দিতে পারল না, এবং এর আগেও সেখান থেকে তাঁকে আরও প্রশ্ন করার জন্য কেউ পাঠায়নি।" আর এটা তাঁর প্রতিপক্ষদের, তাঁর শত্রুদের কথা বলছে, যারা তাঁকে প্রলুব্ধ করতে এবং তাঁকে প্রমাণ করতে চাইছিল যে তিনি একজন পাপী, যে

তিনি সেই মসিহ ছিলেন না, যেমনটা কিছু লোক তাঁকে দাবি করছিল। কিন্তু ৪৬ নং পদ দেখায়

যে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। আমরা আগে নিস্তারপর্বের ভূমি নিয়ে কথা বলেছিলাম, কীভাবে যে পরিবারটি এটিকে হত্যা করবে, তাদের কাছে পাঁচ দিন থাকার কথা ছিল, এরপরই এই মর্মে এটিকে হত্যা কর

নিস্তারপর্বের ভোজ ভক্ষণ করা হলো। এবং সেই খ্রীষ্ট... তিনি যিরূশালেমে তাঁর পাঁচ দিন অবস্থানকালে, ঈশ্বরের প্রজাদের এবং তৎকালীন ধর্মীয় বিতর্কের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন। এবং

যে কারণে জমিটি রাখা হতো... বাড়িতে... যে পরিবার পাঁচ দিন ধরে পশু জবাই করত, তাদের বাড়িতে নিস্তারপর্বের জমি রাখার অন্যতম কারণ ছিল এটি।

এর উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখানো যে তা ছিল নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ। এবং তা ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই প্রমাণিত হওয়ার কথা ছিল। আর খ্রিষ্ট এখানে সবচেয়ে উত্তপ্ত বিতর্কের মাঝে নিজেকে নিখুঁত হিসেবে প্রমাণ ক কর্মের বিরুদ্ধে শত্রুদের আক্রমণ নিখুঁতভাবে প্রতিহত করেছিলেন। এবং এখানে সমস্ত মানুষের সামনে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিলেন।

মন্দিরের ঠিক মাঝখানে, তিনি যে সত্যিই ঈশ্বরের মেষশাবক যিনি জগতের পাপের ভার গ্রহণ করবেন, তিনিই যে ইস্রায়েলের প্রকৃত রাজা। এবং প্রত্যেকেই তাঁকে খ্রীষ্ট হিসেবে গ্রহণ করতে ও তাঁর আজ্ঞা আমার এই অধ্যায়টির কথা মনে পড়ল...

আমার গীতসংহিতা ২৩-এর কথা মনে পড়ল। আমরা জানি যে, ঈশ্বর যিশুকে খ্রিষ্ট হিসেবে চূড়ান্তভাবে সমর্থন করেছেন।

যখন তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু এখানে তারই একটি পূর্বাভাস ছিল। ঠিক যেমনটা আছে

খ্রিস্টানদের ভবিষ্যৎ পুনরুত্থানের একটি পূর্বাভাস। যারা বিশ্বস্ত থাকছেন এবং ঈশ্বরের পথে চলছেন

ঈশ্বর হলেন... তাঁরা চূড়ান্তভাবে... তাঁদের চূড়ান্ত মহিমা ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না, যতক্ষণ না তাঁদের পুনরুত্থান ঘটে।

এবং তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় তারা খ্রীষ্টের সাথে রাজত্ব করবে। কিন্তু বিশ্বাসীদের জন্য এর একটি পূর্বরূপ রয়েছে, যখন তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে। এবং ঈশ্বর তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে নিজে তাদেরকে তাঁর দাস হিসেবে গ্রহণ করছেন। এবং আমি ভেবেছিলাম যে এখানে এটি দিয়ে শেষ করা ভালো হবে।

গীতসংহিতা ২৩ ঈশ্বরের তাঁর প্রজাদের প্রতি আচরণ এবং পরিশেষে... আর এই আচরণগুলো শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টের জীবনে দেখা গিয়েছিল। এবং অধ্যায় ২২-এ আমরা যা পড়ি তা কীভাবে... যদিও

তিনি এমন ছিলেন না যে পরম ঈশ্বর তাঁর শত্রুদের সামনে তাঁর জন্য ভোজের আয়োজন করছেন,

এটা অবশ্যই সেই ঘটনাই ছিল। এটা অবশ্যই তাঁর আসন্ন পুনরুত্থান এবং তাঁর ফিরে আসার একটি পূর্বাভাস ছিল। আমি গীতসংহিতা ২৩ দিয়ে শেষ করব। "সদাপ্রভুই আমার মেষপালক, আমার কোনো অভা

তিনি আমাকে সবুজ চারণভূমিতে শোয়ান। তিনি আমাকে শান্ত জলের ধারে নিয়ে যান। তিনি আমার আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি তাঁর নামের মহিমার জন্য আমাকে ধার্মিকতার পথে চালিত করেন। উপত্যকার মধ্যে দিয়ে চলি, আমি কোনো অমঙ্গলকে ভয় করব না। কারণ তুমিই আমার প্রভু।

আমার সঙ্গে। তোমার দণ্ড ও লাঠি আমাকে সান্ত্বনা দেয়। তুমি আমার শত্রুদের সামনে আমার জন্য ভোজের আয়োজন করো। তুমি আমার মাথায় তেল মাখিয়েছ। আমার পানপাত্র উপচে পড়ে। সত্যিই ম সমস্ত দিন আমার সঙ্গে থাকবে এবং আমি প্রভুর গৃহে বাস করব।

চিরকালের জন্য।" এবং সেটা অবশ্যই প্রাথমিকভাবে... এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

জানতে। দাউদ এটা লিখেছিলেন এবং স্পষ্টতই এটা... এবং স্পষ্টতই এটা শেষ পর্যন্ত দাউদের পুত্র যিশু খ্রিস্টের পাশাপাশি তাঁর লোক, তাঁর বিশ্বস্ত প্রজাদেরও বোঝায়। সুতরাং আমাদের কাছে একটি বিশ্লেষ অ্যারন। আমি এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই এবং হয়তো জানতে চাই...

তাদের সম্পর্কে আপনার মন্তব্য। আপনার শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে এখন আমরা যখন প্রচার করতে যাই, তখন তা প্রয়োগ করছি।

জানেন, লোকেরা যে জিনিসগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে তার মধ্যে একটি হলো... আমি মথি ২২ অধ্যায়ে ফিরে যাচ্ছি,

৩৬ থেকে ৪০, ঠিক আছে? যা প্রভুর সর্বশ্রেষ্ঠ আদেশ। আপনি আমাদের কাছে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা পাঠান। ভালোবাসা

সর্বশ্রেষ্ঠ আজ্ঞা হলো—তোমার সমস্ত হৃদয়, মন, আত্মা ও শক্তি দিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো। কিন্তু প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসো—এই দুটি আজ্ঞাই সকল নবীর বাণীতে নিহিত রয়েছে। সুতরাং বলি, তাদের মধ্যে বহু মানুষই এই আজ্ঞাটি অভ্যাসবশত ব্যবহার করে থাকেন।

যেহেতু আমরা সত্যিকারের পবিত্রতা বিশ্বাসী এবং বাইবেলে যা বলা আছে তা আমরা বিশ্বাস করি। তারা এটাকে ব্যবহার করে বলে, "হ্যাঁ, যতক্ষণ আমরা প্রেমময় থাকব, ততক্ষণ আমাদের মানতে হবে এ অবশ্যই, তারা এই কথাটাও উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রাখে। তাদের কাছে প্রেমময় হওয়া মানে মূলত কুকি বিলি করা এবং

গির্জার ভবনে পিৎজা পার্টি করা বা প্রতিবেশীকে ক্রিসমাসের আলো লাগাতে সাহায্য করতে যাওয়া, তাই না? লোকে বলে এটাই নাকি ভালোবাসা। পরিত্রাণকারী অনুগ্রহের কথা না বলেই।

যীশুর বাণী, যা হলো বাধ্যতা, অনুতাপ এবং পবিত্রতা, তাই না? দুঃখজনকভাবে, বহু মানুষ এটিকে মারাত্মক ভুলের সাথে ব্যবহার করে। আর আমি প্রায়ই এটা শুনি। আপনি যদি এমন কারো সাথে কথা ব সম্পর্কে সামান্যও জানেন, তাহলে আপনি প্রায় নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন যে তিনি এটির উল্লেখ করবেন। আর অবশ্যই আমরা পবিত্রতা সম্পর্কিত সমস্ত পদ এবং সেগুলোর দিকে ফিরে যেতে পারি। তাই ও

এই বিষয়ে শুধু একটা মন্তব্য করতে চাই। আমি নিশ্চিত, ভাই অ্যারন, আপনি নিজেও এটা দেখেছেন, তাই না? অবশ্যই। আর আসল কথা হলো, যখন মানুষ এভাবে কথা বলতে শুরু করে, তখন তাদের এ করতে পারেন না, এটা সবকিছুকে...

আইন এবং নবী সেই আদেশগুলো সম্পর্কে বলছেন যে, যদি তারা তা পালন না করে

নির্দিষ্ট আদেশ থাকা সত্ত্বেও, তাদের নিজেদেরকে এই বলে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তারা ঈশ্বরকে পাবে এবং তা

তারা তাদের প্রতিবেশীকে নিজেদের মতো ভালোবাসে, কারণ সেই সমস্ত আদেশ, কারণ প্রতিটি আদেশ

ঈশ্বরের বাক্য হলো সেই দুটি মহান আজ্ঞা পালনেরই একটি প্রকাশ। সুতরাং, যদি তারা ঈশ্বরের বাক্যে তাঁর দেওয়া কোনো আদেশ ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করে, তবে তাদের অনুতাপ করা উচিত—কারণ তা মানসিক শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসে না এবং তাদের প্রতিবেশীকেও নিজের মতো ভালোবাসে না। কিন্তু যদি তারা সেই নির্দিষ্ট পরামর্শকে অবহেলা করে, তবে তারা এই কাজগুলো করছে না।

আমেন। এখন আমি এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। অ্যালবার্ট বন্ডের যে মন্তব্যটি নিয়ে আপনি কথা বলেছেন, সেটি আমার খুব ভালো লেগেছে: "যদি তিনি সঠিকভাবে ভালোবেসে থাকেন, সকল সৃষ্ট বস্তুর প্রতি সঠিকভাবেই পরিচালিত হবে।" আমি এখানে মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে যেতে চাই না।

গত ছয় মাস ধরে প্রভু আমাকে এই বিষয়টি নিয়ে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন যে, আমি কীভাবে প্রচার করব। আচ্ছা, আমি এই বিষয়ে আপনাদের মতামত জানতে চাই। তো আমি...

ভাই অ্যারন, আপনি যেমন জানেন, আপনি এই বিষয়টি ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেছেন এবং গীতসংহিতা ২৩ অধ্যায়ে গিয়েছেন, যেখানে বলা হয়েছে, "তুমি আমার শত্রুদের সামনে আমার জন্য এক ভো সরাসরি হিতোপদেশ ৬৭ অধ্যায়ের দিকে নিয়ে যায়, যেখানে বলা হয়েছে, "যখন কোনো মানুষ সদাপ্রভুকে সন্তুষ্ট করে, তখন তিনি তার শত্রুদেরও তার সঙ্গে শান্তিতে রাখেন।" আমেন। সুতরাং, আমাদের ভালোবাসার প্রসঙ্গে ফিরে গেলে, এটি মানুষকে তাদের দুর্দশা থেকে বের করে আনার জন্য সত্যিকারের ভালোবাসার সাথে সম্পর্কিত।

আগুন। আমরা জানি যে বেশিরভাগ মানুষই আগুনের মধ্যে আছে, তাই না? তারা দিশেহারা। কারও কারও কিছুই নেই।

যিশু কে, সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। আমি সারা জীবন এমন এক ক্যাথলিক পরিবারে বড় হয়েছি যারা ধর্ম পালন করত না। আমি যিশুকে কখনো চিনতামই না, বুঝলেন? তাই আমি কিছুই জ

আর তাই আমি এখানে যা বোঝাতে চাইছি তা হলো, আমার মনে হয় হিতোপদেশ ৬৭-এর অত্যন্ত শক্তিশালী পদটিতে বলা হয়েছে, "যখন মানুষের পথ..." জানেন, আমি এটাকে এভাবে দেখি, "আমি তোমা ছিলে," কারণ এখানে যা বলা হচ্ছে, তা তার শত্রুদেরও শান্তিতে রাখে।

তার সাথে। আচ্ছা, আমাদের সবসময় সকল মানুষের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার চেষ্টা করা উচিত। আমিন। আমাদের কখনোই বিবাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা উচিত নয়। আমরা অন্যদের সাথে এমন আমরা নিজেরা পেতে চাই। তার মানে এই নয় যে আমরা দুর্বলচিত্তের। তার মানে এই নয় যে আমরা লেজ গুটিয়ে বসে থাকি এবং কিছুই করি না। কিন্তু যখন আমরা বাইরে যাই, যা আমার মতে প্রায়শই হ আমরা দোকানে যাই, আমরা গ্যাস স্টেশনে যাই। আমরা সাহসী হতে চাই, তাই না?

কিন্তু আমরা এটা এমনভাবে করতে চাই যাতে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো বিবাদ বা এই জাতীয় কিছু সৃষ্টি না হয়।

তাহলে, যখন বলা হয়, "তোমার প্রতিবেশীকে নিজে ভালোবাসো", আমি কি সঠিক পথেই আছি? আমরা তাদের পাপ থেকে বের করে আনতে চাই, কিন্তু তা বাইবেলসম্মত উপায়ে করতে চাই। আমেন?

অবশ্যই। এবং আমাদের চরিত্রের কোনো একটি দিক, যা আমাদের হওয়া উচিত, তার জন্য তাদেরকে আমাদের বার্তা লিখে ফেলার কোনো কারণ দেওয়া উচিত নয়... আমাদেরকে দোষারোপ করার কোনো নয় এবং এটা বলারও কোনো ন্যায্য ভিত্তি তাদের থাকা উচিত নয় যে, "আমি যদি খ্রিস্টান হই, তাহলে আমার পরিণতি এমন হবে..."

তার মতো।" আর আমার মনে হয় আমি... আর আমি যেমন আছি তেমনই থেকে গেলে সম্ভবত আমার জন্য ভালো হবে।

তার মতো পরিণতি বরণ করার চেয়ে বরং ভালো। আমাদের উচিত নয় তাদের এমন কিছু ভাবার কোনো কারণ দেওয়া। হ্যাঁ। হিব্রু ১২, ১৪, "সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাকো এবং পবিত্রতা বজায় রাখো, যার ফ না।" একটি মহান শিক্ষা আছে যা আমি আজ রাতে উল্লেখ করব না, কিন্তু আমি এর প্রচার করব।

অচিরেই কোনো এক সময়ে সেটা ছিল একেবারে অসাধারণ। এবং এতে সবাইকে খুশি করার কথা বলা হয়েছে। এখন, এমনভাবে নয় যা স্পষ্টতই পাপ সৃষ্টি করে। আমরা পাপীদেরকে এই অর্থে খুশি করতে সান্ত্বনা দিতে চাই, কিন্তু অবশ্যই একটি সঠিক পথ আছে।

ধার্মিকতার প্রচার ও সাক্ষ্য দেওয়া, এমনকি আমাদের সাক্ষ্যও বলা। ঠিক ও ভুল আছে।

আমাদের সাক্ষ্য বলার একটি উপায় আছে, এবং সেটা কীভাবে করতে হয় তা আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে। আমি দুঃখিত।

সবাইকে, বেশি কথা বলার জন্য। আর কারো কি কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য আছে? আমি জানি আমাদের সাথে ব্রাদার উইলিয়াম এবং ব্রাদার অ্যারন যোগ দিয়েছেন। ব্রাদার উইলিয়ামের যোগদান একটি বড় অ চাকও আছেন। তো, বন্ধুরা, হ্যালো বলুন, আর আমি চুপ থাকব।

আমি আমার মিউট বাটনটা অন করেছি। আর ভাই, আপনি কি এখনও ভারতে আমাদের সাথে আছেন, ভাই উইলসন?

হ্যাঁ, ভাই, আমি এখানে। ওহ, কেমন আছেন, ভাই? তাহলে আপনি আগে যান, আর কোনো মন্তব্য থাকলে জানান।

অথবা আপনার কোনো প্রশ্ন আছে? না, ভাই। এটা ভালো। আবার শুনে ভালো লাগলো। আমেন। আমেন। আমাদের কি সংক্ষেপে কিছু জানাতে চান? হ্যাঁ, পরিচর্যার বিষয়ে? হ্যাঁ, স্যার। হ্যাঁ। গত সপ্তাহে আম সেখানে প্রায় ৪৬ জন পালক এসেছিলেন। তাঁরা সবাই একই রকম। তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট রয়েছে। তাই আমি তাঁদের সাথে দুটি বিষয় ভাগ করে নিয়েছিলাম। একটি হলো সত্য। সত্যকে মান্য করুন। তা করেন, তবে আপনি হারিয়ে যাবেন, যদিও আপনি পালক, ধর্মপ্রচারক, বিশপ বা যা-ই হোন না কেন। তাই পরিশেষে, তাঁদের সাথে কথা বলার পর, প্রায়

তাদের অর্ধেকই ঈশ্বরের কাছে নিজেদের জীবন পুনরায় সমর্পণ করেছে এবং তারা সকলেই ইচ্ছুক।

বাইবেল, প্রকৃত সুসমাচার ও পবিত্রতা মেনে চলা এবং ঈশ্বরের জন্য জীবনযাপন করা। বাহ্, এটা তো দারুণ!

খুবই উৎসাহব্যঞ্জক, ভাই। হ্যাঁ, তারপর সেই দ্বিতীয় অধিবেশনে আমি মথি ২৮:১৯ এর কথা ভাবছিলাম, এই বিষয়ে

শিষ্য তৈরি করা। গির্জা আপনার আয় উপার্জনের কোনো কর্মসূচি নয়। গির্জা কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়। গির্জা আপনার জন্য নয়। গির্জা মানুষের জন্য। তাই ৪৬ জনের মধ্যে প্রায় ৩৯ জন।

তারা তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে যে তারা শিষ্যত্ব তৈরির মাধ্যমে মণ্ডলী গঠন করতে চায়। তাই প্রথম পাঠে, তারা চায়...

সত্য অনুসারে বাইবেল পালন করা, আর পাপ না করা, আর ঝগড়া না করা,

অন্য ভাইদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলে। তারপর দ্বিতীয়টি হলো, তারা শিষ্য তৈরি করতে চায়। তাই আমরা একটি গ্রামের গির্জায় গেলাম, যে গ্রামের স্থানীয় পালক গির্জাটি চালাচ্ছেন।

একটি ছোট আদিবাসী গ্রামের ছোট্ট গির্জা। আসলে, সেখানে আছেন যাজক, আদিবাসী যাজক, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ, যাযাবরেরা। তো আমি সেখানে গেলাম, আমরা সেখানে গিয়ে একটি ছোট প্রার্থনা সভ

বাবাদের মধ্যে একজন আট মাস আগে তাঁর দ্বিতীয় ছেলেকে হারিয়েছেন, তিনি এখনও কাঁদছেন। আমি তাঁকে চতুর্থ অধ্যায়ে যেতে উৎসাহিত করি। ফলে তিনি খুশি হন। আর ঈশ্বরের কৃপায়, বহু লোক এ সবাই খুশি হলো। এরপর তিনি পরিবারটিকে কিছু উৎসাহব্যঞ্জক কথা বললেন।

সুতরাং ২২ ঘন্টা পর তিনি বাড়ি ফিরলেন। এটা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক, ভাই। এই গল্পগুলো শুনতে অসাধারণ লাগে। আমিও আজ এটা নিয়ে পড়ছিলাম। আসলে, ভাই অ্যারন, আমি আমার স্ত্রীকে আপন শোনাচ্ছিলাম, যেখানে বলা হয়েছে নতুন নিয়মের মণ্ডলী আসলে কী। ভাই উইলসন, আমি আপনাকে উৎসাহিত করছি, আমি জানি আপনার কাছে বইটির একটি কপি আছে। আমার মনে হয়, এটি বইটির এ এটা প্রথম পরিশিষ্ট, তাই না? ভাই অ্যারন, আমি

এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই, কিন্তু টেবিলের উপরে আছে। যাইহোক, আমি হেডসেট পরে আছি। আমি পারছি না।

আমার কম্পিউটারটা এখানেই রেখে যাই, কিন্তু যাইহোক, এটা নতুন নিয়মের মণ্ডলী সম্পর্কে। এটা দেখতে কেমন?

যেমন? এবং তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ব্রাদার উইলসন, যিনি বলেছিলেন যে যাজক, অর্থাৎ গির্জার নেতারা, আসলে অন্যদের কাছ থেকে তিরস্কার পান। এমনকি গির্জার সদস্যরাই যদি বলেন, "দেখুন, ই বিষয়টি ঠিকভাবে দেখছেন না। আমরা কি ধর্মগ্রন্থ দেখে বলতে পারি যে আপনি ভুল করছেন কি না?" এবং এই ক্ষেত্রে, আপনিই এই যাজকদের বলছিলেন, "দেখুন,

আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা পবিত্রতার প্রচার করছি। নিশ্চিত করতে হবে যে তারা সঠিকভাবে অনুতাপ করছে। আমরা আমাদের গির্জায় পাপী লোকদের বসতে দিতে পারি না। মানে, যারা থাকে। যীশু যেভাবে প্রচার করেছিলেন, আমাদেরও সেভাবেই প্রচার করতে হবে। এটা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক, ভাই, যে আপনি তাদের কাছে এটা প্রচার করছেন এবং তারা সত্যের দিকে আসছে। আপনি ড বলছেন, তাই না? যারা তাদের চিন্তাভাবনার ধরন পরিবর্তন করছে এবং তার উপর ভিত্তি করে শিষ্য তৈরি করতে যাচ্ছে। এটা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। আমাদের সাথে এটা ভাগ করে নেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্য ঐ দল থেকে দুজন পালক, একজন পালক অন্য শহরের। এবং অন্য একজন মহিলা, পালকের স্ত্রী, তিনিও ঐ সম্মেলনে এসেছিলেন। তিনি তার স্ত্রীকে, তার স্বামীকে বলেছিলেন, "আমাদের এই উইলসনকে এবং আমাদের এটা ভাগ করে নিতে হবে।"

এই সত্য তাদের কাছে পৌঁছে দাও।" আমেন। আমেন। আর মাত্র দুটো দিন, আর কাল শুক্রবার। আমার জন্য আজ বৃহস্পতিবার। সুতরাং, শুক্রবার সকাল। তাই, আজ রাতে, খুব ভোরে, আমি আগামীকাল র

আমার মনে হয়, ১৫ তারিখ রাতে আমি আবার অন্য একটি শহরে যাচ্ছি। সেখানে বিভিন্ন শ্রেণী, বিভিন্ন গির্জা ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ১০০ জন ধর্মপ্রচারক ও যাজক থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তাই, আমি ধরব, যাতে তারা সত্য সুসমাচারের জ্ঞান লাভ করতে পারেন। আমেন। আমেন, ভাই। তাই, অনুগ্রহ করে এ বিষয়ে প্রার্থনা করুন। আমরা সবাই এর জন্য প্রার্থনা করব। এটি একটি চমৎকার প্রতিবেদন। আর, আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটায়।

আমারও ভালো লেগেছে এবং আমি নিশ্চিত যে এগুলো আপনারও উপকারে আসবে, ব্রাদার উইলসন। তাই, বিষয়টি জানানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ব্রাদার,

জ্যাক বা ব্রাদার উইলিয়াম, কিছু বলতে চান? হ্যাঁ, আমি তো মিউট করে রেখেছিলাম, ব্রাদার জিমি।

কোনো সমস্যা নেই। কেমন আছেন, ভাইয়া? ওহ, বেশ ভালো। এইমাত্র যে লোকটি কথা বলছিলেন তিনি কে ছিলেন?

উনি ছিলেন ব্রাদার উইলসন, সারাহ পিলি। আর আপনারা যদি আমাকে একটু সময় দেন, আমি...

আমি এটা সরিয়ে ফেলব কারণ এই শিক্ষাগুলো সংরক্ষণ করার জন্য আমার জায়গা ফুরিয়ে আসছে।

কারণ আমাকে এখান থেকে কিছুটা বিরতি নিতে হবে। তাই, শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ এবং ঈশ্বর আপনাদের সকলের মঙ্গল করুন। আমরা আগামী সপ্তাহে আবার কথা বলব।

মথি লিখিত সুসমাচারের ফাইল-অধ্যয়ন – অধ্যায় ২৩, সপ্তাহ ২১

শুভ সন্ধ্যা সবাইকে এবং গ্লোবাল মিশন ফর চিলড্রেন-এর মঙ্গলবার রাতের বাইবেল পাঠ অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাই। এই অনুষ্ঠানটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং বুধবার সকালে বিদে কেনিয়ার মুয়ু আলি থেকে ভাই উইলিয়াম ওয়ারিও-কে আমাদের সাথে পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমার মনে হয়, নাইরোবি থেকে ভাই জোসেফ ওতেয়ানোও আমাদের সাথে আছেন। আমি আরও এক এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে ভাই হিলটন আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন এবং অবশ্যই আমাদের সাথে আরও অনেকে আছেন।

মার্কিন ভাই ও বোনেরা। আমরা আপনাদের সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসি, কিন্তু আমি শুধু আমাদের মিশন পার্টনারদের কথা উল্লেখ করতে চেয়েছিলাম, কারণ আমরা মূলত আমাদের সকলের জন্য, এ এবং অন্যান্য ভাই ও বোনদের জন্য এই বাইবেল পাঠ শুরু করেছিলাম, যারা এই রেকর্ডিংটি শুনবেন।

বাইবেল পাঠে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমরা বাইবেলের অন্যতম সেরা একটি বই নিয়ে আলোচনা করছি, কারণ এটি সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ বই। আমি নতুন নিয়মে বিশ্বাস করি। এটি হলো মথি লিখিত সুসমাচ সপ্তাহে আছি।

বিশ্বাস করুন বা না করুন, এটি একুশতম সপ্তাহ এবং আমরা তেইশতম অধ্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। তাই সবাই নিজেদের বাইবেল বের করুন, মথি লিখিত সুসমাচারের তেইশতম অধ্যায়ে যান এবং আম অ্যারন ক্যারির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করছি। আর বরাবরের মতোই, ভাই অ্যারন, আমাদের আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ করার জন্য আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ, আপনি যখন ভূমিকাটি দিচ্ছিলেন, আমি ঠিক এটাই ভাবছিলাম যে, এই কলে থাকা কেনিয়া, বাংলাদেশের প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে আমেরিকার প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যদি একটি রেখা টানা হ আমি বাজি ধরে বলতে পারি, সেই রেখাটির দূরত্ব হবে কয়েক হাজার মাইল। এটা আমার কাছে বিস্ময়কর।

আজ রাতে আমরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। প্রতি সপ্তাহে এই অধ্যয়ন করার ফলে আমি আরও গভীরভাবে মুগ্ধ হচ্ছি। বাইবেলের প্রতিটি অধ্যায় যে কতটা গুর অধ্যায়েই যে অত্যন্ত জরুরি শিক্ষা রয়েছে, যা ঈশ্বর আমাদের বোঝাতে চান, তা আমি উপলব্ধি করি।

এবং এমন কিছুই নেই যা আমরা উপেক্ষা করে বলতে পারি যে, 'এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়'। আমার মনে হয়, নীতিগতভাবে সবাই এটা স্বীকার করবে, কিন্তু বাস্তবে এটা এমন একটা বিষয় যা আরও গভীরভাবে

এবং এই অধ্যয়নটি আমাকে বিষয়টি আরও গভীরভাবে যা শেখাচ্ছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার এটার প্রয়োজন ছিল। আজ রাতে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করব যে, ফরীশী বলতে যিশু ফরীশীদের পর্যালোচনা করেছেন।

আর শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীরা; শাস্ত্রবিদরা ছিলেন সেইসব ইহুদি আইনজ্ঞ পণ্ডিতদের মতো, যাঁরা জনগণের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। এবং ফরীশীরা তাঁদের অনেকের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

আর সেই সময়ে ইসরায়েলিদের মধ্যে পবিত্রতার জন্য তাদের খ্যাতি ছিল। এটি এক অর্থে যিশুর প্রকাশ্য শিক্ষার চূড়ান্ত পর্যায়।

সুসমাচারগুলো থেকে আমি যতটুকু বুঝতে পারি, এটাই হবে জনগণের সামনে প্রকাশ্যে দেওয়া যিশুর শেষ ধর্মোপদেশ। তাঁর শিষ্যদের সামনে বলার মতো আরও অনেক কিছু বাকি আছে।

আমরা ২৪ ও ২৫ অধ্যায়ে যা পড়ব, তা এই বিষয় নিয়েই আলোচনা করে। এমনকি এর পরেও, তিনি গেৎশিমানির বাগানে তাদের যা বলতেন, এবং নিস্তারপর্বের ভোজের সময় উপরের ঘরে তাদের যা বলতেন

কিন্তু জনসমক্ষে ধর্মোপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে, আমার বিশ্বাস, এটাই হবে যিশুর শেষ ধর্মোপদেশ। এবং শেষবারের মতো তিনি মন্দিরে থাকবেন।

এবং আমরা দেখব এই অধ্যায়ে তার শেষ কথাগুলো কতটা উপযুক্ত, যেহেতু মন্দিরে এটাই ছিল তার শেষবার আসা।

আপনি যদি ২১ অধ্যায়ের ২৩ পদে ফিরে যান এবং সেখানে শুরু হওয়া কথোপকথনটি দেখেন, তাহলে দেখবেন এটি সেই একই সংলাপ। এটি হুবহু একই দৃশ্য।

আর প্রকৃতপক্ষে ২৩ অধ্যায়ের শেষে, যিশু মন্দির ত্যাগ করবেন। এবং তারপর ২৪ ও ২৫ অধ্যায়ে রয়েছে, মন্দির ত্যাগ করার ঠিক পরেই তিনি তাঁর শিষ্যদের একান্তে যা বলবেন।

সুতরাং মূলত ২১-২৩ থেকে ২৫-৪৬ পর্যন্ত ঘটনাগুলো সম্ভবত একে অপরের মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ঘটবে। দেখি আমার কাছে আর কিছু আছে কিনা।

তো এই কথা বলে, আমরা অধ্যায়টি পড়া শুরু করব। এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে, কিন্তু আমরা শুরু করব।

সুতরাং মথি অধ্যায় ২৩, পদ ১ থেকে শুরু করে, "তখন যীশু জনতাকে ও তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তিনি বর্ণনা করছেন যে, কয়েকজন ফরীশী মোশির আসনে বসে আছেন।'"

অতএব, তারা তোমাদের যা কিছু পালন করতে বলে, তোমরা তা পালন ও করো, কিন্তু তাদের কাজ অনুসারে কি করো না? কারণ তারা শুধু বলে, কিন্তু করে না।

কারণ তারা মানুষের কাঁধে গুরুভার ও কষ্টকর বোঝা চাপিয়ে দেয়, কিন্তু নিজেরা তাদের একটি আঙুল দিয়েও তা সরাবে না।"

এই অধ্যায়ে যীশু যে তিরস্কারগুলো করবেন, তাতে তিনি শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীদের তিরস্কার করবেন, কিন্তু লক্ষ্য করুন, তিনি শুরুতে তাঁর শিষ্যদের এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন।

তাঁর শিষ্যদের ও জনগণকে রক্ষা করার জন্য এই তিরস্কারগুলো প্রয়োজনীয় ছিল, কারণ তারা শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীদের আধ্যাত্মিক নেতা বলে গণ্য করত।

মনে করে দেখুন, ১৫ অধ্যায়ের ১৪ পদে যীশু যখন তাঁর শিষ্যদের ফরীশীদের বিষয়ে বলেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, "তাদেরকে একা ছেড়ে দাও, তারা অন্ধদের অন্ধ নেতা।"

আমি নিশ্চিত হয়ে নিই। তিনি লূক ৬:৩৯ পদে বলেছেন, "যদি অন্ধ আরেকজন অন্ধকে পথ দেখায়, তবে উভয়েই গর্তে পড়বে।"

আর সেই কারণেই তাঁর শিষ্যদের ও বাকি লোকদের সামনে এই তিরস্কারগুলো করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

তিনি ১৫ অধ্যায়ের ১৪ পদে বলেছিলেন, "তাদেরকে একা ছেড়ে দাও, তারা অন্ধদের অন্ধ নেতা। আর যদি অন্ধ অন্ধকে পথ দেখায়, তবে উভয়েই গর্তে পড়বে।"

এবং তাদেরকে একা ছেড়ে দেওয়ার অর্থ কী, তা নিয়ে আমাদের মধ্যে কিছুটা আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু এর একটা অর্থ অবশ্যই হলো, তাদের উদাহরণ অনুসরণ করো না।

আর তাই এই তিরস্কারের প্রকাশ্য প্রকৃতিটি সেইসব অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যারা তাঁদেরকে আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে বিবেচনা করতেন।

অ্যাডাম ক্লার্ক ২ নং পদ প্রসঙ্গে বলেন, "শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীরা মোশির আসনে বসে। তারা ঐশ্বরিক নিয়োগ অনুসারে আনুষ্ঠানিকভাবে সেখানে বসে।"

তাঁরা এখন ঐশ্বরিক অনুমতিতে সেখানে বসে আছেন। আমাদের প্রভু এখানে যা বলছেন, তা তাঁদের ধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্যার বিষয়ে।

কারণ ইহুদি পণ্ডিতদের এমন রীতি ছিল যে, তাঁরা যেখানে আইন ও ভাববাদীদের গ্রন্থ ব্যাখ্যা করতেন, সেখানেই বসতেন।

আর আমরা যে বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদিগ্রন্থ জানি, তা হলো হিব্রু ধর্মগ্রন্থ, অর্থাৎ পুরাতন নিয়ম, এবং তা পাঠ করার সময় তাদের উঠে দাঁড়াতে হবে।

মোশির আসন বলতে আমরা আইন শিক্ষা দেওয়ার কর্তৃত্বকে বুঝি।

মুসা ছিলেন ইহুদি জাতির মহান শিক্ষক। এবং এখানকার লিপিকারদের তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

আর তাই অ্যাডাম ক্লার্ক ৩ নং পদে বলেন, "অতএব, তারা তোমাদের যা কিছু পালন করতে বলে, তোমরা তা পালন ও করো। কিন্তু তোমরা কি তাদের কাজ অনুসরণ করো না?"

তিনি বলেন, "অর্থাৎ, সেই সমস্ত বিষয় যা তারা আইন ও ভাববাদীদের গ্রন্থ থেকে পাঠ করে এবং সেই সমস্ত বিষয় যা তারা সেগুলোর সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা দেয়।"

এটাই নিশ্চয়ই তার প্রভুর উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নিশ্চয়ই চাননি যে তারা কোনো বাধা ছাড়াই সবকিছু করুক, যেমনটা ইহুদি পণ্ডিতরা শিক্ষা দিতেন।

কারণ তিনি স্বয়ং তাঁর শিষ্যদেরকে তাদের ভ্রান্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে সতর্ক করেন এবং সাক্ষ্য দেন যে, তারা তাদের প্রথাগুলোর দ্বারা ঈশ্বরের বাক্যকে নিষ্ফল করে ফেলেছিল।

মথি ১৫:৬ দেখুন। "তাছাড়া, যেহেতু আমাদের প্রভু এখানে অতীতকালে কথা বলছেন, তাই তারা যা কিছু আদেশ করেছে, তিনি হয়তো পূর্ববর্তী কোনো সময়ের শিক্ষার কথা উল্লেখ করছেন,

যখন তারা সত্যে ঈশ্বরের পথ শিক্ষা দিত, অথবা এখনকার চেয়ে অনেক কম ভ্রষ্ট ছিল।

এখানে ৩ নং পদে লক্ষ্য করুন, অনেকে ফরীশীকে এমন ব্যক্তি বলে মনে করেন যিনি অন্য লোকেদের ঈশ্বরের বাক্য মান্য করার জন্য আহ্বান করেন।

কিন্তু যিশুর মতে, নেতিবাচক অর্থে একজন ফরীশী বলতে এমনটা বোঝায় না।

বাইবেলে যা করতে বলা হয়েছে, তা নিজেরা করার জন্য তিনি ফরীশীদের তিরস্কার করেননি, এবং অন্যদেরকে বাইবেলে যা করতে বলা হয়েছে তা করতে বলার জন্যও তিনি তাদের তিরস্কার করেননি।

তিনি নিজেই তাঁর শিষ্যদের বলতে যাচ্ছিলেন, এবং আমরা ২৮ অধ্যায়ে দেখব, যেন তারা সমস্ত জাতিকে তাঁর আজ্ঞা পালন করার জন্য যা কিছু আছে তা শিক্ষা দেয়।

সুতরাং, ইনি একজন ফরীশী নন। ফরীশীদের সম্পর্কে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে তিনি এখানে যে তিরস্কার করছিলেন, তা হলো, তারা নিজেরা সেই সঠিক কাজগুলো করত না যা তারা অন্যদের করা

আর এর পাশাপাশি, তারা মানুষের উপর অন্যান্য বোঝাও চাপিয়ে দিচ্ছিল, যেমনটা আমরা ৪ পদে পড়েছি।

অ্যাডাম ক্লার্ক ৪ নং পদে বলেন, "তারা এখন এতটাই ভ্রষ্ট হয়েছে যে, তারা বিধিব্যবস্থার আচার-অনুষ্ঠানের সাথে নিজেদের উদ্ভাবিত অন্যান্য বিষয়ও যুক্ত করেছে,

যা কেবল বোঝাস্বরূপ ও পীড়াদায়কই নয়, বরং সেগুলোকে সমর্থন করার মতো কোনো যুক্তি, উপযোগিতা বা ঐশ্বরিক বাণীও নেই।

এর অর্থ হলো, ঈশ্বরের বাক্যে এই অতিরিক্ত অনুষ্ঠানগুলোকে লাভজনক করার কোনো কারণ নেই।

'তাদের সকল উত্তরসূরি ও বর্তমানের আত্মাদের' মতো কথায় তারা অন্যদের প্রতি কঠোর হলেও নিজেদের প্রতি খুবই উদার ছিলেন।

এবং আলবার্ট বার্নস ৩ নং পদ সম্পর্কে বলেছেন, "অর্থাৎ, তারা যা কিছু শিক্ষা দেয়, যা মোশির আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ,

মোশির সমস্ত আদেশ যা তারা তোমাকে পড়ে শোনায়, সেগুলোর ভুল ব্যাখ্যা করে।

এইরূপ বিধিনিষেধ ছাড়া ঈশ্বরের বাণী সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা যায় না। কারণ স্বয়ং খ্রীষ্টই তাদের বিরুদ্ধে সেই ব্যবস্থার পরিপন্থী বহু বিষয় শিক্ষা দেওয়ার অভিযোগ করেছেন।

এবং তাদের প্রথা অনুসারে তা বাতিল করার বিষয়ে, মথি ১৫:১-৬। তারা বিধি-বিধানের যে ব্যাখ্যা দেয়, তা তারা বলে কিন্তু করে না এবং তা মূলত সঠিক নয়।

কিন্তু তাদের জীবন তাদের শিক্ষার সাথে মেলে না।

মানুষের জীবন নির্মল না হলে তাদের শিক্ষকদের অনুকরণ করা কর্তব্য নয়।

তাদের উচিত ঈশ্বরের আইন পালন করা এবং দুষ্ট লোকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নিজেদের জীবন গঠন না করা।

সুতরাং, এরপর ৫ ও ৬ পদে, যিশু এখন ফরীশীদের মন্দ দৃষ্টান্তের বিষয়ে বলছেন, যা তাদের অনুসরণ করা উচিত নয়।

পদ ৫, "কিন্তু তারা তাদের সমস্ত কাজ মানুষের চোখে পড়ার জন্যই করে, তারা তাদের তাবিজগুলো দিয়ে খোঁচা দিতে পারে,

এবং তাদের পোশাকের কিনারা প্রশস্ত করো, এবং ভোজসভার সর্বোচ্চ কক্ষগুলো, প্রধান আসনগুলো ও সমাজগৃহগুলো।

এবং বাজারে অভিবাদন, এবং লোকেরা তাদের 'রাব্বি, রাব্বি' বলে ডাকে।

৫ নং পদে, যখন রুটি তৈরির কথা বলা হয়েছে, তখন ফিলাক্টারি ছিল এক প্রকার ইহুদি প্রার্থনা।

এটা ছিল প্রার্থনা জানানোর জন্য ব্যবহৃত একটা প্রতীক। আমি এর ওপর কিছু লিখিনি।

কিন্তু মূলত, এই বাহ্যিক প্রতীকের মাধ্যমে নিজেদেরকে আরও বেশি আধ্যাত্মিক ও পবিত্র প্রমাণ করার জন্য তারা নিজেদের উপর এই বিষয়গুলোকে অতিরিক্ত বড় করে তুলেছিল।

এবং তারা তাদের পোশাকের কিনারা প্রসারিত করল।

পোশাকের কিনারা বড় করার বিষয়টি ঈশ্বরই আদেশ করেছিলেন।

তিনি গণনাপুস্তক ১৫৩৮-৪০ এবং দ্বিতীয় বিবরণ ২২১২-তে ইহুদিদের পোশাকের কিনারে নীল ফিতা পরার আদেশ দিয়েছিলেন।

কিন্তু ফরীশীরা তাদেরটা অন্যদের চেয়ে চওড়া করত এটা দেখানোর জন্য যে, ঈশ্বরের আইনের সম্মানের প্রতি তাদের এক বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল।

সুতরাং মূলত, তারা মানুষের চোখে নিজেদেরকে অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক ও অতিরিক্ত পবিত্র হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছিল, যে কারণে যিশু ৮ পদে তাদের তিরস্কার করছেন।

সুতরাং, ৬ নং পদে বলা হয়েছে, তারা ভোজসভায় উপরের ঘরগুলো এবং সমাজগৃহে প্রধান আসনগুলো ভালোবাসত। তারা জনসমক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, বিশেষ মর্যাদার স্থা

লূক ১৪ অধ্যায়ে যিশু একজন শিষ্যের যে মনোভাবের কথা বলেছেন, অর্থাৎ প্রকৃত পবিত্রতার যে মনোভাব, তার সাথে এর তুলনা করুন।

৭ম পদ, "আর তিনি নিমন্ত্রিতদের কাছে একটি দৃষ্টান্ত বললেন, যখন তিনি লক্ষ্য করলেন কীভাবে তারা প্রধান আসনগুলো বেছে নিচ্ছিল।"

ঠিক এই কারণেই তিনি এখানে ফরীশীদের তিরস্কার করছেন, তাদের বলছেন, যখন কোনো লোক তোমাকে বিবাহের জন্য আমন্ত্রণ জানায়, তখন সর্বোচ্চ আসনে বসো না।

পাছে তোমার চেয়েও অধিক সম্মানিত কোনো ব্যক্তি তাঁর দ্বারা আহূত হন।

আর সে এসে বলুক যে, তোমরা এই লোকটিকে জায়গা দাও, এবং তুমি লজ্জার সাথে নীচের ঘরটি নিতে শুরু করো।

আর তোমাকে নিমন্ত্রণ করা হলো, যাও এবং সবচেয়ে নীচের ঘরে গিয়ে বসো, যেন যিনি তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, তিনি এলে তুমি নিজেকে বলতে পারো, বন্ধু, আরও উপরে যাও।

তখন তুমি উপাসনা পাবে, অথবা তুমি সম্মান পাবে," তিনি এই অর্থে বোঝান, "যারা আমার কাছে বসে আছেন, তাদের সামনে; কারণ যে নিজেকে বড় করেছে, সে পশু হবে, এবং যে নিজেকে ছোট করেছে, সে

তিনি বলছেন না যে প্রধানের পদে আমন্ত্রণ পেলে তা ঠিক। তিনি এও বলছেন না যে পদটি গ্রহণ করা ঠিক।

কিন্তু সবচেয়ে নীচের জায়গায় বসে, প্রথমত, আপনি নিজেকে লজ্জা থেকে রক্ষা করছেন, যদি আপনার চেয়ে বেশি সম্মানীয় কেউ আসেন।

কিন্তু তুমি এটাও বলছো যে, মানুষের মাটিতে আমার মহিমান্বিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি নীচু স্থান গ্রহণ করতে পারি, এবং তাতেই আমি স্বচ্ছন্দ।

আর যদি আমাকে এখানেই থেকে যেতে হয় এবং আরও উচ্চ পদে ডাক না আসে, তবে সেটা আমার কাছে কোনো বড় ব্যাপার নয়।

আর এটাই হলো ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত পৃথকীকরণ, প্রকৃত পবিত্রতা এবং প্রকৃত নম্রতার এক সঠিক মনোভাব।

৭ নং পদে, বাজারে অভিবাদন প্রসঙ্গে, সেলমা ব্রাউন বলেন, "বাজার ছিল এমন জায়গা যেখানে বহু লোক একত্রিত হতো।"

জনসমক্ষে বিশেষ মনোযোগ পেয়ে তারা খুশি হতেন এবং চাইতেন যেন সবাই তাদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করে।

এরই আরেক নাম হলো অভিবাদন।

তিনি বলেন, "দেখুন লূক ১০:৪, 'রাব্বি, রাব্বি' বলে সম্বোধিত হওয়া।" এই শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো মহান।

এটি ছিল ইহুদিদের মধ্যে আইনশাস্ত্রের বিশিষ্ট শিক্ষকদের প্রদত্ত একটি উপাধি, যা সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক এবং শিক্ষাদানের কর্তৃত্ব ও যোগ্যতা নির্দেশ করত।

তারা এই ধরনের উপাধিতে সন্তুষ্ট হয়েছিল এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক হিসেবে নিজেদেরকেও তা দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা করত।

যখনই তাদের এটি দেওয়া হতো, তা ব্যবহারকারীদের তুলনায় তাদের শ্রেষ্ঠত্বকেই বোঝাতো। আর তাই প্রায়শই তাদের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ শুনতে পাওয়া যেত।

ইহুদিদের মধ্যে 'রাব্বি' ও 'রাব্বি'—এই তিনটি উপাধি প্রচলিত ছিল, যা আমাদের সমাজে সাহিত্যিক ডিগ্রির মতোই পাণ্ডিত্য ও দক্ষতার বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করত।

তাদের মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল যা সম্মানসূচক উপাধির আকাঙ্ক্ষা জাগাত।

আর তাই যিশু এখানে এবং পরবর্তী পদগুলোতে সতর্ক করছেন যে, আমাদের এমন কোনো পদবীর সন্ধান করা উচিত নয়, যা অন্য খ্রিষ্টান ও সুসমাচারের অন্যান্য প্রচারকদের চেয়ে উচ্চতর মর্যাদার ইঙ্গিত

এর মানে এই নয় যে, কাউকে প্রাচীন বা শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই, কিন্তু এর একটি মূল শর্ত রয়েছে, যেমনটা আমরা ১১ ও ১২ পদে দেখতে পাব।

আর এটাই ছিল সেই বিষয় যা ইহুদি পণ্ডিতেরা ও ফরীশীরা বুঝতে পারেননি, এবং আমরা ১১ ও ১২ পদে সেই বিষয়ে আলোচনা করব।

তাই যিশু ৮ পদে বলেন, তিনি ৫ থেকে ৭ পদে যা বলেছিলেন ও তিরস্কার করেছিলেন, তা-ই চালিয়ে যাও।

কিন্তু হে গুরু, তোমরা নিজেদের পিতা বলে ডেকো না, কারণ তোমাদের একজনই গুরু, তিনি হলেন খ্রীষ্ট, এবং তোমরা সকলে ভ্রাতৃগণ; আর পৃথিবীতে কাউকে তোমাদের পিতা বলে ডেকো না, কারণ তোমা স্থিত; আর তোমরা নিজেদের গুরু বলেও ডেকো না, কারণ তোমাদের একজনই গুরু, তিনি হলেন খ্রীষ্ট।

কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, সে তোমাদের দাস হবে; যে নিজেকে বড় করতে চাইবে, তাকে ছোট করা হবে; যে নিজেকে ছোট করতে চাইবে, তাকে ছোট করা হবে; এবং যে নিজেকে ছোট করতে চাইবে, তা

তাই, এলবার্ট বার্নস ৯ নং পদে বলেন, কোনো মানুষকে তোমার পিতা বলে ডেকো না। অবশ্যই, এর অর্থ এই নয় যে আমরা আমাদের প্রকৃত পিতার ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করতে পারি না। ধর্মমতে তাঁর প্র আবশ্যক।

পৃথিবীতে তিনিই তোমার প্রকৃত পিতা। কিন্তু 'পিতা' শব্দটি কর্তৃত্ব, প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠত্ব, আদেশ করার অধিকার এবং বিশেষ সম্মানের স্বীকৃতিও বোঝায়।

এই অর্থে এটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। এই অর্থে এটি সরাসরি ঈশ্বরের, এবং তা মানুষকে দেওয়া ঠিক নয়। খ্রিষ্টান ভাইয়েরা সমান। একমাত্র ঈশ্বরেরই সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব রয়েছে।

কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন করার এবং এমন মতবাদ ঘোষণা করার অধিকার তাঁরই আছে, যা বিবেককে বাধ্য করবে অবাধ্যতার শাস্তি দিতে।

ইহুদি চিকিৎসকরা এই উপাধিটি গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তারা সম্ভবত ধরে নিয়েছিলেন যে একজন শিক্ষকই একজন মানুষকে গড়ে তোলেন।

তারা সম্ভবত ধরে নিয়েছিলেন যে, একজন শিক্ষকই মানুষকে গড়ে তোলেন বা তাকে প্রকৃত জীবন দান করেন, এবং সেই কারণে তাঁরা পিতা বলে সম্বোধিত হতে চাইতেন।

খ্রিস্ট তাদের শিখিয়েছিলেন যে, সকল জীবন ও সত্যের উৎস হলেন ঈশ্বর, এবং এমন কোনো অধিকার তাদের অন্বেষণ করা বা গ্রহণ করা উচিত নয় যা যথাযথভাবে কেবল ঈশ্বরেরই প্রাপ্য।

দেখা যাক এখানে আমার কাছে আর কী আছে। ৮ পদে যীশু যখন বলেন, "কিন্তু তোমরা 'রাব্বি' বলে সম্বোধিত হয়ো না, কারণ তোমাদের গুরু একজনই, তিনি হলেন খ্রীষ্ট, এবং তোমরা সকলে ভ্রাতৃগণ,"—এটি

এর বিপরীতে, সঠিক মনোভাব যিশাইয় ৫৪:১৩ পদে দেখা যায়। ঈশ্বর এখানে যিরূশালেমকে পুনরুদ্ধার করার সময় তাঁর দেওয়া প্রতিজ্ঞাগুলোর বিষয়ে কথা বলছেন।

তিনি বলেন, "আর তোমার সকল সন্তান প্রভুর দ্বারা শিক্ষিত হবে এবং তোমার সন্তানদের শান্তি মহান হবে।"

চূড়ান্তভাবে ঈশ্বরই সত্য ঘোষণা করেন। এমনকি তাঁর মণ্ডলীর এমন কোনো ব্যক্তি, যার শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা আছে, তাকেও তাঁর কাছ থেকেই শিখতে হয়।

তারা নিজেরা কোনো কর্তৃপক্ষ নন। এই ধরনের মনোভাবের কারণেই কেউ নিজে থেকেই একজন কর্তৃপক্ষ হয়ে উঠতে পারেন।

এবং ইয়াহরাবিতাহর চেয়েও উচ্চতর এমন এক ব্যক্তির কথা ভাবা, যার কাছে যিশু এখানে পৌঁছাচ্ছেন।

যেমন তিনি ১০ পদেও বলেছেন, তোমরা প্রভু বলে পরিচিত হয়ো না। ঈশ্বরের বাক্য এখানে এটাই বলছে, "তারা হলো নেতা ও পথপ্রদর্শক, কারণ এটাই এই শব্দটির আক্ষরিক অর্থ।"

এর দ্বারা তাদের বোঝানো হয় যারা অন্যদের আগে গিয়ে শিক্ষা দেওয়ার, নির্দেশনা দেওয়ার এবং নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার দাবি করে।

এই উপাধিটি ইহুদি চিকিৎসকদেরও প্রদান করা হতো। এই আদেশগুলোর কোনোটিই আমাদেরকে ব্যক্তিদেরকে বেসামরিক পদের যথাযথ উপাধি দিতে বা তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মান প্রদান করতে নি

এবং তিনি মথি ২২-২১, রোমীয় ১৩-৭ এবং ১ পিতর ২-১৭ অধ্যায় থেকে উদ্‌ধৃতি দেন। এই অধ্যায়গুলো যিশুর শিষ্যদেরকে নিছক অন্তঃসারশূন্য পদবী অন্বেষণ করতে বা গ্রহণ করতে নিষেধ করে।

নিজেদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা, যা অন্যদের মতামত ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্বের ইঙ্গিত দেয়,

এবং দাবি করা যে, অন্যরা যেন তাদেরকে নিজেদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করে।

এটা স্পষ্টতই গির্জার নেতাদেরকে গির্জার শৃঙ্খলা ব্যবহার করতে এবং ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে তাদের গির্জা পরিচালনা করতে নিষেধ করছে না।

কিন্তু তা নম্রতার সাথে করতে হবে। আর ১১-১২ পদে আমরা সেই বিষয়েই পৌঁছাই।

আর এটাই ইহুদি নেতারা বুঝতে পারেননি। "কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, সে তোমাদের দাস হবে, এবং যে নিজেকে বড় করবে, তাকে ছোট করা হবে, আর যে নিজেকে নত করবে, তাকে বড় করা হবে।"

মহত্ত্বের পদ অন্বেষণ করা এবং অন্যদের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করা দুটি ভিন্ন জিনিস।

খ্রিস্টের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করা এবং তাঁর নির্দেশনায় তাঁর লোকদের পরিচালনা করা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়। আর সেটা আলাদা।

আর আমার কাছে এই যে নোটটি আছে, আমার মনে হয় বিষয়টিকে দেখার জন্য এটি একটি ভালো উপায়।

নেতৃত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কে ফরীশী ও ইহুদি পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গি তাদেরকে সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিল এবং তারকাদের মতো সাধারণ মানুষের সাথে তাদের সীমিত মেলামেশাকে অনুচিত বলে মনে ক

তাদেরকে মূলত সেলিব্রিটিদের মতোই গণ্য করা হতো।

নেতৃত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কে যিশুর দৃষ্টিভঙ্গি নেতাদেরকে, অন্তত বহু দিক থেকে, সাধারণ মানুষের চেয়ে নিম্নস্তরে রাখে এবং শ্রেণি বা ভেদাভেদ ছাড়াই তাদেরকে সেবাপরায়ণ বলে মনে করে।

নিজেকে পুরোপুরি শূন্য করে দেওয়াটাই প্রকৃত নেতৃত্বের পরিচয়।

আর যখন এমন কোনো ব্যক্তি থাকেন যিনি সুসমাচারের জন্য সত্যিই নিজের জীবন উৎসর্গ করেন এবং ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে মণ্ডলীকে পরিচালিত করতে চান, এবং এ বিষয়ে তাঁর প্রজ্ঞা থাকে, তবে ত উচিত।

আর এভাবেই আমরা প্রাচীনদের বিষয়ে বাইবেলের বাকি অংশের শিক্ষা, তাদের বশ্যতা স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা এবং ১ তীমথিয় ৩ অধ্যায়ে প্রাচীনদের জন্য যে যোগ্যতাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলে পারি।

এবং কিছু লোক, ঠিক একজন সাধারণ মানুষের মতোই, মনে করে যে নেতারা হয়তো এখানে ৫-১২ পদের মতো জায়গায় যিশু যা বলছেন তা শুনবে না, অথবা লোকেরা নেতৃত্বকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে দেবে মতো অধ্যায়গুলোকে উপেক্ষা করতে হবে।

আর আমরা এর কোনোটিই করতে চাই না। সুতরাং চালিয়ে যান।

শ্লোক ১৩।

তাই যিশু শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীদের কানকে আরও তিরস্কার করতে থাকবেন। "কিন্তু হে ভণ্ড শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীরা, তোমরা কি তা চাও না? কারণ তোমরা স্বর্গরাজ্য পাবে না।"

মানুষের বিরুদ্ধে, কারণ তোমরা নিজেরাও প্রবেশ করো না এবং যারা প্রবেশ করতে চায়, তাদেরও প্রবেশ করতে দাও না।

আমি ১৪ পদটিও পড়ব।

হে ভণ্ড শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীরা, তোমরা কি বিধবাদের ঘরবাড়ি গ্রাস করবে না এবং ছলচাতুরী করে একই প্রার্থনা করবে না; এইজন্য তোমরা অধিকতর দণ্ডপ্রাপ্ত হবে।

অ্যালবার্ট বার্নস ১৩ ও ১৪ পদে বলেন, "তোমরা দোষী এবং তাঁর 'ধিক্ তোমাদের' এই উক্তির দ্বারা তোমাদের উপর শাস্তি নেমে আসবে।"

যিশু এরপর বলতে লাগলেন তারা কিসে দোষী ছিল।

নৈতিকতা বিষয়ে প্রদত্ত এযাবৎকালের সবচেয়ে বাগ্ময়, সবচেয়ে ভয়াবহ ও ভয়ঙ্কর ভাষণটি মন্দিরে বহু মানুষের উপস্থিতিতে উচ্চারিত হয়েছিল।

এর চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত আচরণ, অধিক ভয়ংকর তিরস্কার, কপটতার কার্যকারিতা সম্পর্কে অধিক গভীর জ্ঞান, অথবা পাপের গোপনীয়তা সনাক্ত করার ক্ষেত্রে অধিক দক্ষতা আর কখনো ছিল না।

এটি ছিল ত্রাণকর্তার জনসমক্ষে দেওয়া শেষ ভাষণ, এবং এক দুষ্ট ও ভণ্ড প্রজন্মের বিষয়ে তিনি যা কিছু বলেছিলেন বা বলার ছিল, তার মধ্যে এটিই সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক সারসংক্ষেপ।

তিনি স্বর্গরাজ্য বন্ধ করে দিলেন।

তারা মসিহ সম্বন্ধে মিথ্যা মতবাদ শিক্ষা দিয়ে, জনগণকে তাদের ঐতিহ্য পালনে আবদ্ধ করে, যিশুর বিরোধিতা করে এবং তিনি যে একজন ভণ্ড, তা জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করে বিষয়টিকে রুদ্ধ করে অনুসারী হতে পারেনি।

অনেকেই তাঁকে মসিহ হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন এবং স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন।

অর্থাৎ, গির্জা, কিন্তু তারা তা হতে দেয়নি।

লূক ১১:৫২ পদে লূক বলেছেন যে, তারা জ্ঞানের চাবিটি কেড়ে নিয়েছিল এবং এর ফলে তাদের প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করেছিল।

অর্থাৎ, তারা মসিহ সম্বন্ধে প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা কেড়ে নিয়েছিল এবং এর মাধ্যমে তারা জনগণকে যীশুকে তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে তাদের সাধ্যমতো সবকি

এবং তারা অবশ্যই ঈশ্বরের আইনের ব্যাখ্যা করার কথা ভেবেছিল, যা নিয়ে আমরা এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আলোচনা করব।

শ্লোক ১৪, "বিধবাদের গৃহের কুঞ্জ" — আমি নিশ্চিত নই এটি অ্যাডাম ক্লার্কের নাকি অ্যালবার্ট বার্নসের — "এখানে 'গৃহ' শব্দটি যেকোনো ধরনের সম্পত্তি বা অধিকার বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।"

তোমরা অসৎ কৌশল ও ছলনার দ্বারা বিধবাদের সম্পত্তি হরণ করো বা তার দখল দিয়ে দাও। এই কাজ দুইভাবে করা হতো।

প্রথমত, তারা আইন সম্পর্কে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট জ্ঞান এবং এর নিখুঁত পরীক্ষণের দাবি করেছিল।

তারা গরীবদের প্রতি অসাধারণ ন্যায়বিচার, দুর্দশাগ্রস্তদের প্রতি বন্ধুত্ব এবং সর্বাবস্থায় থাকা মানুষদের সাহায্য করার ইচ্ছার ভান করত।

এইভাবে তারা বিধবা ও দরিদ্র মানুষদেরকে তাদের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিজেদের অভিভাবক ও নির্বাহক হিসেবে অর্পণ করতে প্ররোচিত করত এবং তারপর তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রতারণা ক

তারা অত্যন্ত পবিত্রতার ভান করত এবং অনেক বিবেকবান কিন্তু সরল বিশ্বাসী বা সহজে বিশ্বাসপ্রবণ নারীকে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার অজুহাতে তাদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ আদায় করত।

বলা হয়ে থাকে, তাদের প্রার্থনা প্রায়শই তিন ঘণ্টা দীর্ঘ হতো।

ডক্টর লাইটফুট বলেন, তাদের মধ্যে একটি নিয়ম ছিল এক ঘণ্টা ধ্যান করা, তারপর এক ঘণ্টা প্রার্থনা করা এবং তারপর আরও এক ঘণ্টা ধ্যান করা, যার সবই তাদের শায়িত প্রার্থনা বা উপাসনার অন্তর্ভুক্ত ছি

যিশু যখন বলেন যে তিনি আরও বড় শাস্তি পাবেন, তখন তিনি নিশ্চিতভাবেই আরও গুরুতর শাস্তির কথাই বলছেন।

ঈশ্বর অবশ্যই তাদের মধ্যে, যারা এই জীবনে চূড়ান্তভাবে বিচারের সম্মুখীন হবে এবং যারা বিচারের দিনে নরকে দণ্ডিত হবে,

সব মানুষকে দেখা যাবে না, সব নরকবাসী সমানভাবে দোষী হবে না।

অন্যদের তুলনায় কারও কারও জন্য শাস্তির মাত্রা বেশি হবে, এবং নিশ্চিতভাবেই সেইসব ভণ্ডরা, যারা ধার্মিক হওয়ার ভান করে এবং সেই ভানকে আত্মশ্লাঘার উপায় হিসেবে ব্যবহার করে, তারাই হবে সে উচ্চতর শাস্তিগুলোর কিছু অংশ পাবে।

অ্যালবার্ট বার্নস এবং আমাদের সহযোগী অ্যাডাম ক্লার্কও প্রার্থনার ভান সম্পর্কে বলেন, "তারা লোকদেখানো বা প্রদর্শনের জন্য মিথ্যা প্রার্থনা করত, যাতে তারা গরীব মানুষদের আরও ভালোভাবে প্রতারণা কর

মিথ্যা প্রার্থনা করার জন্য তাদের নিন্দা করা হবে না, বরং এই কারণে যে তারা তা মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে করেছিল।

তবে সম্মিলিত প্রার্থনা সংক্ষিপ্ত এবং সর্বদা প্রাসঙ্গিক হওয়া উচিত।

সানডে স্কুলে প্রার্থনা করার সময় একজন ব্যক্তির উচিত স্কুলের জন্য প্রার্থনা করা, সাধারণত অন্য কিছুর জন্য নয়।

সুতরাং তিনি মূলত এটাই বলছেন যে, প্রকাশ্যে প্রার্থনা করাটা নিজে থেকেই নিন্দনীয় নয়, কিন্তু মানুষকে প্রভাবিত করার জন্য আমাদের প্রকাশ্যে প্রার্থনা করা উচিত নয়।

আর সেই কারণেই জনসমক্ষে প্রার্থনা করার সময় তা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও প্রাসঙ্গিক রাখা উচিত।

সুতরাং এখানে অনেক কিছু আছে।

আচ্ছা, পরের কথায় আসা যাক। পরেরটা খুবই, খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং অবশ্যই এর সবকিছুই জরুরি, কিন্তু এই পরেরটা নিয়ে আমার কিছু বলার আছে।

তাই যিশু বলতে থাকেন, ১৫ পদে, "হে শাস্ত্রবিদ ও প্রার্থনাকারীরা, তোমরা কি প্রার্থনা করবে না, এই ভণ্ডরা, কারণ তিনি তাঁকে ও দেশকে পরিবেষ্টন করেছিলেন একজনকে ধর্মান্তরিত করার জন্য,

এবং যখন তিনি সৃষ্ট হবেন, তখন তিনি তাঁকে তোমাদের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি নরকের সন্তান করে তুলবেন।

একজন সুসমাচার প্রচারক হিসেবে, আমরা ১৫ পদ থেকে শিখতে পারি যে, সুসমাচার প্রচার করা এবং প্রচার করা, এমনকি অনেক বড় ত্যাগ স্বীকারের বিনিময়েও,

নিজের জন্য বড় মূল্য দেওয়াটা সবসময় ভালো কিছু নয়।

ফরীশীরা অ-ইহুদিদের মধ্য থেকে কাউকে ধর্মান্তরিত করতে পারলেই সন্তুষ্ট থাকতো।

এবং সে তাদের সম্প্রদায়ের একজন ছিল, তাদের অনুসরণ করত এবং তাদের দলের অংশ ছিল। তারা এতেই সন্তুষ্ট ছিল।

এই ব্যক্তি যে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সত্যিই ধার্মিকভাবে জীবনযাপন করছিল, তাতে তারা সন্তুষ্ট ছিল না।

মানে, লোকটি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিকভাবে জীবনযাপন না করলেও তারা সন্তুষ্ট ছিল, যতক্ষণ সে তাদের দলের অংশ ছিল।

আর এটাই ছিল এই ঘটনার সবচেয়ে গুরুতর দিক।

জিমি আর আমি আলোচনা করছিলাম যে, এখানে আমেরিকায় অনেক পথপ্রচারক আছেন যারা ইউটিউবে সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন।

তারা নিজেদের জন্য বেশ বড় একটা নাম করে নিচ্ছে।

এবং নিজেদেরকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য তারা যে বিষয়গুলো ব্যবহার করে, তার মধ্যে একটি হলো—দেখুন আমরা কতটা পরিশ্রম করছি, এবং দেখুন আমরা কী পরিমাণ বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছি।

আর এই ধরনের কথাই ফরীশীরা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য ব্যবহার করত, যখন লোকেরা তাদের ধর্মপ্রচারের কৌশল নিয়ে প্রশ্ন তুলত।

কিন্তু কেউ সত্যিই একজন সফল ধর্মপ্রচারক কি না, তার প্রমাণ মেলে তার নিজের চরিত্রের দিকে তাকানোর মাধ্যমে।

এবং তাদের পদ্ধতির মধ্যে কি কোনো সাক্ষ্য আছে? তা কি ঈশ্বরের বাক্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

মানে, এটাই হলো প্রধান পরীক্ষা। কারণ আপনার প্রচারের মাধ্যমে যদি একজনও ধর্মান্তরিত না হয়,

যদি তুমি ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে চেষ্টা করো এবং তাঁর বাক্যে যেমন বলা আছে সেভাবে কাজ করো,

হ্যাঁ, মানে, যদি কেউ ধর্মান্তরিত না হয়, তাহলে আপনি ঈশ্বরের সামনে কেঁদে বলতে পারেন, "ঈশ্বর, এর কি কোনো কারণ আছে?"

কিন্তু তবুও, সমগ্র বাইবেল জুড়ে ভাববাদী যিরমিয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করুন।

আমরা যতদূর জানি, যিরমিয়ের পুস্তকে তাঁর সমস্ত প্রচারের মধ্যে হয়তো বড়জোর একজন ব্যক্তিও তাঁর প্রচারের মাধ্যমে অনুতপ্ত হননি।

আর তারপর, নূহের দিকে তাকান, তাঁর সাথে মাত্র সাতজন লোক নৌকার ভেতর দিয়ে গিয়েছিল। বড় মানেই যে ভালো, তা নয়।

এবং এই তিনজন প্রচারকের মধ্যে অনেকেই, যারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের পরাক্রমশালী সেবক বলে দাবি করেন, জনগণ, তাদের তরুণ অনুসারীরা যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে,

এই ধর্মপ্রচারকরা খারাপ ভাষা ব্যবহার করছেন এবং অকারণে মানুষকে আঘাত করছেন।

তাদের ঘরবাড়ি অগোছালো, এবং তাদের অনেক তরুণ ধর্মান্তরিত ব্যক্তি আরও বেশি আক্রমণাত্মক ও অভদ্র আচরণ করছে।

নিজেদের চেয়েও বেশি চাঞ্চল্যকর। একদিক থেকে দেখলে, এটা অনেকটাই একই রকম।

যারা তাদের পথ দেখায়, তাদের চেয়ে নরকের সন্তানেরা অনেক বেশি সত্যবাদী।

একটি গির্জায় বা কোনো দলে অনেক লোক থাকা ভালো বিষয় নয়, যদি সেই লোকেরা প্রকৃত অনুতাপের ফল প্রদর্শন না করে।

এবং প্রকৃত শিষ্য যারা সত্যিই ভগ্নহৃদয় বা নম্র,

যারা ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা সংশোধিত হতে ইচ্ছুক, যারা ঈশ্বরভক্তিতে সত্যিই উন্নতি করছে।

আর তাই যাদের বড় গির্জা আছে, তারা তাদের গির্জা গড়ে তোলার জন্য নিজেদের ত্যাগকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন।

এবং সুসমাচার প্রচার করা ফরীশীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার শামিল, যখন তাদের মণ্ডলীর লোকেরা উন্মাদ জীবনযাপন করছে।

তারা প্রায়শই আগের চেয়েও খারাপ হয়ে যায়, কারণ আগে তারা তাদের পাপপূর্ণ জীবনকে ধার্মিকতার ভান করার সাথে মেলায়নি।

পবিত্রতার অঙ্গীকার নিয়ে, খ্রিষ্টকে জানার অঙ্গীকার নিয়ে। অথচ এখন তারা গির্জায় আছে এবং সঠিক ভাষা জানে।

তারা বলে যিশু তাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা, কিন্তু তারা এখনও পাপে জীবনযাপন করছে এবং আরও বেশি প্রতারিত হচ্ছে।

এবং তারা প্রায়শই পাপ করতে আরও বেশি দুঃসাহসী হয়।

অ্যাডাম ক্লার্ক এবং অ্যালবার্ট বার্নস উভয়ের ভাষ্যেই আমি দেখেছি যে তাঁরা দুজনেই ইহুদিদের সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন–

ওহ, মন্তব্যটা তো এখানেই ছিল।

স্বয়ং ইহুদি লেখকগণ বলেন যে, বিধর্মীরা ছিল ইস্রায়েলের ক্ষত এবং তাদের চরম দুষ্টতার কারণে মসিহের আগমনের সময় তারা গোপন ছিল।

ফরীশীরা হয় নিজেদের লোক গিলে ফেলার জন্য, অথবা নানা অজুহাতে তাদের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায়ের জন্য তাদের বশীভূত করত।

আর যখন তারা তা সম্পন্ন করল, এই কথাটি শুনুন, তখন তারা তাদেরকে শিক্ষা দিতে বা সংযত করতে কোনো চেষ্টাই করল না।

সুতরাং মূলত তারা আমার গির্জার অংশ, আমি তাদের টাকা পাচ্ছি।

কিন্তু এখন তারা তাদেরকে নির্দেশ দিতে বা সংযত করতে কোনো চেষ্টাই করল না।

এই ধর্মান্তরিত লোকেরা তাদের পূর্বের কুসংস্কার ত্যাগ করেছিল, যা আগে তাদের কিছুটা সংযত রাখত।

কিন্তু ফরীশীরা তাদের সংযত করার জন্য এর পরিবর্তে কোনো ধর্ম তাদের দেয়নি, ফলে তাদের কণ্ঠস্বরের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল।

তারা তাদের সংযত বেশে আছেন। সুতরাং, ১৬ নং পদের পরবর্তী অংশে আসা যাক।

ধিক্ তোমাদের সেই অন্ধ পথপ্রদর্শকদের, যারা বলে, 'যে কেউ মন্দিরের নামে শপথ করবে, তাতে কিছু যায় আসে না; কিন্তু যে কেউ মন্দিরের গোলকের নামে শপথ করবে, সে ঋণী।'

যে অন্ধ, তার জন্য কোনটি শ্রেষ্ঠ—স্বর্ণ, নাকি সেই মন্দির যা স্বর্ণকে পবিত্র করে; এবং যে কেউ যজ্ঞবেদীর নামে শপথ করবে, তা কিছুই নয়;

কিন্তু যে কেউ এর উপরে থাকা উপহারের নামে শপথ করবে, সে দোষী।

যে এই বিষয়ে অন্ধ যে, কোনটি মহৎ—উপহারটি, নাকি সেই বেদি যা উপহারটিকে পবিত্র করে।

যে কেউ যজ্ঞবেদীর নামে শপথ করবে, সে যজ্ঞবেদী ও তার উপরস্থ সমস্ত বস্তুর নামে শপথ করবে; এবং যে কেউ মন্দিরের নামে শপথ করবে, সে মন্দির ও তার অধিবাসীর নামে শপথ করবে।

আর যে স্বর্গের নামে শপথ করে, সে ঈশ্বরের সিংহাসন এবং তাতে উপবিষ্ট ব্যক্তির নামে শপথ করে।

মূলত, ফরীশীদের প্রতি এই তিরস্কারগুলো তাদের লোভ এবং পার্থিব মানসিকতাকেই প্রকাশ করে।

তারা মন্দিরের সোনাকে মূল্যবান বলে মনে করত, তা মন্দিরেরই অংশ হোক, বা মন্দিরে উৎসর্গ করা সোনা হোক, কিংবা সম্ভবত উভয়ই।

তারা মন্দিরটির চেয়েও সেটিকে বেশি মূল্যবান মনে করত, যেখানে ঈশ্বরের উপস্থিতি, অর্থাৎ সেই উন্মত্ত অঙ্গারটি, বিরাজ করত বলে মনে করা হতো।

এবং তারা বেদিটিকে বেশি মূল্য দিত, আমি দুঃখিত, তারা বেদিটির চেয়ে মন্দিরের বেদিতে উৎসর্গীকৃত পাখি বা পশুটিকে বেশি মূল্য দিত।

অতএব, যদি ফরীশীদের মধ্যে কেউ বাইরে কথা বলার সময় শপথ করে বলত, "আমি মন্দিরের নামে শপথ করছি,"

তারা যুক্তি দেখালো যে, সেই শপথ ভঙ্গ করার অধিকার তাদের আছে, কারণ তাদের মতে মন্দিরটির নিজস্ব কোনো বিশেষ মূল্য নেই।

কিন্তু তারা এমন ব্যবস্থা করেছিল যে, যদি কেউ সোনার নামে শপথ করে, তবে তাকে সেই শপথ পালন করতেই হবে। এবং বেদি ও তার ওপরের উপহারগুলো তারই অনুরূপ ছিল।

সুতরাং, এটি সেই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত যা যীশু অধ্যায় ৫-এ বলেছিলেন, কারণ তিনিও শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীদের মিথ্যা ধার্মিকতার নিন্দা করছিলেন।

তারা শপথ করছিল যে তাদের কাছে একটি ফাঁকফোকর আছে এবং তারা তা থেকে সরে আসার উপায় খুঁজছে। আর তারা বলছিল যে তারা মন্দির, বেদি বা স্বর্গের নামে শপথ করেছে।

তারা বোঝাতে চাইছিল যে শপথটি বাধ্যতামূলক ছিল না, কারণ এটি সরাসরি ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কিত ছিল না।

আর যিশু এখানে তাদের বলছেন যে, মন্দির হলো সেখানেই যেখানে ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরের আইনগুলো তো নড়বড়ে হয়ে যাওয়ার কথা।

মন্দিরের বেদিই হলো সেই জিনিস, যা তার উপর রাখা যেকোনো উপহারকে প্রকৃত অর্থে মূল্যবান করে তোলে। স্বর্গের নামে শপথ করা মানে আসলে ঈশ্বরের সিংহাসন এবং ঈশ্বরের নামে শপথ করা।

সুতরাং তিনি বলছেন যে আপনার শপথের ক্ষেত্রে কোনো ফাঁকফোকর নেই। আপনার করা প্রতিটি শপথ ঈশ্বরের কাছে বাধ্যতামূলক এবং যখন আপনি তা ভঙ্গ করেন, তখন আপনি দোষী সাব্যস্ত হন।

এবং মন্দিরের লক্ষ্যকে মন্দিরের চেয়েও বড় করে এবং বেদীর ওপরের উপহারকে বেদীর চেয়েও বড় করে,

তারা তাদের লোভ এবং ছন্দের অগ্রাধিকার দেখাচ্ছিল। দেখা যাক।

সুতরাং, এগিয়ে যাওয়া যাক। তবে, বার্ন ২২ নং পদে বলেন,

শপথের মূল বিষয় হলো আমাদের আন্তরিকতার সাক্ষী হিসেবে ঈশ্বরকে আহ্বান করা।

সুতরাং, যদি প্রকৃত শপথ নেওয়া হয়, তবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া হয়। অন্যথায়, অন্য কিছুর নামে শপথ করা মূর্খতা ও পাপ।

সুতরাং, এখানে ২৩ নং পদের আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি।

শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীদের, ভণ্ডদের ধিক্, কেননা তোমরা পুদিনা ও মৌরির দশমাংশ দাও, অথচ এসে ভাগ্যের গুরু বিষয়—বিচার, করুণা ও বিশ্বাস—উপেক্ষা করেছ।

"এইগুলি তোমাদের করার জন্য নয়, এবং অন্যটি অসম্পূর্ণ রাখার জন্যও নয়।" অ্যাডাম ক্লার্ক, ২৩ নং পদের উপর, "তোমরা পুদিনার দশমাংশ দাও, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

তারা ধর্মের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান পালনে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরভক্তির আত্মা, মর্ম ও অনুশীলন এবং বিচারকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করতেন।

তিনি ২৩ পদে বিচারকে অগ্রাহ্য করছেন।

সকল মানবজাতির প্রতি ন্যায় ও সমতার সাথে কাজ করা, দুর্দশাগ্রস্ত ও দুঃখীদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা।

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, লূক অধ্যায় ১০-এ যখন যিশু ভালো শমরীয়ের দৃষ্টান্তটি দিয়েছিলেন,

লোকটি জেরুজালেম থেকে জেরিকো যাচ্ছিল, পথে তাকে লুট করা হয়, মারধর করা হয় এবং আহত ও নগ্ন অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রাখা হয়।

যিশু সেই যাজক ও লেবীয়ের বিষয়ে কথা বললেন, যারা তাঁর পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল কিন্তু কিছুই করেনি।

তখন সেই শমরীয় লোকটি এসে তার ক্ষত বেঁধে দিলেন এবং তাকে একটি সরাইখানায় নিয়ে গিয়ে তার যত্ন নিলেন। তিনি সরাইখানার মালিককেও তার যত্ন নিতে বললেন।

এবং তিনি এর চেয়ে বেশি যা খরচ করবেন, তা তিনি আবার এলে তাকে দিয়ে দেবেন। যিশু যখন করুণার কথা বলেন, তখন তিনি এই বিষয়টির কথাই বলেন।

তিনি যাজক ও লেবীয়দের কথা বলছেন এবং সৎ শমরীয়ের দৃষ্টান্তের কথা বলছেন, তারা ভেবেছিল যে তারা বলিদান করতে যিরূশালেমে যাচ্ছে।

অথবা সেখানে যেকোনো উৎসব পালন করা। তারা আইনের নৈতিক দিকের চেয়ে এর আনুষ্ঠানিক দিককে বেশি গুরুত্ব দিত।

তাদের বলা উচিত ছিল যে, আমরা অনুষ্ঠানটি পরে জেরুজালেমে করব, কিন্তু আমাদের এখানের এই অসহায় লোকটির দিকে মনোযোগ দিতে হবে, কিন্তু তারা তা বলেনি।

তাদের মধ্যে এই ধরনের মনোভাবই প্রচলিত ছিল, এবং যিশু যে কারণে তাদের তিরস্কার করছিলেন, তার সাথে এর অনেকখানি সম্পর্ক রয়েছে।

সুতরাং অ্যাডাম ক্লার্ক চালিয়ে যাচ্ছেন।

তারা ঈশ্বরকে সকল ধার্মিকতা, করুণা ও সত্যের উৎস হিসেবে বিশ্বাস করতে অবহেলা করেছিল।

শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীরা ঈশ্বরের নামে তাদের কাজ শুরু বা শেষ করত না, এবং সেই কাজ করার ক্ষেত্রে তাঁর নামে তাদের কোনো সম্মানও ছিল না।

তারা চেয়েছিল যেন তাকে তাদের মাঝে দেখা যায়, এবং তাদের তাকে পুরস্কৃত ও প্রশংসা করতে হতো। তোমার এগুলো করা উচিত ছিল।

আমাদের প্রভু তাদের দশমাংশ প্রদানে আপত্তি করেননি, যদিও তারা এ বিষয়ে মন্তব্য করতে পারত।" সুতরাং এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, দশমাংশ প্রদান করাটা আদৌ ভুল ছিল না।

আসলে, তারা আরও বড় বড় বিষয় অবহেলা করেছিল। এই দশমাংশ প্রদান ধর্মের চেতনাকে প্রভাবিত করেনি।

কিন্তু ন্যায়, দয়া ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যখন তারা এসব করছিল, তখন তারা দেখিয়ে দিল যে তাদের কোনো ধর্ম নেই এবং ধর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না।

ধার্মিকতার প্রচারের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের সারমর্ম প্রচার করা গুরুত্বপূর্ণ, আর তা হলো—ঈশ্বরের পথই প্রকৃতপক্ষে সর্বোত্তম।

এবং ঈশ্বরের দেখানো পথে চলাই শেষ পর্যন্ত শুধু ঈশ্বর ও অন্যদের প্রতিই সঠিক নয়, বরং আমাদের নিজেদের জন্যও সঠিক।

আমি এখন ধর্মগ্রন্থ থেকে এর কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরব।

শুধু সেগুলো পাওয়ার জন্য, কারণ মানুষের জানা দরকার যে, ঈশ্বর একাগ্রচিত্তে তাঁর অন্বেষণ করলে তিনি তাদের দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

আর যদি আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত না হই এবং এই ব্যাপারেও নিশ্চিত না হই যে ঈশ্বরের পথে চলাই সর্বোত্তম, তাহলে পরিস্থিতি যখন সত্যিই কঠিন হয়ে উঠবে, তখন হতাশ হয়ে পড়াটা খুব সহজ হবে।

এবং ঈশ্বরের অনেক প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যা তিনি দিয়েছেন যেন আমরা তাঁর ইচ্ছা পালনে আস্থা রাখতে পারি, এমনকি যখন তা অত্যন্ত কঠিন হয়।

আমি কয়েকটি উদাহরণ দেব। ২ বংশাবলি ১৬-৯।

কারণ প্রভুর দৃষ্টি সারা পৃথিবীতে সর্বত্র নিবদ্ধ থাকে, যেন তিনি তাদের পক্ষে নিজেকে পরাক্রমশালী দেখাতে পারেন, যাদের হৃদয় তাঁর প্রতি নিখুঁত।

গীতসংহিতা ৪০ অধ্যায়, ৭-১০ পদ। এটি আসলে মসিহ সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী।

তখন আমি বললাম, দেখ, আমার উপর লিখিত গ্রন্থের খণ্ডেই আমি এসেছি। হে আমার ঈশ্বর, আমি তোমার ইচ্ছা পালন করতে আনন্দিত; তুমিই আমার হৃদয়ের অন্তরে ছিলে।

আমি বৃহৎ জনসমাবেশে ধার্মিকতার সুসমাচার প্রচার করেছি। দেখ, আমি আমার মুখে কোনো ছলনা করিনি, তাই তুমি জানো।

আমি তোমার ধার্মিকতা আমার হৃদয়ে গোপন করিনি।

সুতরাং লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের ধার্মিকতা প্রচার করতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমি তোমার বিশ্বস্ততা ও তোমার পরিত্রাণ ঘোষণা করেছি।"

"আমি মহামণ্ডলীর কাছ থেকে তোমার প্রেমময় করুণা ও তোমার সত্য গোপন করিনি।" এরকম অনেক উদাহরণ আছে। যিশাইয় ৪০, ২৫-৩১।

এই বিষয়গুলো মানুষের জানা প্রয়োজন, বিশেষ করে যারা দুর্দশার মধ্যে আছেন। কাউকে সান্ত্বনা দেওয়া এই অর্থে সঠিক যে, যদি আপনি তাঁর দিকে তাকান, তবে তিনি আপনার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন।

শেষ পর্যন্ত আপনি এর জন্য অনুশোচনা করবেন না। যিশাইয় ৪০:২৫-৩১। আর আপনি যখন তাঁর বাধ্য থাকবেন, তখন তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন এবং আপনার প্রয়োজনীয় শক্তি দেবেন।

যিশাইয় ৪০:২৫-৩১। "অতএব তোমরা আমাতে কাকে পছন্দ করবে, অথবা আমি কি তোমাদের সমান হব?"—পবিত্রতম বলেন।

ঊর্ধ্বে দৃষ্টি তোলো এবং দেখ, কে এই সকল সৃষ্টি করেছেন, যিনি সংখ্যায় তাদের বাহিনী বের করে আনেন।

তিনি তাঁর পরাক্রমের মহিমায় তাদের সকলকে নাম ধরে ডাকেন, কেননা তিনি শক্তিতে বলবান, ঈশ্বরের সমকক্ষ নন।

ঈশ্বর আকাশের নক্ষত্রগুলোকে টিকিয়ে রাখেন এবং প্রতিটি নক্ষত্রকে চেনেন।

আর আকাশে আক্ষরিক অর্থেই কোটি কোটি নক্ষত্র রয়েছে, যা আমরা এখন জানি কিন্তু বাইবেলের লেখকরা সম্ভবত তা জানতেন না।

কিন্তু লক্ষ্য করুন, এরপর ২৭ পদে তিনি কীভাবে কথা চালিয়ে যান।

হে যাকোব, তুমি ইস্রায়েলের সম্বন্ধে বলছ, "সদাপ্রভুর কাছ থেকে আমার পথ গোপন, এবং আমার ঈশ্বর আমার বিচার উপেক্ষা করেছেন।"

তুমি কি জানো না, তুমি কি শোনোনি?

সেই চিরস্থায়ী ঈশ্বর, প্রভু, পৃথিবীর প্রান্তের সৃষ্টিকর্তা অবসন্ন হননি, ক্লান্তও হন না।

তাঁর জ্ঞান অন্বেষণ করা যায় না। তিনি দুর্বলকে শক্তি দেন এবং শক্তিহীনদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করেন।

এমনকি যুবকও অবসন্ন ও ক্লান্ত হয়ে পড়বে এবং তরুণটি সম্পূর্ণরূপে পড়ে যাবে। কিন্তু যারা প্রভুর জন্য অপেক্ষা করে, তারা নতুন শক্তি লাভ করবে।

তারা ঈগলের মতো ডানা মেলে উড়বে; তারা দৌড়াবে কিন্তু ক্লান্ত হবে না; এবং তারা হাঁটবে কিন্তু অবসন্ন হবে না।

আমি শুধু আর একটি উদাহরণ দেব। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন। ইব্রীয় ১০:২৩।

ইব্রীয়দের লেখক হতাশ হয়ে পড়া খ্রীষ্টানদের উদ্দেশে লিখছেন এবং তিনি বলছেন, "এসো, আমরা যেন আমাদের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তিতে অবিচল থাকি, কেননা তিনি বিশ্বস্ত, তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছেন।"

এবং খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে ও সেই বিশ্বাসে অটল থাকতে হবে, কারণ ঈশ্বর বিশ্বস্ত।

আর ফরীশীরা, শাস্ত্রবিদরা ও ফরীশীরা সেই বিষয়ের উপর জোর দেয়নি, কারণ তাদের তা ছিল না, অন্তত যীশু এখানে যাদের তিরস্কার করছিলেন,

তারা নিজেরা প্রকৃত জীবন্ত ও বাধ্যগত বিশ্বাসের সাথে ঈশ্বরের কাছে নিজেদেরকে সত্যিই সমর্পণ করেননি।

তাই যিশু ২৪ পদে বলতে থাকেন, "হে অন্ধ পথপ্রদর্শকেরা, যারা জাল বোনে আর উট গিলে ফেলে,

তোমরা শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীদের ভণ্ডদের ব্যবহার করতে ইচ্ছুক, কারণ তোমরা পেয়ালা ও থালার বাইরের অংশ পরিষ্কার করতে পারো, কিন্তু ভেতরে সেগুলো শোষণ ও বাড়াবাড়িতে পূর্ণ।

হে অন্ধ ফরীশীরা, প্রথমে পেয়ালা ও থালার ভেতরের অংশ পরিষ্কার কর, যেন সেগুলোর বাইরের অংশও শুচি হয়।

আর তোমরা, শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীরা, ভণ্ড; কেননা তোমরা সেই মিনতিকারীর মতো, যা বাইরে দেখতে সুন্দর, কিন্তু অন্তরে মৃত মানুষের হাড় ও সর্বপ্রকার অশুচিতায় পূর্ণ।

তেমনি তোমরাও বাহ্যিকভাবে মানুষের কাছে ধার্মিক বলে প্রতীয়মান হও, কিন্তু অন্তরে তোমরা ভণ্ডামি ও অধর্মে পূর্ণ; আর তোমাদের কাছে তোমরা শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীদের ভণ্ড বলে গণ্য হও।

আচ্ছা, আমি ২৮ নং পদে এসে থামব। দেখা যাক। ২৪ নং পদে এলবার্ট বার্নস বলেছেন, "তোমরা ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অতি সামান্য বিষয়ে অপরাধ এড়ানোর জন্য অনেক কষ্ট করো,

কুসংস্কারবশত আইনের ক্ষুদ্রতম বিষয়গুলোও পালন করা, ঠিক যেমন একজন মানুষ তার পানীয় থেকে প্রাণীজ কণা সাবধানে ছেঁকে ফেলে।

তুমি মহাপাপ, ভণ্ডামি, প্রতারণা, অত্যাচার ও লালসা পরিহার করতে কোনো চেষ্টাই করো না, ঠিক সেই ব্যক্তির মতো যে উট গিলে ফেলতে পারে।

আরবদেরও একই রকম একটি প্রবাদ আছে। সে হাতি খায়, অথচ মশা খেয়ে তার দম বন্ধ হয়ে যায়। সে ছোটখাটো বিষয়ে বিচলিত হয়, কিন্তু বড় বিষয়ে মনোযোগ দেয় না।

যিশু এমন কথা বলেননি যে ছোটখাটো বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত। মশা এবং উট উভয়ই এমন প্রাণী ছিল, যেগুলোকে ঈশ্বরের বিধান অনুসারে অশুচি বলে গণ্য করা হতো।

ইহুদিদের খাদ্য সংক্রান্ত আইনকানুন। আর যিশু এমনটা বলছেন না যে তোমরা সামান্য বিষয় নিয়েও মাথা ঘামাবে।

যদি মশাটি অপরিচ্ছন্ন হয় এবং আপনি আপনার পানীয়তে একটি মশা দেখতে পান, তবে পানীয়টি থেকে জল ছেঁকে মশাটি ফেলে দেওয়া উচিত।

কিন্তু সমস্যা হলো, তারা উট গিলে ফেলত, এবং লুক অ্যাডাম ক্লার্ক বা অ্যালবার্ট বার্নস বলেছিলেন যে, ভণ্ডামি, প্রতারণা, নিপীড়ন এবং কামনার মতো এমন কিছু পাপ ছিল যা তারা বিবেকের দংশন ছাড়াই বানিয়েছিল।

সুতরাং এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, শুধু ছোটখাটো বিষয়ে খুঁতখুঁতে হওয়াকে যিশু তিরস্কার করছেন না।

এই যে তারা ছোটখাটো বিষয় লক্ষ্য করলেও বড় বিষয়গুলো লক্ষ্য করেনি, এটাই তাদের পাপকে আরও গুরুতর করে তুলেছিল এবং তাদেরকে পুরোপুরি ভণ্ড প্রমাণ করেছিল।

২৫ ও ২৬ নং পদের ক্ষেত্রেও একই কথা, একই নীতি। অ্যাডাম ক্লার্ক ২৫ নং পদ সম্পর্কে বলেন, "আপনি বাইরের অংশটি পরিষ্কার করতে পারেন।

ফরীশীরা বিধান অনুসারে নির্ধারিত সমস্ত ধৌতকরণ ও শুচিকরণের নিয়মকানুন পালনে অত্যন্ত কঠোর ছিল, কিন্তু সেগুলোর দ্বারা প্রতীকায়িত সেই অন্তরের পবিত্রতার প্রতি তারা কোনো মনোযোগ দিত না।

একজন মানুষ বাইরে থেকে দেখতে পরিষ্কার হলেও, ভেতরে সে অপবিত্র হতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বাহ্যিক পবিত্রতা কোনো কাজে আসে না, যেখানে অন্তরের পবিত্রতার অভাব থাকে।

কিন্তু ২৬ পদে উল্লেখিত আছে, যিশু তাদের প্রার্থনার পেয়ালায় থাকা নির্বাপিত পদটির কথা বলেছিলেন, যেন তাদের বাইরের অংশও শুচি হয়।

জ্ঞানবাদীরা মনে করত যে যদি তুমি... জ্ঞানবাদীদের এই ভ্রান্ত ধর্মদ্রোহিতা, যা আদি গির্জায় উদ্‌ভূত হয়েছিল, তারা ভাবত যে সবকিছুই অভ্যন্তরীণ।

এবং তারা বলেছিল যে, শারীরিকভাবে পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনের মাধ্যমে হৃদয়কেও নির্মল রাখা সম্ভব।

তাই তারা যীশুর কথাটা পুরোপুরি বুঝতে পারেনি; তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, যদি আমরা আমাদের ভেতরের সত্তাকে পরিশুদ্ধ করি, তবে বাইরের অংশও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বাহ্যিকভাবে পবিত্র থাকা এখনও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এর শুরুটা হতে হবে হৃদয়ে পাপের ভার এবং ঈশ্বরের প্রতি হৃদয়ে এক ভগ্ন ও অনুতপ্ত আত্মা ধারণ করার মাধ্যমে।

আর সেটা ছাড়া সরাসরি বাহ্যিকভাবে তাকালে একজন মানুষ কেবল একটি সাদা কবরে পরিণত হয়।

শ্বেত সমাধিটি হলো ইহুদিদের... যেমন আমরা এখানে ২৭ এবং ২৮ নং পদে আসি, ইহুদিরা সমাধিটিকে একটি কবরের মতো করে রঙ করত,

এবং ইহুদিরা তাদের সমাধি সাদা রঙের বানাতো, কারণ ঈশ্বরের বিধান অনুসারে কবর স্পর্শ করা অশুচি বলে গণ্য হতো।

আর তাই তারা তাদের কবর সাদা রঙ করত, যাতে লোকেরা ভুল করে সেগুলো স্পর্শ না করে।

আর মার্ক ২৮ পদে বলেন, শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীরা শ্বেতবস্ত্রের ন্যায় ছিলেন।

সেইরূপে তোমরাও বাহ্যিকভাবে মানুষের কাছে নির্মল ধার্মিক, কিন্তু অন্তরে তোমরা কপটতা ও অধর্মে পূর্ণ।

অ্যাডাম ক্লার্ক ২৮ নং পদে বলেন, "কিন্তু মানুষের এই বাহ্যিক রূপের কী লাভ হবে, যখন ঈশ্বর তার আত্মার বিচার করবেন?"

মানুষের মাঝে অর্জিত খ্যাতির ভয় কি তার হৃদয়ের অধার্মিকতার বীজকে সেই ন্যায়বিচারের আঘাত থেকে আড়াল করে রাখবে?

যা নিরপেক্ষভাবে সমস্ত অশুদ্ধতা ও অপবিত্রতাকে ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপ করে?

না, বরং সে যে পাপ করেছে এবং যে পাপে তার মৃত্যু হয়েছে, সেই পাপ অনুসারেই তার বিচার ও শাস্তি নির্ধারিত হবে।

আর তার ধার্মিকতার ভান তাকে কেবল সেই হ্রদের আরও গভীরে ঠেলে দেয়, যা অনির্বাণ ব্যর্থতার আগুনে জ্বলছে।

পাঠকগণ, লক্ষ্য করুন যেন ঈশ্বরের প্রতি আপনার হৃদয় সঠিক থাকে।

সুতরাং, ২৯ পদে বলা হয়েছে, "হে শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীগণ, ভণ্ডেরা, তোমরা কি ভাববাদীদের সমাধি নির্মাণ কর এবং ধার্মিকদের কবরের ফলক সজ্জিত কর না,?

এবং বলো, যদি আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে থাকতাম, তবে আমরা ভাববাদীদের রক্তে তাদের সঙ্গে অংশীদার হতাম না।

অতএব তোমরা নিজেরাই নিজেদের সাক্ষী যে, তোমরা ভাববাদীদের হত্যাকারীদের সন্তান; তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের পাপের পাত্র পূর্ণ করো।

অ্যাডাম ক্লার্ক ৩০ ও ৩১ পদে বলেন, "তারা নিজেদেরকে তাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ মনে করে, কিন্তু আমাদের প্রভু, যিনি জানতেন তারা কী করবে,

তাদের অন্তর উন্মোচন করে এবং তাদের এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে তারা তাদের পূর্ববর্তী সকলের চেয়েও আরও অনেক বেশি জঘন্য হয়ে উঠবে।

কারণ এটা স্পষ্ট ছিল যে তারা যীশুকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছিল।

তিনি স্বীকার করেছেন যে তোমরা তাঁর সন্তান, এবং ৩১ পদে তিনি বলেছেন,

তিনি স্বীকার করেছেন যে তোমরা ঐ খুনিদের সন্তান এবং তোমরা যে অধঃপতিত, তার পূর্ণ প্রমাণ দিতে যাচ্ছো।

অনেকে মনে করেন যে, যদি তারা সেখানে বাস করতেন, তাই এটি গুরুত্বপূর্ণ,

এখন অনেকেই মনে করেন যে, যদি তাঁরা আমাদের প্রভুর সময়ে জীবিত থাকতেন, তবে তাঁরা তাঁর প্রতি ইহুদিদের মতো আচরণ করতেন না।

কিন্তু আমরা এটা প্রায় বিশ্বাসই করতে পারি না যে, যারা তাঁর সুসমাচার প্রত্যাখ্যান করে, তাঁর অনুশাসনসমূহ পদদলিত করে, তারা অনুসারী হিসেবে তাঁর অনুগ্রহ, প্রেম, পাপ ও ঘৃণার চেতনার প্রতি অবজ্ঞা প্র

একই সময়ে বাস করলে তারা হত্যাকারী ইহুদিদের চেয়ে তার সাথে ভিন্নভাবে আচরণ করত।

মূলত, তারা বলতে চাইছিল যে, যদি তারা পুরাতন নিয়মের নবীদের সময়ে বাস করত, তাহলে তারা তাদের সাথে এতটা খারাপ আচরণ করত না।

কিন্তু তারা খ্রিষ্টকে এবং পরবর্তীতে তাঁর দূতদেরকে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে প্রমাণ করেছিল,

যে তারা পুরাতন নিয়মের সময়ে নবীদেরকে সত্যিই হত্যা করত।

এবং অ্যাডাম ক্লার্ক এখন এই যুক্তিটি তুলে ধরছেন যে, এমন কিছু লোক আছেন যারা মনে করেন যে, যদি তারা প্রথম শতাব্দীতে জীবিত থাকতেন, তবে তারা খ্রিস্টকে হত্যা করতেন না এবং প্রেরিতদেরও ঘৃণা

কিন্তু তারা যে এখনই তাঁর সুসমাচার ও প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করে, পাপ করে এবং ঈশ্বরের আত্মা ও ঈশ্বরের বাক্যের বিরোধিতা করে, তা প্রমাণ করে যে তারাও একই অপরাধে দোষী।

প্রথম শতাব্দীতে জীবিত থাকলে তারা অবশ্যই খ্রিস্ট ও প্রেরিতদের বিরোধিতা করত।

৩১ পদে, যখন যিশু বলেন, "অতএব তোমরা নিজেরাই নিজেদের সাক্ষী যে, তোমরা তাদেরই সন্তান, যারা ভাববাদীদের হত্যা করেছিল,"

তিনি তা বলছেন না। অ্যালবার্ট বার্নস এখানে বলছেন, "এখানে মূল জোর দেওয়া হয়েছে 'তোমাদের নিজেদের প্রতি' কথাটির ওপর। এটি তাদের বিবেকের প্রতি একটি আবেদন।"

কবর নির্মাণের মাধ্যমে তারা যে নবীদের হত্যাকারীদের সন্তান, তার সাক্ষ্য এই নয় যে, তারা এই সাক্ষ্য বহন করত।

কিন্তু ধার্মিকতা বা পবিত্রতার এই সমস্ত ভান সত্ত্বেও, এই সমগ্র পেশার আড়ালে,

তারা তাদের বিবেকের দৌলতে জানত এবং নিজেরাই সাক্ষী ছিল যে, এটি ছিল মেধাভিত্তিক ব্যবস্থা এবং যারা নবীদের থেকে পালিয়ে যেত বা নবীদের হত্যা করত, তাদের আচরণকে তারা সত্যিই সমর্থন করত।

তারা নবীদের হত্যাকারীদের মতো ছিল। তারা নবীদের অনুভূতি শুনে তাদের আচরণকে অনুমোদন করেছিল।

তারা শুধু এটাই দেখায়নি যে তারা তাদের বংশধর, বরং এটাও দেখিয়েছে যে তারা তাদের আত্মা ধারণ করে এবং অনুরূপ পরিস্থিতিতে তারাও তাই করত।

অ্যাডাম ক্লার্ক ৩২ নং পদে বলেন, "তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের রীতি পালন না করা পর্যন্ত, তোমরা যে স্বীকারোক্তিই করো না কেন, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের পাত্র পূর্ণ করবে না।"

তারা তাদের পথে চলতে থাকবে এবং তোমাকে হত্যা করার মাধ্যমে প্রতিটি মন্দ উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধন করবে।

আর তখন তোমাদের অন্যায়ের শাস্তি তোমাদের উপর চরমভাবে নেমে আসবে, যেমনটা তোমাদের বিদ্রোহী পূর্বপুরুষদের উপর এসেছিল।

সুতরাং এটা বেশ আশ্চর্যজনক যে, যারা খ্রীষ্টকে নির্যাতন করেছিল, তারা মূলত পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের বিরোধিতাকারীদের পাপেই লিপ্ত ছিল এবং তাদের পাপ পূর্ণ করেছিল।

কিন্তু এই বিষয়টিকে অন্যভাবেও দেখা যায়, আর তা হলো, যারা ঈশ্বরের বাক্য পালন করে, যারা সুসমাচারের কাজে পরিশ্রম করে, তারাই যিশু ও প্রেরিতদের দ্বারা শুরু করা কাজও সম্পন্ন করে।

আর কলসীয় ১ অধ্যায়ের ২৪ পদে পৌল ঠিক এই বিষয়টি নিয়েই কথা বলছিলেন। এটি একটি বিতর্কিত অংশ, কিন্তু এই মুহূর্তে এটি পর্যালোচনা করা ভালো, কারণ এটিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা সম্ভব।

পৌল কলসীয় খ্রীষ্টানদের সাথে কথা বলছেন এবং ২১ পদে তিনি বলছেন, "আর তোমরা যারা একসময় মন্দ কাজের দ্বারা মনে মনে বিচ্ছিন্ন ও শত্রু ছিলে, কিন্তু এখন তাঁর মাংসের দেহে মৃত্যুর মাধ্যমে তোমরা

যেন তিনি তোমাদেরকে তাঁর দৃষ্টিতে পবিত্র, নির্দোষ ও অগ্রহণযোগ্যরূপে উপস্থিত করতে পারেন, যদি তোমরা তোমাদের শোনা সুসমাচারের আশা থেকে বিচ্যুত না হয়ে, দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসে অবিচল থা

এবং যা স্বর্গের নিচে থাকা প্রত্যেক প্রাণীর কাছে প্রচার করা হয়েছিল। আমি, পৌল, কোথায় একজন পরিচারক হয়েছি, যিনি এখন তোমাদের জন্য আমার দুঃখভোগে আনন্দিত হয়েছি, এবং খ্রীষ্টের মূল্যের জন
দেহে তাঁর দুঃখভোগের যে ঘাটতি ছিল, তা পূর্ণ করি?"

এটা একই ধারণা, শুধু পার্থক্য এই যে এটা ধার্মিকতার জন্য, অধার্মিকতার জন্য নয়।

তোমাদের জন্য আমাকে যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমি কোথায় একজন পরিচারক নিযুক্ত করেছি, যেন তিনি ঈশ্বরের বাক্য পূর্ণ করেন; সেই রহস্য যা যুগ যুগ ধরে ও পুরুষানুক্রমে গুপ্ত ছি
প্রকাশিত হয়েছে?

যাদের কাছে ঈশ্বর অ-ইহুদিদের মধ্যে এই রহস্যের মহিমার ঐশ্বর্য প্রকাশ করতে চান, তা হলো তোমাদের মধ্যে খ্রীষ্ট, মহিমার আশা; যাঁর বিষয়ে আমরা প্রচার করি, প্রত্যেক মানুষকে সতর্ক করে ও সমস্ত
আমরা প্রত্যেক মানুষকে খ্রীষ্ট যীশুতে সিদ্ধরূপে উপস্থিত করতে পারি, যে কাজে আমিও পরিশ্রম করি।"

তাঁর কার্য অনুসারে চেষ্টা করছি, যিনি আমার মধ্যে প্রবলভাবে কাজ করেন।

যারা খ্রীষ্টের বাধ্য হতে এবং তাঁর সুসমাচারে পরিচর্যা করতে চায়, তারা খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের প্রেরিতদের কাজ পূর্ণ করে এবং তাঁর জন্য এক মুক্তিপ্রাপ্ত, পৃথকীকৃত ও বিশ্বস্ত প্রজাগোষ্ঠী তৈরি করে।

এক অর্থে, প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকটিকে এমনভাবে বলা হয় যে ধর্মগ্রন্থের সাথে নতুন কিছু যোগ করা যায় না, কিন্তু অন্য অর্থে প্রেরিতদের কার্যবিবরণী বা প্রেরিতদের কাজ আজও চলমান রয়েছে।

এবং যারা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর বাক্য প্রচার করে, তাঁর সুসমাচার প্রচার করে এবং অন্যান্য খ্রীষ্টানদের সেবা করে, তারা একই দলে আছে এবং যীশু ও প্রেরিতগণ কর্তৃক শুরু করা একই ক

আর খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের মহৎ আহ্বানের এটিও একটি অংশ, এবং এটি এমন এক অসাধারণ বিষয় যা নিয়ে ভাবা যায় এবং যা নিয়ে সত্যিই আনন্দিত হওয়ার মতো।

তাই যিশু ৩৩ পদে বলতে থাকেন, "হে সর্পগণ, সর্পবংশ, তোমরা নরকের দণ্ড থেকে কি করে রক্ষা পাবে?"

আমি এই বিষয়ে আরও কিছু বলব, কিন্তু ভাবনাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ৩৩ পদটি বলছি, "অতএব, দেখ, আমি তোমাদের কাছে ভাববাদী, জ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞদের পাঠাচ্ছি; আর তোমরা তাদের মধ্যে থে
করবে, এবং তোমাদের সমাজগৃহে তাদের চাবুক মারবে ও নগর থেকে নগরে তাদের তাড়না করবে, যেন পৃথিবীতে সমস্ত ধার্মিক রক্তপাত তোমাদের উপর এসে পড়ে; ধার্মিক আবিলের বংশ থেকে শুরু কা
বংশ পর্যন্ত, যাঁকে তোমরা মন্দির ও যজ্ঞবেদির মাঝখানে হত্যা করেছিলে।"

আর আমি তোমাদের নিশ্চিতভাবে বলছি, এই সমস্ত বিষয় এই প্রজন্মের উপর ঘটবে।

৩৩ পদে যিশু সম্ভবত বলছেন, "হে সর্পগণ, হে সর্পবংশ, তোমরা নরকের দণ্ড থেকে কি করে রক্ষা পাবে?"

সম্ভবত সে সেই বাচ্চা সাপটির কথা বলছে, যেটি মাঝে মাঝে তার মায়ের গর্ভ খেয়ে বেরিয়ে আসে এবং এভাবে তাকে জীবনদানকারী মা-টিকেই হত্যা করে।

আর খ্রিষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার মাধ্যমে তারা ঠিক এটাই করতে যাচ্ছিল—তাদের মূল ভিত্তিকেই হত্যা করা, যিনিই তাদের জীবনের চূড়ান্ত উৎস।

অনেকে ৩৩ নং পদটি ব্যবহার করে মানুষের সাথে অত্যন্ত কঠোর আচরণ করা, অহংকারী হওয়া এবং পাপীদের প্রতি সার্বিকভাবে অভদ্র হওয়াকে ন্যায্যতা দেয়।

আর তারা তাদের উপর নরকের ভয় দেখিয়ে চিৎকার করে এবং বলে যে তারা যীশুকে অনুসরণ করছে। কিন্তু এখানে যীশু যা বলেছিলেন তার সময়কালটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ।

মন্দিরে এটাই তাঁর শেষ ধর্মোপদেশ।

এরাই সেই লোক যাদের কথা আমরা শুরুতে বলেছিলাম, যাদের কাছ থেকে ইসরায়েল আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা খুঁজছিল।

এটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং তারা জনগণকে ধোঁকা দিচ্ছিল।

এবং তাদের ভণ্ডামি ও তার বিরোধিতার দ্বারা তারা ব্যাপক ক্ষতি করছিল। এবং তাদের প্রকাশ্যে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন ছিল।

তারা যেভাবে অন্য সবাইকে বিভ্রান্ত করছিল, তার কারণে তাদের আসল রূপ প্রকাশ করে দেওয়া প্রয়োজন ছিল।

আর যেহেতু তারা নিজেরা এতটাই প্রতারিত হয়েছিলেন, তাই তাদেরকে সেভাবে কঠোরভাবে পর্যালোচনা করতে হয়েছিল।

যিশু প্রতিদিন মন্দিরের সামনে এমন কোনো ব্যানার নিয়ে বের হতেন না, যাতে লেখা থাকত, "হে শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীরা, তোমরা নরকের শাস্তি থেকে কীভাবে রক্ষা পাবে?"

তিনি শুধু প্রতিদিন তাদের উপর চিৎকার করছিলেন না। তিনি জেরুজালেমে ছিলেন। এমনকি তিনি সাধারণ লোকদেরও এই কথা বলছিলেন না।

এখন, এটা স্পষ্ট যে, তিনি শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীদের অনেক বিষয়ে তিরস্কার করেছিলেন, যা এখন সকলেরই মেনে চলা উচিত।

আর সে কারণেই তিনি তা প্রকাশ্যে দিয়েছিলেন।

এর মধ্যে স্পষ্টতই সবার জন্য নরক সম্পর্কে একটি সতর্কবার্তা রয়েছে।

কিন্তু অ্যালবার্ট বার্নস এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়কালটি উপলব্ধি করেছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীদের সত্যিই এমন একটি প্রকাশ্য পর্যালোচনার প্রয়োজন ছিল।

আর যিশু যেমন বিয়ারের ওপর কঠোর ছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে সব সময় সাধারণ মানুষের ওপর কঠোর হওয়াটা যে অনুচিত, সে বিষয়ে তিনি বলেন।

এবং তিনি বলেছিলেন যে, যখন আমরা কোনো ব্যক্তিকে নয় বরং তার চরিত্রকে সম্বোধন করার বিষয়ে প্রচার করি, তখন তিনি মূলত এটাই বোঝাতে চান যে, সেইসব পাপের বিষয়ে প্রচার করা গুরুত্বপূর্ণ, নরকে পাঠাবেন।

আর হ্যাঁ, আপনার মণ্ডলীর মধ্যে যারা পাপে লেগে থাকে এবং অনুতপ্ত হয় না, তাদেরকে প্রভুর ভোজ থেকে সরিয়ে নেওয়া এবং এটা বলা গুরুত্বপূর্ণ যে, তারা ঐশ্বরিক বিচারের যোগ্য প্রার্থী।

কিন্তু এটাকে ব্যবহার করে সাধারণভাবে মানুষের প্রতি খুব কঠোর হওয়া এবং এটা বলা যে আমরা যিশুকে অনুসরণ করছি—এই ব্যাপারে আমাদের সত্যিই সতর্ক থাকতে হবে।

দেখি, এই বিষয়েও আমার কাছে একটি নোট আছে।

হ্যাঁ, এর মানে এই নয় যে এভাবে কারো ভয়ানক সমালোচনা করার কোনো সময়ই নেই, কিন্তু একজন ধার্মিক ব্যক্তি অনেক সতর্কতা, ভয়, কম্পন ইত্যাদি ছাড়া কখনোই এমনটা করবেন না।

এটা আজকাল করার মতো কোনো কাজ নয়।

আর এই বিষয়ে আমাদের প্রজ্ঞা এবং ঈশ্বরপ্রদত্ত বিচক্ষণতা প্রয়োজন, কারণ অনেক মানুষই আগে থেকেই রাগান্বিত থাকে এবং কেবল অন্য কারো উপর তাদের রাগ ঝাড়ার সুযোগ খোঁজে।

তারা বাইবেলে এটি খুঁজে পায় এবং এই ধরনের একটি অনুচ্ছেদ ব্যবহার করে নিজেদের রাগ প্রকাশ করতে ও মানুষের প্রতি অভদ্র আচরণ করতে ভয় পায়।

সুতরাং এক্ষেত্রে অবশ্যই ঈশ্বরীয় বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে।

৩৪ পদে, স্তিফান ও যাকোব এর উদাহরণ হবেন, যারা এর অল্প কিছুদিন পরেই প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকে যিরূশালেমে নিহত হয়েছিলেন, যা ইহুদি নেতাদের কঠোরতা এবং তাদের দণ্ডাজ্ঞার যথার্থতাকে

আর আমরা জানি যে, প্রেরিত ৮ অধ্যায়ে তারা আদি মণ্ডলীকে তাড়না করবে এবং তাদের এই তাড়নার কারণে আদি মণ্ডলীর অধিকাংশকেই যিরূশালেম থেকে পালিয়ে যেতে হবে।

৩৫ পদে, যখন তিনি বলেন যে, "ধার্মিক হাবিলের রক্ত থেকে বেরাকাইয়ুসের পুত্র সখরিয়ের রক্ত পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত ধার্মিক রক্তপাত তোমাদের উপরে আনো," সম্ভবত এটি ২ বংশাবলি ২৪:২০ থেকে ২: সখরিয়, অর্থাৎ আদার প্রতি একটি ইঙ্গিত।

কিন্তু মূল কথা হলো, যে লোকেরা দাবি করে যে তারা নবীদের ওপর অত্যাচার করত না, তারাই প্রমাণ করবে যে তারা নিজেরাই নির্যাতিত হতো।

আর মূল কথা হলো, যে লোকেরা দাবি করে যে তারা ভাববাদীদের ওপর অত্যাচার করত না, তারাই প্রমাণ করতে যাচ্ছে যে তারা তা-ই করত; খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার অল্প সময়ের মধ্যেই প্রেরিতদের এবং করার মাধ্যমে, যেমনটা আমরা এই বইতে এবং প্রেরিতদের কার্যবিবরণী বইতে পরে পড়ব।

সুতরাং ঈশ্বর মূলত তাই করতে যাচ্ছেন, যখন তিনি ৩৬ পদে বলেন, এই সমস্ত বিষয় এই প্রজন্মের উপর আসবে।

ঈশ্বর মূলত তাদের দোষী সাব্যস্ত করবেন, অতীতে তারা যা করেনি তার জন্য নয়, বরং এই কারণে যে, তারা সেই লোকদেরই সমমনা ছিল যারা পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের ওপর অত্যাচার করত এবং প্রকৃ গিয়েছিল, আর যিশু যখন তাদের মধ্যে ছিলেন, তখন তাদের মধ্যে আরও বেশি আলো ছিল।

তবুও তারা তার ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল।

ঈশ্বরের সর্বোত্তম প্রত্যাদেশ তারাই পেয়েছিল, অনুতাপ করে পরিত্রাণ লাভের সেরা সুযোগও ছিল তাদের। তবুও, যারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, শেষ পর্যন্ত তাদের উপর সেই চূড়ান্ত বিচার নেমে আসার ক নেমে আসবে যখন রোমানরা এসে তাদের জাতিকে ধ্বংস করে দেবে।

আমার বলা উচিত, ইহুদি জাতির ওপর এই জীবনে চূড়ান্ত বিচার, যা নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম, তা ৪০ বছর পরে ঘটবে, যখন রোমানরা এসে জাতিটিকে ধ্বংস করে দেবে।

এবং জেরুজালেম থেকে পালিয়ে যাওয়া খ্রিস্টানরা ছাড়া বাকি সবাইকেই হয় হত্যা করা হতো অথবা দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হতো, এবং ইহুদি জাতি আক্ষরিক অর্থেই অতি সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত থাকতো।

সুতরাং, শেষ তিনটি পদে যিশু তাদের বিচারের আবশ্যকতা নিয়েই আক্ষেপ করবেন, আর এভাবেই আমরা অধ্যায়টি শেষ করব।

হে জেরুজালেম, জেরুজালেম, যে ভাববাদীদের হত্যা করো এবং তোমার কাছে প্রেরিতদের পাথর ছুঁড়ে মারো, আমি কতবার তোমার সন্তানদের একত্রিত করতাম, যেমন একটি মুরগি তার ছানাদের নিজের তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই এখানকার ক্যালভিনবাদকে তিরস্কার করতে না।

ক্যালভিনিজম শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বর কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষকে রক্ষা করতে চান, কিন্তু যিশু বলছেন যে তিনি সমগ্র নগরীকে একত্রে চেয়েছিলেন, এবং এককভাবে তা সম্ভব ছিল না।

সুতরাং দোষটা তাদেরই, ঈশ্বরকে নয় যে তিনি তাদের মনোনীত করেননি। "দেখো, তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য জনশূন্য করে রাখা হয়েছে, কারণ আমিই তোমাদের পাঠিয়েছি; তোমরা এখন থেকে আমাকে তোমরা দেখবে, প্রভুর নামে যিনি আসছেন, তাঁকে দেখতে পাওয়া ধন্য।"

তাদের বিশেষ করুণার দিনগুলো এবং ইহুদিদের ঈশ্বরের বিশেষ জাতি হওয়ার দিনগুলোর কথা, এবং বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আমি লোকদের ২১, ৩৩ থেকে ৪৬ নং পিরামিডীয় অনুচ্ছেদের দিকে নির্দে পড়ে দেখতে পারেন।

সেই দিনগুলো শেষ হয়ে যাবে, যখন ইহুদিরা ঈশ্বরের বিশেষ চুক্তি, বিশেষ আশীর্বাদ ও প্রত্যাদেশের অধীনে তাঁর বিশেষ প্রজা হিসেবে থাকবে।

এর পরেও তাদের আরও ৪০ বছর সময় দেওয়া হয়েছিল, যাতে যারা অনুতপ্ত হয়ে মসিহকে গ্রহণ করবে, তারা ৮০৭০ সালে তাদের জাতির উপর আসতে চলা বিচার থেকে রক্ষা পাওয়ার সুযোগ পাবে এ পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক ঠিক করে নেওয়ার সুযোগ পাবে।

যিশু যখন বলেছিলেন, "তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য জনশূন্য করে রাখা হলো," তখন আমার জানামতে তৎকালীন ইহুদিদের মধ্যে এই বিষয়ে ঐকমত্য ছিল যে, ঈশ্বরের সেই মহিমা যা মূলত মোশির দ্বারা সময়ে বিরাজ করত, তা ইতিমধ্যেই প্রস্থান করেছে।

কিন্তু স্বয়ং যিশুর মন্দিরে আসার মাধ্যমে ঈশ্বরের মহিমা আরও উত্তম উপায়ে মন্দিরে এসেছিল, এবং আমরা যেমনটা দেখেছি, হগ্গয় ২ অধ্যায় ও মেলাখি ৩ অধ্যায়ে সেই বিষয়েই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

আমরা আলোচনা করেছিলাম যে, মসিহের বিষয়ে এটি অন্যতম প্রধান প্রমাণ যে, তিনি মন্দিরে আসবেন; অর্থাৎ, মন্দির ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর মসিহের পক্ষে আসা অসম্ভব ছিল।

সুতরাং, ৮০৭০ সালে একজন ব্যক্তি এবং মেলাখির বিবরণ লেখার মধ্যবর্তী সময়ে মসিহকে অবশ্যই ৮০৭০ সালের মধ্যে আসতে হয়েছিল, এবং যিশু সত্যিই মন্দিরে এসেছিলেন, আর এখন তিনি মন্দির ত্যাগ

আমরা ২৪/১ তারিখে তা দেখতে পাব, এবং সে আর ফিরবে না।

তাই যখন তিনি ৩৯ পদে বলেন, "আমি তোমাদের বলছি, তোমরা এখন থেকে আমাকে আর দেখতে পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা বলবে, ধন্য তিনি যিনি প্রভুর নামে আসছেন," তখন তিনি এর দ্বারা কী বিতর্কিত।

কিন্তু একটি নীতি আছে, আমি সেদিকে যাচ্ছি না, তবে যারা আরও অধ্যয়ন করতে চান তারা যিরমিয় ৬:১-৭:১৬ পড়তে পারেন।

এটি জেরুজালেমের প্রতি একটি সতর্কবাণী ছিল যে, বাবিলীয় বন্দিদশার পূর্বেই ঈশ্বর এর বিচার পরিত্যাগ করতে যাচ্ছিলেন।

এটি দেখায় যে ঈশ্বরের বিচারের নীতি কখনও পরিবর্তিত হয় না, এবং এটি বিশেষ করে তাদের ক্ষেত্রে সত্য, যারা ঈশ্বর কর্তৃক ইহুদি জাতিকে প্রদত্ত মহান সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার করে।

যাদের জীবনে প্রকৃত সুসমাচার, প্রকৃত খ্রীষ্টান এবং প্রকৃত মণ্ডলী রয়েছে, যা খ্রীষ্টের আলোকে সত্যিই বিকশিত করে, তাদের অনেকেই একই রকম অবস্থানে আছেন, বিশেষ করে যারা ঈশ্বরীয় পরিবার গড়ে ত

এটা অবশ্যই সত্য যে ইহুদিরা সামগ্রিকভাবে যাচ্ছে না...

আমার মনে হয়, ৩৯ নং পদটি মূলত এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, ঠিক সেই সময়েই ইহুদি জাতির প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ করুণা ফুরিয়ে আসছিল।

তাই আমি রোমীয় ১১ অধ্যায়ে পড়া শেষ করতে চাই।

সুসমাচারের পরিপ্রেক্ষিতে ইহুদির ভূমিকা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সুসমাচার প্রথমে ইহুদিদের কাছে এবং পরে অ-ইহুদিদের কাছেও প্রচার করতে হবে।

ইহুদিদের দ্বারা সুসমাচার প্রত্যাখ্যানকে ঈশ্বর অ-ইহুদিদের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

আপনি প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তক জুড়ে এই বিষয়ে পড়বেন।

কীভাবে পৌল সমাজগৃহে গিয়ে খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রচার করতেন, এবং যখন লোকেরা তাঁকে সেখান থেকে বের করে দিত, তখন অ-ইহুদিরা এই ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারত এবং তারা তা মনোযোগ দিয়ে শুনত

আর পৌল এমন একটি মণ্ডলী শুরু করতে চেয়েছিলেন, যা সমাজগৃহ থেকে সুসমাচারে বিশ্বাসকারী ইহুদিদের এবং সেই সমাজগৃহটি যে শহরে অবস্থিত, সেই শহর থেকে সুসমাচারে বিশ্বাসকারী পরজাতিদের

সুতরাং, অ-ইহুদি শহরগুলোর প্রাথমিক খ্রিস্টীয় মণ্ডলীগুলোতে বিভিন্ন ধরনের মানুষের এক অত্যন্ত আকর্ষণীয় মিশ্রণ দেখা যেত, এবং সেই শহরগুলো জুড়ে ইহুদি উপাসনালয়ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

আর আমরা যখন প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পড়ি, তখন আমরা...

আর প্রেরিতদের বিষয়ে, আপনি পড়বেন যে সেখানে এর সাথে সম্পর্কিত অনেক সংঘাত দেখা দিত।

কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, ঈশ্বরের লোক হিসেবে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিশেষ অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে একজন ইহুদিকে তার মসিহকে গ্রহণ করতে হবে; কে ইসহাক ও যাকোবের স্বাভাবিক বংশধর হওয়া কাউকেই পরিত্রাণ দেয় না।

এবং এটা অবশ্যই সত্য যে, শেষ সময়ে ঈশ্বর ইহুদিদের সাথে কাজ করবেন, যেন তিনি তাদের এবং সমগ্র জাতিকে অনুতাপে ফিরিয়ে আনেন।

আর আমি বিশ্বাস করি, আপনি যদি জাকারিয়ার পুস্তকের ১২ থেকে ১৪ অধ্যায়ের মতো অংশগুলো পড়েন, তাহলে সেখানে এই বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, শেষ সময়ে ঈশ্বর কীভাবে ইহুদিদের সাথে আ বেঁচে থাকবে, তাদের জন্য তিনি কীভাবে প্রস্তুত করবেন।

যারা অবশেষে তাদের সম্মুখীন হতে যাওয়া মহাক্লেশ থেকে বেঁচে ফিরবে, তাদের মধ্যে অন্তত কিছুজন বলবে, "ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে ফিরে আসবেন।"

কিন্তু সে প্রসঙ্গে এখন যাওয়া যাক না, তবে জাকারিয়া পুস্তকের ১২ থেকে ১৪ অধ্যায়গুলো হলো...

এটি ৬.১ থেকে ৭.১৬ পর্যন্ত একটি দীর্ঘ প্রত্যাবর্তন, এই গবেষণার এই সম্পর্কিত ভালো অংশগুলো রয়েছে।

তাই আমি রোমীয় ১১ অধ্যায় থেকে পড়া শেষ করব। আমি ১১ অধ্যায়ের ১১ পদ থেকে শুরু করব। "অতএব আমি বলি, অবিশ্বাসী ইহুদিদের বিষয়ে বলছি, তারা কি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে?"

এমন যেন না হয়, বরং তাদের পতনের মাধ্যমেই অ-ইহুদিদের কাছে পরিত্রাণ এসেছে, যেন ইহুদিদের মনে তাদের ঈর্ষা জাগানো যায়।

এখন যদি তাদের পতন জগতের সম্পদ হয় এবং তাদের হ্রাস অ-ইহুদিদের সম্পদ হয়, তবে তাদের পূর্ণতা আরও কত বেশি হবে?

কারণ আমি তোমাদের, অর্থাৎ অ-ইহুদিদের সঙ্গে কথা বলি, এবং যেহেতু আমি অ-ইহুদিদের প্রেরিত, তাই আমি আমার পদকে মহিমান্বিত করি।

যদি কোনোভাবে আমি আমার আপনজনদের অনুকরণে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারি এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনকে রক্ষা করতে পারি।

কারণ যদি তাদের বর্জন করাই জগতের পুনর্মিলন হয়, তবে ৩৭ থেকে ৩৯ পদে যিশু তাদের সেই বর্জন করার বিষয়েই কথা বলছেন।

কারণ যদি তাদের বর্জনই জগতের পুনর্মিলন হয়, তবে তাদের গ্রহণ করা মৃতদের মধ্য থেকে ফিরে আসার চেয়ে আর কী হবে?

কারণ যদি প্রথম মূল পবিত্র হয়, তবে সমগ্রটিও পবিত্র। আর যদি মূল পবিত্র হয়, তবে শাখাগুলোও পবিত্র।

আর যদি তার কিছু ডাল ভেঙে ফেলা হয়, এবং তুমি এক বুনো জলপাই গাছ হয়ে তাদের মধ্যে কলম হও, আর তাদের সঙ্গে জলপাই গাছের মূল ও পুষ্টিতে অংশীদার হও, তবে সেই ডালগুলোর বিরুদ্ধে গর্ব করো, তবে তুমি মূলকে ধারণ করো না, বরং মূলই তোমাকে ধারণ করে।

প্রকৃত বিশ্বাসীরা ইস্রায়েলের মসিহের সাথে, এবং ইস্রায়েলের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তিতে, এবং ইস্রায়েল বংশের সঙ্গে ঈশ্বরের করা নতুন চুক্তিতে সংযুক্ত হয়, এবং অবিশ্বাসী ইহুদিদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।

তাহলে তুমি ১৯ পদে বলবে, শাখাগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছিল, যেন আমাকে কলম করা যায়। বেশ, অবিশ্বাসের কারণেই সেগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছিল, আর তুমি বিশ্বাসের দ্বারা স্থির আছ। অহংকারী হয়ে ঈশ্বরের আত্মা স্বাভাবিক শাখাগুলোকে রক্ষা না করেন, তবে সাবধান হও, পাছে তিনি তোমাকেও রেহাই না দেন।

শর্তহীন অনন্তকালীন সুরক্ষার বিরুদ্ধে এটি একটি প্রধান প্রমাণ। অতএব ঈশ্বরের মঙ্গলভাব ও কঠোরতা দেখ, এবং যারা কঠোরতা প্রদর্শন করে, তাদের প্রতিও; কিন্তু তোমার প্রতি মঙ্গলভাব, যদি তুমি তাঁর ম

নইলে তুমিও উচ্ছিন্ন হবে। আর তারাও যদি স্থির না থাকে এবং অবিশ্বাস জুড়ে দেওয়া হয়, তবে তাদেরও কলম করা হবে। কারণ ঈশ্বর তাদের পুনরায় কলম করতে সক্ষম।

কারণ তুমি যদি স্বভাবগতভাবে বুনো জলপাই গাছ থেকে কেটে নিয়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে একটি ভালো জলপাই গাছে কলম করা হয়ে থাকো, তবে এই স্বাভাবিক শাখাগুলো তাদের নিজেদের জলপাই গাছে আরও

কারণ হে ভ্রাতৃগণ, আমি চাই না যে তোমরা এই রহস্য সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকো, পাছে তোমরা নিজেদের ধারণায় জ্ঞানী হয়ে ওঠো, আর তার ফলে অ-ইহুদিদের পূর্ণতা না আসা পর্যন্ত ইস্রায়েলের উপর অন্ধত্ব ও উ

আর তাই সমস্ত ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাবে, যেমন লেখা আছে, "সিয়োন থেকে ত্রাণকর্তা আসবেন, এবং যাকোবের কাছ থেকে অধার্মিকতা দূর করবেন। কারণ তাদের প্রতি এটাই আমার চুক্তি, যখন আমি তাদের

সুতরাং "সমস্ত ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাবে" কথাটির অর্থ এই নয় যে ইস্রায়েলের প্রত্যেকেই শেষ পর্যন্ত পরিত্রাণ পাবে, বরং এর অর্থ হলো, যখন কোনো ইস্রায়েলীয় অনুতাপ করবে এবং তাদের মসিহকে গ্রহণ কর

এবং যখন অ-ইহুদি বিশ্বাসীরা, নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ না করেই, জগতের কাছে ও ইহুদিদের কাছে শক্তিশালীভাবে খ্রীষ্টের আলো বিকিরণ করবে, তখন তা তাদের অনুতপ্ত হতে এবং তাদের মসিহকে

তাই পৌল ২৮ পদে আরও বলেন, "সুসমাচারের বিষয়ে তারা তোমাদের জন্য শত্রু; কিন্তু মনোনীত হওয়ার বিষয়ে তারা পিতার জন্য প্রিয়।"

এর অর্থ হলো, ঈশ্বর আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের বংশধরদেরকে তাঁদের মসিহের মাধ্যমে জগতের জন্য আশীর্বাদের উৎস হিসেবে মনোনীত করেছেন।

এবং ঈশ্বরের এখনও ইহুদিদের অনুতাপে ফিরিয়ে আনার এবং তাদের প্রকৃত আহ্বান পূরণের পথে পরিচালিত করার ইচ্ছা রয়েছে।

কারণ ঈশ্বরের দান ও আহ্বান অপরিবর্তনীয়।

আর স্পষ্টতই এর মানে এই নয় যে পরিত্রাণ হবে শর্তহীন, বরং এর মানে হলো, যিহূদী জনগণের প্রতি ঈশ্বরের যে মনোভাব—যে তারা মসিহকে গ্রহণ করবে ও পরিত্রাণ পাবে—তা পরিবর্তিত হয়নি।

কারণ যেমন ৩০ পদে বলা হয়েছে, "তোমরা উপবাসের সময়ে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করোনি, তবুও এখন তাদের অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে করুণা লাভ করেছ।" ঠিক তেমনিভাবে এরাও এখন বিশ্বাস করেনি, ে তারাও করুণা লাভ করতে পারে।

কারণ ঈশ্বর তাদের সকলকে অবিশ্বাসে আবদ্ধ করেছেন, যেন তিনি সকলের প্রতি করুণা করতে পারেন।

ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের ঐশ্বর্যের গভীরতা, তাঁর বিচার ও পথ কতই না অগম্য এবং অননুসন্ধানযোগ্য।

কারণ যে প্রভুর মন জেনেছে, অথবা যে তাঁর পরামর্শদাতা হয়েছে, অথবা যে প্রথমে তাঁকে কিছু দিয়েছে, সে তাঁকে প্রতিদান পাবে।

কারণ সকল কিছু তাঁরই, তাঁরই মাধ্যমে এবং তাঁরই জন্য; যাঁর মহিমা চিরকাল থাকুক। আমেন।

সুন্দর ভাই, সুন্দর। হ্যাঁ, রোমীয় ১১ অধ্যায়, সুতরাং সমস্ত ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাবে। আমরা এটাকে এভাবেও বলতে পারি যে, এবং সুতরাং সমস্ত বিশ্বাসীও পরিত্রাণ পাবে। আমেন।

আমেন।

এছাড়াও, বন্ধুরা, সংক্ষেপে বলি, এবং এরপর আমরা প্রশ্নোত্তরের জন্য সুযোগ দেব, কারণ আমরা বাইবেল অনুসারে কীভাবে প্রচার করতে হয় সেই বিষয়ক অধ্যয়নটি প্রস্তুত করার কাছাকাছি চলে আসব।

জানেন, এই অধ্যায়ে অনেকগুলো, আমার মনে হয় আপনি সেগুলোকে সাহসী শব্দই বলবেন, ব্যবহার করা হয়েছে, তাই না? বিষধর সাপের প্রজন্ম, ঠিক?

তাদেরই একজন হয়ে। আর, জানেন তো, যাদেরকে আমাদের কঠোরভাবে তিরস্কার করা দরকার, তারা হলো তারাই যারা যিশুর নাম ধারণ করে মন্দ কাজ করে।

জানেন, আমি এইমাত্র একটা পর্দাফাঁস করেছি, সেটা আপনার ভাইকে পাঠিয়েছি, এখানে থাকা সব ভাইদেরকেও পাঠিয়েছি।

এছাড়াও, ভাই অ্যারন, আমি আজ কিছুক্ষণ আগেই আপনাকে ইমেল করেছিলাম, এবং কেনিয়ার এক ভাই আমাকে কেনিয়ার যাজকদের, বিশেষ করে ভণ্ড যাজকদের নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈ এই বিষয়টি এখানে নথিভুক্ত করতে চাই।

তাই আমি ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে একটি অত্যন্ত বিস্তৃত গবেষণা করেছিলাম, যা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলেছিল, অনেকটা তথ্য উদঘাটনের মতো।

আর এটা সত্যিই অবিশ্বাস্য যে মানুষের কাছে টাকা কতটা শক্তিশালী। আসলেই তাই।

আর আমি একথা বলছি কারণ কেনিয়ায় এমন কিছু ধর্মযাজক আছেন যাঁদের সামনে টিডি জেকস, জো ওলস্টেইন এবং ক্রেফলো ডলারের মতো ব্যক্তিরাও, বলা যায়, আত্মীয়ের মতো হয়ে যান।

আমি বলব না যে তারা তাদেরকে আনাড়িদের মতো দেখায়, তবে অবশ্যই তাদেরকে খুব কাছের আত্মীয়ের মতো দেখায়।

আর এই লোকগুলো গরীব মানুষদের কাছ থেকে তাদের সর্বস্ব হাতিয়ে নিচ্ছে, তাদের ধন-সম্পদের লোভ দেখাচ্ছে, আরও নানা ধরনের জিনিসের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

আর এই মানুষগুলোকে দেখাটা এতটাই অস্বস্তিকর, এতটাই হতাশাজনক, এতটাই বেদনাদায়ক।

সুতরাং যদি কাউকে কঠোরভাবে তিরস্কার করার থাকত, তবে তারা হত ভণ্ড ধর্মপ্রচারক এবং মেষের ছদ্মবেশে থাকা নেকড়েরা।

আপনি কি এর সাথে একমত, ভাই অ্যারন? অবশ্যই।

হ্যাঁ, মানে, তাদের মধ্যে একজন এইমাত্র ৫০ মিলিয়ন ডলারের একটা প্রাইভেট জেট কিনেছে, আমি এই যে দেখছি, আমার মনে হয় ওটা ৫০ মিলিয়ন ডলারেরই ছিল।

এই ভদ্রলোক হলেন, হ্যাঁ, বিশপ অ্যালেন, যিনি নিজেকে বিশপ অ্যালেন কুনা বলে পরিচয় দেন, এবং তিনি তার ৫০তম জন্মদিনে পাওয়া নতুন ব্যক্তিগত জেট বিমানটি প্রদর্শন করছেন।

আর আমরা কোটি কোটি মানুষের কথা বলছি, আর তার এত বড় ধৃষ্টতা যে সে বলছে, "আপনাদের অনেক ধন্যবাদ, চমৎকার মানুষেরা।"

এই তো, এটা আমাদের মৌসুম, শুভকামনা।

এবং এতে বলা হয়েছে, এসো দেখো প্রভু কী করেছেন, আমরা কী এক পরাক্রমশালী ঈশ্বরের সেবা করি।

আর এটা হলো ৫০ মিলিয়ন ডলারের এক বিশাল জেট বিমান, যেখানে কেনিয়ার একজন সাধারণ মানুষের মাসিক আয় ১০০ ডলারেরও কম।

আর আমার মনে হয়, আমি এই ধরনের ২৫ জনের কাজ করেছিলাম।

তাই যখন আমরা বাইবেলের এই পদগুলো নিয়ে আলোচনা করি, তখন কঠোর প্রতিবাদ করার জন্য অবশ্যই একটি উপযুক্ত সময় আসে। এই নেকড়েদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এবং তাদের তিরস্কার উপযুক্ত সময়।

আর অবশ্যই এমন একটা সময় আসে, যখন জনসমক্ষে পাপীদের বিষয়ে কথা বলার সময় আমাদের বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করতে হয়, সাপের মতো বুদ্ধিমান এবং ঘুঘুর মতো নম্র হতে হয়।

কিন্তু সেটাই কি বিভেদরেখা হবে, ভাই? আমাদের সমাজে তো দুই ধরনের মানুষ আছে।

স্পষ্টতই আমাদের ভণ্ড শিক্ষক ও এই জাতীয় জিনিসপত্র আছে।

আমরা জানি যে তাদের শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীদের মতো হতে হবে।

আবার এমন কিছু লোকও আছে যারা যীশুকে চেনার দাবি করে ও তাঁর নাম ব্যবহার করে, কিন্তু পাপে জীবনযাপন করে তাঁর রক্তকে পদদলিত করে।

আমার মনে হয় আমরা তাদেরকে প্রায় সিঁড়ির ধাপে বসাতে পারি, তাই না? জানেন, আমার ১ তীমথিয় ৫ অধ্যায়ের একটি অনুচ্ছেদের কথা মনে পড়ছে।

মানে, আমি তীমথিয়কে যা লিখছিলাম, তীমথিয় হলেন একজন প্রেরিত অথবা কোনো মণ্ডলীর প্রধান প্রাচীন বা এই ধরনের কিছু একটা।

আর তিনি অধ্যায় ৫, ১৯ পদে বলেন, "কোনো প্রাচীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করো না, কিন্তু দুই বা তিনজন সাক্ষীর সামনে, তখন সকলের সামনে সেই পাপের তিরস্কার করো, যেন অন্যরাও ভয় পায়।"

গির্জার সাধারণ সদস্যদের ক্ষেত্রে, যারা প্রাচীন নন, তাদের সবার সামনে তিরস্কার করা সম্ভবত বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ঠিক।

মানে, আনানিয়াস ও সেফোরার ক্ষেত্রে ঈশ্বর নিজেই তাদেরকে আঘাত করে মেরে ফেলেছিলেন।

কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর যদি প্রকাশ্যে তাদের প্রকাশ না করেন, তবে আমি এমন কোনো ধর্মগ্রন্থ দেখি না যেখানে বলা হয়েছে যে ব্যক্তিগত পরিসর ছাড়া অন্য কোনোভাবে তাদের সাথে আচরণ করা উচিত।

কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠদের ক্ষেত্রে, অন্যরা যা কিছু নিয়ে ভয় পায়, তার সবকিছুর আগেই তাঁদের তিরস্কার করা উচিত।

আর আমি বিশ্বাস করি, এর প্রধান কারণ হলো অন্যদের এটা জানা দরকার যে, তারা এমন নেতাদের বিবেচনা করছে যারা পাপের জীবনযাপন করছে, এবং এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

সুতরাং প্রকাশ্যে ভণ্ড ভাববাদী ও ভণ্ড শিক্ষকদের তিরস্কার করা এবং যখন কোনো প্রেরিত বা প্রধান প্রাচীনের প্রসঙ্গ আসে, তখন সকলের সামনে অন্যান্য প্রাচীনদেরও পাপের জন্য তিরস্কার করা।

বাকিদের সুরক্ষার জন্য, বিশেষ করে ঈশ্বরের লোকদের এবং তাদের জন্য এটা প্রয়োজনীয়, যারা হয়তো ভণ্ড বিশ্বাসী এবং ভণ্ড নবীদের দ্বারা প্রতারিত, কিন্তু নিজেরা সচেতনভাবে জেনেশুনে প্রতারক নয়।

আমেন। আমেন। আমেন।

এই অধ্যায়টি নিয়ে ব্রাদার চাক বা ব্রাদার উইলিয়ামের কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা। তাহলে, আমি এখানেই রেকর্ডিংটা থামাই, এরপর আমরা কথা বলতে পারব।

দেখছি আপনি এইমাত্র আমাদের সাথে যোগ দিলেন, ব্রাদার চাক। আসলে, অল্প কিছুক্ষণ আগে নয়, ৮০ মিনিট আগে।

আজ সন্ধ্যায় বাইবেল পাঠ শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। মথি লিখিত সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়ের উপর এই শিক্ষাটি চমৎকার ছিল।

তাই যারা সরাসরি শুনেছেন, আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। সবাই রেকর্ডিংয়ে শুনুন।

আমরাও আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। এবং আবারও, আগামী সপ্তাহে আমাদের সাথে যোগ দিন, যখন আমরা মথি লিখিত সুসমাচার নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাব। ধন্যবাদ।

মথি লিখিত সুসমাচারের ফাইল-অধ্যয়ন – অধ্যায় ২৪, সপ্তাহ ২২

আমরা এখানে মথি ২৪ অধ্যায় পড়ছি। একই ঘটনা, অর্থাৎ জলপাই পর্বতের উপর কথোপকথনের বিবরণ, লূক ২১ অধ্যায়ের মার্চ ১৩ অধ্যায়েও লিপিবদ্ধ আছে।

মথি ২৪ অধ্যায় ১-৩ পদ, "যীশু মন্দির থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং তাঁর শিষ্যরা তাঁকে মন্দিরের ইমারতগুলো দেখানোর জন্য তাঁর কাছে এলেন।"

যীশু তাদের বললেন, "তোমরা এই সব দেখছ না। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এখানে একটি পাথরের উপর আরেকটি পাথর থাকবে না।"

তা ভেঙে ফেলা হবে না। আর তিনি জলপাই পর্বতের উপরে যখন এই কথা বলছিলেন, তখন শিষ্যেরা একান্তে তাঁর কাছে এসে বললেন, "আমাদের বলুন, এই সব ঘটনা কখন ঘটবে, এবং আপনার আগমনের

শিষ্যরা খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমনকে জগতের সমাপ্তি হিসেবেই বুঝেছিলেন বলে মনে হয়। সেটি হলো যুগের সমাপ্তি, গ্রিক ভাষায় আইওন বা এইওন।

তারা এও বিশ্বাস করত বলে মনে হয় যে, ওই সময়েই মন্দিরটিও ধ্বংস হবে।

আমরা এখন জানি যে ৭০ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি ধ্বংস হয়েছিল। তবুও খ্রিস্ট তখন পৃথিবীতে শাসন ও রাজত্ব করার জন্য সশরীরে ফিরে আসেননি।

এই অধ্যায়ে বলা বিষয়গুলো ৭০ খ্রিস্টাব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, নাকি যিশুর দ্বিতীয় আগমনের ক্ষেত্রে, তা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে।

এই ঘটনা দুটি যে পৃথক, তা সত্ত্বেও যিশু কোন বিষয়টি কোন সময়ের জন্য প্রযোজ্য তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা না করেই প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছিলেন—এই ঘটনাটিই স্পষ্ট করে দেয় যে, ঘটনা দুটির মধ্যে ব্যাপক সাদৃ

সাধারণভাবে আমাদের দুটি ঘটনার মধ্যকার সাদৃশ্যগুলো লক্ষ্য করা উচিত, কিন্তু সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করে সেই বিষয়গুলো আলাদা করা উচিত যা একটি ঘটনার ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু অন্যটি

প্রেরিতেরা স্পষ্টতই এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন এবং নিজেরাই তা করেছিলেন।

সুসমাচারের বিবরণ থেকে যে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এখনও অনিশ্চিত, সেগুলোর ব্যাখ্যার জন্য যে স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন, তা নতুন নিয়মের বাকি অংশে থাকা প্রেরিতদের পত্রগুলোতে পাওয়া যাবে।

এবং অবশ্যই, বিশেষ করে প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে, যা প্রেরিত যোহনের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল।

৪ ও ৫ পদ, "তখন যীশু তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, সাবধান থেকো, যেন কেউ তোমাদের প্রতারণা না করে; কেননা অনেকে আমার নামে এসে বলবে, আমিই খ্রীষ্ট, এবং তারা অনেককে প্রতারণা করবে।"

আমি লোকেদের বলতে শুনেছি, "প্রতারিত হয়ো না এবং জেগে ওঠো।" কিন্তু তারা এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয় না।

১ করিন্থীয় ১৪:৮, "কারণ তূরী থেকে যে অনিশ্চিত ধ্বনি দেওয়া হয়েছে, যুদ্ধের জন্য কে নিজেকে প্রস্তুত করবে?" এক্ষেত্রে, যীশু কী বলছেন তা জানার জন্য আমাদের কেবল এই বক্তৃতাটি পড়তে থাকলেই চ

তিনি প্রতারণার বিষয়ে কথা বলছেন, যা অধর্ম করা, ঈশ্বরের ধার্মিক আদেশের প্রতি উদাসীন থাকা, ঈশ্বরের উপাসনা ও সেবায় অবিশ্বস্ত হওয়া ইত্যাদির মতো বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত।

এই ধরনের কাজ একজন ব্যক্তিকে তার রাজ্য থেকে বের করে অনন্ত নরকের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করবে।

এই অধ্যায়ের ৯ থেকে ১৩ পদ এবং ৪৫ থেকে ৫১ পদ এটি প্রমাণ করে। মথি ২৫ অধ্যায়েও একই কথা বলা হয়েছে।

২৫ নং অধ্যায়টি একই আলোচনার ধারাবাহিকতা।

প্রেরিতেরা যে তাঁদের অন্যান্য লেখায় ভিন্ন ভাষায় কথা বলছিলেন না, তা স্পষ্ট।

মনে রাখবেন যে, তাঁরা সুসমাচারগুলো লিখেছিলেন অথবা এর রচনার সাথে জড়িত ছিলেন। এই পদগুলোতে যিশুর সতর্কবাণীর একটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক প্রাসঙ্গিকতার জন্য ১ তীমথিয় ৬ অধ্যায় অধ্যয়ন

যাইহোক, আমরা একটু পরেই সেটা থেকে পড়ব।

যিশু এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে ভণ্ড খ্রিষ্টের বিষয়ে সতর্ক করবেন। এটি নিঃসন্দেহে একটি উদ্বেগের বিষয়। বিশেষ করে ইহুদিদের মধ্যে এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কিন্তু ৪ ও ৫ পদ বিবেচনা করে দেখুন যে, যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে উত্তম পুরুষে কথা বলছেন।

সাবধান থেকো, যেন কেউ তোমাদের প্রতারণা করতে না পারে, কেননা অনেকে আমার নামে আসবে।

যিশু উত্তম পুরুষে বলছেন, "আমিই খ্রিষ্ট এবং আমি অনেককে প্রতারিত করব।"

ভেবে দেখুন। যারা নিজেদের যিশু বা খ্রিষ্ট বলে দাবি করে, তাদের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার ঝুঁকি কি আমাদের বেশি, নাকি যারা মুখে বলে যে যিশুই খ্রিষ্ট, তাদের দ্বারা?

স্পষ্টতই পরেরটি। শুরু থেকেই খ্রিস্টধর্মের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি ভিন্ন ছিল? অবশ্যই না।

যিশু এখানে স্পষ্টতই সতর্ক করছেন যে, সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রতারণাটি তাঁর নামে তাদের কাছ থেকে আসবে, যারা বলে যে তিনিই, অর্থাৎ নাসরতের যিশুই, মসিহ।

যে কারণে আমি ডিসপেনসেশনাল ধর্মতত্ত্ব, ক্যালভিনিস্টিক রিফর্মড ধর্মতত্ত্ব, পেন্টেকস্টাল, ক্যারিসম্যাটিক/ওয়ার্ড অফ ফেইথ ধর্মতত্ত্বের উপর সাম্প্রতিক সংকলনগুলো তৈরি করেছি,

এবং আমরা যে কারণে ইহুদিবাদী রোমান ক্যাথলিকবাদ, আবেগবাদ এবং সাধারণভাবে আচার-অনুষ্ঠানবাদের নিন্দা করি, তা হলো তাঁর নামে ছড়িয়ে পড়া সবচেয়ে প্রচলিত প্রতারণাগুলোর মোকাবিলা করা।

বিভিন্ন সম্প্রদায়, মেগাচার্চগুলো, খ্রিস্টান রেডিওতে প্রচারিত গণ-বিপণনকৃত বিষয়বস্তু, তথাকথিত খ্রিস্টান রেডিও ও টেলিভিশন, এবং সমৃদ্ধির সুসমাচার।

এগুলো শয়তানের নিয়োগকর্তা, অর্থাৎ তার গড়ে তোলা ভণ্ড খ্রিস্টধর্মের প্রধান দুর্গ, যাকে সে আদর্শ বা স্বাভাবিক খ্রিস্টধর্ম হিসেবে বিশ্বের কাছে আখ্যায়িত করেছে।

আর এই কাজটি মূলত করা হয় তার সু-অর্থায়িত বাইবেল কলেজ ও সেমিনারিতে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে, যেগুলোতে তিনি খ্রিস্টধর্মের তার বহু বিষাক্ত বিকৃতির অন্তত একটি ধারা প্রবেশ করিয়েছেন।

যখন লোকেরা খ্রিস্টধর্মে যিশুর দোষ খুঁজে বেড়ায় এবং বলে, "আচ্ছা, বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলোর দিকে তাকান," এবং খ্রিস্টান বলে দাবি করা মানুষদের মধ্যে সমস্ত তর্কবিতর্ক, আর খ্রিস্টের নামে সমস্ত বিভ্রান্তি,

তা আমাকে বলে দেয়, এবং খ্রিস্টধর্মে খ্রিস্টের বিরুদ্ধে তারা যে অভিযোগই করুক না কেন, আপনি সেই শূন্যস্থানটি পূরণ করতে পারেন।

তবুও এই প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং এই সার্বিক বিভ্রান্তিই হলো ঠিক সেই জিনিস, যা ঘটবে বলে যিশু সতর্ক করেছিলেন।

ঠিক এই কারণেই তিনি এবং তাঁর প্রেরিতেরা সতর্ক করেছিলেন যে, জগৎ আধ্যাত্মিকভাবে অত্যন্ত বিপদসংকুল হয়ে উঠবে।

সুতরাং, তাঁর নামে যা কিছু আসে, তার মধ্যে কী এবং কাকে আমাদের গ্রহণ করা উচিত, তা আমরা কীভাবে জানব?

যারা তাঁর নামে আসে না, যারা স্পষ্টতই অন্য কোনো ঈশ্বর বা অন্য কোনো মসিহের প্রতিনিধিত্ব করে, তারা সুস্পষ্টভাবে ভণ্ড।

বুক অফ মরমন তার প্রচ্ছদেই নিজেকে খোলাখুলিভাবে যিশু খ্রিস্টের আরেকটি টেস্টামেন্ট বলে অভিহিত করে।

এর মতবাদ এবং জোসেফ স্মিথের জীবন বিশ্লেষণ করলে এর প্রতারণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এটাকে নকল হিসেবে চিহ্নিত করা খুব একটা কঠিন হওয়ার কথা নয়।

তবুও এটা স্পষ্ট যে, যিশু খ্রিস্টের প্রকৃত বিশ্বস্ত সেবকেরাও তাঁর নামে আসেন। আমরা কীভাবে তাদেরকে ভণ্ডদের থেকে আলাদা করব?

ঠিক যেমন যিশু মরুপ্রান্তরে প্রলোভিত হওয়ার সময় শয়তানের চক্রান্ত বুঝতে পেরেছিলেন।

আপনি বাইবেলের কাছে ফিরে যান, বাইবেল দিয়ে সবকিছু পরীক্ষা করুন, যারা শিক্ষা দেন তাদের বাইবেলের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য করুন।

হ্যাঁ, তারা সবাই, অন্তত যাদেরকে সহজে চেনা যায় না, তারা বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দেবে।

কিন্তু বাইবেলের "এমনও লেখা আছে" জাতীয় জ্ঞানগর্ভ পাল্টা যুক্তির সম্মুখীন হলে তারা ব্যর্থ হয় এবং নিজেদের অকৃত্রিম প্রমাণ করে না।

মনে রাখবেন যে, কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে বেশি জানে।

একজন ব্যক্তি হয়তো ৯৯.৯% সঠিক হতে পারেন, কিন্তু বাকি ০.১%-এর প্রতি তার অনীহা তাকে প্রতারক প্রমাণ করে।

অন্য কেউ হয়তো ততটা জানে না, তবুও তারা ঈশ্বরের প্রতিটি বাক্যের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত থাকার জন্য অন্তর থেকে চেষ্টা করে।

এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমি এমন একজনকে চিনি যিনি প্রায় সবার চেয়ে ভালোভাবে ও নির্ভুলভাবে বাইবেল শিক্ষা দিতে পারেন, এবং সম্ভবত তিনি এ পর্যন্ত যা কিছু সাজানো হয়েছে তার সবকিছুর সাথেই একমত হতেন।

তথাপি বাইবেলের কয়েকটি সুস্পষ্ট বিষয় রয়েছে, যেগুলোর তিনি ঘোর বিরোধী।

আমার মনে আছে, আরেকজনের সাথে আমার দেখা হয়েছিল যিনি তেমন ভালো কথা বলতেন না এবং সম্ভবত আরও অনেক কম জানতেন।

কিন্তু যখন বাইবেল থেকে তাঁর দেওয়া একটি আপাতদৃষ্টিতে অনিচ্ছাকৃত ভুল উদ্‌ধৃতির বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলো,

অথবা তিনি বাইবেল থেকে উদ্‌ধৃতি দিতে গিয়ে ভুল করেছিলেন, সে জন্য তিনি সত্যিই খুব দুঃখ পেয়েছিলেন এবং নিজের ভুলের জন্য নিজেকেই দোষারোপ করছিলেন।

তাকে দেখে সত্যিই মনে হচ্ছিল, সম্ভব হলে তিনি তার আগের শ্রোতাদের সামনে ফিরে গিয়ে নিজের ভুল শুধরে নিতেন।

যিশাইয় ৬৬, ১ ও ২ পদ, "সদাপ্রভু এই কথা বলেন, স্বর্গ আমার সিংহাসন এবং পৃথিবী আমার পাদপীঠ।"

তোমরা আমার জন্য যে গৃহ নির্মাণ করেছ, তা কোথায়? আর আমার বিশ্রামের স্থানই বা কোথায়?

কারণ এই সমস্তই আমার হস্ত নির্মিত, এবং এই সমস্ত বস্তু বিদ্যমান, প্রভু বলেন।

কিন্তু আমি এই ব্যক্তির দিকেই দৃষ্টিপাত করব, যে দীনহীন ও অনুতপ্ত আত্মা, এবং আমার বাক্যে কম্পিত হব।

যিশাইয় ৮:২০, "ব্যবস্থা ও সাক্ষ্যের বিষয়ে যদি তারা এই বাক্য অনুসারে কথা না বলে, তবে তার কারণ এই যে, তাদের অন্তরে কোনো আলো নেই।"

১ যোহন ৪ অধ্যায়, ১-৩ পদ, "প্রিয় ভাইয়েরা, প্রত্যেক আত্মাকে বিশ্বাস করিও না, কিন্তু সেই আত্মাগুলি ঈশ্বরের কি না, তা পরীক্ষা করে দেখ; কারণ অনেক ভণ্ড ভাববাদী জগতে বেরিয়ে পড়েছে।"

এর দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে চিনতে পারবে, প্রত্যেক সেই আত্মা যে তা স্বীকার করে।" আর গ্রিক পাঠে এটাই হলো 'হোমো লেগেও', একই শব্দ।

এটি চিন্তা ও উদ্দেশ্যের ঐক্যের কথা বলছে।

ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে চলাই তাঁর কাছে প্রকৃত ও গ্রহণযোগ্য উপাসনা।

যে আত্মা স্বীকার করে, 'হোমো লেগেও' (ঈশ্বরের লোক), সে ঈশ্বরের নয়। আর যে আত্মা স্বীকার করে না, 'যিশু খ্রীষ্ট দেহ ধারণ করে এসেছেন', সে ঈশ্বরের নয়। আর এই-ই সেই খ্রীষ্টারি আত্মা; তোমরা কোথায়

এবং এমনকি এখনও এটি পৃথিবীতে বিদ্যমান।

১ তীমথিয় ৬, ৩-৬ পদ, "যদি কেউ এর বিপরীতে শিক্ষা দেয় এবং আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের হিতকর বাক্যের মতো হিতকর বাক্যে সম্মত না হয়,

এবং ভক্তি অনুসারে যে শিক্ষা, সে বিষয়ে সে অহংকার করে, কারণ সে কিছুই জানে না।

কিন্তু প্রশ্ন আর বিক্ষিপ্ত কথার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে, কোথা থেকে এলো ঈর্ষা, বিবাদ, নিন্দা, কুৎসা রটানো।

নির্মলমনা ও সত্যবর্জিত ব্যক্তিদের বিকৃত তর্কবিতর্ক, যারা মনে করে যে লাভই ঈশ্বরভক্তি।

আর আমার মন্তব্য হলো, অনেকেই আক্ষরিক অর্থেই ধর্মপ্রচারকে তাদের পেশা এবং আয়ের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

যারা এই ধরনের সিদ্ধান্তের দ্বারা পরিচালিত হয়, তারা অবশ্যই ঈশ্বরের বাণীর চাহিদার সাথে কোনো না কোনোভাবে বিরোধে থাকবে, তাদের মধ্য থেকেই নিজেকে আকর্ষণ করো।

২ তীমথিয় ৩, পদ ১৩-১৭, "কিন্তু দুষ্ট লোক ও প্রবঞ্চকেরা আরও খারাপ হতে থাকবে, তারা প্রতারণা করবে এবং নিজেরাও প্রতারিত হবে,

কিন্তু তুমি যা শিখেছ এবং যে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছ, তাতেই স্থির থাকো; আর জানো, কার কাছ থেকে তা শিখেছ।

এবং আমরা প্রেরিত পৌলের চরিত্র, বাইবেলে তাঁর চরিত্রের অন্তর্দৃষ্টি, তাঁর মতবাদ এবং জীবনযাপন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারি।

আর তুমি বাল্যকাল থেকেই পবিত্র শাস্ত্র জানো, যা খ্রীষ্ট যীশুর প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে তোমাকে পরিত্রাণের জন্য জ্ঞানী করতে পারে।

সমস্ত ধর্মগ্রন্থ ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় প্রদত্ত এবং তা মতবাদ, তিরস্কার, সংশোধন, শিক্ষা ও ধার্মিকতার জন্য উপকারী।

যেন ঈশ্বরের লোক সিদ্ধ হতে পারেন, এবং সমস্ত সৎকাজের জন্য সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত হতে পারেন।" মথি ২৪ অধ্যায়ের ৬-৮ পদে আরও বলা হয়েছে, "আর তোমরা যুদ্ধ ও যুদ্ধের গুজব শুনবে। দেখে কারণ এই সমস্ত ঘটনা অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু এখনও শেষ আসেনি।"

কারণ জাতি জাতির বিরুদ্ধে এবং রাজ্য রাজ্যের বিরুদ্ধে উঠবে, এবং সেখানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প ও বিভিন্ন স্থানে নানা প্রকার দুর্যোগ ঘটবে।

এই সবই দুঃখের সূচনা। কেউ কেউ এইসব বিষয়কে অন্তিম পরিণতির লক্ষণ বলে মনে করে।" অথচ যিশু মূলত বলেছেন, এইসব বিষয়কে অন্তিম পরিণতির লক্ষণ হিসেবে গ্রহণ না করতে।

এটি আরও প্রমাণ করে যে, যিশাইয় অধ্যায় ২, পদ ৪-এ মসিহের রাজ্য বিষয়ে করা ভবিষ্যদ্বাণী এখনও পূর্ণ হয়নি।

যিশাইয় ২:৪, "আর তিনি জাতিগণের মধ্যে বিচার করবেন এবং বহু লোককে তিরস্কার করবেন।"

আর তারা তাদের তরবারি, লাঙলের ফলা, বর্শা এবং ছাঁটাইয়ের কাঁচি দিয়ে আঘাত করবে।

এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে তরবারি তুলবে না, আর তারা যুদ্ধবিদ্যা শিখবেও না।

লোকেরা শান্তিবাদে তাদের বিশ্বাসকে সমর্থন করতে এই শ্লোকটি ব্যবহার করে। অথচ যিশু তাঁর শিষ্যদের তরবারি বহন করতে বলেছিলেন।

ভুল বুঝবেন না। আমাদের তাঁর রাজ্যের বিশ্বস্ত প্রজা হিসেবে জীবনযাপন করা উচিত।

পরিত্রাণ লাভ করার জন্য আমাদের অবশ্যই তা করতে হবে।

কিন্তু পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য এখনও পূর্ণরূপে আসেনি। অর্থাৎ, তিনি এখনও জাতিসমূহের উপর রাজত্ব করেন না।

যখন তিনি তা করবেন, তখন শীর্ষ পর্যায় থেকে তাঁর বলপ্রয়োগই শান্তি আনবে।

এই অন্ধকার যুগে আমাদের এখতিয়ারে যথাযথ শক্তি প্রয়োগ না করাটা আসলে তাঁর রাজ্যের, তাঁর রাজকীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

এবং যখন তাঁর নামে শক্তি প্রয়োগ করে অশুভকে দমন করতে এই ব্যর্থতা ঘটে, তখন তা তাঁর কর্তৃত্বের অপব্যাখ্যা হয়।

এবং একে মিথ্যাভাবে বিশ্বস্ত খ্রিষ্টধর্ম বা রাজ্যের খ্রিষ্টধর্ম বলে আখ্যায়িত করা হয়, পদ ৯-১৩।

তখন তারা তোমাদেরকে দুঃখভোগের জন্য সোপর্দ করবে ও হত্যা করবে, এবং আমার নামের জন্য তোমরা সকল জাতির কাছে ঘৃণার পাত্র হবে।

তখন অনেকে ক্ষুব্ধ হবে, একে অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং পরস্পরকে ঘৃণা করবে। আর অনেক ভণ্ড নবী উঠবে এবং অনেককে প্রতারিত করবে।"

এবং যেহেতু অধর্ম, গ্রীক পাঠে একটি শব্দ, যার আক্ষরিক অর্থ আইনহীনতা, শব্দ আইন ছাড়া,

আর যেহেতু অধর্ম বেড়ে যাবে, অনেকের ভালোবাসা শীতল হয়ে যাবে বা জমে যাবে। কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকবে, সেই পরিত্রাণ পাবে।

কার্যকরী প্রতারণা মানুষকে আইন অমান্য করতে প্ররোচিত করে।

এর মধ্যে এমন ক্ষেত্রেও আইনহীনতা সহ্য করা অন্তর্ভুক্ত, যেখানে তা দমন করার এখতিয়ার রয়েছে।

এর মধ্যে ধার্মিকতার দিকে এবং খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বস্তদের দুঃখভোগ ও প্রয়োজনের প্রতি আহ্বানও অন্তর্ভুক্ত।

যারা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রয়েছে এবং সাধারণভাবে নিঃস্ব ও চরম অভাবগ্রস্তদের দুঃখকষ্ট ও প্রয়োজনের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে।

আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, যারা প্রভুত্বকে অস্বীকার করে, পরিত্রাণ তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, এবং সেইসাথে যারা তাদের শ্রোতাদের বিশ্বস্তভাবে পরিচালনা করে না, তারাও এর অন্তর্ভুক্ত।

পাপ পরিহার করা এবং বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের বাক্য পালন করা—এগুলোই সেইসব প্রতারণার মধ্যে অন্যতম, যেগুলোর বিষয়ে যিশু এখানে সতর্ক করছেন।

এরা ঠিক সেই প্রতারণাকেই উৎসাহিত করছে, যে ফাঁদে না পড়ার জন্য তিনি আমাদের সতর্ক করছেন।

এই ধরনের প্রতারণা সবচেয়ে কার্যকর হয় যখন তা তার নামে প্রচার করা হয় এবং বাইবেল থেকে নির্বাচিত উদ্‌ধৃতিগুলোকে প্রসঙ্গচ্যুত করে ব্যবহার করা হয়।

১৪ পদ, "আর রাজ্যের এই সুসমাচার সমস্ত জগতে সকল জাতির কাছে সাক্ষ্যস্বরূপ প্রচার করা হবে, এবং তখনই শেষকাল আসবে।"

লক্ষ্য করুন যে যিশু রাজ্যের সুসমাচার, বা রাজ্যের এই সুসমাচার বলেছিলেন।

ডিসপেনসেশনালিস্টদের এই ধারণা যে, যিশু ও অন্যান্য প্রেরিতরা ইহুদিদের মধ্যে যে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, পৌল অ-ইহুদিদের কাছে তার থেকে ভিন্ন এক সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, তা একটি নির্ল

৯-১৩ পদ বিষয়ে এইমাত্র করা মন্তব্যের প্রসঙ্গে, আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে যারা এমন সুসমাচার প্রচার করে যা যিশুর প্রভুত্বকে অস্বীকার করে

লোকদেরকে তাঁর রাজকীয় কর্তৃত্বের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে জোর না দেওয়াটা একটি মিথ্যা সুসমাচার এবং এটি সেই প্রতারণারই একটি প্রধান উদাহরণ, যে বিষয়ে যিশু এখানে সতর্ক করছেন।

পৌল সহ খ্রীষ্টের সকল প্রকৃত প্রেরিতগণ এই লক্ষ্য নিয়ে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করতেন যে, মানুষ যেন তাঁর বশীভূত হয় এবং তাঁর আজ্ঞা পালনে বাধ্য থাকে।

এই খাঁটি সত্যটি না থাকলে খ্রীষ্টে কোনো পরিত্রাণ নেই।

যে কোনো সুসমাচার যা এর বিপরীত শিক্ষা দেয়, তা নিশ্চিতভাবে মিথ্যা। মথি ২৮:১৮-২০, "আর যীশু এসে তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'স্বর্গ ও পৃথিবীতে সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে।'"

অতএব তোমরা যাও এবং সকল জাতিকে শিক্ষা দাও, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও।

আমি তোমাদের যা কিছু আদেশ করেছি, সে সমস্ত পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও। আর দেখো, আমি জগতের শেষ দিন পর্যন্ত সব সময় তোমাদের সঙ্গে আছি। আমেন।"

আর তারা সকলেই তাই করেছিল। প্রেরিত ২৮ অধ্যায়, ৩০-৩১ পদ, "পৌল নিজের ভাড়া করা বাড়িতে পুরো দুই বছর বাস করলেন এবং যারা তাঁর কাছে আসত, তাদের সকলকে গ্রহণ করে ঈশ্বরের রাজ্যের

যা স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার প্রচার করারই সমতুল্য।" দেখুন মথি ১৯ অধ্যায়, ২৩-২৪ পদ, "এবং প্রভু যিশু খ্রিষ্টের বিষয়সমূহ তিনি পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে শিক্ষা দিতেন, কেউ তাঁকে বারণ করত না।"

পৌল রোমীয় ১৫ অধ্যায়ের ১৮-১৯ পদে আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন, "কারণ খ্রীষ্ট আমার দ্বারা যা কিছু সম্পন্ন করেননি, সে সকল বিষয়ে আমি কথা বলার সাহস করব না,

যেন আমি বাক্য ও কাজের দ্বারা, পরাক্রমশালী চিহ্ন ও অলৌকিক কাজের মাধ্যমে এবং ঈশ্বরের আত্মার শক্তিতে অ-ইহুদিদের বাধ্য করতে পারি, যার ফলে আমি যিরূশালেম থেকে ও তার চারিদিক থেকে ও
সম্পূর্ণরূপে প্রচার করেছি।"

১৪ পদে এমনটা বলা হচ্ছে না যে, শেষকাল আসার জন্য পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর কাছে সুসমাচার পৌঁছাতেই হবে।

এখানে ঈশ্বরের সেই সাধারণ পরিকল্পনার কথা বলা হচ্ছে যে, শেষকাল আসার পূর্বে ইস্রায়েলের বাইরের জাতিসমূহের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হবে।

শুধুমাত্র এই চিন্তাই তখন অনেকের মনে থাকা এই বিশ্বাসকে খণ্ডন করত যে, মহাপ্রলয় আসন্ন।

১৫ পদ, "অতএব তোমরা যখন ভাববাদী দানিয়েলের বলা সেই সর্বনাশের ঘৃণ্য বস্তুটিকে পবিত্র স্থানে দাঁড়ানো দেখবে, তখন যে কেউ তা পড়বে, সে যেন বুঝবে।"

পরবর্তী পদগুলো থেকে আমরা জানতে পারি যে, রোমানদের দ্বারা জেরুজালেম আক্রান্ত ও অবশেষে ধ্বংস হয়ে গেলে কী ঘটবে, এখানে সরাসরি সেই বিষয়েই বলা হচ্ছে।

যদিও একেবারে শেষ সময়ে কোনো সাধারণ সাদৃশ্যের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, যার সঙ্গে ২ থেসালোনিকীয় অধ্যায় ২ এবং প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় ১১-১৩-এর মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

ঈশ্বর কর্তৃক পবিত্র বলে নির্ধারিত কোনো কিছুর অবমাননা নীতিগতভাবে সর্বনাশের ঘৃণ্য কাজ হতে পারে। দানিয়েলের পুস্তক লেখা হওয়ার সময় থেকে সুসমাচারের বিবরণগুলো লিপিবদ্ধ হওয়ার সময়
ঘটেছিল।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিরীয় রাজা অ্যান্টিওকাস এপিফেনেস মন্দিরের পবিত্র স্থানে একটি মূর্তি স্থাপন করেছিলেন।

জেরুজালেমের আসন্ন ধ্বংসের প্রেক্ষাপটে, জেরুজালেমকে ঘিরে থাকা রোমান সেনাবাহিনী সর্বনাশের ঘৃণ্য প্রতীক হতে পারত।

রোমানরা অবশেষে মন্দিরে প্রবেশ করে তা ধ্বংস করে দেয়।

ইহুদি জাতির প্রতি এটা ছিল তাদের মসিহকে প্রত্যাখ্যান এবং তাদের সেই পাপের জন্য ঈশ্বরের বিচার, যার ফলে এই পরিণতি ঘটেছিল এবং তাঁর ক্রোধ তাদের থেকে নিবৃত্ত হয়নি।

ইহুদিদের পৌত্তলিক জীবনধারা একটি বিচার নিয়ে এসেছিল এবং প্রকাশ্য পৌত্তলিকদের দ্বারা মন্দিরের নির্লজ্জ অবমাননা হয়েছিল, যা ছিল এক অত্যন্ত উপযুক্ত বিচার।

ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা প্রথম মন্দির ধ্বংসের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল। এই বিষয়ে বিশেষ করে যিহিষ্কেল ৮ ও ৯ অধ্যায় দেখুন।

আমরা এখানে এটাও দেখতে পাই যে, পুরাতন নিয়ম না পড়লে নতুন নিয়মের বিষয়বস্তু লাভ করা যায় না। এবং অনেক নামধারী খ্রিষ্টান আসলে পুরাতন নিয়ম পড়েন না।

অনেকে তো নিউ টেস্টামেন্ট পড়েই না।

১৬-২০ পদ, "তখন যারা যিহূদিয়ায় আছে, তারা যেন পাহাড়ে পালিয়ে যায়। যে বাড়ির ছাদে আছে, সে যেন নিজের ঘর থেকে কোনো কিছু নিতে নিচে না নামে। আর যে মাঠে আছে, সেও যেন নিজের কাপড় দিনগুলিতে গর্ভবতী নারীদের এবং স্তন্যদাত্রীদের জন্য ধিক্কার, যারা তাদের সাহায্য করে।"

কিন্তু তোমরা প্রার্থনা করো যেন তোমাদের পলায়ন শীতকালে বা বিশ্রামবারে না হয়।" প্রাথমিকভাবে তা সম্পন্ন করার পর রোমানরা জেরুজালেম থেকে রহস্যজনকভাবে সরে গিয়েছিল।

এর ফলে যে খ্রিষ্টানরা এই কথাগুলো শুনেছিলেন, তাঁরা এই সতর্কবাণী অনুসরণ ও মেনে চলার একটি সুযোগ পেয়েছিলেন।

এই কারণেই রোমানরা ফিরে এসে শহরটি চিরতরে দখল করে এবং অবশেষে ধ্বংস করে দেওয়ার পরেও জেরুজালেমের খ্রিস্টানরা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

রোমানরা জেরুজালেমের অবশিষ্ট বাসিন্দাদেরও হত্যা করেছিল অথবা দাস বানিয়েছিল।

এর মধ্যেই ব্যাপক দুর্ভিক্ষ, রোগব্যাধি এবং ইহুদিদের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব নগরীতে অবর্ণনীয় দুর্দশা সৃষ্টি করেছিল এবং বহু মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছিল।

খ্রিষ্টানদের এই বলে প্রার্থনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তাদের যে পলায়ন অবশ্যম্ভাবী, তা যেন শীতকালে বা বিশ্রামবারে না হয়।

শীতকালে ঠান্ডা পরিস্থিতিকে স্বাভাবিকভাবেই আগের চেয়ে আরও অনেক বেশি কঠিন করে তুলবে।

যদি ফ্লাইটটি সাব্বাথের দিনে হতো, তাহলে সাব্বাথ লঙ্ঘনের দায়ে ইহুদি কর্তৃপক্ষের হাতে গ্রেফতার হওয়ার ঝুঁকি থাকতো।

প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বুঝলে, এই পদগুলো কোনোভাবেই বলছে না যে খ্রিষ্টানদের এখন বিশ্রামবার পালন করা উচিত, যেমনটা অনেকে দাবি করে থাকে।

২১ ও ২২ পদ, "কারণ তখন এমন মহাক্লেশ ঘটবে, যা জগৎ সৃষ্টির আদি থেকে এই সময় পর্যন্ত কখনও হয়নি এবং কখনও হবেও না।"

আর সেই দিনগুলো সংক্ষিপ্ত না করা হলে কোনো প্রাণীই রক্ষা পেত না। কিন্তু মনোনীতদের খাতিরে বা নির্বাচিতদের খাতিরে, সেই দিনগুলো সংক্ষিপ্ত করা হবে।" 'সংক্ষিপ্ত' শব্দটির অনুবাদ 'সংক্ষেপিত'ও হতে

কোনো কিছুর একটি সংক্ষিপ্ততর পরিবর্তিত সংস্করণ তৈরি করার জন্য দুটি সংক্ষিপ্তকরণ। একেবারে শেষে সংক্ষিপ্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই।

যেকোনো সময়ে বিষয়বস্তুকে আরও সংক্ষিপ্ত বা পরিবর্তিত করার মাধ্যমে এটি আসতে পারে।

যদিও শেষ সময়ের মহাক্লেশ সংক্রান্ত কিছু সম্ভাব্য সাধারণ সাদৃশ্যকে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না,

এখানে উল্লিখিত সংক্ষিপ্তকরণটি যে রহস্যময় রোমান প্রত্যাহারের একটি উল্লেখ নয়, এই সিদ্ধান্তে আসার কোনো কারণ আমি দেখি না।

রোমানরা প্রাথমিকভাবে জেরুজালেম দখল করার পর, খ্রিস্টানরা পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।

২৩ থেকে ২৫ পদ, "তখন যদি কেউ তোমাদেরকে বলে, 'দেখো, খ্রীষ্ট এই,' অথবা 'ঐ, তা বিশ্বাস কোরো না,' কারণ এক ভণ্ড খ্রীষ্টের আবির্ভাব ঘটবে।

এবং ভণ্ড ভাববাদীরা বড় বড় চিহ্ন ও অলৌকিক কাজ দেখাবে, এমন কি যদি সম্ভব হতো, তবে তারা মনোনীতদেরও প্রতারিত করত।

দেখো, আমি তোমাদের আগেই বলেছি, প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইহুদিদের মধ্যে বিশেষ করে অনেক ভণ্ড মসিহ ছিল।

এবং ইতিহাস জুড়ে ভণ্ড মসিহদের আবির্ভাব ঘটেছে।

অনেকে যা শিক্ষা দেয় তার বিপরীতে, স্বয়ং মনোনীত বা নির্বাচিত ব্যক্তিদেরও প্রতারিত করা সম্ভব।

এই কারণেই যিশু এই সতর্কবাণীগুলো দিতে চেয়েছিলেন, এবং আমাদেরও খুব সতর্ক ও বিবেচনাপূর্ণভাবে সেগুলোতে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

আমার বার্তা, "ক্যালভিনিজমের পাঁচটি মূলনীতি," যা সাত মিনিটে চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়েছে, সেটিও দেখুন।

মথি ২৪ অধ্যায়, ২৬ থেকে ২৮ পদ, "অতএব, যদি তারা তোমাদের বলে, 'দেখো, তিনি মরুভূমিতে আছেন, তবে সেখানে যেও না।'

দেখো, তিনি গুপ্ত কক্ষে আছেন, তা বিশ্বাস করো না।

কারণ যেমন বিদ্যুৎ পূর্ব দিক থেকে এসে পশ্চিম দিক পর্যন্ত আলো ছড়ায়,

মনুষ্যপুত্রের আগমনও ঠিক তেমনই হবে।

কারণ যেখানেই মৃতদেহ থাকবে, সেখানেই ঈগলরা জড়ো হবে।

যিশু সশরীরে আবার ফিরে আসবেন তরবারির দ্বারা তাঁর শত্রুদের দণ্ড দিতে এবং তাঁর বিশ্বস্ত প্রজাদের উদ্ধার করতে।

তার আগে তার কাছে কোনো গোপন তথ্য থাকবে না।

তিনি পৃথিবীতে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াবেন না।

৮০৭০ সালে জেরুজালেমের বিচার করার সময় তিনি তাঁর প্রত্যাবর্তনের একটি পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। এবং সম্ভবত তিনি অন্য সময়েও তাঁর প্রত্যাবর্তনের অনুরূপ পূর্বাভাস দিয়েছেন। এবং হয়তো তিনি ভবিষ

কিন্তু ৮০৭০ সাল এবং এই জাতীয় অন্যান্য সময় তাঁর দ্বিতীয় আগমন নয়। সেই সময় পর্যন্ত তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে বাস করবেন।

এবং তারপর তিনি দৃশ্যমানভাবে ফিরে এসে অবিলম্বে সকল কিছুর উপর তাঁর ন্যায্য কর্তৃত্ব গ্রহণ করবেন।

ইব্রীয় ১০, ১২ ও ১৩ পদ, "কিন্তু এই ব্যক্তি, চিরকালের জন্য পাপের উদ্দেশ্যে একটিমাত্র বলিদান উৎসর্গ করার পর,

তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে বসেছেন, এখন থেকে এই অপেক্ষায় আছেন যে, তাঁর শত্রুরা তাঁর পদতলে আসবে।

যিশু গোপনে ফিরে আসবেন না—এই নীতিটি মহাক্লেশের পূর্ববর্তী উত্থান মতবাদকেও খণ্ডন করে।

একটি মতবাদ যা আমরা মথি ২৪ অধ্যায়ের ২৯-৩১ পদে সরাসরি খণ্ডন হতে দেখব।

সেই দিনগুলির মহাকষ্টের পরেই সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে এবং চাঁদ তার আলো দেবে না,

এবং তারকারাজি আকাশ থেকে খসে পড়বে, এবং স্বর্গীয় শক্তিসমূহ কম্পিত হবে,

তখন স্বর্গে মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন দেখা যাবে, এবং তখন পৃথিবীর সকল জাতি শোক করবে।

এবং তারা মনুষ্যপুত্রকে স্বর্গের মেঘে করে পরাক্রম ও মহিমার সাথে আসতে দেখবে,

এবং তিনি তূরীধ্বনির সঙ্গে তাঁর দূতগণকে প্রেরণ করবেন,

এবং তারা চার দিক থেকে, স্বর্গের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর মনোনীতদের একত্রিত করবে।

শেষ তূরীধ্বনির পরে আর কোনো তূরীধ্বনি হবে না। এবং ১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায় এটা স্পষ্ট করে যে, শেষ তূরীধ্বনিতে বিশ্বস্তদের উদ্ধার করা হবে।

এটি মহাক্লেশের পূর্ববর্তী উত্থান মতবাদকে খণ্ডন করে। আমরা এখন যুগের একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছি।

এই বিষয়টি এই গবেষণার শুরুর দিকে বলা কথারই পুনরাবৃত্তি করে,

৮০৭০ সালে জেরুজালেমের ধ্বংস এবং খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন—এই দুটি ঘটনার মধ্যেকার সাদৃশ্যগুলো আমাদের সাধারণভাবে কীভাবে লক্ষ্য করা উচিত,

তথাপি, যে বিষয়গুলো একটি ঘটনার ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রযোজ্য কিন্তু অন্যটির ক্ষেত্রে নয়, সেগুলোকে আলাদা করতে সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করুন।

যিশু এখন স্পষ্টতই যুগান্তকালে তাঁর প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে আলোচনা করছেন।

লূক ২১ অধ্যায়ে এই কথোপকথনের বিবরণ ৮,০৭০ সালের বিচার এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমনের মধ্যবর্তী রূপান্তরকে আরও অনেক বেশি সুস্পষ্ট ও দৃশ্যমান করে তোলে।

আমরা লূকের বিবরণে ২১ অধ্যায়ের ২০ থেকে ২৮ পদে পড়ি,

আর যখন তোমরা দেখবে সৈন্যবাহিনী দ্বারা যিরূশালেম পরিবেষ্টিত, তখন জানবে যে, তার ধ্বংস আসন্ন।

তখন যারা যিহূদিয়ায় আছে, তারা যেন পাহাড়ে পালিয়ে যায় এবং যারা তার মাঝখানে আছে, তারা যেন সেখান থেকে বেরিয়ে যায়।

এবং যারা দেশগুলিতে আছে, তাদেরকে তাদের দেশে প্রবেশ করতে দিন।

কারণ এইগুলিই প্রতিশোধের দিন, যেন লিখিত সমস্ত বিষয় পূর্ণ হয়; কিন্তু সেই দিনগুলিতে গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী নারীদের জন্য ধিক্কার।

কারণ দেশে মহাক্লেশ ও এই জাতির উপর ক্রোধ নেমে আসবে।

আর তারা তরবারির আঘাতে নিহত হবে এবং সকল জাতির মধ্যে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হবে।

এবং অ-ইহুদিদের সময়কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যিরূশালেম অ-ইহুদিদের দ্বারা পদদলিত হবে।

এই সময়ে আমার মন্তব্য শেষ হয়ে যায়নি।

৮০৭০ সালে ঈশ্বরের উপাসনা জেরুজালেম কেন্দ্রিক হওয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং তা এখনও সেখানে পুনরায় কেন্দ্রিক হয়নি।

বরং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা যে সকল খ্রিষ্টীয় মণ্ডলী রয়েছে, তিনি তাদেরকেই তাঁর নামের প্রদীপাধারটিরূপে বিশ্বস্ত বলে গণ্য করেন।

এরপর তিনি বলতে লাগলেন, "সূর্যে, চন্দ্রে ও নক্ষত্ররাজিতে চিহ্ন দেখা যাবে এবং পৃথিবীতে জাতিসমূহের মধ্যে দুর্দশা ও বিভ্রান্তি দেখা দেবে, সমুদ্র ও তার তরঙ্গ গর্জন করবে,

ভয়ে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আসছে সেসবের চিন্তায় মানুষের হৃদয় অবসন্ন হয়ে পড়ছে,

কারণ স্বর্গীয় শক্তিগুলো কম্পিত হবে।

আর তখন তারা মনুষ্যপুত্রকে মেঘে করে পরাক্রম ও মহিমার সঙ্গে আসতে দেখবে। আর যখন এই সকল ঘটনা ঘটতে শুরু করবে, তখন তোমরা ঊর্ধ্বে তাকাও এবং তোমাদের মস্তক উত্তোলন করো।

কারণ তোমার মুক্তি নিকটবর্তী।

মথি ২৪ অধ্যায়ের ৩২-৩৫ পদ, "এখন ডুমুর গাছের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নাও,

যখন তার ডাল নরম থাকে এবং পাতা গজায়, তখনই তোমরা বুঝতে পারো যে গ্রীষ্মকাল আসন্ন।

সুতরাং তোমরাও যখন এই সমস্ত বিষয় দেখবে, তখন জানবে যে তা সন্নিকটে, এমনকি দ্বারেই রয়েছে। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই প্রজন্ম শেষ হওয়ার আগেই এই সমস্ত বিষয় পূর্ণ হবে।

স্বর্গ ও পৃথিবী বিলীন হয়ে যাবে, কিন্তু আমার বাক্য কখনও বিলীন হবে না।" এখানে 'প্রজন্ম' শব্দটি গ্রিক পাঠে 'জেনিয়া' (genia) হিসেবে লেখা হয়েছে।

জেনিয়া বলতে বয়স বোঝাতে পারে।

এই অধ্যায়ের ৩ নং পদে যে প্রশ্ন দিয়ে এই আলোচনা শুরু হয়েছিল, যা যুগান্তের সাথে সম্পর্কিত, সেই প্রশ্নের সাথে এটিকে পুনরায় যুক্ত না করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি দেখি না।

যিশু জগতের শেষ বলতে এই সময়কালের সমাপ্তিকে বোঝাচ্ছেন, যা পরবর্তী সময়কাল—জাতিসমূহের উপর তাঁর সহস্রাব্দব্যাপী রাজত্বের—দিকে পরিচালিত করবে।

প্রেরিত ৩:১৯-২৪ পদ, "অতএব তোমরা অনুতাপ কর ও মন পরিবর্তন কর,

যেন তোমাদের পাপ মুছে ফেলা হয়, যখন প্রভুর সান্নিধ্য থেকে সতেজতার সময় আসবে।

আর তিনি যিশুর সেই অনুগ্রহ প্রেরণ করবেন, যা পূর্বে তোমাদের কাছে প্রচার করা হয়েছিল; যাঁকে স্বর্গ অবশ্যই গ্রহণ করবে, সমস্ত কিছুর পুনরুদ্ধারের সময় পর্যন্ত, যা ঈশ্বর তাঁর সকল পবিত্র ভাববাদীর মুখ

জগৎ শুরু হওয়ার পর থেকে, মোশি পূর্বপুরুষদের কাছে সত্যই বলেছিলেন,

সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার মতো ভাববাদীদের তোমাদের জন্য নিযুক্ত করবেন। তিনি তোমাদের যা কিছু বলবেন, তোমরা সব বিষয়েই তাঁর কথা শুনবে।

এবং এমন ঘটবে যে, প্রত্যেক আত্মা যারা সেই নবীর কথা শুনবে না,

জনগণের মধ্য থেকে ধ্বংস করা হবে, হ্যাঁ, এবং শমূয়েলের সময়কার সমস্ত ভাববাদীও।

এবং যারা কথা বলেছেন, তাদের অনুগামীরাও একইভাবে সেই দিনগুলির বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।" প্রকাশিত বাক্য ১১-১৫, "এবং সপ্তম দূত তূরী বাজালেন,

এবং স্বর্গে উচ্চস্বরে বলা হচ্ছিল,

এই জগতের রাজ্যগুলো আমাদের প্রভু এবং তাঁর খ্রীষ্টের রাজ্য হয়ে উঠেছে।

এবং তিনি অনন্তকাল ধরে রাজত্ব করবেন।"

প্রকাশিত বাক্য ১৬-১৭, "আর সপ্তম দূত বাতাসে তাঁর পাত্রটি ঢেলে দিলেন,

এবং স্বর্গের মন্দির থেকে, সিংহাসন থেকে এক মহান বাণী ভেসে এলো, 'কাজটি সম্পন্ন হয়েছে।'

এই সবই সেই দিনটিকে বর্ণনা করে ও নির্দিষ্ট করে, যা মানবজাতির জন্য যুগান্তরের সূচনা করবে। ৩৬ পদ, "কিন্তু সেই দিন ও সেই মুহূর্তের কথা কেউ জানে না,

আমি স্বর্গদূতদের চিনি না, কেবল আমার পিতাকেই চিনি।

তবুও ইতিহাস জুড়ে অনেকেই সুনির্দিষ্টভাবে এমন কিছুর ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা করেছেন,

আর ঠিক এই সময় পর্যন্ত, তারা এমন ভাঁড় যাদের কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। এমনকি পরেও তারা সাধারণত নিজেদের ভুল স্বীকার করে না।

কিংবা তাদের ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষেত্রে তারা যে ভাঁড়ামি করেছিল, তাও স্বীকার করবে না।

৩৭-৩৯ পদ, "কিন্তু নোহের দিনের মতো মনুষ্যপুত্রের আগমনও সেই রকমই হবে,

কারণ মহাপ্লাবনের আগের দিনগুলিতে তারা খাচ্ছিল ও পান করছিল, একে অপরের প্রতিবিম্ব দেখছিল, দান করছিল ও বিবাহ করছিল; যতক্ষণ না নূহ জাহাজে প্রবেশ করলেন, ততক্ষণ তারা কিছুই জানত তাদের সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

মনুষ্যপুত্রের আগমনও ঠিক তেমনই হবে।

জেনে রাখো যে, ধার্মিকদের উদ্ধার এবং দুষ্টদের বিনাশ একই চব্বিশ ঘণ্টার দিনে ঘটেছিল।

যিশু বর্ণনা করেন, নূহের সময়ে ও পৃথিবীতে যারা ছিল, তাদের অবস্থা কেমন ছিল, ঠিক তাঁর দ্বিতীয় আগমনের সময় পর্যন্ত।

আবার, ২৯-৩১ পদের সাথে, "ক্লেশের পূর্ববর্তী উত্থানের ধারণা ধ্বংস করা।" আরও লক্ষ্য করুন যে, এটি ছিল জীবনের প্রতিকার নিয়ে আচ্ছন্ন থাকা,

যা সাধারণত নূহের সময়ের লোকদের অনুতাপ করতে এবং বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের সেবা করতে বাধা দিত।

পাপ থেকে ফিরে আসার প্রয়োজন না থাকলে এই সতর্কবাণীর কোনো অর্থই থাকত না।

এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে এমন শিষ্য হিসেবে বিশ্বস্তভাবে যিশুকে অনুসরণ করুন। যারা জীবনের প্রতিকার নিয়ে আচ্ছন্ন থাকে, তারা অনিবার্যভাবে পাপে জীবনযাপন করে।

এবং যিশু যখন বিচারের জন্য ফিরে আসবেন, তখন তারা অনিবার্যভাবে বিস্মিত হবে।

তারা ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে প্রতারিত যে তারা জীবনের প্রতিকার নিয়ে আচ্ছন্ন।

এবং তারা আরও প্রতারিত হওয়ার যোগ্য প্রার্থী।

আমি যেসব খ্রিষ্টানকে তাঁর একনিষ্ঠ শিষ্যত্ব থেকে বিচ্যুত হতে দেখেছি, তাদের মধ্যে অনেকেই, এমনকি অধিকাংশই, এমন।

তারা জীবনের প্রতিকার নিয়ে আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল, এবং এটাই ছিল তাদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ।

এই কথোপকথনের বিবরণ শেষ করার সময় লূক যীশুর নিম্নলিখিত কথাগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন।

লূক ২১ অধ্যায় ৩৪-৩৬ পদ, "আর তোমরা নিজেদের বিষয়ে সতর্ক থাকো,

পাছে কোনো সময়ে তোমাদের হৃদয় এই জীবনের প্রতিকারের ক্ষেত্রে অতিভোজন অর্থাৎ বাড়াবাড়ি এবং মত্ততায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

আর এর ফলে তা তোমাদের উপর অতর্কিতে এসে পড়বে; কারণ তা সমগ্র পৃথিবীর সকল অধিবাসীর উপর এক ফাঁদ ও জালের মতো আসবে।

অতএব তোমরা সজাগ থাকো ও সর্বদা প্রার্থনা করো, যেন তোমরা এই সমস্ত বিষয় থেকে রক্ষা পাওয়ার যোগ্য বলে গণ্য হও।

"যা ঘটবে, এবং মনুষ্যপুত্রের সামনে দাঁড়াতে হবে।" এই বক্তৃতার মূলভাবটি দেখুন।

এই জগতে আমরা দুঃখকষ্ট থেকে বাঁচতে পারি না, বিশেষ করে যদি আমরা খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বস্ত থাকি।

আমাদের পাপের ফাঁদ থেকে অবশ্যই রক্ষা পেতে হবে, কারণ মনুষ্যপুত্রের সামনে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত হতে হলে আমাদের নিজেদের দেহ, শয়তান এবং শয়তানের সৃষ্ট মন্দ জাগতিক ব্যবস্থাকে জয় করতে

যোহন ১৬:৩৩, "এই সমস্ত কথা আমি তোমাদের বলেছি, যেন আমাতে তোমরা শান্তি পাও,

এবং জগতে তোমরা ক্লেশ পাবে, কিন্তু সাহস রাখো, আমি জগৎকে জয় করেছি।

প্রেরিত ১৪ অধ্যায় ২১-২২ পদ, "আর তাঁরা সেই শহরে সুসমাচার প্রচার করে অনেককে শিক্ষা দেওয়ার পর,

তারা আবার লিস্ট্রা, আইকোনিয়াম এবং অ্যান্টিওকে ফিরে গেলেন।

শিষ্যদের আত্মাকে দৃঢ় করা এবং বিশ্বাসে অবিচল থাকার জন্য তাদের উৎসাহিত করা, আর এই যে, অনেক ক্লেশের মধ্য দিয়েই আমাদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে।"

মথি ২৪ অধ্যায়ের ৪০ ও ৪১ পদ, "তখন মাঠে দুজন থাকবে, একজনকে নেওয়া হবে এবং অন্যজনকে রেখে দেওয়া হবে।

দুজন মহিলা যাঁতাকলে শস্য পিষবে, তাদের মধ্যে একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং অন্যজনকে রেখে দেওয়া হবে।

এটা স্পষ্টতই সম্ভব যে একজন ধার্মিক ব্যক্তি এবং একজন দুষ্ট ব্যক্তি পাশাপাশি একই কাজ করছে।

৪২-৪৪ পদ, "অতএব তোমরা সজাগ থাকো, কেননা তোমরা জানো না তোমাদের প্রভু কখন আসবেন; কিন্তু এ কথা জেনে রাখো যে, গৃহের কর্তাব্যক্তিরা যদি জানত কোন প্রহরে আসতে হবে, তবে চোর আস

তিনি সজাগ থাকতেন এবং তাঁর গৃহ ছিন্নভিন্ন হতে দিতেন না। অতএব তোমরাও প্রস্তুত থাকো, কারণ এমন এক সময়ে মনুষ্যপুত্র আসবেন, যখন তোমরা তা ভাবতেও পারো না।" সজাগ থাকা বলতে কখন ত
করাকে বোঝায় না।

এর অর্থ হলো সর্বদা সত্য ঈশ্বরের সামনে চলা এবং তাঁর সামনে ধার্মিকতা পালন করা। তিনি কখন আসবেন তা আমরা কখনোই নিশ্চিতভাবে জানতে পারব না।

তাঁর আগমনের সময় প্রস্তুত থাকার এবং লজ্জিত না হওয়ার একমাত্র উপায় হলো, সর্বদা তাঁর দৃষ্টিতে যা সন্তোষজনক, তা করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবিচল থাকা।

১ যোহন ২, ২৮ ও ২৯ পদ, "আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এখন তাঁর মধ্যে স্থির থাকো, যেন তিনি যখন আবির্ভূত হবেন, তখন আমরা সাহস রাখতে পারি এবং তাঁর আসন্ন আগমন বিষয়ে তাঁর সামনে লজ্জিত

যদি তোমরা জানো যে তিনি ধার্মিক, তবে তোমরা এও জানো যে, যারা ধার্মিকতা পালন করে, তারা প্রত্যেকেই তাঁর থেকে জাত।

এমনকি যদি তোমরা জানতেও যে তিনি কখন আসছেন, আর তারপরেও সর্বদা তাঁর দৃষ্টিতে যা ন্যায়সঙ্গত তা করে তাঁর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য জীবনযাপন না করতে, তাহলেও তোমরা অভিশপ্ত হতে।

প্রভুর দিনের জন্য মিথ্যা বলা এই প্রমাণ দেয় না যে কেউ প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত।

মানুষ বরাবরই নিজেদেরকে এই বলে বোঝানোর উপায় খুঁজে নিয়েছে যে, যদিও তারা পাপে জীবনযাপন করে, তবুও তারা ঈশ্বরের বন্ধু, যাদেরকে তিনি এই জগতের দুঃখকষ্ট ও অনন্ত নরকবাস উভয় থেকেই

সাবধান হও যে, এই ধরনের আশা বৃথা; যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর এমন ঔদ্ধত্য দেখায় এবং তাকে বিকৃত করে অধার্মিক ও অন্যায় জীবনযাপনের ছাড়পত্র লাভ করে, তাদের জন্য এই আশা হতাশাজন
সর্বনাশ।

আমোস অধ্যায় ৫, পদ ১৪ থেকে ২০, "মন্দের অন্বেষণ কর না, যেন তোমরা জীবন পাও; তাহলে বাহিনীগণের সদাপ্রভু তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যেমন তোমরা বলেছ।"

মন্দকে ঘৃণা করো ও ভালোকে ভালোবাসো, এবং নগরদ্বারে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করো। হতে পারে, বাহিনীগণের প্রভু ঈশ্বর যোসেফের অবশিষ্ট অংশের প্রতি কৃপা করবেন।

অতএব বাহিনীগণের প্রভু ঈশ্বর আমাদের বলেন, 'সমস্ত রাস্তায় তিমি শিকার হবে, এবং সমস্ত রাজপথে লোকেরা বলবে, হায়, আর তারা কৃষককে শোক করতে ডাকবে।'

আর এইরূপই আমাদের বিলাপের নিপুণ বিলাপ, 'সমস্ত দ্রাক্ষাক্ষেত্রে বিলাপ হবে, কারণ আমি তোমার মধ্য দিয়ে গমন করব,' প্রভু বলেন; 'ধিক্ তোমাদের, যারা প্রভুর দিনের আকাঙ্ক্ষা কর।'

এতে তোমাদের কী লাভ? প্রভুর দিন অন্ধকারময়, আলো নয়; যেন কোনো মানুষ সিংহের কাছ থেকে পালাতে গিয়ে ভালুকের মুখোমুখি হলো, অথবা ঘরে ঢুকে দেওয়ালে হাত রাখতেই সাপ তাকে দংশন করল

প্রভুর দিন কি অন্ধকারময় হবে না, আলোময় নয়; বরং ঘোর অন্ধকারময় ও তাতে কোনো উজ্জ্বলতা থাকবে না।" রোমীয় ১:১৮, "কারণ যারা অধার্মিকতার সাথে সত্যকে ধরে রাখে, সেই সমস্ত মানুষের অ
বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।"

এর প্রেক্ষাপটে, এই পদটি ঈশ্বরের বাক্যের সত্যের আলোতে চলতে অস্বীকার করার কথা বলছে।

খ্রীষ্টের প্রতি জীবন্ত বিশ্বাস বরং এই কাজটি করতে নিজেকে সমর্পণ করে। পূর্ববর্তী পদগুলো দেখুন, রোমীয় ১:১৬-১৭, "কারণ আমি খ্রীষ্টের সুসমাচারের জন্য লজ্জিত নই, কেননা যারা বিশ্বাস করে, ত
যিহূদীদের এবং পরে গ্রীক ও পরজাতিদের জন্য, এ ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ক শক্তি।"

কারণ তাতেই ঈশ্বরের ধার্মিকতা বিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে প্রকাশিত হয়, যেমন লেখা আছে, "ধার্মিকেরা বিশ্বাস দ্বারা জীবন ধারণ করবে।"

এখানে ধার্মিকতার পরিবর্তে 'ন্যায্যতা' শব্দটির অনুবাদ করলে আরও ভালো হতো। যিশু খ্রিষ্টে খাঁটিভাবে অবস্থান করার মাধ্যমে সত্য ঈশ্বরের প্রতি গ্রহণযোগ্য জীবন্ত বিশ্বাস অনুশীলন করা, অধার্মিক ও
বিপরীত।

এই ধরনের জীবনযাপনের মূল হলো অধার্মিকতার সাথে সত্যকে আঁকড়ে ধরা। আমরা এই বিষয়টিকে সরাসরি মথি ২৪ অধ্যায়ের ৯-১৩ পদের সাথে, এবং সেইসাথে এর শেষ পদগুলোর সাথেও সম্পর্কিত কর

এই বিষয়েই যিশু আমাদের সতর্ক করছেন যেন আমরা প্রতারিত না হই। মথি ২৫ অধ্যায়ে এই আলোচনার ধারাবাহিকতায় দেওয়া তিনটি দৃষ্টান্তমূলক গল্পে এই বিষয়টির বিভিন্ন বিশদ ব্যাখ্যা এবং সেই ব্যাখ্যাও
বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করে, তাও থাকবে।

অধ্যায়টি ৪৫-৫১ পদে শেষ হয়েছে, "অতএব সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দাস কে, যাকে তার প্রভু নিজ পরিবারের উপর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছেন, যেন সে যথাসময়ে তাদের আহার বা খাদ্য জোগায়?"

ধন্য সেই বান্দা, যাকে তার প্রভু এসে এইরূপ কাজ করতে দেখবেন। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি তাকে তার সমস্ত সম্পদের উপর শাসক নিযুক্ত করবেন।

কিন্তু যদি সেই দুষ্ট দাস মনে মনে বলে, আমার প্রভু আসতে দেরি করছেন, এবং তিনি তাঁর অপবিত্র দাসদের প্রহার করতে ও মাতালদের সঙ্গে পানাহার করতে শুরু করেন।

সেই দাসের প্রভু এমন এক দিনে আসবেন, যেদিন সে তাঁর প্রত্যাশা করে না এবং এমন এক মুহূর্তে আসবেন, যে সময় সম্পর্কে সে অবগত নয়; তিনি তাকে ছিন্নভিন্ন করবেন এবং ভণ্ডদের সঙ্গে তার অংশ নি

"কান্না ও দাঁত কিড়মিড় করা হবে।" এটাই নরকের অনন্তকালীন অগ্নিশিখা। এটা পারগেটরি নয়, কিংবা পারগেটরির কোনো অ-ক্যাথলিক সংস্করণও নয়, যেমনটা কিছু ডিসপেনসেশনালিস্ট এবং সম্ভবত আর

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলো কেবল এই যুগের শেষে দুষ্ট ও ধার্মিকদের পৃথকীকরণই তুলে ধরে না, বরং সেগুলো বিশেষভাবে ও সুনির্দিষ্টভাবে সেই সময়ে ধার্মিক খ্রিষ্টানদের থেকে দুষ্ট খ্রিষ্টানদের পৃথকীকরণকে

যেমন আমরা এইমাত্র মথি ২৪ অধ্যায়ের শেষ পদগুলোতে, অর্থাৎ মথি ১৩ অধ্যায়ের ৪০-৪৩ পদে পড়লাম, "অতএব, অশ্রু যেমন দেহে জমা হয়ে দগ্ধ হয়, এই জগতের শেষেও তেমনি ঘটবে।"

"মনুষ্যপুত্র তাঁর দূতদের পাঠাবেন, এবং তারা তাঁর রাজ্য থেকে সমস্ত আপত্তিকর ও অধর্মকারী বস্তু একত্রিত করবে।" অনিয়ম বা অধর্মের বিষয়টি মথি ২৪ অধ্যায়ের ৯-১৩ পদের সাথে সম্পর্কিত করে
অগ্নিময় চুল্লিতে নিক্ষেপ করবেন।"

সেখানে ক্রন্দন ও দাঁত কিড়মিড় করা হবে। তখন ধার্মিকেরা তাদের পিতার রাজ্যে পুত্রের ন্যায় দীপ্তিমান হবে; যার শোনার কান আছে, সে শুনুক।" মথি অধ্যায় ১৩ পদ ৪৭-৫০।

আবার স্বর্গরাজ্য সমুদ্রে ফেলা একটি জালের মতো, যা সব ধরনের মাছ ধরেছিল; জালটি ভরে গেলে লোকেরা সেটিকে তীরে টেনে এনে বসে পড়ল এবং ভালো মাছগুলো পাত্রে রাখল, কিন্তু মন্দগুলো ফেলে দি

জগতের শেষেও ঠিক এমনই ঘটবে। স্বর্গদূতেরা এসে ধার্মিকদের মধ্য থেকে দুষ্টদের আলাদা করবেন এবং তাদেরকে অগ্নিময় চুল্লিতে নিক্ষেপ করবেন।

"সেখানে ক্রন্দন ও দাঁত কিড়মিড় করা হবে।" মথি ২৫ অধ্যায়, ৪১-৪৬ পদ। আরও লক্ষ্য করুন যে, মথি ২৫ অধ্যায়ের অন্য দুটি দৃষ্টান্তও এই আসন্ন অনন্তকালীন বিচ্ছেদের একটি পূর্বাভাস দিয়ে শেষ হয়েছে

তখন তিনি বামদিকের লোকদেরও বলবেন, 'আমার কাছ থেকে দূর হও, তোমরা অভিশপ্তরা, শয়তান ও তার দূতদের জন্য প্রস্তুত অনন্তকালীন আগুনে যাও। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে
আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে কোনো পানীয় দেননি।'

আমি এক অপরিচিত ছিলাম, আর তিনি আমাকে আশ্রয় দেননি। আমি বস্ত্রহীন ছিলাম, অথচ তোমরা আমাকে ডাকোনি; আমি অসুস্থ ও কারারুদ্ধ ছিলাম, আর তোমরা আমার খোঁজ নাওনি।' তখন তারাও
আমরা কখন আমাকে তৃষ্ণার্ত, বা তৃষ্ণার্ত, বা অপরিচিত, বা বস্ত্রহীন, বা অসুস্থ, বা কারাগারে দেখেছি, আর আপনার সেবা করিনি?'

তখন তিনি তাদের উত্তর দিয়ে বলবেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যেহেতু তোমরা এদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট একজনের প্রতিও তা করোনি, তাই আমার প্রতিও করোনি।' আর এরা অনন্তকালীন শাস্তিতে চ

কিন্তু ধার্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করে।

মথি লিখিত সুসমাচারের ফাইল-অধ্যয়ন – অধ্যায় ২৫, সপ্তাহ ২৩

শুভ সন্ধ্যা সবাইকে এবং গ্লোবাল মিশন ফর চিলড্রেন বাইবেল অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

অধ্যয়ন।

শনিবার সন্ধ্যায় এই নতুন সময়ে আমাদের সাথে যোগ দেওয়া প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখানে পূর্বাঞ্চলীয় সময় সকাল ৮:৩০ এবং বিদেশে বুধবার সকাল।

তাই আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আজ রাতে আমরা মথি অধ্যায় নিয়ে আমাদের অধ্যয়ন চালিয়ে যাব। আজ আমরা মথি ২৫ অধ্যায়ে আছি, যা একটি অত্যন্ত শক্তিশালী
ভাই হারোণ আমাদের ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করবেন।

তাহলে ভাই অ্যারন, আপনিই দায়িত্বটা নিচ্ছেন, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। ধন্যবাদ জিমি।

মথি ২৫ অধ্যায় নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা মূলত ঈশ্বরের বাধ্য থাকার প্রকৃত অর্থ কী, সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। কারণ আমি পরে এ সম্পর্কিত কিছু ভুল ধারণা নিয়ে কথা বলব,
অগভীর এবং দায়সারা সংজ্ঞা রয়েছে। আর স্পষ্টতই, এর সঠিক সংজ্ঞা জানতে আমাদের ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বাক্যের শরণাপন্ন হতে হবে।

কিন্তু যীশু তাঁর আগমনের জন্য প্রস্তুত থাকার অর্থ কী, তা বোঝানোর জন্য মথি ২৫ অধ্যায়ে তিনটি ভিন্ন দৃষ্টান্তমূলক গল্প বলবেন।

তিনি যখন ২৫তম অধ্যায়ে প্রবেশ করেন, তখন এটি যিশুর বলা সেই কথোপকথনেরই একটি ধারাবাহিকতা।

এটি ২৪ অধ্যায়ের শেষে যিশু যে দৃষ্টান্ত দিচ্ছিলেন তারই ধারাবাহিকতা।

বাইবেল পড়ার সময় এটা জানা জরুরি যে, মূল গ্রন্থগুলোতে অধ্যায় বিভাজন ছিল না এবং তাই প্রায়শই একটি অধ্যায় শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আরেকটি অধ্যায় শুরু হয়ে যেত।

এবং বলা যায়, কর্মকাণ্ডে কোনো বিরতি নেই।

এটা হবে হুবহু একই ধর্মোপদেশ বা একই দৃশ্যের ধারাবাহিকতা।

আবার এমনও সময় আসে যখন কোনো অধ্যায়ের ঠিক মাঝখান থেকে একটি নতুন ধর্মোপদেশ বা নতুন দৃশ্য শুরু হয়।

এবং তারপর কখনও কখনও অধ্যায় বিভাজনগুলো তা সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে।

আর যখন আপনি একটি নতুন অধ্যায় শুরু করেন, তখন এটা গুরুত্বপূর্ণ। আমি শুনেছি, আপনাকে পরামর্শ দেওয়া হয় যে, যখন আপনি

এমন একটি অধ্যায় শুরু করুন, যেটির ক্ষেত্রে আগের অধ্যায়ের শেষ তিন, হয়তো শেষ পাঁচ বা সাতটি শ্লোক আবার পড়বেন, যাতে মূল ভাবনাটি হারিয়ে না যায়।

এবং এমন কিছু লোক আছে যারা মথি ২৪ ও ২৫ অধ্যায় নিয়ে ভুল করে, যেন যিশু কথা বলছেন...

২৫ অধ্যায়ে তিনি ২৪ অধ্যায়ের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন একজন ব্যক্তি এবং তিনি তেমন নন। যিশু ২৪ অধ্যায়ের শেষে নোহের দিনের কথা বলছেন এবং তাঁর আগমনও সেই দিনের মতোই হবে।

তাই আমি ২৪ অধ্যায়ের ৪৩ পদ থেকে পড়া শুরু করব এবং তারপর আমরা ২৫ অধ্যায়ে যাব।

কিন্তু এটা জেনে রেখো, যদি গৃহকর্তা জানতেন এবং খেয়াল রাখতেন, তাহলে চোরটি ধরা পড়ত না।

আসুন, তিনি দেখতেন এবং তাঁর ঘর ভাঙতে দিতেন না। অতএব তিনিও প্রস্তুত থাকুন।

কারণ এমন এক সময়ে মনুষ্যপুত্র আসবেন, যখন তিনি তা ভাবতেও পারবেন না; তিনি এক বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দাস, যাঁকে তাঁর প্রভু তাঁর পরিবারের উপর শাসক নিযুক্ত করেছেন, যেন তিনি যথাসময়ে তাদের

আর সেই দাসকেই তার প্রভু এসে এই কাজ করতে দেখবেন। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি তাকে তার সমস্ত সম্পদের উপর শাসক নিযুক্ত করবেন।

কিন্তু তাতে সেই দুষ্ট দাস মনে মনে বলবে, আমার প্রভু আসতে দেরি করছেন, এবং সে মাতালদের সঙ্গে খেতে ও পান করতে পাঠানো সহদাসের মতো আঘাত হানতে শুরু করবে।

সেই দাসের প্রভু সেই দিন আসবেন, যেদিন সে তাঁর প্রত্যাশা করে না এবং এমন এক সময়ে আসবেন, যে সময় সম্পর্কে সে অবগত নয়; আর তিনি তাকে পৃথক করে ডাকবেন এবং তার অংশ নির্ধারণ করে

ভণ্ডরা।

কান্না ও দাঁত কিড়মিড় করা হবে।

তখন স্বর্গরাজ্য দশজন কুমারীর উপর থাকবে।

এই দৃষ্টান্তমূলক গল্পে এবং এর পরের গল্পে, আমরা ২৪ অধ্যায়ের শেষে যা পড়লাম, তিনি তা-ই ব্যাখ্যা করছেন।

তখন স্বর্গরাজ্য সেই দশজন কুমারীর উপর লেখা হবে, যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল।

এখানে কুমারী বলতে খ্রিষ্টীয় মতবাদ ও খ্রিষ্টীয় চরিত্রের বিশুদ্ধতার কথা বলা হচ্ছে। এই ব্যক্তিরা ছিলেন দশজন বিশ্বাসী, ঈশ্বরের দশজন সেবক, যাঁদের কাছে সত্যিই একটি প্রজ্বলিত প্রদীপ ছিল এবং খ্রিষ্টের ও ছিল।

কিন্তু তাদের মধ্যে পাঁচজনের ক্ষেত্রে, নিজেদের ভেতরের সেই আগুন জ্বালিয়ে রাখার জন্য তারা ঈশ্বরের কৃপা পাননি।

এবং খ্রিষ্ট যখন ফিরে এলেন, তখন তারা অপ্রস্তুত ছিল।

সুতরাং ২ পদে বলা হয়েছে, "তাদের মধ্যে পাঁচজন ছিল বুদ্ধিমান এবং পাঁচজন ছিল নির্বোধ। যারা নির্বোধ ছিল, তারা নিজেদের প্রদীপ নিল, কিন্তু সঙ্গে কোনো তেল নিল না।"

এখন আমরা যা দেখতে চলেছি, তারা সেটাই করেছিল; একসময় তাদের কাছে সত্যিই তেল ছিল।

একসময় তাদের একটি প্রদীপ জ্বলছিল বটে, কিন্তু সেটির আলো জ্বালিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় তেল তারা রাখেনি।

কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁদের প্রদীপের সঙ্গে পাত্রে তেল নিতেন।

বর যখন তাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তারা সবাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল এবং মধ্যরাতে একটি কান্নার শব্দ শোনা গেল।

দেখো বর আসছেন, তোমরা তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাও।

তখন সেই কুমারীগণ সকলে উঠে নিজেদের প্রদীপগুলো ঠিকঠাক করল এবং নির্বোধেরা জ্ঞানীদের বলল, "তোমাদের তেল থেকে আমাদের কিছু দাও, কারণ আমাদের প্রদীপগুলো নিভে গেছে।"

তো এক পর্যায়ে সেগুলো জ্বলছিল। পরে সেগুলো নিভে গিয়েছিল।

কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা উত্তরে বললেন, "তা নয়, পাছে এর অর্থ হলো মূলত প্রস্তুতি নেওয়া।"

তাই এটি একটি সতর্কবাণী হিসেবে দেওয়া হয়, "এমন নয়, পাছে আমাদের ও তোমাদের জন্য যথেষ্ট না থাকে।" বরং তোমরা তাদের কাছে যাও, যারা নিজেদের জন্য বিক্রি করে ও প্রাণ দেয়।"

আর যখন তারা মরতে যাচ্ছিল, তখন বর এলো এবং যারা প্রস্তুত ছিল তারা তার সঙ্গে বিবাহে গেল আর দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

পরে অন্য কুমারীরাও এসে বলতে লাগল, "প্রভু, প্রভু, আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন।" কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমি তোমাদের চিনি না।"

অতএব চেষ্টা করো, কারণ মনুষ্যপুত্র কখন আসবেন, সেই দিন বা ক্ষণ তোমরা জানো না।

এখন যীশু যে পরবর্তী দুটি দৃষ্টান্ত দেবেন, সেগুলো একই বিষয়ের দৃষ্টান্ত হবে—তাঁর আগমনের জন্য প্রস্তুত থাকার অর্থ কী।

কিন্তু এর বিভিন্ন দিক আছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ রয়েছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে যেগুলোতে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

আর যে সত্যিই প্রস্তুত, সে এই তিনটি ক্ষেত্রেই প্রস্তুত থাকবে।

আর যদি আপনি তিনটি ক্ষেত্রেই প্রস্তুত না থাকেন, তাহলে সম্ভবত আপনি ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অন্তত একটিতেও ঠিকমতো প্রস্তুত নন।

কিন্তু পুরো বিষয়টি বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম দৃষ্টান্তটিতে আমরা অন্তরের জীবন, ঈশ্বরের অনুগ্রহের সাক্ষ্য এবং ঈশ্বরের আত্মা নিয়ে আলোচনা করছি, যাকে বাইবেলে প্রায়শই তেলের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

কারো হৃদয়ে ঈশ্বরের আত্মার উজ্জ্বল প্রজ্বলন, এমন একজন যার হৃদয় নির্মল ও পবিত্র।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে আমরা প্রভুর কাজে লাগার এবং তাঁর জন্য লাভজনক হওয়ার বিষয়টি দেখব।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ হৃদয়ে বর্ষিত না হয়েও যারা তাঁর সেবা করতে ও তাঁর উপকারে আসতে চেষ্টা করে, তাদের অস্তিত্বের কারণ আপনি খুঁজে পাবেন না।

আর স্পষ্টতই সেগুলো তার জন্য লাভজনক হতে পারে না।

আর তৃতীয় যে বিষয়টি আমরা দেখব, তা হলো, যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের হৃদয়ে থাকে এবং আমরা তাঁর কাছে উপকারী হই, তবে তা অবশ্যই তাঁর লোকদের সেবা করার মাধ্যমে, তাঁদের ও তাঁদের দু মাধ্যমে এবং দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্য করার মাধ্যমে প্রকাশ পেতে হবে।

এখন স্পষ্টতই এমন কিছু লোক আছেন যারা দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্য করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা তা প্রভুর উদ্দেশ্যে করেন না এবং তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহও বর্ষিত হয় না।

সুতরাং, আমি বলতে চাইছি যে, যদি আপনি ঐ তিনটি বিষয়ের কোনো একটিতে ভুল করেন, তাহলে আপনি অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। আর তাই, এগুলো সবই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক বিশ্বস্ততার বিভিন্ন দিক, যা আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

আর ব্যাপারটা এমন নয় যে আপনার একটা থাকবে অথবা অন্যটা, বরং সবগুলোই একসাথে থাকতে হবে।

এবং আমাদের তিনটি বিষয়ের উপরেই মনোযোগ দেওয়া উচিত, কিন্তু কোনো একটির উপর এতটা মনোযোগ দেওয়া উচিত নয় যে আমরা অন্যগুলোকে অবহেলা করি।

এদের মধ্যে কয়েকজনের ক্ষেত্রে, এমনকি তাদের করা সঠিক কাজগুলোও তাদের অযোগ্য ঘোষণা করার কারণ হতে পারে।

বিচারের দিনে, কারণ তারা পুঙ্খানুপুঙ্খ ছিল না এবং ঈশ্বর তাদের কাছ থেকে যে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রস্তুতি আশা করেছিলেন, তারা সে সব ক্ষেত্রে প্রস্তুতি নেয়নি। এর একটি উদাহরণ হিসেবে, ১ করিন্থীয় ৯ অধ্যা সুসমাচার প্রচারক হিসেবে তাঁর পরিচর্যার বিষয়ে কথা বলছেন, সপ্তাহের মধ্যে আমি তাঁর সপ্তাহ হয়ে উঠলাম, যেন আমি সপ্তাহের মধ্যে তোমাদের মতো হই। আমি সমস্ত কিছু এমনভাবে তৈরি করেছি যেন...

সংশোধিত আমি হয়তো কিছু রক্ষা করব। আর আমি এটা সুসমাচারের খাতিরে করি, যেন আমি অংশীদার হতে পারি।

তোমাদের সঙ্গে তার। যদিও তোমরা না জানো যে, দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলের মধ্যে কেবল একজনই পুরস্কার পায়, তবুও এমনভাবে দৌড়াও যেন তোমরা তা লাভ করতে পারো। এবং প্র
চেষ্টা করে...

অথবা অলিম্পিক মুকুট সকল বিষয়ে পরীক্ষিত। এখন তারা তা করে এক নশ্বর মুকুট লাভের জন্য, কিন্তু আমরা এক অক্ষয় মুকুটের জন্য। তাই আমি অবিবেচকের মতো দৌড়াই না, কারণ আমি এক নই।

কানে আঘাত করতে কিন্তু আমি আমার শরীরের নিচে রাখি এবং তাকে বশীভূত করি। কোনোভাবেই কম নয়।

এর মানে হলো, যখন আমি অন্যদের কাছে ধর্মোপদেশ দিয়েছি, তখন আমার নিজেরই বিতাড়িত হওয়া উচিত। এই বিতাড়িত শব্দটি হতে পারে

একে 'অবাঞ্ছিত' হিসেবেও অনুবাদ করা যেতে পারে, অথবা এর আক্ষরিক অর্থ হলো 'এটি একটি নথি'। এর আক্ষরিক মানে হলো নথিবিহীন।

পৌল বলছেন যে, যদি আমি আমার পরিচর্যার মাধ্যমে অন্যদের কাছে সুসমাচার প্রচার করি এবং এমনকি তাদের পরিত্রাণও করি, কিন্তু আমি যদি আমার নিজের দেহে ও ব্যক্তিগত জীবনে সংযত না হই, তাহ

শেষ পর্যন্ত আমি অযোগ্য ঘোষিত হব। শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর বলবেন যে তুমি পুরস্কারটা জিতবে না।

শেষে তিনি সাক্ষ্য দিতে পারবেন না যে তিনি যুদ্ধ করেছেন। পৌল ২ তীমথিয় ৪:৬ পদে বলেন, তিনি বলেছেন, "আমি উত্তমরূপে যুদ্ধ করেছি। আমি আমার দৌড় শেষ করেছি। আমি বিশ্বাস রক্ষা করেছি।" তিনি অনুযায়িত না হন, তবে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

তাহলে তার নিজের ব্যক্তিসত্তায় তিনি যে মন্ত্রণালয়েই থাকুন না কেন, তা শেষ পর্যন্ত অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

আর তাই, দশটি সংস্করণে বর্ণিত দৃষ্টান্ত থেকে আমরা এই শিক্ষাটি পেতে পারি যে, আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহ জানতে হবে এবং তাঁর আত্মা আমাদের উপর থাকতে হবে। আমরা রোমীয় ৮ অধ্যায়ে পড়ি
খ্রীষ্টের আত্মা না থাকে, তবে সে তাঁর নয়।

পরবর্তী ৫৩২ বার পবিত্র আত্মা তাদেরকে দেওয়া হবে যেন তিনি খ্রীষ্টই হন।

এমন এক অন্তরের জীবন থাকতে হবে যা ভেতরের অপবিত্রতাকে পুড়িয়ে বের করে দেয় এবং রোমীয় ৮:৪ পদে আমরা যে ব্যবস্থার ধার্মিকতার কথা পড়ি, তা পূর্ণ করে। আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের কাজের এক

ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং বিভিন্ন পদ যেখানে আমরা আলোচনা করি, যেমন মানুষের পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া, এবং এটি কেবল একবারের ব্যাপার নয়।

যেখানে খ্রিষ্টানদের বলা হয়েছে, কয়েক বছরের মধ্যে অধ্যায় ৫-এ, মদে মাতাল না হয়ে বরং পূর্ণ হতে।

পবিত্র আত্মার সাথে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হতে হবে এবং তা কেবল অতীতে হ্রাস পেলে চলবে না, বরং তা বজায় রাখার জন্য শক্তিশালীভাবে কাজ করতে হবে, আর আমরাই তা বজায় র

আমরা তা অন্য কোনোভাবে লাভ করি না, যদি না আমরা তা প্রভুর প্রতি সমর্পিত হৃদয়ের মাধ্যমে লাভ করতাম; যে হৃদয় অধ্যবসায়ের সাথে তাঁর অন্বেষণ করে, যা জগতের কলুষতা থেকে ফিরে এসেছে। ত
বলা হয়েছে, "অতএব, এই প্রতিজ্ঞাগুলো পেয়ে, হে প্রিয়তমগণ, এসো আমরা দেহের সমস্ত মন্দতা থেকে নিজেদেরকে শুচি করি এবং

ঈশ্বরের ভয়ে পবিত্রতা সিদ্ধ করা, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস রাখা, একমত হওয়া।

তাঁর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো আমাদেরকে আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করা এবং আপিল উত্থাপন করা এবং

তাঁর রাজ্যের জন্য এক বিশেষ জাতিকে বিশ্বস্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়ে আমরা ঈশ্বরের বিবরণে পড়ি যে তিনি পরিশুদ্ধ করতে চান।

শুদ্ধকারী চরিত্ররা এবং যারা অসতর্ক, যারা একসময় পুনর্জন্ম লাভ করেছিল এবং তা পেয়েছিল এবং একটি সত্যিকারের আলো পেয়েছিল, সত্যিই ছিল।

তাদের অন্তরে প্রজ্বলিত ঈশ্বরের সেই খেলোয়াড়ের জন্য এবং অবশ্যই তাদের জন্য, যাদের কাছে শুরু থেকেই তা ছিল না।

যদি তাদের মধ্যে সেটা না থাকে, যদি তোমার ভেতরে সেই আগুন না থাকে এবং

এটা মনে রাখবেন যে, ঈশ্বরের সন্ধান করার মাধ্যমে এবং অধ্যবসায়ের সাথে পাপ পরিহার করার মাধ্যমে, আপনার সেই তেলের প্রয়োজন হবে না যা আপনার থাকা দরকার।

তোমার হৃদয়ে ঈশ্বরের সেই খেলোয়াড়, যা এই দৃষ্টান্তমূলক গল্পে আমরা যে পাত্রের কথা পড়েছি তার মতো। তাই, বিশ্বাসীদের জন্য আরও কিছু বিষয় ইব্রীয় ১২:১ এবং ২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে; যেহেতু আমর
দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেছি, আসুন আমরা সবকিছু একপাশে সরিয়ে রাখি।

ভার এবং যে পাপ খুব সহজেই আমাদের ঘিরে ধরে, তা থেকে মুক্তি পেতে আমাদের বিশ্বাসের আদি ও অন্ত যিশুর দিকে তাকাতে হবে, যিনি তাঁর সম্মুখে রাখা আনন্দের জন্য পাপকে তুচ্ছ করে ক্রুশ সহ্য ক

লজ্জা সেই ব্যক্তিকে, যে ঈশ্বরের ডান পাশে বসেছিল, কারণ তার কথা বিবেচনা করো যে এমন প্রতিকূলতা সহ্য করেছিল।

পাপীদের বিরুদ্ধে তার নিজের বিরুদ্ধে, পাছে তোমরা মনে অদ্ভুত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ো।

এখানে জ্ঞানী ব্যক্তিরা জানেন যে প্রভু যেকোনো সময় আসতে পারেন।

এবং এই জেনে যে, অসতর্ক হলে তিনি অলক্ষ্যে এসে পড়তে পারেন, তারা এই আদেশ পালন করতে থাকল; সমস্ত ভার এবং যে পাপ সহজে তাদের ঘিরে ধরত, তা ত্যাগ করে চলতে থাকল এবং তাকিয়ে থাব

যিশু হলেন বিশ্বাসের প্রবর্তক ও সমাপ্তকারী এবং তারা দেখল যে, তিনি তাদের হৃদয়ে তাঁর অনুগ্রহ ও তাঁর আত্মার অগ্নি নবায়ন করার মাধ্যমে তাদের বিশ্বাসকে পূর্ণতা দান করেছেন।

মূর্খরা তা করেনি। তাজা তেল একটি প্রদীপের জীবন ও ভার বহন করে, যা অন্যথায় নিভে যেত এবং রোমীয় ৮:১৩ ও ১৪ অধ্যায়ে খ্রিষ্টানদের উদ্দেশ্যে লেখা আছে, "কারণ যদি তোমরা দৈহিক জীবনযাপন ক

আত্মা দেহের কাজসমূহ, দৈহিক স্বভাবের কাজসমূহকে দমন করুক, তোমরা বেঁচে থাকবে; কারণ যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়, তারাই ঈশ্বরের সন্তান। এবং আমরা ইফিষীয় ৫ অধ্যায় নিয়ে
হয়েছে, দ্রাক্ষারসে মাতাল হয়ো না, কিন্তু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হও। এটা ঠিক তেমনই, যেমনটা যোহনের সুসমাচারে যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন।

১৫ যে শাখা নিজে থেকে ফল উৎপন্ন করতে পারে না, তেমনি দ্রাক্ষালতায় স্থির থাকো; আর তোমরা আমাতে স্থির থাকো। এবং তিনি বলেছেন, যদি কোনো মানুষ আমাতে স্থির না থাকে, তবে সে একটি শাখা
একসময় সে-ই ছিল একমাত্র সংযুক্ত। এবং তারপর তাদের আগুনে জড়ো করো এবং তারা পুড়ে যায়। কিন্তু যোহন ১৫:১ থেকে ৬ এখানে আরেকটি প্রসঙ্গ। আমার মনে হয় আমরা এটি আগেও দেখেছি, কিন্

আবার, যেহেতু এটি প্রেরিত ১১ অধ্যায়ের সেই দৃষ্টান্তের সাথে সম্পর্কিত, বার্নাবাসের ছিল

তিনি কেবল আন্তিয়খিয়ায় নবদীক্ষিতদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং আমরা দেখতে পাই যে তিনি পরবর্তী পদে সেখানে গিয়েছিলেন।

১১ ২২ এবং তারপর ২৩ পদে বলা হয়েছে, যিনি এসে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখেছিলেন, এটা আকর্ষণীয় যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ অন্য কিছু হিসাবে দৃশ্যমান হয়, যা আমরা এই অনুচ্ছেদ থেকে শিখেছি।

তিনি আনন্দিত হলেন এবং তাদের সকলকে উৎসাহিত করলেন যেন তারা আন্তরিকভাবে প্রভুর সঙ্গে লেগে থাকে।

জ্ঞানী কুমারীরা এখানে ঠিক এটাই করেছিল এবং মূর্খ কুমারীরা তা করতে অবহেলা করেছিল, কারণ তারা মনে মনে বলেছিল, যেমন যিশু অধ্যায়ের শেষে বলেছিলেন।

২৪ যে, হে প্রভু, লেদ মেশিন আসছে এবং তারা নিজেদেরকে বিচার থেকে সুরক্ষিত মনে করত এবং ভাবত যে, অন্তত তারা পরে হুঁশ ফিরে পেয়ে আবার ঠিক হয়ে যাওয়ার জন্য সময় পাবে এবং স্পষ্ট
মিথ্যাটা অবশ্যই...

একজন ব্যক্তিকে তা করতে উৎসাহিত করা এবং সেই কারণেই আমরা চাই, আমাদের মানুষকে দেখাতে হবে।

এই ধারণাটি একটি ভ্রান্ত মতবাদ যে, একবার পরিত্রাণ লাভ করলে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ সম্পর্কে জানলে তা আর কখনো হারানো যায় না। এটি একটি অত্যন্ত মন্দ ধারণা। তাই পরবর্তীতে এক্স অধ্যায়ে...

১৩ ঠিক একই ধারণা আবার, শুধু ভিন্ন ভাষায়। পৌল ও বার্নাবাস আন্তিয়খিয়া নামক অন্য একটি শহরে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। তাঁরা সিরিয়ার আন্তিয়খিয়া থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন, এখন তাঁরা তুর

সিনাগগ এবং এতে বলা হয়েছে ১৩৪৩ খ্রিস্টাব্দে যখন মণ্ডলী ভেঙে দেওয়া হয়েছিল তখন অনেক ইহুদি

এবং ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা বা অ-ইহুদিরা যারা যিহূদিয়া ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা পৌল ও বার্নাবাসের অনুসরণ করত, যারা তাদের সাথে কথা বলে ঈশ্বরের অনুগ্রহে অবিচল থাকতে তাদের প্ররোচিত করতেন।

ব্যাপারটা একই, যেমনটা ১১২৩ সালে হয়েছিল, যখন বারনাবাস নতুন খ্রিস্টানদেরকে এই বলে উৎসাহিত করেছিলেন যে...

হৃদয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে তারা প্রভুর সঙ্গে লেগে থাকবে। এই দৃষ্টান্তমূলক গল্পে, এর আক্ষরিক অনুবাদ হতে পারে, যে ব্যক্তি কোনটা উপযুক্ত বা প্রয়োজনীয় তা দেখে না।

আমি অ্যাডাম পার্কার অথবা অ্যালবার্ট বার্নসের কাছ থেকে পেয়েছি, উম অ্যালবার্ট বার্নস এখানে বলেছেন পাঁচজন বোকা

সংস্করণগুলো সম্ভবত আশা করেছিল যে বর অবিলম্বে আসবে, তাই তারা তা করেছিল।

কোনো বিলম্বের জন্য কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি, অন্য কথায়, তিনি সঙ্গে সঙ্গে না আসায় তারা যাত্রা চালিয়ে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা করেনি। জ্ঞানী ব্যক্তিরা জানতেন যে তাঁর আসার সময় অনিশ্চিত ছিল এবং
প্রস্তুত করেছিল; এগুলো ছিল তেলবাহী জাহাজ।

যাতে প্রয়োজনের সময় মশালগুলোর উপর তা ঢেলে দেওয়া যেত। পাঁচ ও ছয় পদ থেকে আমরা যা শিখতে পারি তা হলো, বর প্রত্যাশার চেয়ে দেরিতে এসেছিলেন, সকলে তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল এবং ঘুমায়নি।

অবশ্যই না, খারাপ অর্থে নয়, কারণ বলা হয়ে থাকে জ্ঞানী ব্যক্তিরাও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলেন বা ঘুমিয়েছিলেন, কিন্তু সকলেই ক্লান্ত ছিলেন, সকলেই পরিশ্রান্ত ছিলেন। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা... জ্ঞানী ব্যক্তিরা

তারা অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে গেল এবং প্রভুর সন্ধান করতে লাগল, আর তাদের সাক্ষ্যের ভারে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করল; তাঁর অনুগ্রহের ভার তখনও তাদের হৃদয়ে জ্বলছিল। এই ধরনের আরেকটি দৃষ্টান্ত।

লূকের সুসমাচারে যিশু ঠিক এই প্রেক্ষাপটেই যে কথাগুলো বলেছিলেন, তা হলো লূকের ১৮ অধ্যায়ের এক থেকে আট পদ। তিনি তখন তাঁর আগমন সম্বন্ধে কথা বলছিলেন। মথির সুসমাচারের শেষে তি
অধ্যায়ের শেষেও তিনি প্রায় একই কথা বলেছিলেন।

২৪ সুতরাং লূক ১৮ অধ্যায়ের প্রেক্ষাপট মথি ২৫ অধ্যায়ের প্রেক্ষাপটের প্রায় হুবহু অনুরূপ এবং তিনি তাদের কাছে এই উদ্দেশ্যে একটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প বলেছিলেন যে, মানুষের সর্বদা প্রার্থনা করা উচিত এ
বলে যে সেখানে ছিল

এক দায়িত্বশীল শহরে যা কিছু ভয় পেত না, মানুষ তা গ্রাহ্য করত না এবং সেখানে একজন বিধবা ছিল।

শহরে এসে সে তার কাছে বলল, আমার প্রতিপক্ষের বা আমার শত্রুর প্রতিশোধ নিন, কিন্তু সে রাজি হলো না।

কিছুক্ষণ পর সে মনে মনে বলল, আমি কি এখনও মানুষকে ভয় পাই না বা সম্মান করি না, কারণ

এটা আমাকে কষ্ট দেবে। তার ক্রমাগত আসায় আমি তার প্রতিশোধ কম নেব। সে আমাকে ক্লান্ত করে। আর প্রভু এখানে বলেছেন, এই অন্যায় অভিযোগ যা বলে, তিনি তাঁর নিজের মনোনীতদের প্রতিশো
কাছে কেঁদেছে। যদিও তিনি তাদের সাথে সাথে দেখেন, আমি তোমাদের বলছি যে তিনি দ্রুত তাদের প্রতিশোধ নেবেন। তথাপি, যখন মনুষ্যপুত্র আসবেন, তখন তিনি পৃথিবীতে বিশ্বাস খুঁজে পাবেন।

যারা বিশ্বাসে অবিচল থাকে তারা প্রতিশোধ নেবে সম্ভবত যিশু নয় সম্ভবত দ্রুত বোঝাতে চান না

আমরা সবাই তৎক্ষণাৎ তাঁকে ধন্যবাদ জানাই, কিন্তু যখন তিনি ফিরে আসবেন, তখন তা দ্রুত হবে, যেমনটা ২৪ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, ২৪:২৭ পদে যেমন বজ্রপাতের কথা বলা হয়েছিল, কারণ যেমন বিদ্
দিক পর্যন্ত আলো ছড়ায়, ঠিক তেমনই মনুষ্যপুত্রের আগমনও হবে। আর বিষয়টা ঠিক এমনই; শুধু খ্রীষ্টের আগমনের ক্ষেত্রেই নয়, খ্রীষ্টীয় জীবনের বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়েও একজন খ্রীষ্টানকে ক্রমাগত ই
এবং কেবল বেড়েই যেতে হয়।

হতাশ ও নিরুৎসাহিত, যদিও মনে হচ্ছে ঈশ্বর তাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না, কিন্তু তারপরেও...

ঈশ্বর যখন তাদের প্রতিশোধ নেবেন, তখন তা খুব দ্রুত হবে, তা হবে খুবই সহজ।

ধরুন, হয়তো একদিন হঠাৎ করেই আপনি যে উত্তরটি খুঁজছিলেন, আপনার যে আশা ছিল, তা এসে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্ত পর্যন্ত আপনাকে কষ্ট সহ্য করে ঈশ্বরের সন্ধান চালিয়ে যেতে হয়েছিল, যদিও আপ
যেন একটি মেঘের ছায়া ছিল এবং তাঁর করুণা ও যে আশা আপনি পেতে চাইছিলেন, তা আপনার কাছে সবসময় স্পষ্ট ছিল না। আর তাই, এই দৃষ্টান্তমূলক গল্পের শেষ কথা হলো এটাই যে...

এই দৃষ্টান্তের সারমর্ম হলো এই যে, তিনি এমন এক সময়ে দ্রুত ফিরে আসবেন যখন তোমরা তা প্রত্যাশা করো না এবং

সুতরাং এটি তাদের জন্য একটি উৎসাহ যারা অবিচল এবং যারা...

যারা ভোগবিলাসে মত্ত জীবনযাপন করছে, তাদের কাছে যাদেরকে বোকা মনে হতে পারে।

পাপের মধ্যে যারা উদাসীন ও অলস হয়ে পড়ছে এবং আপনি জানেন, বলছে আচ্ছা, কী ব্যাপার?

ঈশ্বরের সন্ধানের মূল উদ্দেশ্য হলো, যা ঘটছে তা দেখা এবং আমাদের কত দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতে হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা।

দাঁড়াও, দেখো এটা কতটা কঠিন। আমাদের যদি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, তাহলে অবাক হওয়া উচিত নয়।

ঐভাবে, উম, তাঁর আসার আগে, বিশেষ করে একেবারে শেষ সময়ে, উম, অষ্টম পদে, উম, এর আক্ষরিক অনুবাদ হতে পারে যে প্রদীপগুলো নিভে যাচ্ছে, উম, এই বিষয়ে

নবম পদ, এটি অ্যাডাম ক্লার্কের একটি চমৎকার উক্তি: প্রত্যেক মানুষ যে অনুগ্রহ লাভ করে, তা কেবল তার নিজের আত্মাকে রক্ষা করার জন্যই যথেষ্ট। আমার প্রথম পিতর অধ্যায় চার, ১৭ থেকে ১৯ পদের

কথা বলছে, উম, সময় এসে গেছে, ঈশ্বরের গৃহে বিচার শুরু হতেই হবে এবং যদি প্রথমে

আমাদের থেকেই শুরু হোক, যা ঈশ্বরের সুসমাচার অমান্যকারীদের ঈর্ষার কারণ; আর যদি ধার্মিকেরাই কোনোমতে পরিত্রাণ পায়, তবে অধার্মিক ও পাপীরা কোথায় উপস্থিত হবে? অতএব, ঈশ্বরের ইচ্ছা তাদের আত্মাকে তাঁর কাছে সমর্পণ করে এবং এক বিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্তার প্রতি সৎকর্ম করে। খুবই উপযুক্ত পদসমূহ, দেখুন এখানে হিব্রু চিন্তাবিদ হিব্রু।

৯:২৭ পদ এবং ১০ নং পদে বলা হয়েছে, মানুষের জন্য একবার মৃত্যু নির্ধারিত, কিন্তু এর পরে বিচার অনুষ্ঠিত হবে।

একসময় হয় মৃত্যু অথবা খ্রিষ্টের আগমন ঘটবে, দ্বিতীয় কোনো সুযোগ থাকবে না।

ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করতে... এবং হ্যাঁ, যারা পরিত্রাণের দরজায় প্রবেশ করে তাতে স্থির থাকে না, তাদের জন্য দরজা বন্ধ হয়ে যাবে... আচ্ছা, সেখানে সুযোগগুলো...

উম, ১১ পদ, আমাদের আসার পর আরেকটি জরুরি বিষয়ও ছিল এবং প্রভু আমাদের কাছে তা উন্মোচন করবেন। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এটি একটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প, এটা এমন নয় যে... উম...

সেই একই সত্য যা আমরা আগের সপ্তম অধ্যায়ে দেখেছিলাম, যে অনেক কিছু থাকবে।

সেই দিনে কে বলবে, প্রভু, প্রভু, আমরা কি তোমার নামে ভাববাণী বলিনি এবং তোমার নামে ভূত তাড়ায়নি?

এবং তোমার নামে অনেক আশ্চর্য কাজ করব, আর তখন আমি তাদের কাছে স্বীকার করব যে, আমি তোমাদের কখনও চিনতাম না। যারা অধর্ম বা আইনহীনতার কাজ করে, তোমরা আমার কাছ থেকে দূর কিছু খ্রিষ্টান থাকবে যারা সঠিক কথা বলেছে এবং যিশুর নামে এমন অনেক কাজ করেছে যা নিজেরা সঠিক ছিল, কিন্তু তাদের বর্জন করা হবে কারণ তারা অধর্মের কর্মী। উম, বিবাহ ভোজ শুরু হওয়ার পরে এটাই বলছেন—এই দৃষ্টান্তের সাথে মানানসই। এটা এমন নয় যে বিবাহ ভোজে লোকজন থাকবে।

এর মধ্যে যে শাখাটি রক্ষা পাবে এবং পরবর্তীতে নতুন জেরুজালেমের দরজায় এমন লোকেরা কড়া নাড়বে যাদের বিচার ইতিমধ্যেই করা হয়নি।

এর মানে হলো, বিচারের দিনে, যেদিন ঈশ্বরের অনুগ্রহ ফিরে আসবে, সেদিন এমন কিছু লোক থাকবে যারা মনে করবে যে তাদের স্বর্গে প্রবেশ করা উচিত এবং এমনকি যীশুকে প্রভু বলেও ডাকবে, এবং তা তিনি তাদের ভেতরে ঢুকতে দেবেন, অথচ তাদের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া সম্ভব হবে না। যীশু যখন ১২ পদে বলেন... আসলে আমি বলতে চাই...

অ্যালবার্ট বার্নস বলেন যে, ধর্মগ্রন্থে জানার বিষয়টি প্রায়শই থাকে

তাঁর প্রকৃত বন্ধু ও অনুসারীদের অনুমোদন, ভালোবাসা এবং স্বীকৃতি দেওয়ার সাথে সম্পর্কিত, উম... তাই কিছু ধর্মগ্রন্থ।

এখানে গীতসংহিতা ১:৬, মথি ৭:২৩ এবং ২ তীমথিয় ২:১৯ উল্লেখ করা হলো, যেগুলোতে আমি এখন বিস্তারিত আলোচনা করব না।

তাহলে এই দৃষ্টান্তের চূড়ান্ত পরিণতি ১৩ নং পদে দেখা যায়, অতএব সতর্ক থাকো।

তোমরা জানো, কারণ তোমরা জানো না মনুষ্যপুত্র কখন আসবেন, কোন দিন বা কোন মুহূর্তে। তাই এখন, পরবর্তী দৃষ্টান্তে যিশু তাঁর জন্য প্রস্তুত থাকার আরেকটি দিক দেখাবেন, যদি তাঁর অনুগ্রহ আ আমাদের হৃদয় তাঁর প্রতি অনুগত থাকে।

এর মাধ্যমে অবশ্যই খ্রিষ্ট ও সুসমাচারের স্বার্থ অন্বেষণ করা হবে।

অনেক মানুষ আছেন; কেউ ধর্মপ্রচার করতে যান, আবার কেউ চমৎকার কিছু করার চেষ্টা করেন।

যিশুর নামে বলছি, যারা নিজেদের হৃদয়কে সঠিক রাখে না, তারা স্পষ্টতই অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

কিন্তু এমন মানুষও আছে যারা ভাবতে চায় যে তাদের নিজেদের মনই সঠিক এবং উম...

তারা মনে করে যে তারা পুনর্জন্ম লাভ করেছে, হয়তো তারা সত্যিই পুনর্জন্ম লাভ করেছে এবং তারা ভাবে যে যদি তারা নিজেদেরকে কেবল নিজেদের মধ্যেই পবিত্র রাখে, তবে সেটাই যথেষ্ট হবে। কিন্তু তার না।

তারা মনে করে যে তারা শুধু ভালো সময় কাটানোর জন্য বাঁচতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা একজন খ্রিস্টানের জন্য ভালো সময় হয়। এবং আমি মনে করি আপনারা বুঝতে পারছেন একজন খ্রিস্টানের জ বোঝাতে চাইছি। ব্যাপারটা এমন নয় যে তারা...

বাইরে যাওয়া, মানে বারে গিয়ে মাতাল হওয়া, মাদক নেওয়া এবং সেবন করা...

ব্যভিচার করা, নাইটক্লাবে যাওয়া আর নাচার কথা জেনেও, ওরা তো এসবই করছে।

এমন কিছু কাজ করা যা নিজে থেকে নির্দোষ, কিন্তু আপনি জানেন, সেগুলো একজন খ্রিস্টানের জন্য কিছুটা হলেও করার মতো কাজ নয়।

ভাবি, কতজনের কাছে শুধু শখ পূরণ করার জন্য, বিভিন্ন আনন্দ উপভোগ করার জন্য এত সময় থাকে।

যদিও সেই আনন্দগুলো নিজেরা কোনো ছন্দে বাঁধা না-ও থাকতে পারে, এবং যারা এসবের জন্য বাঁচে, তা এক সূক্ষ্ম ধরনের মূর্তিপূজা, আর যারা তা খোঁজে না, তারা এসবের সন্ধান করে না।

সুসমাচারের প্রসার, খ্রীষ্টের লোকদের গড়ে তোলার চেষ্টা, এটি একটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প যা...

সেইসব লোকদের তিরস্কার করুন, বিশেষ করে যারা মনে করে যে এটা ঠিক আছে, কারণ সর্বোপরি

লোকে বলে আমার নিজের জীবন পবিত্র এবং হয়তো জগতের তুলনায় তা-ই। মথি ২৫:১৪ স্বর্গরাজ্যের জন্য, যিশু বলতে থাকেন, স্বর্গরাজ্যের জন্য যাত্রা করা এক ব্যক্তি হলেন তিনি, যিনি এক দূর দেশে ভ্রম দাসদের ডেকে পাঠালেন এবং তাদের হাতে জিনিসপত্র তুলে দিলেন; একজনকে তিনি পাঁচটি তালন্ত, অন্যজনকে দুটি, এবং আরেকজনকে একটি করে তালন্ত দিলেন।

এক ব্যক্তি তার বিভিন্ন সামর্থ্য অনুসারে সরল পথে যাত্রা করল। তারপর যে পাঁচটি প্রতিভা পেয়েছিল, সে তা দিয়ে ব্যবসা করে আরও পাঁচটি প্রতিভা অর্জন করল। একইভাবে সে আরও দুটি প্রতিভা লাভ পেয়েছিল এবং মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার প্রভুর টাকা লুকিয়ে রাখল। অনেক দিন পর সেই দাসদের প্রভু এসে তাদের সাথে পুনরায় মিলিত হলেন। তখন সে পাঁচটি প্রতিভা পেয়ে আরও পাঁচটি প্রতিভা নিয়ে এসে পাঁচটি প্রতিভা আমার কাছে পৌঁছে দেবে, দেখো আমি এগুলোর পাশাপাশি আরও পাঁচটি প্রতিভা অর্জন করেছি।" তার প্রভু তাকে বললেন, "সাবাস, হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত ছিলে। উপর শাসক নিযুক্ত করব। প্রবেশ করো।"

তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ করো। যে দুটি তালন্ত পেয়েছিল, সেও এসে বলল, প্রভু, আমাকে দুটি তালন্ত ফিরিয়ে দাও। দেখো, আমি এগুলোর সাথে আরও দুটি তালন্ত লাভ করেছি। তার প্রভু তাকে বললে তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত ছিলে, আমি তোমাকে অনেক বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব দেব। তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ করো। তখন যে একটি তালন্ত পেয়েছিল, সে এসে বলল, কী! আমি তোমাকে চিনতাম যে তুমি...

এক কঠোর মানুষ যেখানে তুমি বীজ বোনোনি সেখান থেকে ফসল কাটে, যেখানে তুমি পথ হারাওনি সেখান থেকে সংগ্রহ করে। আর আমি ভীত হয়ে, গিয়ে তোমার প্রতিভা মাটিতে লুকিয়ে রাখলাম। ওহ, ঐ

তার প্রভু তাকে উত্তর দিয়ে বললেন, "হে দুষ্ট ও বৈধ দাস, তুমি মৃত্যুপথযাত্রী।"

তুমি জানতে যে, আমি যেখানে বীজ বোনে না সেখান থেকেও ফসল কাটি এবং যেখানে পথভ্রষ্ট হইনি সেখান থেকেও সংগ্রহ করি; অতএব তোমার তা জানা উচিত।

আমার টাকা এক্সচেঞ্জারদের কাছে রাখলে এবং আমার ফিরে আসার পর আমি আমার নিজের টাকা পেয়ে যেতাম।

অতএব সুদ বা মহাজনের দ্বারা তার কাছ থেকে সেই মুদ্রাটি নিয়ে নাও এবং যার দশটি মুদ্রা আছে তাকে দিয়ে দাও। যার আছে তাকে দেওয়া হবে এবং তার প্রচুর হবে, কিন্তু যার নেই তার কাছ থেকে তার যা বি এবং তোমরা তা নিক্ষেপ করো।

অকর্মণ্য দাস, বাইরের অন্ধকারে থাকবে কান্না আর দাঁত কিড়মিড়। উম, তো আমি আসলে শুনেছি এটা দুঃখের, কিন্তু কিছুটা মজারও। আমি আসলে...

আমি এক লোকের কথা শুনেছি, আমি একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম, সেখানে একজন লোক আছেন যিনি 'রিচ ড্যাড পুওর ড্যাড' নামে একটি বই লিখেছেন। আমি ঠিক জানি না তিনি নিজেকে খ্রিস্টান বলে দা উপকথাটি ব্যবহার করে এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, ঈশ্বর গরীবদের ওপর ক্রুদ্ধ এবং ধনীদের ওপর সন্তুষ্ট। অথচ স্পষ্টতই, তিনি যদি পরের উপকথাটি পড়তেন, তাহলে দেখতে পেতেন যে ব্যাপারটা

এবং স্পষ্টতই যিশু এখানে আসল টাকা-পয়সার কথা বলছেন না এবং এটি কেবল একটি উদাহরণ যে কীভাবে একজন মানুষ, কীভাবে লোকেরা ধর্মগ্রন্থকে এত নৃশংসভাবে অপব্যবহার করতে পারে। প্রবন্ধটি পাঠিয়েছিল সে বলেছিল, "ওহ, সে বলেছিল অ্যারন... এই প্রবন্ধটিতে কিছু একটা ভুল আছে কিন্তু আমি ঠিক ধরতে পারছি না।" এবং এটি আমাকে দুঃখের সাথে বুঝতে সাহায্য করেছিল যে, আমি সম্পর্কে ততটা জানত না, কারণ আপনি আশা করবেন যে একটি দুই বছরের শিশুও এর ভুলটা ধরতে পারবে। কিন্তু... আমার মনে হয় এখানে এটা বলা গুরুত্বপূর্ণ যে অনেকেই...

যখন তারা প্রভুর কাছে লাভজনক হওয়ার কথা ভাবে, তখন তারা আত্মাকে জয় করার কথা ভাবে এবং এটা যে পুরোপুরি ভুল, তা অবশ্যই নয়, কিন্তু আত্মাকে জয় করার ব্যাপারে অনেকের যে ধারণা আছে ধারণা নয়। কারণ সাধারণত তারা ভাবে যে, মানুষকে দিয়ে পাপীর প্রার্থনাটি পুনরাবৃত্তি করানো যাবে এবং যদি মানুষকে দিয়ে তা পুনরাবৃত্তি করানো যায়, তবে তাদের মধ্যে এক অনন্তকালীন সুরক্ষার ধারণা বলে, তবে তারা সত্যিই...

তখন দেখা যেত তারা প্রায়ই বলত যে তারা এটা কখনোই হারাতে পারবে না। উম, আমি বরং মথি লিখিত সুসমাচারের শেষে যিশুর দেওয়া সেই মহৎ আদেশের কথা ভাবব, "স্বর্গ ও পৃথিবীতে সমস্ত ক্ষমতা ত তোমরা যাও এবং সমস্ত জাতিকে শিক্ষা দাও।"

পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দেওয়া এবং তাদের পালন করতে শেখানো।

সকল বিষয়ে আমি তোমাকে আদেশ দিয়েছি এবং দেখো, আমি কেবল তোমারই সঙ্গে আছি, এমনকি তোমারই জন্য।

জগতের শেষ পর্যন্ত, আমরা এ নিয়ে অনেক কথা বলেছি যে ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত কী করতে চান। সুসমাচারের শেষ লক্ষ্য হলো ঈশ্বর কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত বিশ্বস্ত নাগরিক লাভ করা।

মুক্তিপ্রাপ্ত লোকেরা যারা তার সরকারের সাথে একমত এবং যারা তার মনের মতো এবং যারা উম

যারা তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়, যারা প্রকৃত উপাসক এবং বিশ্বস্ত হবে।

স্বর্গের নাগরিকগণ, উম... এবং তাই, খ্রীষ্ট যেভাবে তাঁর বধূকে সেই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করছেন, সে বিষয়ে এমন অনেক কিছু আছে যা সরাসরি ধর্মপ্রচারের সাথে সম্পর্কিত নয়।

মানে, খারাপ ধর্মপ্রচার তো এমনিতেও প্রভুর জন্য অলাভজনক, কিন্তু সত্যিকারের ধর্মপ্রচারও তো পুরো বিষয়টার একটা অংশ মাত্র। আমি জানি যে অনেকেই এমনটা মনে করে, এবং আমার মনে হয় বিশেষ

এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা এমন অবস্থানে আছেন যেখানে ঈশ্বর তাদেরকে প্রবলভাবে ব্যবহার করছেন এবং ভবিষ্যতেও আরও প্রবলভাবে ব্যবহৃত হওয়ার মতো অবস্থানে থাকতে পারেন, কিন্তু এমন অনে

আমার মনে হয়, এটা ছিল সেই চিরন্তন সংঘাত বিষয়ক গবেষণার শেষটি, যা নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম।

উম, এরপর যখন কেউ সত্যিই সংকটে পড়ে, তখন একে অপরের রক্ষক হওয়ার প্রয়োজন হয়।

তাদের দৌড়ের শুরুটা, যা তাদের বিশ্বস্ততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে, এবং একটি প্রবাদ আছে, আমার মনে হয় এটি হিতোপদেশ ১২ অধ্যায়ে আছে, যেখানে বলা হয়েছে, অলস লোক ভক্ষণ করে, যদি না তা

যা সে শিকার করে পেত কিন্তু একজন পরিশ্রমী মানুষের সম্পদ মূল্যবান, উম যারা

যারা পরিশ্রমী, যারা ভালো উদ্দেশ্যে সক্রিয়, যারা প্রভুর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত, ঈশ্বরের লোকেরা তাদের কাছে মূল্যবান হবে এবং তারা সুসমাচার প্রচারে, তাঁর লোকদের সিদ্ধিকরণে ও তাঁর লোকদের সুরক্ষায় সচেষ্ট হবে।

লোকেরা মন্দ প্রভাব থেকে এবং তাঁর লোকদের মধ্য থেকে অনুগ্রহ ও জ্ঞানের মধ্যে থাকে।

ঈশ্বরের বিষয়ে, উম, তাহলে এখানে আরও কয়েকটি উপায় রয়েছে যা আমি বিবেচনা করেছি যে একজন ব্যক্তি প্রভুর জন্য সত্যিই লাভজনক হতে পারে, যেগুলো সুসমাচার প্রচার নয়। ইব্রীয় ৫:১১ থেকে ১ বিষয়ে কথা বলছেন, যিনি হলেন সেই ব্যক্তি যাঁর মাধ্যমে খ্রীষ্টের মহাযাজকত্ব সম্পন্ন হয়, তিনি পুরাতন নিয়মের একজন চরিত্র যিনি খ্রীষ্টের মহাযাজকত্বের প্রকৃতির এক প্রকার পূর্বরূপ। তাই তিনি ১১ প আমাদের অনেক কিছু বলার আছে এবং তোমাদের শ্রবণে অন্যদের কাছে থাকা কঠিন, যখন তোমাদের উচিত ছিল।"

শিক্ষক হোন, আপনার এমন একজনের প্রয়োজন যিনি আপনাকে আবার শেখাবেন কোনগুলো হলো মৌলিক নীতি।

ঈশ্বরের বাণী এবং এমন হয়ে উঠেছে যাদের দুধের প্রয়োজন, কঠিন খাদ্যের নয় সার্বিকভাবে

হিব্রুদের সামগ্রিক অধ্যবসায়ের চরিত্র আপোসকৃত হয়েছিল যদিও তাদের ছিল

একসময় মনে হতো এই মানুষগুলো যেন নতুন জন্ম লাভ করেছে এবং তাদের পরিণত হওয়া উচিত ছিল, আর যারা অন্তত মনেপ্রাণে এই পর্যায়ে শিক্ষক হতে পারত, তারা তা ছিল না। তাদের বেড়ে ওঠার তারা তা ছিল না।

তারা যে উৎসাহ পেয়েছিল তার সাথে তাল মেলাতে পারছিল না, তাই বাণীকে স্বাগত জানাও।

ইব্রীয়দের প্রতি লেখা পত্রের ১৩ পদে আরও বলা হয়েছে, "যে কেউ দুধ পান করে, সে ধার্মিকতার বাক্য বিষয়ে অদক্ষ; কেননা সে এক শিশু, কিন্তু দৃঢ়ভাবে পূর্ণবয়স্কদের অন্তর্ভুক্ত।"

যারা ব্যবহারের ফলে নিজেদের ইন্দ্রিয়গুলোকে চর্চিত করেন, তারা ভালো ও মন্দ উভয়ই বিচার করতে পারেন। সার্বিকভাবে, যারা ঈশ্বরের বাণী শুনতে ও তাঁর বাক্য বুঝতে সচেষ্ট থাকেন, তারা জাগতিব সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।

কোনটা দৈহিক আর কোনটা প্রকৃত আধ্যাত্মিক, এবং সেই উপলব্ধি অর্জন করা।

ঈশ্বরের লোকদের প্রকাশ্যে শিক্ষা না দেওয়া নারীদের ক্ষেত্রে যেমনটা উপযুক্ত, সেই অনুযায়ী তা প্রদান করা।

কিন্তু তবুও ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়, অন্য নারীদের উৎসাহিত করতে এবং শিশুদের শিক্ষা দিতে গিয়ে সেই উপলব্ধি অর্জন করা সত্যিই একজন মানুষকে উন্নত করতে এবং তার সামগ্রিক চরিত্র গঠন কর

মণ্ডলীকে আরও শক্তিশালী করা এবং শয়তানের প্রভাব থেকে একে আরও ভালোভাবে রক্ষা করা, এবং হিব্রুদের সাথে সমস্যার একটি অংশ ছিল এই যে, মণ্ডলীকে ধরে রাখতে, সাহায্য করতে, উদ্ভাবন ক যথেষ্ট সংখ্যক এমন লোক ছিল না।

এবং এগিয়ে যান, রাস্তায় ধর্মপ্রচারের বিতর্কটা, যা দুঃখজনকভাবে, আপনি জানেন, সেখানে অনেকেই আছেন।

আমাদের মধ্যে অনেকেই এই ব্যক্তিদের সাথে খুব পরিচিত, যারা ছিলেন পুনর্জন্মপ্রাপ্ত প্রচারক এবং বেশ ভালোভাবেই ঈশ্বরের বিশ্বস্তভাবে সেবা করছিলেন। কিন্তু কিছু ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তি তাদের পং জনসমক্ষে প্রচারের জন্য নিজেদের নির্বাচিত পদ্ধতির প্রতি অত্যন্ত উদ্যোগী ছিল, যা ছিল সম্পূর্ণরূপে জাগতিক এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

যারা তাদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিল, তারা ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখেনি।

তাদের দ্বারা যা মুক্ত তা হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট ভালোভাবে এবং এবং এবং

দুঃখজনকভাবে, তাদের মধ্যে অনেকেই সংশোধন ও উপলব্ধির বিরুদ্ধে গিয়েও নিজেদের ক্ষতি করছে।

তারা এখন পাচ্ছে, উম, অবশ্যই একটা সাধারণ ব্যাপার আছে, শুধু...

ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি সাধারণ বার্তা, যার মাধ্যমে তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন এবং তাঁর লোকদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সেই জ্ঞান তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেন।

এমন একটি মণ্ডলী যা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধনে অত্যন্ত লাভজনক হতে পারে... উম, এমন একটি বিষয় আছে যাকে আমি বলি 'অগ্রণী নীতি'। এটা এমন একটা বিষয় যা... উম, এক ধরনের চিহ্ন... এটা...

এটাকে পাইওনিয়ার বলা হয় এবং এটা আলোচনা করছে যে কীভাবে যদি কেউ, যে কিনা...

যিনি খ্রিষ্টান হিসেবে কঠিন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যান, কিন্তু রোমাঞ্চের খোঁজে নয়।

অথবা কষ্টের সন্ধান করা, কিন্তু কারণ তারা এমন পরিস্থিতিতে থাকে যা তাদের তা করতে বাধ্য করে এবং এমন কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয় যা তাদের প্রজন্মের অন্য মানুষদের কখনো পার করতে হ প্রভুর সন্ধান করে এবং তা থেকে অন্তর্দৃষ্টি ও শক্তি লাভ করে, তারা অন্য বিশ্বাসীদের জন্য এমন একটি পথ পরিষ্কার করে দেয় যা তাদেরও প্রয়োজন হবে। আর এটাই এমন কিছু যা আমাদের অধ্যবসা প্রতিকূলতা জয় করার ক্ষেত্রে, বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে চলার পথ বোঝার ক্ষেত্রে এবং সেই জ্ঞান তাঁর মণ্ডলী ও তাঁর লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে।

এটি প্রভুর জন্য অত্যন্ত লাভজনক হতে পারে এবং আমাদের প্রতিভা বিকাশের একটি উপায়ও বটে।

অপরপক্ষে যারা অলস ও মৃত এবং যারা উষ্ণতা হারিয়ে মৃত হয়ে পড়ে।

তারা তাদের প্রতিভা সেভাবে বিকশিত করছে না যেভাবে করা উচিত ছিল, এবং এমন অনেকেই আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা সবারই দায়িত্ব। এবং অবশ্যই, ১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়ে আত্মিক বরদান এবং রো প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। এবং সুসমাচার প্রচার ও তাঁর মণ্ডলীকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, ঈশ্বর বিশেষভাবে আমাদের কী করতে ডেকেছেন, সে বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে শোনারও একটি বিষয় ছিল।

এবং এই বিষয়ে আমাদের অধ্যবসায় ও বিশ্বস্ততার সাথে এর অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। আমরা ১৪ পদ থেকে দেখতে পাই যে আমরা ঈশ্বরেরই; আমরা নিজেরা রাজা বা দেবতা নই, যেমনটা শয়তানি বা থাকে। ঈশ্বর আমাদের ডাকেন, ঠিক যেমনটা ২১ অধ্যায়ের ১ থেকে ১৬ পদে বলা হয়েছে—সুসমাচারের আহ্বান।

এটি প্রভুর আঙিনায় কাজ করতে ও আনন্দে মেতে ওঠার এক আহ্বান, এবং তারপর রয়েছে প্রকাশিত বাক্য ৪:১১, যেখানে বলা হয়েছে যে সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য।

তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই সেগুলো সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন এমন কিছু লাভের উদ্দেশ্যে যা তাঁর আপনজনদের জন্য উপকারী।

নিজের স্বার্থে, নিজের মহিমার জন্য এবং সমাজতন্ত্রীরা পৃথিবীতে এই ধারণা তৈরি করে যে, মানুষ শুধু নিজেদের কারণে বিভিন্ন জিনিসের অধিকারী।

তারা যা-ই করুক না কেন, তাদের অস্তিত্ব থাকেই, কিন্তু প্রকৃত অর্থনৈতিক নিয়ম এটাই বলে যে, কোনো নিয়োগকর্তাই কোনো কর্মচারীকে শুধু চাকরির জন্য নিয়োগ দিয়ে বেতন দেবে না।

তারা এমন এক ধরনের মানুষ যারা আশা করে যে, যদি তারা কাউকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বা নির্দিষ্ট হারে বেতন দিয়ে নিয়োগ দেয়, তবে তারা তাকে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করছে তার চেয়ে বেশি লাভ

ঈশ্বরের সন্তুষ্টি, আমাদেরকে তাঁর পরিত্রাণ দেওয়ার মধ্যে এমন একটি দিক আছে যেখানে তিনি আমাদের কাছ থেকে একটি প্রতিদান প্রত্যাশা করেন। পরিত্রাণ এখনও অনুগ্রহের মাধ্যমে এবং বিশ্বাসের দ্বা যারা উইসকনসিন স্টাডির যুগে পড়াশোনা করেছেন, তাদের জন্য এটি আবার ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তিনি আমাদের জীবনে এমন একটি প্রতিদান প্রত্যাশা করেন যা প্রকৃতপক্ষে তাঁর অনুগ্রহেই ও ১০ পদে বলা হয়েছে, অনুগ্রহই শ্রম দেয় যখন...

আমরা আমাদের শ্রম দ্বারা অনুগ্রহ অর্জন করি না, কিন্তু যখন আমরা তা লাভ করি, তখন তা কাজে লাগাতে হয় এবং পৌল প্রথম করিন্থীয়তে এই কথা বলেছেন।

১৫ তিনি ১ করিন্থীয় ১৫:৯ পদে বলেন, কারণ আমি প্রেরিতদের মধ্যে সর্ববৃহৎ।

প্রেরিত বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নন, কারণ তিনি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে তাড়না করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রেরিত পদ অর্জন করেননি; তিনি নরকবাস ছাড়া আর কিছুই অর্জন করেননি। কিন্তু তাঁর অনুতাপ হওয়ার সুযোগ, যার তিনি যোগ্য ছিলেন না, তার উদ্দেশ্য ছিল যেন তিনি ঈশ্বরের দাস হন এবং একজন খ্রিষ্টানের আহ্বানে জীবনযাপন করেন এবং প্রভু তাঁকে যে পরিচর্যার জন্য ডেকেছেন তা পূর্ণ করার মা তাই তিনি বলেন...

পদ ১২ কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমি দুঃখিত পদ ১০-এ কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমি যা

আমি আছি এবং তাঁর যে অনুগ্রহ তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছিল তা বৃথা যায়নি, বরং আমি আরও অধিক পরিশ্রম করেছি।

তাদের সকলের চেয়ে, অর্থাৎ অন্য প্রেরিতদের চেয়ে, তবুও আমি নই, বরং ঈশ্বরের অনুগ্রহ যা আমার সঙ্গে ছিল... অনেকটা গালাতীয় ২০ অধ্যায়ে তিনি যা বলেছিলেন তার মতোই: আমি খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশ কিন্তু আমি নই, বরং খ্রীষ্টই জীবিত, যিনি আমার মধ্যে বাস করেন। আর আমি এখন যেভাবে জীবনযাপন করি, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই করি।

ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি বিশ্বাস, যিনি আমাকে ভালোবেসেছিলেন এবং আমার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, উম... তাই আমি এবং আমি এবং...

বিশ্বের জন্য লাভজনক হওয়ার দিক থেকে আমি শুধু আনা লুক অধ্যায়ের ঘটনাটি যোগ করব।

২ সেই মহিলা যিনি দিনরাত উপবাস ও প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করতেন এবং সেইসাথে মথি লিখিত সুসমাচারে যিশু তাঁর শিষ্যদের জগতের আইনজীবী ও পৃথিবীর লবণ হতে আহ্বান করছেন।

৫ ১৩ থেকে ১৬, ১৮ নং পদ প্রসঙ্গে অ্যালবার্ট বার্নস বলেন, তবে এই দৃষ্টান্তের দ্বারা আমাদের এমনটা মনে করা উচিত নয় যে, আমাদের ত্রাণকর্তা এটা শেখাতে চেয়েছিলেন যে কেবল দুর্বল প্রতিভার লো করেছিল। দৃষ্টান্তটি আমাদের এমনটা করতে বাধ্য করে না এবং সম্ভবত আসল সত্য হলো যে যারা

এবং সম্ভবত বাস্তবতা হলো, যারা সবচেয়ে বেশি প্রতিভাধর, তারাই যথাযথভাবে উন্নতি করা থেকে সবচেয়ে দূরে রয়েছেন।

তাদের প্রতিভা... অ্যালবার্ট বার্নস ১৯ নং পদে বলেন, হিসাব মেলানো মানে হলো হিসাব চুকানো। এখানে এর অর্থ হলো তাদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং সেই অনুযায়ী তাদের পুরস্কৃত বা শাস্তি দে বললেন যাদের দুই ও পাঁচ প্রতিভা ছিল, "সাবাস, হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস", এবং তার জন্য তিনি আনন্দিত হলেন।

তোমার ইচ্ছার যে বিষয়টি তা প্রমাণ করে, যখন ৩ যোহন ১১ অধ্যায়ে তার মতো একজন ব্যক্তি বলে যে সে

যে ভালো কাজ করে সে ঈশ্বরেরই, আর যে করে না সে ঈশ্বরকে দেখতেই পায়নি। ঈশ্বর তাদের বলেন যারা তাঁর বাধ্য, তিনি তাদের ভালো ও বিশ্বস্ত বলেন। অথচ অনেক ক্যালভিনিস্ট শিক্ষা দেয় যে, ধর্মান্তরি বিশ্বস্ত থাকতে পারো না।

এটা একেবারেই সত্য নয়। তিনি তাদের বলেন, 'তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ করো।' আচ্ছা, এটাই তো প্রভুত্ব ও পরিত্রাণ। যীশুকে আমাদের প্রভু হতেই হবে এবং তাঁকে আমাদের প্রভু হিসেবে স্বীকার কর থেকে সদ্‌গুণ ও বিশ্বস্ততা প্রত্যাশা করেন। কিন্তু যদি তিনি ব্যবস্থার দাবি অনুসারে আমাদের বিচার করতেন, তাহলেও আমাদের সদ্‌গুণসম্পন্ন বলে গণ্য করা হতো না।

বিশ্বস্ত না হলেও, ঈশ্বরের কৃপা এবং তাঁর ক্ষমাশীল অনুগ্রহ বিবেচনায় নিলেও, তিনি এখনও আমাদের কাছ থেকে তাঁর আজ্ঞাবহতা প্রত্যাশা করেন।

তাঁর অনুগ্রহ আমাদেরকে সত্যিকারের ভালো ও বিশ্বস্ত বলে গণ্য করে, শুধু তাই নয়; এবং তা কেবল তাঁর অনুগ্রহে আমাদের কৃতকর্মের কারণেই, কোনো অদৃশ্য অর্থে নয়, যেমনটা অনেক নীতিবিরোধী শিক্ষ অথবা ওভারবার্ন ২৪ নং পদে বলেন যে, এই দৃষ্টান্তমূলক গল্পের এই অংশের উদ্দেশ্য হলো এটা দেখানো যে, অবহেলার জন্য কেউই ক্ষমাযোগ্য নয়।

তার প্রতিভা কম বলে ঈশ্বর তার সামর্থ্য অনুযায়ীই তার কাছে চাইবেন।

আমরা ২৫ নং পদে দেখি, সকল পাপী ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ না করার এবং অন্তর থেকে তাঁর সেবা না করার জন্য অজুহাত দেখায়, কিন্তু না, খ্রীষ্ট তা স্বীকার করছিলেন না।

তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যে... ২৬ ও ২৭ পদে যিশু এটা স্বীকার করছেন না যে তিনি একজন কঠোর মানুষ—যেখানে বীজ বোনা হয়নি সেখান থেকে ফসল কাটা, যেখানে বিচরণ করা হয়নি সেখান কেবল এটাই বলছেন যে, যদিও তা আপনার জন্য কাজ করে থাকে, তবুও...

তোমার অগোছালো স্বভাবের জন্য কোনো অজুহাত নেই এবং তোমার কারণগুলো...

বিশ্বস্তভাবে আমার সেবা না করা... উম... ২৭ নং পদে লাভ বলতে বৃদ্ধি বা আইনসম্মতকে বোঝানো হয়েছে।

সুদ অবৈধ বা অতিরিক্ত নয়, যা ঈশ্বর মানুষের জন্য সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন এবং সুস্পষ্টভাবে

সে নিজের জন্য আশা করত না, উম ২৯ নং পদ অবশ্যই ২৮ নং পদকে ব্যাখ্যা করে, উম ৩০ নং পদে এখানে কোনো অলাভজনক বিষয় নেই যে এই ব্যক্তির জন্য শুধু এটুকুই প্রয়োজন ছিল।

বিচারিত হওয়ার জন্য এবং এই সমস্ত দৃষ্টান্তমূলক গল্পের ঠিক একই জায়গায় যে... (এবং আমরা শেষে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব)... এখানে অ্যালবার্ট বার্নসের একটি চমৎকার উক্তি রয়েছে, য কোনো ক্ষতি না করে নিজের কাছে রেখে দেয় এবং যেমনটি সে করেছিল, সেভাবেই তা তার প্রভুকে ফিরিয়ে দেয়...

তা গ্রহণ করা সত্ত্বেও বিচারক নিন্দা করে বিতাড়িত করলেন, অপব্যবহারের জন্য তারা আর কী আশা করতে পারে।

তাদের প্রতিভা মত্ততার দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায় এবং মহৎ সুযোগ-সুবিধাগুলো হারিয়ে যায়।

তাদের উপর অর্পিত এবং সেই সম্পত্তি অপচয় করা যা স্বার্থের অগ্রগতিতে ব্যবহার করা যেতে পারতো।

এবং বার্নসের উপর ধর্মের নৈতিকতা উম অসতর্ক কুমারী এবং অলাভজনক দাস

তারা সাধু ছিলেন এবং তাদের তুলনায় লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা তা সত্ত্বেও এক অন্তহীন স্বপ্ন দেখে।

স্বর্গ যখন তা কেবল এক অনন্ত নরকের জন্যই উপযুক্ত। আমার মনে হয় বার্নসের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেরকমই ছিল, কিন্তু উম কিন্তু

মূল কথা হলো যে, এই লোকটি, যার একটিই প্রতিভা ছিল, তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, সে যে সবসময় দোষী ছিল এমনটা নয়।

একজন সমকামী, একজন নাইটক্লাব নর্তক, একজন চোর, একজন মাদকাসক্ত, একজন খুনি—কিন্তু সে ছিল অন্ততপক্ষে একজন উদাসীন, সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন সন্দেহবাদী, যে তাদের জন্য নিজের জীবন উৎস মূল্য দিত না, এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য সেটাই যথেষ্ট ছিল। তার আর এগোনোর প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং এখন আমাদের শেষ উপকথায়...

এখানে ৩১ থেকে ৪৬ পদে আমরা দেখেছি যে, আমাদের হৃদয়কে সঠিক হতে হবে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ, তাঁর আত্মার দ্বারা, আমাদের হৃদয়ে প্রবলভাবে প্রজ্বলিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের সমস্ত পাপ এ করতে হবে যা সহজেই আমাদের ঘিরে ধরতে পারে।

বিশ্বাসের প্রবর্তক ও সমাপ্তকারীকে ব্যবহার করুন। আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কে থাকতে হবে, যদি আপনি তাঁর অন্তরে থাকেন এবং খ্রীষ্টের জন্য আপনার একটি সত্যিকারের জ্বলন্ত সাক্ষ্য থা জগতে তাঁর স্বার্থ, তাঁর সুসমাচার এবং মহৎ আদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এবং এর সাথে আরও যা থাকতে হবে...

উম, সেই বিষয়গুলোর ফলস্বরূপ ঈশ্বরের লোকেদের জন্য নিঃস্বার্থভাবে জীবন উৎসর্গ করার বিষয়টিও আসতে হবে এবং

যারা চরম অভাব ও দুর্দশার মধ্যে আছে এবং এই তিনটি বিষয়ই হলো প্রভুর প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত থাকার অর্থ।

এবং এর যেকোনো একটিকে অবহেলা করা মানে হলো পরিত্রাণের পরিকল্পনা বা কর্মসূচিকে অবহেলা করা।

পরিত্রাণের এবং সম্পূর্ণ শিষ্যত্বের এবং রাজার রাজ্যের জন্য নিজেকে অযোগ্য ঘোষণা করার।

যখন সে ফিরে আসে এবং উম এবং উম নিজের জন্য উম নরকে যাওয়ার একমুখী টিকিট অর্জন করতে এবং তাই শ্লোকগুলিতে

৩১ থেকে ৪৬ পর্যন্ত আমাদের কাছে এই পদগুলো আছে। আমি জানি জিমি এই পদগুলো ভালোবাসে এবং স্পষ্টতই, এই পদগুলো বিশেষ করে আমেরিকান ইভাঞ্জেলিক্যাল খ্রিস্টধর্মের মধ্যে ভয়ানকভাবে এমনও যে, বিশেষ করে এমন কিছু লোক আছে যারা

উদারপন্থী ধারার যারা এগুলোর অপব্যবহার করে, এগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন এগুলোই পুরো বাইবেলের একমাত্র শ্লোক এবং তারা মনে করে যে তারা গরিবদের সাহায্য করতে আগ্রহী।

এবং অভাবী, যদিও তারা সুসমাচারে খ্রীষ্টের জন্য লজ্জিত, যদিও তাদের মনোভাব

পাপ অন্য কোনো ঘৃণার অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও তারা সবকিছুর বিধান মেনে চলে না।

ঈশ্বরের বাক্যকে তারা এমনভাবে দেখে যে, যেহেতু দরিদ্র ও অভাবী মানুষের প্রতি তাদের কিছুটা সহানুভূতি আছে, তাই স্বর্গ তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তারা মারাত্মকভাবে প্রতারিত হচ্ছে। আমর বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার জন্য নয়।

ঈশ্বরের সমগ্র পরিকল্পনা এবং সমস্ত ধর্মগ্রন্থ, কিন্তু ঈশ্বরের সমগ্র পরিকল্পনা এবং সমস্ত ধর্মগ্রন্থ থেকে এটিকে বাদ দেওয়া যায় না, জিমি এখনও এই পদগুলো উল্লেখ করে সঠিক কাজ করেছে।

লোকেরা বলবে, আরে, এই ব্যাপারে কী? এরা হলো তারা, যারা আমার এই ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটদের অবহেলা করে, তারা চলে যাবে, যেমনটা আয়াতে বলা আছে।

৪৬ এবং অনন্তকালীন শাস্তি, এটা এমন একটা বিষয় যা... এটা কেবল...

এর সাথে সঙ্গতি রেখে, আমরা ৩১ থেকে ৪৬ পদে যা পড়তে চলেছি, তা ঈশ্বরের সমগ্র পরিকল্পনা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, কিন্তু সেগুলোকে সরিয়েও নেওয়া যায় না। আর তাই যিশু তাঁর শেষ দৃষ্টান্তটি ছিল দৃষ্টান্তমূলক, কিন্তু এটি আরও... তবে এটি আরও সরাসরি। এবং স্পষ্টতই ভেড়া ও ছাগলের ঘটনাটি একটি দৃষ্টান্ত এবং এটি একটি উপমা। আমি আসলে এমন একজন লোকের কথা শুনেছি যিনি চেষ্টা ক আমি শুনেছি...

আমি শুনেছি সমৃদ্ধির সুসমাচার প্রচারক দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটির খুব বাজেভাবে অপব্যবহার করেছেন এবং আমি দুঃখজনকভাবে এমন একজনকে চিনি, যাকে যখন বলা হয়েছিল যে যিশু অনন্ত নরকাগ্নির কথা করতে চাননি এবং বলার চেষ্টা করেছিলেন যে... যে এটি আক্ষরিক অর্থেই...

ভেড়া ও ছাগল সম্পর্কে এবং যে তারা আক্ষরিক অর্থেই ঘরের মধ্যে ছাগলে পরিণত হতে যাচ্ছিল এবং স্পষ্টতই

সে ভীষণভাবে প্রতারিত ও একগুঁয়ে এবং নিজের মতবাদকেই রক্ষা করার চেষ্টা করছে, তো তাতে কী?

ধার্মিকদের মেষের মতো এবং দুষ্টদের ছাগলের মতো হওয়ার বিষয়টি ছাড়াও, যখন মনুষ্যপুত্র আসবেন, তখন এটি সকলের বিরুদ্ধে আরও বেশি সরাসরি হবে। সুতরাং, যখন মনুষ্যপুত্র তাঁর মহিমায় এবং তাঁর নিয়ে আসবেন, তখন তিনি...

তিনি তাঁর মহিমার সিংহাসনে বসবেন এবং তাঁর সামনে সমস্ত জাতি একত্রিত হবে এবং তিনি...

এবং তিনি তাদেরকে একে অপরের থেকে পৃথক করবেন, যেমন একজন মেষপালক তার মেষদেরকে ছাগল থেকে আলাদা করে।

এবং তিনি মেষগুলিকে তাঁর ডান হাতে এবং ছাগলগুলিকে বাম হাতে রাখবেন, তখন রাজা বলবেন

তাঁর ডান পাশে তাদের কাছে এসো, আমার পিতার আশীর্বাদপ্রাপ্তরা এবং এখানে রাজার কাছে প্রস্তুত।

জগৎ পত্তনের আদি থেকে তোমার জন্য; কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর তিনি আমাকে মাংস দিয়েছিলেন; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম।

এবং তিনি আমাকে পান করালেন, আমি ছিলাম এক অপরিচিত, এবং তিনি আমাকে নগ্নবস্ত্রে আশ্রয় দিলেন এবং আমাকে ডাকলেন, আমি ছিলাম অসুস্থ এবং তিনি আমার খোঁজ নিলেন, আমি ছিলাম কার এলেন। ধন্যবাদ তোমাদের সকলকে। ধার্মিকেরা উত্তর দেবে, "প্রভু, একদা আমরা তোমাকে ক্ষুধার্ত দেখেছিলাম এবং তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তোমাকে খাইয়েছিলাম ও পান করিয়েছিলাম; একদা আমরা তোমাকে এ তোমাকে নগ্নবস্ত্রে আশ্রয় দিয়েছিলাম ও ডেকেছিলাম; একদা আমরা অসুস্থ বা কারাগারে থেকেও তোমার কাছে এসেছিলাম।" এবং রাজা উত্তর দেবেন ও তাদের বলবেন, "সত্যিই আমি তোমাদের বলছি, সবচেয়ে ছোট একজনের জন্য যা করেছেন, তোমরাও তা আমার জন্যই করেছ; তাহলে তিনিও বাম পাশের লোকদের বলবেন, যারা অভিশাপ ও শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত।"

প্রভু শয়তান ও তার দূতদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কারণ আমার খিদে ছিল না, অথচ তোমরা আমাকে মাংস বা খাবার দাওনি; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে পান করতে দেননি; আমি পরদেশী ছি করেননি।

আমি যখন বস্ত্রহীন ছিলাম, তখনও তিনি আমাকে ডাকেননি; আমি যখন অসুস্থ ছিলাম, তখনও তিনি আমার খোঁজ নেননি; তিনি আমার সাথে দেখা করেননি। তবে কি তারাও তাঁকে উত্তর দিয়ে বলবে, "প্ ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, পরদেশী, বস্ত্রহীন, অসুস্থ বা কারাগারে দেখেছিলাম, কিন্তু আপনার সেবা করিনি?" তখন তিনি তাদের উত্তর দিয়ে বলবেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যেহেতু তিনি এই ক্ষুদ্রতমদের একও তিনি..."

আমার প্রতি তা করোনি এবং তুমি অনন্তকালীন শাস্তিতে চলে যাবে কিন্তু ধার্মিকেরা...

অনন্ত জীবন এখন সর্বোপরি এখানে লক্ষ্য করুন যে, উম, যে বিষয়গুলো প্রত্যাশিত ছিল

তার ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটজনের প্রতি যা করা হবে, তা হলো রাজার অপসারণ।

এখানে রাজার সম্মান ও তাঁর স্বার্থ খোঁজা এবং কেউ যা-ই করুক না কেন, তা তাকে অযোগ্য ঘোষণা করবে, কারণ তারা তাদের নিজস্ব জ্ঞান, নিজস্ব শক্তি এবং নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছিল। গৃহীত তা ঈশ্বরের বাক্য ও ঈশ্বরের স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া। মনে আছে, যিশু কীভাবে বলেছিলেন যে অনুতপ্ত পাপীর উপর স্বর্গকে আকর্ষণ করা হয়?

ঈশ্বরের দূতদের উপস্থিতি এমন একজন পাপীর উপর আকর্ষণ করা যে অনুতপ্ত হয়েছে... উম...

যিনি ঈশ্বরের সংস্পর্শে আছেন, তিনি কোনো পাপীর অনুতাপে আনন্দিত হবেন এবং এটাই নিশ্চিত প্রমাণ যে কারো হৃদয়...

প্রভুর কাছে যখন কোনো পাপী অনুতপ্ত হয় এবং সেখানে আনন্দ খুঁজে পায় না, তখন তারা ভাবে, 'ওহ আচ্ছা, এটা তো ভালো। এটা অবশ্যই একটা লাল সংকেত।'

মহামারী এবং তাই এখানেও একই ধারণা যে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা পরিচালিত হওয়া, উম...

তোমার হৃদয়, তোমার আগ্রহ এবং তাঁর বাক্য ও তাঁর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য দ্বারা সংজ্ঞায়িত তোমার লক্ষ্যগুলো এখানে অপরিহার্য, এমনকি প্রকৃত চাহিদাগুলো জানার জন্যও।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটদের জন্য এবং এছাড়াও এবং এবং সেগুলোকে যথাযথভাবে পালন করার জন্য।

এই জিনিসগুলোকে তাদের সঠিক জায়গায় রাখতে হবে। তাই এখানে অনেক শিক্ষা রয়েছে। আমি আরও বলতে চাই, ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বরের সমগ্র পরিকল্পনা থেকে এটিকে আলাদা না করে আমরা থাকতে অধ্যায়টি রয়েছে।

পাঁচ, সাত ও আট পদে যদি কোনো ব্যক্তি মনে করে যে, যদি কেউ ঈশ্বরের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা থেকে এটিকে বিচ্ছিন্ন করে, তবে তারা তাদের পুরো বেতন হয়তো কোনো অভাবী গির্জা বা কোনো মিশনারি স পরিবারকে অবহেলা করবে, তাহলে তারা মারাত্মকভাবে প্রতারিত হবে, কারণ এতে বলা হয়েছে

১ তীমথিয় অধ্যায় পাঁচ, সাত ও আট পদে পৌল তীমথিয়কে বলেন এবং এই

দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যেন তারা নির্দোষ থাকে, কিন্তু যদি কেউ নিজের জন্য, বিশেষ করে নিজের পরিবারের জন্য সংস্থান না করে, তবে সে ধর্মকে অস্বীকার করেছে এবং সে আরও গুরুতর।

একজন কাফেরের চেয়ে... উম... স্পষ্টতই একজন মানুষ তার নিজের পরিবারকে অকারণে অভাবের মধ্যে ফেলে পাপ করবে, কারণ সে তার পরিবারের প্রকৃত প্রয়োজনের চেয়ে অন্যদেরকে বেশি প্রাধান্য দে

যখন বিলাসিতার প্রশ্ন আসে এবং নিজের পরিবারকে প্রশ্রয় দেওয়া ও এই ধরনের জিনিস বেছে নেওয়ার প্রসঙ্গ আসে।

অভাবী ব্যাপারটা অবশ্যই আলাদা, কিন্তু বিষয়টা স্পষ্ট করে বলা জরুরি।

ঈশ্বরের নাম এবং এর মূল্যই এখানে হিব্রুদের মধ্যে মূল আগ্রহের বিষয়।

ছয়, নয় ও দশ পদ আমরা পড়েছিলাম, পৌলের ইব্রীয়দের প্রতি লেখা পত্র, এটা পাঁচ, যা আমরা পড়েছিলাম।

পাঁচ, এগারো থেকে চৌদ্দ এর আগে পৌল হিব্রুদের কাছে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করার সময় ছয় এবং ছয়, এক থেকে আট পদে তাদের সতর্ক করেন যে, যদি তারা মিতব্যয়ী জীবনযাপন না করে।

তাদের উপদেশের সাথে এবং সিদ্ধির দিকে এগিয়ে যাও, সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাও এবং তাদের খ্রীষ্টীয় জীবনে

এমন এক দৌড় যেখানে তারা হারিয়ে যেতে পারে এবং ঈশ্বরের দ্বারা অভিশপ্ত হতে পারে, কিন্তু নবম পদে তিনি প্রকাশ করেন...

একটি আশা যে তারা সেই পর্যায়ে পৌঁছায়নি এবং তারা সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে। আর তাই তিনি নয় নং পদে বলেন, "কিন্তু প্রিয়তমগণ, আমরা তোমাদের বিষয়ে আরও উত্তম বিষয়সমূহের বিষয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ী।"

যা পরিত্রাণের সঙ্গী, যদিও আমরা এভাবেই কথা বলি, কারণ ঈশ্বর অধার্মিক নন, তাই তোমার কাজ ভুলে যাও।

এবং ভালোবাসার শ্রম যা তিনি তাঁর নামের প্রতি ত্যাগ করেছিলেন এবং যা দিয়ে তিনি সাধুদের সেবা করতেন ও পরিচর্যা করেন; তারা সাধুদের সেবা করার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাস এবং তাঁর করেছিলেন এবং তারা এখনও কিছুটা তাই ছিলেন এবং আমরা চাই যে আপনাদের প্রত্যেকেই আশার পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে সেই একই অধ্যবসায় প্রদর্শন করুন, এই শেষ পর্যন্ত যে আপনারা চিন্তাশীল হবেন যারা বিশ্বাস ও ধৈর্যের মাধ্যমে এবং এখানে

প্রতিশ্রুতিগুলোর বিষয়ে, পরে দশম অধ্যায়ে, প্রায় একই ধরনের চিন্তাভাবনার কথা তিনি একটি পদে বলেছেন।

৩২ পদে তিনি বলেন, যদি তারা বিশ্বাসে স্থির না থাকে তবে বিচারের বিষয়ে সতর্ক করার ঠিক পরেই তিনি পূর্ববর্তী দিনগুলির কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন।

পূর্বকালের কথা, যেকালে আপনি জ্ঞানলাভের পর আংশিকভাবে বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করেছিলেন

যখন তুমি তিরস্কার ও দুঃখকষ্ট দ্বারা দৃষ্টিকটু হয়ে পড়েছিলে এবং আংশিকভাবে যখন

তুমি তাদের সঙ্গী হয়েছিলে যারা এতটাই ব্যবহৃত ছিল, কারণ তুমি আমার ও আমার প্রতি করুণা দেখিয়েছিলে।

বন্ধন এবং আনন্দের সাথে তোমাদের সম্পদের আর্তনাদ গ্রহণ করলে, নিজেদের মধ্যে এটা জেনে যে স্বর্গে তোমাদের জন্য আরও উত্তম ও চিরস্থায়ী এক বস্তু রয়েছে, তোমরা পরিত্রাণের বিষয়ে খ্রীষ্টে বিশ্বাস ক

নিজের লোকদের সাথে একাত্ম না হয়ে এবং নিজের পরিবার ছাড়া, মনে রাখবেন যিশু বলেছিলেন যে আমার মা

এবং ভাই ও বোনেরা, তিনি মথি ১২৫০ অধ্যায়ে বলেছিলেন যে... তিনি মথিতে বলেছিলেন

১২৫০ কারণ যার প্রেমিক স্বর্গে অবস্থিত আমার পিতার ইচ্ছা পালন করবে, ঠিক যেমন সে আমার ভাই, বোন ও মাতার ইচ্ছা পালন করে এবং তিনি লূক ৮:২১ পদেও ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে একই কথা বলেছেন

ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে, তিনি লূক ৮:২১ অধ্যায়ে বলেছেন, আমার ভাই, আমার মা এবং আমার ভাইয়েরা

এগুলোই ঈশ্বরের বাক্য এবং তা পালন করুন। তাঁর লোকেরা আমাদের পরিবার না হলে আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস করতে পারি না। আর এর ফলে হঠাৎ করেই পৃথিবীতে যতজন প্রকৃত খ্রিস্টান আছেন, তার ওঠে, যদিও আপনি তা দেখেন না বা জানেন না। কিন্তু সেই সহায়ক গোষ্ঠীর অংশ হওয়ার এবং তাদের যত্ন নেওয়ার একটি দায়িত্বও আপনার রয়েছে; তাদেরকে আপনার নিজের পরিবারের মতোই বা তার উচিত।

অবশ্যই, তাদের এবং আপনার নিজের পরিবারের সদস্যদের অবহেলা না করে, যেমনটা আমরা কথা বলেছিলাম।

এবং এবং এবং কোনোটিকেই সীমাবদ্ধ করবেন না। কেউ কেউ হয়তো এই সবচেয়ে দুর্বলদের খাওয়ানো, তাদের পানীয় দেওয়া, কারাগারে তাদের দেখতে যাওয়া এবং তারা অসুস্থ বা কারাগারে থাকলে ব যাওয়ার বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক অর্থে নিতে পারে এবং

তারা ভুল করবে, কিন্তু এটাকে পুরোপুরি বস্তুগত অর্থে নেওয়াও ভুল, কারণ ২৪ অধ্যায়ে, যেমনটা আমরা শুরুতে এখানে ৪৫ পদে পড়েছি, যিশু বলেছিলেন কে

তখন এক বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দাস তার গৃহের উপর শাসন করবে, যা কিছু তার জন্য তৈরি হয়েছে তা দিয়ে, এবং যথাসময়ে তাদের খাদ্য দেবে। ধন্য সেই দাস, যখন তার প্রভু আসবেন, সে দেখবে...

এটা অবশ্যই শুধু বস্তুগত চাহিদা—যেমন খাদ্য, বস্ত্র এবং অসুস্থদের সেবা করা—নিয়েই কথা বলছে না, কিন্তু এটা অবশ্যই সেইসব বিষয় নিয়েও কথা বলছে।

এখানে ঈশ্বরের বাক্য ও আত্মার পরিচর্যা করার কথা বলা হচ্ছে। আর তাই, আপনার মতো কোনো সংগ্রামরত ভাই বা বোনের কথা ভাবা, যিনি দুর্বল বা যাঁর উৎসাহ প্রয়োজন, আমাদের প্রতিভা বিকাশের এ প্রয়োজন উপলব্ধি করা, তা আধ্যাত্মিক জগতেই হোক বা জাগতিক জগতেই হোক, এবং তা পূরণ করা।

এমনভাবে তা করা, যেন আপনি স্বয়ং প্রভুর সেবা করছেন। আর যারা সেই বোঝা নিজেদের কাঁধে তুলে নেবে না, সেই পরিচয় গ্রহণ করবে না—হ্যাঁ, হয়তো তারা যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করবে, হয়তো ত করবে।

তাঁর নামে কিন্তু যদি তারা তাঁর আপন লোকদের পরিবারের মতো আচরণ করার এবং ভাইদের জন্য জীবন উৎসর্গ করার বোঝা ও শ্রম গ্রহণ না করে, তবে বিচারের দিনে তাদের ছাগল বলে গণ্য করা হবে, বুব

যোহন অধ্যায় তিন পদ চৌদ্দ থেকে আঠারো, এটা আশ্চর্যজনক যে কীভাবে সুসমাচার এবং পত্রাবলী

সত্যিই একে অপরের পরিপূরক এবং উম... যোহন অধ্যায় তিন পদ চৌদ্দ

আমরা জানি যে আমরা মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছি, কারণ আমরা ভাইদের ভালোবাসি। যে তার ভাইকে ভালোবাসে না, সে মৃত্যুতেই থাকে। যে কেউ তার ভাইকে ঘৃণা করেছে, সে একজন খুনি। আর তে

জেনে রাখো, কোনো খুনির অন্তরে অনন্ত জীবন থাকে না। এর দ্বারা আমরা ঈশ্বরের প্রেম উপলব্ধি করি, কারণ তিনি আমাদের জন্য তাঁর পথ উৎসর্গ করেছেন এবং আমাদেরও উচিত ভাইদের জন্য নিজে কার কাছে এই পার্থিব সম্পদ আছে? আর দেখো তার ভাইয়ের প্রয়োজন আছে কি না এবং নিজের অণ্ডকোষ বন্ধ রাখো।

করুণা থেকে, যেভাবে ঈশ্বরের প্রেম তাঁর মধ্যে বাস করত, আমার প্রিয় সন্তানেরা, এসো আমরা কেবল কথায় বা মুখে নয়, বরং বাস্তবে ও সত্যে প্রেম করি। আর এটাই হলো দুই ঋতুতে তাঁর লোকদের প্রতিপ করা, অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী। আমার হয়তো তোমার টাকার প্রয়োজন নাও হতে পারে, কিন্তু আমার হয়তো শুধু একটি উৎসাহব্যঞ্জক কথার প্রয়োজন হতে পারে। আর যদি তুমি সেই আকর্ষণের সংস্প পরিচালিত হও, তবে তুমি যাবে...

এমন খ্রিষ্টানদের কাছে পরিচালিত হওয়া যারা কোনো না কোনো প্রয়োজনে আছে এবং ঈশ্বর আপনাকে যে প্রতিভা দিয়েছেন তা উন্নত করার জন্য আপনি বিশ্বস্ত থাকলে, আপনি সেই প্রয়োজনগুলো মেটা বিষয়। ঈশ্বরেরও একটি বিশেষ পরিকল্পনা আছে।

বিধবা, অনাথ এবং অসহায় মানুষদের প্রতি তাঁর কি কোনো বিশেষ বিবেচনা আছে? আসলে, এখানের বিষয় হলো, হে ভাই ও বোনেরা, এমন একটি দিক আছে যেখানে তারা খ্রিস্টান না হলেও, ঈশ্বর নিঃসঙ্গ মনোযোগ দেন।

আর অনাথ হলো বাইবেলের ব্যবহৃত একটি সাধারণ পরিভাষা, যেমন যাকোবের ১:২৭ অধ্যায়ে, যদি আপনি যাত্রাপুস্তকের অধ্যায়ে যান।

যাত্রাপুস্তক ২২:২১, তুমি কোনো বিদেশীকে কষ্ট দেবে না বা অত্যাচার করবে না; কারণ তোমরা মিশর দেশে বিদেশী ছিলে, তোমরা কোনো বিধবা বা পিতৃহীনকে কষ্ট দেবে না।

বৎস, যদি তুমি তাদের কোনোভাবে কষ্ট দাও এবং তারা আমার কাছে আর্তনাদ করে, তবে আমি অবশ্যই তাদের আর্তনাদ শুনব এবং আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হবে, আর আমি তোমাকে ও তোমার স্ত্রীকে তরবা

তোমরা বিধবা হবে এবং তোমাদের সন্তানরা পিতৃহীন হবে, তাই আমরা অবশ্যই তাদের উপেক্ষা করতে পারি না, কারণ এটি এন্ড্রার বন্ডসের একটি আকর্ষণীয় উক্তি: জগতের বিচারকের করুণা ও দয়া কত প্রতিক্রিয়ার জন্য পুরস্কৃত করেন এবং দরিদ্রের প্রতি আমরা যা করেছি, তিনি তার প্রতি তাই করেছেন।

৪০ আমার ভাইয়েরা, না তারা যারা খ্রীষ্টান, যাদেরকে তিনি কৃপা করে তাঁর ভাই বলে ডাকেন, অথবা

যারা দুঃখী, দরিদ্র এবং নির্যাতিত, যারা তাঁর ভাই এবং

সঙ্গী এবং দুঃখভোগী এবং যারা পৃথিবীতে তার মতো কষ্ট ভোগ করেছিল, তা স্পষ্টতই আদম, কর্ক বা অতিরিক্ত বোঝা থেকে এসেছে যা আমরা হয়তো লিখে রাখিনি। উম, আরও কিছু জিনিস আমরা লিখতে যে, এই যে, এই যে, এই যে, এই যে, এই যে, এই যে, এই যে, এই যে, এই যে, এটা বিশেষ করে ভালো, উম, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য, যখন এটি প্রথম অধ্যায়ে কথা বলছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, আশ্চর্যজনক যে বাইবেল কীভাবে নিজেকে ভারসাম্য রাখে... উম, সেই একই অধ্যায় যেখানে বলা হয়েছে যে, যদি কোনো পুরুষ তার নিজের, বিশেষ করে তার নিজের পরিবারের লোকদের জন্য ভরণপোষণ

সে বিশ্বাসকে অস্বীকার করেছে এবং একটি শিশুর চেয়েও নিকৃষ্ট, যদিও সেই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে বিধবাদের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, মণ্ডলী তাদের ভরণপোষণের জন্য এগিয়ে আসে, মণ্ডলীর সেবক হি পাওয়ার যোগ্য। পদগুলিতে উল্লেখিত যোগ্যতার দিকে তাকান।

পঁচাত্তর পদের নয় ও দশ নং পদ যা কিছু আছে, তা তিন বর্গ বছরের কম বয়সী অর্থাৎ ষাট বছর বয়সী হিসেবে গণনা করা হবে, যিনি এক পুরুষের স্ত্রী ছিলেন এবং যার সম্পর্কে সুখ্যাতি ছিল।

তার ভালো কাজগুলো এবং আরও অনেক কিছু, দেখুন সেগুলো কী, যদি সে সন্তান লালন-পালন করে থাকে।

প্রভুর ভয়ে যদি সে অপরিচিতদের প্রতি লক্ষ্য রেখে থাকে, যদি সে সাধুদের চরণযুগলের প্রতি লক্ষ্য রেখে থাকে, যদি সে কখনো দুঃখভোগীদের ত্যাগ করে থাকে, যদি সে নিষ্ঠার সাথে প্রত্যেকটি সৎকর্ম পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কিত। এবং আমরা দেখতে পাই, আমরা দেখতে পাই কীভাবে এগুলো একত্রিত হয়।

মথি ২৫:৩১ থেকে ৪৬ অধ্যায়ের উপর আরও কিছু বিষয় এখানে উল্লেখ করা হলো। লক্ষ্য করুন, যিশু তাঁর নিজের মহিমাকে ঈশ্বরের মহিমার সঙ্গে এক করে দেখেন, যা আমরা যিশাইয় ৪০ অধ্যায়ে পি একই রকম, যেখানে তিনি অসুস্থতা বনাম রোগের কথা বলছেন। তাঁর অসুস্থতা মৃত্যুর জন্য নয়, বরং ঈশ্বরের মহিমার জন্য।

এর দ্বারা ঈশ্বরের পুত্র মহিমান্বিত হতে পারেন এবং আমরা যিশাইয় ৪২:৮ পদে পড়ি যে ঈশ্বরই প্রভু।

তাঁর মহিমায় তিনি কি অন্যকে দেবেন না, যা প্রমাণ করে যে খ্রীষ্ট হয় ঈশ্বর অথবা হবেন...

সে একজন ভণ্ড নবী হবে। মেষ হলো ৩৩ নং পদের প্রতীক। মেষ হলো নিষ্পাপতার প্রতীক।

নির্দোষতা এবং নিরীহতার বিষয়ে, যেমন সমীকরণ ৩৪ এবং জাকারিয়া ১০:৩-এ বলা হয়েছে, আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলো কি পুরাতন নিয়ম থেকে তা যাচাই করে? জ্ঞানী ব্যক্তিরা এর ঠিক বিপরীত, তারা এব হিসেবে পরিচিত। উপদেশক পুস্তকের মতো বর্ণনায় দেখা যায়, জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয় তার বাম হাতে থাকে এবং মূর্খের হৃদয় তার একেবারে ডান হাতে থাকে। আমি শুধু নিজের ভাষায় বলছি।

এটা, এটা সময়, এটা প্রত্যাখ্যানের একটা জায়গা, অথবা অন্তত হয়তো তার চেয়েও বেশি কিছু।

মোটামুটিভাবে এটি অধীনতার একটি স্থান, যেখানে ডান হাত মূলত সম্মানের একটি স্থান। লক্ষ্য করুন, ৩৪ নং পদে—এটি ক্যালভিনিজমের একটি চমৎকার পর্যালোচনা—তখন রাজা তাদের বলবেন, "যেমন আশীর্বাদ কর।"

জগৎ সৃষ্টির পত্তনকাল থেকেই তোমার জন্য যে রাজ্য প্রস্তুত করা হয়েছে, কিছু ক্যালভিনিস্ট হয়তো এটাকে এভাবে ব্যবহার করতে পারে যে, দেখো, জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই তাদের পূর্বনির্ধারিত করা হয়েছিল। ৪ পদে নরক কাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। অবশেষে তিনি তাঁর বাম পাশের লোকদেরও বললেন, "আমার কাছ থেকে দূর হও।" তিনি তাদের অনন্তকালের জন্য অভিশাপ দিলেন। তিনি নরক শয়ত করেছিলেন এবং তিনি মানুষের জন্য নরক প্রস্তুত করেননি; তিনি তা শয়তান ও তার দূতদের জন্য এবং কেবল তাদের জন্যই প্রস্তুত করেছেন, যারা শয়তানের কুপ্রবৃত্তি অনুসরণ করবে।

এবং ঈশ্বরের উপাসনা ও সেবা করতে অস্বীকার করলে শেষ পর্যন্ত তারা নরকে যাবে। ঈশ্বর মানুষের জন্য নরক সৃষ্টি করেননি। উম... কিন্তু তো, এখানে পূর্বনির্ধারণ এবং এই জাতীয় বিষয় নিয়ে কথা বলা ব্যাখ্যা রয়েছে এবং এটি ম্যাডাম ক্লার্কের কাছ থেকে নেওয়া, যেমনটা আপনি বুঝতে পারছেন। ঠিক আছে, আমি বললাম...

যে ৪১ নং পদের মাধ্যমে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও সংকল্প ছিল কাউকেই তাঁর স্বর্গে গ্রহণ না করা।

কিন্তু যারা তাঁর পবিত্রতার অংশীদার হয়েছিল এবং এবং এবং তিনি উদ্ধৃত করেন তিনি এবং তিনি উদ্ধৃত করেন তিনি

১২ ১৪ ছিল সকল মানুষের সাথে তাদের কলুষিত শান্তি এবং পবিত্রতা, যা ছাড়া কোনো মানুষ দেখবে না

প্রভু ঈশ্বরের পরিত্রাণের একটি পরিকল্পনা আছে এবং তাতে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁর কিছু শর্তও রয়েছে।

এবং তাঁর উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেককে রক্ষা করা যারা সেই পরিকল্পনার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং সেই পথে চলে। ঈশ্বর অনন্তকাল ধরে সংকল্প করেছিলেন যে তিনি মানুষের প্রতি মঙ্গল করবেন, তাকে প তাকে তাঁর জীবন ও প্রকৃতির অংশীদার করবেন। এবং এটা এমন একটা বিষয় যা থেকে জগৎ সৃষ্টির পূর্বে কেউই বাদ ছিল না, কিন্তু কেবল তারাই বাদ ছিল যারা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করে এবং ধৈর্য ধারণ করে।

সেই পরিত্রাণ পরিকল্পনা অনুসারে অবশেষে পরিত্রাণ পাবে এবং মহিমা ও ঈশ্বরের গৌরব লাভ করবে।

ঈশ্বর মানুষের জন্য যে রাজ্যে প্রবেশের পরিকল্পনা করেছিলেন, যারা সেই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে এবং তা অনুসরণ করতে অস্বীকার করে, তারা শেষ পর্যন্ত শয়তান ও তার দূতদের সাথে দণ্ডিত হবে। উ একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই।

তাদের সম্পর্কে সচেতন থাকুন যারা... উম... এই অনুচ্ছেদ থেকে আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখতে পারি। তাদের সম্পর্কে সচেতন থাকুন যারা কেবল আপনাকে উপদেশ দিতে চায় এবং আপনা দিতে সত্যিই আগ্রহী নয়। এবং... উম... আমি আপনাকে চেনার কথা বলছি না...

তোমার সম্পর্কে সবকিছু জানার মতো নয়, বরং তোমাকে আধ্যাত্মিকভাবে জানা এবং তোমার প্রকৃত প্রয়োজনগুলো কী তা সত্যিই উপলব্ধি করা। প্রথম ক্রিস্কিংসের চতুর্থ অধ্যায়ে যাও, আমি যাব না।

নামটা উল্লেখ করুন, কিন্তু জিমি আমাকে সাম্প্রতিক একটা উদাহরণের কথা বলেছিল যেখানে এটা এর সাথে সম্পর্কিত ছিল। এটা একটা বিপদ সংকেতের মতো ছিল; তার পরিচিত একজন...। পৌল প্রথ "যদিও খ্রিষ্টে তোমাদের দশ হাজার শিষ্য আছে, তথাপি তোমাদের পিতাদের মধ্যে অনেকে নেই।"

খ্রীষ্ট যীশুতে আমি সুসমাচারের মাধ্যমে তোমাদের জন্ম দিয়েছি, অতএব আমি মিনতি করি তোমরা অনুগামী হও। মানে, এর প্রেক্ষাপটটা কী? আচ্ছা, এটা নয় থেকে চৌদ্দ পদে আছে।

ভাবার চেষ্টা করো, লোকটি বললো আমাদের প্রেরিতদের শেষ পরিণতি যেন মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত ছিল, কারণ আমরা

জগতে, স্বর্গদূতদের কাছে এবং মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য আমাদের প্রত্যাশা করা হয়; খ্রীষ্টের খাতিরে আমরা মূর্খ, কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টে জ্ঞানী; তিনি বিদ্রূপ করছেন; আমরা দুর্বল, কিন্তু তোমরা শক্তিশালী; তো বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত ঘৃণিত; আমরা উভয়েই ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত।

আমাদের নগ্ন এবং ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে এবং এর কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই অনুগ্রহ করে এবং আমাদের নিজেদের সাথে শ্রম কাজ করছে।

নিন্দিত হয়েও আমরা আশীর্বাদ করি, নির্যাতিত হয়েও আমরা কষ্ট ভোগ করি, অপবাদ পেয়েও আমরা মিনতি করি; আমাদেরকে জগতের আবর্জনা এবং সকল কিছুর নিষ্কলঙ্ক করে তোলা হয়েছে—আজ পর্য

এইসব বিষয় আমাকে লজ্জিত করেনি, কিন্তু আমার প্রিয় পুত্র হিসেবে আমি তোমাদের সতর্ক করছি, কারণ যদিও তোমাদের দশ হাজার

খ্রীষ্টে শিক্ষকগণ, কিন্তু তাঁদের অনেক পিতা নেই, কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে আমি তোমাদের মাধ্যমে জন্ম দিয়েছি।

সুসমাচার এবং আপনি যদি প্রথম পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যান, উম... এখন স্পষ্টতই কিছু ক্ষেত্রে

হয়তো ধর্মোপদেশ ও শিক্ষাদানই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি আপনাকে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু আমি বলছি সতর্ক থাকুন।

যারা বিশ্বাসীদের সেই দলগুলোকে অবহেলা করে যাদের তারা অন্য উপায়ে সেবা করতে পারত কিন্তু কেবল প্রচার করতে চায়, তাদের সম্পর্কে পৌল বলেন... পৌল প্রথম শিষ্যপুস্তক ২:৭-এ তাদের বলেন একজন সেবিকার মতোও নম্র ছিলাম।"

শিশুদের জন্য একজন নার্স শেরিফ হিসেবে, তাই আপনার প্রতি স্নেহপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা থেকে আমরা প্রদান করতে ইচ্ছুক ছিলাম।

তোমাদের কাছে কেবল ঈশ্বরের সুসমাচারই নয়, বরং আমাদের নিজেদের প্রাণও; কারণ তোমরা আমাদের কাছে প্রিয় ছিলে; কেননা তোমরা আমাদের ভাইদের ও আমাদের পরিশ্রম স্মরণ করেছ এবং দিনর আমরা তোমাদের কারও কাছে বোঝা হতে চাইনি, তাই আমরা তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছি।

ঈশ্বরের কাছেও কি সাক্ষী আছে যে আমরা কতটা পবিত্র, ন্যায়সঙ্গত এবং নির্দোষ আচরণ করেছি।

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করো, তোমরা জানো আমরা কীভাবে একজন পিতার মতো তোমাদের প্রত্যেককে তাঁর সন্তানদের প্রতি স্নেহ, সান্ত্বনা ও নির্দেশনা দিয়েছি, যেন তোমরা ঈশ্বরের যোগ্য জীবনযা রাজ্য ও মহিমার জন্য ডেকেছেন। সুতরাং, প্রস্তুত থাকার অর্থ কী, এই সবই তার বিভিন্ন দিক। যেমন যিশু ২৪ অধ্যায়ের ২৪খ-তে বলেছিলেন, "তোমরা সেই দিন বা মুহূর্ত না জানলেও প্রস্তুত থেকো"—এগুলে সমস্ত ক্ষেত্রে যা করা হয়েছিল, তার প্রতি অবহেলা ছিল।

যা ভালো ছিল এবং যা সঠিক ছিল, শুধু তাই নয়, এই লোকগুলোকে নিন্দা করুন এবং এটি দেখায়

নৈতিক সরকারের কান অনেক রাস্তার ধর্মপ্রচারকই নৈতিক সরকার ধর্মতত্ত্ববিদ এবং এটা এটা

এটা ঠিক যে ঈশ্বরের শাসনব্যবস্থা সুসমাচারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু সমস্যাটা হলো...

ব্যাপারটা হলো, তারা ঈশ্বরের শাসনব্যবস্থার এক অন্তঃসারশূন্য রূপ প্রচার করে এবং এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন আপনি

যেন তারা এমন এক সুসমাচার প্রচার করে যেখানে বলা হয়, যদি আপনি চোর না হন, ব্যভিচারী না হন, সমকামী না হন, নাইটক্লাবে গিয়ে নাচে না ওঠেন, মাদকাসক্ত না হন, তাহলে আপনার জন্য তাদের কে থাকবে না। এবং তারা বিষয়টাকে এমনভাবে তুলে ধরে যেন খ্রিস্টান হওয়ার অর্থই হলো এই সবকিছুর কোনোটিই না হওয়া।

এমন অনেক মুসলমান আছেন যারা এসবের অন্তর্ভুক্ত নন, আবার এমন অনেকেই আছেন যারা যিশুকে এসবের জন্যই ক্রুশবিদ্ধ করেছিলেন। আমরা যতদূর জানি, পাপের মধ্যে জীবনযাপন করার বিভিন্ন উ

ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করার এবং অবাধ্য হওয়ার এমন অনেক উপায় আছে, যেগুলো আবশ্যিকভাবে ঐসব বিষয়ের কোনোটির দ্বারাই প্রকাশিত হয় না এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে।

উম, যারা অপ্রস্তুত ছিল এবং দণ্ডিত হয়েছিল, তারা ছিল এমন লোক যারা যাই হোক না কেন

তাদের সম্পর্কে অন্য যা কিছু সত্য ছিল, তারা তা করতে অবহেলা করেছিল যা ভালো ছিল এবং

রাজার পরিশ্রমী ও বিশ্বস্ত প্রজা হওয়ার অর্থ হলো একটি নির্মল আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করা, ঈশ্বরের স্বার্থে তাঁর প্রতি উপযোগিতার এক নির্মল সাক্ষ্য দেওয়া এবং তাঁর প্রজাদের জন্য খাঁটি ও আন্তরিকভাবে উ বিষয়গুলোর মধ্যেই নিহিত; এই বিষয়গুলো অন্বেষণ করা এবং নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করার মধ্যেই তা রয়েছে।

খ্রিস্টের জন্য অপেক্ষা করা, এখানে তাঁর সাথে কষ্টভোগ করা এবং প্রস্তুত হওয়ার অর্থ এটাই।

তাঁর আগমনের জন্য, তাই আমি এটা আমার ভাই জিমির উপর ছেড়ে দিচ্ছি। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন ভাই অ্যালান। এর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, এটা সত্যিই চমৎকার ছিল। নিঃসন্দেহে এটি আমা আনন্দিত যে আপনিও বিষয়টি তুলে ধরেছেন যে, উম... জানেন, আমরা উদাহরণস্বরূপ ক্যাথলিকদের মতো হতে পারি না। জানেন, পাপ মোচনের জন্য যা কিছু করা যায়, সেই ধরনের কাজ। জানেন, আপনি ২৫ অধ্যায়কে বাইবেলের অন্য অংশ এবং এর মধ্যে থাকা আদেশগুলো থেকে আলাদা করতে পারি না, তখন আমি ঠিক এটাই ভাবছিলাম। এবং আমরা এটাও পারি না...

মথি ২৫ অধ্যায়ে আমাদের যা করতে আদেশ করা হয়েছে, শুধু তাই করার জন্য আমরা আলাদা হয়ে যাই, কারণ

আপনি অন্য পথে চলে যান, জানেন তো, আর ভেতরে ভেতরে অনেকেই তাই করে। আপনি এমন চরম পর্যায়েও চলে যান, যেখানে মানুষ অন্যদের সাহায্য করার জন্য আক্ষরিক অর্থেই তাদের পরিব পরিবারও তাদের জন্য ক্ষুধার্ত থাকে। তাই আমাদের সেই বাইবেলীয় ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, এবং আমি মনে করি এটা অত্যন্ত অত্যন্ত অত্যন্ত অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আপনি যে ভারসাম্যের বিষয়টি তুলে ধরেছেন, সেটাও ভালো লাগলো। কিন্তু এত মানুষের জন্য আমি ব্যথিত যে...

এবং আমিও আনন্দিত, কারণ আজকের এই ফোন কলে সম্ভবত আমি যাদের নাম উল্লেখ করতে পারব, তাদের চেয়েও বেশি মানুষ আছেন যারা গত চার বছরে গরিবদের জন্য একেবারেই কিছু না করা বাইবেলের অন্যান্য পদে যা বলা হয়েছে তা বুঝতে পেরেছেন। আমি আমার মন্তব্য এখানেই শেষ করতে চাই এই বলে যে...

লূক ৬:২০-এ বলা হয়েছে, "দরিদ্ররা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তোমাদেরই।" এবং মথি ৫৩ অধ্যায়েও বলা হয়েছে, "দরিদ্রদের জননী ও পবিত্র আত্মা, কারণ এটাই স্বর্গরাজ্য।"

স্বর্গের, তো, যেমন আপনি প্রায়শই উল্লেখ করতে পছন্দ করেন, ব্রাদার আরিন আলবার্ট ব্রোঞ্জ সত্যিই চমৎকার একটি কাজ করেন।

আমার মনে হয় আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আগেও আলোচনা করেছি। আমি হয়তো এটা উল্লেখও করেছিলাম, কিন্তু তিনি বলেন, আত্মায় দীনহীন। লূক সহজভাবে বলেন, ধন্য সেই দীনহীনেরা।

এই নিয়ে বিতর্ক রয়েছে যে, খ্রীষ্ট বলতে দরিদ্রদের বোঝানো হয়েছে, সাধুদের জীবন এবং নম্রদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, বলা হয়েছে যে সুসমাচার দরিদ্রদের কাছে প্রচার করা হবে (লূক ৪:১৮ এবং ৫:১৫ বেসায়ার দরিদ্রদের কাছে প্রচার করবেন; যিশাইয় ৬:১-এ বলা হয়েছে যে তাদের বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে।

পরিত্রাণ লাভের জন্য এবং আমি মনে করি এটি যেকোনো পদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্য।

বাইবেলে পরিত্রাণ লাভের জন্য বিশেষ ক্ষমতার কথা বলা আছে এবং আমি জানি কাওয়ালস্কি অবশ্যই এর সত্যতা প্রমাণ করতে পারবেন, এবং এমন যে কেউ যিনি বিদেশে ধর্মপ্রচারের কাজে গিয়েছেন...

এমন একটি দেশ যা আসলে গরিবদের মধ্যেও গরিব; এখানকার মানুষগুলো, আমি সত্যি বলছি।

এই মানুষগুলো কতটা বিনয়ী তা দেখলে চোখে জল এসে যায়। আর আমরা আমাদের সাথে শত শত মানুষের মধ্য থেকে যা এনেছিলাম, আমার মনে হয় আমি গুনিনি, কিন্তু আমাদের কাছে গসপেল ট্র্যাক ছি

এটা বাড়িয়ে বলা হবে না যে আমরা হাজার হাজার গসপেল ট্র্যাকের বাক্স কিনতে পারতাম এবং

সম্ভবত দুই-তিন দিনের মধ্যেই তাদের থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম, বা হয়তো তারও আগে, এবং কাওয়াসাকিও হয়তো একথা বলতে পারতেন। কিন্তু আমি বলতে চাইছি, ওরা শিশু ছিল, এমনকি প্রাপ্তবয়স্কও ছিল। জানেন তো, কিছু মুসলিম শিশুও ছিল; ওরা ওখানে যেকোনো কিছুর জন্য এতটাই ক্ষুধার্ত। আর একারণেই আমার মনে হয়, অ্যালবার্ট বন্ড এই কথাটা বলে এখানে খুব ভালো কাজ করেছেন।

তাদের বিশেষ ক্ষমতা আছে, কারণ এখানে আমেরিকায় এবং এমনকি যেখানে ব্রাদার হেডেন ছিলেন...

অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ এবং উন্নয়নশীল বিশ্বে এমন মানুষের সম্পদ রয়েছে যারা যত্ন উৎপাদন করে।

এবং উদ্বেগ আর ওইসব অন্যান্য ব্যাপার, বুঝতেই পারছেন, আমাদের অন্যদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়।

আমেরিকান স্বপ্ন এবং গড় আমেরিকানরা যে ১৬ থেকে ২০ হাজার বিজ্ঞাপন দেখে

প্রতি বছর সবাই আইফোন ৫এস, ৬এস, ৭এস, এইটা, ওইটা নিয়েই ব্যস্ত থাকে, জানেন তো? আরও ভালো বাড়ি, আরও ভালো গাড়ি—এইসব জিনিস আমাদের বিচারবুদ্ধিকে ঘোলাটে করে দেয় এবং অ তারপর আছে খেলাধুলা আর অন্যান্য সবকিছু। জানেন তো, যখন আপনি গিয়ে এইসব চরম দরিদ্র মানুষদের দেখেন—এবং আমি শুধু অন্য দেশের দরিদ্রদের কথাই বলছি না, বরং বিশেষ করে সেখানকার দ বিশ্বাস, দুনিয়ার কোনো কিছুই তাদের নেই, জানেন তো? তাই যখন...

তাদের কাছে সুসমাচার এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যা তারা সহজেই উপলব্ধি করতে পারে।

নিশ্চয়ই এমন কারো চেয়ে যার পার্থিব সম্পদ ও উপায় আছে এবং তারপর আমি ফিউশন ৪১৩ থেকে ৪১৬ দিয়ে শেষ করব, কারণ আমরা এটাও বুঝি যে, খ্রীষ্টের দেহে প্রত্যেকেই একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, যারা খ্রি এবং আমাদের সকলেরই নির্দিষ্ট প্রতিভা আছে। জানেন, আমি এমন কিছু লোকের সাথে কথা বলেছি যারা সত্যিই অপরাধবোধে ভুগত।

কারণ তাদের এমন একটা চাকরি আছে যা তাদের ১২, ১৪, কখনও কখনও ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যস্ত রাখে।

দিনে একবার, আর ওরা মাঝে মাঝে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, বা বলা যায় এতে ওরা অভ্যস্ত।

এর উপরে জিমি, আমি আরও বেশি করে ধর্মপ্রচার করতে চাই, বুঝলে? আমি এটা করতে চাই। আর আমি বললাম, আচ্ছা এক মিনিট দাঁড়াও, তুমি তো রাস্তায় ধর্মপ্রচার করতে যাওয়া লোকদের আশীর্বাদ ক লোকদেরও আশীর্বাদ করছ।

গির্জায় ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন এবং হয়তো খোলা জায়গাতেও প্রচার করছেন, আর সেই সাথে খোলা জায়গারও কিছুটা যত্ন নিচ্ছেন, তাই শারীরিকভাবে হাত-পা ব্যবহার করে কাজ না করলেও...

আপনি হয়তো ভাবছেন যে আপনি আপনার আয়ের একটা বড় অংশ বা যা-ই হোক না কেন, তা তাদের সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করছেন যারা অভাবী। তাই আমার মনে হয়, আফনেসীয় ৪:১৩ থেকে ১৬ পড়ি, এই বিষয়টিকে খুব ভালোভাবে তুলে ধরে। যীশুর কাছ থেকে আমাদের সকলেরই নির্দিষ্ট আহ্বান রয়েছে, কিন্তু তা আমাদের অন্য সব কাজ থেকে বাদ দেয় না।

অন্যান্য যে কাজগুলো আমাদের করার কথা, সেগুলোতে শূন্য পেলে আমরা স্বর্গে যেতে পারব না।

আমাদের রিপোর্ট কার্ডের কথা না ভেবেও আমরা সেখানে পৌঁছাতে পারি, অন্যকে সাহায্য করার মাধ্যমে—সেটা হতে পারে তাদের আর্থিক বা আধ্যাত্মিক সহায়তা, কিংবা হয়তো শুধু একটি ভালো কথা উৎসাহিত করে। জানেন তো, অনেকেই এটা করে, যেমন একজন পত্রবন্ধু থাকা।

উম, ধরুন কোনো জেলে বা ওইরকম কোনো জায়গায়। আমি এমন কিছু ভাইকে চিনি যারা ওটা করে এবং

জেলে থাকা কাউকে একটি উৎসাহব্যঞ্জক বার্তা দেওয়ার জন্য, ইমেইলের মাধ্যমে বা সরাসরি সেখানে গিয়েও অনেক উপায় আছে। আফনেসীয় ৪:১৩:১৬ পদে বলা হয়েছে, "আমরা সকলে ঈশ্বরের পুত্রের এক সিদ্ধ পুরুষে পরিণত হই, খ্রীষ্টের পূর্ণতার পরিমাপ অনুযায়ী; যেন আমরা এরপর থেকে আর সেইসব শিশু না থাকি, যারা মানুষের ছলনা ও ধূর্ত চাতুরীর দ্বারা মতবাদের প্রত্যেক বাতাসে এদিক-ওদিক নিক্ষি

যার দ্বারা তারা প্রতারণা করার জন্য মিথ্যা বলে ও অপেক্ষা করে, কিন্তু সত্য ও ভালোবাসা বলার মাধ্যমে আমরা যেন তাঁর মতো হয়ে উঠি।

এবং যে সমস্ত জিনিস মস্তক, এমনকি এখানে ১৬ পদে যার নামকরণ করা হয়েছে, তা সুন্দর, যাদের জন্য দেহটি উপযুক্তভাবে সংযুক্ত এবং সংহত, যা প্রত্যেক গ্রন্থির সরবরাহকারী অনুসারে

প্রতিটি অংশের পরিমাপে কার্যকর ক্রিয়ার মাধ্যমে দেহের বৃদ্ধি ঘটানো, যা ভালোবাসায় দেহকে গড়ে তোলে। তাই আমি এখানেই শেষ করছি এবং অন্য কারো কোনো মন্তব্য বা প্রশ্ন থাকলে খুব ভালো হয়। কি একত্রিত করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এটা বলার জন্য যে, আমরা এটাকে বাদ দিতে পারি না এবং আমরা শুধু একচেটিয়াভাবে থাকতেও পারি না।

আমরা পরোপকারী সেজে ভাবি যে স্বর্গে যাব, অথচ আমাদের জীবনের অন্যান্য দিকগুলো গোছানো থাকে না।

আমেন, আমেন। কারো কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য আছে? আচ্ছা, আমি এখন এটা চালু করছি... উম... হেইডেন, আমি...

এক সেকেন্ডের জন্য এটা সরাচ্ছি, আমি জানি আপনি এখানে স্পিকারে আছেন। চলুন, এটা শুরু করা যাক। আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা তিন তারিখে আসছি।

আগামী সপ্তাহে শেষ অধ্যায়, অর্থাৎ বাথেউ অধ্যায় ২৬ আসছে। ঈশ্বর মঙ্গল করুন।

মথি লিখিত সুসমাচারের ফাইল-অধ্যয়ন – অধ্যায় ২৬, সপ্তাহ ২৪

শুভ সন্ধ্যা, সবাইকে। গ্লোবাল মিশন ফর চিলড্রেন বাইবেল স্টাডিতে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমরা পরিবর্তন করেছি

এখানে পূর্ব উপকূলে মঙ্গলবার রাত থেকে শনিবার রাত ৮.৩০ মিনিটে এটি সম্প্রচারিত হয়।

রাজ্যসমূহ। আমরা বিদেশে থাকা আমাদের সকল মিশন ক্ষেত্রের মানুষদেরও স্বাগত জানাই যারা এটি শুনবেন, তারা অবশ্যই সাপ্তাহিক ভিত্তিতে এটি শুনুন, যেমনটা ব্রাদার অ্যারন বলেছেন।

তিনি অত্যন্ত দয়া করে প্রতি সপ্তাহে এখানে আমাদের শিক্ষা দেন। তাই আমরা মথি লিখিত সুসমাচার পড়ছি।

আজ রাতে আমরা ২৬ নম্বর অধ্যায়ে যাব, যা একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় অধ্যায় এবং এতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। তো আর দেরি না করে, ব্রাদার অ্যারন, আপনাকে আবারও অনেক ধন্য হস্তান্তর করছি। ধন্যবাদ, ব্রাদার জেরেমি। এই কলে উপস্থিত এবং যারা রেকর্ডিং শুনছেন, তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা। আপনার কাছে আমার বা ব্রাদার জেরেমির ইমেল ঠিকানা থাকলে, অবশ্যই নির্দ্বিধায় ত পারেন। মিশনারিদের মধ্যে কেউ বা যারা এই আলোচনা শুনছেন, তাদের কাছ থেকে শুনতে পাওয়াটা সবসময়ই আনন্দের। আমরা সরাসরি ২৬ নম্বর অধ্যায়ে প্রবেশ করব। এটি একটি দীর্ঘ অধ্যায়, কিন্তু ও শেষ করার চেষ্টা করব।

সুতরাং যিশু এইমাত্র শিষ্যদের সঙ্গে মূলত যে বিষয়ে তাঁর আলোচনা শেষ করেছেন

শেষ সময় এবং তাঁর আগমনের জন্য প্রস্তুত থাকা এবং আমরা লক্ষ্য করেছি কীভাবে শেষ সময়, অর্থাৎ তাঁর আগমনের সময়...

খ্রিস্টের প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটবে, যার সাথে ৭০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তী যিহূদিয়ার সময় এবং বিচারের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে।

যা ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমীয়দের উপর এসেছিল এবং ২৪ ও ২৫ অধ্যায়গুলো মূলত ২১ অধ্যায়ের ২৩ পদে শুরু হওয়া দৃশ্যের ঠিক পরের ঘটনা। সুতরাং যিশু খুব, খুব, তিনি কথা বলেছিলেন

অনেক কিছুই একই দিনে ঘটেছিল, অধ্যায় ২১, পদ ২৩ থেকে অধ্যায় ২৫-এর শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এখন আমরা সেই ঘটনাগুলোর দিকে এগিয়ে যাব যা খ্রিষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার দিকে পরিচালিত করেছিল এবং

অধ্যায় ২৬-এ এই বিষয়টিই আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং পদ ১, "আর যীশু এই সমস্ত কথা শেষ করে তাঁর শিষ্যদের বললেন, তোমরা জানো যে, দুদিন পর একটি উৎসবের মতো...

নিস্তারপর্ব, এবং মনুষ্যপুত্রকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য ধরিয়ে দেওয়া হয়, তারপর একত্রিত করা হয়

প্রধান যাজক, শাস্ত্রবিদ ও জনগণের প্রাচীনবর্গ মহাযাজক কায়াফাসের প্রাসাদে গেলেন এবং যীশুকে তাঁর কূটকৌশলের দ্বারা বন্দী করার জন্য পরামর্শ করলেন।

এবং তাদের হত্যা করো, কিন্তু তারা বললো উৎসবের দিনে নয়, পাছে জনগণের মধ্যে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি থেকে যায়।"

অ্যাডাম ক্লার্ক উল্লেখ করেছেন যে, ঈশ্বরের বিধান মূলত এই প্রচেষ্টাকে নাকচ করে দিয়েছিল, তারা চেয়েছিল

খ্রিস্টকে ধরে গোপনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য এবং তারা তা নিস্তারপর্বের দিনে করতে চায়নি। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আমরা আলোচনা করব কীভাবে এখানে একটি অসঙ্গতি ছিল বলে মনে হয়।

এমনকি ইহুদিদের মধ্যেও নিস্তারপর্ব কোন দিনে পালন করা হবে তা নিয়ে মতভেদ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত,

যিশু শেষ করলেন

যেদিন অন্তত প্রধান যাজকেরা নিস্তারপর্ব উদযাপন করেছিলেন, সেদিনই তাঁকে অত্যন্ত জনসমক্ষে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। যিশু ও তাঁর শিষ্যেরা এর একদিন আগেই তা পালন করেছিলেন এবং এটি বেশ ও

কেন এমনটা হয়েছিল তা বিবেচনা করতে। কিন্তু আপাতত মূল কথা হলো, কে খ্রিষ্টকে হত্যা করেছিল এবং তিনি তাঁকে জনসমক্ষে পরিচয় করিয়ে দেননি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। পল রাজাকে বলো

গ্রিপের পরবর্তী ২৬তম অধ্যায়ে মসিহ এবং তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্পর্কে ব্যাখ্যা।

সুসমাচার এবং তিনি তাকে বললেন যে এই কাজটি গোপনে করা হয়নি। আর তাই, কৌশলে যীশুকে ধরার চেষ্টা, যদিও তারা তাঁকে কৌশলে ধরেছিল, কিন্তু তারা তাঁকে কৌশলে হত্যা করেনি। মজার ব্যাপার আরও কিছু দেখতে পাব।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব শয়তান কীভাবে গোপনে কাজ করে। বাইবেলে বলা হয়েছে, ঈশ্বরের পথ হলো আলো এবং শয়তানের পথ হলো অন্ধকার। এবং আমরা এই অধ্যায় জুড়ে দেখব, ঈশ্বর কীভা একজন সত্যিকারের খ্রিস্টানের এতে লজ্জিত হওয়ার কিছুই নেই। পক্ষান্তরে, শয়তানের একজন দাস, বিশেষ করে যে খুব ইচ্ছুক, বিশেষ করে

শয়তানের সেই সাহসী দাস, যে ঈশ্বরের লোকদের উপর অত্যাচার করতেও পিছপা হয় না, তাদের অনেক কিছুই লুকানোর আছে, এমন অনেক কিছু যা লোকেরা জানতে পারলে তাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

রেগে গিয়ে এবং বাহ্, এটা তো ভয়াবহ, কী করে তোমরা এটা আমাদের থেকে লুকিয়ে রাখলে? আর আমরা দেখতে পাব।

এই শেষ তিনটি অধ্যায় জুড়ে বিষয়টি খুব ভালোভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। চলুন দেখি। আরও বলা হয় যে, জেরুজালেমে প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষ ছিল।

পাসওভারের সময়, কারণ এটা আবশ্যক হয়েছিল যে তিনটি পর্ব, পাসওভার,

পঞ্চাশত্তমী এবং কুটির পর্ব, যেদিন প্রত্যেক ইহুদি পুরুষকে সেই স্থানে আসতে হতো যেখানে

ঈশ্বর তাঁর নাম রাখলেন, যা এখন জেরুজালেম, এবং এই উৎসবগুলো উদযাপন করলেন। তাই চলতে থাকল

যীশু যখন বেথানিয়ায় কুষ্ঠরোগী শিমোনের বাড়িতে ছিলেন, তখন তাঁর কাছে একজন লোক আসলেন।

মহিলাটির কাছে একটি শ্বেতপাথরের বাক্সে অতি মূল্যবান মলম ছিল এবং তিনি তা তার মাথায় ঢেলে দিলেন, যেমনটি তিনি বলেছিলেন।

মাংসের দিকে, অথবা যেমন তিনি বলেছিলেন, খাওয়ার সময়। কিন্তু তাঁর শিষ্যরা তা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন,

এই অপচয়ের উদ্দেশ্য কী? কারণ এই সুগন্ধি তেল অনেক দামে বিক্রি করে দরিদ্রদের দেওয়া যেত। যোহন অধ্যায় ১২-তে একটি বিবরণ আছে যা নিস্তারপর্বের ছয় দিন আগের বলে মনে হয়। বলা হয়, আগের ঘটনা যা অমুকের গৃহে ঘটেছিল।

লাজারাস ও তার বোন মেরি ও মার্থার বাড়িতে। এবং অ্যালবার্ট বার্নস ও অ্যাডাম ক্লার্ক,

এমনকি তাদের নিজেদের মধ্যেও, এটি একই অ্যাকাউন্ট কিনা তা নিয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। এমনও হতে পারে যে এটি একটি ভিন্ন অ্যাকাউন্ট।

একজন মহিলা যিশুর মাথায় একটি শ্বেতপাথরের বাক্স থেকে মলম ঢালছেন। কিন্তু এটাও সম্ভব যে, ম্যাথিউ সেই একই নৈশভোজের একটি ফ্ল্যাশব্যাক দেখাচ্ছেন।

এই ঘটনাটিকে যিহূদার দ্বারা খ্রীষ্টের বিশ্বাসঘাতকতার সাথে যুক্ত করতে যোহন অধ্যায় ১২ দেখা যেতে পারে। এবং সম্ভবত লাসার, মরিয়ম ও মার্থা ছাড়াও, তাদের সাথে শিমোন নামে একজন কুষ্ঠরোগী, ব কুষ্ঠরোগী বাস করত। কিন্তু এটি এমন একটি বিষয় যা এই প্রস্তুতি নিতে গিয়ে আমি কেবল...

করিনি, যেহেতু আমাদের অনেক কাজ বাকি আছে, আমি এটাকে লাভজনক মনে করিনি।

আপাতত সে বিষয়ে ব্যাপক ও গভীর গবেষণায় যাওয়ার জন্য। কিন্তু ৮ নং পদের সেই শিষ্য, যার ছিল

অন্যান্য সুসমাচার থেকে আমরা জানি যে, একটি নতুন জাতি বলতে মূলত যিহূদাকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু বাইবেল কখনও কখনও শিষ্যদের প্রসঙ্গে এই বাক্যাংশটি ব্যবহার করে। যেমন, যখন বলা হয় দুই চোর তাঁকে গালিগালাজ করেছিল, আমরা যতদূর জানি, তারা ছিল ওই দুজনের মধ্যে কেবল একজন। কিন্তু কখনও কখনও, বিশেষ করে হিব্রু বাইবেলের সাহিত্যে, একটি দলের একজনকে পুরো দলে পারে। যদিও এটি

এটা সম্ভব যে অন্য শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ এখানে যিহূদার অভিযোগের সাথে একমত হয়ে তাকে অনুসরণ করেছিল। আমরা যোহন অধ্যায় ১২ থেকে জানি যে যিহূদা ছিল, এই বিবরণটি অন্য বিবরণের মা

যোহন ১২ হোক বা না হোক, এর স্বরূপ ও মূলনীতি অবশ্যই একই। যিহূদা অসন্তোষ প্রকাশ করছিল,

গরীবদের প্রতি তার সহানুভূতি ছিল বলে নয়, বরং তার কাছে ব্যাগটি ছিল, সে ছিল একজন চোর এবং সে চুরি করত।

সেখানে যা রাখা হয়েছিল। অ্যালবার্ট বার্নস উল্লেখ করেছেন কীভাবে লোভী অভিবাদন যিহূদাকে সবচেয়ে জঘন্য অপরাধের দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং লোভ সর্বদা অন্যান্য উপায়ে অপরাধবোধের জন্ম দে অপরাধবোধের যোগ্য। অ্যাডাম ক্লার্ক ৯ নং পদে বলেন, "কতবার দাতব্য সেবা...

লোভের জন্য একটি আবরণ বা আড়াল হিসেবে?" তাই ৯ পদে বলা হয়েছে, "যখন যিশু বুঝলেন

তিনি তাদের বললেন, "তোমরা এই নারীকে কেন বিরক্ত করছ? কারণ সে আমার জন্য একটি ভালো কাজ করেছে। দরিদ্ররা তো সব সময় তোমাদের সঙ্গে থাকে, কিন্তু আমি সব সময় তোমাদের সঙ্গে থাকি না

এখানে যা বলা হয়েছে, তা ২৫ অধ্যায়ের ৩১-৪৬ পদের সাথে মিলিয়ে বিবেচনা করতে হবে, যা আমরা গত অধ্যায়ে পড়েছি। এটি কোনোভাবেই মথি লিখিত সুসমাচারের শেষ ১৬টি পদকে খণ্ডন করে না।

২৫, কিন্তু এখানে এটি বিবেচনা করতে হবে। এই মহিলার কাছে স্বয়ং খ্রীষ্টকে আশীর্বাদ করার সুযোগ ছিল, যেহেতু তিনি সশরীরে তাঁর সামনে ছিলেন। এটি অন্য কিছুর চেয়ে বেশি অগ্রাধিকারের ছিল।

দরিদ্র, এমনকি খ্রীষ্টের দরিদ্র শিষ্যেরাও। এখানে অ্যালবার্ট বার্নস বলেছেন, "এই স্থানে যে কর্তব্যই পালন করা উচিত।" তাহলে চুক্তি অনুসারে কর্তব্যটি ছিল সেটাই যা মরিয়ম পালন করেছিলেন। পরবর্ত দেখানোর জন্য তাদের প্রচুর সুযোগ আসবে। মার্ক ১১ পদের পরে যোগ করেছেন যে যীশু মার্কের সুসমাচারে বলেছেন, "দরিদ্ররা সর্বদা তোমাদের সঙ্গে আছে, এবং যখনই তোমরা চাইবে..."

"তা তাদের মঙ্গল করতে পারে, কিন্তু আমি তোমাদের সর্বদা নেই।" তাই এটি একটি বিশেষ সুযোগ ছিল এবং তিনি যা করেছিলেন তা ঠিকই করেছিলেন। যীশু ১২ পদে আরও বলেন, "কারণ তিনি আমার শরীরে আমার সমাধির জন্যই করেছেন। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সারা পৃথিবীতে যেখানেই এই সুসমাচার প্রচার করা হবে, সেখানেই এই মহিলার বিষয়েও বলা হবে।"

"তাঁর স্মরণে বলা হয়েছে।" এই মহিলা সম্ভবত জানতেন না। তিনি সম্ভবত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেননি যে খ্রিস্ট মৃত্যুবরণ করতে চলেছেন। কিন্তু ঈশ্বরই এর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

তাঁর বিধাতা। তিনি তাঁর উপর সৎকর্মের কথা শুনেছিলেন, যা মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর দেহকে রক্ষা করবে।

যখন তিনি মারা গেলেন, যখন তাঁকে মমি করা হলো এবং যখন তিনি পুনরুত্থিত হলেন। নিতান্তই ঈশ্বরের বিধানে।

তবুও একটি সুবিধাজনক উপায় ছিল, ঈশ্বর এর ব্যবস্থা করেছিলেন, এর একটি সুবিধাজনক ব্যবহার তখনও ছিল, যদিও সে বুঝতে পারছিল না যে সেটা কী হতে চলেছে। অ্যালবার্ট বার্নস ১৩ নং পদে বলেন, "এ

এটা ঠিক যে ধার্মিকদের সৎকর্ম," ধার্মিক বলতে সাধু-সন্ত ও ঈশ্বরভীরুদের বোঝায়, "উচিত

"লিখিত থাকা এবং স্মরণে রাখা।" গির্জার ইতিহাস পড়া ও অধ্যয়ন করার এটি একটি ভালো কারণ, যদি তা আপনার বাইবেল অধ্যয়ন এবং অন্যান্য কর্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। এই মহিলা তা-ই করেছিলে

স্বয়ং সুসমাচারেই তা লিপিবদ্ধ ছিল। প্রচারকরা প্রায়শই এ বিষয়ে প্রচার করেন না বা শিক্ষা দেন না। যেখানে সুসমাচার প্রচার করা হয়, সেখানে এই মহিলার করা কাজটি সুসমাচারেই সরাসরি বলা আছে।

বিবরণ। আমরা এখানে আরও শিখি যে সুসমাচারের প্রয়োগ কেবল সারসংক্ষেপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর প্রয়োগ আরও ব্যাপক।

খ্রিস্ট আমাদের জন্য যা করেছেন এবং আমাদের কীভাবে সাড়া দিতে হবে, সে সম্পর্কে। এক অর্থে, সুসমাচার হলো সুসমাচারের বিবরণগুলিতে থাকা সবকিছু এবং মূলত ঈশ্বরের বাক্যের সমস্ত কিছুর সাথে করে খ্রিস্টের জীবন ও কর্মের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো।

তিনি কথা বললেন। এই পরিহাসটিও লক্ষ্য করুন যে, ঈশ্বর তার সৎকর্মের নথি সংরক্ষণ করেছিলেন যখন তার...

খ্রিস্টের দেহকে মমি করে সংরক্ষণ করার জন্য তাঁর উপর মলম ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। অন্তত বাস্তবসম্মত দিকটা তো এটাই।

তার মলম ঢালার ফলে তার দেহ মমি হয়ে সংরক্ষিত হয়েছিল। ঈশ্বর সম্মান করেন

যারা তাঁকে সম্মান করে। আমি ভেবেছিলাম যিরমিয়ের ৩৮ অধ্যায়ের দিকে ফিরে তাকানো ভালো হবে।

এবং এর আরও একটি উদাহরণ দিতে গেলে ৩৯। ঈশ্বর অত্যন্ত যথাযথভাবেই পুরস্কার ও শাস্তি দেন।

বিভিন্ন উপায় আছে। এটা বিবেচনা করা সত্যিই ভালো। তিনি পুরস্কৃত করেন এবং শাস্তিও দেন। আমাদের কর্মের যোগ্য ফল দেওয়ার জন্য তিনি অন্তত দীর্ঘমেয়াদে তা করতে পারেন এবং এ বিষয়ে ধর্মগ্রন্থেও অধ্যায়ে, যিরমিয়কে সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে দেওয়া হয়।

অন্ধকূপের কথা, যেখানে তাকে ফেলে রাখলে সে নিশ্চিতভাবে মারা যাবে। যিরমিয় ৩৮ পদে

৬, "তখন তারা যিরমিয়কে ধরে কারাগারের প্রাঙ্গণে অবস্থিত হমিলকের পুত্র মেল্কিয়ার অন্ধকূপে নিক্ষেপ করল। তারা দড়ি দিয়ে যিরমিয়কে নিচে নামিয়ে দিল। সেই অন্ধকূপে জল ছিল না, কেবল কাদা ছি গেলেন। এখন, রাজার বাড়িতে কর্মরত ইথিওপীয়দের মধ্যে একজন, ইবদ মেল্কিয়া, যখন শুনলেন যে তারা যিরমিয়কে বন্দী করেছে, তখন তিনি সেখানে গেলেন।

অন্ধকূপ থেকে, রাজা তখন কারাগারের ফটকে বসেছিলেন, ইবেদ মেলকিয়াহ বেরিয়ে এলেন।

রাজার গৃহ থেকে বেরিয়ে এসে রাজাকে বললেন, "মহারাজ, এগুলি হয়তো...

যিরমিয় ভাববাদীর প্রতি তারা যা কিছু করেছে, তাতে তারা মন্দ কাজ করেছে, যাঁকে তারা কারাগারে নিক্ষেপ করেছে।

আর সে যেখানে আছে, সেখানেই ক্ষুধায় তার মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ সেখানে আর কোনো রুটি নেই।

নগরটি।" তখন রাজা ইথিওপীয় ইবেদ মেলকিয়াকে আদেশ দিলেন। তিনি সবেমাত্র একদলকে ছেড়ে দিয়েছিলেন

লোকেরা যিরমিয়কে কারাগারে বন্দী করেছিল, কিন্তু এখন যখন একজন লোক তাঁর সামনে আসার মতো যথেষ্ট সাহসী হয়েছে,

এই রাজা, সিদিকিয়, যিনি আপাতদৃষ্টিতে খুবই নমনীয় ছিলেন এবং স্বয়ং মানুষকেও প্রচুর ভয় পেতেন,

তিনি যিরমিয়কে নিয়ে যেতে দিতে রাজি হলেন। তাই রাজা ইথিওপীয় ইবদ মেলকিয়াকে আদেশ দিলেন,

এখান থেকে তোমার সঙ্গে ত্রিশ জন লোক নাও এবং যিরমিয় ভাববাদীকে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে কারাগার থেকে বের করে আনো। তখন ইবদ মেলকিয় সেই লোকদের সঙ্গে নিয়ে রাজকোষের নিচের রাজার বাড়ি তাদের জন্য পুরনো ছেঁড়া কাপড় ও পচা ছিন্নবস্ত্র নিয়ে এলেন।

এবং দড়ি দিয়ে তাদেরকে যিরমিয়ের অন্ধকূপে নামিয়ে দিলেন। আর ইথিওপীয় ইবেদ মেলকিয়,

যিরমিয়ের কাছে বসে, তোমার বগলের নিচে এই পুরনো ছেঁড়া জামা আর পচা ন্যাকড়াগুলো বিছিয়ে দিচ্ছিলে।

দড়িগুলো। আর যিরমিয় তাই করলেন। তখন তারা দড়ি দিয়ে যিরমিয়কে টেনে কারাগার থেকে উপরে তুলে আনল। আর যিরমিয় কারাগারের প্রাঙ্গণেই থাকলেন। সুতরাং, ইবদ মেলকিয়া যিরমিয়কে তাঁর বিপ দেখুন, এর ঠিক পরের অধ্যায়ে, যা এক ধরনের ফ্ল্যাশব্যাক, ঈশ্বর যিরমিয়কে ইবদ মেলকিয়াকে কী বলতে বলেন। শহরটি দখল করে নেওয়া হয়েছে।

ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা, কিন্তু তার আগে ৩৯ অধ্যায়ের ১৫ পদে যা ঘটেছে, তা এক ধরনের ফ্ল্যাশব্যাক দেয়।

নগরটির পতনের পর তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ১৫ পদে, "যিরমিয় যখন কারাগারের প্রাঙ্গণে বন্দী ছিলেন, তখন সদাপ্রভুর বাক্য তাঁর কাছে এই বলে এল, 'যাও এবং ইথিওপীয় ইবদ মেলকিয়ের কাছে গি ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা বলেন। দেখ,'"

আমি নগরের উপর আমার বাক্য মঙ্গলের জন্য নয়, অমঙ্গলের জন্য আনব, এবং সেই দিনে তোমার সামনেই তা পূর্ণ হবে। কিন্তু সেই দিনে আমি তোমাকে উদ্ধার করব।" দেখো, ইবেদ মেলকিয় ভাববাদী উদ্ধার করেছিলেন। তাই নগরটি দখল হয়ে গেলে ঈশ্বর তাঁকে উদ্ধার করার প্রতিজ্ঞা করেন। "কিন্তু সেই দিনে আমি তোমাকে উদ্ধার করব, সদাপ্রভু বলেন, এবং তুমি থাকবে না

যাদের তুমি ভয় করো, তাদের হাতে তোমাকে তুলে দেওয়া হবে না। কারণ আমি অবশ্যই তোমাকে উদ্ধার করব, এবং তুমি তরবারির আঘাতে নিহত হবে না। কিন্তু তোমার জীবন তোমার কাছেই প্রার্থনাস্বরূপ হ

"তুমি আমার উপর আস্থা রেখেছ, প্রভু বলেন।" অত্যন্ত চমৎকার যে ঈশ্বর এত মনোযোগী এবং এত বিশ্বস্ত। তাই এখানে ১৪ পদে বলা হয়েছে, "তখন বারোজন শিষ্যের মধ্যে যিহূদা নামে একজন...

ইষ্কারিয়োত প্রধান যাজকের কাছে গেলেন।" লূক বলেন যে, শয়তান যিহূদার অন্তরে প্রবেশ করল। সম্ভবত, শয়তান তার লোভকে কাজে লাগিয়ে যিহূদাকে এই কাজ করতে প্ররোচিত করেছিল। এবং সম্ভবত

কারণ তিনি আগের বিবরণে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কারণ তিনি তার প্রাপ্য টাকা পাননি।

কারণটা ছিল এই যে, যিশু তার কথা শোনেননি। এটা বোঝাই যায় যে, যিহূদা খুব সহজেই অপমানিত ও আহত হতো যখন সে তার ইচ্ছামতো কিছু পেত না বা তার কথা শোনা হতো না।

সুতরাং ১৫ পদ। "তখন বারোজন শিষ্যের মধ্যে যিহূদা ইষ্কারিয়োত নামে একজন প্রধান যাজকের কাছে গিয়ে তাদের বলল, আপনারা আমাকে কী দেবেন, তাহলে আমি তাঁকে আপনাদের হাতে তুলে দে রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে একটি চুক্তি করল। আর সেই সময় থেকেই সে তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার সুযোগ খুঁজতে লাগল।" যাত্রাপুস্তক ২১:৩০ অনুসারে, "ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রা ছিল তার মূল্য।"

একজন সাধারণ দাস। প্রধান পুরোহিত সম্ভবত তাদের অবজ্ঞা প্রকাশ করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এটি করেছিলেন।

যিশু। তারা এও জানত যে যিহূদা লোভী এবং অর্থ উপার্জনে আগ্রহী ছিল। তাই তাকে কেন দেওয়া হবে।

সে যা নিতে ইচ্ছুক তার চেয়ে বেশি, বরং সে যদি ত্রিশ পেয়েই খুশি থাকত তবে তাকে আরও বেশি দেওয়ার পরিবর্তে।" ক্লার্ক এখানে উল্লেখ করেছেন যে অনেকেই তাদের স্বার্থে যিশুকে বিক্রি করে দিয়েছে

সাময়িক লাভের জন্য তাদের প্রভুর ধর্ম ত্যাগ করে স্বর্গে যাওয়া। খুবই, খুবই সত্যি। এবং আমরা এই অধ্যয়নে ১ তীমথিয় ৬ অধ্যায়ের ৭-১০ পদ একাধিকবার দেখেছি। এবং এটি তারই আরেকটি দৃষ্টান্ত মাত্র ভোজের প্রথম দিন...

শিষ্যেরা যীশুর কাছে এসে তাঁকে বললেন, "আপনি কোথায় চান যে আমরা আপনার জন্য নিস্তারপর্বের ভোজের আয়োজন করি?" তিনি বললেন, "শহরে অমুক ব্যক্তির কাছে যাও এবং তাঁকে বলো, গুরু বল আমার শিষ্যদের সঙ্গে আমার বাড়িতে নিস্তারপর্ব পালন করব।"

আর শিষ্যরা যীশুর নির্দেশ মতো কাজ করলেন এবং নিস্তারপর্বের আয়োজন করলেন।

এই

এটি খ্রিস্টপূর্ব মাসের চৌদ্দ তারিখ। এই রাতে নিস্তারপর্বের পশু বলিদান করা হয়েছিল। এবং

তারপর নিস্তারপর্বের ভোজ সাত দিনব্যাপী ছিল, যা পরবর্তীতে পঞ্চদশ তারিখের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতো।

এই মাসের একুশ তারিখ পর্যন্ত। এবং আবারও, ইহুদিদের নিজেদের মধ্যেই সম্ভবত এই নিয়ে কিছু মতভেদ ছিল যে 'বিব' মাস কখন শুরু হয়, যে বিষয়ে আমরা অবশ্যই পরে আলোচনা করব। জেরুজালে আমি ভাবি, আব্রাহামেরও কীভাবে ছিল না।

কনান দেশে তোমাদের একটি দৃঢ় অধিকার থাকবে। তোমরা দেখছ, ঈশ্বরের খ্রীষ্ট কীভাবে ঈশ্বরের মস্তক।

তার পরিবার এবং পরিবারের সদস্যরা প্রায়শই পার্থিব জিনিসপত্র থেকে বঞ্চিত থাকতে পারেন।

যা বেশিরভাগ মানুষ স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়। যিশুর কী অসাধারণ নম্রতা ছিল, যে জেরুজালেমে তাঁর কোনো বাসস্থান ছিল না,

যে শহরটি মূলত তাঁরই ছিল—সবকিছু তাঁর নয়, কিন্তু যে শহরটি একজন সত্য ঈশ্বর হিসেবে তাঁর উপাসনায় বিশেষভাবে নিবেদিত ছিল। যখন তিনি সশরীরে এসেছিলেন, তখন সেখানে তাঁর কোনো বাসস্থান করেন যে, পাপ নিশ্চয়ই এতটাই ধ্বংসাত্মক এবং এতটাই বদ্ধমূল, অর্থাৎ পাপীদের অন্তরে এতটাই গেঁথে আছে, এতটাই দুষ্ট এবং ধ্বংস করা এতটাই কঠিন যে, পাপের বিনাশের জন্য এমন নম্রতার প্রয়ে দেখার আরেকটি উপায়। ভাষা

১৮ পদে দেখানো হয়েছে যে, এখানে উল্লেখ না করা এই ব্যক্তিটি সম্ভবত একজন সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন।

যিশু ও তাঁর শিষ্যদের প্রতি। তিনি সম্ভবত নিজেও একজন শিষ্য ছিলেন, বারোজন প্রেরিতের একজন নন।

অবশ্যই, কিন্তু সম্ভবত এমন একজন ব্যক্তি যিনি খ্রিষ্টের পরিচর্যা লাভ করেছিলেন। খুব সম্ভবত তিনি ছিলেন তাদেরই একজন।

প্রেরিত ১ অধ্যায়ে পেন্টেকস্টের আগে উপরের ঘরে প্রার্থনা করা ১২০ জনের মধ্যে এটি একটি। সম্ভবত প্রেরিত ১ অধ্যায়ে উপরের ঘরে এই স্থানটিতেই নিস্তারপর্বের আয়োজন করা হয়েছিল।

এটা একই বাড়ি হতেই পারে। আমার মনে হয় না আমরা তা নিশ্চিতভাবে জানতে পারব, তবে এটাও মনে করি না যে এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে নেই। জন ১৮২৮, ১৯১৪ এবং ১৯৩১। অ্যালবার্ট বার্নস

এই বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, যিশু ও তাঁর শিষ্যদের নিস্তারপর্ব পালনের ঠিক একদিন পর ইহুদি নেতারা সামগ্রিকভাবে তা পালন করেছিলেন। আমরা দেখি, যিশু ও তাঁর শিষ্যরা নিস্তারপর্বের যেদিন যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, আমরা যোহন ১৮:২৮-এ দেখি, "তখন যীশুকে কৈয়াফার কাছ থেকে বিচারকক্ষে নিয়ে যাওয়া হল," এবং তখন খুব ভোর ছিল, "এবং তাঁরা নিজেরা," যার অর্থ

যোহন ১৯:১৪ পদে লেখা আছে, ইহুদি নেতারা "বিচারালয়ে প্রবেশ করলেন এই ভয়ে নয় যে তাঁরা অশুচি হবেন, বরং এইজন্য যে তাঁরা নিস্তারপর্বের ভোজ গ্রহণ করবেন।" যিশুকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হচ্ছি "আর প্রায় ষষ্ঠ প্রহরে নিস্তারপর্বের প্রস্তুতির সময় হয়েছিল," এবং

তারপর যোহন ১৯:৩১ পদে লেখা আছে, "অতএব তোমরা, যেহেতু তা ছিল প্রস্তুতি পর্ব, যেন দেহ

বিশ্রামবারে ক্রুশের উপর থাকা উচিত নয়, কারণ বিশ্রামবার একটি মহাদিন ছিল,

স্যাফিলট যাতে তাদের পা ভেঙে দেওয়া যায় এবং তাদের নিয়ে যাওয়া যায়।" একটি সম্ভাব্য

পাসওভার পালনের সময়ে এই একদিনের গরমিলের কারণ সম্ভবত এটাই হতে পারে,

এর সম্পর্ক থাকবে জপমালার মাস কখন শুরু হয়েছিল, অর্থাৎ প্রথম মাস, এবং সেই বিষয়ের সাথে।

ছিল, এবং তারা এর হিসাব রাখত চন্দ্র পঞ্জিকা ব্যবহারের মাধ্যমে, প্রচলিত পঞ্জিকার পরিবর্তে।

সৌর ক্যালেন্ডার অনুসারে, তারা চাঁদের অবস্থান থেকে মাসের শুরু চিহ্নিত করত।

এই সময়েই প্রথম দেখা যেত। আর সেটা কীভাবে করা হতো, তা নিয়ে ইহুদিদের মধ্যেও কিছুটা মতভেদ ছিল। কখনও কখনও কিছু লোক বলত, "চাঁদ যখন সবার কাছে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়," কিন্তু অন্যর
অপেক্ষা করত এবং জানত

এটি কখন দেখা যেতে পারে তার একেবারে প্রথম চিহ্ন এবং সেখান থেকে মাসটি শুরু করা। তাই এই মুহূর্তে এটি দেখা সম্ভবত ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে শুধু এটা উল্লেখ করা দরকার যে নিশ্চিতভাবেই ছিল।

পাসওভার পালনের সময় নিয়ে একটি গরমিল ছিল, এবং সেটাই ব্যাখ্যা করে কেন যিশু ও তাঁর শিষ্যরা

ইহুদি নেতাদের একদিন আগে পাসওভার পালন করা হয়েছিল। এর মধ্যে সম্ভবত অনেক কিছু আছে।

যা আমরা জানি না। ১৯ পদে বলা হয়েছে, "আর নিস্তারপর্বের প্রস্তুতি নিতে গিয়ে, তারা মেষশাবকটি সংগ্রহ করল এবং নিস্তারপর্বে যেভাবে বলিদান করার কথা ছিল, সেই রীতি অনুসারে সেটিকে হত্যা করাল,"

আমরা যাত্রাপুস্তক ১২ অধ্যায়ে এ বিষয়ে পড়েছি। তাহলে, এরপর আমরা মথি ২৬ অধ্যায়ে ফিরে যাই। সেখানে ২০ পদ, "এখন,

সন্ধ্যা হলে তিনি বারোজন শিষ্যের সঙ্গে বসলেন; এবং তাঁরা যখন খাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন, 'সত্যিই,

আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের মধ্যে কেউ একজন আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।" আসলে, এক অর্থে জেরুজালেম ইতিমধ্যেই তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, কিন্তু তিনি এখানে যীশুকে যাজ
বলছেন। "আর তারা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং তাদের প্রত্যেকে তাঁকে বলতে লাগলেন, 'প্রভু, সে কি আমি?'"

যে পুরুষেরা ধার্মিক ছিলেন, যাঁদের বিবেক নির্মল ছিল, তাঁরা অত্যন্ত কোমল এবং খুব

কোমল এবং অত্যন্ত ভীত, এই ভেবে যে তারাই হয়তো দোষী। পদ ২৩, "আর তিনি উত্তর দিলেন

এবং বলল, 'যে আমার সঙ্গে থালায় হাত ডোবাবে, সেই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।'

মনুষ্যপুত্র যেমন তাঁর বিষয়ে লেখা আছে, তেমনই যাচ্ছেন; কিন্তু ধিক্ সেই ব্যক্তিকে, যার দ্বারা মনুষ্যপুত্র বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হন। সেই ব্যক্তির জন্ম না হওয়াই ভালো ছিল। আমরা জানি যে

ইহুদিরা পাসওভারের সময় খাওয়ার জন্য একটি বিশেষ সস ব্যবহার করত। মনে হয়, এটি ছিল এক ধরনের তিক্ত সস, যা ইহুদিদের দাসত্বের স্মরণে তৈরি করা হতো।

মিশর। আর নিস্তারপর্বে খাবার ছোট ছোট পাত্রে রাখা হতো, যাতে মাত্র দুই বা তিনজন লোক একটি খাবার ভাগ করে খেতে পারত। আমরা যোহনের সুসমাচার থেকে জানি যে, যোহন যিশুর বক্ষে হেলান দি
নিস্তারপর্বের খাবার খাওয়ার সময় যিহূদা যিশুর ঠিক পাশেই বসেছিলেন, যা এটাই প্রকাশ করে যে তিনি কতটা বেপরোয়া এবং কতটা কঠিন হৃদয়ের ছিলেন যে তিনি খ্রিষ্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পার

এমনকি নিজেকে লুকিয়েও রেখেছিল। সে এমনিতেও তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার পরিকল্পনা করছিল এবং সে তার ঠিক পাশেই খাচ্ছিল ও পাসওভার পালন করছিল। দেখা যাক। এটি একটি উক্তি, "যখন

পাপের ছলনায় সম্পূর্ণরূপে কঠিন হয়ে, তারা বাহ্যিকভাবে সবচেয়ে গুরুতর কাজগুলোও সম্পাদন করতে পারে

"কোনো বিষয়ে অন্তরের কোনো উদ্বেগ অনুভব না করে ভক্তির কাজ করা।" এটাই

অ্যাডাম ক্লার্কের পক্ষ থেকে। "আপনি যিহূদার পুস্তকে ২ পিতর ২ অধ্যায়ে ভণ্ড ভাববাদীদের বিষয়ে পড়েন, এবং যিহূদার পুস্তকে লেখা আছে যে, তারা ভোজের আসরে নিজেদের প্রতারণা দিয়ে আমোদ-প্রমে

"তোমাদের সঙ্গে।" এটা ২ পিতর ২ অধ্যায়ে আছে। যিহূদা বলেন যে এগুলো তোমাদের ভোজের মধ্যে কলঙ্কস্বরূপ।

দয়ার। যখন আদি খ্রিস্টানরা একসাথে খাবার খেতেন, তা প্রভুর ভোজই হোক বা তাদের সাপ্তাহিক সভার পরের কোনো খাবারই হোক, তখন ভণ্ড ভাববাদীরা এসে ভাইদের একজন হওয়ার ভান করতে
দংশন ছাড়াই এটিকে একটি পবিত্র ও গম্ভীর বিষয় হিসেবে চালিয়ে যাওয়ার ভান করতে পারত। সবচেয়ে কঠিন হৃদয়ের, প্রতারক লোকেরাও এটা করতে পারে এবং এর জন্য তাদের বিন্দুমাত্র লজ্জা বা অন
যিহূদার মধ্যে তা দেখতে পাই। আমরা যোহন ১৩ অধ্যায়ের ২৩-৩০ পদ থেকে জানি যে, যিহূদা ২৫ পদের পর এই সময়ে চলে গিয়েছিল। আচ্ছা, তাহলে আমি ২৫ পদটি পড়ব। "মনুষ্যপুত্র যেমন তাঁর বিষ
কিন্তু ধিক্ সেই ব্যক্তিকে।"

সেই মানুষ যার দ্বারা মনুষ্যপুত্র সৃষ্ট হবেন। সেই মানুষটির জন্ম না হওয়াই ভালো হতো। তখন যিহূদা, যে তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, উত্তর দিয়ে বলল, 'গুরু, আমিই কি সেই? আপনি যা বলেছেন, সে-ই
যোহন ১৩ অধ্যায়ের ২৩-৩০ পদ থেকে জানতে পারি যে, যিহূদা এই সময়ে চলে গিয়েছিল। তাই যীশু যখন প্রভুর ভোজের প্রবর্তন করেন এবং তার পরবর্তী পদগুলোতে, তখন সে সেখানে ছিল না।
পুনর্মিলনের মতবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রমাণ।

এমন কিছু লোক আছেন যারা শিক্ষা দেন যে, দুষ্টরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নরকে জ্বলবে এবং অবশেষে তাদের স্বর্গে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। আবার অন্য কিছু লোক আছেন যারা বিনাশের মতবাদ প্রচার ক
পুড়িয়ে ফেলা হবে এবং তারা নরকে চিরকাল কষ্ট ভোগ করবে না। কিন্তু যদি এই মতবাদগুলোর কোনোটি সত্য হতো, তাহলে কী হতো?

যিশু ২৪ পদে যা বলেছিলেন তা সত্য হবে না। যিশু বলেছিলেন যে যিহূদার জন্ম না হওয়াই তার জন্য ভালো হতো। আর যদি দুষ্টরা যিহূদার মতো নরকে যায়, তবে হয়তো তা হবে না।

একই মাত্রার শাস্তি, কিন্তু সেই একই নরকে—যেমনটা ধর্মগ্রন্থে নিঃসন্দেহে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে—তাহলে এটা আরও একটি প্রমাণ যে নরকের যন্ত্রণা চিরস্থায়ী হবে।

কারণ যদি আপনি সহজভাবে দেখেন, এমনকি যদি কোনো দুষ্ট লোক দশ লক্ষ বছর ধরে নরকে পুড়ে মরে এবং তারপর মুক্তি পেয়ে অনন্তকালের জন্য স্বর্গে থাকে, তাহলেও তার জন্ম হওয়াটা মঙ্গলজনক
সঙ্গেই অগ্নি হ্রদে পুড়িয়ে ফেলা হতো এবং এরপর কোনো নরক না থাকতো, তাহলেও তাদের জন্ম হওয়াটা মঙ্গলজনক হতো।

জন্মেছিল কারণ তারা এই জীবনে আনন্দ ও ভালো জিনিস উপভোগ করতে পারত। তাই ২৪ পদ।

এটি আসলে বিনাশের মতবাদ এবং চূড়ান্ত পুনর্মিলনের মতবাদের বিরুদ্ধে শাস্ত্রের বহু প্রমাণের মধ্যে আরেকটি মাত্র। আমরা ২৫৪৬ সালে দেখেছিলাম, দুষ্টদের বিষয়ে বলা হয়েছে।

এবং এরা ধার্মিকদের সঙ্গে অনন্তকালীন শাস্তি ও অনন্ত জীবনে চলে যাবে।

দ্য

দুষ্টদের অনন্তকালীন শাস্তির বিপরীতে ধার্মিকদের অনন্ত জীবনকে দেখানো হয়েছে। সুতরাং, যদি ধার্মিকেরা স্বর্গে চিরকাল বাস করে, ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকাল আশীর্বাদ ও সুখে থাকে, তবে দুষ্টদের অবশ্যই ন
হবে। প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর প্রতিটি পদে।

২৪ আমরা আরও দেখি যে, ঈশ্বর স্থির করেছিলেন যে যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, কিন্তু আমরা দেখি

তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য দোষটা যিহূদার উপরই বর্তায়। প্রেরিত ২:২৩ পদে পিতর বলেন,

ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতা এবং ঈশ্বর যে পরাক্রমশালী, সে বিষয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উক্তি।

মানুষের মন্দ কাজ তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিছু নির্দিষ্ট বিষয় সম্পন্ন করবে, এমন পরিকল্পনা করার জন্য তা যথেষ্ট ছিল, কোনো রকম সীমাবদ্ধতা ছাড়াই।

সেই মন্দের জনক স্বয়ং। পিতর যিরূশালেমের জনতাকে বলেন যে এটি মূলত

সেই একই জনতা যারা খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। তিনি ২৩ পদে যীশুর বিষয়ে বলছেন, ঈশ্বরের স্থির পরিকল্পনা ও পূর্বজ্ঞান অনুসারে সমর্পিত হয়েও, তোমরা ক্রুশবিদ্ধ ও নিহত সেই ব্যক্তিকে দুষ্ট হাতে করেছেন, মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে, কারণ

তাঁর পক্ষে তা ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। ঈশ্বর খ্রিষ্টকে একটি

এমন পরিস্থিতি যেখানে মানুষ তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছায়, ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞানে, ঈশ্বরের বোধশক্তিতে...

যেসব মানুষের মাঝে তিনি তাদের রাখবেন, সেই পরিস্থিতিতে ঈশ্বর বুঝতে পারতেন যে, যিহূদা এবং খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় দোষের ভূমিকা পালনকারী প্রত্যেককে ছাড়াই তারা যা করেছিল, তা-ই ক তিনি তাদের ছাড়াই যা করেছিলেন, তা-ই করবেন, তবুও

প্রকৃত দুষ্টতার সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক না থাকা এবং সেই দুষ্টতার জন্য নিজে থেকে দায়ী না হওয়া। এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে কেউ কেউ,

হয়তো সবাই শোনেননি, কিন্তু আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো 'জিসাস ক্রাইস্ট সুপারস্টার' মিউজিক্যালটির সাথে পরিচিত। এটি একটি অত্যন্ত ঈশ্বরনিন্দামূলক ও জঘন্য মিউজিক্যাল, যা ৭০-এর দশ জনপ্রিয়। 'জিসাস ক্রাইস্ট সুপারস্টার' শুধু জুডাসকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে না, বরং কার্যত সবকিছুই ভুল দেখায়, এবং জুডাসকে ভুক্তভোগী হিসেবে চিত্রিত করে। এটি এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন জু

তাকে যা করতে হয়েছিল, তা তিনি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বয়ং ঈশ্বরই তাকে তা করতে বাধ্য করছিলেন। ধর্মগ্রন্থ কেবল এটাই বলে।

তারা ঈশ্বরকে তাদের অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে এবং দোষ যিহূদার উপর চাপিয়ে দেয়, যেমনটা ন্যায্যভাবেই হওয়া উচিত ছিল।

এখানে যিহূদার বিষয়ে। তাই ২৬ পদে বলা হয়েছে, "আর যখন তারা খাচ্ছিল, যীশু তখন রুটি নিয়ে তা ভেঙে শিষ্যদের দিলেন এবং বললেন, 'নাও, খাও, এইটি আমার দেহ।' আর তিনি সমস্ত লোককে নিয়ে দিয়ে বললেন, 'এ সবই পান করো, কারণ এইটি আমার নতুন নিয়মের রক্ত, যা অনেকের পাপমোচনের জন্য প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, আমি এখন থেকে সেই দিন পর্যন্ত দ্রাক্ষালতা যখন..."'

'আমার পিতার রাজ্যে আমি তোমাদের সঙ্গে নতুন করে তা পান করি।' আর তাঁরা তাঁর মধ্যে গান গেয়ে বাইরে চলে গেলেন।

জলপাই পর্বতে।" আলবার্ট গ্রান্ট ২৬ নং পদ সম্পর্কে বলেন, "এই গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদের অর্থ এভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে, 'আমি যেমন তোমাদের খাওয়ার জন্য এই ভাঙা রুটি দিয়েছি, তেমনি তোমা বলিদান হওয়ার জন্য আমার দেহকে সমর্পণ করব।'" দ্য রোমান ক্যাথলিক

চার্চ আরও গভীরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল যেখানে রোমান ক্যাথলিক চার্চ শিক্ষা দেবে যে তাদের

খ্রিস্টপ্রসাদের এমন একটি সংস্করণ, যা এই ক্যাথলিক চার্চ শিক্ষা দেয় যে, যখন যাজক রুটিকে আশীর্বাদ করেন

রোমান ক্যাথলিক মাস চলাকালীন ওয়াইনের মধ্যে, তারা আক্ষরিক অর্থেই খ্রীষ্টের দেহ ও রক্তে পরিণত হয়, ওয়াইনের মধ্যে রুটি। এবং তারা এই বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য এই অনুচ্ছেদটি ব্যবহার করেছিল। ি

এটা খুবই স্পষ্ট যে খ্রিষ্ট রুটি ও দ্রাক্ষারসের কথা প্রতীকীভাবে কিসের জন্য বলছেন।

তিনি ক্রুশে যা করতে যাচ্ছিলেন, তা এই শিক্ষা না দিয়েই করছিলেন যে তিনি এই রুটি ও দ্রাক্ষারস ভাঙছেন।

আক্ষরিক অর্থেই তা তাঁর দেহ ও তাঁর রক্ত হতে যাচ্ছিল। এবং এর একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ আয়াতে রয়েছে।

২৯. রূপক অর্থে রুটিকে তাঁর দেহ এবং দ্রাক্ষারসকে তাঁর রক্ত বলার পর, তিনি দ্রাক্ষালতার এই ফলটি বলেন। সুতরাং, এটাই আসল বিষয়। এমন নয় যে এটি তাঁর হয়ে গিয়েছিল।

রক্ত। আক্ষরিক অর্থেই, তিনি রূপক অর্থে কথা বলছেন। আর এভাবেই রোমান ক্যাথলিক চার্চ প্রতারিত হয়।

কারণ লোকেরা বিশ্বাস করে যে যদি তারা প্রতি সপ্তাহে রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টীয় ভোজ গ্রহণ করে,

যে তারা খ্রীষ্টের দেহ ও রক্ত গ্রহণ করছে এবং তারা মূলত ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কে আছে, কারণ তারা ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে সঠিক অবস্থানে রয়েছে এবং তারা গ্রহণ করছে

প্রভুর ভোজ। আর এটা একটা বিরাট, বিরাট প্রতারণা। তাই রোমান ক্যাথলিক চার্চও ২৭ নং পদ অমান্য করে। এবং তারা প্রভুর ভোজ গ্রহণের সময় তাদের উপাসকদের সেই পেয়ালা পান করার জন্য জো বলতে চাই, খ্রীষ্টের রক্তই হয়, তাঁর দেহ ঝরেছিল, তাঁর দেহ ছিন্ন হয়েছিল যেন তাঁর রক্ত আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে। সুতরাং রক্ত হলো

প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টের পরিত্রাণের সবচেয়ে অপরিহার্য দিক। তাই এমনকি যদি রোমান ক্যাথলিক চার্চ

ঠিকই ছিল যে, তাদের উপাসকদের কাছে পেয়ালাটি না বাড়িয়েই তোমার তাদের ভোজ গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল।

যাইহোক, তারা তখনও কোনো মানদণ্ডেই আসলে কাউকে খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান করত না। কারণ

যিশু তাঁর শিষ্যদের পেয়ালাটি পান করালেন এবং তিনি তাদের পুরোটাই পান করতে বললেন।

নতুন নিয়মের ২৮ পদে বলা হয়েছে, এই আমার নতুন নিয়মের রক্ত, যা অনেকের পাপমোচনের জন্য প্রবাহিত হয়েছে। শাস্ত্রে এটা স্পষ্ট যে রক্ত প্রতিনিধিত্ব করে...

জীবন এবং তা ছিল খ্রীষ্টের নিখুঁত জীবন যা উৎসর্গ করা হয়েছিল এবং কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আপনি যদি লেবীয় পুস্তক ১৭ অধ্যায়ের ৫ থেকে ১১ পদে ফিরে যান,

আমি ভাবছি, ঠিক আছে, আমি লেবীয় পুস্তক ১৭:১১ পদটি পড়ব, "কারণ দৈহিক জীবনের জন্য

"কারণ দেহের জীবন রক্তে রয়েছে এবং আমি তোমাদের আত্মার প্রায়শ্চিত্তের জন্য তা যজ্ঞবেদীর উপরে তোমাদেরকে দিয়েছি।" স্পষ্টতই, পুরাতন নিয়মের পশু বলিদানগুলো ইস্রায়েলীয়দের জন্য প্রায়শ্চি যতক্ষণ না খ্রীষ্ট তাঁর রক্তপাতের মাধ্যমে সেই চূড়ান্ত ও প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন করবেন, যার প্রতীক ছিল এই বলিদানগুলো। "কারণ দেহের জীবন রক্তে রয়েছে এবং আমি তোমাদের আত্মার প্রায়শ্চি তোমাদেরকে দিয়েছি।" কারণ এটি একটি

রক্ত যা আত্মার জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। এই বিষয়টি মুসলমানদের সাথে আলোচনা করা উচিত।

যদি তারা মেনে নিতে পারে যে মোশির পাঁচটি কিতাব ঈশ্বরের ছিল, তবে তাদের স্বীকার করতেই হবে যে আত্মার প্রায়শ্চিত্তের জন্য, পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য একটি রক্ত বলিদান আবশ্যক। স্পষ্টতই, ইসলা না। এরপর আমরা যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ে পড়ি, যেমনটা বাইবেলীয় খ্রিস্টধর্ম ছাড়া অন্য প্রায় সকল ধর্মই এমন প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ দেয় না। এরপর আমরা যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ে পড়ি, "যেহেতু দেহের জীবন রক্তে

রক্ত আত্মার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে।" যিশাইয় ৫৩:১০ পদে এমনটি বলা হয়েছে, যা আমরা জানি

মসিহ এবং মানুষকে উদ্ধার করার জন্য তাঁর দুঃখভোগ বিষয়ক অন্যতম স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী এটি। এর ১০ পদে বলা হয়েছে, "তবুও সদাপ্রভু তাঁকে চূর্ণ করতে সন্তুষ্ট হলেন। তিনি তাঁকে শোকে নিমজ্জিত ক
পাপের জন্য উৎসর্গ করবে। তিনি তাঁর বংশধরদের দেখবেন, তিনি তাঁর দিনগুলি দীর্ঘায়িত করবেন, এবং

প্রভুর সন্তুষ্টি তাঁর হাতে সফল হবে।" তিনি মৃত্যু পর্যন্ত নিজের প্রাণ ঢেলে দিলেন। আমি ১১ পদে আরও পড়ব, "তিনি তাঁর আত্মার যন্ত্রণা দেখবেন এবং পরিতৃপ্ত হবেন।"

তাঁর জ্ঞানের দ্বারা আমার ধার্মিক দাস অনেককে নির্দোষ প্রমাণ করবেন, কেননা তিনি তাদের পাপভার বহন করবেন।

অতএব, আমি তাকে বৃক্ষরাজির একটি অংশ দেব। সে লুণ্ঠিত দ্রব্য ভাগ করে নেবে

পবিত্র স্থানে, কারণ তিনি মৃত্যুর জন্য নিজের প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন।" তিনি অপরাধীদের মধ্যে গণ্য হয়েছিলেন এবং তিনি অনেকের পাপ বহন করেছিলেন ও অপরাধীদের জন্য মধ্যস্থতা করেছিলেন। ১ করি
বিবরণ দিতে গিয়ে পৌল যা বলেছেন, আমি শুধু পৌলের বিবরণটিই পড়ব। পৌল মূলত সুসমাচার লেখকদের এখানে একত্রিত করা সমস্ত কিছুর সারসংক্ষেপ দিয়েছেন এবং সম্ভবত তার চেয়েও কিছুটা
পৌলের তিরস্কার

প্রভুর ভোজ অনুপযুক্তভাবে গ্রহণ করার জন্য করিন্থীয়দের তিরস্কার করেন। তিনি তাদের অধিকার দেন।

১ করিন্থীয় ১১:২৩ পদে প্রভুর ভোজের উপলব্ধি। "কারণ আমি প্রভুর কাছ থেকে পেয়েছি যে

যা আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি, যে প্রভু যীশু সেই রাতেই বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছিলেন।

রুটির প্রতি।" সুতরাং এই হলো সেই বিবরণ, যা আমরা মথি লিখিত সুসমাচারে পড়ছি।

২৬. "আর তিনি ধন্যবাদ দিয়ে তা ভাঙলেন এবং বললেন, 'তোমরা নাও, এইটি আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য ছিন্ন করা হয়েছে; আমার স্মরণে এই দেওয়া হল।' সেই ভাবে পেয়ালাটিও,

যখন তিনি নরম খাবার খেতেন বা যখন তিনি ভোজন করতেন, তখন বলতেন, 'এই পেয়ালা আমার রক্তে এক নতুন নিয়ম। আমার স্মরণে পান করার পর এটাও তাই।' কারণ যতবার তোমরা এই রুটি খাও এব
ততবার তোমরা প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা করো, তাঁর পুনরাগমন পর্যন্ত। অতএব যে কেউ

অযোগ্যভাবে প্রভুর এই রুটি ভক্ষণ ও এই পানীয় পান করলে দেহের জন্য দোষী সাব্যস্ত হব এবং

প্রভুর রক্ত।" যারা পাপের প্রতি মৃত এবং ঈশ্বরের প্রতি জীবিত নয় এবং একমত নয়,

শুধু তাদের মাথা দিয়ে নয়, বরং তাদের পা দিয়েও, তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশ্যে, তাঁকে নতুন করে ক্রুশবিদ্ধ করো, যেমনটা পৌল এখানে স্পষ্টভাবে বলছেন। তাই ২০ পদে, "এক প্রিয় মানুষ নিজেকে পরীক্ষা করে
ও সেই পেয়ালার পানীয় ত্যাগ করলেন। কারণ যে তা ভোজন করে," তাই তিনি বলছেন সেই রুটি ভোজন করতে এবং সেই পেয়ালা থেকে পান করতে, তিনিই উভয়ের প্রবর্তন করেছেন এবং রোমান ক্যাথ
নেওয়ার কোনো অধিকার নেই। "কারণ যে অযোগ্যভাবে ভোজন ও পান করে,

সে প্রভুর দেহকে উপলব্ধি না করে নিজের জন্য দণ্ড ভোজন ও পান করে। কারণ তোমাদের মধ্যে এই সম্প্রদায় দুর্বল ও অসুস্থ এবং অনেকে ঘুমিয়ে আছে; কেননা আমরা যদি নিজেদের বিচার করতাম,
না। কিন্তু যখন আমাদের বিচার করা হয়, তখন আমরা প্রভুর দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত হই, আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হই।

প্রভু যেন আমাদের জগতের সঙ্গে দণ্ডিত না করেন।" সুতরাং এটাই প্রেরিতদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ।

এর যে বিষয়টি এখানে লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ। ২৮ পদে 'ক্ষমা'র জন্য ব্যবহৃত শব্দটি নয়

এর অর্থ কেবল ক্ষমা নয়, বরং পাপ মোচন বা অপসারণও। ১ পিতর ২ অধ্যায়ের ২৪ ও ২৫ পদে আমরা পড়ি, "আমরা এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, যখন পিতর খ্রীষ্টানদের কাছে লিখছিলেন; তিনি তাঁদের কাছে
দেহে, ক্রুশের উপরে, পাপ ছিল, যেন আমরা পাপের প্রতি মৃত হয়ে ধার্মিকতার জন্য জীবিত থাকি, যাঁদের আঘাতের দ্বারা তিনি সুস্থ হয়েছিলেন।"

সুতরাং, "কারণ তোমরা বিপথগামী মেষের মতো ছিলে, কিন্তু এখন তোমাদের আত্মার পালক ও অধ্যক্ষের কাছে ফিরে এসেছ।"

তাই তিনি তাঁর রক্তপাত করলেন, কেবল আমাদের পাপ ক্ষমা করার জন্য নয়, বরং পাপের প্রভাব থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য। আর রোমীয় ৮:৪ পদে যেমন বলা হয়েছে, তাঁর রক্তের দ্বারা ধার্মিব
নবজীবনপ্রাপ্ত হয়ে, প্রভুর ধার্মিকতা আমাদের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করতে পারে, যারা দৈহিক পথে নয়, বরং আত্মিক পথে চলে।

তাহলে দেখা যাক। এই শেষ ভোজে উপস্থিত থাকার বিষয়ে, ৩০ পদে বলা হয়েছে, "আর তাঁহার বিষয়ে গান করিয়া তাহারা জলপাই পর্বতে গমন করিতে যাইতে যাইতে যাইতে যাইতেছি।" আমি এখানে তা
ঐতিহ্যবাহী ইহুদি গীতসংহিতা গাওয়া হত, তা নিস্তারপর্বেই গাওয়া হত।

পাসওভারের গীতসংহিতা ছিল ক্রমানুসারে ১১৩ থেকে ১১৮ গীত। এগুলোকে "হেইল এল গীতসংহিতা" বলা হয়। আমি হয়তো এর উচ্চারণ ঠিকভাবে করছি না, কিন্তু "হাল্লেলুইয়া" শব্দটি এখান থেকেই এসেছে

এবং পরপর ছয়টি গীত রয়েছে যা ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার প্রশংসা করার কথা বলে, এবং মূলত সেই রাতটিকে স্মরণ করার জন্য এই গীতগুলো গাওয়া কতটা উপযুক্ত, যে রাতে ঈশ্বর ইস্রায়ে
করেছিলেন।

আর স্পষ্টতই, এটি নিস্তারপর্বের দেশের একটি চিত্র, এবং ঈশ্বরের দ্বারা ইস্রায়েলকে উদ্ধার করা—এই সবই খ্রীষ্টের একটি চিত্র; সেই পরিত্রাণ যা খ্রীষ্ট ক্রয় করবেন তাদের উদ্ধার করার জন্য, যারা তাঁর উপ
হবে।

জগৎ, শয়তান ও দেহের কাছ থেকে তারা এর শক্তি দেখেছে।

সুতরাং, যিশু ও তাঁর শিষ্যরা যখন সেই ছয়টি গীত গেয়েছিলেন, তখন সেখানে উপস্থিত থাকাটা কেমন হতো, তা ভাবতেই মাথা ঘুরে যায়।

সুতরাং ৩১ পদে বলা হয়েছে, "তখন যীশু তাদের বললেন," তারা এখন পর্বতে আছেন; আমরা ৩০ পদে পড়েছি যে তারা জলপাই পর্বতে গিয়েছিলেন।

তখন যীশু তাদের বললেন, "আজ রাতে আমার কারণে তোমরা সকলে বিচলিত হবে। কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে, 'আমি মেষপালককে আঘাত করব, আর মেষপালের মেষগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।'"

কিন্তু আমার পুনরুত্থানের পর, আমি গালীল অঞ্চলে তোমাদের আগে আগে যাবো।" তিনি উৎসাহ দেওয়ার জন্য এ কথা বললেন।

এর মানে এই নয় যে, গালীলে তাদের কাছে আবির্ভূত হওয়ার আগে তিনি অন্যত্র আবির্ভূত হবেন না। আর আমরা জানি যে, গালীলে তাদের কাছে আবির্ভূত হওয়ার আগে তিনি যিরূশালেমে তাদের কাছে আবি

পিতর তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, "যদিও তোমার কারণে সকলে অসন্তুষ্ট হবে, তবুও আমি কখনও অসন্তুষ্ট হব না।" যীশু তাঁকে বললেন, "আমি তোমাকে সত্যি বলছি, এই রাতে কুক্কুটের সামনে তুমি আমাকে তি

পিতর তাঁকে বললেন, "যদিও তোমার সঙ্গে আমার মৃত্যু হয়, তবুও আমি তোমাকে অস্বীকার করব না।" সকল শিষ্যও অনুরূপ কথা বললেন।

অন্তত একটি সুসমাচারে আমরা পড়ি যে, যিশু বলেছিলেন, "কাকের সামনে তোমরা আমাকে দুইবার অস্বীকার করার চেয়ে তিনবার অস্বীকার করবে।"

দুইবার মানে দুইবার এবং তিনবার মানে তিনবার। এর একটা সামঞ্জস্য বিধান করা যায়, কারণ 'কাক' হলো একটি মোরগ এবং আমার ধারণা অনুযায়ী মোরগ সাধারণত দুইবার ডাকে—একবার মধ্যরাতে মাঝরাতে, হয়তো রাত ৩টায় বা ভোর ৬টায়।

আমি ভিন্ন কিছু পড়েছি, এ ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই। কিন্তু দ্বিতীয়বার পরকীয়াকে চূড়ান্ত পরকীয়া হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

কিন্তু এর আগে মোরগটা একবার ডেকে উঠত। এভাবে ভাবুন, এটা ভাবার একটা ভালো উপায়।

আপনি যখন কোনো বাস্কেটবল বা ফুটবল খেলা বা প্রায় যেকোনো খেলা দেখতে যান, তখন একটি হাফ টাইম থাকে এবং সেই সময়ে একটি বাজার বা বাঁশি বাজানো হয়।

কিন্তু তারপরেও রয়েছে চূড়ান্ত বাজনা বা চূড়ান্ত বাঁশি, যা খেলার একেবারে শেষে বেজে ওঠে।

সুতরাং, যদি আপনি বাস্কেটবল খেলার শুরুতে বাজনা বাজার আগে কাউকে বলেন, সে বুঝবে যে আপনি শেষ বাজনাটির কথা বলছেন।

কিন্তু আপনি যদি দ্বিতীয় বাজারটির কথা বলেন, তারা বুঝে যায় যে আপনি শেষ বাজারটির কথাও বলছেন। সুতরাং পরকীয়ার ক্ষেত্রেও নীতিটা একই।

যিশু 'কুকরো' শব্দটি দুবার বলুন বা 'কুকরো' শব্দটি আরেকবার বলুন, এই সমাজের যে কেউ না কেউ দুটো কথার অর্থ একই বুঝত।

আমরা এখানে শিষ্যদের মধ্যে পিতরের কাছ থেকে শিখেছি যে, আত্মবিশ্বাস বজায় রাখা এবং শক্তির জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা ছাড়া কেবল ভক্তিই যথেষ্ট নয়।

ইব্রীয় ৪:১৬ পদে আমাদের বলা হয়েছে যে, অতএব আমরা যেন সাহসের সাথে অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে আসি, যেন আমরা করুণা লাভ করতে পারি এবং প্রয়োজনের সময়ে সাহায্যকারী অনুগ্রহ পেতে প

আমরা এই বিষয়টি নিয়ে শেষে আরও আলোচনা করব, কিন্তু ঈশ্বরের সাহায্যের জন্য আমাদের যে প্রয়োজন এবং তা স্বীকার করে নেওয়া, সেটাও প্রকৃতপক্ষে বাধ্যতারই একটি দিক।

এর মাধ্যমে আমরা শিষ্যদের, বিশেষ করে পিতরের বিষয়ে একটি গভীর হৃদয়ের শিক্ষা লাভ করব। তাই ৩৬ পদে পড়া চালিয়ে যান।

আর তুমি যীশুর সঙ্গে তাদের সঙ্গে গেৎশিমানি নামক স্থানে যাও এবং শিষ্যদের বলো, "আমি এখানে গিয়ে ঐখানে প্রার্থনা করব।"

আর তিনি পিতর ও জেবেদীর দুই পুত্রকে সঙ্গে নিলেন, ঠিক যেমন তিনি রূপান্তর পর্বতে প্রায়ই করতেন।

আর এই তিনজনই সেই লোক ছিল, যারা ২৪ অধ্যায়ে তাঁর কাছে এসেছিল। আর তিনি পিতর ও জেবেদির দুই পুত্রকে সঙ্গে নিলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিত ও ভারাক্রান্ত হতে লাগলেন।

তখন তিনি তাদেরকে বললেন, আমার প্রাণ মরণাপন্ন শোকে মুহ্যমান।

থিয়েরি ইয়ে হিয়ার, অথবা ওয়েট ইয়ে হিয়ার, থিয়েরি মানে ওজন, এবং থিয়েরি ইয়ে হিয়ার, সাদা পোশাকে আমার সাথে।

আমরা এখান থেকে শিখি। আচ্ছা, প্রথমত, ৩৬ পদে যিশু শহরের পূর্বদিকে অবস্থিত ব্রুশহেড্রনটি পার হয়ে যেতেন, যা আমরা যোহন ১৮ অধ্যায় থেকে জানতে পারি।

এর ঐতিহাসিকতা জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে এটি আসলেই ঘটেছিল, কোনো কার্টুন নয়।

আর এটা অন্য কোনো জগতের কোনো কার্টুনে ঘটেনি। এটা ঘটেছে ঠিক আমাদের এই পৃথিবীতেই, বাস্তব জীবনে, এমন সব জায়গায় যা আজও বিদ্যমান।

অ্যাডাম পার্কার অ্যালবার্ট বার্নসের মতে, হিব্রু ভাষায় গেথসেমানি শব্দের অর্থ জলপাই মাড়াইয়ের যন্ত্র হতে পারে।

আর এটা খুবই পরিহাসের বিষয় যে একে গেথসেমানির বাগান বলা হয়। আর যদি এর অর্থ সত্যিই জলপাই মাড়াইয়ের যন্ত্র হয়ে থাকে, তাহলে মূলত খ্রিষ্টের জীবনের একমাত্র বছরটিই ছিল যখন তিনি বে শোকে মুহ্যমান।"

এই ঘটনা ঘটার জন্য কী উপযুক্ত একটি জায়গা। বাইবেলে উল্লেখিত স্থানগুলোর নাম থেকে আসলে কী ঘটছে সে সম্পর্কে অনেক ধারণা পাওয়া যায়।

প্রায়শই এর বিধান অনুযায়ীই কাজ হয়ে যেত। এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং একে খুব বেশি দূর নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, কিন্তু এর থেকেও শিক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

৩৭ পদে, যিশু যখন বলেছিলেন, আসলে যখন বলা হয়েছে যে তিনি দুঃখিত ও অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হতে শুরু করলেন, তার প্রকৃত অর্থ হতে পারে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ভারাক্রান্ত বা অভিভূত হওয়া।

লূক ২২:৪৪ অনুসারে, তিনি এতটাই দুঃখিত ও ভারাক্রান্ত ছিলেন যে, এর পাশাপাশি তাঁর শরীর থেকে রক্তের ফোঁটা ঘামের মতো ঝরতে শুরু করে, যাকে কেউ কেউ পাগলামি বলেছেন।

কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে এর প্রমাণ পাওয়া যায় এবং ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে যেখানে দেখা যায় যে, মানুষ এতটাই দুর্দশাগ্রস্ত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল যে তাদের ঘামে রক্তের ফোঁটাও দেখ

এমনকি যিশুও, এবং আমরা এখানে আরও শিখলাম যে, তিনিও তাঁর মানবীয় সত্তায় ঈশ্বরভক্ত মানুষের কাছ থেকে সহানুভূতি ও সমর্থন চেয়েছিলেন। যখন আপনি সত্যিই দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে এমনটা করেন, তখন

এটা আশ্চর্যজনক যে আমরাও এই খ্রিষ্টের বংশধর নই। আমরা দেখি যে তাঁর ঐশ্বরিক প্রকৃতির পাশাপাশি মানবিক প্রকৃতিও ছিল। এখানে তা চিত্রিত হয়েছে।

তাঁকে একজন মানুষ হিসেবে এই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং এখন তাঁকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে যেখানে এটি অনিবার্য। স্পষ্টতই, তিনি আগে থেকেই জানতেন যে এমনটা ঘটতে চলে

আমরা রূপান্তর পর্বতে ফিরে পড়ি, যখন যিশু মোশি ও এলিয়র সঙ্গে তাঁর মৃতদের বিষয়ে কথা বলেছিলেন, যা তাঁকে জেরুজালেমে সম্পন্ন করতে হবে।

সে শৈশব থেকেই নিশ্চয়ই জানত যে এমন ভয়ঙ্করভাবে মরার জন্যই তার জন্ম হয়েছে।

কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে এ পর্যন্ত সুস্থ ও সম্পূর্ণ থাকতে সাহায্য করেছিলেন, যাতে তাঁর প্রতি যা ঘটতে যাচ্ছিল তার যন্ত্রণা ও শোক তাঁকে নিরুৎসাহিত করতে বা কবর থেকে নড়াতে না পারে।

ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে তাঁকে বিচ্যুত করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে, যা ঘটতে চলেছিল তার বাস্তবতা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সে জানত যে এবার এর মুখোমুখি হওয়ার সময় হয়েছে। এই মুহূর্তে শোকটা আসার কারণ বোঝা কঠিন, এ ছাড়া যে সে স্পষ্টতই জানত পরের দিন কী ঘটতে চলেছে।

স্পষ্টতই এমন অনেক বিষয় ছিল যেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য আমি যথেষ্ট প্রস্তুতি নিইনি। কিন্তু এরপর, ৩৯ নং পদে, তিনি আরেকটু এগিয়ে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লেন এবং প্রার্থনা করলেন।

এই বলে, "হে আমার পিতা, যদি সম্ভব হয়, তবে এই পানপাত্রটি আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও। তবুও, আমার ইচ্ছানুসারে নয়, বরং আমার ইচ্ছানুসারেই হোক।"

স্পষ্টতই, পিতা তাঁর জন্য এই পেয়ালাটি ছাড়েননি। এর দ্বারা আমরা শিখলাম যে, আমাদের রক্ষা করার আর কোনো উপায়ই ছিল না।

খ্রিস্টের প্রকৃত মৃত্যু ব্যতীত, মানুষের পক্ষে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার আর কোনো উপায় ছিল না। ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য মানুষের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব ছিল না।

স্বয়ং খ্রীষ্টকেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। পৌল গালাতীয়দের কাছে বলেছেন, "যদি ধার্মিকতা ব্যবস্থার দ্বারা আসে, তবে খ্রীষ্টের সেই কাজ বৃথা।"

অর্থাৎ, যদি মানুষেরা এমন একটি কীর্তি অর্জন করতে পারত যা তাদের নিজেদের কাজের যোগ্যতায় তাদেরকে যথার্থ প্রমাণ করত।

স্পষ্টতই, আইন-বিরোধীরা এবং আইনহীন সুসমাচার প্রচারকরা এর অপব্যবহার করে, কিন্তু কোনো ব্যক্তিই তার কর্মের হিসাব ঈশ্বরের কাছে পেশ করে বলতে পারে না যে, সে কখনো পাপ করেনি এবং মৃত্যু

স্পষ্টতই, আইনবিরোধী বা আইনহীন সুসমাচারের প্রচারকরা প্রচার করে যে, যিশু যা করেছেন তা যদি আপনি কেবল মেনে নেন, তবে আপনি পরিত্রাণ পাবেন।

বাইবেল ও সত্য যখন এই শিক্ষা দেয়, তখন কেবল তারাই খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য হন, যারা নিজেদের পাপের জন্য আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত, ঈশ্বরের ব্যবস্থার মানদণ্ডের সঙ্গে একমত এবং তাঁর অনুগ্রে
করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন।

কেবলমাত্র তারাই প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য, যারা প্রকৃতই অনুতপ্ত ও আজ্ঞাপালনকারী। কিন্তু প্রত্যেকেরই প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োগ না করা হলে, কেউই এমন কোনো কর্মফল দেখাতে প
করবে।

আর আমরা তা এখানেই শিখেছি। আলবার্ট পার্নেস ৩৯ নং পদে বলেন, "এর মাধ্যমে খ্রীষ্ট সকল দুঃখকষ্টের সময়ে আমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেছেন। দুর্যোগের সময়ে পরিত্রাণ অন্বেষণ করাই
ধরনের সময়ে আমাদেরও ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে দৃঢ়ভাবে আত্মসমর্পণ করা উচিত, এই আস্থায় যে এই সমস্ত পরীক্ষার মধ্যেও তিনি জ্ঞানী, দয়ালু এবং মঙ্গলময়।"

সুতরাং, এ থেকে আমরা স্পষ্টতই শিখলাম যে কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে চাওয়াটা ঠিক নয়। "ইশ, এমনটা যদি না হতো," একথা বলাটা কাপুরুষতা নয়।

কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ না করা এবং ধার্মিকতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দুঃখভোগ সহ্য না করা কাপুরুষতা।

আর স্পষ্টতই, অনেক সময় যখন আমরা ভয়াবহ পরীক্ষার সম্মুখীন হই, আমরা তা আসতে দেখি, কিন্তু ঠিক কী ঘটবে তা আমরা জানি না।

হয়তো পরিস্থিতি আমাদের জন্য ততটা খারাপ হবে না, যতটা মনে হচ্ছে।

কিন্তু যিশু জানতেন কী ঘটা প্রয়োজন এবং এও জানতেন যে, তাঁর সামনে থাকা চরম যন্ত্রণা থেকে তাঁর রক্ষা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।

সুতরাং ৪০ পদে, "তিনি শিষ্যদের কাছে এসে দেখলেন তারা ঘুমিয়ে আছে, এবং পিতরকে বললেন, তোমরা আমার সঙ্গে এক ঘণ্টা কী করে জেগে থাকতে পারলে না?"

এটা লক্ষণীয় যে, পিতরই সবচেয়ে সাহসের সাথে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর সাথে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে প্রস্তুত, এবং যিশু এখানে বিশেষভাবে পিতরকেই উদ্দেশ্য করে কথা বলেছেন।

তোমরা সতর্ক থাকো ও প্রার্থনা করো, যেন প্রলোভনে না পড়ো। আত্মা সত্যিই ইচ্ছুক, কিন্তু দেহ দুর্বল।

এগিয়ে যান।

তিনি দ্বিতীয়বার আবার চলে গেলেন এবং প্রার্থনা করে বললেন, 'হে আমার পিতা, যদি আমি এই পানপাত্র পান না করে আমার কাছ থেকে সরে না যাই, তবে আমার বিনাশ হবে।'

সুতরাং, যদিও তিনি এর মুখোমুখি হতে চাননি, যদিও এ নিয়ে তাঁর ভয় বা যন্ত্রণা ছিল, তবুও তিনি বুঝতে পারছিলেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।

আর এই বিষয়েই, আমরা ইব্রীয় ৫ অধ্যায়ে পড়ি যে, যিশু তাঁর দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে বাধ্যতা শিখেছিলেন।

আর তা হলো, তিনি উপলব্ধি করলেন একজন মানুষ হিসেবে বাধ্য থাকার অর্থ কী, এবং প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করার অর্থ কী।

আর এই পর্যায়েই তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, যখন তিনি ক্রুশের মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন। ফিলিপীয় ২ অধ্যায়ে আমরা পড়ি,

পৌল ফিলিপীয়দের কাছে ৫ পদে বলেন, "তোমাদের অন্তরে সেই মনোভাব থাকুক, যা খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যেও ছিল; যিনি ঈশ্বরের রূপে থেকেও, ঈশ্বরের সমান হওয়াকে অন্যায় মনে করেননি,

কিন্তু তিনি নিজেকে যশহীন করলেন, দাসের রূপ ধারণ করলেন এবং মানুষের সাদৃশ্যে নির্মিত হলেন।

এবং মানুষরূপে আবির্ভূত হওয়া।" সুতরাং কেবল নিজেকে নত করে দাসের রূপ ধারণ করা এবং মানুষের সাদৃশ্যে নির্মিত হওয়াই নয়,

এবং পুরুষ হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে তিনি নিজেকে আরও বিনয়ী করে তুললেন। এগুলো আমার কথা, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত অর্থ এটাই।

এবং তিনি মৃত্যু পর্যন্ত, অর্থাৎ ক্রুশের মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞা পালন করলেন; এইজন্য ঈশ্বরও তাঁকে অত্যন্ত উন্নত করেছেন এবং এমন একটি নাম দিয়েছেন যা সমস্ত নামের ঊর্ধ্বে।

ইব্রীয় ২:১৫-১৭ অধ্যায়ে এই বিষয়টি আশ্চর্যজনক ও রহস্যময়। আমরা সেটা পড়ি, আমি দুঃখিত, ২, আচ্ছা, আমি ২:১৪-১৮ পড়ব।

অতএব, যেহেতু সন্তানেরা রক্ত-মাংসের অংশীদার, তাই তিনিও নিজে সেই দৃশ্যে অংশ নিলেন, যেন মৃত্যুর দ্বারা তিনি মৃত্যুর ক্ষমতাধারীকে ধ্বংস করতে পারেন।

সে-ই শয়তান, এবং তাদের উদ্ধার করো যারা মৃত্যুভয়ে সারাজীবন দাসত্বে আবদ্ধ ছিল। কারণ নিশ্চয়ই সে স্বর্গদূতদের স্বভাব ধারণ করেনি।

কিন্তু তিনি অব্রাহামের বংশধারা গ্রহণ করলেন। অতএব, যে সকল বিষয়ে তাঁকে দেখা যায়, অথবা তাঁর ভাইদের সদৃশ হওয়া তাঁর জন্য উপযুক্ত ছিল, সে সকল বিষয়ে তিনি

যেন তিনি একজন দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হতে পারেন এবং ঈশ্বরের বিষয়াদির মাধ্যমে জনগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন। কারণ তিনি নিজে প্রলোভিত হয়ে দুঃখভোগ করেছেন,

"তিনি প্রলোভিতদের রক্ষা করতে বা তাদের সাহায্য করতে সক্ষম।" দুর্দশাগ্রস্ত খ্রিষ্টানদের জন্য এটি অত্যন্ত আস্থার পদ, যা আমাদের কখনও ভোলা উচিত নয়।

সুতরাং ৪৩ পদে, "আর তিনি এসে দেখলেন, তারা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, কারণ তাদের চোখ ভারি হয়ে এসেছিল। তখন তিনি তাদের ছেড়ে আবার চলে গেলেন এবং তৃতীয়বার প্রার্থনা করলেন, সেই একই কং

সুতরাং, যিশু বৃথা পুনরাবৃত্তি ও প্রার্থনা নিষেধ করলেও, তিনি অধ্যবসায়ী হতে এবং প্রকৃত যন্ত্রণার মুহূর্তে মনের কথা উজাড় করে দিতে নিষেধ করেননি।

এবং সত্যিই এর ভার ঈশ্বরের উপর অর্পণ করা প্রয়োজন। "তখন শিষ্যদের প্রত্যেকের সঙ্গে যাও এবং তাদের বলো, 'এখন তোমরা ঘুমিয়ে বিশ্রাম নাও। দেখো, সেই সময় আসন্ন,'"

এবং মনুষ্যপুত্র তাঁকে পাপীদের হাতে তুলে দিয়েছেন। ওঠো, আমরা যাই। দেখো, তিনি মৃত্যুর সন্নিকটে। আমাকে মুক্ত করো।"

বিষয়টা বোঝা একটু কঠিন। হয়তো তিনি ৪৫ নং পদে ব্যঙ্গ করছিলেন। অথবা হয়তো তিনি তাকে শুধু ঘুমাতে দিতে যাচ্ছিলেন।

এবং তখন তিনি দেখলেন যে যিহূদা ও তার সঙ্গীরা সত্যিই আসছে। তারপর তিনি তাদের জাগিয়ে তুললেন এবং উঠে দাঁড়াতে বললেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, ৪৭ পদে বলা হয়েছে, "হে যিহূদা, তিনি কথা বলতে থাকতেই বারোজন শিষ্যের মধ্যে একজন এলেন এবং তাঁর সঙ্গে জনগণের প্রধান যাজক ও প্রাচীনদের মধ্য থেকে তরবারি ও লাঠি হাতে এ

এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে যে, যেসব সুসমাচার প্রচারক অনুতাপের জন্য প্রচার করেন না, অনুতাপের বিষয়টি অনুধাবন করেন না এবং প্রকৃত অনুতাপ ছাড়াই মানুষকে খ্রিষ্টান বলে ঘো বলা যায়।

শিষ্যত্ব এবং খ্রীষ্টের শিক্ষার প্রতি প্রকৃত আনুগত্য ছাড়া। তারা হয়তো অনেক লোককে এই বিশ্বাস করাতে পারে যে, যীশুর প্রতি তাদের বিশ্বাস আছে,

এবং বহু লোক গির্জায় এসে তাঁর প্রতি বিশ্বাসের অঙ্গীকার করে, অথবা যারা পুনর্জন্ম লাভ করেছে তারা মনে করে যে তাদের আর বাধ্য থাকার প্রয়োজন নেই।

তাই তারা আত্মবিশ্বাসের সাথে যীশুকে অনুসারী বলে স্বীকার করবে এবং ভাববে যে তারা তাঁরই লোক। কিন্তু যখন তারা অনুতপ্ত ও বাধ্য নয়, তখন শেষ পর্যন্ত তারা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

ঠিক যেমন যিশু বলেছিলেন যে, যে ব্যক্তি পাথরের উপর তার ঘর তৈরি করেছিল, বন্যা, ঝড় ও বৃষ্টি এলেও সেই ঘরটি টলতে পারেনি,

পাথরের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সে তখন তা শুনেছিল, আমার কথাগুলো তখন তা-ই করে, বালির উপর ঘর বানানো মানুষের মতো নয়।

এবং তিনি বর্ণনা করলেন, কীভাবে ঝড়ো বাতাস, বৃষ্টি ও বন্যা এসে সেই বাড়িটির ওপর আঘাত হানল এবং সেটি ভেঙে পড়ল, আর তার পতন ছিল ভয়াবহ।

সুতরাং যে প্রচারকরা মিথ্যা অনুগ্রহ ও সহজ বিশ্বাসীদের প্রচার করেন এবং পরিশেষে এমন এক মানবকেন্দ্রিক সুসমাচার প্রচার করেন যা মানুষকে প্রকৃত অনুতাপে ও খ্রীষ্টের বাধ্য শিষ্য হতে পরিচালিত করে

যিশুর কাছে এমন বহু লোককে নিয়ে আসা যারা শেষ পর্যন্ত খুব প্রকাশ্য ও লজ্জাজনকভাবে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে,

ঠিক যেমন আপনি শুনবেন যে বহু লোক খ্রীষ্টের কাছে এসেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাই প্রকাশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল এবং তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

সুতরাং ৪৮ পদে, "তখন যে তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল, সে তাদের এই বলে একটি চিহ্ন দিল, 'আমি যাকে চুম্বন করব, সে তার পাশেই আছে, তোমরা তাকে শক্ত করে ধরো।' আর তখনই সে যীশুর কাছে এসে বল এবং তাঁকে চুম্বন করল।"

সুসমাচারগুলোর অন্য একটিতে যিশু বলেছেন, "যিহূদা, তুমি মনুষ্যপুত্রকে চুম্বনের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা করো।" অনেকে খ্রিষ্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তাঁর বাক্যকে বিকৃত করে। যারা তাঁর সৎ তারা নিজেদের স্বার্থ ও সুনামের জন্য খ্রিষ্টকে ব্যবহার করতে চায়।

কিন্তু তাঁকে ভালোবাসার কথা বলতে বলতেও, তারা আদতে যিহূদার মতোই, যে একটি চুম্বনের মাধ্যমে মানবপুত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

আমরা ৪৮ পদ থেকে আরও জানতে পারি যে, যিহূদা যে জনতাকে যিশুর কাছে নিয়ে এসেছিল, সেই জনতার প্রয়োজন ছিল যেন যিহূদা রাতে বাগানে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এটি একটি অত্যন্ত অদ্ খ্রিষ্টকে দেখতে একজন সাধারণ ইহুদির মতোই ছিল।

পশ্চিমা শিল্পকলায় তাকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, তিনি নিশ্চিতভাবেই সেই শ্বেতাঙ্গ বা শ্বেতকেশী, মেয়েলি চেহারার রক অ্যান্ড রোল ব্যক্তিত্ব ছিলেন না।

তাকে দেখতে প্রথম শতাব্দীর একজন ইহুদির মতো লাগত, সম্ভবত সূর্যের তাপে তার গায়ের রঙ বাদামী হয়ে যেত এবং তিনি প্রথম শতাব্দীর ইহুদিদের মতোই পোশাক পরতেন।

স্পষ্টতই, ঈশ্বর আমাদের আর কোনো বিশদ বিবরণ দেননি, কিন্তু আমরা ধর্মগ্রন্থ থেকে অনুমান করতে পারি যে তিনি প্রথম শতাব্দীর একজন সাধারণ ইহুদি পুরুষের মতো দেখতে ছিলেন।

এটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা পশ্চিমা সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে থাকা তাঁর সেই মূর্তিপূজক ভ্রান্ত উপস্থাপনা দ্বারা সংক্রমিত হতে চাই না, কেননা তা তাঁকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করে না।

আমি নিশ্চিত যে, গণমাধ্যমে আজকাল তাকে যেমন সাদা চুল ও ফর্সা চামড়ার রক অ্যান্ড রোল তারকা হিসেবে তুলে ধরা হয়, তিনি দেখতে তেমন নন।

সুতরাং ১৫ পদে, "যীশু তাঁকে বললেন, বন্ধু, তুমি কেন এসেছ?" এখানে 'বন্ধুরা' কথাটি ২২ অধ্যায়ের মতো। ২২ অধ্যায়ে, ২২:১২ পদের শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে।

এখানে এমন কাউকে বোঝানো হচ্ছে না যে আমার বন্ধুর মতো বিশ্বাসযোগ্য, বরং একজন সঙ্গীকে বোঝানো হচ্ছে। স্পষ্টতই, যিহূদা প্রায় তিন বছর ধরে খ্রিষ্টের সঙ্গী ছিলেন।

যেহেতু সে শিষ্যদের মধ্যে ছিল, তাঁর এত কাছাকাছি ছিল এবং তাঁর পুরো সঙ্গী ছিল, তাই এখানে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করাটা আরও বেশি লজ্জাজনক ছিল।

৫০ পদে, যারা ঈশ্বরের লোকদের উপর অত্যাচার করে, বিশেষ করে যারা একসময় মণ্ডলীর সদস্য এবং সম্ভবত একজন প্রকৃত বিশ্বাসীও ছিল, তাদের প্রতিও এটি একটি ভালো প্রশ্ন।

সুতরাং ১৫ পদে, "যীশু তাঁকে বললেন, বন্ধু, তুমি কেন এসেছ? তখন তাঁরা এসে যীশুর উপর হাত রাখল ও তাঁকে ধরে ফেলল। আর দেখ, যীশুর সঙ্গীদের মধ্যে একজন হাত বাড়িয়ে তাঁর তরবারি বের ব দাসকে আঘাত করে তার কান কেটে ফেললেন।"

আমরা জানি যে, ইনিই ছিলেন অন্য সুসমাচারগুলোতে উল্লেখিত পিতর এবং ইনি ছিলেন মেলকিসেদ নামের একজন দাস। আর আমরা জানি যে, যিশু তাঁর শত্রুদের প্রতি তাঁর সুফল দেখানোর জন্য এবং জন্য যে, তাঁর বিরুদ্ধে তাদের এগিয়ে আসাটা কতটা অযৌক্তিক ছিল, তার কান সুস্থ করেছিলেন; তবুও তারা তাঁকে গ্রহণ করেছিল।

তখন যীশু তাঁকে বললেন, "তোমার তরবারি আবার খাপে রাখো। কেননা যারা তরবারি ধারণ করে, তারা তরবারির দ্বারাই বিনষ্ট হবে।" এটা যে শান্তিবাদ শিক্ষা দিচ্ছে না, তা স্পষ্ট।

অ্যালবার্ট ব্র্যান্ডজ উল্লেখ করেছেন যে, লূকের ২২ অধ্যায়ে যিশু তাঁর শিষ্যদের দুটি তরবারি সঙ্গে নিতে বলেছিলেন; তিনি আসলে এর আদেশই দিয়েছিলেন। এবং ব্র্যান্ডজ আরও দেখিয়েছেন যে, ভ্রমণে নিজেদের রক্ষা করার জন্য তাদের এগুলোর প্রয়োজন হবে।

৫২ পদে যিশু প্রকৃত জীবন-মরণ বিপদের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা এবং অন্যের সুরক্ষাকে নিষেধ করছিলেন না। বরং তিনি রোমীয় ১৩ অধ্যায়ের সেই কথার কথা বলছিলেন, যেখানে বলা হয়েছে যে বেসামরিক ধারণ না করে।

এবং এরা ছিল বেসামরিক কর্তৃপক্ষ। ইহুদি কর্তৃপক্ষকে স্বয়ং রোমানরাই নিযুক্ত করেছিল। তারা ছিল আইনসম্মত কর্তৃপক্ষ।

সুতরাং ৫২ নং পদটির সঠিক সংজ্ঞা আমি দিতে পারব না, তবে এটি নিশ্চিতভাবেই বেসামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য সময়ে যখন তাদের আচরণ অযৌক্তিক হয়, তখন তরবারি হাতে তুলে নেওয়া

একজন খ্রিস্টানের জন্য আত্মরক্ষা এবং দুর্বলের পক্ষ সমর্থন করার অনুমতি থাকলেও, যখন সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রসঙ্গ আসে, তখন আপনার সত্যিই পালিয়ে যাওয়া উচিত। আর এটা সত্যিই সত্যি যে, তা এটি বহু বহু সমস্যার জন্ম দিতে পারে।

সেইসাথে যখন অপ্রয়োজনে বলপ্রয়োগের প্রশ্ন আসে, যখন তা ব্যক্তিগত প্রতিশোধের জন্য করা হয়, অথবা যখন তা সরকারের বিরুদ্ধে, রোমানদের বিরুদ্ধে বা আপনার সরকার যেই হোক না কেন, তার ি করা হয়।

অনেক ভণ্ড মসিহ নিজেরাই এই পথ অবলম্বন করেছিল। আর যিশু এখানে ঠিক সেই বিষয়টির দিকেই ইঙ্গিত করছিলেন। শুধু তাই নয়, যিশু পরবর্তী পদগুলোতে দেখাবেন কেন সেই সময়ে তরবারি ব্যবহ ছিল।

তিনি ৫৩ পদে বলেন, "তুমি কি মনে করো যে আমি এখন আমার পিতার কাছে প্রার্থনা করতে পারি না, আর তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে বারো লেজিয়নেরও বেশি স্বর্গদূত দেবেন না?" লেজিয়ন ছিল ৬,০০০ রোমান সেনা ইউনিট।

আর এখন বারোজন লোক ছিল, যিশু এবং এগারোজন শিষ্য, যিহূদা চলে গিয়েছিল। তাই যিশু এখানে যা বলছেন, তার পেছনে সম্ভবত একটি যুক্তি আছে, এমনকি আরও গভীর যুক্তি। এটা সম্ভবত শুধু একটা

কিন্তু তিনি ৫৪ পদে বলেন, "তবে শাস্ত্রের এই বাণী কীভাবে পূর্ণ হবে যে, এমনটিই ঘটবে?" আমি বিশ্বাস করি যে, যিশু ৫৪ পদে যা বলেছিলেন তা তাঁর শিষ্যদের জন্য একটি সান্ত্বনা এবং তাঁর শত্রুদের অহ ছিল।

এটা আমার বিরুদ্ধে তোমাদের বিজয় নয়, বরং শাস্ত্রের বাণী পূর্ণ হওয়ার জন্যই এরূপ করা হয়েছে।

সুতরাং ৫৫ পদে আমরা আবারও দেখি, যিশু তাঁর উৎপীড়কদের প্রতারণাপূর্ণ, গোপনীয় ও ধূর্ত স্বভাবের নিন্দা করছেন।

৫৫ পদ, "সেই মুহূর্তেই যীশু জনতাকে বললেন, 'তোমরা কি তরবারি ও লাঠি হাতে চোরের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছ, কারণ সে আমাকেই ধরেছে।' আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে মন্দিরে বসে শিক্ষা দিতাম।" যী যোহনের সুসমাচারে তিনি বিশদভাবে বলেছেন যে, আমি যা বলেছি তা জগতের সামনেই বলেছি এবং গোপনে কিছুই বলিনি।

আমি বিষয়টা নিজের মতো করে বলছি। কিন্তু যিশু প্রকাশ্যে শিক্ষা দিতেন এবং তাঁর লুকানোর কিছুই ছিল না, কিন্তু এই লোকেরা জনতার ভয়ে তাঁকে প্রকাশ্যে নিয়ে যেত না, বরং তারা গোপনে আড়ালে তাদে

এখানে আলো ও অন্ধকারের এক চমৎকার বৈপরীত্য তুলে ধরা হয়েছে। "আমি প্রতিদিন মন্দিরে আপনার সঙ্গে বসে শিক্ষা দিতাম এবং আপনি আমাকে কোনোভাবেই আঁকড়ে ধরতেন না।"

কিন্তু এই সমস্ত কিছু করা হয়েছিল যেন ভাববাদীদের শাস্ত্র পূর্ণ হয়। "তখন সমস্ত শিষ্য তাঁকে ত্যাগ করে পালিয়ে গেল।"

আচ্ছা, তাহলে ৫৬ নং পদে এগিয়ে যান। আমি দুঃখিত, ৫৭ নং পদে।

আর দায়ূদ যীশুকে ধরে মহাযাজক কায়াফার কাছে নিয়ে গেলেন, যেখানে শাস্ত্রবিদ ও প্রাচীনবর্গ সমবেত হয়েছিলেন।

কিন্তু পিতর তাঁকে দূরে মহাযাজকের প্রাসাদে নিয়ে গেলেন এবং ভেতরে গিয়ে শেষ পরিণতি দেখার জন্য ভৃত্যদের সঙ্গে বসলেন।

যোহনের সুসমাচার থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি সভাকক্ষে ভৃত্যদের সঙ্গে বসে শরীর গরম করছিলেন।

এখানে জগতের সাথে স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠার ব্যাপারে একটি শিক্ষা রয়েছে, এমনকি যদি তা বৈধও হয়।

প্রবেশকক্ষে বসে শরীর গরম করে নেওয়ায় কোনো সমস্যা নেই।

কিন্তু আমি নিশ্চিত যে পিতর এই দাসদের কথোপকথন শুনেছিলেন।

জানেন তো, সে তাদের কথাবার্তা শুনেই হয়তো তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, হয়তো শুনছে যে তারা মনে মনে অনুমান করছে সে যিশুর শিষ্যদের একজন হতে পারে।

খুব সম্ভবত তার মনে অনেক ভয় ছিল; হয়তো নিজের জীবনের ভয়ের চেয়ে তাদের খুশি করার ইচ্ছাতেই সে তাদের বিরাগভাজন হতে চায়নি।

ভৃত্যদের সাথে অমনভাবে সভাকক্ষে থাকার কারণে তার মনে হয়তো এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল।

৫৯ পদ, "প্রধান যাজক, প্রাচীনবর্গ এবং সমস্ত পরামর্শদাতারা যীশুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য খুঁজছিলেন, কিন্তু কোনো সাক্ষ্য পেলেন না।" মার্কের বিবরণ থেকে আমরা জানতে প মেলেনি।

হ্যাঁ, যদিও অনেক মিথ্যা সাক্ষী এসেছিল, কিন্তু একজনকেও পাওয়া গেল না। শেষে দুজন মিথ্যা সাক্ষী এসে বলল, 'এই লোকটি বলেছে, 'আমি ঈশ্বরের মন্দির ধ্বংস করতে এবং তিন দিনের মধ্যে তা আবার গ

তখন মহাযাজক উঠে তাঁকে বললেন, 'এগুলো তো কোনো উত্তরই নয়, এই সাক্ষীরা কিসের বিরুদ্ধে?'

স্পষ্টতই, যিশু ঠিক কী বলেছিলেন এবং তার দ্বারা তিনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, সে বিষয়ে এই মিথ্যা সাক্ষীদের মধ্যে মতের অমিল ছিল।

আর মহাযাজক স্পষ্টতই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন না, এবং তিনি যীশুকে দিয়ে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ানোর চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু আমরা ৬৩ পদে পড়ি, "কিন্তু যিশু নীরব থাকলেন।" আর এটা নিঃসন্দেহে একটি শিক্ষা।

মার্ক ১৫ অধ্যায় থেকে আমরা জানতে পারি, পিলাতের সামনে যখন যীশুকে মৌখিকভাবে আক্রমণ করা হচ্ছিল, তখন তাদের অভিযোগের জবাবে তিনি কিছুই বলেননি।

এবং আমরা অধ্যায়টির পরবর্তী অংশে জানতে পারি যে, পিলাত জানতেন যে প্রধান যাজকেরা ঈর্ষার বশে তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল।

একটা ব্যাপার আছে, যখন একজন মানুষ দ্রুত... আমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হলে তার জবাব দেওয়া এবং আসলে কী ঘটেছিল তা লোকেদের বলা ঠিক নয়।

কিন্তু মাঝে মাঝে যখন মানুষ অযৌক্তিক ও জাগতিক আচরণ করে এবং তাদের কথাগুলো একেবারেই হাস্যকর হয়, তখন আমরা যিশুর কাছ থেকে শিখি যে, চুপ করে থাকাই ভালো হতে পারে।

এটা ভাবা অবশ্যই ঠিক নয় যে প্রতিটি ছোটখাটো অভিযোগেই আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে।

আর অবিশ্বাসীরা একজন মানুষের চরিত্র ও ঈশ্বরের প্রতি তার আস্থা দেখতে পায় এবং প্রায়শই, এমনকি যদি তারা সামান্য সৎও হয়, বুঝতে পারে যে এই লোকেরা ন্যায়পরায়ণ নয়।

তাদের যে একটি অসৎ উদ্দেশ্য আছে তা স্পষ্ট এবং এই লোকটি যে তাদের মতো পাশবিক নয়, তা পরিষ্কার।

আর তারা যদি সামান্যতমও সৎ হয়, তাহলে তাদের আচরণ দেখেই তারা তা বুঝতে পারবে।

আমি দেখতে পাচ্ছি যে, যারা তাকে আক্রমণ করছে তাদের চেয়ে এই লোকটি অনেক বেশি যুক্তিবাদী, অনেক বেশি নির্মোহ এবং সৎ।

আমি নিশ্চিত যে, যারা এই বিচারগুলো দেখছেন, তাদের অনেকেই তখনও এটি চলতে থাকার পূর্বাভাস পেয়েছিলেন।

মার্ক ১৪:৫৬ পদে আমরা পড়ি যে, যিশুর বিরুদ্ধে যে মিথ্যা সাক্ষীরা এসেছিল, তাদের সাক্ষ্য একসঙ্গে মেলেনি।

সুতরাং এখানে একটি মূল নীতি রয়েছে ঐ বিভিন্ন ধর্ম, ঈশ্বরের বাণীর উপর বিভিন্ন আক্রমণ, এবং ঈশ্বরের বাণী কেন সত্য নয় সে সম্পর্কে মানুষের বিভিন্ন কারণ নিয়ে।

মানুষের বিভিন্ন মতবাদগত জটিলতা খ্রীষ্টের প্রতি প্রকৃত বাধ্যতা, প্রকৃত পবিত্রতা এবং প্রকৃত ঈশ্বরীয় জীবনযাপনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

তাদের সাক্ষী একসঙ্গে একমত নন।

খ্রিস্ট ও তাঁর মতবাদের সকল বিরোধীরা নিজেদের মধ্যে একমত নন।

আর এই মিছিলটি তাদের বিরুদ্ধে, যারা ভ্রান্ত মতবাদ ও মিথ্যা ধর্ম গ্রহণ করে এবং বাইবেলকে প্রত্যাখ্যান করে, আর এর মাধ্যমে খ্রিষ্টকেও প্রত্যাখ্যান করে।

এবং যদি তারা বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে ও সতর্কতার সাথে অধ্যয়ন করত, তবে তারা দেখতে পেত যে, খ্রীষ্ট ও তাঁর বাক্যকে প্রত্যাখ্যান করার মতো কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ তাদের ছিল না।

এবং এর পরিবর্তে তাদের উচিত ছিল খ্রিষ্টের কাছে নত হওয়া এবং একজন বাধ্য শিষ্য হওয়া।

এবং সেটা অনেকটাই একই রকম, এবং এটা মূলত এখানকার একই বিষয় যা নিয়ে আমরা এখন আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

৬৩ পদ, "কিন্তু যিশু নীরব থাকলেন, তখন মহাযাজক তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'আমি জীবন্ত ঈশ্বরের নামে যাত্রা করেছি, যেন আপনি আমাদের বলেন, আপনিই কি খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র?'"

লক্ষ্য করুন, ইহুদিদের ধারণা অনুযায়ী খ্রিষ্ট বা মসিহ হবেন ঈশ্বরের পুত্র।

সুতরাং মূলত যখন তিনি বলেন, "আমি জীবন্ত ঈশ্বরের দ্বারা যাত্রা করেছিলাম," তখন তিনি তাকে একটি শপথ করাচ্ছেন।

আর এটা সেই অধ্যায়ে ফিরে যায় — এবং এলভিন বার্নস নিজেই এর ভাবানুবাদ করেন। "আমি ঈশ্বরের সামনে শপথ স্থাপন করেছি।"

এর অর্থ হলো, যা বলা হয়েছে তার সত্যতা হিসেবে ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখা।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এটি অধ্যায় ৫-এর শপথ সংক্রান্ত আলোচনার সাথে সম্পর্কিত, যেখানে যিশু এখানে স্পষ্টভাবে সেইসব হেলাফেলাপূর্ণ ও মিথ্যা শপথের সমালোচনা করছিলেন, যা ঈশ্বরকে না করার আশায় করা হয়।

গুরুতর ও গুরুগম্ভীর বিষয়ে শপথ করার এখনও একটি সময় আছে, এবং যিশুর শিক্ষা তা অস্বীকার করেনি।

এবং যিশু স্বয়ং ৬৪ পদে শপথপূর্বক উত্তর দেন।

সুতরাং ৬৪ পদে, "যীশু তাঁকে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ," যার মূল অর্থ হলো, "হ্যাঁ, এটা সত্য। তথাপি আমি তোমাদের বলছি, ভবিষ্যতে তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের ডান পাশে বসে থাকতে এবং দেখবে।"

আপনি যদি দানিয়েল অধ্যায় ৭-এ যান, দেখবেন ঈশ্বর যিহিষ্কেলকে 'মনুষ্যপুত্র' বলে সম্বোধন করেছেন এই অর্থে যে, "তুমি একজন দুর্বল, ভঙ্গুর মানুষ, যাকে ভাববাদী হিসেবে ঈশ্বরের উপর নিজের নির্ভরশীল

সুতরাং এক অর্থে যিশু ও তাঁর নম্রতা মানবপুত্রের পরিচয় ধারণ করেছিল।

কিন্তু এমন একটি দিকও রয়েছে যেখানে ইহুদিদের সন্তানেরা মনুষ্যপুত্রকে স্বয়ং মসিহ হিসেবে বুঝতেন, যিনি আদতে ছিলেনই মনুষ্যপুত্র।

পুত্রকে এমন একজন হিসেবে ভাবুন যিনি পিতার কাছ থেকে সবকিছুর উত্তরাধিকারী, যিনি পিতার বিধান অনুসারে সকলের প্রভু এবং সকলের শাসক।

এই অর্থেই দানিয়েল 'মনুষ্যপুত্র' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

সুতরাং, ৬৪ পদে যিশু যা বলেছিলেন তা ছিল মসিহ হওয়ার একটি স্বীকারোক্তি, কারণ এটি দানিয়েল ৭ অধ্যায়ের একটি উল্লেখ, যেখানে দানিয়েল ৭:১৩ পদে বলেন, "আমি রাত্রিকালীন দর্শন দেখলাম, আর দে স্বর্গের মেঘের সঙ্গে আসলেন এবং প্রাচীনতমের কাছে এলেন, আর লোকেরা তাঁকে তাঁর সামনে আনল।"

এবং তাঁকে আধিপত্য, মহিমা ও এক রাজ্য দেওয়া হয়েছিল, যেন সকল লোক, জাতি ও ভাষার মানুষ তাঁর সেবা করে।

তাঁর আধিপত্য এক চিরস্থায়ী আধিপত্য যা কখনও শেষ হবে না; তাঁর রাজ্যে এমন কিছু আছে যা ধ্বংস হবে না।

সুতরাং, ৬৪ পদে যিশু এই বিষয়টির কথাই উল্লেখ করছিলেন।

সুতরাং ৬৫ পদে বলা হয়েছে, "তখন মহাযাজক তাঁর পোশাক ঝেড়ে ফেলে বললেন, 'সে ঈশ্বরনিন্দা করেছে। আমাদের আর কী সাক্ষীর প্রয়োজন? দেখ, তোমরা এখন তার ঈশ্বরনিন্দা শুনেছ।'"

তোমরা কী মনে করো, তিনি সেন্ট এডওয়ার্ডের সঙ্গে, অর্থাৎ ইসরায়েলের শাসক পরিষদ, ইহুদি পরিষদের সঙ্গে কথা বলছেন। তারা উত্তর দিয়ে বলল, 'তোমরা কী মনে করো, তিনি মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য।'

তখন তারা তাঁর মুখে থুথু দিল, যা চরম অবজ্ঞা ও অপমানের কাজ, এবং তাঁকে প্রহার করল; অর্থাৎ, তারা তাদের মুষ্টি দিয়ে তাঁকে চেপে ধরল, আর অন্যরা তাদের হাতের তালু দিয়ে, অর্থাৎ খোলা হাতে, ত লাগল, 'হে খ্রীষ্ট, আমাদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী কর, কে সে যে তোমাকে আঘাত করল?'

এটা খুবই পরিহাসের বিষয় যে তারা খ্রিষ্টকে ঈশ্বরনিন্দার জন্য নিন্দা করে, কিন্তু লুক এই পর্যায়ে এবং আরও অনেক কিছুর সাথে যোগ করেন যে, গাছপালা বিখ্যাতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলেছিল।

তারা খ্রিষ্টের বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দার অভিযোগ এনেছিল, অথচ সেই মুহূর্তে তারা নিজেরাই চরম ঈশ্বরনিন্দার কাজে লিপ্ত ছিল, যা ওই কথাগুলো থেকে প্রতীয়মান হয়।

সুতরাং এটা লূক ২২:৬৫, এর মধ্যে দারুণ পরিহাস রয়েছে।

সুতরাং, হ্যাঁ, যদি খ্রিষ্ট ঈশ্বরের পুত্র না হতেন, তবে তিনি সত্যিই ঈশ্বরনিন্দা করতেন এবং তার যোগ্যই হতেন।

কিন্তু তাদের সাক্ষীদের বিষয়ে আমি যা বলছিলাম, সে প্রসঙ্গে ফিরে আসি, তারা একমত, কিন্তু একসাথে নয়।

যারা বাইবেলে খ্রীষ্টের বিষয়ে সমস্ত প্রমাণ দেখেন এবং তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করেন, তারা দেখতে পাবেন যে তিনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র, তিনি সত্যিই সকলের প্রভু, এবং সত্যিই তাঁর সামনে নত হওয়া সেবা করা এবং তাঁর উপাসনা করা উচিত।

আর এই লোকেরা খ্রীষ্টকে দোষী সাব্যস্ত করল, কারণ তারা তাঁর দ্বারা অসন্তুষ্ট হয়েছিল এবং তাদের সামনে থাকা প্রমাণ ও তাঁর করা সমস্ত চিহ্ন তারা সততার সাথে বিবেচনা করেনি।

এবং তাঁর মতবাদের পূর্ণতা, এবং তৎকালীন সময়ে তাদের কাছে থাকা ঈশ্বরের বাক্য, অর্থাৎ পুরাতন নিয়মের সাথে এর সামঞ্জস্য ও অন্তর্দৃষ্টি।

যদি তারা তা করত এবং মসিহ বিষয়ে পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রপদগুলো বিবেচনা করত, তাহলে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হত যে, তিনিই মসিহ এবং তাঁর সামনে নত হত।

কিন্তু তারা মিথ্যা সাক্ষীদের কথায় দ্রুত কান দিয়েছিল, কারণ তারা তাদের দোষী সাব্যস্ত করতে চেয়েছিল।

এবং তারা ইচ্ছাকৃতভাবে সমস্ত প্রমাণ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, এবং যারা বাইবেলের মতবাদকে বিকৃত করে ও সরাসরি ধর্মগ্রন্থকে প্রত্যাখ্যান করে, তারা শেষ পর্যন্ত সেই একই জঘন্য ভুল করে যা এই লোকেরা ক

সুতরাং, ৬৯ নং পদে আরও বলা হয়েছে যে, লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই সময়ে পুরো মনোযোগ যিশুর ওপর ছিল না।

ঈশ্বরের বাণী অস্বীকার করার যে ঘটনা পিতরের বিষয়ে আমরা পড়তে চলেছি, তা চারটি সুসমাচারেই রয়েছে। এমনকি খ্রিষ্টের জন্মও চারটি সুসমাচারের সবকটিতে নেই।

শুধুমাত্র পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানোর ঘটনা, এবং খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান, হয়তো আরও দু-একটা বিষয়।

কিন্তু প্রভুকে অস্বীকার করার বিষয়টি সেই অল্প কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে পড়ে, যা চারটি সুসমাচারেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তখন পিতর কোনো আপত্তি ছাড়াই বললেন, "আপনিও তো গালীলের যীশুর সঙ্গে ছিলেন," এমন সময় এক যুবতী তাঁর কাছে এসে বলল, "আপনিও তো গালীলের যীশুর সঙ্গে ছিলেন।" কিন্তু তিনি সকলের সা "তুমি কী বলছ, আমি জানি না।"

আর তিনি বারান্দায় বেরিয়ে গেলে, আরেকজন দাসী তাঁকে দেখে সেখানে উপস্থিত লোকদের বলল।

নাসরতীয় যিশুর ক্ষেত্রেও এমনটাই ঘটেছিল এবং তিনি শপথ করে অস্বীকার করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, পিতর মিথ্যা বলার সময় কীভাবে পাপপূর্ণভাবে শপথ ব্যবহার করেন।

মিথ্যাটি একটি দায়সারা শপথের সাথে এসেছিল, এবং অধ্যায় ৫-এ যিশু যে বিষয়টির তিরস্কার করছিলেন, তার সাথে এর অনেকখানি সম্পর্ক রয়েছে।

আর তিনি আবার শপথ করে অস্বীকার করলেন, "আমি লোকটিকে চিনি না।" কিছুক্ষণ পর দায়ূদ তাঁর কাছে এসে পিতরকে বললেন, "নিশ্চয়ই তুমিও তাদেরই একজন।"

কারণ তোমার বাক্য প্রস্তুত থাকুক, অথবা তার বাক্যই তাকে পরিচিত করে তুলবে। সম্ভবত, যেহেতু তিনি গালীল অঞ্চলের ছিলেন, তাই যিহূদিয়া ও যিরূশালেমের লোকদের তুলনায় গালীলীয়দের কথা বলার স্পষ্ট বোঝা যেত যে তারা গালীল অঞ্চলেরই লোক।

আর স্পষ্টতই, পিতর যে গালীলের অধিবাসী ছিলেন, এই বিষয়টিই নিজে থেকে একটি ইঙ্গিত ছিল যে তিনি যিশুর সঙ্গেই থাকতেন।

তখন সে অভিশাপ দিতে ও কসম খেতে শুরু করল যে, এ এক সত্যিই ভয়ংকর ব্যাপার, আর বলতে লাগল, আমি লোকটিকে চিনি না। আর তৎক্ষণাৎ লিঙ্গটি দ্বিতীয়বারের মতো বড় হয়ে উঠল, চূড়ান্তভাবে ব

আর পিতর যীশুর সেই কথা স্মরণ করলেন, যা তিনি তাঁকে বলেছিলেন, "মোরগ ওঠার আগে তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।"

এবং সে বেরিয়ে গেল, মনে মনে খুব দুঃখ নিয়ে।

অ্যালবার্ট বার্নস উল্লেখ করেছেন যে, এটা আশ্চর্যজনক যে সুসমাচারের সকল শিক্ষার্থীই এটি লিপিবদ্ধ করে। আর এটি তাদের সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ।

এমনকি মার্কের সুসমাচারও, যা সম্পর্কে মূলত এটাই মনে করা হয় যে, এটি পিতর কর্তৃক মার্ককে বলা একটি সুসমাচার ছিল, অথবা অন্তত পক্ষে এটি পিতরের অনুমোদন পেয়েছিল।

আর আমরা দেখি যে, শাস্ত্রের ১ পিতর অধ্যায় ৫-এ আমরা পিতর ও মার্কের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতার কথা পড়ব।

মার্কের সুসমাচারে সবচেয়ে বিশদ বিবরণ রয়েছে; যেটি হয় পিতর মার্ককে বলেছিলেন অথবা পিতর নিজে অনুমোদন করেছিলেন, সেটিতেই পিতরের অস্বীকারের বিষয়ে সবচেয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

প্রেরিতদের সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতার এটি একটি প্রমাণ যে, তাঁরা প্রধান নেতা পিতরকে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

তিনি প্রথম পোপ ছিলেন না, কিন্তু তিনি যে ইহুদিদের প্রধান ধর্মপ্রচারক ছিলেন, তা স্পষ্ট।

তিনি যে আদি গির্জার অন্যতম স্তম্ভ এবং অন্যতম সুপরিচিত খ্রিস্টানদের একজন ছিলেন, তা স্পষ্ট, যার ফলে তারা এই বিষয়টি প্রকাশ করবে।

এখানে আমরা দেখতে পাই যে কীভাবে একটি পাপ অন্য পাপের দিকে চালিত করে; কীভাবে পিতরের অতিরিক্ত, বলা যেতে পারে, তাঁর অহংকারী আত্মবিশ্বাস তাঁকে মিথ্যা বলার দিকে ঠেলে দিয়েছিল, যা পরিশেষে এমনকি তিনি যে খ্রিষ্টকে চিনতেন না, সেই কথাও অস্বীকার করার দিকে নিয়ে যায়।

আমরা এখানে শিখি যে, মহান অনুগ্রহ আমাদেরকে গুরুতর পাপ থেকে রক্ষা করে না, এবং আমরা দেখি যে, প্রকৃতপক্ষে, আমার মনে হয় এটা বলা যুক্তিসঙ্গত যে, পিতরের উপর বর্ষিত মহান অনুগ্রহ গুরুতর করে তুলেছিল।

আমরা ১ করিন্থীয় ১০, ১২ এবং ১৩ অধ্যায়ে আত্মবিশ্বাসের বিপদ সম্পর্কে জানতে পারি। এটি একটি সতর্কবাণী যে, আমি এখন সেদিকে যাচ্ছি না।

বলা হয়েছে, "অতএব সে যেন মনে করে যে সে স্থির আছে, সতর্ক থেকো পাছে সে পড়ে যায়।"

এই সাধারণ চাহিদার মতো কোনো প্রলোভন তোমাকে গ্রাস করবে না, বরং ঈশ্বর বিশ্বস্ত; তিনি সেই প্রলোভন থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ করে দেবেন, যেন তুমি তা সহ্য করতে পারো।

কিন্তু যারা মনে করে যে তারা স্থির আছে, তারা পড়ে যাবে যদি তারা স্বীকার না করে যে তাদের ঈশ্বরের সাহায্য প্রয়োজন, এবং তাঁর দেওয়া পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেতে তাঁর অনুগ্রহ দরকার।

"আত্মায় দীনহীনরা ধন্য," আমরা জানি এটিই প্রথম নীতি, ঈশ্বরের রাজ্য; যা ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা এবং তাঁর অনুগ্রহ, তাঁর ঐশ্বরিক সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজনীয়তার এক প্রকৃত বাস্তব স্বীকৃতি।

তবে, আমরা পিতরের অনুতাপ থেকেও শিখতে চলেছি। ব্যর্থতা উপকারী হতে পারে, এবং এটাই মূল বিষয়, যখন আপনি ব্যর্থতা মেনে নিতে অস্বীকার করেন।

পিটার বলেননি, "তিনি যখন পড়ে যাবেন, ঈশ্বরের করুণা আমাকে রক্ষা করবে, তাই আমি ঠিক আছি।" তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি। তিনি ব্যর্থতা মেনে নেননি, এবং আমরা জানি যে ঘ ছিল ঈশ্বরের প্রতি এক প্রকৃত শোক, যা অনুতাপের দিকে পরিচালিত করে এবং যার প্রতিশোধ নিতে তিনি অবিরাম চেষ্টা করেছেন।

আপনার কথাগুলো যখন অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে, তখন ঈশ্বর সেগুলোকে পরিত্যাগ করতে পারেন, যাতে সেই আত্মবিশ্বাস ভেঙে যায় এবং আপনি গুরুতর পাপে পতিত হন।

পিতরের ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, যারা ভেঙে পড়বে, আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবে, আবার উঠে দাঁড়াবে, সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং ব্যর্থতার মুহূর্তে আগের চেয়ে ভিন্নভাবে ঈশ্বরের সন্ধান দ্বিতীয় সুযোগ থাকতে পারে।

এটাও আকর্ষণীয় যে পিটার বেশি সাহসী ছিলেন, যদিও তিনি অন্যায়ভাবে সাহসী হয়েছিলেন। আগুনের কাছে থাকা দাসী ও অন্যান্য ভৃত্যদের সামনে তিনি যতটা সাহসী ছিলেন, তার চেয়ে সৈন্যদের সামনে বেশি সাহসী ছিলেন।

এটা সম্ভব যে একজন মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে বহু লোককে ন্যায্যভাবে বা সঠিক উপায়ে কিংবা ভুলভাবে তিরস্কার করছে, এবং বিশেষ করে যদি তা ভুলভাবে হয়, তাহলেও সেই একই মানুষটি তার নিজের গির্ তার নিজের গির্জার আরও বেশি দোষী লোকদের তিরস্কার করতে পারে এবং হয়তো তার স্ত্রী ও কন্যাদেরও ভয় পেতে পারে।

এমন অনেক পুরুষ আছেন যারা কারাগারে পাপীদের তিরস্কার করতে ইচ্ছুক, অথচ নিজেদের স্ত্রী ও কন্যাদের সামান্য বিশ্রামের জন্য তিরস্কার করতে ভয় পান।

আর আপনি দেখতে পাবেন যে অনেক পথপ্রচারক রাস্তায় কেমন আচরণ করে, এবং তারপর আপনি তাদের পরিবার ও মেয়েদেরও ঠিক ততটাই খারাপ পোশাকে দেখতে পাবেন, যতটা খারাপ পোশাকে সে বারে বা কলেজ ক্যাম্পাসে ডেকে তিরস্কার করে।

রাস্তায় অনেক ধর্মপ্রচারক আছেন। আমি শুধু একজনের কথা উল্লেখ করব, যেহেতু এটা এমনিতেও সবার জানা। তো, রূবেন ইসরায়েল, এই লোকটি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, জানেন তো, মানুষের সাথে দে

সে অশালীন কথা বলতে পারে, সে অশালীন আচরণ করতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে তার সাহসিকতার জন্য তাকে প্রশংসাও করা যায়, তবুও তা সত্ত্বেও, তার নিজেরই তরুণ শিষ্যরা তার চেয়েও বেশি অশা
পারে, এমনকি তার নিজের চেয়েও বেশি, যারা শার্ট পরে এমন সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেয় যাতে লেখা থাকে, "তোমাদের ধর্ষণ প্রাপ্য।"

এমনকি সুসমাচার প্রচারের জন্য প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া, পাপপূর্ণ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়া এবং সেই ব্যবসার পৃষ্ঠপোষকের মতো আচরণ করা।

তো, বাইরে আরেকজন ধর্মোপদেশ দেয় আর ভেতরে থাকা অন্য ধর্মপ্রচারক, যে ব্যবসার একজন পৃষ্ঠপোষক হওয়ার ভান করছে, সে বাইরের ধর্মোপদেশ শুনে অনুতপ্ত হওয়ার ভান করে এবং ভেতরের ত
তো অনুতপ্ত হচ্ছি।"

আর রূবেন ইসরায়েল সেই লোকগুলোকে তিরস্কার করেন না। তিনি প্রমাণ করছেন যে, তিনি হয় তাদের আচরণের সঙ্গে একমত, অথবা তাদের তিরস্কার করতে ভয় পান।

এবং ওই রাস্তার ধর্মপ্রচারক চক্রটি এবং সেই চক্রের বাইরে থাকা অন্যান্য পুরুষদের বিষয়ে এরকম অনেক ঘটনাই রয়েছে।

তো ব্যাপারটা হলো... আমি ঠিক জানি না এর থেকে কী উপসংহার টানব, কিন্তু আমরা পিটারের উদাহরণ থেকে দেখতে পাই যে, এক ক্ষেত্রে খুব সাহসী মনে হওয়া সম্ভব, আবার অন্য ক্ষেত্রে আরেকজন
সহজ বলে মনে হয়।

আর নিঃসন্দেহে এটি আমাদের মানব শক্তি ও সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা শিক্ষা দেয়।

আর এই মানবিক আত্মবিশ্বাস হলো আমাদের নিজেদের ওপর আস্থা এবং আমাদের নিজেদের এমন যেকোনো গুণের ওপর আস্থা, যা নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি এবং বলি, "ওহ্, আমি এই দিকটায় ভালো। আ

মানুষেরও সীমাবদ্ধতা আছে, এবং ঈশ্বর তা ভেদ করে দেখবেন, বিশেষ করে তাদের ক্ষেত্রে যাদের হৃদয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতি ভালোবাসা রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

তিনি এর মধ্য দিয়ে দেখবেন যে, সেই সীমাবদ্ধতাগুলো প্রকাশ করা হয় তাদের এটা বোঝানোর জন্য যে, তাদের নিজেদেরকে বিনয়ী করতে হবে এবং প্রার্থনা করতে হবে যেন তারা, ধরা যাক, প্রলোভনে পড়ে।

এই সবকিছু থেকে পিটার শিক্ষা পেয়েছিল, এবং সেই শিক্ষাটা হলো...

এটা এমন এক হৃদয় যা তিনি গ্রহণ করেছিলেন, এমন এক হৃদয় যা আমাদেরও নিশ্চিতভাবে ধারণ করতে হবে এবং তা আরও গভীর ও উচ্চতর মাত্রায়।

আর যারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার ব্যাপারে এবং তাঁর কাছে লজ্জাজনক সাক্ষ্য না রাখার ব্যাপারে আন্তরিক, তাদের পিতরের শেখা এই শিক্ষাটি মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত।

তাই আমরা ১ পিতর অধ্যায় ৫, পদগুলো পড়ার মাধ্যমে শেষ করব... আমরা বইটির শেষ পর্যন্ত পড়ব শুধু পিতর ও মার্কের মধ্যকার যোগসূত্রটি দেখানোর জন্য এবং পিতরের নিশ্চয়ই...

মার্কের সুসমাচারে পিতরের একটি বড় ভূমিকা ছিল—এই বিশ্বাস কতটা যুক্তিসঙ্গত হবে, তা দেখানোর জন্য।

১ পিতর ৫ অধ্যায়ে পিতর বলেন, "হে যুবকগণ, তোমরা জ্ঞানী হও এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের বশীভূত হও। হ্যাঁ, তোমরা সকলে একে অপরের বশীভূত হও এবং নম্রতার সাথে শীতল হও।"

কারণ ঈশ্বর অহংকারীদের প্রতিরোধ করেন এবং নম্রদের অনুগ্রহ করেন। অতএব ঈশ্বরের পরাক্রমশালী হস্তের নীচে নিজেদেরকে নম্র করো, যেন তিনি যথাসময়ে তোমাদের উন্নত করেন; তোমাদের সমস্ত
কারণ তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন।

"সংযমী হও, সতর্ক থাকো।" সুতরাং লক্ষ্য করুন, আমাদেরকে নম্র হতে এবং ঈশ্বরের পরাক্রমশালী হস্তের অধীনে থাকতে ও আমাদের সমস্ত চিন্তা তাঁর উপর অর্পণ করতে আহ্বান জানানোর মধ্যে, সংযত
রয়েছে।

যেহেতু তোমরা বিপক্ষ, তাই শয়তান এক গর্জনকারী সিংহের মতো ঘুরে বেড়ায়, কাকে গ্রাস করবে তার সন্ধানে। আপনি বিশ্বাসে অবিচল থেকে এর প্রতিরোধ করেন, কারণ আপনি জানেন যে, জগতে আপন
জীবনেও একই রকম দুঃখভোগ সম্পন্ন হয়।

কিন্তু সকল অনুগ্রহের ঈশ্বর খ্রীষ্ট যীশুর দ্বারা আমাদের তাঁর অনন্ত গৌরবের জন্য আহ্বান করেছেন। কিছুকাল দুঃখভোগ করার পর, তিনি তোমাদের সিদ্ধ করবেন, প্রতিষ্ঠিত করবেন, শক্তিশালী করবেন ও স্থি

তাঁরই হোক মহিমা ও আধিপত্য অনন্তকাল ধরে, আমেন। আপনার এক বিশ্বস্ত ভাই সিলভানাসের পক্ষ থেকে বলছি, আমি মনে করি, আমি সংক্ষেপে এই বলে উপদেশ ও সাক্ষ্য দিয়েছি যে, এটাই ঈশ্বরের প্র
প্রতিষ্ঠিত আছেন।

আর ঈশ্বরের প্রকৃত অনুগ্রহের সেই সাক্ষ্য শোনার জন্য আমাদের ১ পিতর পুস্তকটি সম্পূর্ণ পড়তে হবে, যার উপর খ্রীষ্টানরা নির্ভর করে।

বাবিলের যে মণ্ডলী আছে, সে তোমার সঙ্গে একযোগে মনোনীত করেছে, তোমার সঙ্গেই নিজেকে নির্বাচিত করেছে, আর তাই মার্ক আমার পুত্র। ইনিই সেই মার্ক যিনি মার্কের অভিমুখে সুসমাচার লিখেছেন।

তোমরা পবিত্রতার চুম্বনে পরস্পরকে অভিবাদন জানাও। খ্রীষ্ট যীশুতে যারা আছেন, তোমাদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমেন।

আমেন, ভাই। খুব ভালো কথা। জানেন, আমি এই অধ্যয়নগুলো নিয়ে প্রার্থনা করে আসছি, এবং যেহেতু আমরা এখন শেষের দিকে চলে এসেছি আর সময়সূচীও বদলে গেছে, তাই অবশ্যই আমরা এগোতে
বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

কিন্তু ওই অধ্যায়টিতে এত কিছু ছিল, যদিও আমার প্রিয় অধ্যায় ছিল ২৫ নম্বর অধ্যায়, ২৬ নম্বর অধ্যায়েও এত কিছু আছে যে, জানেন তো, আমার মধ্যে আরও জানার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি হচ্ছে,
নির্দিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে আরও জানার ইচ্ছা জাগছে।

আচ্ছা, এই অধ্যায়ে আপনি যেসব বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য দিয়ে গেছেন, আমি সেগুলো নিয়েই ভাবছিলাম, তাই আমি এই আলোচনাটি এখানেই শেষ করছি। আমার আসলে কোনো প্রশ্ন নেই।

রন, আপনি কি এখনও কলে আছেন? ঐ অধ্যায়ের কোনো বিষয় নিয়ে আপনার কি এমন কোনো প্রশ্ন আছে যা আমরা রেকর্ডিংয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই?

না, আমি করি না।

আচ্ছা, তাহলে এরপর আমরা আবার আলোচনা করব। তাই আমি এখানেই থামছি। যারা এটা শুনেছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। ভাই অ্যারন, বরাবরের মতোই এটি একটি চমৎকার আলোচনা

কিন্তু ওই অধ্যায়টা সত্যিই খুব ভালো ছিল। আপনি আমার জন্যও কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন; সেখানে কয়েকটি বিষয়ে আমার প্রশ্ন ছিল, কিন্তু আপনার শিক্ষাদানের সময় বাইবেলের উদ্‌ধৃতির মাধ
গেছে।

তাই শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ, যারা এই রেকর্ডিংটি শুনছেন। আমরা আপনাদের অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমরা জানি যে আপনারা এগুলোর দ্বারা ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হন, আর সে কারণেই
যতদিন চাইবেন, আমরা এগুলো চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

তাই শোনার জন্য ধন্যবাদ। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

মথি লিখিত সুসমাচারের ফাইল-অধ্যয়ন – অধ্যায় ২৭, সপ্তাহ ২৫

শুভ সন্ধ্যা সবাইকে এবং গ্লোবাল মিশন ফর চিলড্রেন বাইবেল পাঠ অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন মঙ্গলবার রাত এবং বিদেশে বুধবার রাত।

আমরা ভাই অ্যারন কেরিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যিনি প্রতি সপ্তাহে এখানে আমাদের সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি এখানে আমাদের বাইবেল দেখানোর কাজটি সত্যিই খুব ভালোভাবে করেন।

আমরা ২৭তম অধ্যায়ে আছি।

আমরা মথি লিখিত সুসমাচার নিয়ে আলোচনা করছি। এটি মথি লিখিত সুসমাচারের উপর একটি অধ্যয়ন।

আমরা বিশ্বাস করি এটিই সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এবং এতে বাইবেলের প্রায় প্রতিটি বিষয়ই স্পর্শ করা হয়েছে।

এই সপ্তাহে আমরা মথি লিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

রেকর্ডিংয়ে আমাদের কথা যারা শুনছেন, তারা অবশ্যই ২৭ নম্বর অধ্যায়ে যান।

আপনি এই রেকর্ডিংটি থামিয়ে নোটও নিতে পারেন, কারণ ভাই অ্যারন অনেক রেফারেন্স ব্যবহার করেন।

আজকে যারা আছেন, আমি আপনাদেরও একটি কলম বা পেন্সিল বের করে নিতে বলব।

একটি কাগজ নিয়ে তথ্যসূত্রগুলো লিখে নিন, কারণ ভাই অ্যারন বেশ ভালো গতিতে কথা বলেন। মাঝে মাঝে সবকিছু লিখে না রাখলে তাল মেলানো কঠিন হয়ে যায়।

তবে এটি রেকর্ড করা হবে।

আজ রাতে যারা থাকবেন, তাদের প্রত্যেকের কাছেই এই প্রসঙ্গটি থাকবে।

আর দেরি না করে, ভাই অ্যারন, আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে আবারও অনেক ধন্যবাদ। আমরা এখন আপনার কাছে হস্তান্তর করছি।

ধন্যবাদ ভাই জিমি।

মথি ২৭ অধ্যায়ে আমাদের আলোচনা করার মতো অনেক কিছু আছে। আমি সরাসরি মূল বিষয়ে চলে যাচ্ছি।

পিটার সম্পর্কে আমার কয়েকটি মন্তব্য আছে।

আমরা ২৬ অধ্যায় শেষ করেছিলাম যেখানে মোরগটি লেখার আগে, তারও আগে, পিতর যীশুকে তিনবার অস্বীকার করেছিলেন।

মোরগটা ডাকল।

২৬ অধ্যায়ের শেষে পিতর ঈশ্বরীয় শোকে কাতর হয়ে কাঁদছেন।

আমি পিতরের কাছ থেকে আরও কয়েকটি শিক্ষা পেয়েছি, যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ১ পিতর অধ্যায় ৫-এ পিতরের শেখা সাধারণ শিক্ষাটি থেকে, যা আমরা গত অধ্যয়নের শেষে অধ্যায়টির ৫ পদ থেকে

নিজের স্বাভাবিক দুর্বলতা ও সামর্থ্য সম্পর্কে আরও ভালোভাবে না জেনে কেউই খ্রীষ্টে প্রকৃতভাবে বেড়ে উঠতে এবং তাঁর সঙ্গে চলতে পারে না; কারণ ঈশ্বর আপনাকে যত বড় প্রলোভন ও কঠিন পরীক্ষ
যাবে তারা ততই কঠিন হবে।

বিজয় লাভ করতে এবং সেই বিজয় ধরে রাখতে হলে, তাদের নিজেদের অযোগ্যতা উপলব্ধি করতে হবে এবং যিশুর বলা এই শিক্ষাটি সত্যিই গ্রহণ করতে হবে যে, আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারো

এবং পাপ ও প্রলোভন জয় করার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করলে, তা খ্রীষ্টের মুক্তিদায়ী শক্তির প্রতি আরও গভীর কৃতজ্ঞতা জাগিয়ে তোলে।

আর যারা তা করে না, এবং যখনই কেউ আত্মবিশ্বাসী ও স্বাবলম্বী বোধ করতে শুরু করে, তখন সে যা কিছু করতে পারে তা করতে দেওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর তোমাদের সকলের মঙ্গল করুন।

এবং দুঃখের বিষয় হলো, অনেক প্রকৃত খ্রিস্টানকে এই শিক্ষাটি গ্রহণ করতে হয় এবং ঈশ্বরও এই শিক্ষাই দিতে চান।

আমাদেরকে আরও গভীরভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, আর সেই কারণেই ঈশ্বর তাঁর বান্দাদের মাঝে মাঝে ব্যর্থ হতে দেন।

এবং আমরা আলোচনা করেছিলাম যে, যার মনোভাব খুব ভালো নয়, সে কীভাবে ব্যর্থ হয়।

ঈশ্বরের প্রতি, এমন কেউ যিনি সত্যিই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চান না, তিনি ব্যর্থতা মেনে নিতে পারেন কিন্তু

যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য মনস্থির করেছে, সে তার এই মনোভাব বজায় রাখলে ব্যর্থতা মেনে নেবে না।

আর ব্যর্থতা তার জন্য উপকারী হতে পারে, যে ব্যর্থতা মেনে নিতে পারে না এবং আমরা পিটারের ক্ষেত্রে সেটাই দেখতে পাই।

এছাড়াও একটি সত্য আছে যে, যারা অনুগ্রহের সাথে বেড়ে ওঠে ও এগিয়ে যায়, তারা প্রত্যেকেই তা বুঝতে পারবে।

তাদের অভিজ্ঞতা থেকে তারা বোঝে যে তাদের এখনও অনেক কিছু শেখার বাকি আছে এবং এটা অনেকটা বেড়ে ওঠার মতো।

এবং প্রভুর কাছ থেকে শেখার সাথে সর্বদা এই উপলব্ধিও থাকবে যে

যদি এটি খাঁটি হয়, তবে এর সাথে এই উপলব্ধিও থাকবে যে তাদের এখনও অনেক কিছু শেখার বাকি আছে এবং নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আরও বেশি সচেতনতা তৈরি হবে, আর আমরা যে অপরাজেয় ন

আর তাই সেগুলো হলো, এবং সেই সাথে এই চিন্তাও যে, যদি আমরা মনে করি আমরা সব উত্তর জানি, অভিজ্ঞতা

যে ব্যক্তি বিশ্বাসে অবিচল থাকে, তাকে এটি শেখায় যে প্রশ্নগুলো পরিবর্তিত হতে পারে এবং তাই আমরা ক্রমাগত

জ্ঞানের অন্বেষণের প্রয়োজন এবং আত্মনির্ভরশীলতার একটি সাধারণ মনোভাব রয়েছে যা

এটি অবাধ্যতার একটি দিক, কারণ আমরা গতবার আলোচনা করেছিলাম কীভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা এবং প্রার্থনা করা যায়।

এবং নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর না করা, এটি আনুগত্যের একটি দিক এবং যারা

তারা নিজেদেরকে স্বাভাবিকভাবেই আত্মবিশ্বাসী এবং স্বনির্ভর মনে করে, যদি তারা অন্ততপক্ষে তাই হয়, ঈশ্বর যাচ্ছেন

এর মোকাবিলা করা এবং তাদের শেখানো যে, আমি তাদেরকে তা থেকে মুক্ত করার জন্য কাজ করি এবং বিশ্বাসে অবিচল থাকার একটি অংশ হলো এর সাথে সহযোগিতা করা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

তাহলে আমরা মথি ২৭ অধ্যায় থেকে শুরু করব। এখানে আমাদের অনেক কিছু আলোচনা করার আছে।

এটা একটা সংক্ষিপ্ত অধ্যায়, কিন্তু আমি পুরোটাতেই যেতে চাই, তবে দেখা যাক কী হয়। তাই আমরা মথি ২৭ অধ্যায় থেকে পড়া শুরু করব।

সুতরাং ১ পদ, "সকাল হলে জনগণের সমস্ত প্রধান যাজক ও প্রাচীনবর্গ

যীশুকে হত্যা করার জন্য তারা তাঁর বিরুদ্ধে পরামর্শ করল এবং তাঁকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে শাসনকর্তা পন্তিউস পিলাতের হাতে তুলে দিল।

এর কারণ ছিল এই যে, আগের রাতেই তারা তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল, কিন্তু এই পরামর্শটি আসলে ছিল একটি পরিকল্পনা, যার মাধ্যমে তারা দেখতে চেয়েছিল কীভাবে পিলাতের কাছে তার বিরুদ্ধে অভি
কর্তৃত্ববলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায়, যেহেতু সেই সময়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আইন ছিল না।

এবং তারা জনগণের ভয়ে খ্রিস্টের মৃত্যুদণ্ডের অভিযোগ থেকে জনসমক্ষে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে চেয়েছিল।

কিন্তু তারা এমন ভাব দেখানোর চেষ্টা করছিল যে, তাকে দোষী সাব্যস্ত করে গভর্নরের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তারা সতর্ক ও সচেতন ছিল এবং তারা সত্যিই প্রমাণগুলো বিবেচনা করেছিল। অথচ আমরা
পরোয়া করত না; তারা শুধু তাকে আর ঈশ্বরকে চেয়েছিল।

আর তাই এই পুরো পরামর্শ সভা, অন্তত যখন তারা বিষয়টিকে কেমন দেখাতে চাইছিল সেই প্রশ্ন আসে।

মানুষের আগের মতোই, এটা একটা প্রতারণা ছিল।

পদ ৩, "তখন যিহূদা, যে তাঁকে দণ্ডিত হতে দেখে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, সে অনুতপ্ত হল।"

তিনি নিজে থেকে সেই ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রা প্রধান যাজক ও প্রাচীনদের কাছে ফিরিয়ে এনে বললেন, 'আমি নিষ্পাপ রক্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে পাপ করেছি।'

এবং তারা বলল, 'আমাদের জন্য আর কী অবশিষ্ট রইল?' এবং তা থেকে তারা বেরিয়ে এল।

আর তিনি মন্দিরে রুপোর মুদ্রাগুলো ফেলে দিয়ে চলে গেলেন এবং গিয়ে আত্মহত্যা করলেন।

এই বিষয়ে ওভারগার্নসের একটি উক্তি এখানে দেওয়া হলো: "যে বাক্যটি রূপান্তরিত হয়েছিল, সে অনুতপ্ত হলো।"

এটি পরিলক্ষিত হয়েছে।

পরিবর্তনটি যে ভালোর জন্য হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, বরং দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভূতির যেকোনো পরিবর্তনই যথেষ্ট।

এখানে এর দ্বারা স্পষ্টতই অপরাধবোধের কথার ফলে সৃষ্ট পরিবর্তন ছাড়া অন্য কোনো পরিবর্তন বোঝায় না।

এবং অপরাধ ও তার অপ্রত্যাশিত পরিণতির জন্য গভীর অনুশোচনার মাধ্যমে। তা পরিত্রাণদায়ক অনুতাপ ছিল না।

"তা পবিত্র জীবনের দিকে পরিচালিত করে।" এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এর ফলে অপরাধ বৃদ্ধি পায়, তার নিজের মৃত্যু ঘটে এবং সে আত্মহত্যা করে। প্রকৃত অনুতাপ পাপীকে ত্রাণকর্তার কাছে নিয়ে যায়।

এটি ত্রাণকর্তা থেকে দূরে জাহাজের গলার নলের দিকে নিয়ে গেল।

যিহূদা যদি একটি সত্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করত, তবে সে তখন যীশুর কাছে এসে স্বীকারোক্তি করত।

তার অপরাধ তাঁর চরণে, অথবা অন্তত পিতার সামনে অনুতপ্ত হতো এবং তারপর পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের দিকে পরিচালিত হতো।

এটাই আমার উত্তর।

আর তাই যদি সে একজন সত্যিকারের বাগানমালিক হতো, তবে সে যা করেছে তার জন্য ক্ষমা চাইত। কিন্তু ওভারগার্নস বলে চলেন, "কিন্তু অনুশোচনা এবং বিশাল অপরাধের দৃঢ় বিশ্বাসে অভিভূত হয়ে,

সে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসতে ইচ্ছুক ছিল না এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধের সাথে এটিও যুক্ত করেছিল যে

আত্মহত্যা।

নিশ্চয়ই, এমন লোক প্রকৃত অনুতপ্ত হতে পারে না।" এটা ওভারগার্নস থেকে নেওয়া।

অনুতাপ সম্পর্কে অগভীর ধারণা পোষণকারী অনেকেই হয়তো মনে করতে পারেন যে, যিহূদা অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

এখানে কারণ যিহূদা তার অন্যায় স্বীকার করেছিল। এ নিয়ে সে প্রচণ্ড অপরাধবোধে ভুগছিল।

তিনি কিছু কাজও করেছিলেন, এমনকি মন্দিরে একটি রুপোর মুদ্রাও ফেলে দিয়েছিলেন। স্পষ্টতই, প্রকৃত অনুতাপ যেখানে সম্ভব, কৃতকর্মের ক্ষতিপূরণ করে।

কিন্তু প্রকৃত অনুতাপের ফলেই এই সবকিছু সত্যি হয়েছিল এবং যিহূদা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার চেয়ে নিজেকে সন্তুষ্ট করাকেই বেশি প্রাধান্য দিতে থাকল।

এবং অপরাধবোধের যে ভয়াবহতা তাকে গ্রাস করছিল, তা নিজে থেকেই অনুশোচনা ছিল না।

এবং তিনি প্রভুর স্বার্থের ঊর্ধ্বে, নিজের সর্বোত্তম স্বার্থেই কাজ করে সেই ভয়াবহতার মোকাবিলা করেছিলেন।

এবং তিনি নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছিলেন নিজেকে স্বস্তি দিতে, তাঁর অনুভূত যন্ত্রণা দূর করতে; এর বিপরীতে, আমি বলতে চাইছি, পিতরের কথা ভাবুন যিনি ঈশ্বরীয় শোকে তীব্রভাবে ক্রন্দন করছিলেন।

এবং স্পষ্টতই, তাঁর অবশিষ্ট জীবন দিয়ে ঈশ্বরের সেবায় নিজেকে সমর্পণ করার ফলে, তাঁকে পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের কাছে পরিচালিত করা হয়েছিল।

প্রেরিত ৯:৬ অধ্যায়ে, যখন পৌল খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচার করছিলেন এবং খ্রীষ্ট তাঁর কাছে আবির্ভূত হলেন, তখন তিনি বললেন, "প্রভু,

তুমি আমাকে দিয়ে কী করাতে চাও?

এখানে যিহূদার কাছ থেকে এমন কিছুই ছিল না।

প্রকৃত অনুতাপ ঈশ্বরের প্রতি জীবন উৎসর্গ করা এবং সত্য ও ধার্মিকতার প্রচারে রূপান্তরিত হয়। যিহূদা নিশ্চিতভাবেই তা করেননি।

প্রকৃত অনুতাপ আমাদের উপর ঈশ্বরের আধিপত্য ও ক্ষমতার সার্বভৌম অধিকারকে স্বীকার করে।

লূক ২৪ ও ২০ অধ্যায়ে এবং যিহূদার ২৫ অধ্যায়ে আমরা পড়ি, "তিনি তাঁর পত্র শেষ করেন, এখন তাঁর কাছে, যিনি তোমাদের পতন থেকে রক্ষা করতে এবং ঈশ্বরের উপস্থিতিতে তোমাদেরকে নিষ্কলঙ্কভাবে

তাঁর মহিমার জন্য অসীম আনন্দ সহকারে, আমাদের ত্রাণকর্তা একমাত্র জ্ঞানী ঈশ্বরেরই হোক গৌরব ও প্রতাপ, আধিপত্য ও পরাক্রম, এখন ও চিরকাল।

সুতরাং শুধু স্বর্গে নয়, এখন এবং চিরকাল।

সুতরাং যিহূদা স্পষ্টতই, যদিও খ্রীষ্টের প্রতি যে বিষয়গুলো সে প্রকাশ করেনি সে বিষয়ে তার মত পরিবর্তন হয়েছিল, কিন্তু সে যেভাবে বিষয়টি সামলেছিল, তাতে তার অপরাধ আরও বেড়ে গিয়েছিল; মন পরিবত

ঈশ্বরের প্রতি এবং তাঁর কাছে অনুতপ্ত হওয়া।

এবং যিহূদার একটিমাত্র বিষয় নিয়ে অনুতাপ এবং প্রভুর প্রতি সত্যিকারের অনুতপ্ত হৃদয়ের মধ্যে পার্থক্যটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

৪ নং পদ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, যিহূদা যখন যাজকদের কাছে ৩০টি রৌপ্যমুদ্রা নিয়ে এসেছিলেন, তখন তাদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে যত্নশীল হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তারা তা করেননি।

সুতরাং এই লোকগুলো ছিল চরম ভণ্ড।

ষষ্ঠ সহায়িকার মতো একটি বিষয়ে বলা হয়েছে, "তিনি বৃদ্ধকে দেখিয়েছেন কী ভালো এবং প্রভু তোমার কাছে কী চান, তা হলো—ন্যায়বিচার করা, করুণা দেখানো এবং তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে ক্ষুধার্ত থাকা।"

কিন্তু এই লোকেরা, যেমনটা আমরা ৬ নং পদে দেখতে পাব, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে চিন্তিত ছিল।

আইনের, যখন ওয়েটারটির সাথে দেখা হলো, যারা বিচার, ন্যায়বিচার এবং করুণার মতো, তারা সে সবের পরোয়া করত না।

আমরা এখানে আবার দেখতে পাই কীভাবে রক্ত জীবনের সমতুল্য, লেবীয় পুস্তক ১৭১১।

আর ৫ নং পদের প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় হলো, মথি যিহূদার মৃত্যুর কারণ লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তা হলো, তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

পিতর প্রেরিত ১:১৮ পদে চূড়ান্ত ফলাফলটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

এটা খুবই, যখন তিনি বলেছিলেন কীভাবে জুডাস পড়ে গিয়েছিলেন এবং তার অণ্ডকোষ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং তার অণ্ডকোষ ও নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছিল।

এটা খুবই সম্ভব।

এবং যে সাধারণ বোঝাপড়াটি এলবার্ট বার্নস এবং অ্যারন ক্লার্ক উভয়েই সম্ভাব্য বলে মনে করেন তা হলো

যে যিহূদা একটি দুর্বল দড়িতে ফাঁসিতে ঝুলতে গিয়েছিল।

আর তাই যখন সে দড়ি বেয়ে নিচে নামছিল, দড়িটা ছিঁড়ে যায় এবং এর ফলে সে পড়ে যেতে পারত।

সম্ভবত অনেক উঁচু থেকে কোনো পাথর বা ওই জাতীয় কিছুর উপর।

আর যদি সে মুখ থুবড়ে পড়ত, তাহলে পতনের প্রভাবটা কেমন হতে পারত

তার নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে বের করে ফেলেছে। আচ্ছা, তাহলে চালিয়ে যাওয়া যাক।

৬ষ্ঠ পদ, "তখন প্রধান যাজক রৌপ্যমুদ্রাগুলো নিয়ে বললেন, এগুলি ভাণ্ডারে রাখা আইনসম্মত নয়, কারণ এগুলি রক্তের মূল্য।"

সুতরাং তারা ন্যায়বিচারকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়, কিন্তু এই অর্থ যেন মন্দিরের কোষাগারে ব্যবহৃত না হয়, সে বিষয়ে তারা উদ্বিগ্ন।

আর তারা পরামর্শ করে পিতার জমি সঙ্গে নিয়ে আসলেন, যেন সেখানে বিদেশীদের কবর দেওয়া যায়, এইজন্য

তাদের ক্ষেত্রকে রাষ্ট্রের জন্য রক্তের ক্ষেত্র বলা হত।

এটা সত্যিই আমাদের আলোচিত এই সময়ে ইসরায়েলের অবস্থা তুলে ধরে।

আনুষ্ঠানিক আইন সম্পর্কে এক ধরনের গাম্ভীর্যপূর্ণ মনোভাব থাকলেও, ন্যায়বিচারের মতো আইনের প্রতিচ্ছবিগুলোর বিষয়ে ছিল উদাসীনতা।

অ্যালবার্ট বার্নস উল্লেখ করেছেন যে, মানুষ প্রায়শই ছোটখাটো বিষয়ে খুঁতখুঁতে হয়, যেগুলোর দায়ভার নিতে তারা দ্বিধা বোধ করে না।

গুরুতর অপরাধ।

অজান্তেই তাঁর যাজক যিশুর নির্দোষিতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অ্যালবার্ট বার্নস উল্লেখ করেছেন যে, তারা তাঁকে নিয়ে এসেছিল, ন্যায়সঙ্গতভাবে দোষী সাব্যস্ত করেনি। তারা তাঁকে ন্যায়সঙ্গতভাবেই দোষী

তার রক্তের জন্য তাদের কোনো মূল্য দিতে হতো না।

অ্যাডাম ক্লার্ক ৭ নং পদে একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় মন্তব্য করেছেন, "অপরিচিত ও বিদেশীদের দেহসমূহ

যে মূল্যে তার জীবনকে মূল্যায়ন করা হয়েছিল, সেই মূল্যে ক্রয় করা মাঠে তার একটি বিশ্রামস্থল থাকবে।

এবং অপরিচিত ও বিদেশীদের আত্মা তাঁর রক্তে বিশ্রাম ও আশ্রয় পায়, যা সমগ্র বিশ্বের পরিত্রাণের জন্য মুক্তিপণ হিসাবে ঝরেছিল।

খুবই আকর্ষণীয়।

আমি জানি যে ইফিষীয় ২, ১২ ও ১৩ অধ্যায় আছে, আমি সেদিকে যাচ্ছি না, কিন্তু আপনি যদি তা লিখে রাখেন।

৮ নং পদে যখন বলা হয়েছে 'আজ পর্যন্ত', তখন মথি স্পষ্টতই তাঁর সুসমাচার লেখার সময়ের কথা বলছিলেন, যা সম্ভবত ৮০/৬০ অনুপাতে হয়েছিল।

কিন্তু যখনই তিনি এটা লিখতেন, 'আজ পর্যন্ত' বলতে তিনি এটাই বোঝাতেন।

৯ পদে, "তখন যিরমিয় ভাববাদীর বলা কথা পূর্ণ হল; তিনি বলেছিলেন, আর তারা সেই ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রা নিল, যা ছিল সেই মূল্যবান ব্যক্তির মূল্য, যাকে তারা

আমি ইস্রায়েলের সন্তানদের মধ্য থেকে সেগুলোকে মূল্য দিয়েছিলাম এবং পিতার ক্ষেতের জন্য দান করেছিলাম, যেমন প্রভু আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন।

মজার ব্যাপার হলো, এটি যিরমিয়ের পুস্তক থেকে নেওয়া কোনো উদ্ধৃতি নয়, বরং এটি সখরিয় ১১, ১২ ও ১৩ অধ্যায় থেকে নেওয়া একটি উদ্ধৃতি।

মনে হয়, জাকারিয়ার প্রেক্ষাপটে, ঈশ্বর তাঁকে তৎকালীন যাজকদের কাছে পাঠিয়েছিলেন এটা দেখতে যে, তারা তাঁর ভাববাদী পরিচর্যাকে কতটা মূল্য দেয়।

আর তারা তাঁকে ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রা ও অবজ্ঞা প্রদান করল।

এবং আমরা আলোচনা করেছিলাম যে ওটা ছিল একটা সাধারণ আস্তিনের দাম, এবং সম্ভবত সেই কারণেই তারা যিহূদাকে সেই পরিমাণ অর্থ দিয়েছিল যেন খ্রিষ্ট তার প্রতি তাদের অবজ্ঞা প্রকাশ করতে পারেন

আর মনে হয় যে, সখরিয়ের সময়ের যাজকেরা তাঁর পরিচর্যাকে মূল্য দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি একই কাজ করেছিলেন, এবং ঈশ্বর তাঁকে কুমোরকে রূপা দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, অথবা হয়তো

সেই সময়েও সেগুলোকে কুমোরের জমিতে ফেলে দাও।

সুতরাং এটি একটি বাস্তব পরিস্থিতি ছিল এবং ঘটনাটি বাস্তবে ঘটেছিল।

যাজকদের দ্বারা কুমোরের জমি ক্রয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হয়েছিল।

তাহলে আমরা এই সত্যটির সামঞ্জস্য বিধান করব কীভাবে যে এটি যিরমিয়ের গ্রন্থ থেকে নয়, বরং সখরিয়ের গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

আমার মতে সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা হলো, ইহুদিদের বাইবেল বা হিব্রু বাইবেলের তিনটি গ্রন্থ ও অংশ ছিল, যেটিকে আমরা ওল্ড টেস্টামেন্ট বলি।

আর সেগুলো ছিল মূলত ওয়াইল্ড মোজেস, জেনেসিস, ডিউটেরোনমি, এবং সামসঙ্গীত, যা ছিল সামসঙ্গীতের মতোই।

হিতোপদেশ, এবং সম্ভবত উপদেশক পুস্তক ও শলোমনের গীত। আর ভাববাদীরা ছিলেন অন্য শ্রেণী।

আর সেই সময়ে তাদের বাইবেলের ক্রমানুসারে যিরমিয় ছিল প্রথম গ্রন্থ।

সুতরাং সম্ভবত মথি, এর প্রভাব বিবেচনা করে, ভাববাদীদের যেকোনো লেখাকে 'ভাববাদী যিরমিয়' শিরোনামের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করে থাকতে পারেন।

সুতরাং, এ ব্যাপারে এটাই আমার খুঁজে পাওয়া সেরা ব্যাখ্যা।

আমরা জানি যে ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, ঈশ্বর আছেন; এমনকি যদি তা আমাদের কাছে ভুল মনে হয়, এমনকি যদি বাইবেলের কোনো অংশও আমাদের কাছে ভুল মনে হয়, যদি আপনি তা সম্পূর্ণরূপে অ পান।

তথ্যটির অবশ্যই অন্তত একটি গভীরতর সঠিক ব্যাখ্যা থাকত। আচ্ছা, তাহলে ১১ নং পদ নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া যাক।

যীশু শাসনকর্তার সামনে দাঁড়ালেন, এবং শাসনকর্তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি ইহুদিদের রাজা?"

আর যিশু তাকে বললেন, "তুমিই তো বলছ।"

এবং আমরা আলোচনা করেছিলাম যে, এটা সত্য বলার একটি ইহুদি রীতি।

এবং প্রেরিত পুস্তক ১৮ অধ্যায়ে আমরা যীশুর সাথে পীলাতের কথোপকথন সম্পর্কে আরও স্পষ্টভাবে জানতে পারি যে, পীলাত জানতেন যে যীশু সিজারের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা ছিলেন না।

পিলাত জানতেন যে, যীশু সিজারের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা ছিলেন না, যেমনটা যিহূদী নেতারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিল; কারণ তিনি জানতেন যে, যীশু তাঁকে বলেছিলেন তাঁর রাজ্য এই জগতের নয়।

আর যদি তিনি এই জগতের লোক হতেন, তবে তাঁর দাসেরা যুদ্ধ করত, যেন তাঁকে ইহুদিদের হাতে তুলে দেওয়া না হয়।

কিন্তু তিনি বললেন, "এখন আমার রাজ্য এখান থেকে নয়।"

সুতরাং ইহুদি নেতারা যিশুকে ঈশ্বরনিন্দার জন্য এবং নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।

কিন্তু পিলাতের সামনে, তাদের ভণ্ডামিপূর্ণ অসঙ্গতির কারণে, তারা তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা বলে অভিযুক্ত করছিল।

সিজারের কাছে।

আর সম্ভবত ১ নং পদে তাদের পরামর্শের আসল অর্থ এটাই ছিল।

সুতরাং ১২ পদে বলা হয়েছে, "যখন প্রধান যাজক ও প্রাচীনবর্গ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন, তিনি কোনো উত্তর দিলেন না, তখন পীলাত তাঁকে বললেন, 'তারা তোমার বিরুদ্ধে কত বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে করছে, তা কি তুমি শুনছ না?'"

এবং তিনি তাকে একটি কথাও উত্তর দিলেন না, এতে গভর্নর অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। এখানে অনেক গভীর শিক্ষা রয়েছে।

অ্যাডাম ক্লার্ক বলেন, "ইহুদিরা নিঃসন্দেহে তাকে পিলাতের হাতে তুলে দিয়েছিল এমন একজন হিসেবে, যিনি রোমান সম্রাটের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে রাজকীয় পদ দখল করছিলেন এবং তার বি হওয়ার অভিযোগ এনেছিল।"

১২ পদে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আপনার বিরুদ্ধে আনা এমন কোনো অভিযোগের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই যা প্রমাণ করা যায় না।

এমনকি এমন কোনো প্রমাণও নেই যা দেখে মনে হতে পারে যে এটি সত্যি।

অ্যালবার্ট বার্নস ১৪ নং পদে বলেন, "পাইলট সম্ভবত এই ভেবে বেশি অবাক হয়েছিলেন যে, তিনি এত নম্রভাবে তা সহ্য করলেন এবং পাল্টা তিরস্কার করলেন না।"

এবং পাল্টা আক্রমণ করেননি। এবং তারপর তিনি কোনো প্রতিরোধও গড়ে তোলেননি।

প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শেষেরটি অপ্রয়োজনীয় ছিল। প্রথমটি ছিল অস্বাভাবিক।

গভর্নর এটা দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না এবং তাই অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি শিক্ষা রয়েছে।

এ বিষয়ে একটি প্রবাদ আছে যে, যিশু ঈশ্বরের বাক্যের সমস্ত উত্তম বিষয় নিখুঁতভাবে পূর্ণ করেন।

হিতোপদেশ ২৫:১৫।

পিলাতের সামনে যিশুর এটি ঠিক এমনই এক নিখুঁত দৃষ্টান্ত।

হিতোপদেশ ২৫:১৫, "মদ দ্বারা রাজপুত্র প্ররোচিত হওয়া থেকে বিরত থাকে, এবং কোমল জিহ্বা অস্থি চূর্ণ করে।" কী যথার্থ।

আমার মনে হয়, যারা ফেসবুক ব্যবহার করেছেন তারা সবাই এই শিক্ষাটা জানেন যে, অভিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে খ্রিষ্টের নামে বিশ্বাসী বহু বহু মানুষই বিষয়টি বোঝেন না।

তীত অথবা খ্রীষ্টমথিতে তালিকাভুক্ত একজন প্রাচীনের অন্যতম একটি শর্ত হলো কোনো ধর্মঘটকারী না থাকা।

এর মানে হলো, স্ট্রাইকার এমন একজন ব্যক্তি যিনি কারো আক্রমণের মুখে দ্রুত রুখে দাঁড়ান এবং বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন।

আর এর মানে শুধু এটাই নয়, এর বিশেষ অর্থ হলো মৌখিকভাবে এবং বিশেষ করে যখন তারা ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে পরিচর্যা করছেন অথবা ঈশ্বরের জন্য করা তাদের কোনো কাজ বা তারা যা করছেন বে পড়ে।

মথি ২৭ অধ্যায়ের ১৫ পদেও এর ধারাবাহিকতা রয়েছে।

সেই ভোজের সময় শাসনকর্তা অনুপস্থিত ছিলেন, অথবা জনগণের ইচ্ছানুযায়ী বন্দীদের মুক্তি দেওয়া তাঁর স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল।

এই প্রথাটি কখন শুরু হয়েছিল তা বলা কঠিন।

এটা স্পষ্টতই বাইবেলে লিপিবদ্ধ নেই।

তবে এটা নিশ্চিত যে, ইহুদিরা এই সময়টাকে গুরুত্ব দিত বা সম্ভবত এ নিয়ে ভাবত, কারণ এটি ছিল পাসওভারের সময়, যখন ইসরায়েলিরা মিশর থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

আর তাই তারা সম্ভবত কোনো এক সময়ে রোমানদের কাছে এ ব্যাপারে জোর দিয়েছিল এবং রোমানরা তা মঞ্জুর করেছিল।

এটা ছিল তাদেরকে শান্ত রাখার, তাদের অধিকার হরণ করার একটি উপায় মাত্র। এবং তারা বারাব্বাস নামক এক উল্লেখযোগ্য বন্দীর সাথেও এমনটা করেছিল।

অতএব, তাঁরা একত্রিত হলে পীলাত তাঁদেরকে বললেন, "তোমরা কাকে মুক্তি দিতে চাও; বারাব্বাসকে, না যীশুকে, যিনি খ্রীষ্ট নামে পরিচিত?"

এখন ১৮ পদটি লক্ষ্য করুন, পিলাত যীশুর আচরণ দেখেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে ঈর্ষার বশেই তারা তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল এবং তিনি তাদের কোনো জবাব দেননি, এমনকি তাঁর অভিযোগকারী পিলাত, যিনি স্পষ্টতই ঈশ্বরের পথ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন এবং ন্যায়বিচারের প্রতি তেমন আগ্রহীও ছিলেন না।

এমনকি পিলাতও বলতে পারতেন এখানে কে দুষ্ট আর কে ধার্মিক।

দেখা যাক, পিলাতের তো যীশুকে মুক্তি দেওয়া উচিত হয়নি, যেহেতু তিনি সত্যটা জানতেন।

যিশু ১২১৩ সালেই বলেছিলেন যে, যে আমার সঙ্গে নেই, সে আমার বিপক্ষে এবং যে আমার সঙ্গে খাদ্য সংগ্রহ করে না, সে খাদ্যের অভাবে পালিয়ে বেড়ায়।

পিলাত যীশুকে দোষী সাব্যস্ত করতে চাননি, তিনি জানতেন তিনি নির্দোষ এবং আমরা শীঘ্রই সে সম্পর্কে পড়তে যাচ্ছি।

এই কারণেই তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে তিনি খুব ভয় পেতেন। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন, লোকেরাই যেন যিশুকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

ফলে জনমত তার পক্ষে থাকবে এবং গভর্নর হিসেবে তার পদ নিয়ে দাঙ্গা বা বিশৃঙ্খলার ঝুঁকি ছাড়াই তিনি তাকে মুক্তি দিতে পারবেন, নিজের পদও ঝুঁকির মধ্যে পড়বে না।

গভর্নর হিসেবে এবং রোমান সাম্রাজ্যে পদমর্যাদায় তাঁর আরোহণ।

কেউ কেউ খ্রিষ্টানদের মাধ্যমে যিশুর শিষ্য হতে পারত, যদি তারা কোনো সমাধি বা সংঘাতের ঝুঁকি না নিয়ে তা করতে পারত।

কিন্তু রোমান বিশ্বে ঈশ্বরের কোনো ভূমিকা নেই, তা সম্ভব নয়। আর এই জগৎই অনন্তকালের জন্য আমাদের পরীক্ষাক্ষেত্র।

সুতরাং, খ্রিষ্টকে স্বীকার করার এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত করার মধ্যে ক্ষতি বা অন্তত ক্ষতির ঝুঁকি থাকতেই হবে।

আর সদিচ্ছা থাকাই যথেষ্ট নয়, সত্যের পক্ষ অবলম্বন করতে হবে যা মন্দকে প্রতিহত করবে এবং নিজের এখতিয়ারের মধ্যে যা করা সমীচীন, তা-ই করবে।

যদিও বেশিরভাগই পিলাতের মতো বিচারক নন, তবুও আমাদের প্রভাবের একটি পরিধি রয়েছে যেখানে আমাদেরকে খ্রীষ্টের পক্ষ নিতে এবং প্রয়োজনে বিপদে পড়লে তার দায়ভার গ্রহণ করতে আহ্বান জানা

সত্তরের দশকের একটি সাইনবোর্ড আছে, যাতে লেখা, 'হয়তো যিশুকে নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই', সাইনবোর্ডটি ছিল ডুবি ব্রাদার্সের। এবং কিছু লোক এটিকে একটি খ্রিস্টান চিহ্ন বলে মনে করে, খ্রিস্টান ছিলেন না।

তাদের কাছেও, যিশু আপনার কাছে ঠিকঠাক থাকলেও, পিলাতের কাছে তা সত্যি ছিল, কিন্তু পিলাত তখনও তাঁর শত্রু ছিলেন, কারণ পিলাত সত্যের পক্ষ নেওয়ার জন্য মূল্য দিতে রাজি ছিলেন না।

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে আমাদের সংস্কৃতিতে যেখানে বহু মানুষ নিজেদের খ্রিষ্টান বলে দাবি করে, এটা এমন এক সত্য যা মানুষকে দেখতে হবে, বুঝতে হবে এবং এর দ্বারা তিরস্কৃত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত যিশুর প্রতি ভালো ধারণাই যথেষ্ট নয়। আমরা পিলাতের ক্ষেত্রে তা দেখতে পাই।

যোহন ১৯ অধ্যায় থেকে আমরা জানতে পারি যে, পীলাত এই মিথ্যা দাবি করেছিলেন যে, যীশুকে মুক্তি দেওয়ার এবং তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষমতা তাঁর আছে।

কিন্তু তারপর আপনি যখন সেই অধ্যায়টি পড়বেন, তখন দেখতে পাবেন যে পিলাত তাকে মুক্তি দিতে চাইছিলেন কিন্তু পারছিলেন না।

এখন তিনি তা করতে পারতেন, কিন্তু তার ফলে এক তুমুল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো, যা ঘটার সম্ভাবনা আছে বলে অন্তত পিলাত আশঙ্কা করছিলেন, এবং তিনি সেই ঝুঁকি নিতে একেবারেই রাজি ছিলেন না।

কিন্তু খ্রিষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় অপরাধবোধ থেকে মুক্ত থাকতে হলে তাকে সেই ঝুঁকিটা নিতেই হতো।

আচ্ছা, তাহলে পরের কথায় আসা যাক।

সুতরাং ১৯ পদে, "যখন তিনি বিচারাসনে বসলেন, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁর কাছে এই বলে পাঠালেন, 'ঐ ধার্মিক ব্যক্তির সঙ্গে আপনার কি কোনো সম্পর্ক থাকবে না?'"

স্পষ্টতই এর সাথে তাকে দোষী সাব্যস্ত করার কোনো সম্পর্ক নেই।

কারণ আজ স্বপ্নে আমি তার জন্য অনেক কষ্ট পেয়েছি।

কিন্তু প্রধান যাজক ও প্রাচীনরা জনতাকে এই বলে প্ররোচিত করল যে, তারা যেন একজন রাব্বিকে ডেকে আনে এবং যীশুকে হত্যা করে।

প্রধান যাজক ও বয়োজ্যেষ্ঠরা উস্কানি না দিলে লোকেরা সম্ভবত নিজেরাই রাব্বিদের পরিবর্তে যীশুকে বেছে নিত।

শাসনকর্তা উত্তর দিয়ে তাঁদের বললেন, 'এই দুজনের মধ্যে কাকে আমি তোমাদের হাতে তুলে দেব?'

তারা বলল, 'বারাবাস।'

অ্যাডাম ক্লার্ক এখানে বলেছেন, 'যখন যাজকেরা দুর্নীতিগ্রস্ত হন, তখন তারা তাদের অনুসারীদেরকে যিশুর চেয়ে বারাব্বাসকে, ঈশ্বরের চেয়ে জগতকে এবং পরিত্রাণের চেয়ে ইন্দ্রিয়সুখকে বেশি পছন্দ করতে

তাদের আত্মার।" সেখানে খুব আনন্দময়।

২২ পদ, "আমি তাদের বলতাম, 'তাহলে খ্রীষ্ট নামে পরিচিত যীশুর বিষয়ে আমি কী করব?' আমি তাঁকে বলতাম, 'তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হোক।'"

গভর্নর বললেন, 'তিনি কেন এমনটা করতে চাইবেন?' কিন্তু তারা আরও জোরে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হোক।' তাদের কাছে কোনো কারণ ছিল না।

সুসমাচার প্রচার করার পর লোকেদেরকে জিজ্ঞাসা করার জন্য এই দুটি ভালো সুসমাচার প্রচারমূলক প্রশ্ন।

এলবার্ট বার্নস এখানে বলেছেন, "কী অদ্ভুত ভয় আর অবিচার সত্ত্বেও তারা পিলাতের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না।"

সে কোনো মন্দ কাজ করেনি এবং তারাও জানত যে সে কোনো মন্দ কাজ করেনি, কিন্তু তারা তার মৃত্যু ঘটাতে বদ্ধপরিকর।" দুঃখিত, ইনি অ্যাডাম ক্লার্ক।

২৩ পদের পরে, এলবার্ট বার্নস উল্লেখ করেন যে লূক বলেছেন, তারা তৎক্ষণাৎ উচ্চস্বরে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার দাবি জানাল।

প্রধান যাজকদের প্ররোচনায় জনগণ তুমুল হট্টগোলের সাথে এর জন্য অনুরোধ ও দাবি জানাল।

এই সিদ্ধান্তে আমরা যা দেখছি তা হলো পাপের সারমর্ম, পাপের স্বরূপের নগ্ন প্রকাশ; এটি দেখায় যে, আপনার উপর ঈশ্বরের শাসনকে প্রত্যাখ্যান করা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন করা পাপ কতটা কুৎসি

২৪ পদ, "যখন পীলাত দেখলেন যে তিনি কোনোভাবেই সফল হতে পারছেন না, বরং এক তুমুল হট্টগোল সৃষ্টি হয়েছে,

যে একটা জিনিস সে ঘটতে দিতে রাজি ছিল না, সেই ঝুঁকিও সে নিতে চায়নি।

তিনি জল নিয়ে জনতার সামনে নিজের হাত ধুয়ে বললেন, 'এই ধার্মিক ব্যক্তির রক্তপাতের জন্য আমি নির্দোষ, তোমরা এর ব্যবস্থা নাও।' তারপর সকলকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'তার রক্ত আমাদের এবং আমাদে

পিলাতের হাতে জেরুজালেমে মোতায়েন রোমান সেনাবাহিনীর মতো একটি সশস্ত্র বাহিনী ছিল, যা দিয়ে তিনি জনতাকে ভয় দেখাতে পারতেন।

কিন্তু আত্মরক্ষার ভয় নিশ্চিতভাবেই খ্রিষ্টের বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে, যখন তাদের হয়তো কোনো ক্ষতিই হয়নি, যদিও সেই মুহূর্তে তারা ছিল ভীষণ অপরাধী।

২৫ নং পদের সাথে, প্রায় ৪০ বছর পর তাদের উপর যে বিচার আসতে চলেছে তা স্মরণ করুন; ঈশ্বর এই অনুতাপহীন জাতির উপর বিচার এনেছিলেন, যারা তাদের মসিহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

যিশু ২২ পদে সেই বিবাহ ভোজের দৃষ্টান্তের বিষয়ে কথা বলেছিলেন, যা তিনি বলেছিলেন, আমি দুঃখিত, ২২ অধ্যায়ে, "যখন রাজা সেই বিষয়ে কথা বলার কথা শুনলেন

"যিহুদিদের দ্বারা সুসমাচার প্রত্যাখ্যাত হওয়ায়, তিনি বরং ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁর সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে সেই হত্যাকারীদের ধ্বংস করলেন ও তাদের নগর পুড়িয়ে দিলেন," মথি ২২:৭।

২৫ পদ থেকে আমরা এমন একটি শিক্ষা পাই, যা কোনো ইহুদি ব্যক্তির কাছে সুসমাচার প্রচার করেছেন এমন যে কেউ উপলব্ধি করেছেন।

একজন ইহুদি ব্যক্তির খ্রীষ্টের কাছে আসার জন্য, তাকে তার ইহুদি পরিচয় নয়, বরং তার ইহুদি পূর্বপুরুষদের দ্বারা খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টি ত্যাগ করতে হবে।

তাদেরকে মূলত স্বীকার করতেই হবে যে তাদের পরিবার ও সংস্কৃতি ঈশ্বরের সাথে শত্রুতা করে এসেছে এবং

যীশুকে তাঁর নিজের লোকদের, ঈশ্বরের লোকদের প্রতিশ্রুত মসিহ হিসেবে স্বীকার করার মাধ্যমে তাদের থেকে বিচ্ছেদ।

এর মধ্যে রয়েছে তাদের পূর্বপুরুষ, ইহুদিদের ওপর ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের স্বীকারোক্তি। এই কারণেই বহু ইহুদি সুসমাচারের এত কাছাকাছি।

তারা এই সত্যটি উপলব্ধি করে।

কলেজ ক্যাম্পাসে থাকার সুবাদে আমি এটা জানি।

আমি লক্ষ্য করলাম যে ক্যাম্পাসে বেশ ভালো সংখ্যক ইহুদি ও মুসলমান ছিল; জনসংখ্যা খুব বেশি না হলেও, একটি আমেরিকান কলেজের জন্য এই সংখ্যাটা বেশ লক্ষণীয়।

ইহুদি ও মুসলমানরা বোঝে যে, যদি তারা খ্রিষ্টকে গ্রহণ করে, তবে সম্ভবত তারা তাদের পরিবার ও অধিকাংশ বন্ধুকে হারাবে।

এটা ইহুদি-বিদ্বেষী বা মুসলিম-বিদ্বেষী নয়। এটা শুধু একটা ভান।

এটা তাদের সংস্কৃতিকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যে তারা বিষয়টাকে এভাবেই বোঝে। আপনার সাথে কথা বলার আগেই তারা ব্যাপারটা একরকম আঁচ করতে পারে।

সুতরাং ২৬ পদ, "তখন তিনি তাদের কাছে খরগোশের মতো হয়ে গেলেন, এবং যখন তিনি যীশুকে নিরুৎসাহিত করলেন,

তিনি তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য তুলে দিলেন।

আমাদের সাধারণ দাসের লোকটির পর যখন আমাদের প্রভুকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছিল, তখনও তাঁর সাথে আচরণ করা হয়েছিল।

"মানবজাতির অন্যতম নিম্নতম ও সবচেয়ে ঘৃণিত জনগোষ্ঠীর একজন দাস হিসেবে," এলবার্ট বাইর্ন বলেন। "হতাশ করাটাই ছিল এক অত্যন্ত কঠোর শাস্তি।"

কখনো কখনো শুধু সে কারণেই মানুষ মারা যেত।

অ্যাডাম ক্লার্ক প্রথম শতাব্দীর রোমান ঐতিহাসিক ট্যাসিটাসের উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের কথা তুলে ধরেছেন, যারা সুসমাচারের সত্যতা সম্পর্কে বাইবেলের বাইরে প্রমাণ চান।

প্রারম্ভিক রোমান ঐতিহাসিকদের কিছু উক্তি রয়েছে।

এখন, তাদের বাইবেলের বাইরের কোনো প্রমাণের প্রয়োজন হওয়া উচিত নয়, কারণ বাইবেল নিজেই একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ, এবং প্রত্নতত্ত্বের মাধ্যমে এর লেখকদের নির্ভুলতা প্রমাণ করা যায়।

আদিপুস্তক থেকে বাইবেলের লেখকদের সামঞ্জস্যের মাধ্যমে তাদের নিজেদের মধ্যে সামঞ্জস্য।

প্রত্যাদেশ।

কিন্তু অ্যাডাম ক্লার্ক রোমান ঐতিহাসিক ট্যাসিটাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "নিউরো তাদের রেখেছিলেন যারা সাধারণত যেত

খ্রিস্টানদের নামে সবচেয়ে ভয়াবহ নির্যাতন।

এই 'খ্রিস্টান' নামের প্রণেতা ছিলেন খ্রিস্ট, যাঁকে টাইবেরিয়াসের শাসনামলে উপযুক্তভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

রোমান প্রকিউরেটর বা গভর্নর পন্টিয়াস পিলাতের দ্বারা।

আচ্ছা, তাহলে ২৭ পদ, "তখন শাসনকর্তার সৈন্যরা যীশুকে সাধারণ সভাকক্ষে নিয়ে গেল এবং সমস্ত সৈন্যদলকে তাঁর কাছে জড়ো করল।"

আমি যতদূর জানি, সৈন্যদলটিতে প্রায় ৪০০ থেকে ৬০০ জন লোক ছিল। আর তারা তাঁর বস্ত্র খুলে তাঁকে একটি লাল রঙের পোশাক পরিয়ে দিল।

আর তারা কাঁটার মুকুট তৈরি করে তা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিল এবং তাঁর ডান হাতে একটি নলখাগড়া দিল।

আর তারা তাঁর সামনে নতজানু হয়ে তাঁকে উপহাস করে বলল, "যিহূদীদের রাজা, আপনার জয় হোক।" এরপর তারা তাঁর উপর থুথু ফেলল এবং নলখাগড়াটি নিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করল।

এবং তাঁকে উপহাস করার পর, তারা তাঁর গা থেকে চাদরটি খুলে নিয়ে তাঁর নিজের পোশাক বা কাপড় তাঁকে পরিয়ে দিল এবং ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য তাঁকে ছেড়ে দিল।

এবং বিশ্বাসীরা কোনোভাবেই মিথ্যা অনুগ্রহে এটা করে না।

তারা প্রভু হিসেবে তাঁর পদের বিরোধিতা করার জন্য খ্রিষ্টকে সকলের ত্রাণকর্তা হিসেবে ব্যবহার করে।

যে কেউ নিজেকে খ্রিস্টান বলে স্বীকার করে, সে যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করবে,

তিনিই মসিহ, খ্রিষ্ট, কিন্তু যিনি পাপে জীবনযাপন করেন এবং তাঁর বাণী অগ্রাহ্য করেন, তিনি মূলত তাই করেন যা এই রোমান সৈন্যরা করছে।

তারা তার সরকারকে উপহাস করছে।

এবং তারা মূলত, অনেক ক্ষেত্রে, তিনি যে তাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন ও রক্তপাত ঘটিয়েছেন, সেই ঘটনাটিকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে তাঁর কর্তৃত্বকে পদদলিত করা এবং পাপে জীবনযাপন চালি

আর সেই কারণেই মিথ্যা অনুগ্রহ, আইন-বিরোধীরা শিক্ষা দেয় যে খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরের আদেশ মানার প্রয়োজন নেই।

ঈশ্বরের আইন, কারণ তারা বলে যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ তো এমনিতেও অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তারা একটি মিথ্যা প্রচার করে।

অনুগ্রহ করে, তারা মূলত তাই করে যা এই রোমান সৈন্যরা এখানে করেছিল।

সুতরাং ৩২ পদ, "আর তারা বাইরে এসে শৈরীয় শিমোন নামে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, তাঁকে তারা বাধ্য করলেন

তাঁর ক্রুশ বহন করতে।

আর যখন তারা গলগথা নামক স্থানে, অর্থাৎ মাথার খুলির স্থানে, আসছিলেন, তখন তারা তাঁকে পিত্ত মিশ্রিত সিরকা পান করতে দিলেন।

আমি যতদূর বুঝি, গন্ধরস ছিল একটি প্রশান্তিদায়ক, যা ওই সত্তার যন্ত্রণা উপশম করার জন্য ব্যবহৃত হতো।

ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল এবং তিনি তার আস্বাদন করার পর আর পান করেননি। সাইরিন ছিল একটি এলাকা যা এখন লিবিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্গত।

যোহন ১৯-১৭ অধ্যায় থেকে আমরা দেখতে পাই যে, যিশু তাঁর ক্রুশ বহন করতে শুরু করেছিলেন এবং সম্ভবত এই ঘটনাটি...

যে ক্রুশটি এমনিতেই খুব ভারী ছিল এবং চাবুক মারার ফলে যিশু ইতিমধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন,

ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগের মানসিক চাপ, সম্ভবত আগের রাতে ঘুমের অভাব, সম্ভবত আগে থেকেই পানিশূন্যতা এবং গুরুতর আঘাত ও যন্ত্রণার কারণে তিনি অসুস্থ ছিলেন।

সম্ভবত তিনি আর ক্রুশ বহন করতে পারেননি।

সুতরাং এটা সম্ভবত যে, রোমান সৈন্যরা এই সাইমনকে, যিনি সম্ভবত নিস্তারপর্বের জন্য জেরুজালেমে ছিলেন, যিশুকে ক্রুশ বহন করতে সাহায্য করার জন্য বাধ্য করেছিল।

সম্ভবত তারা তাকে ক্রুশ বহনের দায়িত্ব থেকে পুরোপুরি অব্যাহতি দেয়নি, কারণ ক্রুশ বহন করাটা শাস্তিরই একটি অংশ ছিল।

৩৩ নং পদে উল্লিখিত ক্যালভারি গলগথাকে, অন্যান্য সুসমাচারগুলোতেও মাথার খুলির স্থান বা ক্যালভারি বলা হয়েছে।

৩৪ পদে, যিশু পিত্তরস মিশ্রিত সিরকা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন—অ্যালবার্ট ব্রাউন বলেন যে, তিনি মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোলাতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

ধর্মগ্রন্থের বিধান পূর্ণ করা এবং অন্যান্য বিষয়গুলো পূরণের ক্ষেত্রে ক্রুশে যিশুর আরও কিছু কাজ বাকি ছিল।

মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্য যে কাজ করার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়েছিল, তা শেষ করতে ক্রুশের উপর তিনি যা বলেছিলেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় ছিল।

সুতরাং এর প্রভাব বিবেচনা করে তার পক্ষে শরীর ও মনকে স্বস্তি দেওয়া সমীচীন ছিল না।

এর মধ্যে একটি শিক্ষা আছে যে, যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে সম্ভব হয় তবে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চাওয়া সঠিক, কিন্তু যীশুকে অনুসরণ করার একটি দিক হলো নিজেকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে না দেওয়া।

অথবা কষ্ট বা যন্ত্রণা, যখন সেই স্বস্তি কোনোভাবে আপনাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা থেকে বিরত রাখবে। সুতরাং, এখানে যন্ত্রণার প্রতি আসক্তি, যারা নেশা করে ও অবৈধ মাদক ব্যবহার করে এবং যারা এ ফুসফুস ফাটিয়ে দিতে পারে—এইসব বিষয়ে একটি শিক্ষা রয়েছে।

শরীরের সামান্য ব্যথা উপশম করার মতো জ্ঞানও তাদের থাকে না।

এর মাধ্যমে তারা সুসমাচারের নীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে এবং আমরা দেখতে পাই যে, এখানে যিশু স্পষ্টতই এক অত্যন্ত তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন, যার থেকে তিনি কোনো উপশম চাননি।

সুতরাং ৩৫ পদ, "আর তারা তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করল এবং ভাববাদীর কথিত বাক্য পূর্ণ করার জন্য তাঁর পোশাক ভাগ করে নিল ও লটারি করল।"

তারা আমার পোশাক নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল এবং আমার যে বস্ত্র তারা বেছে নিয়েছিল, তার উপর তারা লটারি করল।

আর তারা সেখানে বসে তাকে দেখছিল।

মুসলমানদের এই দাবি যে যিশু আসলে কখনো মারা যাননি, তা খণ্ডন করার জন্য যিশু অনেক কিছুই করেন। তাঁকে প্রকাশ্যে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল এবং সৈন্যরা ও তারা নিজেরাই তাঁর দেহ রক্ষা করেছিল।

এবং আমরা দেখতে পাব যে সে আসলেই মারা যায়।

৩৫ পদে উদ্ধৃত শাস্ত্রপদটি গীতসংহিতা ২২ থেকে ১৮ অধ্যায় থেকে নেওয়া হয়েছে।

আমার কম্পিউটারে আগে থেকেই একটি পুরোনো গ্রুপ চলছিল, কিন্তু দেখা যাক আমি সবকিছু ঠিকঠাক করতে পারি কিনা।

আমরা কেমন আছি?

আমরা তোমাকে ওখানে হারিয়ে ফেলেছিলাম, বন্ধু। ওহ্, আমি এখনও এখানেই আছি।

আমি ৩৫ নং পদের উপর সব অংশ থেকে একটি টীকা পড়তে চাই এবং আমাকে এইমাত্র এটি আমার কম্পিউটারে খুলতে হবে।

কোনো সমস্যাই নেই।

শুধু নিশ্চিত হতে চাইছি।

যাইহোক, ভারত থেকে আগত ভাই উইলসনকে স্বাগত জানাই। আপনি শুরু করার ঠিক পরেই তিনি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন।

উনি কি ভারতের ভাই, জিমি ভাই? হ্যাঁ, উনি আমার ভাই।

আমাদের কাজ শেষ হলেই আমরা তার সাথে কথা বলব। আমেন।

হ্যাঁ, আমার কম্পিউটারে এই নোটটি আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল, অর্থাৎ স্ক্রিনটিও পপ আপ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এটা শুরু হওয়ার আগে আমি আমার ইন্টারনেট বক্সটি চালু করতে ভুলে গিয়েছিলাম।

কিন্তু আমি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এটা এখানে নিয়ে আসব।

সুতরাং আমি এখন যা পড়তে চলেছি তা হলো অ্যালবার্ট পোনসের লেখা ক্রুশবিদ্ধকরণের একটি বর্ণনা, যা পড়তে আমার খুব ভালো লেগেছে।

তাই, আমি আপাতত পড়তেই থাকব।

সুতরাং ৩৭ পদে বলা হয়েছে, "আর তারা সেখানে বসে তাঁর দিকে নজর রাখছিল এবং তাঁর মাথার উপরে এই মর্মে অভিযোগপত্র টাঙিয়ে দিল, 'ইনিই যিহূদীদের রাজা যিশু'।"

আমরা মার্ক ১৫:২৬, লূক ২৩:৩৮ এবং যোহন ১৯:১৯ থেকে জানি যে, এই সম্পূর্ণ চিহ্নটির দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে।

মার্ক, লুক ও জনের পর থেকে, আমি ফলকটিতে একটু ভিন্ন কিছু লিখব।

এমনও হতে পারে যে, পুরো ফলকটিতে লেখা ছিল, "ইনি নাসরতের যিশু, যিহুদিদের রাজা," এবং মথি, মার্ক, লুক ও যোহন প্রত্যেকে সেই ফলকের ভিন্ন ভিন্ন অংশের উপর আলোকপাত করেছেন।

কিন্তু আমরা লূক ২৩:৩৮ এবং যোহন ১৯:২০ থেকে এও দেখতে পাই যে, সেই চিহ্নটি গ্রিক, হিব্রু ভাষায় লেখা ছিল,

এবং ল্যাটিন।

এবং এর মধ্যেই একটি শিক্ষা নিহিত আছে, কারণ গ্রিক ছিল পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষা।

সেই সময়ে হিব্রু ছিল ইহুদিদের ধর্মীয় ভাষা এবং লাতিন ছিল সরকারি ভাষা, জনগণ ও ক্ষমতার ভাষা।

সুতরাং এমন হতে পারে যে প্রতিটি ভাষায় চিহ্নটির পাঠোদ্ধার কিছুটা ভিন্ন ছিল, অথবা এমনও হতে পারে যে প্রত্যেক সুসমাচার লেখক চিহ্নটির ভিন্ন ভিন্ন অংশের উপর আলোকপাত করেছিলেন।

অ্যালবার্ট বার্নস ২৫ নং পদে বলেন, "ক্রুশবিদ্ধকরণ।" ক্রুশবিদ্ধ করার অর্থ হলো ক্রুশে বিদ্ধ করে মৃত্যু ঘটানো।

মথি ২৭:৩২ পদে ক্রুশের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ক্রুশবিদ্ধ করার সাধারণ পদ্ধতিটি ছিল নিম্নরূপ।

অপরাধীটি সম্ভাব্য সবরকমের অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করে ক্রুশটি বধ্যভূমিতে বহন করে আনার পর, সেটির পাদদেশ রাখার জন্য মাটিতে একটি গর্ত খোঁড়া হয়েছিল।

ক্রুশটি মাটিতে রাখা হয়েছিল।

যাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, তার কাপড় খুলে তাকে এর উপর শুইয়ে দেওয়া হলো। এবং সৈন্যরা তার হাত ও পা হয় পেরেক দিয়ে অথবা উরু দিয়ে বেঁধে দিল।

কাঠে পেরেকগুলো গভীরভাবে গেঁথে দেওয়ার পর, তারা যন্ত্রণাকাতর মানুষটিকেসহ ক্রুশটি উঁচুতে তুলল।

এবং সেটিকে মাটিতে আরও শক্তভাবে গেঁথে দেওয়ার জন্য, তারা সেটিকে রাখার জন্য খোঁড়া গর্তটির মধ্যে সজোরে ফেলে দিল।

আকস্মিক পতনটি পেরেকবিদ্ধ ব্যক্তিটিকে এক প্রচণ্ড ও খিঁচুনিপূর্ণ আঘাত দেয় এবং তার কষ্ট বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

এরপর ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তিকে সাধারণত যন্ত্রণা, ক্লান্তি ও তৃষ্ণায় শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হতো।

এবং ক্ষুধা তার জীবন কেড়ে নিল।

কখনো কখনো এই যন্ত্রণা দিনের পর দিন চলত এবং যখন বন্ধুসুলভ মৃত্যু জীবনের অবসান ঘটাত, তখনও প্রায়শই দেহটিকে রেখে দেওয়া হতো।

এক বিশ্রী বস্তু, যা রোদে পচে যাচ্ছে অথবা পাখিদের দ্বারা ভক্ষিত হচ্ছে।

আমি পড়েছি যে, কখনও কখনও পাখিরাও এসে ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তির শরীর খেত।

তারা তখনও জীবিত ছিল।

এই শাস্তিটিকে সবচেয়ে অসম্মানজনক ও কলঙ্কজনক বলে গণ্য করা হতো, যার অর্থ লজ্জাজনক, ঘৃণ্য।

যেটি রোমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

এই পদ্ধতিতেই সাধারণত দাস, ডাকাত এবং সবচেয়ে কুখ্যাত ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এটিই সুসমাচার প্রচারকদেরকে এতটা অবজ্ঞার পাত্র করে তুলেছিল।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এটিই সুসমাচার প্রচারকদেরকে এতটা লজ্জার মুখে ফেলেছিল।

এবং গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে অবজ্ঞা।

আইনবহির্ভূত কোনো দাসের হাতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে জড়িত সবকিছুকে তারা ঘৃণা করত।

যেহেতু এটি ছিল জ্ঞাত সবচেয়ে অপমানজনক শাস্তি, তাই এটি ছিল সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক। নিম্নলিখিত পরিস্থিতিগুলো এটিকে এক বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুতে পরিণত করেছিল।

হাত ও শরীরের অবস্থান ছিল অস্বাভাবিক, বাহু দুটি পেছনের দিকে প্রসারিত এবং প্রায় অনড় ছিল।

সামান্য নড়াচড়াতেই হাত-পায়ে এবং ক্ষতবিক্ষত পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা হতো।

ডোরাকাটা দাগ সহ।

হাত ও পায়ের স্নায়ু-আবদ্ধ অংশগুলোতে পেরেক ঠুকে দেওয়ার ফলে এক অতীন্দ্রিয় ক্রোধের সৃষ্টি হয়েছিল।

এতগুলো ক্ষত বাতাসের সংস্পর্শে আসায় সেগুলোতে তীব্র প্রদাহ দেখা দেয়, যা যন্ত্রণার তীব্রতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

রক্তের অবাধ চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়েছিল।

যুদ্ধের রক্ত ধমনীর মাধ্যমে প্রবাহিত হতো এবং শিরার মাধ্যমে তা ফিরে আসতে পারত।

এর ফলে মাথার শিরাগুলোতে রক্তপ্রবাহ ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়, যার কারণে তীব্র চাপ ও প্রচণ্ড যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়।

শরীরের অন্যান্য অংশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য ছিল।

রক্তনালীর এই তীব্র চাপ অবর্ণনীয় যন্ত্রণার কারণ ছিল। ব্যথা ক্রমশ বাড়তে থাকল।

কোনো স্বস্তি বা বিশ্রাম ছিল না। মৃত্যু ছাড়া আর কোনো আশা ছিল না।

ভুক্তভোগী সাধারণত তৃতীয় দিন পর্যন্ত এবং কখনও কখনও এমনকি সপ্তম দিন পর্যন্তও এটি সহ্য করতে পারতেন।

কিন্তু ত্রাণকর্তার তীব্র যন্ত্রণা শীঘ্রই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সম্ভবত তাঁর পূর্ববর্তী ক্লান্তি ও অবসাদের কারণে এমনটা হয়েছিল, কিন্তু তথাপি তা ছিল তাঁর আত্মার তীব্র যন্ত্রণারই ফল, যা আমাদের দুঃখকে ব্যথিত করে, আমাদের শোক নিরাময় করে এবং জগতের পাপের

অ্যালবার্ট বার্নস তার পোশাক বিভক্ত করার বিষয়ে বলতে থাকেন। নগ্ন অবস্থায় একজন ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ধ করা প্রথা ছিল।

নির্যাতিত ব্যক্তির কারণটি ছিল জল্লাদদেরই।

বলা হয় যে, তারা তার পোশাক চার ভাগে ভাগ করেছিল, প্রত্যেক সৈন্যকে আলাদাভাবে, কিন্তু তার উপাসনার জন্য তারা লটারি করেছিল।

অতএব মথি যখন বলেন যে তারা লটারি করে তাঁর পোশাক ভাগ করে নিল, তখন তা বুঝতে হবে

তারা তাদের এক অংশকে ভাগ করল এবং অন্য অংশের জন্য লটারি করল। এখানের এই কথাগুলো, যেন সেখানে তা পূর্ণ হয়, গীতসংহিতা ২২:১৮ পদে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ গীতটি সাধারণত খ্রিষ্টকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয় এবং এটি তাঁর দুঃখভোগ ও মৃত্যুর এক অত্যন্ত মর্মস্পর্শী বর্ণনা।

আমি আরও যোগ করতে চাই যে, গীতসংহিতা ২২ লেখা হয়েছিল ক্রুশবিদ্ধকরণ শাস্তি হিসেবে প্রচলিত হওয়ারও আগে, অন্তত ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়ারও আগে।

সুতরাং, গীতসংহিতা ২২-এ এই ভবিষ্যদ্বাণীটি থাকার বিষয়টি, যা মৃত্যুদণ্ডের একটি রূপ হিসাবে ক্রুশবিদ্ধকরণ পরিচিত হওয়ারও আগে একজন ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ধ করার সাথে এতটাই সাদৃশ্যপূর্ণ, তা ছিল...

প্রকৃতপক্ষে এটি ধর্মগ্রন্থে থাকা অলৌকিক বাণীর বহু প্রমাণের মধ্যে একটি মাত্র।

সুতরাং ৩৮ পদে বলা হয়েছে, "তখন তাদের সঙ্গে দুজন চোরকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হলো, একজনকে ডানদিকে এবং অন্যজনকে বামদিকে।"

এর দ্বারা যিশুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছিল যে, তাঁকে দুই চোরের মাঝখানে রাখা হয়েছিল।

সম্প্রতি এরা এমন ডাকাত ছিল যারা ডাকাতির পাশাপাশি খুনও করেছিল।

ডাকাতিতে সাহায্য করার জন্য হত্যাকাণ্ডটি ঘটানো হয়েছিল।

আমরা যিশাইয় ৫৩:১২ পদে পড়ি যে, তাঁকে অধর্মকারীদের সঙ্গে গণ্য করা হয়েছিল।

সম্ভবত তাকে মাঝখানে রাখা হয়েছিল এটা দেখানোর জন্য যে সে তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ছিল এবং স্পষ্টতই বারাব্বাসের সেখানেই থাকা উচিত ছিল।

সুতরাং ৩৯ পদে, "আর যারা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তারা মাথা নেড়ে অবজ্ঞা ও অপমান দেখিয়ে তাঁকে তিরস্কার করল এবং বলল, 'হে প্রভু, তুমিই তো মন্দির ধ্বংস করে তিন দিনে তা পুনর্নির্মাণ করো, রক্ষা করো'

নিজেকে।

যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে ক্রুশ থেকে নেমে এসো।

তেমনিভাবে প্রধান যাজকও শাস্ত্রবিদ ও প্রাচীনদের সঙ্গে তাঁকে উপহাস করে বললেন, তিনি অন্যদের বাঁচিয়েছেন, কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারবেন না।

যদি তিনি ইস্রায়েলের রাজা হন, তবে তিনি এখন ক্রুশ থেকে নেমে আসুন, তাহলে আমরা তাঁকে বিশ্বাস করব। তিনি ঈশ্বরের উপর ভরসা করেছিলেন; ঈশ্বর যদি তাঁকে চান, তবে এখন তাঁকে উদ্ধার করুন।

কারণ তিনি বলেছিলেন, "আমি ঈশ্বরের পুত্র।"

মসিহ আসলে কে, তার তুলনায় জগৎ তাঁর মধ্যে কী চায়, সে বিষয়ে এটি একটি বড় শিক্ষা।

আসলে তাই।

যিশুর মৃত্যু তার কোনো উপকারে আসবে না, যদি না সে পাপের প্রতি তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে। আর পাপের প্রতি মৃত্যুর সাথে সাথে জাগতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষারও মৃত্যু হওয়া আবশ্যক, যেহেতু
দিক।

আর বিশেষ করে বিশ্বের ইহুদিরা এমন একজন মসিহ চাইবে যিনি এসে তাদের কাঙ্ক্ষিত জিনিসগুলো দেবেন এবং পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করে ঈশ্বরের জন্য জীবন ধারণের দাবি করবেন না।

আর বিশ্ব ঠিক এটাই খ্রিষ্টারি-র কাছ থেকে পেতে চলেছে এবং ইতিহাস জুড়ে বিভিন্ন খ্রিষ্টারি-চরিত্রের কাছ থেকে তা পেয়েছে।

যদি তিনি ক্রুশ থেকে নেমে আসেন এবং এমন আচরণ করেন যেন মানবজাতির পাপ কোনো বড় ব্যাপার নয়, বরং এই জীবনে মানুষের সুখই আসল লক্ষ্য, তাহলে তারা তাঁকে বিশ্বাস করবে।

কিন্তু আমরা মথি ১৬:২৩ পদে স্পষ্টভাবে পড়ি যে, যীশু পিতরকে এই বলে তিরস্কার করেছিলেন যে, তিনি তাঁর শত্রু হওয়ার জন্য পিতরকে এই বলে ভর্ৎসনা করেন যে, তুমি মানুষের বিষয়গুলিতেই আনন্দ পা

ঐ দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ আছে এবং যিশু যে আমাদের নিজেদেরকে বিসর্জন দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে জীবনযাপন করার আহ্বান জানান, সেটাই সুসমাচারকে জীবনের পথকে এক সরল ও সং

আর যারা এর বিপরীতে প্রচার করে, তারা হলো ভণ্ড নবী, যারা এমন এক মন্দ পথের প্রচার করে যা পরিণামে...

ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

৪০ থেকে ৪৩ পদেও পুনরুত্থানের তাৎপর্য দেখা যায়।

এই লোকেরা মনে করত যে ঈশ্বর খ্রিষ্টকে ক্রুশ থেকে উদ্ধার করবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে তাঁর নির্দোষ প্রমাণ করতে যাচ্ছিলেন।

এবং আমরা প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকে দেখতে পাব, কীভাবে প্রেরিতদের প্রচার ও অলৌকিক কাজের মাধ্যমে সেই একই লোকেরা তাদের সত্যের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

সুতরাং ঈশ্বর তাকে নির্দোষ প্রমাণ করলেন, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের একটি কাজ সম্পন্ন করা বাকি ছিল।

আর এই লোকেরা তাদের দূরদৃষ্টির অভাব ও আধ্যাত্মিক অন্ধত্বের কারণে সে বিষয়ে মোটেও ভাবছিল না।

পৌল এখানে এই সমস্ত কথা বলছেন, যখন তাদের নিজেদের ভাববাদীরাই ঠিক এই দৃশ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং যখন তারা তাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোই পূর্ণ করছিলেন।

ঈশ্বর যে উপায়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন, তা কতই না চমৎকার।

এই লোকেরা আসলে গীতসংহিতা ২২:৮ পদ থেকে সেই কথাগুলো উদ্‌ধৃত করছিল, যা গীতরচকের শত্রুরা তাঁকে বলেছিল।

তারা তাদেরকে খ্রিষ্টের শত্রু বলে উল্লেখ করছিল, অথচ তারা বিষয়টি বুঝতে পারছিল না।

প্রেরিত ১৩ অধ্যায়ের ১৩:২৭ পদে পৌল বলেন, "কারণ যিরূশালেমের বাসিন্দারা ও তাদের শাসকেরা, যেহেতু তারা তাঁকে চিনত না, আর ভাববাদীদের বাণীও শুনত না, যা...

প্রতি বিশ্রামবারে পঠিত, তারা সেগুলো পূর্ণ করেছে এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

এবং যদিও তারা তার মধ্যে মৃত্যুর কোনো কারণ খুঁজে পায়নি, তবুও তারা দাবি করে যে তাকে হত্যা করা হোক।

আর তাঁর বিষয়ে যা কিছু লেখা হয়েছিল, তা সব পূর্ণ করার পর, তারা তাঁকে গাছ থেকে নামিয়ে একটি গুহা বা কবরে রাখল।

কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করলেন।" আশ্চর্যজনক।

সুতরাং ৪৪ পদে আরও বলা হয়েছে, "চোরেরাও তাঁর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিল এবং সেই একই জিনিস তাঁর মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলেছিল।"

আর এমনটা হতেও পারে, কারণ আমরা লূক ২৩ অধ্যায় থেকে জানি যে চোরদের মধ্যে একজন অনুতপ্ত হয়েছিল।

যদিও এমনও হতে পারে যে, চোরদের একজনের কার্যকলাপকে উভয় চোরের কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা ইহুদি সাহিত্যে অসম্ভব নয়।

কিন্তু এটাও সম্ভব যে, প্রথমে তারা দুজনেই তাকে অপমান করছিল এবং তাদের মধ্যে যে যিশুর কাছে অনুতপ্ত হয়েছিল, সে তাকে বলেছিল যে তারা স্বর্গে তার সঙ্গে থাকবে।

সম্ভবত এই লোকটি দেখেছিল, যিশু কীভাবে জনতার তীব্র উপহাস ও অপমান সামলাচ্ছিলেন।

আর তা দেখে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, তিনিই ঈশ্বরের পুত্র।

আর তিনি তাঁর কাছে এই বলে মিনতি করলেন, "প্রভু, যখন তুমি তোমার রাজ্যে আসবে, তখন আমাকে স্মরণ করো।" আচ্ছা, তাহলে ৪৫ নং পদে বলা হয়েছে, "ষষ্ঠ প্রহর থেকে নবম প্রহর পর্যন্ত সমস্ত দেশে ত

সম্ভবত এটা ছিল শুধু যিহূদিয়ার ভূখণ্ড এবং হয়তো তার আশেপাশের দেশগুলো। আমার মনে হয় না আমরা নিশ্চিতভাবে তা জানতে পারব।

আর প্রায় নবম প্রহরে, অথবা ষষ্ঠ প্রহর ইহুদিদের জন্য দুপুর হতো, এবং নবম প্রহর হতো বিকাল ৩টা।

আর প্রায় নবম প্রহরে যিশু উচ্চস্বরে কেঁদে বলতে লাগলেন, "এলি, এলি, লামাস, শিবাক্তানি," অর্থাৎ, 'হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করছ?'"

সেখানে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন তা শুনে বলল, "এই লোকটি ইলিয়াসকে ডেকেছিল।" আর তখনই তাদের একজন দৌড়ে গিয়ে একটি স্পঞ্জ নিয়ে তাতে ভিনেগার ভরে রাখল।

সেটা একটা নলের ডগায় গেঁথে তাকে পানীয়টা দিল।

বাকিরা সমুদ্র-আবহাওয়ায় এলিয়াসকে ছেড়ে দিয়েছিল, অথবা এলিয়াহ তাকে বাঁচাতে আসবেন।

সেই সময়ে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যে অন্ধকার নেমে এসেছিল, তিনি আমাদের পাপের বিচার বহন করছিলেন।

সুতরাং এই অন্ধকার ছিল একটি উপযুক্ত সাক্ষ্য।

এই অন্ধকার সেই সত্যের এক উপযুক্ত সাক্ষ্য ছিল, এমনকি তার চেয়েও বেশি কিছু। তিনি ছিলেন জগতের আলো।

তাই যখন তিনি মৃত্যুবরণ করছিলেন, তখন চারিদিক অন্ধকার থাকাই সঙ্গত ছিল। অ্যাডাম ক্লার্ক উল্লেখ করেন যে এটি ছিল এক অতিপ্রাকৃত অন্ধকার।

এটি শুধুমাত্র পূর্ণিমার রাতেই উদযাপন করা হতো।

এটা ছিল পাসওভারের সময়, যা শুধুমাত্র পূর্ণিমার রাতেই উদযাপন করা হতো। আর জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে আমি জানি না।

অ্যাডাম ক্লার্ক বলেছেন, পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দ্বারা সূর্যগ্রহণ হওয়া অসম্ভব।

আমি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার ভান করব না, কিন্তু তার কথাটাই বিশ্বাস করছি।

আমার মনে হয়, ঈশ্বর চাইতেন যে, সেই সময়ে এই লোকেরা যে দুর্দশার মধ্যে ছিল—যা নিয়ে আমরা পরে পড়ব—তা থেকেই বোঝা যায় যে তারা এটিকে একটি অতিপ্রাকৃত অন্ধকার হিসেবেই বুঝেছিল। ব্যব
মুক্ত করার জন্যই খ্রীষ্টকে আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ করা হয়েছিল।

অ্যালবার্ট বার্নস এখানে বলেছেন, "এটি ছিল কোনো না কোনোভাবে পাপের প্রতি ঈশ্বরের ঘৃণার একটি প্রকাশ, যা তিনি

সেই সংকটময় মুহূর্তে তিনি কী অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তা ব্যাখ্যা করেননি।

তাঁর সেই কষ্টই আমাদের প্রাপ্য ছিল এবং একমাত্র সেই কষ্টের দ্বারাই আমরা অনন্ত মৃত্যু থেকে রক্ষা পেতে পারি।

অ্যালবার্ট বার্নস, খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত করার ক্ষেত্রে ঠিক এটাই ঘটেছিল। আমরা যদি শুধু ধর্মগ্রন্থের ব্যবহৃত ভাষা মেনে চলি, তাহলেই চলবে।

এটা মজার ব্যাপার যে, প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকে যখন প্রেরিতেরা সুসমাচার প্রচার করতেন, তখন তাঁরা—আমি বলছি না যে তাঁরা মণ্ডলীকে এই শিক্ষা দেননি, কিন্তু সুসমাচার প্রচারের সময় তাঁরা প্র
সেই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেননি।

কিন্তু তারা এটা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং অনুতাপের মাধ্যমে ও

তাঁর উপর বিশ্বাস রাখলে আমরা ক্ষমা পেতে পারি এবং অনন্ত জীবনের অংশীদার হতে পারি। তাহলে, ধর্মগ্রন্থে কী ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে?

আমরা যিশাইয় ৫৩:৫ ও ৬ পদে পড়ি, তিনি আমাদের অপরাধের জন্য আহত হয়েছিলেন। তিনি আমাদের অধর্ম বা আমাদের আইনহীনতার প্রয়োজনের জন্য ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন।

আমাদের শান্তির শাস্তি তাঁর উপর আপতিত হলো এবং তিনি তাঁর সৈন্যদলসহ আরোগ্য লাভ করলেন। আমরা সকলে মেষের মতো পথভ্রষ্ট হয়েছি।

আমরা প্রত্যেককে নিজ নিজ পথে ফিরিয়ে দিয়েছি। প্রভু আমাদের সকলের অধর্ম তাঁর উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

যদি প্রভু আমাদের সকলের পাপ তাঁর উপর চাপিয়ে দিয়ে থাকেন, তবে তা থেকেই বোঝা যাবে কেন পিতার অসন্তোষ এই সময়ে প্রকাশ পেতে হয়েছিল।

১ পিতর ২:২৪ পদে, যে অংশটি আমরা অনেক দেখেছি, সেখানে পিতর বলেন, "যদি তিনি প্রথমে ক্রুশের উপর নিজ দেহে আমাদের পাপসমূহ বহন করেন, যেন আমরা পাপের প্রতি মৃত হয়ে ধার্মিকতার অ

আমি প্রায়শ্চিত্ত দিবসের সেই দুটি ছাগলের কথা ভাবি, ওগুলো দুটোই যা সম্পন্ন হয়েছিল তার প্রতিচ্ছবি।

খ্রিস্টের মৃত্যুর দ্বারা।

একটি ছাগল বলি দেওয়া হয়েছিল এবং ইস্রায়েল সন্তানদের পাপমোচনের বলি উৎসর্গ করার জন্য তার রক্ত পবিত্র স্থানে আনা হয়েছিল।

আর তারা সেই জীবিত ছাগলটির উপর হাত রেখে ইস্রায়েল সন্তানদের পাপকর্মের স্বীকারোক্তি করলেন, যেখান থেকে 'স্কেপগোট' বা 'বলির ছাগল' শব্দটি এসেছে।

এবং তারপর তারা বলির পাঁঠাটিকে উন্মুক্ত প্রান্তরে ছেড়ে দেয় এবং গড়পড়তা হিসাবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, যা থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে... এবং

ঐ দুটি ছাগল দেখায় যে, কীভাবে খ্রিষ্ট আমাদের পাপের বিচার বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর তাই আপনি ভেবে দেখুন যে, সেই বলির ছাগলটির উপর এক অভিশাপ ছিল, যার উপর রূপক অর্থে ইস্রায়ে
দেওয়া হয়েছিল।

আমরা ২ করিন্থীয় ৫:১৯ থেকে ২১ পদে পড়ি, "এই জেনে রাখো যে, ঈশ্বর খ্রীষ্টে ছিলেন এবং জগৎকে নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করছিলেন; তিনি তাদের অপরাধ তাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছিলেন না, বরং পু
অর্পণ করেছেন; আর এখন আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে সেই বাক্যের দূত, যেন ঈশ্বর আমাদের দ্বারা তোমাদের কাছে মিনতি করছেন।"

আমরা প্রার্থনা করি, তোমরা খ্রীষ্টের পরিবর্তে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও, কারণ যিনি পাপ জানতেন না, তাঁকেই তিনি আমাদের জন্য পাপস্বরূপ করলেন।

তিনি তাকে পাপস্বরূপ করেছেন।

আর তাঁকেই পাপমোচনের বলি বলে মনে করা হয়, যিনি কোনো পাপ জানতেন না, যেন আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ধার্মিকতা হতে পারি।

আমরা পড়েছি... চলুন এখানে দেখি।

আর সেই দুটি ছাগল, এবং এটাই লেবীয় পুস্তক ১৬:১৫ থেকে ২২ পদ।

আমি এটা পড়ব না, কিন্তু লেবীয় পুস্তক ১৬:১৫ থেকে ২২ হলো এর সূত্র।

এখানের মূল কথা হলো, প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ে কথা বলার সময় যদি আমরা বাইবেলের ভাষা মেনে চলি, তাহলেই আমাদের জন্য ভালো হবে।

আর যারা অনুমান করার চেষ্টা করে, তাদের জন্য বলছি, ১ তীমথিয় ২ অধ্যায়ে লেখা আছে যে, খ্রীষ্ট সকলের জন্য নিজেকে মুক্তিপণ হিসেবে উৎসর্গ করেছেন, যার সাক্ষ্য যথাসময়ে দেওয়া হবে।

আমরা গালাতীয় ৩:১৩ পদে পড়ি যে খ্রীষ্ট ছিলেন... আমি সরাসরি সেই অনুচ্ছেদটিতে চলে যাচ্ছি।

গালাতীয় ৩:১৩, "খ্রীষ্ট আমাদের জন্য অভিশপ্ত হয়ে, ব্যবস্থার অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন।"

কারণ লেখা আছে, "যে কেউ গাছে ফুল দেয়, সে অভিশপ্ত।"

এবং এটি দ্বিতীয় বিবরণ ২১, ২২ ও ২৩ অধ্যায়ের একটি উল্লেখ, যেখানে বলা হয়েছে যে, একটি গাছ ঈশ্বরের জন্য অভিশাপ।

আমরা ইব্রীয় ৯:১৪ পদে দেখি, যীশুর দুঃখভোগের একটি অনন্তকালীন মূল্য থাকতে পারে, কারণ তিনি কে, কারণ তিনি অনন্তকাল ধরে বিদ্যমান ছিলেন।

আর ইব্রীয় ৯:১৪ পদে লেখা আছে যে, অনন্ত আত্মার মাধ্যমে খ্রীষ্ট নিজেকে নিষ্কলঙ্কভাবে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করেছিলেন।

এর মধ্যে এমন কিছু ছিল যা আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঘটাত। সন্তুষ্টি হলো তুষ্টি বা তুষ্টিরই সমার্থক।

১ যোহন ২:২ পদে এটাই বলা হয়েছে যে, তিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ; এবং কেবল আমাদের পাপের জন্যই নয়, বরং সমগ্র জগতের পাপের জন্যও।

আমরা পরে ইব্রীয় ৯:২৪ পদে পড়ি, "কারণ খ্রীষ্ট হাতে তৈরি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেননি, যা প্রকৃত স্থানের প্রতিরূপ মাত্র, কিন্তু তিনি এখন প্রকাশ করার জন্য স্বয়ং স্বর্গে প্রবেশ করেছেন।"

ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আমাদের জন্য।

আর এমনও নয় যে, সে নিজেকে ঘন ঘন উৎসর্গ করবে, যেমন আমি প্রতি বছর অন্য দুজনের সঙ্গে পবিত্র স্থানে নিজেকে উৎসর্গ করি।

তাহলে তো জগৎ পত্তনকাল থেকেই তাঁকে দুঃখভোগ করতে হতো, কিন্তু মহাকালের শেষে একবারও নয়।

জগৎ, যে তিনি আত্মত্যাগের দ্বারা পাপ দূর করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

আর যেমন মানুষের জন্য একবার মৃত্যু ও তার পরে বিচার নির্ধারিত, তেমনি খ্রীষ্টও অনেকের পাপ বহন করার জন্য একবার উৎসর্গীকৃত হয়েছিলেন, এবং যারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করবে, তাদের কাছে তি
পাপহীন রূপে আবির্ভূত হবেন।

সুতরাং, মূল কথা হলো, প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে শাস্ত্র যা বলে, আমরা শুধু সেটাই মেনে চলতে চাই। আর যদি আমরা তা করি, তবে এর থেকে সরে আসার কোনো উপায় নেই।

আসুন আমরা মথি ২৭ অধ্যায়ে ফিরে যাই, "যখন যীশু বললেন, 'হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, তিনি কেন আমাকে এমনভাবে পরিত্যাগ করছেন?'"

এটি একটি বিতর্কিত অংশ, কারণ কিছু লোক এটিকে ব্যবহার করে বলতে চায় যে, যিশু ক্রুশে থাকাকালীন পাপ করেছিলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও তেমন নয়।

৪৬ নং পদে খ্রিষ্টকে দেখানো হয়েছে, এটি খ্রিষ্টের মানবিক যন্ত্রণাকে তুলে ধরে।

কষ্টের সময়ে ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করা, "এমনটা কেন ঘটছে?"—এটা কোনো পাপ নয়।

এটি আসলে এক ধরনের আস্থা ও বিশ্বাস প্রকাশ করতে পারে যে, আপনি তা না বুঝলেও ঈশ্বরই জানেন কোনটা সবচেয়ে ভালো।

এবং সম্ভবত এই মুহূর্তে খ্রিস্ট যন্ত্রণায় এতটাই অভিভূত ছিলেন যে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন।

এর আরেকটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আছে, এই অনুচ্ছেদটি অন্যভাবেও অনুবাদ করা হয়ে থাকতে পারে।

যদিও

ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, "হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে কী ধরনের পরীক্ষার হাতে তুলে দিয়েছ?"

এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এটি হয়তো ততটা যন্ত্রণার আর্তনাদও নয়

তার নিজের যন্ত্রণা, কিন্তু সেই মুহূর্তে তার শত্রুরা কতটা দুষ্ট হতে পারত, তা ভেবে বিড়বিড় করে আর্তনাদ ও বিস্ময়।

সুতরাং, এগুলো বিবেচ্য বিষয়।

৪৭ পদে, আচ্ছা, ৪৬ পদে যিশুর আর্তনাদ ছিল, "এটি সিরীয়ও ছিল না, হিব্রুও ছিল না।"

এটা উভয়েরই সংমিশ্রণ ছিল, কারণ সেই সময়ে ইহুদিদের নিজস্ব ভাষা ছিল, যা ছিল আরামাইক এবং এটি মূল হিব্রু থেকে অধঃপতিত হয়েছিল।

আর তাই, আমার ধারণা অনুযায়ী, তারা হিব্রু এবং সম্ভবত ব্যাবিলনে শেখা ভাষার মিশ্রণে কথা বলছিল।

সুতরাং, ৪৭ পদে লোকেরা যখন বলেছিল যে তিনি এলিয়াসকে ডাকছেন, তখনও তা স্পষ্ট নয়।

আমার কাছে এটা পুরোপুরি স্পষ্ট নয় যে লোকেরা ব্যঙ্গ করছিল, নাকি তারা সত্যিই তাকে ভুল বুঝেছিল।

৪৮ পদে লেখা আছে, "তাদের মধ্যে একজন দৌড়ে গিয়ে সিরকা-ভর্তি একটি স্পঞ্জ নিয়ে ছাদের উপর রাখল এবং তাঁকে পান করাল।"

যোহন তাঁর সুসমাচারের ১৯:২৮ পদে যা যোগ করেছিলেন, এটি ছিল তারই জবাবে, যেখানে যিশু বলেছিলেন, "আমি তৃষ্ণার্ত।"

তারা তাকে পানীয় দিয়ে তার প্রতি দয়া দেখাচ্ছিল।

বাকিরা বলল, 'চলো আমরা অন্য জীবন যাপন করি, আমরা ওকে বাঁচাতে আসব।' এটা প্রায় নিশ্চিতভাবেই একটি বিদ্রূপাত্মক অপমান ছিল।

সুতরাং ৫০ পদে বলা হয়েছে, "আর দেখ, মন্দিরের পর্দা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।"

এবং স্পষ্টতই এর মধ্যে খ্রিষ্টের দ্বারা পরিত্রাণের কাজ সমাপ্ত করা এবং নতুন দিগন্ত উন্মোচনের একটি প্রতীকী তাৎপর্য রয়েছে।

তাঁর মাধ্যমে মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি সাহচর্য লাভের যে পথ, তা পুরাতন নিয়মের অধীনে সেই একই পরিমাণে সম্ভব ছিল না, যা এই ঘটনা দ্বারাই চিত্রিত হয় যে পুরাতন নিয়মে

এই মর্মে চুক্তি ছিল যে, প্রায়শ্চিত্তের দিনে বছরে একবার মহাযাজক ব্যতীত আর কেউ মন্দিরের পবিত্রতম স্থানে প্রবেশ করতে পারবে না।

এবং তারপরেও তাকে এই সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছিল, যাতে ধূপ না আনা হয় এবং ধোঁয়ার মেঘ তৈরি না হয়।

ধূপ, পাছে সে মন্দিরের সেই স্থানটি দেখে ফেলে যেখানে ঈশ্বরের মহিমা বাস করত।

সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এটি একটি অত্যন্ত প্রতীকী এবং অত্যন্ত ভয়াবহ দৃশ্য হতো।

আর দেখ, মন্দিরের পর্দা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দুই ভাগে ছিঁড়ে গেল। আর সেই শিলার ফাটলে পৃথিবী কেঁপে উঠল।

এবং কবরগুলো খুলে গেল আর ঘুমিয়ে থাকা অনেক সাধুর দেহ উঠে বেরিয়ে এল।

তাঁর পুনরুত্থানের পর তিনি কবরগুলো থেকে পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করলেন এবং অনেকের কাছে আবির্ভূত হলেন।

প্রভু ঈশ্বর ৫০ পদে বলেন, "এটি তার ডিমের উচ্চতায় ছিল এবং তিনি সম্ভবত উপস্থিত ছিলেন।"

এমন গভীর ক্রমবর্ধমান এবং উচ্চারিত যা আমাদের জগতে আর কখনও অনুভূত হয়নি এমন দুঃখের মাঝে।

খ্রিস্টের মৃত্যুর মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্তের কাজ সমাপ্ত হয়েছিল এবং তিনি পরিত্রাণের পথকে সম্ভবপর করে তুলেছিলেন।

তিনি পাপী লোকদের উপর থেকে অভিশাপ দূর করেছেন এবং সকল প্রকৃত বিশ্বাসীর জন্য স্বর্গরাজ্য উন্মুক্ত করেছেন।

সুসমাচারগুলোর তুলনা করে আমি বিশ্বাস করি যে, ক্রুশের উপর যিশুর শেষ কথাগুলো সম্ভবত এমনই ছিল, "পিতা, তোমার হাতে আমি আমার আত্মা সমর্পণ করি।"

আমি আমার সাধ্যমতো ক্রমটি লিখে রেখেছি।

প্রথমেই তিনি সম্ভবত বলতেন, "পিতা, এদের ক্ষমা করুন, কারণ এরা জানে না এরা কী করছে" (লূক ২৩, ৩৪)।

এবং সেটা স্পষ্টতই তাদেরকে নিঃশর্তে, চিরকালের জন্য ক্ষমা করে দেওয়ার আকুতি ছিল না, বরং ছিল একটি আকুতি।

তাদেরকে তাৎক্ষণিক বিচার থেকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর আরও ৪০ বছর জেরুজালেমের উপর বিচার আনেননি এবং তিনি ইহুদি জাতিকে অনুতাপ করার সুযোগ দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়টি সম্ভবত সেই অনুতপ্ত চোরের জন্য ছিল, যার কথা আমি আগেই বলেছি, এবং আজ পর্যন্ত তুমি আমার সঙ্গে স্বর্গে থাকবে।

তৃতীয়টি সম্ভবত ছিল, এটা প্রথম বা দ্বিতীয়ও হতে পারে, যখন তিনি প্রেরিতকে বলেছিলেন

যোহন ১৯ অধ্যায়ে লিখেছেন, "নারী, তোমার পুত্রকে দেখ, এবং যোহনকে দেখ, তোমার মাতাকে।" চতুর্থটি হলো যা আমরা এইমাত্র ৪৬ পদে পড়লাম।

পঞ্চমটি হতো, 'আমি তৃষ্ণার্ত', ষষ্ঠটি 'সব শেষ', এবং সপ্তমটি, 'পিতা, তোমার হাতে আমি আমার আত্মা সমর্পণ করি।'

এবং সেটি গীতসংহিতা ৩১:৫ পদের একটি উল্লেখ হতো এবং সেখানে যেতেই হবে, কারণ এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গীতসংহিতা ৩১:৫ পদে লেখা আছে, "তোমার হাতে আমি আমার আত্মা সমর্পণ করি, তুমি আমাকে মুক্ত করেছ, হে সত্যের প্রভু ঈশ্বর।"

মৃত্যুকালে যিশুকে তাঁর পিতার ওপর আস্থা রাখতে হয়েছিল যে তিনি তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করবেন এবং অবশেষে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন, আর পুনরুত্থানের মাধ্যমে ঠিক তাই ঘটেছিল।

বাইবেলে আমরা কখনো পড়ি না যে যিশু নিজের শক্তিতে নিজেকে পুনরুত্থিত করেছিলেন।

আমরা রোমীয় ৬:৪ পদে পড়ি, "অতএব, আমরা বাপ্তিস্মের দ্বারা তাঁর সঙ্গে মৃত্যুতে সমাহিত হয়েছি,

পিতা ঈশ্বরের দ্বারা খ্রীষ্ট যেমন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, তেমনি আমাদেরও যেন নতুন জীবনে চলা উচিত।

আর তারপর আমরা রোমীয় ৮:১১ পদে পড়ি, "কিন্তু তাঁরই আত্মার, যিনি যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন।"

আর তাই, যিনি তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই পিতা ও আত্মাই তোমার মধ্যে বাস করছেন।

যিনি খ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনিই তোমাদের অন্তরে বাসকারী তাঁর আত্মার দ্বারা তোমাদের মরণশীল দেহকেও পুনরুজ্জীবিত বা জীবিত করবেন।

২ তীমথিয় ১:১২ পদে পৌল যখন বলেছিলেন, "আমি লজ্জিত নই, কারণ আমি জানি আমি কার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমি নিশ্চিত যে, আমার কাছে যা অর্পণ করা হয়েছে, তা তিনি রক্ষা করতে স

সেদিন।

এটা সেই একই ধারণা ছিল যে, তিনি বিশ্বাস করেন ঈশ্বর যথাসময়ে তাঁকে তাঁর কষ্ট থেকে উদ্ধার করবেন।

এবং এই প্রসঙ্গে খ্রিষ্টানদের সাথে সম্পর্কিত আরও একটি অনুচ্ছেদ।

দ্বিতীয় করিন্থীয় ৪ অধ্যায়, কারণ যিশুই আমাদের বিশ্বাসের পরম আদর্শ।

আর ২ করিন্থীয় ৪:১০-১৪ পদে, পৌল প্রেরিতদের বিষয়ে বলেন যে তাঁরা সর্বদা নিজেদের দেহে প্রভু যিশুর মৃত্যুকে বহন করে চলতেন, যেন যিশুর জীবনও প্রকাশিত বা প্রদর্শিত হতে পারে।

আমাদের শরীর।

কারণ আমরা যারা জীবিত, কেবল যিশুর খাতিরেই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হই, যেন আমাদের এই মরণশীল দেহে যিশুর জীবনও প্রকাশিত হয়।

সুতরাং মৃত্যু আমাদের মধ্যে কাজ করে, কিন্তু জীবন তোমাদের মধ্যে।

বিশ্বাসের আত্মায় আমাদের আছে, যেমন লেখা আছে, "আমি বিশ্বাস করি এবং সেইজন্যই আমি কথা বলেছি।"

আমরাও বিশ্বাস করি এবং সেইজন্য কথা বলি, এই জেনে যে, যিনি প্রভু যীশুকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি যীশুর দ্বারা আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন এবং তোমাদের সঙ্গে আমাদের উপস্থিত করবেন।"

৫১ পদে যখন বলা হয় যে শিলাগুলো ছিন্নভিন্ন করা হয়েছিল, তার অর্থ হলো সেগুলোকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অ্যালবার্ট বার্নস বলেছিলেন যে তাঁর সময়েও ক্যালভারি পর্বতে ছিন্নভিন্ন

তারা ছিল কি না, তা আমি খুঁজে দেখিনি। সুতরাং নিশ্চয়ই কিছু একটা ছিল।

আমি ৫২ ও ৫৩ পদ ব্যাখ্যা করতে পারব না।

এটা এমন একটা বিষয় যা নিয়ে আমার মনে হয় কেউ কিছু জানে না, অ্যালবার্ট বার্নস এবং অ্যাডাম ক্লার্ক দুজনেই এ ব্যাপারে বেশ অজ্ঞ।

আর এতে তাদের কোনো লজ্জা নেই।

মনে হচ্ছে যে, সম্প্রতি মৃত কিছু ধার্মিক ব্যক্তি পুনরুত্থিত হয়ে থাকতে পারেন।

এবং তিনি যিরূশালেমে প্রবেশ করে অনেকের কাছে আবির্ভূত হলেন।

এবং তারা সম্ভবত এমন মানুষ হতেন যারা সম্প্রতি মারা গেছেন, কারণ অন্যথায় তা হতো

তাদের চিনতে অসুবিধা হয়েছে।

তবে এমন জল্পনাও রয়েছে যে, হয়তো কবর থেকে শুধু কয়েকটি মৃতদেহ বের করা হয়েছিল এবং তারা তখনও মৃতই ছিল আর লোকজন তাদের দেখতে পাচ্ছিল।

আমার মনে হয় না আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারব, কারণ আর কোনো বিস্তারিত তথ্য নেই। তাদের কী হয়েছিল?

তারা কি কবরে ফিরে গেল? তারা কি আবার মারা গেল?

এলিয়া ও হনোকের মতো তাঁদেরও কি স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়েছিল? আমরা তা নিশ্চিত করে বলতে পারি না।

কিন্তু খ্রিস্টের জন্মের আগে যারা মারা গিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে কেমন আচরণ করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে অবশ্যই একটি প্রতীকী তাৎপর্য রয়েছে।

তার মৃত্যুর দ্বারা রক্ষা পেয়েছিল।

সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ অনুগ্রহে ও বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণ পেয়ে আসছে এবং ঈশ্বর সক্ষম ছিলেন

তাদেরকে ক্ষমা করতে।

যদিও তারা নতুন চুক্তির সমস্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারেনি, তবুও যারা সাড়াদানকারী ও বাধ্য হৃদয়ে তাঁর কাছে করুণা প্রার্থনা করেছিল, ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

খ্রিস্ট ভবিষ্যতে যা করবেন, তার ভিত্তিতে ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করতে পারতেন। রোমীয় ৩, ২৫ ও ২৬ অধ্যায়ে সেই বিষয়ে বলা হয়েছে।

সুতরাং মথি ২৭:৫৪ পদ অনুসারে, "তখন শতপতি ও দায়ূদ তাঁর সঙ্গে পাহারা দিচ্ছিলেন

যিশু ভূমিকম্প ও তৎপরবর্তী ঘটনাগুলো দেখে লোকেরা অত্যন্ত ভীত হয়ে বলতে লাগল, সত্যিই ইনি ঈশ্বরের পুত্র।

সুসমাচার ঈশ্বরের ভয় এবং অনুতপ্ত না হওয়া পাপীদের উপর ঈশ্বরের বিচার প্রতিষ্ঠা করে।

পৌল রোমীয় ১, ১৬ ও ১৮ অধ্যায়ে বলেছেন যে, তিনি খ্রীষ্টের সুসমাচারের জন্য লজ্জিত নন, কারণ

যারা নিজেদের বিশ্বাস ও ধার্মিকতার জন্য বিশ্বাস করে, তাদের প্রত্যেকের পরিত্রাণের জন্য এটি ঈশ্বরের শক্তি।

ঈশ্বরের প্রকাশ বিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে।

যেমন লেখা আছে, মণ্ডলী বিশ্বাস দ্বারা জীবন ধারণ করবে, কারণ ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশিত হয়

যারা অন্যায়ভাবে সত্যকে ধরে রাখে, সেই সমস্ত মানুষের অধার্মিকতা ও অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে স্বর্গের কৃপা বর্ষিত হোক।

এটি পরিবর্তিত হয়নি।

রোমীয় ১৪:৭ পদে আছে, "চিরস্থায়ী সুসমাচার, ঈশ্বরকে ভয় কর এবং তাঁর মহিমা কর, কারণ তাঁর বিচারের সময় এসে গেছে।"

এবং উপাসনা করা যেতে পারে, আমি নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে না গিয়ে শ্লোকটি নিখুঁতভাবে উদ্‌ধৃত করতে যাচ্ছি না।

কিন্তু একে বলা হয় ঈশ্বরকে মানসিক ভয় করা এবং তাঁর মহিমা ঘোষণা করা, কারণ তাঁর বিচার আসছে। এবং স্পষ্টতই, প্রকাশিত বাক্যের সময়ে তা কার্যত এসেই গিয়েছিল।

৭০ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমের উপর বিচার এবং এই সত্য যে ধর্মগ্রন্থ এখনও কথা বলে

যারা অনুতাপ করতে অস্বীকার করে এবং ঈশ্বরের পরিত্রাণকে অবজ্ঞা করে, সেইসব পাপীদের উপর এক বিচার দিন। খ্রীষ্টে ইব্রীয় ২ এবং ৩ অধ্যায়ে আমরা পড়ি, "যদি আমরা এই মহান পরিত্রাণকে অ
পাব?"

এবং প্রসঙ্গটি হলো, যদি মোশির বিধান অনুসারে প্রতিটি লঙ্ঘন এবং অবাধ্যতা

ন্যায্য প্রতিদান ও পুরস্কার পেয়েছেন, যারা চূড়ান্ত পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন তারা কতখানি।

মোশির বিধান এবং মসিহের নিখুঁত প্রজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত এবং নতুন জীবনের বিশেষ অধিকারসমূহ

চুক্তি, নতুন চুক্তির আশীর্বাদ, যদি তারা শেষ পর্যন্ত তাঁর অবাধ্য হয়, তবে এই মহান পরিত্রাণকে অবহেলা করলে তারা কীভাবে রক্ষা পাবে?

এবং আমরা দেখি যে যিশুর মৃত্যুর পরের মুহূর্তগুলোতেও, আলবার্ট বার্নস এখানে বলছেন, "তারা বিবেচনা করত

এইসব ব্যাপার, পাথর ফেটে যাওয়া আর ভূমিকম্প।

তারা এই বিষয়গুলোকে ঈশ্বরের ক্রোধের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করল এবং এই আশঙ্কায় তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

তাদের উপর প্রতিশোধ নেমে আসছিল।

অ্যালবার্ট বার্নসের মতে, শতপতি যখন সম্ভবত শুনেছিলেন যে যিশু নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবি করেছেন, তখন সম্ভবত এ বিষয়ে তাঁর সঠিক ইহুদি ধারণা ছিল না।

তিনি হয়তো ঈশ্বরের পুত্রকে একজন অর্ধ-ঈশ্বরতুল্য অতিমানবীয় চরিত্রের মতো করে ভেবেছিলেন। কিন্তু তিনি যা বলেছিলেন, তার মাধ্যমে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে যিশু অন্তত একজন অসাধারণ ব
আমরা পড়ি যে তিনি এও বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই ইনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন।"

তিনি স্বীকার করেছিলেন যে তারা হত্যার জন্য দোষী এবং তারা একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।

এই শতপতি হয়তো অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রাপ্ত আলোর সঙ্গে একমত হয়েছিলেন।

সেই সময়ে

সুতরাং ৫৫ পদে বলা হয়েছে, "আর সেখানে অনেক মহিলা দূর থেকে দেখছিলেন, যারা গালীল থেকে যীশুর অনুগামী হয়ে তাঁর সেবা করতেন; তাঁদের মধ্যে ছিলেন মরিয়ম মগ্‌দলীনা, যাকোব ও যোসে
সন্তানদের মা।"

আলবার্ট বার্নস ৫৫ নং পদে বলেন, "নারীর অবিচলতা বা বিশ্বস্ততা এর চেয়ে বেশি উজ্জ্বলভাবে আর কখনও উদ্ভাসিত হয়নি এবং যারা পরবর্তীতে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, তাদের সকলের জন
কখনও স্থাপিত হয়নি।" অ্যাডাম ক্লার্ক ৫৬ নং পদে বলেন, "সুসমাচারগুলোতে যেখানে এই নারীদের নাম উল্লেখ আছে, সেখানে তাদের শনাক্ত করা এবং আলাদা করে চেনা কঠিন।"

এত লোককে মেরি নামে ডাকা হচ্ছে যে কেউ কেউ..." এ ব্যাপারে আমাকে তার সাথে একমত হতেই হচ্ছে।

৫৭ পদ, "সন্ধ্যা হলে অরিমাথিয়ার যোষেফ নামে এক ধনী ব্যক্তি আসলেন,

যিনি নিজেও যিশুর শিষ্য ছিলেন।

তিনি পীলাতের কাছে গিয়ে যিশুর দেহটি ভিক্ষা করলেন।

আমরা দেখেছি, আমার মনে হয় এটা যোহন ১৯:৩৮ অধ্যায়ে আছে, যে যোসেফ গোপনে যিশুর শিষ্য ছিলেন।

ইহুদিদের ভয় ছিল, কিন্তু মনে হয় তার উদ্দেশ্য সৎ ছিল এবং এমন একজনের মধ্যে পার্থক্য আছে যার হয়তো খ্রিস্টকে স্বীকার করার জন্য আরও কিছুটা সময় ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন, আর এমন একজন
নিজের জীবন উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক নয়।

তাহলে, হয় যোসেফ সঠিক সময়ে কাজটি করেছিলেন, অথবা তাঁর আগের ভয়ের জন্য তিনি অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তাই তিনি পীলাতের কাছে গিয়ে যিশুর দেহটি চাইলেন, এবং পীলাত দেহটি হস্তান্তর করার ত

আর যোসেফ দেহটি নিয়ে এসে একটি পরিষ্কার লিনেন কাপড়ে মুড়ে নিজের নতুন কবরে রাখলেন।

আর যখন বলা হয় 'তার নিজের নতুন সমাধি', তখন সম্ভবত এর মানে হলো সেই সমাধিটি যা তিনি নিজের জন্য কিনেছিলেন এই ভেবে যে একদিন সেখানেই তাকে কবর দেওয়া হবে।

তিনি যন্ত্রণাযন্ত্রণায় শায়িত ছিলেন এবং সমাধির দরজায় একটি বড় পাথর গড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন। আর সেখানে মরিয়ম মগ্‌দলীনা এবং অন্য মরিয়ম সমাধি বা কবরের পাশে বসে ছিলেন।

এটি ভবিষ্যদ্বাণীর আরও একটি উল্লেখযোগ্য পূর্ণতা।

যিশাইয় ৫৩:৯ পদে বলা হয়েছে যে, যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়টি মসিহ এবং তিনি কী করবেন সে বিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট একটি অধ্যায়।

আর এটা এতটাই স্পষ্ট যে, তা যিশু ছাড়া আর কারও ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। এবং এটি ইহুদি ও মুসলিমদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি চমৎকার অংশ।

এবং যে কেউ যিশুকে ইহুদি মসিহ বলার দাবি নিয়ে সন্দেহ করে বা অস্বীকার করে এবং

ঈশ্বরের পুত্র এবং পাপের জন্য মসিহের প্রায়শ্চিত্ত করার আবশ্যকতা যা তিনি

গন্ধকের প্রয়োজন হবে এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হতে হবে। এই সবই যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ে দেখা যায়।

যিশাইয় ৫৩:৯ পদে লেখা আছে, "আর তিনি মৃত্যুর পর দুষ্ট ও ধনীদের সঙ্গে নিজের কবর পাতলেন, কারণ তিনি কোনো হিংসা করেননি এবং তাঁর মুখে কোনো ছলনাও ছিল না।"

এটা সত্যিই অসাধারণ, কারণ ব্রাউনের কথা অনুযায়ী এর বাস্তবায়ন আরও বেশি উল্লেখযোগ্য, কারণ তিনি তাঁর জীবদ্দশায় দরিদ্রদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন এবং নিজেও দরিদ্র ছিলেন। একজন ধনী ব্যক্তি
অপরাধীকে সমাহিত করা হয়?

খুব বেশি না।

সম্ভবত এমনটা প্রায় কখনোই ঘটেনি।

আর সেই কারণেই এই ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ যে, খ্রিষ্টকে অপরাধীদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছিল এবং তিনি একজন সাধারণ দাসের মতো মৃত্যুবরণ করেছিলেন, যে ছিল নিকৃষ্টতম অপরাধীদের মধ্যে একজন, তব

ধনী ব্যক্তির সমাধি

অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

এবং এটি ধর্মগ্রন্থের নির্ভরযোগ্যতার একটি প্রমাণ, আর তা হলো যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ে ভাববাণী করা মসিহ খ্রীষ্ট।

এবং এই বিষয়টি পরবর্তী আয়াতগুলোর ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ।

অ্যাডাম ক্লার্ক এখানে বলেন, "যদি আমাদের প্রভুকে পুরুষ কসাইদের সাধারণ কবরস্থানে, একজন অপরাধীর কবরস্থানে সমাহিত করা হতো, তবে তাঁর পুনরুত্থান এতটা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যেত ন
পাথরটি সীলমোহর করার বা পাহারা বসানোর কথা কখনোই ভাবতেন না।"

কিন্তু এখন যেহেতু মৃতদেহটি এক বন্ধুর হাতে পড়েছে, তাই তারা এই সতর্কতাগুলো অবলম্বন করা আবশ্যক বলে মনে করছেন, যেমনটা তারা বলেছেন, ভণ্ডকে প্রতিরোধ করার জন্য।

আর ভণ্ড মানে হলো প্রতারণা বা ভান করা, যাতে শিষ্যরা তাঁর পুনরুত্থানের ভান করতে না পারে।

সুতরাং এই যে তারা তার বিরুদ্ধে আনা একটি দাবি প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় উপায় অবলম্বন করতে যাচ্ছে

যদি সে মৃত অবস্থা থেকে পুনরুত্থিত হয়ে থাকে, যদিও বাস্তবে তা হয়নি, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে যে, এই ধরনের দাবি কেবল তখনই করা যেতে পারে, যদি ঘটনাটি সত্যিই ঘটে থাকে।

এবং তাই অ্যাডাম ক্লার্ক আরও বলেন, "এবং ঠিক এই পরিস্থিতি থেকেই খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের পূর্ণতম প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল এবং তা সফলভাবে খণ্ডন করার ক্ষমতার ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছিল।"

এখানে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব নেই।

সার্বভৌম মানে সবকিছুর উপর রাজত্ব করা।

ক্যালভিনিস্টরা এটিকে নিয়ে এর অপব্যবহার করে বলে যে, ঈশ্বরই সবকিছু করেছেন, এমনকি মন্দ কাজও, এবং স্পষ্টতই এটি একটি পাগলামি।

কিন্তু জেনে রাখুন, ঈশ্বর কীভাবে মানুষের সিদ্ধান্তগুলোকে ব্যবহার করেন এবং পরিস্থিতি এমনভাবে সাজিয়ে তোলেন, যাতে পুনরুত্থানের এমন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ মেলে এবং তা যেকোনো সৎ ব্যক্তির সন্দে

যে খ্রীষ্ট সত্যিই মৃত্যুবরণ করেছিলেন, সত্যিই সমাহিত হয়েছিলেন, সত্যিই মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, যাতে তিনি যে একজন মসিহ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ না থাকে এবং সেই কারণে তাঁর বা

যে সমগ্র বাইবেল সত্য এবং তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে আমরা তাঁর ও তাঁর বাক্যের উপর আমাদের জীবন সঁপে দিতে পারি।

সুতরাং অধ্যায়টি শেষ করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি।

৬২ পদ, "এখন প্রস্তুতির দিনের পরের দিনটি," সম্ভবত প্রস্তুতি

মূলত নিস্তারপর্ব ও বিশ্রামবার প্রসঙ্গে প্রধান যাজক ও ফরীশীরা একত্র হয়ে বললেন, "মহাশয়, আমাদের মনে আছে যে সেই প্রতারক বলেছিল, 'সে তো জীবিত অবস্থায় মৃত ছিল।'"

তিন দিন পর আমি আবার জেগে উঠব।"

মজার ব্যাপার হলো, তারা তার বিরুদ্ধে এই বলে মিথ্যা অভিযোগ করেছিল যে তিনি বলেছিলেন, "এই মন্দিরটি ধ্বংস করো এবং তিন দিনের মধ্যে আমি এটি পুনর্নির্মাণ করব।"

তারা এই ঘটনাটি ব্যবহার করে তাঁর বিরুদ্ধে মন্দির ধ্বংস করার কথা বলার মিথ্যা অভিযোগ এনেছিল, কিন্তু এখানে তারা নিজেদের কথার মাধ্যমেই প্রমাণ করে দিল যে, তারা তাঁর কথার অর্থ বুঝতে পেরে চেয়েছিলেন, "তিন দিন পর আমি আবার পুনরুত্থিত হব।"

অ্যাডাম ক্লার্ক এখানে বলেছেন, "শয়তান বা তার ভৃত্য কেউই কখনো সত্য বলে না, কিন্তু যখন তারা এর দ্বারা কোনো মন্দ উদ্দেশ্য সাধনের আশা করে, তখন তা খুবই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হয়।"

অতএব আদেশ দাও," ৬৪ পদ, "যেন তৃতীয় দিন পর্যন্ত সমাধি সুরক্ষিত রাখা হয়, পাছে তাঁর শিষ্যরা রাতে এসে তাঁকে চুরি করে নিয়ে যায় এবং লোকদের বলে, 'তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন'।"

মৃতদের কারণে, শেষ বছরটি প্রথম বছরের চেয়েও খারাপ হবে।"

সে আসলে কে ছিল, সে বিষয়ে তার দাবিগুলো ছিল তাদের চোখে, তাদের পক্ষপাতিত্বে, এবং তাদের থেকে দূরে থাকা নিজেদের জীবন রক্ষার চেষ্টায়।

পীলাত তাদের বললেন, "তোমাদের কাছে একটি প্রহরী আছে।"

খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য তাদের কাছে আগে থেকেই একদল সৈন্য ছিল, অথবা হয়তো তিনিই তাদের নতুন একদল সৈন্য দিচ্ছিলেন।

তবে যাই হোক, নিজের পথে এগিয়ে যাও এবং যতটা সম্ভব নিশ্চিত করো।

অবশেষে তারা গিয়ে সমাধিটি তৈরি করল, পাথরটি সীলমোহর করে দিল এবং প্রহরা বসিয়ে দিল।

আর এর মাধ্যমে তারা কবর থেকে মৃতদেহটি বের করে আনার সম্ভাব্য সকল মানবিক উপায় রুদ্ধ করে দিয়েছিল, যা প্রমাণ করে যে, যদি মৃতদেহটি কবর থেকে বের হয়েই থাকে, তবে তা ঈশ্বরের নিজ শক্তি বাধ্য ছিল।

তাঁর দুষ্ট যাজকেরা খ্রীষ্টের দেহ রক্ষা করার জন্য সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করেছিল, এবং এটি প্রকৃতপক্ষে পুনরুত্থানের সত্যকে আরও জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

এই অধ্যায়ের উপর তাঁর ভাষ্যের শেষে অ্যালবার্ট ব্রাউন বলেন, "প্রতারণার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য ত্রাণকর্তার সমাধিস্থ হওয়ার পরিস্থিতি এমনভাবে বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা দেখে আমরা বিস্মিত ন

এই সবকিছু যদি তার বন্ধুরা করত, তাহলে হয়তো বলা যেত যে তারা কেবল সমাধিটি সুরক্ষিত করার ভান করেছিল এবং সে যে মারা গেছে, তারও কেবল ভান করেছিল।

কিন্তু ইহুদিরা নিজেরাই তাকে মৃত বলে রায় দিয়েছিল। পিলাত এতে সন্তুষ্ট হলেন।

তার দাফনের ব্যাপারে তাদের নিজস্ব রীতি ছিল। তাকে একাকী কবর দেওয়া হয়েছিল।

সমাধিটি যাতে সরানো না যায়, সেজন্য এর স্থান বিশেষভাবে নিশ্চিত করা হয়েছিল এবং তারা স্থাপন করেছিল

তার চারপাশে একজন প্রহরী।

এবং তাদের নিজস্ব বিচারবুদ্ধি, যা তাঁর পুনরুত্থানকে সম্ভাবনার ঊর্ধ্বে রাখার জন্য যথেষ্ট সতর্কতামূলক ছিল।

প্রতারণা ও ছলনার সন্দেহে।

আর সেই সতর্কতাগুলোই ছিল এই সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ দেওয়ার মাধ্যম যে, তাঁর মৃত্যু, সমাধি এবং পুনরুত্থান পূর্বনির্ধারিত কোনো বিষয় ছিল না, সেগুলো কোনো আসনও ছিল না, বরং তা ছিল বিস্ময় অংশীদার হওয়ার অর্থে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও ভয়াবহ।

কী চমৎকার।

আমরা হিতোপদেশ ২১:৩০ পদে পড়ি যে, প্রভুর বিরুদ্ধে কোনো প্রজ্ঞা, বুদ্ধি বা পরামর্শ নেই।

আর এটা সত্যিই আশ্চর্যজনক যে, ঈশ্বর কীভাবে তাঁর সমাধিস্থ হওয়ার পরিস্থিতি সংক্রান্ত সবকিছু ঘটিয়েছেন এবং এমনকি মানুষের দুষ্টতাকেও ব্যবহার করেছেন, যাতে তাদের সতর্কতামূলক পদক্ষে পুনরুত্থান যথার্থভাবে প্রমাণিত হয়।

আর এটা আমাকে মনে করিয়ে দেয়, আমি গীতসংহিতা ১৪৭:৪ ও ৫ পদ দিয়ে আমার কথা শেষ করতে চাই। যা ঈশ্বরের লোকদের তাদের দুঃখকষ্টের সময়ে মনে রাখা উচিত।

আর যখন আমাদের জীবনের সবকিছু একেবারে এলোমেলো মনে হয়, তখন ঈশ্বর কীভাবে এটা হতে দিতে পারেন? এটা তো পাগলামি।

আর এটা কীভাবে ঘটছে?

আসলে, ঈশ্বর এতটাই জ্ঞানী ও বিচক্ষণ যে, তিনি এমন পরিস্থিতিও ঘটতে দিতে পারেন যা মানুষের বোধগম্যতার সম্পূর্ণ বাইরে এবং দেখে মনে হতে পারে যে তিনি একেবারেই দৃশ্যপটের বাইরে।

তবুও, সে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থেকেও নিজের জন্য কাজ করে যেতে পারে।

তাঁর উদ্দেশ্যসমূহ এবং তাঁর জনগণের মঙ্গল, যা তারা এই মুহূর্তে দেখতেও পারে না।

গীতসংহিতা ১৪৭-এ বলা হয়েছে, "হে প্রভু, তোমার প্রশংসা কর, কারণ আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা গান করা উত্তম; কেননা তা আনন্দদায়ক এবং শান্ত প্রশংসা।"

যে প্রভু যিরূশালেম নির্মাণ করেন, তিনিই ইস্রায়েলের নির্বাসিতদের একত্রিত করেন। তিনি ভগ্নহৃদয়দের সুস্থ করেন এবং তাদের ক্ষতস্থান বেঁধে দেন।

তিনি নক্ষত্রদের সংখ্যা গণনা করেন, তিনি তাদের নাম ধরে ডাকেন। তিনিই আমাদের প্রভু এবং মহাবলবান।

তাঁর বোধশক্তি অসীম।

প্রভু নম্রদের উন্নত করেন, তিনি দুষ্টদের মাটিতে ফেলে দেন। আমেন।

আমেন, ভাই অ্যারন, আপনি জানেন, ইহুদিরা একজন পার্থিব রাজার সন্ধান করছিল এবং এখন তা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

জানেন, আমরা এমন একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যখন আমরা সবেমাত্র একজন নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেছি এবং কেউই...

ঈশ্বর তাকে বা অন্য কাউকে ব্যবহার করতে পারবেন না—এই নিয়ে সন্দেহ থাকলেও, মূর্তিপূজা ও এই জাতীয় বিষয়গুলো অবাধে ছড়িয়ে পড়ছে।

তো, বুঝতেই পারছেন, আমরা এটাও প্রায় দেখতে পাই যে, মানুষ তখন একজন পার্থিব রাজার সন্ধান করছিল। জানেন, মথি, মার্ক, লুক এবং যোহনের মতো সমস্ত সুসমাচার থেকে আমরা যেকোনো একটি তার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করবে, সে তা হারাবে এবং যে-ই তার... হারাবে।

আমার খাতিরে জীবন ঠিকই তা খুঁজে নেবে, জানো তো।

আমাদের এমন হৃদয় থাকা উচিত, যা দিয়ে আমরা সবকিছু শুধু তাঁকেই সঁপে দেব এবং ত্রাণকর্তার জন্য কখনো জগতের দিকে তাকিয়ে থাকব না।

আমি বলছি না যে ভোট দেওয়াটা অবশ্যই পাপ, বা ওই জাতীয় কিছু।

অবশ্যই, আমি তা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কিন্তু, জানেন তো, লোকেরা যিশু খ্রিস্টের প্রকৃত পরিত্রাণকারী অনুগ্রহ ছাড়া আর সবকিছুই খুঁজছে।

আর, জানেন তো, সেই একই জিনিস যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, ঠিক সেই মিথ্যার মতোই যে

বাগানে তাকে বলা হয়েছিল, "তোমরা নিশ্চয়ই মরবে না।"

আর এখানে এমন কেউ আছেন কি, যাঁদের কাছে ব্রাদার অ্যারনের 'দ্য এজলেস কনফ্লিক্ট' বইটি নেই?

আমি সানন্দে আপনাদের সবাইকে একটি অনুলিপি পাঠিয়ে দেব।

আমি সাধারণত বাইবেল এবং অ্যালবার্ট বার্নস ও অ্যাডাম ক্লার্কের কিছু ভাষ্যগ্রন্থ ছাড়া অন্য কোনো বই পড়ি না, তবে মাঝে মাঝে ওয়েসলিরটাও পড়ি।

কিন্তু যারা বিশ্বাসে আছেন, তাদের প্রত্যেকের জন্য এই বইটি অবশ্যপাঠ্য, আপনি নতুন হোন বা অভিজ্ঞ।

যিশুর সাথে ভবিষ্যতের পথে।

যাইহোক, আমরা ওই মিথ্যাটা বিশ্বাস করতে চাই না, আর আমরা যে কোনো পার্থিব রাজার খোঁজ করছি, এই মিথ্যাটাও বিশ্বাস করতে চাই না।

সুতরাং অ্যারন, আপনার শিক্ষাদান সত্যিই অসাধারণ।

তো আমরা এখনও রেকর্ডিং করছি, সবাই, এই নির্দিষ্ট অধ্যায়টি সম্পর্কিত আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে এখনই বলুন।

আপনি সবসময় তাদেরকে ইমেইল করতে পারেন।

সুতরাং এই অধ্যায়টি নিয়ে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, তবে অনুগ্রহ করে এখনই বলুন এবং তা না হলে, আমি এটি রেকর্ডিং থেকে সরিয়ে দেব যাতে আমরা একসাথে আলোচনা করতে পারি।

আচ্ছা, দারুণ।

তাই আমি এটা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করতে চাই। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

যাইহোক, আমি একটা ভুল করেছি, আমি এই শিক্ষাগুলো মঙ্গলবার রাতে হতে দেখেই অভ্যস্ত। আমি বলেছিলাম এটা মঙ্গলবার রাত এবং বুধবার হবে।

দয়া করে ভাববেন না যে আমি একটু পাগলাটে হয়ে যাচ্ছি।

ব্যাপারটা আমার মাথায় গেঁথে গিয়েছিল। তো স্পষ্টতই এখানে এখন শনিবার রাত, আর বিদেশে রবিবার সকাল। ঈশ্বর আপনাদের সকলের মঙ্গল করুন এবং শীঘ্রই কথা হবে।

মথি লিখিত সুসমাচারের ফাইল-অধ্যয়ন – অধ্যায় ২৮, সপ্তাহ ২৬

আমেরিকায় উপস্থিত সকলকে শুভ সন্ধ্যা। এবার আমি ঠিকঠাকভাবেই বলছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন শনিবার সন্ধ্যা এবং মিশন ক্ষেত্রগুলোতে রবিবার ভোর। আমাদের সকল মিশন সহযোগীদের ধন্যবাদ, য যোগ দিচ্ছেন এবং যারা রেকর্ডিংয়েও শুনবেন। এটি একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় অধ্যয়ন ছিল। আমরা

আমরা মথি লিখিত সুসমাচারের ২৭টি অধ্যায় পড়েছি। এটি একটি অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। আমরা অবশ্যই লোকদের জানাই যে, প্রভু যীশুকে জানার পর তাদের সম্ভবত সর্বপ্রথম এই বইটি পড়া উচিত, কারণ এ অবশ্য, এটি নতুন নিয়মের প্রথম গ্রন্থও নয়। আজ রাতে আমরা ২৮ নম্বর অধ্যায়ে যাচ্ছি এবং আমরা...

এখানেই আমরা শেষ করছি। আমরা কয়েক সপ্তাহের জন্য বিরতিও নেব। এই অধ্যয়নের পর ভাই অ্যারন এ বিষয়ে তাঁর মতামত আমাদের জানাবেন। এটি ২৬তম সপ্তাহ। সুতরাং আমরা...

মথি লিখিত সুসমাচারের ২৮টি অধ্যায় ২৬ সপ্তাহে শেষ করেছি। তাই ভাই অ্যারন, আমি এখানেই কথা শেষ করছি এবং আপনার হাতে দায়িত্ব তুলে দিচ্ছি। আমরা এই অধ্যয়নটি সমাপ্ত করার জন্য অধীর আ

ধন্যবাদ ভাই জিমি। এটা একটা আশীর্বাদ। এখানে পৌঁছাতে আমাদের প্রায় ছয় মাস সময় লেগেছে।

আমি প্রভুকে তাঁর বিশ্বস্ততা এবং আমাদেরকে সঠিক পথে রাখার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমি শুধু এটুকুই বলব যে...

শুরুতেই, আমরা যখন ২৮ নম্বর অধ্যায়ে প্রবেশ করব, আমি গসপেলগুলোতে বর্ণিত পুনরুত্থানের চারটি ভিন্ন বিবরণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের বিষয়ে আলোচনা করব না। অনেক সমালোচক, সংশয়বাদী ব

পুনরুত্থানের বিভিন্ন বিবরণ দেখে বলা যায় না যে বাইবেল স্ববিরোধী, কিন্তু আসলে তা নয়। বিশেষ করে যোহনের সুসমাচারের ক্ষেত্রে, অন্য তিনটি সুসমাচারের সাথে এর মিল খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন।

কিন্তু অ্যালবার্ট বার্নস মথি ২৮-এর ভূমিকার উপর তাঁর ভাষ্যে সুসমাচারের বিবরণগুলোর একটি সমন্বয় সাধন করেছেন এবং তা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। আমার মনে হয়, তিনি যেভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করে কাছাকাছি। তাই আমরা যা জানি তার সমন্বয় সাধনের বিষয়ে আমি আর এগোব না।

মথি লিখিত সুসমাচারে অন্য তিনটি সুসমাচারের সাথে এরও পাঠোদ্ধার করা হয়েছে, তবে কিছু জায়গায় সামান্য ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু যারা এ বিষয়ে আরও জানতে চান, তারা studylate.org-এ অ্যালবার্ট ব পারেন। আমি নিশ্চিত যে এটি অনলাইনে অন্যান্য জায়গাতেও পাওয়া যাবে এবং সেখানে তারা পুনরুত্থানের বিবরণগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং কীভাবে সেগুলো পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তা মথি ২৮ অধ্যায়ে প্রবেশ করব।

সুতরাং ১ পদ, "বিশ্রামবারের শেষে, যখন প্রথম দিনের ভোর হতে শুরু করল

সেই সপ্তাহে, মরিয়ম মগ্দলীনা ও অপর মরিয়ম সুবলিকোর দেখতে এলেন। আর দেখ, এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল। কারণ প্রভুর দূত স্বর্গ থেকে নেমে এসে দরজার পাথরটি সরিয়ে দিলেন এবং তার উপ ছিলেন যাতে আমরা যেন বুঝতে পারি

জেনে রাখুন যে ইনি কোনো সাধারণ বার্তাবাহক ছিলেন না, কারণ 'দূত' শব্দটি সম্ভবত প্রকাশিত বাক্য ২ এবং ৩ অধ্যায়ে উল্লেখিত সাতটি মণ্ডলীর সাতজন দূতকেই নির্দেশ করছে।

মণ্ডলীগুলোর নেতাদের কাছে, মণ্ডলীগুলোর প্রধান প্রাচীনদের কাছে। তাই 'দূত' শব্দটির অর্থ শুধু বার্তাবাহকও হতে পারে। কিন্তু মথি আমাদের জানাতে সতর্ক থাকেন যে, তিনি প্রভুর একজন দূত।

এখানে একজন স্বর্গীয় সত্তার কথা বলা হচ্ছে। তাই ৩ নং পদে বলা হয়েছে, "তাঁর মুখমণ্ডল বিদ্যুতের মতো ছিল।"

এবং তার পোশাক, অথবা বরফের মতো ঠান্ডা ও সাদা পোশাক। আর তাকে ভয় পেয়ে রক্ষীরা যা করত

কেঁপে উঠল এবং তার মৃত লোকেরা হয়ে গেল।" অ্যাডাম ক্লার্ক এখানে বলছেন, "তিনি ছিলেন শীতল এবং পোশাক, প্রতীকী,

অথবা সেই সংবাদের মাটির প্রতীক যা তিনি ঘোষণা করতে এসেছিলেন। অ্যালবার্ট বার্নসের সহকারীরা, সাদা

ইহুদিদের মধ্যে, এটি ছিল পবিত্রতা বা নিষ্পাপতার প্রতীক।" অ্যাডাম ক্লার্ক ৪ নং পদে বলেন, "পথপ্রদর্শক

মানুষ একই উপায়ে তার সেবকদের সান্ত্বনা দেয় এবং তার শত্রুদের আতঙ্কিত করে। পুনরুত্থান

শয়তানের অনুচরদের কাছে খ্রীষ্ট এক আতঙ্কের বিষয়, অন্ততপক্ষে যদি তারা এখনও অনুতপ্ত না হয়; এবং ঈশ্বরের সন্তানদের জন্য এক সান্ত্বনা, কারণ তা যিশুর পুনরুত্থানের প্রমাণ।

উভয়ের জন্যই লজ্জা ও চিরস্থায়ী অবজ্ঞা, অপরজন অনন্ত গৌরব ও আনন্দ।" পদটি এমনই।

৫, "তখন সেই দূত সেই নারীকে উত্তর দিয়ে বললেন, তোমরা ভয় পেয়ো না, কারণ আমি জানি তোমরা সেই যীশুকে দেখছ, যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল।" অ্যাডাম ক্লার্ক এখানে প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি উ আমি শুধু এটুকু বলব যে মার্ক ১৬:৫ এবং লূক ২৪:৩-এ দেখানো হয়েছে যে, এই সময়ের মধ্যে নারীটি কবরে প্রবেশ করেছিলেন। সুতরাং, যদিও মথি তা লিপিবদ্ধ করেননি, তিনি অবশ্যই এর বিরোধিতা ক প্রাসঙ্গিকতা, প্রথমে দূতের প্রাসঙ্গিকতা, এবং এই নারীদের প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

সর্বপ্রথম খ্রিষ্টের পুনরুত্থান সম্পর্কে জানতে পারা এবং স্বর্গদূতকে দেখা ও তাঁর সাথে কথা বলা, এবং আমরা

দেখা গেল যে এর পরেই তারা দ্রুত যিশুর সাক্ষাৎ পেয়েছিল। অ্যাডাম ক্লার্ক এর যথার্থতা উল্লেখ করেছেন,

এই মহিলারা যেভাবে অবিচলভাবে খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তা বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে তাঁরা সত্যিই থেকে গিয়েছিলেন।

এই সমস্ত বিষয়ে তিনি শিষ্যদের থেকেও বেশি বিশ্বস্ত ছিলেন, এবং তাই এটি খুবই উপযুক্ত ছিল, এবং আমরা একটু পরেই সে বিষয়ে ফিরে আসব। লূক উল্লেখ করেছেন যে দুজন স্বর্গদূত ছিলেন, কিন্তু অ্যা মথি যেখানে কেবল একজনের কথা উল্লেখ করেছেন, এবং যেখানে অন্যদের উপস্থিতির কথা অস্বীকার করা হয়নি, তা এটা প্রমাণ করে না যে অন্যরা থাকতে পারত না।

সুতরাং শুধু লুক দুজন স্বর্গদূতের কথা উল্লেখ করেছেন, এবং ম্যাথিউ ও আমার মনে হয় মার্ক কেবল একজনের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেটা...

সুসমাচারের বিবরণগুলিতে জেরিকোর কাছে যিশুর এক অন্ধকে সুস্থ করার ঘটনার ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য। কিছু সুসমাচার লেখক, বা অন্তত একজন, বলেন যে তিনি একজন অন্ধ ছিলেন, অন্যেরা ব হলো যে, শুধু একজনের উল্লেখ আছে বলেই যে দুজন অন্ধ ছিলেন, তা নয়।

অন্য কেউ নয়, যদি না তারা বিশেষভাবে বলে থাকে যে অন্য কেউ নেই, এবং এতে কোনোভাবেই কোনো বৈপরীত্য নেই। আমার মনে হয় এটা আকর্ষণীয় যে দেবদূতটি বলেছিল

মহিলা, "যদি তুমি ইফ্রে না-ও হও, আমি জানি তুমি ক্রুশবিদ্ধ যীশুকে রক্ষা করেছিলে।" আমি বিশ্বাস করি

ঈশ্বরের লোকদের জন্য এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসাহ রয়েছে। এই মহিলারা,

তারা দুঃখকষ্ট ও তিরস্কারের মধ্য দিয়েও যীশুকে খুঁজে চলেছিল, এবং সেই সময়ে যা সবচেয়ে বড় দুঃখজনক ঘটনা বলে মনে হয়েছিল, তার পরেও তারা প্রভুতে অবিচল ছিল এবং তাঁকেই খুঁজছিল। ইব্রীয় বিশ্বাস ছাড়া তাঁকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব, কারণ তিনি

যে ঈশ্বরের কাছে আসে, তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে তিনি আছেন, এবং যারা একাগ্রচিত্তে তাঁকে খোঁজে, তিনি তাদের পুরস্কারদাতা। এই মহিলারা দেখাচ্ছেন একাগ্রচিত্তে তাঁকে খোঁজার অর্থ কী। তাঁর ঊর্ধ্বে খ্রীষ্টকে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁরা দুঃখকষ্ট সহ্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ঈশ্বরের লোক এবং কিছু সময়ের জন্য পাপের সুখ উপভোগ করা। এতে মোশির কথা বলা হয়েছে।

ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে, যারা যীশুকে খোঁজে এবং তাঁর বাক্য ও তিরস্কারের জন্য লজ্জিত হয় না।

তাঁর ক্রুশ এবং তাঁর সম্পর্কে সবকিছু ও একজন খ্রীষ্টান হওয়া, যা জগৎ অবজ্ঞা করবে। যারা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিশ্বস্ত থাকে, তাদের জন্য এক মহিমান্বিত পরিণাম রয়েছে। হিতোপদেশ ২৩:১৭ ও ১৮, "পা ঈর্ষা না করে, কিন্তু সারাদিন প্রভুর প্রাঙ্গণে শুয়ে থাকো; কেননা নিশ্চয়ই তার একটি পরিণাম আছে, এবং তোমার প্রত্যাশা ব্যর্থ হবে না।"

যারা যেকোনো পরিস্থিতিতেই যীশুকে অন্বেষণ করার জন্য অধ্যবসায় করে, তারা ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে।

ভয়ের কোনো প্রয়োজন নেই এবং আমি মনে করি যারা প্রকৃত শিষ্য, তাদের জন্য এটি একটি চমৎকার উৎসাহ।

তাঁর। ৬ষ্ঠ পদে আরও বলা হয়েছে, "স্বর্গদূত বলতে থাকেন, তিনি এখানে নেই, কারণ তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন,"

যেমন তিনি বলেছিলেন, "দেখো, প্রভু যেখানে শায়িত ছিলেন সেই স্থান।" এর থেকে বোঝা যায় যে, তারা তখন সমাধিতে ছিলেন। মনে রাখবেন, তাঁকে এমন এক সমাধিতে রাখা হয়েছিল যেখানে এর আগে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এর ফলে এখানে কোনো ধরনের প্রতারণার সম্ভাবনা ছিল না। তাই দূত ৭ পদে বলতে থাকেন, "আর তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বলো যে তিনি...

তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, এবং দেখ, তিনি স্তবগানে তোমাদের আগে আগে যাবেন," যা স্বয়ং যীশুও, আমার বিশ্বাস, ২৬ অধ্যায়ের ৩২ পদে বলেছিলেন, "দেখ, তিনি গালীল প্রদেশে সেখানেই তোমরা তাঁকে দেখবে, আমি তোমাদের বলেছি।" মার্কের কথায় খুব বিশেষ কিছু ছিল।

যারা মারাত্মকভাবে পতিত হয়েছে কিন্তু অনুতপ্ত, তাদের জন্যও এটি উৎসাহব্যঞ্জক। মার্ক ১৬:৭-এ, "সুসমাচার

"মার্কের মূল অংশ" হলো, আমার মনে হয় আমরা পূর্ববর্তী গবেষণায় এটি উল্লেখ করেছি, কিন্তু মার্ক ছিল...

পত্রাবলী থেকে আমরা জানি যে, মার্ক পিতরের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি পিতর সম্পর্কে এমন সব বিষয়ের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন যা অন্য সুসমাচার লেখকরা দেননি। আর মার্ক ১৬:৭ পদে, আমরা স্বর্গদূ পাই, কিন্তু সেখানে আমরা অ্যান পিতরকেও খুঁজে পাই এবং এটি যিশুর করুণা সম্পর্কে এক বিরাট উৎসাহের বিষয়।

যারা খুব খারাপভাবে পতিত হয় এবং ভাবছে যে তারা আদৌ ফিরে আসতে পারবে কিনা। যদি তাদের ঈশ্বরীয়...

যে দুঃখ পিতরের মতো বংশধরদের জন্য কাজ করে, তা তারা পারে না। তাই, যে নারী গিয়ে তাঁর শিষ্যদের কাছে তাঁর পুনরুত্থানের কথা বলেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে বলা যায়, "এইভাবে বিশ্বস্ত নারীরা তাদের কা পরবর্তীতে সমগ্র মানবজাতির শিক্ষক হবেন। দেখ, ঈশ্বর তাদের এই সম্মান দেন, যারা তাঁর সত্যে অবিচল থাকে এবং তাঁকে স্বীকার করতে থাকে।"

মানুষের পূর্বে।" এটি অ্যাডাম ক্লার্কের লেখা থেকে নেওয়া। তাই ৮ নং পদ, "এবং তারা সমাধি থেকে দ্রুত চলে গেল।

ভয় ও মহা আনন্দের সাথে তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে খবর পৌঁছে দিতে ছুটে গেলেন।

আনন্দ এমন একটি বিষয় যা যথাযথ। এটি সুসমাচারের বার্তার প্রতি একটি যথাযথ প্রতিক্রিয়া এবং আমি এই শাস্ত্রপদগুলোতে যাব না কারণ আমি এই অধ্যয়নে বা অন্তত গীতসংহিতা ২:১০ থেকে ১২ এ অধ্যায়ে এগুলোর উল্লেখ বহুবার করেছি। সুতরাং ৯ পদ, "আর তারা যখন তাঁর শিষ্যদের বলতে যাচ্ছিল, দেখ, যীশু তাদের সঙ্গে দেখা করে বললেন, 'সকলকে অভিবাদন।"

এই 'হেইল' শব্দটির মূল অর্থ হলো আনন্দ করা। এর অর্থ সুখও হতে পারে। "এবং তারা এলো

এবং উপাসনা শিবিরে তাঁর পা ধরে রেখেছিলেন।" অ্যাডাম ক্লার্ক ৯ নং পদে বলেন, "খ্রীষ্ট দান করেন

পর্যায়ক্রমে তাঁর অনুগ্রহ ও বাতিলকরণ, প্রথমে তাঁর ফেরেশতাদের দ্বারা এবং তারপর তাঁর নিজের দ্বারা। তিনি করেন

তিনি অবিশ্বাসী ও অবাধ্য আত্মাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না। এমনকি এই নারীদের কাছেও তিনি আবির্ভূত হন না।

যতক্ষণ না তিনি তাঁর সেবক ও স্বর্গদূতদের দ্বারা তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্য পরীক্ষা করেন।" সুতরাং এটা সেখান থেকে নেওয়া।

অ্যাডাম ক্লার্ক। এখানে একটি উল্লেখযোগ্য নীতি রয়েছে। "এবং তারা এসে তাঁর পা ধরে তাঁকে পূজা করল।" এলউড ব্রাউন তাদের তাঁর পূজা করা প্রসঙ্গে বলেন, "এই স্থানে উপাসনা শব্দটি...

এটি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত মসিহের প্রতি প্রাপ্য শ্রদ্ধাকে বোঝায়, যাকে তারা এখন বিবেচনা করে।

যথাযথভাবে এবং ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মানের অধিকারী, যোহন ৫:২৩ অনুসারে, যেখানে যীশু বলেছিলেন যে সকল মানুষ যেন পুত্রকে সম্মান করে, যেমন তারা পিতাকে সম্মান করে।" আমরা যোহনের সুসমা হিসেবে উপাসনা গ্রহণ করেছিলেন এবং তা অস্বীকার করেননি। এটা ভালো।

এই বিষয়টি মুসলিমদের এবং যিহোবার সাক্ষীদের দেখানোর জন্য, যারা যিশুকে ঈশ্বর বলে অস্বীকার করে। যোহন ২০২৭, "এবং

তখন থোমাকে বলা হলো, 'এটা ছিল থোমার বলার পরের ঘটনা, আমরা ২৮ অধ্যায়ে যা পড়ছি তার কিছু পরে, থোমা ছাড়া বাকি এগারোজন শিষ্য তাঁকে দেখার পর।' আর থোমা সন্দেহ করছিলেন, যখন থোমাকে বলা হলো, 'তোমার আঙুল এদিকে বাড়াও এবং আমার হাত দেখো, আর তোমার হাত এদিকে বাড়াও এবং আমার দৃষ্টির সামনে তুলে ধরো আর অবিশ্বাসী হয়ো না, বরং...'

গ্রহণ করছেন।' আর থোমা উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, 'আমার প্রভু ও আমার ঈশ্বর।'" যিশু গ্রহণ করছেন

ঈশ্বরের মতো উপাসনা করো। যীশু তাঁকে বললেন, 'থমাস, তুমি আমাকে দেখেছ বলেই বিশ্বাস করেছ,'

ধন্য তারা, যারা দেখেনি, অথচ বিশ্বাস করেছে।' তাই বলতে থাকুন, "তখন যীশু তাদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না, গিয়ে আমার ভাইদের বলো যে তারা যেন গালীল প্রদেশে যায়, আর সেখানে থাকবে...'"

তারা আমাকে দেখছে।" বেশ, এর দ্বারা এই সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায় না যে, গালীলে যাওয়ার আগে তিনি তাদের সামনে আবির্ভূত হতে পারেন। এবং আমরা সমগ্র সুসমাচার থেকে জানি যে, তিনি আবির্ভূত হয়ে

গালীলে আসারও আগে, তিনি যিরূশালেমে তাদের কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এবং এরপর তিনি যিরূশালেমে তাদের কাছে অন্তত একবার আবির্ভূত হবেন। এবং আলবার্ট বার্নসও তাঁর ভাষ্যে একটি সময়রেখ কাছাকাছি যেখানে তিনি পুনরুত্থানের বিবরণগুলোর সমন্বয় করেছেন। আমি এটা আকর্ষণীয় মনে করেছি। আলবার্ট বার্নস ১০ নং পদে গালীলের বিষয়ে বলেছেন। "সেখানে ত্রাণকর্তা তাঁর পরিচর্যা শুরু কর কোলাহল ও বিশৃঙ্খলা থেকে দূরে, তিনি সংকল্প করেছিলেন..."

আবার তাদেরকে অনন্তকালীন সুসমাচার প্রচার করার জন্য নিযুক্ত করতে।" তাই এটি একটি আকর্ষণীয় বিষয় যে যিশু তাঁর পরিচর্যা এমন একটি জায়গায় শুরু করেছিলেন যা জেরুজালেমের কোলাহল ও আক্ষরিক কোলাহল থেকেই নয়, বরং মিথ্যা শিক্ষা এবং দুর্নীতি থেকেও দূরে।

সেখানে যে প্রকৃত বিশ্বাসের ঘটনা ঘটেছিল। এবং তিনি তাদের নিযুক্ত করার জন্য আবার গালীলে ফিরে গেলেন, যেমনটা আমরা শীঘ্রই নিশ্চয়ই পড়তে চলেছি। এবং আমি এটাও ভাবি যে, তিনি প্রায়শই ত বাগানে নির্জনে চলে যেতেন, যেটা ছিল যিরূশালেমের উপকণ্ঠে একটি শান্ত জায়গা, এমনকি যখন তিনি যিরূশালেমে থাকতেন না। আমি মনে করি যে এই বিষয়টি উপেক্ষা না করাটা গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং ১১ দেখ, প্রহরীদলের কয়েকজন এসে...

"শহরে প্রবেশ করো।" এটি রোমান সৈন্যদের একটি দল যাদেরকে যিশুর সমাধি পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পাইলটকে প্রধান যাজকের কাছে নিযুক্ত করা হয়েছিল যাতে তারা তাঁর শিষ্যদের বাধা

তিনি রাতে এসে বললেন যে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন। এবং আমরা গত পাঠে আলোচনা করেছি যে এই ঘটনাটি পুনরুত্থানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। এবং মথি প্রথম শতাব্দীতে স্পষ্টতই, মথি যখন তাঁর সুসমাচার লিখেছিলেন, তখন তিনি যে বিষয়ে কথা বলছিলেন, যদি তিনি মিথ্যা বলতেন, তবে তিনি ধরা পড়ে যেতেন। তিনি প্রথম শতাব্দীতে এই বিষয়গুলোকে সত্য ঘটনা হিসেবে লি যখন যাচ্ছিল, দেখ, তাদের মধ্যে কয়েকজন

প্রহরী নগরে প্রবেশ করল।" সুতরাং এটি জোরালোভাবে ইঙ্গিত করে যে, এই মহিলারা সমাধিতে আসার ঠিক কিছুক্ষণ আগেই পুনরুত্থান ঘটেছিল। মার্কের বিবরণ থেকে আমরা যেমন জানি, এটি সেই সকালে তাঁর শিষ্যদের কাছে এই খবরটি জানাতে যাচ্ছিলেন।

এবং আমাদের কাছে সেই প্রহরীদলটি আছে যারা ভূমিকম্পে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে এবং জানত যে তারা জানত।

যা ঘটেছিল তার সত্যতা। এই সময়েও প্রহরীদল শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এবং শহরটি সম্ভবত প্রায় এক মাইল দূরে ছিল, কারণ আমরা জানি যে যিশুকে শহরের বাইরে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। আর শহর থেকে প্রায় এক মাইল দূরে ছিল।

সমাধিটি তার কাছেই ছিল। "আর তারা যখন যাচ্ছিল, তখন দেখ, প্রহরীদলের কয়েকজন শহরে প্রবেশ করল।

এবং প্রধান যাজকদের কাছে যা যা করা হয়েছিল, সেই সমস্ত বিষয় প্রকাশ করলেন।" সুতরাং এটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ

২৭৪১ সালে যীশুকে কারা উপহাস করছে? তারা হলো প্রধান যাজক, শাস্ত্রবিদ এবং প্রাচীনবর্গেরা। তারা বলছে যে, তিনি নিজে অন্যদের রক্ষা করলেও অন্যদের রক্ষা করতে পারবেন না। যদি তিনি ইস্রায়েলে থেকে নেমে আসুন, তাহলে আমরা তাঁকে বিশ্বাস করব। তিনি ঈশ্বরের উপর ভরসা করেছিলেন। ঈশ্বরই এখন তাঁকে উদ্ধার করুন।

যদি তিনি তাঁকে গ্রহণ করেন, কারণ তিনি বলেছিলেন, "আমি ঈশ্বরের পুত্র।" সুতরাং যদিও যিশু নিজে কখনও প্রধান যাজকদের কাছে আবির্ভূত হননি, তাদের কাছে কেবল ১১ জন শিষ্যের সাক্ষ্যই ছিল না, বর

তারা সমাধিতে উপস্থিত রোমান প্রহরীদের সাক্ষ্য পায়। সুতরাং তারা জানে কী ঘটেছিল, তবুও তারা খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর সুসমাচারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায়। এবং

আমরা প্রেরিত পুস্তকে, বিশেষ করে এর ৪ ও ৫ অধ্যায়ে, তাদেরকে তা করতে দেখি। সুতরাং ১২ পদে বলা হয়েছে, "আর যখন তাহারা প্রাচীনদের সঙ্গে সমবেত হইতে থাকিলেন," তখনই...

প্রধান যাজকগণ বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে সমবেত হয়েছিলেন। এই বয়োজ্যেষ্ঠরাই হলেন সানহেড্রিন, অর্থাৎ শাসক পরিষদ।

যা ছিল যিরূশালেম ও উদায়া দেশের শাসনকর্তামণ্ডলীর মতো। "এবং যখন তারা ছিল

বয়োজ্যেষ্ঠদের ও একটি পরিষদের সাথে সমবেত হয়েও, তারা শুধু এ কথা বলেনি যে, 'তিনিই যে মসিহ, চলো আমরাও গিয়ে তাঁর উপাসনা করি।' নিজেদের মনে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার জন্য তাদের সৈন্যদের কাছ থেকে এই প্রতিবেদন পাওয়ার পর, যা তাদের স্পষ্টতই করা উচিত ছিল, তা তারা শুধু করতে পারেনি। আর যখন তারা বয়োজ্যেষ্ঠদের ও একটি পরিষদের সাথে সমবেত হলেন, তখন তারা সৈ 'তোমরা বলো যে, আমরা যখন ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন তাঁর শিষ্যরা রাতে এসে সেগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে। আর যদি এই কথা শাসনকর্তার কাছে যায়...'

'শুনুন, আমরা তাকে রাজি করাবো এবং আপনাকে সুরক্ষিত করবো।' কারণ যদি গভর্নর জানতে পারতেন যে

তাদেরকে রোমান আইন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেত।" এবং আমরা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত রোমান সৈন্যদের খুঁজে পাই।

পরবর্তী অধ্যায় ১২-তে, যখন তাদের পিটারকে পাহারা দেওয়ার কথা ছিল এবং পিটার পালিয়ে গিয়েছিল

অলৌকিকভাবে কারাগারটি। আমি এটাও উল্লেখ করছি, ঠিক আছে, আমি শুধু পঙক্তি দিয়ে শেষ করব।

১৫. সুতরাং ১৫ পদে বলা হয়েছে, "তারা সেই টাকা নিল এবং তাদের যেমন শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, তেমনই করল, এবং তাঁর এই উক্তি আজ পর্যন্ত ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত আছে।" এটা লক্ষণীয় যে তারা দিয়েছি

যিহূদা সম্ভবত এর চেয়ে অনেক কম টাকা পেয়েছিল। তারা যিহূদাকে ৩০টি রৌপ্যমুদ্রা দিয়েছিল।

সাধারণ আস্তিনের জায়গায়। আমার যতদূর মনে পড়ে, মথি বা অন্য কোনো সুসমাচার লেখক এটিকে কখনো বড় অঙ্কের টাকা বলেননি। কিন্তু মথি বলেছেন যে তারা দিয়েছিল

এই সৈন্যদেরকে বিপুল পরিমাণ অর্থ। আমার মনে হয়, এর মধ্যে একটা শিক্ষা আছে যে, সত্যের আলো যত বাড়ে, সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করাও তত কঠিন হয়ে উঠতে পারে। আর সেই কারণেই,

এই কারণেই প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকে যখন খ্রীষ্টের এমন জোরালো সাক্ষ্য ছিল, তখন লোকেদের পক্ষে কোনো না কোনোভাবে তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়া না দেখানোটা কঠিন ছিল।

প্রকৃত অনুতাপে এবং শিষ্যদের দলের অংশ হয়ে, খ্রীষ্টানদের দলের অংশ হয়ে,

অথবা তাড়নার মাধ্যমে, ক্রুদ্ধ হয়ে এবং আদি মণ্ডলীর উপর আসা তাড়নার অংশ হয়ে। তারা নিজেরা তাদের চক্রান্তের মাধ্যমে, আমি প্রধানের কথা বলছি।

যাজক, তারা তাদের চক্রান্তের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে খ্রিস্ট সত্যিই ছিলেন

মৃত এবং সমাধিস্থ। আর তাই, তাদের এটা বলার কোনো উপায় ছিল না যে, সে আসলে মারা যায়নি। তাদের এটা বলার কোনো উপায় ছিল না যে, সে আসলে কখনোই ছিল না।

সমাধিতে সমাহিত করা হয়েছিল। তারা নিজেরাই নিশ্চিত করেছিল যে সে মারা গেছে এবং সমাধিটি...

সতর্ক। এবং এই যে মথি প্রথম শতাব্দীতে এটা লিখবেন এবং বলবেন যে এই গল্পটি সেই দিন পর্যন্ত ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তিনি তা লিখতে পারতেন না।

সময়টা, যদি না সে সত্যিই সত্যি বলে থাকে। এবং এই ধরনের একটি গল্প যে চলছিল।

যিশুর পুনরুত্থান নিয়ে ইহুদিদের মধ্যে এই নিয়ে গুঞ্জন ছিল যে, এমন অদ্ভুত কিছু ঘটতে পারে।

যে শিষ্যরা বাগানে যিশুকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন, তাদের কাছে এই ধারণা যে তারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে কবরের কাছে থাকা রোমান সৈন্যদের দল ভেদ করে ভারী পাথরটি চেষ্টা করবে—এমনটা যে সত্যিই ঘটতে পারে, এই চিন্তাটাই ছিল অবিশ্বাস্য। এবং কোনো পার্থিব কারণ ছাড়াই তারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করবে।

এর সাথে কোনো লাভ জড়িত ছিল না। আমরা জানি যে তারা সকলেই ধনী হয়েছিলেন, তারা খ্রীষ্টের জন্য কষ্ট ভোগ করেছিলেন এবং এর দ্বারা কোনো পার্থিব লাভ পাননি। তবুও, তারা অবিচলভাবে বলে গেছে এবং তারা সুসমাচারের সত্যের উপর নিজেদের জীবন বাজি রেখেছিলেন, যেমনটা আমরা জানি, যেমনটা ইতিহাস নিজেই প্রমাণ করে এবং প্রথম শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্য জুড়ে বিশুদ্ধ খ্রীষ্টধর্মের বিস্ত ধরনের ঘটনা...

সেই সময়ে ইহুদিদের মধ্যে একটি গল্প প্রচলিত ছিল, যা থেকে বোঝা যায় ইহুদিরা কতটা মরিয়া ছিল।

নেতারা এবং অবিশ্বাসী ইহুদিদেরকে খ্রিষ্টের পুনরুত্থানকে ব্যাখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দিতে হয়েছিল। এবং এই সত্য যে

তাদেরকে যে সেই পর্যায়েও নিয়ে আসা হয়েছিল, তা সুসমাচারের সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য একটি অত্যন্ত, অত্যন্ত, অত্যন্ত জোরালো প্রমাণ। এটি এও প্রমাণ করে যে, মানুষ যেকোনো কিছু করতে পারে এব পারে।

খ্রিস্ট সম্পর্কিত সত্য গোপন করতে এবং নিজেদের পার্থিব স্বার্থ আঁকড়ে ধরে থাকতে ও চেষ্টা করতে

তারা নিজেদেরকে এটা বোঝায় যে, তারা তাঁর প্রভুত্বকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, নিজেদের জীবনের প্রভু হিসেবে তাঁকে অস্বীকার করেও পার পেয়ে যেতে পারে। এবং আমরা মিথ্যা সম্পর্কে একটি সাধারণ সত

কারো অহংকার ছিল বলেই সুসমাচার প্রচার করা হচ্ছিল। এর পেছনে আর্থিক স্বার্থ ছিল।

যে সমাধি পাহারা দিতে তাদের বাধ্য করা হয়েছিল, সেখান থেকে একটি মৃতদেহ বের করে দেওয়ার সম্ভাব্য শাস্তির পরিণতি থেকে নিজেদের পার্থিব জীবন বাঁচাতে এই সৈন্যরা খ্রিষ্টের কাছে নত হয়ে সত্য বলার নেওয়ার পরিবর্তে নিজেদের জীবন বাজি রেখেছিল।

শুধু টাকাটা নাও এবং তাদের যা বলা হয়েছিল তাই করো। আর সুসমাচার সম্পর্কে অগণিত, সম্ভবত এখন পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মিথ্যা রয়েছে, যা এমন লোকদের দ্বারা ছড়ানো হয়েছে যারা সুসমাচারকে দেখে

একটি অপরাধ এবং তাদের নিজেদের পার্থিব স্বার্থের প্রতি হুমকি। এবং এমন কিছু লোক আছে যারা ছড়াচ্ছে

এই মিথ্যাগুলো তারা বলেছিল কারণ তাদেরকে এমনটা করার জন্য টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং তারা এটাকে নিজেদের জন্য সুবিধাজনক বলে মনে করেছিল।

এমনটা করার জন্য। আর আমাদের এই সময়ে সবচেয়ে বড় প্রতারণা হলো এই যে, সুসমাচার সম্বন্ধে যে মিথ্যাগুলো বলা হচ্ছে এবং যারা এই মিথ্যাগুলো ছড়াচ্ছে, তারা তা খ্রীষ্টের নামেই করছে। তারা বলছে

যিশু প্রভু। তারা বলছে তিনি মসিহ। কিন্তু তারা তাঁর বাক্য নিয়ে মিথ্যা বলছে এবং

তারা যে বিশেষত্ববাদকে উৎসাহিত করছে, তার অর্থ যাই হোক না কেন, সেটা সমৃদ্ধিই হোক বা অন্য কিছু।

সুসমাচার, তা সে একটি আইন-বিরোধী মণ্ডলীই হোক যা অনুগ্রহের এক মিথ্যা বার্তা প্রচার করছে, অথবা বাইবেলের যে কোনো মতবাদকে বিকৃত করাই হোক, যা মানুষ এর মধ্যে দেখতে চায়।

তাদের নিজেদের স্বার্থে বিষয়টিকে বিকৃত করার জন্য। এখন মিথ্যা বলা হচ্ছে, সবচেয়ে জঘন্য মিথ্যা এবং এই মিথ্যাগুলোর সিংহভাগই বলা হচ্ছে খ্রিষ্টের নামে, তাদের দ্বারা যারা নিজেদের খ্রিষ্টান বলে দ আমাদের এই সময়ের ভয়াবহ, জঘন্য প্রতারণাকেই তুলে ধরে।

ঈশ্বরের প্রতিটি বাক্য মনোযোগ দিয়ে শোনার আমাদের প্রয়োজন, যে বিষয়ে আমরা খুব শীঘ্রই আরও বিস্তারিত আলোচনা করব।

সুতরাং ১৬ পদ, "আর এগারোজন শিষ্য গালীল প্রদেশে এক পর্বতে চলে গেলেন যেখানে

যিশু তাদের নিযুক্ত করেছিলেন। আর তারা তাঁকে দেখে তাঁর উপাসনা করল, কিন্তু কেউ কেউ সন্দেহ করল।

এটা হয়তো সেই সময়ের কথা বলছে যখন থমাস তাঁকে প্রথম দেখেছিলেন। হতে পারে, যখন তিনি প্রথম তাঁর পুনরুত্থানের খবর শুনেছিলেন এবং মথি সেই ঘটনার কথাই উল্লেখ করছেন। এমনও হতে পারে

এখানে কেবল এগারোজন শিষ্যই ছিলেন না, যদিও মনে হচ্ছে এখানে এগারোজন শিষ্যের কথাই বলা হচ্ছে। এমনও হতে পারে যে সেই সময়ে অন্য শিষ্যও ছিলেন। আমরা যিশুকে চিনি

১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায় অনুসারে, এক সময়ে প্রায় ৫০০ জন ভাই একসাথে ছিলেন। এবং পৌল যখন ১ করিন্থীয় পত্র লিখছিলেন, তখন তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, সেই ভাইদের অধিকাংশই তখন জীবিত ছি আরেকটি জোরালো প্রমাণ, এই যে পৌল সাক্ষ্য দিতেন।

এমনভাবে লিখুন যে, এখন শত শত মানুষ জীবিত আছেন যারা তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হতে দেখেছেন। এমনও হতে পারে যে, যারা তাঁকে আগে দূর থেকে দেখেছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ কে তিনি কি না। এটা বলা কঠিন। আমি যদি এ বিষয়ে আরও কিছু বলতে পারতাম। কিন্তু আমরা জানি

এগারোজন শিষ্যের ক্ষেত্রে এটা নিশ্চিত ছিল যে, অবশেষে তাদের সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গিয়েছিল। তাই শ্লোক

১৮, "আর যীশু এসে তাদের বললেন, 'স্বর্গে সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে এবং

পৃথিবীতে। অতএব তোমরা যাও এবং সকল জাতিকে শিক্ষা দাও, পিতার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও এবং

পুত্র ও পবিত্র আত্মা, আমি যা কিছু আজ্ঞা দিয়েছি, সে সমস্ত পালন করতে তাদের শিক্ষা দেন।

"আর দেখো, আমি সব সময় তোমাদের সঙ্গে আছি, এমনকি জগতের শেষ দিন পর্যন্ত।" আমেন। আলবার্ট বার্নস ১৭ নং পদ সম্পর্কে বলেন, "প্রমাণ পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে তাদের বিশ্বাস করতে ধীরতার বি সন্দেহ করার বিষয়ে, যা নিয়ে এই উদ্ধৃতিটি আমার আগে পড়া উচিত ছিল। "তাদের সমস্ত সন্দেহের পর তারা দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়, এবং তাদের সেই প্রত্যয় প্রকাশ করার ইচ্ছাও প্রকাশ করে।"

এমনকি তাদের মৃত্যুই সবচেয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ যে, তাঁর পুনরুত্থানের বিষয়ে তারা প্রতারিত হয়নি।" তাই আমি শেষ তিনটি পদে অনেক কিছু বুঝতে পারলাম। সেখানে

এক অর্থে স্বর্গে ও পৃথিবীতে যিশুর কর্তৃত্ব সবসময়ই ছিল। কিন্তু আত্মাদের পরিত্রাণ সাধনের বিষয়ে তিনি এক বিশেষ কর্তৃত্ব অর্জন করেছিলেন।

মণ্ডলীর প্রধান হওয়ার বিষয়ে, তাঁর লোকদের রক্ষা করার জন্য বিশেষ সুরক্ষার বিষয়ে

তাদের পক্ষে হস্তক্ষেপ করার জন্য, জগতে তাঁর স্বার্থ এবং সত্য ও ধার্মিকতার স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এর সাথে ফিলিপীয় ২ অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে তার একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, যেখানে বলা বাধ্য হওয়ার পর,

অতএব ঈশ্বরও তাঁকে অত্যন্ত উন্নত করেছেন এবং এমন একটি নাম দিয়েছেন যা সকল নামের ঊর্ধ্বে।

যেন যীশুর নামে স্বর্গে, পৃথিবীতে ও পাতালের সমস্ত বস্তু নতজানু হয় এবং প্রত্যেক জিহ্বা যেন পিতা ঈশ্বরের মহিমার জন্য নিজ প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে স্বীকার করে।" এটা ফিলিপীয় ২:৯-১১। এবং তারপর আরও এ

ইফিষীয় ১:২০-২৩ অধ্যায়ের যে অংশটি আমি পড়ব, যেখানে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তো, পৌল ইফিষীয় খ্রীষ্টানদের জন্য প্রার্থনা করছেন, এবং তিনি এই পদটি শুরু করার জন্য প্রার্থনা করছেন।

১৯ পদে, যেন তারা আমাদের প্রতি তাঁর শক্তির অসীম মহিমা জানতে পারে, কারণ তা হবে

২০ পদে উল্লিখিত তাঁর পরাক্রমশালী শক্তির কার্যকারিতা অনুসারে বিশ্বাস করো, যা তিনি খ্রীষ্টের মধ্যে সম্পন্ন করেছেন।

যখন তিনি তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করলেন এবং স্বর্গীয় স্থানে নিজের ডান পাশে বসালেন,

সমস্ত আধিপত্য ও ক্ষমতার ঊর্ধ্বে, এবং আধিপত্যে পরাক্রমশালী। একটি বিজয় ছিল, যিশু ক্রুশে শয়তান এবং অশুভ শক্তির উপর জয়লাভ করেছিলেন, যা স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁকে দেওয়া হ সম্পর্কিত। "কারণ সমস্ত আধিপত্য ও ক্ষমতার ঊর্ধ্বে, এবং আধিপত্যে পরাক্রমশালী, এবং প্রত্যেক নামের ঊর্ধ্বে যা কেবল এই জগতেই নয়, বরং

ভবিষ্যতে যা ঘটবে, এবং যিনি সমস্ত কিছু তাঁর পায়ের নিচে রেখেছেন, এবং তাঁকে সমস্ত কিছুর উপর মস্তক করে মণ্ডলীর কাছে দিয়েছেন, যা তাঁর দেহ, তাঁরই পূর্ণতা, যা পূর্ণ করে।

"সকলের সাথে এবং সর্বস্ব।" অ্যাডাম কোয়ার্ক এখানে আরও বলেন, "যিশু খ্রিস্ট যদি পিতার সমান না হতেন, তবে তিনি কি ঈশ্বরনিন্দা ও অধার্মিকতার দোষে দোষী না হয়ে ক্ষমতার এই সমতার দাবি করতে প

নিশ্চয়ই না। আর তিনি কি স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ার দাবি করে তাঁর ঈশ্বরত্ব এবং পিতার সাথে তাঁর সমতাকে পূর্ণরূপে ঘোষণা করেন না?" খুব ভালো একটি বিষয়। ১৯ পদ, "অত কর্তৃত্বের আজ্ঞা ও নিশ্চয়তা অনুসারে।" স্পষ্টতই, আমরা বাপ্তিস্মের আজ্ঞার মধ্যে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নাম দেখতে পাই। আমরা ত্রিত্বের আরও একটি প্রমাণ দেখতে পাই। যদি খ্রীষ্ট এবং পবিত্র আ হতেন, তবে বাপ্তিস্মে পিতার সাথে তাঁদের নাম যুক্ত করা সত্যিই ত্রিত্বের পরিপন্থী হতো।

ভুল হতে পারে। সুতরাং এখানে আমরা ত্রিত্বের আরও একটি প্রমাণ পাচ্ছি, যেমনটা আমরা এই বইতে ক্রমাগত, একাধিকবার দেখেছি। বাপ্তিস্ম সেই সত্তার কর্তৃত্ব ও সম্মানের প্রতি কাউকে সম্পূর্ণরূপে সীল বাপ্তিস্মদাতা বাপ্তাইজিত হন। ঈশ্বরের মূর্তিপূজা থেকে আশীর্বাদপ্রাপ্ত না হয়ে এটা ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারও জন্য হতে পারত না। আমরা পুত্র ও পবিত্র আত্মার কর্তৃত্বকে পিতার সমান এবং তাঁর সঙ্গে একাত্ম আমি বললাম, এটি আরও একটি প্রমাণ।

ত্রিত্বের প্রমাণ। ইহুদিদের মধ্যে ব্যাপটিজম কাউকে ধর্মব্যবস্থার সাথে আবদ্ধ করা এবং এর মাধ্যমে আত্মাকে আবদ্ধ করা হিসাবে পরিচিত ছিল।

বিধি-বিধান মান্য করা এবং যাঁর নামে তারা বাপ্তিস্ম নিয়েছিল, তাঁর নির্দেশ গ্রহণ করা।

সুতরাং, বাপ্তিস্মকে সঠিকভাবে বুঝলে তা হলো শিষ্যত্বে প্রবেশের একটি পথ। বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয়েও কারো পক্ষে এটা বলা অসম্ভব যে সে যিশুর শিষ্য হতে চায়।

১ পিতর ৩ অধ্যায়ে পিতর বলেছেন যে বাপ্তিস্ম আমাদের পরিত্রাণ দেয় না, এবং তিনি বলেছেন এটি দেহের ময়লা দূর করা নয়, বরং যিশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি এক সৎ বিবেকের উ পরিত্রাণ দেয় না, বরং হৃদয়ই তা করে।

যা বলে, "হ্যাঁ, প্রভু," যা বলে, "আমি তোমারই এবং আমি যাচ্ছি... আমার জীবন এখন উৎসর্গীকৃত।"

"তোমার সম্মানের জন্য, তোমার নির্দেশনা গ্রহণের জন্য এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও তাঁর প্রতিশ্রুতির আস্থার অধীনে থাকার জন্য।" আর এটা সেই হৃদয় যা... এবং ঈশ্বর চান যে সেই হৃদয় প্রকাশিত হোক। সেই হ বাপ্তিস্ম। এবং ইহুদিরা এটা বুঝত। যদি

আপনি প্রেরিত ২ অধ্যায়ে যান, আমরা এটি আগেও দেখেছি, কিন্তু শুধু এই আলোকে। তো, তারা পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতরের প্রচার শুনছিল। আর আমি একটু আগে থেকে শুরু করব কারণ... আমি একটু ও সামগ্রিকভাবে বইটির জন্য এটি একটি ভালো অধ্যায়। আমি প্রেরিত ২ অধ্যায়ের ২৯ পদ থেকে শুরু করব। "হে পুরুষগণ ও ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের কাছে কুলপতি দায়ূদের বিষয়ে খোলাখুলি কথা বলি, (তাঁর সমাধিতে সমাহিত আছেন, তাঁর কবর আজও আমাদের কাছে আছে, অন্যের মতো নয়।"

খ্রীষ্ট।" খ্রীষ্টের কবরের মতো নয়। "অতএব, একজন ভাববাদী হওয়ায় এবং এটা জেনে যে, ঈশ্বর তাঁর কাছে শপথ করে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তাঁর দৈহিক বংশের ফল থেকে তিনি...

খ্রীষ্টকে তাঁর সিংহাসনে বসানোর জন্য পুনরুত্থিত করুন। তিনি এটি আগে থেকেই দেখছিলেন; খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বিষয়ে বলেছিলেন, যে তাঁর আত্মা নরকে পরিত্যক্ত হয়নি, এবং তাঁর দেহও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি।

ঈশ্বর যীশুকে পুনরুত্থিত করেছেন, যার আমরা সকলেই সাক্ষী। অতএব, ঈশ্বরের ডান পাশে উন্নীত হয়ে এবং পিতার কাছ থেকে পবিত্র আত্মার প্রতিজ্ঞা লাভ করে, তিনি

এই বর্ষণ করেছেন, যা তোমরা এখন দেখছ ও শুনছ। কারণ দায়ূদ স্বর্গে আরোহণ করেননি,

কিন্তু তিনি নিজেই বলেন, "সদাপ্রভু আমার বাক্যকে বললেন, 'আমার ডান পাশে বসো, যতক্ষণ না আমি তোমার মেষপালকে তোমার পদপীঠ করি।'" এটাই গীতসংহিতা ১১০। "অতএব, ইস্রায়েলের সকল বংশ

নিশ্চয়ই তোমরা যাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করেছ, ঈশ্বর সেই যীশুকেই প্রভু ও খ্রীষ্ট উভয়ই করেছেন।

ঈশ্বর এই সত্যটি নিশ্চিত করেছেন যে তিনি একজন মসিহ, যাঁর হাত তাদের এবং আমাদের পরিত্রাণের উৎস।

ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছেন। "এখন যখন তারা তা শুনল, তারা

তাদের অন্তরে বিদ্ধ হল এবং তারা পিতর ও বাকি প্রেরিতদের বললেন, হে পুরুষগণ,

হে ভ্রাতৃগণ, আমরা কী করব? তখন পিতর তাদের বললেন, তোমরা প্রত্যেকে অনুতাপ করো এবং পাপমোচনের জন্য যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করো, তাহলে তোমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করবে।

পবিত্র আত্মার দান। কারণ এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের, তোমাদের সন্তানদের এবং সকলের জন্য।

যারা দূরে আছে, তাদের অনেককেই আমাদের প্রভু ঈশ্বর ডাকবেন। আর তিনি আরও অনেক কথা বলে সাক্ষ্য দিলেন ও উৎসাহিত করলেন, এই বলে, তোমরা নিজেদেরকে এই মন্দ, এই বিপথগামী, এই বিপ

এই পথভ্রষ্ট প্রজন্ম। সুতরাং ৪১ নং পদ, এটাই মূল বিষয় যা আমি বলতে চেয়েছিলাম। "তখন

যারা সানন্দে তাঁর বাক্য গ্রহণ করেছিল, তাদের বাপ্তিস্ম দেওয়া হলো এবং সেই দিনই তাদেরকে তাদের সঙ্গে যুক্ত করা হলো।

প্রায় তিন হাজার আত্মা। তারা বুঝেছিল যে পাপমোচনের জন্য অনুতাপ করতে হবে, তারা বুঝেছিল যে তাদেরকে মসিহের কর্তৃত্বের অধীন হতে হবে, এবং তা গ্রহণ করেছিল।

এবং তিনি যা কিছু আদেশ করতেন, সে সমস্ত পালন করতে শিখল। তারা বুঝল যে, এটি শিষ্যত্বের জন্য এক বাপ্তিস্ম, এবং পাপমোচন নির্ভর করে হৃদয়ে সেই গুণ থাকার উপর।

একজন শিষ্য, যিনি মসিহের মাধ্যমে ঈশ্বরের নিজস্ব কর্তৃত্বের অধীন। আর সেই কারণেই পদগুলিতে

৪১-৪৭ যারা বাপ্তিস্মকে সঠিকভাবে বুঝেছিলেন, তারা শুধু নিজেদের পথে চলে যাননি এবং বলেননি, 'ঠিক আছে, ধন্যবাদ,'

পরবর্তীতে আমরা যা-ই করি না কেন, আমাদের এখন অনন্ত জীবন আছে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের অনন্ত

তাদের জীবন মসিহের প্রতি তাদের বিধানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, এবং তারা বুঝত যে মসিহের প্রতি তাদের বিধানটি ছিল তাঁর আজ্ঞা অনুসারে জীবনযাপন করতে শেখার উপর নির্ভরশীল। এবং কর্তৃত্ব হিসেবেই গণ্য করা। তাই তারা তা অব্যাহত রেখেছিল, যেমনটি ৪৭ পদে বলা হয়েছে,

তখন যারা সানন্দে তাঁর বাক্য গ্রহণ করেছিল, তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল এবং সেই দিনই তাদের সঙ্গে প্রায় তিন হাজার লোক যুক্ত হল। তারা প্রেরিতদের শিক্ষা ও সঙ্গ এবং রুটি ভাঙা ও প্রার্থনায় অবিচল পেরেছিল যে খ্রীষ্টের কাছে তাদের আসা কোনো এককালীন বিষয় নয়, বরং তারা এক পরিশুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করছে যেখানে

স্পষ্টতই তাদের অনুতপ্ত হতে হতো, তাদের মন্দ কাজ ত্যাগ করতে হতো এবং

সত্যের বশীভূত হতে হবে। কিন্তু তাদের তা পালন করতে শিখতে হবে, তাদের ধার্মিকভাবে জীবনযাপন করতে শিখতে হবে এবং খ্রীষ্টের নির্ধারিত কর্মসূচী অনুসরণ করতে শিখতে হবে।

তাঁর মণ্ডলীর জন্য। আর তাই পাপের দ্বারা নিহত হওয়া তাদের চরিত্রগুলোকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে। তাই তাদের এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, তারা বুঝতে পেরেছিল যে পরিত্রাণ মানে এমন কিছু নয় যে, এটা শুধু একবারের একটা সুযোগ, আর তাতেই সব শেষ। এর জন্য হাস সেবা গ্রহণ করতে হয়, হাসপাতালের নির্দেশাবলী মেনে চলতে হয় এবং আরও অনেক কিছু করতে হয়।

থেরাপির ব্যায়ামগুলো এবং হাসপাতালের নিয়মকানুন মেনে চলা, বুঝতেই পারছেন,

আপনাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে উঠতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যেতে হবে, এবং কিছু বিধিনিষেধও রয়েছে।

এবং কিছু বাধ্যবাধকতাও আছে। তারা পরিত্রাণকে সেভাবেই বুঝত, অথবা একটি বিদ্যালয়ের মতো করে বুঝত।

এখন ব্যাপারটা এমন যে, আপনি একটা ক্লাসে যান আর আপনার সব বলা হয়ে যায়। তারা এটাকে এভাবে বুঝত যে, আপনি স্কুলে আসছেন শিখতে এবং শৃঙ্খলা পেতে, যে আপনি হয়তো

পরিশেষে সমাজের জন্য উপকারী একটি পণ্য হয়ে ওঠা। এবং শিষ্যরা পরিত্রাণকে এইভাবেই বুঝেছিলেন যে, তাঁরা খ্রীষ্টের কাছে আসছিলেন যেন তাঁর দ্বারা একটি পণ্যে রূপান্তরিত হতে পারেন।

সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় তারা ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ লাভ করতে যাচ্ছিল, তার একটি ফল।

যে ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত তা গ্রহণ করবেন, যে তিনি তা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে দেখবেন, এবং আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই এই বিষয়ে আরও আলোচনা করব। তাই তারা অবিচলভাবে তা চালিয়ে গেল।

প্রেরিতদের শিক্ষায়, সহভাগিতায়, রুটি ভাঙায় এবং প্রার্থনায়, এবং

প্রত্যেক আত্মার উপর ভয় নেমে এল এবং প্রেরিতগণ অনেক চিহ্ন ও অলৌকিক কাজ করলেন; মণ্ডলীর সকলের দ্বারা নয়, যেমনটা কিছু পেন্টেকস্টাল আপনাকে বিশ্বাস করাতে চায়, কেবল

প্রেরিতদের দ্বারা। আর যারা বিশ্বাস করেছিল, তারা সকলে একত্র থাকত এবং তাদের সমস্ত বিষয় সাধারণ ছিল। এটা বাধ্যতামূলক নয়, এর মানে এই নয় যে খ্রীষ্টানদের সবসময় একত্র থাকতে হবে এবং ত
হবে, কিন্তু তারা বুঝত যে খ্রীষ্টকে সঠিকভাবে গ্রহণ করার জন্য, তাদের বিবেচনা করতে হতো।

তাঁর লোকেরা তাদের নিজেদের লোক হিসেবে এবং তাঁর ভাইদের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে, যেমনটা আমরা আলোচনা করেছিলাম।

২৫ অধ্যায়ে। আর তারা নিজেদের ধনসম্পদ ও জিনিসপত্র বিক্রি করে প্রত্যেককে নিজ নিজ ভাগে ভাগ করে দিল।

তাদের প্রয়োজন ছিল। আর তারা প্রতিদিন একমত হয়ে মন্দিরে যেতে থাকল এবং ঘরে ঘরে রুটি ভেঙে আনন্দের সাথে ও সরল হৃদয়ে তাদের খাবার গ্রহণ করতে থাকল, ঈশ্বরের প্রশংসা করতে থাকল এব
লাভ করতে থাকল। আর প্রভু প্রতিদিন এমন লোকদের মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত করতে থাকলেন, যাদের পরিত্রাণ পাওয়া উচিত ছিল। সুতরাং লক্ষ্য করুন যে, প্রভু যাদের যুক্ত করেছিলেন

মণ্ডলী প্রতিদিন এমন লোকদের যুক্ত করত যারা পরিত্রাণ পাবে এবং যারা পরিত্রাণ পাবে, তাদের মণ্ডলীর সাথে যুক্ত করা হতো। যদি আমাদের সুসমাচার প্রচার মণ্ডলীর সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত শিষ্য তৈ

যিশু যা কিছু শিখিয়েছেন তা শিখতে ও মানতে হলে, সুসমাচার প্রচার বৃথা এবং লোকেরা

এটা জানা দরকার। আর এখন খ্রিষ্টীয় জগতে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে, কারণ ধর্মপ্রচার হয়েছে।

যা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল, তা পূরণ করা হয়নি এবং এটা দুঃখজনক। আর আমাদেরকে সেই জঞ্জাল সামলাতে হচ্ছে, যা এমন একটি সমস্যা ছিল যার মোকাবিলা এমনকি আদি প্রেরিতদেরও করা
থেকে ২০ পর্যন্ত অনেকগুলো পদ পেয়েছি। তো অ্যালবার্ট বার্নস বলেন...

খ্রিস্টের এই উক্তি সম্পর্কে যে, "যদিও আমি জগতের শেষ দিন পর্যন্ত সর্বদা তোমাদের সঙ্গে আছি।" অ্যালবার্ট বার্নস বলেন, "যদিও তোমরা দুর্বল, তবুও আমি শক্তিশালী। যদিও তোমরা অনেক সমস্যা ও বিপ
তোমাদের রক্ষা করতে পারি। যদিও তোমরা মারা যাও, তবুও আমি বেঁচে থাকব এবং আমার কাজ চলতে থাকবে।"

সম্পন্ন হবে।" দেখা যাক। ওহ, অ্যালবার্ট বার্নস ১৯ নং পদে এও বলেছেন যে শব্দটি

শিক্ষক শব্দটি শেখানোর জন্য ব্যবহৃত প্রচলিত এবং নতুন নিয়মের শব্দ নয়। এই শব্দটির সঠিক অর্থ হলো...

শিষ্য করা বা শিষ্য তৈরি করা। তবে এটি শিক্ষা প্রদান এবং পরিচালনার মাধ্যমে করা হতো।

বাপ্তিস্ম। ইনি হলেন অ্যালবার্ট বার্নস। আমি প্রায় উপসংহারের কাছাকাছি চলে এসেছি, কিন্তু আরও কয়েকটি বিষয়। আমরা ১৮ এবং ২০ পদে উদ্দেশ্য-চালিত মণ্ডলীর মন্দ ধারণাটি দেখতে পাই; এই ধারণা
মেটাতে হবে এবং মণ্ডলীর কাজ হবে মানুষের নিজেদের বলা প্রয়োজনগুলো পূরণ করা। এখন, এটা স্পষ্ট যে মণ্ডলীর কাজ হওয়া উচিত মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনগুলো মেটানো, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ যে
মনে করে, সেগুলো তাদের আসল প্রয়োজন নয়। যে বিষয়গুলোকে তারা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে না, সেগুলো হলো পবিত্রতা, শুচিতা এবং ঈশ্বরীয় চরিত্রের সাথে সম্পর্কিত বিষয়।

বেশিরভাগ মানুষ এই বিষয়গুলো বিবেচনা করে না। এমনকি আমেরিকার গির্জাগুলোতেও বেশিরভাগ মানুষ বিবেচনা করে না।

সেগুলোই তাদের প্রকৃত প্রয়োজন। হ্যাঁ, সেগুলোই তাদের আসল প্রয়োজন। সুতরাং আমরা ১৮ নং পদে একটি শিক্ষা দেখতে পাই।

এবং ২০. কীভাবে গির্জা তার সদস্যদের খুশি করার জন্য হতে পারে না, কারণ যদি এমনটা ঘটে...

লোকেরা সারাক্ষণ যা বলে তা কি খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়ার পরিপন্থী? আচ্ছা, এমনটা তো হতেই হবে।

অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। আর তাই স্বাভাবিকভাবেই মানুষ এতে ক্ষুব্ধ হবে এবং তাদের মনে আঘাত লাগবে।

যখন সেটা অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। আর এটা কেবল এটাই দেখায় যে পুরুষদের খুশি করা এবং গির্জাকে...

মানুষের আনন্দ এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা—এই দুটি বিষয়কে কোনোভাবেই মেলানো যায় না।

অ্যাডাম ক্লার্ক ২০ নং পদে বলেন যে, এর আক্ষরিক অর্থ হতে পারে, "দেখো, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে আছি।"

কেবল তারাই সুসমাচার প্রচারের জন্য যোগ্য, যাদের সঙ্গে তিনি প্রতিদিন থাকেন।" আমরা এখানে আরও দেখতে পাই যে

যিশুর সঙ্গে সহভাগিতা মানেই হলো তাঁর শিষ্য হওয়া এবং তাঁর সর্বপ্রকার আদেশ পালন করতে চাওয়া।

তিনি আদেশ করেছেন। তিনি যোহন ১৫:১০ পদে বলেছিলেন, "যদি তোমরা আমার আদেশসমূহ পালন করো, তবে তোমরা স্থায়ী হবে।"

আমার প্রেমে, যেমন আমি আমার পিতার আদেশ পালন করেছি এবং তাঁর প্রেমে অবস্থান করি।" এক ধরনের ব্যক্তিগত, যাকে আপনি রহস্যবাদ বলতে পারেন, তা রয়েছে, যা খ্রিষ্টের প্রতি ভক্তির উপর জোর

এবং খ্রিষ্টের সাথে ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতা। কিন্তু এটি বস্তুনিষ্ঠভাবে তাঁর আদেশ পালন করার উপর জোর দেয় না এবং

বিশেষভাবে কীভাবে তাঁর আজ্ঞা পালন করতে হবে, কীভাবে তাঁর আজ্ঞা পালন করতে হবে। পক্ষান্তরে, প্রকৃত সুসমাচার পৃথক করে না।

তার কী প্রয়োজন এবং তা কীভাবে সম্পন্ন করা হবে—এই সমীকরণের বস্তুনিষ্ঠ দিকটিকে, তার ফেলোশিপ অভিজ্ঞতার ব্যক্তিগত দিক থেকে বাদ দেওয়া যায় না।

তোমার হৃদয়ে অথবা যারা এমনটা করে তারা কেবল নিজেদেরকেই উন্মুক্ত করে দিচ্ছে

অন্য এক আত্মা এবং প্রচুর ছলনা। যিশুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার আহ্বান ন্যায্য, একে আলাদা করা যায় না,

একে প্রকৃত শিষ্যত্ব থেকে আলাদা করা যায় না। আমার মনে হয়, এটা কথাটা বলার একটা সহজ উপায় মাত্র।

১১২৮ থেকে ৩০ খ্রিস্টাব্দে, "হে আমাদের এই কঠিন পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত সকল, আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেবো,

আমার জোয়াল গ্রহণ করো।" এটাই হলো বোঝা, আমার মনে হয় না, আমাদের এটাকে বোঝা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

মানে, কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো আমি কী বলতে চাইছি। এটাই হলো দায়িত্ব গ্রহণ করা, দায়িত্ব পাওয়া।

তিনি যা কিছু করেন তার সব মান্য করো, আমার জোয়াল গ্রহণ করো এবং আমার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। স্পষ্টতই তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো।

কীভাবে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা যায়, কীভাবে তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য জীবনযাপন করা যায় এবং তাঁর বাক্য পালন করা যায়। কারণ আমি নম্র ও বিনয়ী।

এবং তোমরা দৃঢ়চেতা হবে, আর তোমাদের আত্মা বিশ্রাম পাবে; শিষ্যত্বে আমাদের আত্মাও বিশ্রাম পাবে। কারণ আমার জোয়াল হলো...

সহজ এবং আমার বোঝা হালকা। এবং স্পষ্টতই এটা তখনই হয় যখন আমরা ত্যাগ করি ও শ্রদ্ধা করি এবং যখন আমাদের বাধ্যতা থাকে।

এমন হৃদয় যা সর্বাগ্রে তাঁর রাজ্যকে খোঁজে এবং দ্বিচারী হওয়ার চেষ্টা করে না, দুই প্রভুর সেবা করার চেষ্টা করে না।

মূলত আমরা এখন আমাদের উপসংহারে আসছি। আমি শুধু এ বিষয়ে কিছু শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি দিতে চাই,

আমার মনে হয় আমরা এখনও একই পথে আছি, কিন্তু আমি শুধু বলতে চাইছি যে আমরা আসছি।

আমরা এখানে প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। যিশাইয় অধ্যায় একে আমরা পড়ি, "ঈশ্বর ইস্রায়েলকে আহ্বান করেন, তোমরা নিজেদের ধৌত কর,

তোমাকে পবিত্র করব, আমার চোখের সামনে থেকে তোমার মন্দ কাজগুলো দূর করব, মন্দ কাজ করা বন্ধ করব, শিখব

উত্তম কাজ করো, বিচার প্রার্থনা করো, নিপীড়িতদের মুক্তি দাও, পিতৃহীনদের বিচার করো এবং বিধবাদের জন্য মিনতি করো, এখন এসো আমরা একসঙ্গে যুক্তি করি, প্রভুকে বলো, যদিও তোমার পাপ সিঁ
বরফের মতো নিষ্ফল হবে, যদিও তা গাঢ় লালের মতো হয়, তবুও তা পশমের মতো হয়ে যাবে।

যদি সে ইচ্ছুক ও আজ্ঞাবহ হয়, তবে তোমরা দেশের উত্তম ফল ভোগ করবে, কিন্তু যদি সে অস্বীকার করে ও বিদ্রোহ করে, তবে তোমরা

তরবারি দ্বারা গ্রাস করা হবে, কারণ প্রভুর মুখ তা বলেছে।" অনেক প্রচারক জোর দেন

নিজের মন্দ কাজগুলো পরিহার করা জরুরি এবং এটাই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এই বিষয়টির ওপর জোর দিতে হবে।

ব্যাপারটা কি শুধু এই যে তুমি উত্তর দিচ্ছ, তুমি তোমার মন্দ কাজগুলো সরিয়ে রেখেছ আর এখন সবকিছু...

ঠিক যেমনটা হওয়া উচিত। এটা তো কর্মসূচির কেবল শুরু এবং সেটাও চলমান থাকতে হবে।

ঈশ্বরের অধীন হওয়া এবং তাঁর পথে জীবনযাপন করতে ইচ্ছুক হওয়া এবং তাঁর ও তাঁর বাক্যের বশীভূত থাকার মাধ্যমে।

ধার্মিকতা এবং এটা তো কেবল শুরু, কারণ সেখান থেকে বলা হয়েছে মন্দকে দূর করার পর

তুমি আগে থেকেই যা করছো, যখন আমি মন্দ কাজ করা বন্ধ করি, তখন বলা হয় ভালো কাজ করতে শেখো এবং এটাই এমন একটা বিষয় যা

বাধ্য থাকতে শেখা এবং নিজেকে সংযত রাখতে শেখার জন্য শিষ্যত্বের সময় কেড়ে নেয়।

পাপ থেকে ফিরে আসার পর কীভাবে ভালো কাজ করতে হয়, কীভাবে জীবনযাপন করতে হয় এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে হয়, তা শেখা।

দ্য

১ থেসালোনিকীয় ৪ অধ্যায়ের ১ ও ২ পদে প্রেরিতরা যখন তাদের সমস্ত কিছু পালন করার শিক্ষা দিচ্ছিলেন

১ থেসালোনিকীয় ৪:১ এবং ২ অধ্যায় অনুসারে তিনি যা কিছু আজ্ঞা দিয়েছেন, সেই সমস্ত বিষয়ে আমরা আপনার কাছে আরও মিনতি করি।

হে ভাইয়েরা এবং প্রভু যীশুর দ্বারা উৎসাহিত, যা স্পষ্টতই সেই মহৎ আদেশের কথা বলছে যে তোমরা যেমন

তোমরা কীভাবে জীবনযাপন করবে এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবে, তা আমাদের কাছ থেকে শিখেছ, যেন তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাও।

তোমরা জানো প্রভু যীশুর মাধ্যমে আমরা তোমাদের কী কী আদেশ দিয়েছিলাম এবং তিনি এরপর বিরত থাকার বিষয়ে কথা বলতে থাকেন।

যৌন পাপ থেকে ব্যভিচার, ভ্রাতৃপ্রেম নিয়ে কথা বলা, সবকিছু নিয়ে কথা বলা যা

১ থেসালোনিকীয় পুস্তক এবং এর পর্বগুলোতে আলোচিত সবকিছু। ঈশ্বর এমন একটি ফল খুঁজছেন যা...

বিশ্বাসে অবিচল থাকা এবং হওয়ার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ ধার্মিকতা

পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শেখা। ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার শুনে, তাঁকে শুধু একজন ব্যক্তি হিসেবে নয় বরং তাঁর মণ্ডলীর অংশ হিসেবে, তাঁর সামগ্রিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে জানা।

কীভাবে তাঁকে সন্তুষ্ট করা যায়, কীভাবে আরও গ্রহণযোগ্য হওয়া যায় এবং তাঁর মধ্যে নিজের অংশটুকু কীভাবে রাখা যায়, তা শেখা।

তাঁর মণ্ডলী, তাঁর প্রজাদের মধ্যে এবং মসিহের সম্প্রসারণের মহান আদেশ পূর্ণ করছে

সেই রাজ্য যা তাঁর আত্মিক রাজ্যকে নিরাময় করে, যা তিনি ফিরে আসার পর উত্তরাধিকার সূত্রে পাবেন। আমরা যিশাইয় অধ্যায়ে পড়ি

ওহ হ্যাঁ, যিশাইয় ৬১। প্রভু ঈশ্বরের আত্মা আমার উপরে আছেন, কারণ প্রভু আমাকে বিরক্ত করেছেন

নম্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করো। তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন ভগ্নহৃদয়দের সান্ত্বনা দিতে এবং মুক্তির ঘোষণা করতে।

বন্দীদের প্রতি এবং যারা গ্রহণযোগ্য বিষয় ঘোষণা করতে বাধ্য, তাদের জন্য কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করা।

প্রভুর বছর এবং আমাদের ঈশ্বরের প্রতিশোধের দিন। আর এটা এক আশ্চর্যজনক বিষয় যে ঈশ্বরের...

ঈশ্বরের করুণার এক বছরের দিন এবং প্রতিশোধের দিনের দিকে এগিয়ে যাওয়া

ঈশ্বর যদি দীর্ঘকাল ধরে ধৈর্যশীল ও দৃঢ় না হতেন, তবে আমাদের আর কী আশা থাকত? সেই ধৈর্য যে স্পষ্টতই ক্ষয় ঘটায়...

কারণ প্রতিশোধের দিন আসছে। আমরা রোমীয় ২, ৪ ও ৫ অধ্যায় আলোচনা করেছি।

সেখানে। সুতরাং শোককারীদের সকলকে সান্ত্বনা দিতে, সিয়োনে শোককারীদের জন্য ব্যবস্থা করতে, তাদের দিতে।

ভস্মের পরিবর্তে সৌন্দর্য, শোকের পরিবর্তে আনন্দের তৈল, এবং ভারাক্রান্ত আত্মার পরিবর্তে প্রশংসার বস্ত্র।

এটাই সেই জিনিস। এটা এমন এক বস্তু যা ঈশ্বর খুঁজছেন। সেই জিনিসটিকে ধার্মিকতার বৃক্ষ বলা যেতে পারে।

প্রভুর পরিকল্পনা। যেন তিনি মহিমান্বিত হন। মণ্ডলীর নেতাদের একটি দায়িত্ব আছে।

আমি বিশেষ করে এখানকার মিশনারিদের বলছি, তবে এই কথাটি অবশ্যই এমন যেকোনো ব্যক্তির জন্য সত্য যার মধ্যে সামান্যতম...

আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব, যদিও তা আপাতত কেবল তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। নিঃসন্দেহে, নবীন বিশ্বাসীদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করা প্রত্যেক বিশ্বাসীরই আহ্বান এবং মণ্ডলী কেমন হওয়া উচিত ও একজন করা উচিত, সেই সাক্ষ্যকে সমুন্নত রাখতে নবীনতম বিশ্বাসীরও একটি ভূমিকা থাকে।

ঈশ্বর তাদের যে মাপে দিয়েছেন, সেই অনুযায়ী অন্যান্য বিশ্বাসীদের এবং জগতের কাছে একটি দৃষ্টান্ত হতে।

যীশুকে অনুসরণ করার অর্থ এবং সৎপথে জীবনযাপন করার অর্থ কী। প্রেরিত পৌল ফিলিপীয়দের বলেছিলেন

ফিলিপীয় ৪ ও ৯ অধ্যায়ে সেই বিষয়গুলো যা তিনি শিখেছিলেন, পেয়েছিলেন, শুনেছিলেন ও দেখেছিলেন এবং

পুনরায় করো এবং শান্তির ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকবেন। তিনি এমন এক দৃষ্টান্ত ছিলেন যা মানুষকে তাঁকে অনুসরণ করতে আহ্বান জানাতে পারত।

যেভাবে তিনি খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতেন। তিনি ১ করিন্থীয় ১১ অধ্যায়ে এ কথা বলেছেন। তিনি ১২ থেকে ১৩ পদে একটি উদাহরণ দিয়েছেন

ধার্মিকতা শিক্ষা এবং কীভাবে তিনি তাঁর খ্রিষ্টীয় জীবন জুড়ে ঈশ্বরীয় চরিত্র অর্জন করেছিলেন।

তিনি ১২ ও ১৩ পদে বলেন, "আমি জানি কীভাবে নীচ হতে হয় এবং কীভাবে প্রাচুর্য লাভ করতে হয়।"

সর্বত্র ও সবকিছুর মধ্যে আমাকে পরিতৃপ্ত ও ক্ষুধার্ত থাকতে, প্রাচুর্যে থাকতে এবং

অভাব ভোগ করতে। যিনি আমাকে শক্তি দেন, সেই খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমি সব কিছু করতে পারি।" আপনি দেখতে পাচ্ছেন তিনি কীভাবে মোকাবিলা করেছিলেন

১ থেসালোনিকীয় ২ অধ্যায়ে উল্লেখিত সেই লোকেরা, যাদের উপর তাঁর দায়িত্ব ছিল।

তিনি ১ থেসালোনিকীয় ২ অধ্যায়ের ৯ পদে বলেন, "হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমাদের সেই পরিশ্রম ও কষ্টের কথা স্মরণ কর; কেননা আমরা দিনরাত পরিশ্রম করেছি, যেন তোমাদের কারও উপর বোঝা না হই।"

আমরা তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করি। তোমরাও ঈশ্বরের সাক্ষী যে, তোমরা কত পবিত্র ও ন্যায়পরায়ণ।

আর তোমাদের মধ্যে, যারা বিশ্বাসী, আমরা নির্দোষ আচরণ করেছি। যেমন তোমরা জানো, আমরা কীভাবে উপদেশ দিয়েছিলাম এবং

সান্ত্বনা দিয়েছি, যেমন তোমরা জানো, আমরা তোমাদের প্রত্যেককে পিতার মতো করে উপদেশ, সান্ত্বনা ও নির্দেশ দিয়েছিলাম।

হে সন্তানগণ, যেন তোমরা ঈশ্বরের যোগ্যরূপে জীবনযাপন করতে পারো, যিনি তোমাদের তাঁর রাজ্য ও মহিমার জন্য আহ্বান করেছেন।

কী চমৎকার উদাহরণ। ঈশ্বরের সামনে কেবল আমাদের হৃদয়ই রয়েছে এবং আমাদের চলমান কার্যক্রমটি এর উপরই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

ঈশ্বরের বাক্য প্রচার শোনার মাধ্যমে, নতুন ভাবনার উদ্রেক হওয়ার মাধ্যমে এবং উন্নততর উপলব্ধি লাভের মাধ্যমে আমরা ফল উৎপন্ন করি। স্পষ্টতই, তাঁর বাক্যে তাঁকে অন্বেষণ করা আমাদের দায়িত্ব।

এটি লাভ করার জন্য আমরা প্রার্থনা করি। ঈশ্বরের সামনে আমাদের হৃদয় এবং আমাদের চূড়ান্ত পরিত্রাণকে আমরা আলাদা করতে পারি না।

আমরা যেভাবে তাঁর বাক্য থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করি, তা থেকে। হ্যাঁ, এটি আমাদের অধ্যবসায়ী হতেও সাহায্য করেছে।

প্রথমত নির্দেশটি শোনার জন্য। ২ তীমথিয় অধ্যায় ৪-এ পৌল তীমথিয়কে বলেন,

এটি ১৮ থেকে ২০ পদের সাথে সম্পর্কিত, "অতএব আমি ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সম্মুখে তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি,

যিনি তাঁর রাজ্যে আবির্ভাবে জীবিত ও মৃত, এবং জীবনী ও মৃতদের বিচার করবেন,

বাক্য প্রচার করো, সুযোগে ও অসময়ে প্রস্তুত থাকো, সমস্ত ধৈর্য ও শিক্ষার সাথে তিরস্কার করো, ভর্ৎসনা করো ও উৎসাহিত করো।" বাইবেলের সত্য শিক্ষা, বিশুদ্ধ শিক্ষা। "কারণ সময় আসবে।"

যখন তারা সঠিক শিক্ষা সহ্য করবে না, বরং নিজেদের কামনা অনুসারেই নিজেদের জন্য সম্পদ জমা করবে।

শিক্ষকেরা, অল্প কয়েক বছর সময় পেয়ে, সত্য থেকে তাদের কান ফিরিয়ে নেবে এবং বিমুখ হবে।

রূপকথাগুলোর উপর।" আমার মনে হয়, তিনি মূলত টিমোথিকে বলছেন, যদি তুমি এমন লোকদের সুযোগ দাও যাদের তুমি

উদাসীন ও চিন্তাশীল হয়ে ওঠার জন্য দায়ী হওয়ায়, তাদের ফিরিয়ে আনা আরও কঠিন হবে।

তাই সেই আগুন জ্বালিয়ে রাখুন এবং বিশ্বস্ততার সাথে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করতে থাকুন আর দেখুন যে তাতে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে কি না।

বিশ্বস্তভাবে। আমরা ১ থেসালোনিকীয় ২ অধ্যায়ে দেখেছি পৌল কীভাবে বিষয়টি সামলেছিলেন। তিনি নম্র ছিলেন। তিনি সান্ত্বনা দিতেন

যারা দুর্বল ছিল। তিনি উৎসাহিত করতেন, কিন্তু জোরালোভাবে উপদেশও দিতেন, এবং স্পষ্টতই এর প্রয়োজন ছিল।

যে পরামর্শ অগ্রাহ্য করছে, তাকে তিরস্কার করা। তাই তিনি ৫ পদে বলেন, "কিন্তু তুমি সর্ববিষয়ে সজাগ থাকো।"

দুঃখকষ্ট সহ্য করো, সুসমাচার প্রচারকের কাজ করো, তোমার পরিচর্যার পূর্ণ প্রমাণ দাও,

কারণ আমি এখন উৎসর্গীকৃত হওয়ার জন্য প্রস্তুত, এবং আমার বিদায়ের সময় আসন্ন। আমি উত্তমরূপে যুদ্ধ করেছি।

সংগ্রাম। আমি আমার দৌড় শেষ করেছি। আমি তোমার প্রতি বিশ্বাস রেখেছি।" স্পষ্টতই, "বিশ্বাস" হলো সবকিছু।

ঈশ্বরের বাক্য যা কিছু আদেশ করে। তিনি বলেন, "এখন থেকে আমার জন্য একটি মুকুট সঞ্চিত আছে

ধার্মিকতা। যেহেতু তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন, তাই তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি ইস্রায়েলের মসিহের সাথে রাজত্ব করবেন।

যা প্রভু, ধার্মিক বিচারক, সেই দিনে আমাকে দেবেন, এবং শুধু আমাকেই নয়, বরং সকলকে।

যারা তাঁর আবির্ভাবকে ভালোবাসে, তারাও। অথবা অন্য কথায়, যারা নিজেদের বিশ্বস্ত, অনুগত প্রমাণ করে,

প্রভু, এই বর্তমান অন্ধকারে তিনি তাঁর রাজ্যে আবির্ভাবের সময় তাঁর সাথে রাজত্ব করবেন, যেমন বলা হয়েছিল।

অধ্যায় ৪, পদ ১-এর প্রসঙ্গে। আমি সবাইকে উৎসাহিত করতে চাই... আমি এখানে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব না।

আমি সবাইকে ইফিষীয়দের পুস্তকটি পড়ার জন্য উৎসাহিত করতে চাই, কারণ এটি এমন একটি পুস্তক যা লেখা হয়েছে...

প্রধানত অ-ইহুদি খ্রিষ্টানরা ঈশ্বরের অনন্তকালীন উদ্দেশ্য এবং ঈশ্বরের অবিশ্বাস্য করুণা ও অকল্পনীয় অনুগ্রহ নিয়ে কথা বলছেন।

এই অর্থে যে, ইসরায়েলের কাছে প্রতিশ্রুত মসিহ ছিলেন...

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর পরিকল্পনায় অ-ইহুদিদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিশ্বাসী অ-ইহুদিদের নিয়ে আসা।

ইস্রায়েলের মসিহ ইস্রায়েলের রাষ্ট্রে, ঈশ্বরের পরিবারে। এটি সেই বিষয়েই কথা বলে।

শাশ্বত উদ্দেশ্য থেকে উদ্‌ভূত উদ্দেশ্য, এবং সুসমাচারের বার্তায় ঠিক কী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, এবং কী আছে

আমাদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে অংশীদারিত্ব রয়েছে, তা খ্রিষ্টানদের প্রতি করা প্রতিজ্ঞাগুলো এবং সামগ্রিক মহিমাকে প্রকাশ করে।

এই জীবনে শিষ্য হওয়ার সাথে সম্পর্কিত, এবং বিশেষ করে যারা থেকে যায় তাদের জন্য যা আসছে।

বিশ্বস্ত। আর এটি শুধু আমাদের অতি সাধারণ অধ্যায়, অর্থাৎ ১ থেকে ৩ নম্বর অধ্যায়ের মধ্যেই কথা বলে না,

ঈশ্বর যা করেছেন, খ্রীষ্টের মাধ্যমে তিনি যা প্রদান করেন, এবং বিশ্বাসীদের প্রাপ্ত বিশেষ অধিকারসমূহ সম্পর্কে

আছে, কিন্তু তারপর ৪ থেকে ৬ অধ্যায় হলো ব্যবহারিক শিষ্যত্ব। এগুলো শুধু বিষয় নয়।

অন্তরে ধারণ করার জন্য। এগুলো সেখানেই রয়েছে, যা আমরা আঁকড়ে ধরতে পারি যখন আমরা কার্যত তাঁর বাধ্যতা পালন করি, এবং সেই সাথে উন্নতি করি; যখন আমরা তাঁর সমস্ত আজ্ঞা পালন করতে শি অবিচল থাকি, মসিহের প্রতি আমাদের বশ্যতা প্রমাণ করি এবং তাতেই স্থির থাকি।

এবং ৪ থেকে ৬ অধ্যায়ে ব্যবহারিক তথ্য দেওয়া হয়েছে।

ব্যবহারিক শিষ্যত্বের জন্য নির্দেশাবলী। এটি এমন একটি চমৎকার ও পরিপূর্ণ বই।

ডিসপেনসেশনালিস্ট জীবনধারা থেকে সাবধান থাকুন, যা মূলত এই শিক্ষা দেয় যে, যদি আপনি কখনো কাউকে বলতে শোনেন যে

সুসমাচারগুলো, বা পুরাতন নিয়ম, তা তো শুধু ইহুদিদের জন্য ছিল, অথবা যে কেউ বলুক যে পৌল প্রচার করেছিলেন।

যিশুর সুসমাচারের চেয়ে ভিন্ন এক সুসমাচার, সেগুলো হলো ডিসপেনসেশনালিস্ট জীবনধারা, যা আমরা শেষ তিনটিতে খুব স্পষ্টভাবে তিরস্কৃত হতে দেখি।

মথি লিখিত সুসমাচারের পদ অনুসারে, সমস্ত জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করা হলে, সকল শিষ্যকে এমন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে যারা

খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে এবং তাঁর সমস্ত আজ্ঞা পালন করতে শেখে, যা প্রমাণ করে যে

যিশু যা কিছু শিখিয়েছেন, পুরাতন নিয়মের যা কিছু তিনি নিশ্চিত করেছেন, তা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক।

খ্রিস্টানরা। এবং স্পষ্টতই, আমার মনে হয় না এই অধ্যয়নে এটা বলার প্রয়োজন আছে, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে যিশু পূর্ণ করেছেন

মুক্তির আনুষ্ঠানিক দিকগুলো। তাই আমাদের পশু বলি দেওয়ার বা পার্থিব কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই।

যাজক, কারণ তিনি চূড়ান্ত আত্মত্যাগী ব্যক্তি হয়ে এবং প্রেরণের মাধ্যমে সেই বিষয়গুলো পূর্ণ করেছেন।

স্বর্গে আমাদের স্বর্গীয় মহাযাজক হতে। কিন্তু তবুও, সেই বিষয়গুলো থেকে প্রাপ্ত নীতি ও শিক্ষা।

এখনও খ্রিষ্টানদের জন্য। সুতরাং আদেশসমূহ এবং সুসমাচার খ্রিষ্টানদের জন্য। তাই যখনই আপনি শুনবেন

কেউ কেউ সুসমাচারগুলো সম্পর্কে বলে যে, ওগুলো তো শুধু ইহুদিদের জন্য, খ্রিস্টানদের জন্য নয়।

তাদেরকে আরও ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করুন, তারা আন্তরিক হতে পারে, কিন্তু প্রতারিতও হতে পারে। কিন্তু জেনে রাখুন যে ঐ উক্তিটি হলো

সত্য নয়। এবং আমরা প্রেরিতদের কার্যবিবরণী ও পত্রাবলীতে যা দেখি, তা হলো সেই সত্য যা যিশু প্রচার করেছিলেন।

সুসমাচারগুলো, এবং সুসমাচারগুলোতে তিনি যে আদেশগুলো দিয়েছিলেন সেগুলোর প্রয়োগ। কিছু নির্দিষ্ট বিষয় ছিল না

সুসমাচারগুলোতে উল্লেখিত বিষয়গুলো পত্রাবলীতেও উল্লেখ করা হয়েছে, এবং আমি মনে করি এর প্রধান কারণ হলো

সেগুলো এমন বিষয় ছিল যা যিশুর সময়ের ইহুদিরা আগে থেকেই স্পষ্টভাবে বুঝত। কিন্তু প্রেরিতরা

অ-ইহুদি শহরগুলিতে সুসমাচার প্রচারের জন্য এমন কিছু বিষয় প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল যা সমস্ত ইহুদিদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

যিশুর সময়ে তা বোঝা যেত। এবং এই বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, যা স্পষ্টতই ছিল।

অ-ইহুদি শহর ও নগরগুলিতে, যা এখন জনসংখ্যার ৯৯.৭ শতাংশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন,

প্রথম শতাব্দীর চেয়েও বেশি। তাই এখন আমরা প্রবেশ করছি...

আমি শুধু... এবং আমি এটাও বলব যে... আমি এটাও দেখতে পাচ্ছি যে বইটি পড়তে পড়তে

রোমীয়দের প্রতি পত্র এবং ইফিষীয়দের প্রতি পত্র, এই দুটি মিলে যা ঘটছে তার আরও বিশদ সারসংক্ষেপ দেয়।

মথি লিখিত সুসমাচারে। তাই আমি একটু জল পান করব এবং তারপর দেব

উপসংহারেরও উপসংহার। আচ্ছা, মুখ শুকিয়ে আসছে, কিন্তু যদি আপনি যিশাইয় ৪৯ অধ্যায়ে যান...

এটি খ্রীষ্ট সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী। এর ৪ নং পদে মসিহ এবং তাঁর দুঃখভোগের বিষয়ে বলা হয়েছে।

তখন আমি বললাম, 'আমার পরিশ্রম বৃথা হয়েছে; আমি আমার শক্তি নিষ্ফলভাবে বা কোনো কারণ ছাড়াই ব্যয় করেছি,'

এবং বৃথা; তবুও নিশ্চয়ই আমার বিচার প্রভুর কাছে, এবং আমার কাজ আমার ঈশ্বরের কাছে। আর এখন তিনি বলছেন

প্রভু, যিনি আমাকে গর্ভ থেকে দাস হওয়ার জন্য গঠন করেছেন, যেন যাকোবকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনি, অথবা ইস্রায়েলকে ফিরিয়ে আনি।

আবার তাঁর কাছে। যদিও ইস্রায়েল একত্রিত না হয়, যদিও অধিকাংশ ইস্রায়েলীয় অনুতাপ করবে না এবং গ্রহণ করবে না।

তাদের মসিহ, তবুও আমি প্রভুর দৃষ্টিতে মহিমান্বিত হব, এবং আমার ঈশ্বরই আমার শক্তি হবেন।

আর তিনি বললেন, 'যাকোবের বংশকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আমার দাস হওয়া তোমার জন্য এক সামান্য কাজ,'

এবং ইস্রায়েলের সংরক্ষিতদের পুনরুদ্ধার করতে। আমি তোমাকে অ-ইহুদিদের জন্য আলোস্বরূপ দেব, যেন তুমি পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত আমার পরিত্রাণ হও।" আর আমরা ঠিক এটাই দেখতে পাই।

প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকে এই কাজগুলো সম্পন্ন হচ্ছে, কারণ এগুলো মথি লিখিত সুসমাচারের শেষ তিনটি পদে যীশুর দেওয়া আদেশকে পূর্ণ করে। এটি ঈশ্বরের অনন্তকালীন উদ্দেশ্যের বাস্তবায়
জড়িত যা অনন্তকাল ধরে স্থায়ী হবে, এবং এই বিষয়গুলোর পরিণতি অনন্তকালের জন্য থাকবে।

যা আমরা এই মুহূর্তে পুরোপুরি দেখতেও পাচ্ছি না। কিন্তু আমি তখন গীতসংহিতা ১১৮ থেকে পড়তে চাই যা বলছে...

স্পষ্টতই, ২২ পদটি মসিহ সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল এবং লোকদের একটি ভুল প্রত্যাশা ছিল।

মসিহ কী করতে এসেছিলেন সে বিষয়ে। আর তারা বলছিল, "হোশান্না, পরিত্রাণের প্রত্যাশায়

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোমীয়দের প্রতি।" এবং হোশান্না হলো গীতসংহিতা ১১৮-এর ২৫ নং পদের আক্ষরিক হিব্রু নাম।

কিন্তু ঈশ্বরের পরম উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সঠিকভাবে বোঝা যায়। পুনরুত্থানের সঙ্গে আনন্দ রয়েছে।

যারা প্রভুর খ্রীষ্টকে সত্যে গ্রহণ করেছে এবং তাঁর বিশ্বস্ত প্রজা।

২২ পদ, "যে পাথর নির্মাতারা প্রত্যাখ্যান করে, তা কোণের প্রধান পাথর হয়ে ওঠে। এটাই হল..."

প্রভুরই কাজ। আমাদের চোখে তা বিস্ময়কর। এই সেই দিন যা প্রভু তৈরি করেছেন। আমরা আনন্দ করব।

এবং এতে আনন্দিত হও। এখন আমি তোমার কাছে ফিরে যাব, হে প্রভু। হে প্রভু, আমি তোমার কাছে ফিরে যাব, এখন সমৃদ্ধি পাঠাও।

ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসেন। আমরা প্রভুর গৃহ থেকে তোমাকে আশীর্বাদ করেছি।

ঈশ্বরই সেই প্রভু যিনি আমাদের আলো দেখিয়েছেন। বলিকে রজ্জু দিয়ে বেঁধে শিং পর্যন্ত বাঁধো।

বেদি।" রোমীয় ১২:১ ও ২ অধ্যায় এখানে একটি ভালো উদাহরণ। "তুমিই আমার ঈশ্বর এবং আমি তোমার প্রশংসা করব। তুমিই আমার ঈশ্বর।"

হে আমার ঈশ্বর, আমি তোমার মহিমা ঘোষণা করব। প্রভুর ধন্যবাদ কর, কারণ তিনি মঙ্গলময় এবং তাঁর করুণা চিরস্থায়ী।

তারপর আবার গীতসংহিতা ২২-এ ফিরে আসা যাক। খ্রিষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার অন্যতম বিশদ বিবরণের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

১ থেকে ২১ পদে। এর শেষে ক্রুশের উপর মসিহ বলছেন, "আমাকে সিংহের মুখ থেকে রক্ষা করো,"

কারণ তুমি একশৃঙ্গী প্রাণীদের শিং থেকে আমার কথা শুনেছ।" তারপর ২২ নং পদে যা উদ্ধৃত করা হয়েছে তা আমরা খুঁজে পাই।

ইব্রীয় ২ অধ্যায়ে পুনরুত্থান বিষয়ে বলা হয়েছে, "আমি আমার ভাইদের কাছে তাদের মাঝে তোমার নাম ঘোষণা করব।"

হে মণ্ডলী, আমি তোমার প্রশংসা করি। তোমরা যারা প্রভুকে ভয় কর, তাঁর প্রশংসা কর। হে যাকোবের সকল বংশধর,

হে ইস্রায়েলের সকল বংশধর, তোমরা সকলে তাঁর মহিমা কর ও তাঁকে ভয় কর। কারণ তিনি তুচ্ছ করেননি বা ঘৃণা করেননি।

দুঃখীর দুঃখভোগে তিনি তার থেকে মুখ লুকাননি। কিন্তু যখন সে তাঁর কাছে আর্তনাদ করল,

তিনি শুনলেন, 'মহান সমাবেশে আমার প্রশংসা হবে। আমি তাদের সামনে আমার মানত পূর্ণ করব।'

যারা তাঁকে ভয় করে। মাংস খেয়ে তারা পরিতৃপ্ত হবে। যারা তাঁর কথা বলে, তারা প্রভুর প্রশংসা করবে। তোমার হৃদয় চিরকাল বেঁচে থাকবে। পৃথিবীর সকল প্রান্ত স্মরণ করবে এবং প্রভুর দিকে ফিরবে।

আর পৃথিবীর সকল বংশ বা পরিবারবর্গ তোমার সামনে উপাসনা করবে। কেননা রাজ্যটি প্রভুরই।

এবং তিনি জাতিসমূহের মধ্যে শাসক। পৃথিবীতে যারা প্রতিপালিত হয়, তারা সকলেই ভোজন করবে ও উপাসনা করবে। সকল

যারা ধূলিতে অবনমিত হয়, তারা তাঁর সামনে নত হবে, এবং কেউই নিজের আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। একটি বীজ

তাঁর সেবা করো। এটা প্রভুর জন্য এক প্রজন্মের সমান বলে গণ্য হবে।" মথি লিখিত সুসমাচারের একেবারে প্রথম পদ,

মথি ১:১, যিশু খ্রিষ্টের বংশবৃত্তান্ত। আর এখানে আমরা তাঁর পূর্ববর্তী বংশতালিকা দেখতে পাই। কিন্তু

মথি লিখিত সুসমাচারের শেষে আমরা তাঁর আত্মিক বংশধরদের দেখতে পাই। আমরা তাঁর আত্মিক বংশধরদের সংগ্রহ করার একটি আদেশ দেখতে পাই।

জাতিদের মধ্যে। আর ৩০ নং পদে এই বিষয়েই বলা হয়েছে। এক বংশধর তাঁর সেবা করবে।

এটা প্রভুর জন্য এক প্রজন্মের হিসাব হবে। তারা আসবে এবং তাঁর ধার্মিকতা ঘোষণা করবে।

এক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। তিনি এই কাজ করেছিলেন। সুসমাচারগুলোতে কালানুক্রমিকভাবে, একেবারে শেষ।

যিশুর স্বর্গে আরোহণের আগে যা ঘটেছিল তা লূকের ২৪ অধ্যায়ে আছে। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন...

লূক ২৪:৪৪ পদে তারা যখন তাঁকে দেখে বিস্মিত হচ্ছিল... আমার মনে হয়, যখন তারা তাঁকে দেখেছিল, তখন তারা ভেবেছিল তিনি একজন আত্মা। এবং তাঁর পুনরুত্থানের প্রকৃত দৈহিক প্রকৃতি উপলব্ধি হচ্ছিল। এবং তিনি ৪৪ পদে বলেন,

আমি তোমাদের সঙ্গে থাকাকালীন তোমাদেরকে এই কথাগুলোই বলেছিলাম যে, সমস্ত কিছু অবশ্যই হবে।

মোশির বিধান, ভাববাদীদের গ্রন্থ ও গীতসংহিতায় আমার বিষয়ে যা লেখা ছিল, তিনি তা পূর্ণ করেছেন।

অতঃপর তিনি তাদের বোধশক্তি খুলে দিলেন, যেন তারা শাস্ত্র বুঝতে পারে। তিনি তাদের দেখালেন কীভাবে

খ্রিস্টকে অবশ্যই কষ্টভোগ করতে হবে। ৪৬ পদে আমরা যা দেখতে পাব, "আর তিনি তাদের বললেন,

এইভাবেই লেখা আছে, এবং এইভাবেই দেখো যে, খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করবেন ও তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হবেন।"

সেই পুনরুত্থানের চিত্র ফুটে ওঠে যোসেফের মতো মানুষদের মাধ্যমে, যাঁরা তাঁদের ভাইদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ও বিতাড়িত হয়েছিলেন।

মৃত, এবং তবুও মূলত বিশ্বের শাসক হিসেবে উন্নীত। আইজ্যাকের মতো মানুষদের মধ্যে, যারা...

এটি ছিল খ্রিষ্টের এমন এক প্রতিচ্ছবি যে, তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর পিতার আজ্ঞা পালন করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর উপকরণ বহন করেছিলেন,

স্বেচ্ছায়, যদিও তিনি অন্য কিছু করার সুযোগ রাখতেন, মূলত নিজেকে নত করেছিলেন

মৃত্যুমুখ থেকে ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করলেন। স্পষ্টতই তিনি আব্রাহামকে তাঁকে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন, এবং স্পষ্টতই খ্রীষ্ট ছিলেন

এই অর্থে যে তিনি সত্যিই মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু আইজ্যাক এখনও তাঁরই একটি প্রতিরূপ।

আর ইউসুফের মতো একজন মানুষ, এক মহান ব্যক্তি যিনি শয়তানের দ্বারা ধ্বংস হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত...

দুঃখকষ্ট ও দুর্দশার মধ্যে ফেলা হয়, মূলত উন্মাদনার কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়, এবং তবুও তাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়।

এবং সম্ভব হলে ঈশ্বরের প্রশংসার জন্য আগের চেয়েও মহত্তর করা হয়েছিল। এ কেবল ঈশ্বরের মুক্তিদায়ী ও পুনরুত্থানকারী শক্তি। পুরাতন নিয়মে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন দানিয়েল ও সিংহদের

একজন ধার্মিক ব্যক্তি যিনি ঈর্ষার কারণে মহান ব্যক্তিদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন এবং এক ধরনের...

মূলত তারা ভেবেছিল ওটা তার সমাধি হবে এবং সেখান থেকে তাকে পুনরুত্থিত করা হয়েছিল, এবং একটি পদে উন্নীত করা হয়েছিল।

শত্রুরা নিহত হওয়ার সময়ে তিনি সম্ভবত আরও বড় সম্মান লাভ করতেন। পুরাতন নিয়মে এরকম অনেক চিত্র রয়েছে।

সুতরাং এইভাবেই লেখা আছে, "দেখো, খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করবেন ও তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হবেন, এবং তাঁর নামে সকল জাতির মধ্যে অনুতাপ ও পাপমোচনের সুসমাচার প্রচার করা হবে,"

যিরূশালেম থেকে শুরু করে। আর তোমরা এই সকল ঘটনার সাক্ষী। আর দেখো, আমি প্রতিজ্ঞা পাঠাচ্ছি

হে আমার পিতা, তোমাদের উপর। কিন্তু তোমরা যিরূশালেম নগরে নিজেদের পথ ছিঁড়ে ফেলো, যতক্ষণ না তোমরা পরাক্রমের দ্বারা সহনশীল হও।

ঊর্ধ্বলোক থেকে। এবং আমরা জানি যে তা পরবর্তী অধ্যায় ২-এ এসেছিল। এবং তিনি তাদের বেথানি পর্যন্ত নিয়ে গেলেন,

এবং তিনি তাঁর হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করলেন। এবং এমনটা ঘটল যে তিনি তাদের আশীর্বাদ করলেন। এবং এমনটা ঘটল

ভালোভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তিনি তাদের আশীর্বাদ করলেন। তিনি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বর্গে আরোহণ করলেন। এবং তারা

তাঁর উপাসনা করলেন এবং মহা আনন্দে জেরুজালেমে ফিরে এলেন। আর আমরা মন্দিরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি,

ঈশ্বরের প্রশংসা ও আশীর্বাদ। আমেন।" আর সেই আশীর্বাদটি কী ছিল? সম্ভবত সেটি ছিল সেই আশীর্বাদ যে

গণনাপুস্তক ৬ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, ইস্রায়েলের মহাযাজক ইস্রায়েল-সন্তানদেরকে দান করতেন।

গণনাপুস্তক ৬ অধ্যায় ২২ থেকে ২৫ পদ। "আর সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, 'হারোণ ও তাঁর লোকদেরকে বলো...'"

পুত্রগণ।" স্পষ্টতই এটি খ্রিষ্ট ও তাঁর লোকদের একটি চিত্র, যা বলছে, "আর এইভাবে তোমরা আশীর্বাদ করবে..."

ইস্রায়েলের সন্তানগণ, তাদেরকে বললেন, সদাপ্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করুন ও রক্ষা করুন। সদাপ্রভু তাঁর মুখমণ্ডলকে...

প্রভু তোমার উপর তাঁর আলো বর্ষণ করুন এবং তোমার প্রতি কৃপা করুন। প্রভু তোমার উপর তাঁর মুখমণ্ডল তুলে ধরুন এবং তোমাকে দান করুন।

শান্তি। আর তারা ইস্রায়েলের সন্তানদের উপর আমার নাম স্থাপন করবে এবং আমি তাদের আশীর্বাদ করব।

আর সুসমাচারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো এই যে, খ্রীষ্ট হলেন

আক্ষরিক অর্থেই তাঁর লোকদের সাথে। যেমন তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি শেষ পর্যন্ত সর্বদা তাদের সাথে থাকবেন।

যুগের। ইব্রীয় ৭, ২৪ ও ২৫। "কিন্তু এই ব্যক্তি, যেহেতু সে চিরকাল থাকে, তার এক অপরিবর্তনীয়

যাজকত্ব, যার ফলে তিনি তাদেরকে দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত রক্ষা করতে সক্ষম, তারা তাঁর মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে আসে,

কারণ তিনি তাদের জন্য মধ্যস্থতা করতে চিরকাল জীবিত আছেন।" এবং তাঁর প্রকৃত শিষ্যরা সেই দিনের অপেক্ষায় আছেন যখন

তিনি মহিমায় ফিরে আসবেন। এবং যেমন যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ে বলা আছে, "তিনি তাঁর আত্মার যন্ত্রণার ফল দেখবেন এবং হবেন..."

সন্তুষ্ট।" তিনি ১৩ অধ্যায়ে সেই দৃষ্টান্তগুলো আবার বলবেন, সেই বণিকের দৃষ্টান্ত যে সন্ধান করছিল

উত্তম মুক্তা। সেই ব্যক্তির উপকথা, যে মাঠে লুকানো ধন খুঁজে পেয়েছিল। আর সেখানে আনন্দের জন্য

যখন সে তার সর্বস্ব বিক্রি করে দিল, যেন সে সেই ধন কিনতে পারে। সে সেই ধন পাবে এবং

সেদিনটি হবে এক গৌরবময় দিন। আর তা হলো, আমরা ঈশ্বরের আঙিনায় পরিশ্রম করি এবং নিজেদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকি।

অবশেষে তার দুঃখভোগের জন্য, তার আত্মার যন্ত্রণার জন্য তাকে আরও বড় পুরস্কার দেওয়ার জন্য, যাতে সে

পাপীদের পরিত্রাণ করতে এবং আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ফিরিয়ে আনতে তিনি সহ্য করেছিলেন। ইব্রীয় ২ ও ৩ অধ্যায়ে যেমন বলা হয়েছে, এটি তেমনই।

"যদি আমরা এত বড় পরিত্রাণকে অবহেলা করি, তবে কীভাবে রক্ষা পাব?" আমি "প্যারেস্ট লর্ড জেসাস" স্তোত্রটির শেষ পদটি দিয়ে শেষ করতে চাই। এটি একটি চমৎকার স্তোত্র। এটি তার শেষ পদ। "সুন্দ ঈশ্বরের পুত্র ও মনুষ্যপুত্র, মহিমা ও সম্মান, প্রশংসা ও আরাধনা,"

এখন ও চিরকাল তোমারই হোক। আমেন।" চমৎকার, ভাই অ্যারন। এটা সত্যিই অসাধারণ ছিল।

জানেন, আমরা যখন আপনার বই 'দ্য এজ অফ কনফ্লিক্ট'-এর প্রথম অধ্যয়নটি করছিলাম, এবং অবশ্যই মথি বা বাইবেলের প্রায় যেকোনো অংশ পড়ছিলাম, তখন কিছু বিষয় চোখে পড়ে যা হলো...

খুবই উল্লেখযোগ্য। আর সেই বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো, অবশ্যই, যিশুকে ঈশ্বর হিসেবে শ্রদ্ধা করা।

কিন্তু

যখন তোমার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভয় থাকে, তাই না, তখন তোমাকে অবশ্যই তাঁর বাধ্য হতে হবে, জানোই তো।

আর এটাই

এমন একটা বিষয় যা আজকের ধর্মভ্রষ্ট মণ্ডলীর মতো বহু মানুষ, এবং আমি জানি আমি এটা বলি

সম্ভবত প্রতিটি গবেষণার ক্ষেত্রেই, কিন্তু এটি মিশন ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনছে। আমরা দেখছি

আক্ষরিক অর্থেই আফ্রিকা, ভারত ও বাংলাদেশের গোটা অঞ্চল, যেখানে আমাদের মিশন রয়েছে।

ক্ষেত্রগুলো সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে, যেখানে যাজক এবং মিশনারিরা আক্ষরিক অর্থেই উপলব্ধি করছেন যে তারা,

জানেন, তারা এটা ভীষণ ভুলভাবে করছিল, কারণ আমি যাকে আমেরিকান খ্রিস্টধর্ম বলি

জানেন তো, সমৃদ্ধির বাণী এবং বিশ্বাসের বাণী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং,

যেহেতু আমরা এখনও রেকর্ডিং করছি, আমি শুধু এই কথাটা বলতে চাই যে, আমি এখানে থাকতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করি।

জানাতে পারছি যে আমাদের কিছুটা সময় লেগেছে, কিন্তু আমাদের সমস্ত প্রচারক্ষেত্রে, আপনারা জানেন, তারা প্রচার করছেন।

ঈশ্বরের প্রকৃত বাণী। আর আমি আপনাকে বলছি, আমি জানি জাস্টিন শ্লোয়েম অবশ্যই এর সত্যতা নিশ্চিত করতে পারবেন।

ওখানকার উপাসনা এবং ধর্মোপদেশ, যা অত্যন্ত শক্তিশালী। আমার মনে হয়, তিনি আসলেই অন্যতম একজন ছিলেন।

যারা বলেছিল, আমার বিশ্বাস, ভাই, আপনিই বলেছিলেন যে, এটা সত্যিই একটি সত্যিকারের প্রেরিতদের মণ্ডলী, জানেন, যখন তিনি সেখানে গিয়ে সেই অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। আর এটা সত্যিই তাই। এটা

আমার মনে হয় না, আমেরিকার কোনো গির্জায় ঢুকে আপনি এমন আবেগ ও অনুভূতি খুঁজে পাবেন।

প্রভু যিশু খ্রীষ্টের জন্য আকাঙ্ক্ষা। আর অবশ্যই, আপনারা জানেন, আমরা মথি অধ্যায় ৫-এ ফিরে গিয়েছিলাম,

৩, মানে, মাসের ধর্মোপদেশ, আত্মায় দীনহীনদের জন্য আশীর্বাদ। আর লূক খুব সহজভাবে বলেন

দরিদ্রদের আশীর্বাদ। এবং আমি আপনাকে এটা বলব যে, আমরা খবরে এবং সব জায়গায় যতটা ছেলেদের দেখি।

নইলে, এসব শুধু হতাশা আর অমঙ্গল। আমার এখন বহু বছর ধরে কোনো টিভি নেই, কিন্তু,

জানেন, আমি দিনে অন্তত একবার খবর দেখি যে পৃথিবীর অবস্থা কেমন, আদৌ কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে কি না।

এবং তাত্ত্বিকভাবে এটি প্রতিদিন বিস্ফোরিত হচ্ছে। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই, পরিস্থিতিটা পুরোপুরি এতটা হতাশাজনক নয়।

সারা বিশ্বে। মিশনারি ক্ষেত্রে একটি বিরাট পুনরুজ্জীবন ঘটছে, এবং আমি এই শব্দটি প্রায়শই ব্যবহার করি না। তাই আমি এখানে দুটি বিষয় তুলে ধরতে চাই, প্রথমত,

আপনি এখানে একটি বিষয় তুলে ধরেছেন, ব্রাদার অ্যারন ছিলেন প্রত্যেক খ্রিস্টানেরই প্রতিচ্ছবি, হয়তো কেউ কেউ আহূত নন।

যাজক বা পথের ধর্মপ্রচারক, খোলা আকাশের নিচে প্রচারক, অথবা, অথবা তাদের ডাক হয়তো আপনার মতো নাও হতে পারে, ভাই।

অ্যারন, শিক্ষক হওয়ার জন্য। কিন্তু আমাদের সবারই একটি বিশেষ আহ্বান আছে। এবং, জানো তো, আমাদের জানা দরকার সেটা কী। কিন্তু

বাইবেল জুড়ে আমাদের সকলের জন্য একটি আদেশ রয়েছে, আর তা হলো সাক্ষ্য দেওয়া।

অন্যান্য মানুষের মতো, আমাদেরও তা করতে ইচ্ছা করা উচিত, আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমাদের তা করা উচিত। এবং অবশ্যই,

আমি মার্ক পাঁচ অধ্যায়ে ফিরে যাই, যেখানে অশুচি আত্মাগ্রস্ত ব্যক্তিটি বেরিয়ে এসেছিল, বুঝলেন তো, এবং

অশুচি আত্মারা ২০০০টি শূকরের মধ্যে প্রবেশ করলো। আমেন। আর এরপর সে যীশুকে অনুসরণ করতে চেয়েছিল, যিনি

সে শারীরিকভাবে তাঁর সাথে থাকতে ও তাঁর সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, তাই না? আর যিশু বলেন, না।

তোমার গ্রামে ফিরে যাও, তোমার শহরে ফিরে যাও, তোমার নগরে ফিরে যাও—অবশ্যই এটা শুধু ভাবানুবাদ।

এখানে যারা শহর, গ্রাম বা নগরে বাস করেন, তারা এখনই ফিরে যান। এই সেই মুহূর্ত ছিল যখন তিনি ছিলেন

আরোগ্য ও মুক্তি লাভ করেছি। আমেন। এবং এতে বলা হয়েছে, যাও এবং যা ঘটেছে তা সবাইকে বলো। তাই আমরা সেটাই করেছি।

করতে হবে। আমরা লোকদের শিষ্যত্ব দান করি, জানেন তো, আমাদের অনেক মণ্ডলী ছিল যেগুলোতে আমাদের কিছুটা সময় লেগেছিল, কিন্তু আপনি

জানেন, সেগুলো ছিল সেই সাধারণ ধরনের গির্জা যেখানে, গির্জার সকল সদস্য

ভেতরে এলো এবং এটা একটা সমাবেশের মতো ছিল, তারপর তারা বাড়ি চলে গেল। তো সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার,

শুক্রবার, শনিবার বা বুধবার রাতে তারা প্রার্থনার জন্য আসতেন। আমেন। কিন্তু একই সাথে,

আমেরিকার মতোই, বুধবার রাতের প্রার্থনা, রবিবার সকালের উপাসনা, আর এটুকুই ছিল। কেউই...

গির্জার সদস্যরা আসলে বাইরে গিয়ে তাদের সাধ্যমতো বিভিন্ন উপায়ে সুসমাচার প্রচার করেছিল, তা সে যেখানেই হোক না কেন।

রাস্তায় বা কারাগারে বা নার্সিং হোমে বা বাজারে, যেখানেই হোক না কেন। তাই আমরা খুব খুশি যে

বিষয়টি লক্ষ্য করুন। ধন্যবাদ, অ্যারন, আমাদের এই সবকিছু শেখানোর জন্য। এবং, জানেন, আপনার শিক্ষাদান...

এবং আমরা এই মানুষগুলোকে যে উৎসাহ দিই, তা এক অবিশ্বাস্য পরিবর্তন এনেছে।

গত বছরও তাই ছিল, কারণ তারা শুধু শিষ্যই তৈরি করছে না, বরং জ্ঞানও অর্জন করছে। তাই

আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা ভবিষ্যতে যা আসছে তার জন্য অপেক্ষা করছি। তাই আপনি আমাদের জানান কতগুলো।

আপনার এখানে কয়েক সপ্তাহ ছুটি নেওয়া দরকার এবং তারপরে আমরা অবশ্যই এগিয়ে যেতে পারব। এখন, যদি অন্য কেউ

রেকর্ডিং শেষ করার আগে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে এখনই জিজ্ঞাসা করুন। ঠিক আছে, তাহলে শুরু করা যাক।

যে কারো জন্য। আচ্ছা, খুব ভালো। আমি এটা নিচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ। এখানেই এর সমাপ্তি।

গ্লোবাল মিশন ফর চিলড্রেন বাইবেল পাঠ। আমরা আমাদের সকল মিশনারিদের ধন্যবাদ জানাই যারা মিশন ক্ষেত্রে কর্মরত আছেন।

আমার বিশ্বাস, আমরা আপনাকে যতটা অনুপ্রাণিত করি, তার চেয়ে বেশি আপনি আপনার প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমাদের অনুপ্রাণিত করেন। তাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।

ভাই অ্যারন, আমাদের জন্য এটা করার জন্য ধন্যবাদ। এরপর আমরা এখানে একটি সম্মিলিত আলোচনায় বসব।

কিন্তু আমরা এটি আবার রেকর্ডিং থেকে সরিয়ে নিতে চাই। মথি বাইবেল অধ্যয়নের এখানেই সমাপ্তি।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। দুঃখিত, বন্ধুরা।